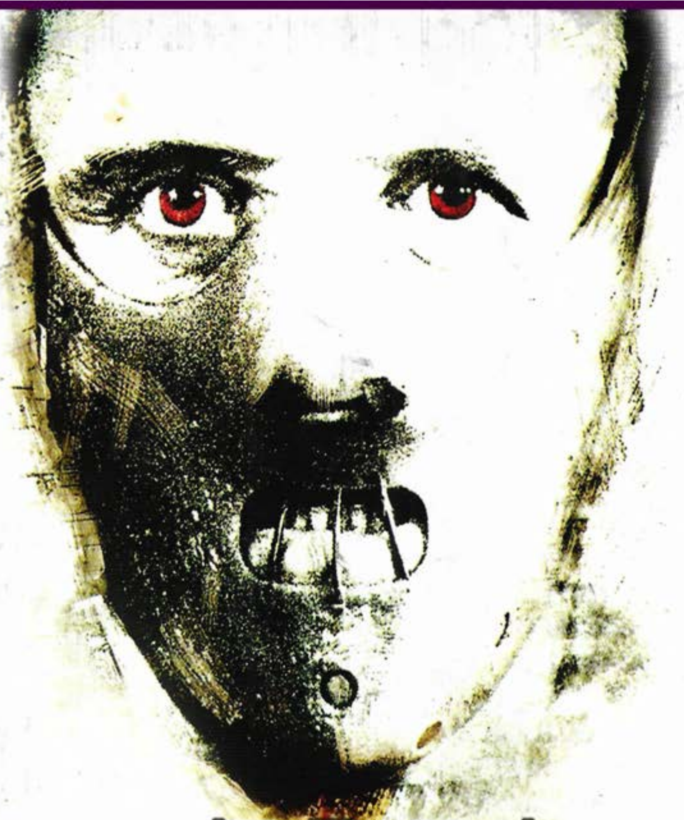

BanglaBook.org

টমাস হ্যারিস

হ্যানিবাল

অনুবাদ : ইফতেখারুল ইসলাম

সাত বছর আগে মানসিক বিকারগ্রস্ত খুনিদের বন্দিশালা থেকে পালিয়েছিল ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার। এত বছর পরও এজেন্ট ক্লারিস স্টারলিং ডক্টরকে ধরতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু তার চেয়েও বেশি মরিয়া আরেকজন মানুষ!–লেকটারকে সে খুঁজে বের করে কঠিনতম শাস্তি দিতে চায়। কিন্তু কেন?

এদিকে ইতালিয়ান পুলিশের এক দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাও মোটা অঙ্কের পুরস্কারের লোভে যোগ দেয় সেই ক্ষমতাবান মানুষটির সাথে। শুরু হয় মানুষ শিকারের এক প্রতিযোগিতা–তিনজনের তিন উদ্দেশ্য কিন্তু শিকার একজনই–ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার!

রেড ড্রাগন এবং *দ্য সাইলেন্স অব দি ল্যাম্বস্*-এর পর *হ্যানিবাল* পাঠককে আবারো নিয়ে যাবে ডক্টর লেকটারের সেই কুহেলিকাপূর্ণ ভীতিকর আর গা শিউরে ওঠার দুনিয়ায়।

'সিটবেল্ট বেঁধে নিন...আপনাকে লেকটারের জগতে ঘুরে আসতে হবে...মনে রাখবেন, রোলার কোস্টারের উঠেছেন আপনি।'

–*ডেনভার পোস্ট*

'অস্থির আর অসম্ভব ভীতিকর একটি উপাখ্যান।'

–*লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস*

'ভয় পেতে আগ্রহি? এক ছুটির দিনে দরজা-জানালা বন্ধ করে বইটা পড়তে শুরু করে দিন...মঙ্গলবারের মধ্যে বাতি না জ্বালিয়ে ঘুমাতে পারবেন না আপনি।'

–*নিউজডে*

'সর্বকালের সেরা ফিকশনাল ভিলেইন ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার আবার ফিরে এসেছে...তাকে কি ধরা সম্ভব?...টমাস হ্যারিস বরাবরের মতোই দুর্দান্ত।'

–*নিউ ইয়র্ক টাইমস*

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

www.BanglaBook.org

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

https://www.facebook.com/groups/batigharprokashoni

ISBN 984872941-2

9789848729410

টমাস হ্যারিস

হ্যানিবাল

অনুবাদ : ইফতেখারুল ইসলাম

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাতিঘর প্রকাশনী

হ্যানিবাল

মূল : টমাস হ্যারিস

অনুবাদ : ইফতেখারুল ইসলাম

Hannibal

Copyright©2018 by Thomas Harris

অনুবাদস্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রচ্ছদ : ডিলান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয়তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ: একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর; গ্রাফিক্স: ডটপ্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books

BanglaBook.org

উৎর্সগ :

মা আর বাবাকে...যাদের ছাড়া আমি আজ এ পর্যন্ত আসতে পারতাম না।

শ্রদ্ধেয় মেহাম্মদ নাজিম উদ্দিনকে...যার *দি সাইলন্সে অব দ্য ল্যাম্বস* অনুবাদ বইয়রে মাধ্যমইে সাইকো-থৃলার সাহিত্যরে সাথে আমার পরচিয়।

আর সেই মানুষটিকে, গল্প-উপন্যাস বইয়রে প্রতি যার তীব্র অনীহা!

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

অধ্যায় ১

ওয়াশিংটন ডি.সি

দিনটা যে ভয়ংকরভাবে শুরু হবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না।

ম্যাসাচুসেটস এভিনিউয়ে অবস্থিত মাদক, তামাক ও আগ্নেয়াস্ত্র অধিদপ্তরের নিচে অবস্থিত গ্যারেজে ক্লারিস স্টারলিংয়ের মাস্টাং মডেলের গাড়িটা গর্জন করে উঠল। অধিদপ্তরের কাজের জন্য ব্যবহৃত এই দালানটি অর্থের বিনিময়ে ভাড়া নেয়া হয়েছে যাজক সান মিয়ুং মুনের কাছ থেকে।

আক্রমণকারী বাহিনী তিনটি গাড়িতে অপেক্ষা করছে। গাড়ি তিনটির মধ্যে একটির অবস্থা বেশ খারাপ। আর অন্য দুটি হচ্ছে, পেছনে দাঁড়ানো দুটি কালো সোয়াট ভ্যান। সেগুলোর মধ্যে কয়েকজন বসে বসে অলস সময় কাটাচ্ছে।

স্টারলিং তার গাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যাগটি বের করল। এরপর সেটা নিয়ে ছুটে গেল সামনের ভ্যানটার দিকে। ভ্যানটার সাদা প্যানেল ময়লা হয়ে আছে। তার দু-পাশে দেখা যাচ্ছে 'মার্সেল্স ক্র্যাব হাউজ' লেখাটি।

ভ্যানের পেছন দরজা দিয়ে চারজন মানুষ স্টারলিংকে আসতে দেখলো। ক্লান্ত থাকায় মেয়েটাকে মলিন দেখাচ্ছে। ব্যাগটিসহ দ্রুত এগিয়ে গেল সে, ছমছমে ফ্লুরোসেন্ট বাতির আলোয় তার চুলগুলো জ্বলজ্বল করছে।

"অ্যাই মেয়ে, সবসময় দেরি করে আসো তুমি," একজন ডিসি অফিসার বলে উঠল।

দায়িত্বে থাকা বিএটিএফ স্পেশাল এজেন্ট জন ব্রিগহাম জবাব দিল, "সে দেরি করে আসেনি। কোন প্রুফ না পাওয়া পর্যন্ত বরং আমিই তাকে ফোন করিনি। সে নিশ্চয়ই কোয়ান্টিকো থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে–এই যে স্টারলিং, ব্যাগটা আমাকে দাও।"

স্টারলিং দ্রুত তাকে হাই বলল : "হেই জন।"

গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলে থাকা আন্ডারকাভার অফিসারের সাথে কথা বলল ব্রিগহাম। বিকেল নেমে এসেছে। ভ্যানের পেছনের দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই তা চলতে শুরু করলো।

সার্ভেইল্যান্স ভ্যানের অভিজ্ঞ সদস্য ক্লারিস স্টারলিং ভ্যানে থাকা পেরিস্কোপের আইপিস বরাবর মাথা নিচু করে গাড়ির পেছনের সিটে ১৫০ পাউন্ড ওজনের ড্রাই আইস ব্লকটার যথাসম্ভব কাছাকাছি বসলো। ইঞ্জিন বন্ধ

BanglaBook.org

করে ওৎ পেতে বসে থাকার সময় ড্রাই আইস এয়ার কন্ডিশনিংয়ের কাজ করে।

পুরনো এই ভ্যানটার মধ্যে ভয় আর ঘামের স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ স্থায়ীভাবে দানা বেঁধে আছে। সময়ের সাথে সাথে নিজের শরীরে বিভিন্ন চিহ্নও ধারণ করেছে এটি। ভ্যানের দরজায় লেগে থাকা ময়লার আস্তরণটুকু ত্রিশ মিনিট আগেকার। অন্যদিকে বুলেটের গর্তগুলো আরো অনেক পুরনো।

ভ্যানের পেছন দিকের জানালাগুলোর কাঁচ যথেষ্ট কালো, ওগুলো দিয়ে শুধু ভেতর থেকে বাইরের দৃশ্য দেখা যায়। স্টারলিং কালো সোয়াট ভ্যান দুটোকে পেছন পেছন আসতে দেখলো। মনে মনে চাইলো, তাদের যেন ঘন্টার পর ঘন্টা এই বদ্ধ ভ্যানে বসে না থাকতে হয়।

যখনই সে জানালার দিকে তাকাচ্ছে, অন্যান্য পুরুষ অফিসাররা সেসময় তার দিকে হা করে তাকিয়ে থাকছে। এফবিআইয়ের স্পেশাল এজেন্ট ক্লারিস স্টারলিংয়ের বয়স বত্রিশ হলেও চেহারায় যেন বয়সের ছাপ বোঝা না যায় সে ব্যাপারে সে যথেষ্ট সচেতন।

ব্রিগহাম সামনের প্যাসেঞ্জার সিট থেকে আবার ক্লিপবোর্ডটি হাতে নিলো। "কিভাবে তুমি সবসময় এই হারামিটাকে খুঁজে পাও, স্টারলিং?" হাসতে হাসতে বলল সে।

"কারণ, আপনি আমাকেই তা খুঁজতে বলেন," জবাব দিল স্টারলিং।

"এজন্যেই খেলোয়াড় হিসেবে তোমাকে আমার দরকার। তোমাকে আমি সাদা পোশাকের পুলিশদের বিরুদ্ধেও সমন জারি করতে শুনেছি ।

আমার মনে হয় বাজার্ড পয়েন্টে কেউ একজন আছে যে তোমাকে ঘৃণা করে। তোমার আমার সাথে সেখানে অপারেশনে যাওয়া উচিত।

"এরা আমার লোক—এজেন্ট মার্কুইস বার্ক ও এজেন্ট জন হেয়ার। আর ইনি হলেন ডিসি পুলিশ হতে আসা অফিসার বোল্টন।"

বাজেট স্বল্পতার কারণে ফান্ডিং কম পাওয়া গেছে এবার। এজন্য এফবিআই অ্যাকাডেমি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও মাদক, তামাক ও আগ্নেয়াস্ত্র অধিদপ্তর, ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন প্রশাসন অধীনে থাকা সোয়াট এবং এফবিআই'কে বাধ্য হয়ে একত্রে কাজ করতে হচ্ছে।

বার্ক ও হেয়ারকে দেখতে এজেন্টের মতোই লাগে। ডিসি পুলিশ বোল্টনকে দেখে অবশ্য গোমস্তাদের মত লাগছে—বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, ভারি আর মোটাসোটা।

ওয়াশিংটনের মেয়র নিজে মাদক সেবনে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর মাদক অপরাধ কঠোরভাবে দমন করতে ডিসি পুলিশকে অনুরোধ করেছেন, তারা যেন ওয়াশিংটনের প্রতিটি বড় বড় রেইডে উপস্থিত থাকে, সেজন্যই বোল্টনের এখানে আসা।

BanglaBook.org

"আজকের অভিযানের টার্গেট ড্রামগো," ব্রিগহাম বলল।

"ইভেলদা ড্রামগো, আমি জানতাম।" কোনো আগ্রহ না দেখিয়েই বলল স্টারলিং।

ব্রিগহামও মাথা নেড়ে সায় দিল, "সে নদী তীরে ফেলিশিয়ানা ফিশ মার্কেটের পাশে একটা আইস প্ল্যান্ট খুলেছে। আমাদের গুপ্তচর বলেছে, সে আজ ক্রিস্টালের অনেক অংশই বিক্রি করতে যাচ্ছে। এজন্য আজরাতে বুকিংও দিয়ে রেখেছে গ্র্যান্ড ক্যায়মানে। আমরা তাই আর অপেক্ষা করিনি।"

ক্রিস্টাল মিথাম্ফেটামিন-যা কিনা শহরে আইস নামে পরিচিত, জিনিসটি অল্প সময়ের মধ্যে মারাত্মক আসক্তি তৈরি করতে সক্ষম।

"মাদকের ব্যাপারটা ডিইএ'র মাথা ঘামানোর বিষয়। কিন্তু আমরা ইভেলদাকে ধরবো শহরের মধ্যে ক্লাস-থ্রি আগ্নেয়াস্ত্র বহনের অপরাধে। তার বিরুদ্ধে জারি করা ওয়্যারেন্টে দুটো বেরেটা মেশিনগান ও কিছু ম্যাক-টেন অস্ত্রের ব্যাপারে বলা আছে। সে জানে বাকি অস্ত্রগুলো কোথায়। স্টারলিং, আমি চাই তুমি ইভেলদার কেসটা দেখো। তুমি ওকে এর আগেও হ্যান্ডেল করেছো। এরা তোমায় ব্যাকআপ দেবে," ব্রিগহাম বলল।

"আমরা সবচেয়ে সহজ কাজটা পেলাম," সন্তুষ্টির সাথে বলল বোল্টন।

"স্টারলিং, আমার মনে হয় তোমার ইভেলদার ব্যাপারে ওদেরকে জানালে ভালো হত," ব্রিগহাম বলে উঠল।

ভ্যানটা ট্রেনের রাস্তার ওপরে ওঠায় খড়খড় শব্দ হলো।

স্টারলিং বলা শুরু করল, "ইভেলদা লড়াকু স্বভাবের, যদিও তাকে দেখে সেরকম মনে হয় না। সে আগে একজন মডেল ছিল। কিন্তু সে আপনাদেরকে আক্রমণ না করে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে যেতে দেবে না।

প্রয়াত ডিজন ড্রামগোর স্ত্রী সে। রিকো ওয়ার‍্যান্টের অধীনে আমি তাকে দু-বার অ্যারেস্ট করেছিলাম-প্রথমবার ডিজন ড্রামগোসহ।

শেষবার সে তার পার্সের মধ্যে নাইন এমএম বুলেটের তিনটা ম্যাগাজিন ও গদাজাতীয় একটা অস্ত্র এবং তার ব্রার মধ্যে একটা বালিসং ছুরি নিয়ে ঘুরছিল। আমি জানি না আজ সে কি নিয়ে ঘুরছে!

দ্বিতীয়বার অ্যারেস্টের সময় আমি তাকে যথেষ্ট ভদ্র স্বরে বলেছিলাম এসব ছেড়ে দিতে। সে প্রতিজ্ঞাও করেছিল। তারপর ডিক্সি কারাগারে সে তার সাথে থাকা মার্শা ভ্যালেন্টাইন নামের এক কয়েদিকে চামচের হাতল দিয়ে মেরে ফেলে। সুতরাং, আপনারা জানেন না সে কতটা বিপজ্জনক। তার চেহারা দেখে বোঝা খুবই কঠিন। গ্র্যান্ড জুরি তার এ ঘটনাকে আত্মরক্ষা হিসেবে রায় দেয়। সে প্রথম রিকো কাউন্টকে আঘাত করেছিল, এরপর দ্বিতীয়জনকে মেরে-টেরে তার স্বীকারোক্তি বদলাতে বাধ্য করে। তবে একটি

BanglaBook.org

ছোট বাচ্চা থাকায় তার বিরুদ্ধে কিছু অস্ত্রসংক্রান্ত মামলা সরিয়ে নেয়া হয়। এই কিছুদিন আগেই আবার প্লিজ্যান্ট এভিনিউ সড়কে তার হাজব্যান্ড মারিজুয়ানাসেবি কয়েকজনের হাতে খুন হয়।

আমি তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলব, আশা করছি সে আমার কথা শুনবে। আমরা তাকে ঘোল খাওয়াব। কিন্তু ভালো করে শুনে রাখুন–যদি ইভেলদা ড্রামগোকে বাগে আনতে হয়, তাহলে আমাকে সাহায্য করতে হবে। আমার পেছন অংশের দিকে শুধু হাবার মত তাকিয়ে থাকলে চলবে না, তাকে পাল্টা আক্রমণও করতে হবে। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা এটা মনে করবেন না যে, আমার আর ইভেলদার মধ্যে কাদা ছুড়াছুড়ি হবে আর আপনারা তা বসে বসে দেখবেন।"

এমন একটা সময় ছিল যখন স্টারলিং এদের সামনে মাথা নিচু করে থাকত। সে জানে তার এখনকার কথাগুলো লোকগুলোর ভালো লাগেনি-কিন্তু স্টারলিং ওসবের থোড়াই কেয়ার করে!

"ইভেলদা ড্রামগো ডিজনের সাথে পরিচিত হয় ট্রে-এইট-ক্রিপস. এর মাধ্যমে," ব্রিগহাম বলল। "আমাদের লোক বলেছে তার সাথে ক্রিপ সিকিউরিটি আছে, আর ক্রিপরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সমুদ্রতটের চারপাশে। গাঁজাখোরদের থেকে সুরক্ষার জন্যই এই সিকিউরিটির ব্যবস্থা। কিন্তু তারা যখন আমাদের দেখবে, তখন কী করবে সেটাই ভাবার বিষয়।"

"আপনাদের জানা উচিত, ইভেলদা এইচআইভি পজিটিভ," স্টারলিং বলল। "ডিজন ইনজেকশন দিয়ে এই ভাইরাস তার শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছে, কারাগারে এটা জানার পর সে দিশেহারা হয়ে যায়। মার্শা ভ্যালেন্টাইনকে সে ওইদিনই মেরে ফেলে, জেল গার্ডদের সাথেও হাতাহাতি হয় তার। মনে রাখবেন, সে যদি নিরস্ত্র অবস্থায় আপনাদের মারতে আসে, তাহলে আপনাদের দিকে যেকোন ধরনের ফ্লুইড ছুড়ে দিতে পারে। সে আপনার গায়ে থুথু ফেলতে পারে, আপনাকে কামড়াতেও পারে। আপনি তাকে মারতে গেলে সে আপনার গায়ে পেশাব পায়খানাও করে দিতে পারে, তাই গ্লাভস আর মুখোশ পরে আপনাদের যেতে হবে। যখন তাকে পেট্রোল কারে তুলবেন, তখন তার মাথায় হাত দিয়ে খুঁজে দেখবেন কোনো সুঁই লুকানো আছে কিনা, আর তার পা দুটো বেঁধে রাখবেন দয়া করে।"

BanglaBook.org

বার্ক ও হেয়ারের চেহারা বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল। বোল্টনকে নাখোশ দেখাচ্ছে। কাঠির মত মুখ নিয়ে স্টারলিংয়ের দিকে তাকাল সে, স্টারলিংয়ের ডানপাশে কোমরের পেছন দিকে স্কেটবোর্ড টেপ দিয়ে বাধা ইয়াকুই স্লাইড হোলস্টার থেকে কোল্ট পয়েন্ট-ফোরটিফাইভ পিস্তলটি সদর্পে উঁকি দিচ্ছে।

"তুমি কি সবসময় ওটা সাথে রাখো?" জানতে চাইলো বোল্টন।

“হ্যাঁ...সেফটি লক দিয়ে,” প্রত্যুত্তরে বলল স্টারলিং।

“সাংঘাতিক!”

“গানফিল্ডে আসুন, আপনাকে হাতে-কলমে শিখিয়ে দেবো।”

তাদের কথোপকথনের মাঝে ব্যাঘাত ঘটাল ব্রিগহাম, “বোল্টন, স্টারলিং যখন আমার তত্ত্বাবধানে ছিল তখন সে স্টার সার্ভিস কমব্যাটে টানা তিন বছর পিস্তল চ্যাম্পিয়ন হয়। তার অস্ত্র নিয়ে মাথা ঘামিও না। স্টারলিং, হোস্টেজ রেসকিউ টিম ‘দ্য ভেলক্রো কাউবয়েজ’ এর লোকগুলো তোমার কাছে হেরে যাওয়ার পর তোমাকে কী নামে জানি ডাকত? অ্যানি ওকলি?”

“পয়জন ওকলি,” বলে স্টারলিং জানালার বাইরে তাকালো। পুরনো আবর্জনা, ঘাম, চামড়ার দুর্গন্ধে ভরা এই সার্ভেইল্যান্স ভ্যানের ভেতর বিরক্ত হয়ে উঠল সে। কিছুটা ভয়ও ছিলো তার মধ্যে, অনেকটা জিহবার নিচে লোহা রাখার মতো অনুভূতি সেটা।

স্টারলিং পুরনো স্মৃতির পাতা ওল্টাতে লাগলো, তার বাবা কিচেনে পকেট নাইফ দিয়ে কমলার চামড়া ছিলে তাকে খাওয়াচ্ছে–ছুরির মাথাটা চারকোণা বর্গের আকারে ভাঙা ছিল। বাবার শরীর থেকে স্টারলিং সবসময় সিগারেট আর সাবানের গন্ধ পেত। স্মৃতির পাতা ওলটাতে থাকল সে। তার বাবার পিকআপটার পেছনের লাইটগুলো আস্তে আস্তে দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে দেখলো সে–ঐদিন বাবা নাইট মার্শালদের সাথে টহল দিতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। মেয়েটা পুরনো স্মৃতি ধরে রাখার জন্যই বাবার ক্লোসেটের শার্ট, কিছু সুন্দর জামাকাপড় নিজে না পরে এখনও হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখেছে–ঠিক পুরনো কাবার্ডে খেলনা রেখে দেয়ার মতো।

“আর প্রায় দশ মিনিট,” ড্রাইভার বলে উঠল।

ব্রিগহাম সামনে তাকিয়ে ঘড়িটা দেখে নিলো।

“এই হলো নকশা,” তার হাতে ম্যাজিক মার্কার দিয়ে তাড়াহুড়ো করে আঁকা একটা খসড়া ডায়াগ্রাম ও একটা খসড়া ফ্লোরপ্ল্যান দেখা যাচ্ছে, ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিংস থেকে তাকে ফ্যাক্স করে পাঠানো হয়েছে এটি।

“ফিশ মার্কেট বিল্ডিং নদীতীরের দোকানপাট ও গুদামঘরের সাথে একসারিতে অবস্থিত। ফিশ মার্কেটের সামনে পার্সেল স্ট্রিট গিয়ে শেষ হয়েছে রিভারসাইড এভিনিউতে–ঠিক একটা ছোট চারকোণা অংশে।

দেখো, ফিশ মার্কেটসহ বিল্ডিংটা নদীর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। পেছনে আছে তাদের একটা ডক, এটা বিল্ডিংয়ের পেছন দিক দিয়ে চলে গিয়েছে–ঠিক এখানে। ফিশ মার্কেটের পাশে নিচতলায় এটা হলো ইভেলদার ল্যাব। ফিশ মার্কেটে টাঙানো শামিয়ানা বরাবর এটা হলো সামনের প্রবেশপথ।

“যতক্ষণ পর্যন্ত ইভেলদা ড্রাগ তৈরি করবে, ততক্ষণ বিল্ডিং থেকে তিন

BanglaBook.org

ব্লক দূরে পাহারা দেবে ইভেলদার গার্ডরা। কোন অসঙ্গতি দেখতে পেলেই তারা ইভেলদাকে পালানোর জন্য সিগন্যাল দিয়ে দেবে। সেজন্য তৃতীয় ভ্যানে ডিইএ'র র‍্যাপিড আকশন টিম মাছ ধরার নৌকোয় করে ডকসাইডে তিনটার দিকে উপস্থিত থাকবে। আমরা দুজন এ ভ্যানের বাকিদের চেয়ে চার-পাঁচ মিনিট আগে থেকে প্রবেশপথের সামনে রেইড দেয়ার জন্য থাকব। ইভেলদা সামনে এলে তাকে ধরে ফেলবো আমরা। আর যদি সে ভেতরে থাকে তাহলে বাকিরা ওপাশের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার ঠিক পরপরই আমরা এ দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকবো। দ্বিতীয় ভ্যানটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকআপ। তারা মোট সাতজন, আমরা তাদের আগেভাগে না ডাকলে তারা ঠিক তিনটার সময় এদিকে আসবে।"

"আমরা দরজাটা ভাঙবো কিভাবে?" স্টারলিং জানতে চাইলো।

বার্ক বলল, "যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে, তাহলে দরজাটা বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হবে। আর যদি ভেতরে গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া যায়, তাহলে 'অ্যাভন কলিং' দিয়ে কাজ সারতে হবে।" বার্ক তার শটগানটা ওঠালো।

এভাবে দরজা ভাঙতে আগেও দেখেছে স্টারলিং। অ্যাভন কলিং হলো তিন ইঞ্চি ম্যাগনাম শটগান শেল, যা মিহি লেড পাউডার দিয়ে ভরা থাকে। এটা দিয়ে ঘরের ভেতরে থাকা মানুষজনের ক্ষতি ছাড়াই দরজা ভাঙা যায়।

"আর ইভেলদার বাচ্চারা কোথায়?" স্টারলিং জানতে চাইলো।

"আমাদের ইনফরমার তাকে ডে কেয়ার সেন্টারে বাচ্চাদের নামিয়ে দিতে দেখেছে। লোকটা এসব পারিবারিক তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে, তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো," ব্রিগহাম জবাব দিল।

ব্রিগহামের রেডিও ঘরঘর করে উঠল। কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে শুনলো ওপাশের কথা। অতঃপর ব্যাক উইন্ডো দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে মাইক্রোফোনে বলে উঠল, "হয়তো জিনিসটা যাত্রি। নিয়ে যাচ্ছে।"

সে ড্রাইভারকে বলল, "স্ট্রাইক টু এক মিনিট আগে একটি নিউজ হেলিকপ্টারকে উড়তে দেখেছে। তুমি কি কিছু দেখেছো?"

"না," জবাব দিল ড্রাইভার।

"হয়তো হেলিকপ্টারটা আসলেই যাত্রি নিয়ে যাচ্ছে। যাইহোক, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রেডি থাকা উচিত।"

১৫০ পাউন্ড ওজনের ড্রাই আইস তাদের ঠাণ্ডা রাখতে পারছে না, বিশেষ করে আজকের উষ্ণ দিনটাতে, যখন তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত। এরপর বোল্টন যখন হাত উঁচু করলো, তখন তার হাতের অস্ত্রটা লোড করা অবস্থায় দেখলো স্টারলিং।

BanglaBook.org

ক্লারিস স্টারলিং তার শার্টের নিচে শোল্ডার প্যাড সেলাই করে নিয়েছিলো, যা বুলেটপ্রুফ কেভলার ভেস্ট এর ওজন বইতে সক্ষম। এই ভেস্টের একটি বাড়তি সুবিধা আছে। এর সামনে-পেছনে দুদিকেই সিরামিক প্লেটের কভার লাগানো।

আগের কিছু বাজে অভিজ্ঞতার জন্যই স্টারলিং পেছনে সিরামিক প্লেটের কভার লাগিয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অপরিচিত লোকজনকে সাথে নিয়ে কোথাও রেইড দিতে যাওয়া একটা ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। আতঙ্কিত মানুষজনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ভুলবশত নিজের দলের ছোঁড়া গুলিই তোমার মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

নদী থেকে দুই মাইল দূরে তৃতীয় ভ্যানটা থেমে গেল এবং ডিইএ টিম তাদের মাছ ধরার নৌকোর দিকে এগিয়ে গেল। আর ব্যাকআপ ভ্যানটি সাদা আন্ডার কভার ভ্যানের পেছনে অবস্থান নিলো নিরাপদ দূরত্বে।

আশেপাশের পরিবেশ স্যাঁতস্যাতে দেখাচ্ছে। বিল্ডিংয়ের এক তৃতীয়াংশ গিজগিজ করছে মানুষজনে। আর রোদে পোড়া গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার শেষ মাথায়।

মাঝবয়সি লোকগুলো মদের বার আর কিছু ছোট দোকানের সামনে বসে ঘুমে টলছে। ফুটপাতে একটা রোদে পোড়া কার্পেটের চারপাশে খেলছে ছোট ছোট বাচ্চারা।

যদি ইভেলদার সিকিউরিটি গার্ডেরা বাইরে পাহারা দেয়, তবে তারা হয়তো ফুটপাতে থাকা লোকগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে। মদ ও মুদির দোকানের পাশে পার্কিং লটে গাড়িতে বসে কথা বলছে কিছু মানুষ।

একটি লো রাইডার ইমপালা কনভার্টিবল মডেলের গাড়িতে করে ভ্যানের পেছনে থামলো চারজন মাঝবয়সি আফ্রো-আমেরিকান লোক। গাড়িটি ফুটপাত থেকে কিছুটা সামনে এগিয়ে গেল যাতে পাশ কাটিয়ে যাওয়া মেয়েদের যেতে সুবিধা হয়। গাড়িটির ক্রুদ্ধ গর্জনে ভ্যানটির ধাতব অংশ মৃদু শব্দ করে কেঁপে উঠল।

পেছন জানালার কাচ দিয়ে কনভার্টিবলটার তিন ছেলেকে দেখলো স্টারলিং, তাদেরকে বিপজ্জনক বলে মনে হলো না আর। স্টারলিংয়ের জন্য যেটা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, সেটা হলো ক্রিপ গানশিপ। এ ধরনের গানশিপ সবসময় একটা শক্তিশালী সেডান বা স্টেশন ওয়াগন জাতীয় কিছু হয়ে থাকে, অন্য গাড়িগুলোর তুলনায় যথেষ্ট পুরনো, আর পেছনের জানালাগুলোয় কাচগুলো থাকে নামানো। গাড়িটিতে তিনজন, কখনো বা চারজনও উঠতে পারে।

ট্রাফিক লাইটের সামনে যখন তারা অপেক্ষা করছিলো, তখন ব্রিগহাম

BanglaBook.org

পেরিস্কোপের আইপিসের কভার সরিয়ে বোল্টনকে বলল, "একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখো তো কোনো লোকাল গুণ্ডাপাণ্ডা আছে কিনা?"

পেরিস্কোপের অবজেক্টিভ লেন্সটি গাড়ির ছাদের ভেন্টিলেটরে লুকানো। এর মাধ্যমে শুধু গাড়ির দুপাশের এলাকাটুকু দেখা যায়। পেরিস্কোপ ঘুরিয়ে পুরো এলাকাটা দেখে চোখ ঘষতে ঘষতে বোল্টন বলল, "গাড়ি চলার সময় আশেপাশের জিনিস বেশি নড়ে।"

ব্রিগহাম রেডিওতে বোট টিমের সাথে যোগাযোগ করলো, "চারশো মিটার বাকি। আমরা আসছি।" সে তার দলের লোকদের কাছে আবারো কথাটার পুনরাবৃত্তি করলো।

পার্সেল স্ট্রিট থেকে এক ব্লক দূরে ট্রাফিক লাইট লাল হয়ে যাওয়ায় তাদের মার্কেটের সামনে থামতে হলো। ড্রাইভার ডানদিকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ব্রিগহামকে বলল, "স্যার, মনে হচ্ছে বেশি মানুষ আজ মাছ কিনতে আসেনি। আমরা এবার যেতে পারি।"

তিনটা বাজার ঠিক তিন মিনিট আগে ২:৫৭ মিনিটে ভাঙাচোরা আন্ডারকভার ভ্যানটি ফেলিশিয়ানা ফিশ মার্কেটের সামনে নদীর পাশে ভালো দেখে একটা জায়গায় থামলো।

ড্রাইভার হ্যান্ডব্রেক করায় পেছনে গাড়ির কিরিচ করে থেমে যাওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। ব্রিগহাম পেরিস্কোপটি স্টারলিংয়ের দিকে বাড়িয়ে দিল, "চেক করো।"

স্টারলিং পেরিস্কোপটি বিল্ডিংয়ের সামনের অংশে তাক করলো। ফুটপাতের ওপর শামিয়ানার নিচে বরফঘেরা চকচকে মাছের কাউন্টার দেখা যাচ্ছে। কাটা বরফের ওপর ক্যারোলিনা নদীর তীর থেকে আনা স্ন্যাপারসগুলো সুন্দরভাবে সাজানো। কাঁকড়াগুলো খোলা বাক্সের ভেতর হেঁটে বেড়াচ্ছে এবং গলদা চিংড়িগুলো ট্যাঙ্কে একটার ওপর আরেকটা রাখা। চতুর মাছ বিক্রেতারা তাদের বড় মাছগুলোর চোখের ওপর ভেজা প্যাড পরিয়ে রেখেছে যাতে তাদের সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত ক্যারিবিয়ান গৃহিণীদের সামনে তাজা ও আকর্ষণীয় করে রাখা যায়।

বাইরে মাছ কাটার টেবিলের ওপর পানির স্প্রেতে সূর্যের আলো রংধনুর সাত রঙ তৈরি করেছে। সেখানে ল্যাটিনদের মতো দেখতে লম্বা হাতওয়ালা একজন তার বাঁকানো ছুরি দিয়ে একটা ম্যাকো শার্ক সুনিপুণভাবে কেটে হাতে ধরা পানির স্প্রে দিয়ে রক্তগুলো পরিস্কার করে নিলো। নালার পানির সাথে মিশে গেল রক্তমিশ্রিত পানি, স্টারলিং শার্কটি ভ্যানে ঢুকানোর শব্দ শুনতে পেলো।

স্টারলিং দেখলো, ড্রাইভার মাছ বিক্রেতার সাথে কথা বলছে। ড্রাইভার

লোকটাকে একটা প্রশ্ন করল, আর বিক্রেতা তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কাঁধ উঁচু করে ইশারা করল স্থানীয় লাঞ্চ ক্যাফের দিকে। ড্রাইভার মিনিটখানেক মার্কেটের চারপাশটা লক্ষ্য করলো। অতঃপর একটি সিগারেট জ্বালিয়ে ক্যাফের দিকে আগাতে থাকলো।

মার্কেটে সাউন্ডবক্স থেকে এতো উঁচু ভলিউমে 'লা ম্যাকারেনা' বাজছে যে, স্টারলিং ভ্যানের ভেতর থেকেও তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। আর শুনে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, সে আর কখনো এই বিদঘুটে গান শুনতে চাইবে না।

বিল্ডিংটার দরজা ডানদিকে। দরজাটা ধাতব কেসে আবদ্ধ, দুইস্তর বিশিষ্ট ধাতব দরজার সামনের মেঝেটা কংক্রিটের তৈরি।

স্টারলিং পেরিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে নেবে, এমন সময় দরজাটা খুলে গেল। লুয়াউ শার্ট ও স্যান্ডেল পরা লম্বাচওড়া শ্বেতাঙ্গ একজন বের হয়ে এলো। তার বুক বরাবর এক হাতে একটা ব্যাগ ধরা। আর অন্য হাতটা ব্যাগের পেছনে। তার পেছন দিয়ে লিকলিকে শরীরের কৃষ্ণাঙ্গ একজন রেইনকোট হাতে বের হয়ে এলো।

"পেয়ে গেছি," বলে উঠল স্টারলিং।

মানুষ দুজনের পেছন থেকে নেফারতিতির মতো লম্বা ঘাড় ও সুগঠিত মুখ নিয়ে সামনে এসে হাজির হলো ইভেলদা ড্রামগো।

"ইভেলদা দুজন গার্ডকে সাথে নিয়ে আসছে, মনে হচ্ছে তারা দুজনেই অস্ত্রসজ্জিত," স্টারলিং বলল।

স্টারলিং ব্রিগহামের হাতে পেরিস্কোপটা চালান করে দিল, এসময় দুজনের মাথা একসাথে ঠুকে যাওয়ায় নড়ে গেল স্টারলিংয়ের মাথার হেলমেটটা। মেয়েটা তখন হেলমেট ঠিক করে নিলো।

ব্রিগহাম রেডিওতে বলে উঠল, "স্ট্রাইক ওয়ান, টু অল ইউনিট, রেডি থাকো। আমরা সামনে আগাচ্ছি।"

"ওদের সারেন্ডার করাতে হবে যথেষ্ট শান্ত থেকে," বলল ব্রিগহাম। সে তার রায়ট গানটা হাতে নিয়ে লোড করলো।

"বোট ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যেই চলে আসবে। চল, কাজ শুরু করি।"

স্টারলিং প্রথমে গাড়ি থেকে বের হলো। তার দিকে চোখ পড়ায় দুলে উঠল ইভেলদার খোপা। সতর্কতার সাথে স্টারলিং বলে উঠল, "ডাউন অন দ্য গ্রাউন্ড, ডাউন অন দ্য গ্রাউন্ড।"

ইভেলদা তার সঙ্গি দুজন হতে দূরে সরে যেতে লাগলো। তার কোলে একটা পুটলিতে একটা বাচ্চা কাঁধের সাথে হার্নেস দিয়ে বাঁধা।

"দাঁড়াও, একদম নড়াচড়া করবে না।" ইভেলদার পাশে এগিয়ে আসতে থাকা লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল স্টারলিং।

BanglaBook.org

ইভেলদা বুক চিতিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে সামনে আগাতে থাকলো, কোলে থাকা বাচ্চাটিকে চাদর দিয়ে মুড়িয়ে রাখলো সে। ইভেলদাকে কিছু দূর যেতে দিয়ে স্টারলিং তার হোলস্টার থেকে আলতো ছোঁয়ায় কোল্ট ফোরটি-ফাইভটা বের করে হাত দুটো সোজা সামনের দিকে তাক করলো।

"ইভেলদা, থামো। তুমি ফেঁসে গেছো। আমার কাছে এসে সারেন্ডার করো।"

স্টারলিংয়ের পেছনে ব্যাকআপ হিসেবে আসা ভি-এইট গাড়ির গর্জন ও টায়ারের কিরিচ আওয়াজ শোনা গেল, তবে পিছু ফিরে তাকালো না সে।

ইভেলদা স্টারলিংকে পাত্তা না দিয়ে ব্রিগহামের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। বেবি ক্যারিয়ারের ওপরের চাদরটা কেঁপে উঠল এবং সাথে সাথে বের হয়ে এল একটা ম্যাক টেন। আর আচমকাই ইভেলদা ব্রিগহামের ওপর গুলিবর্ষণ করতে লাগলো। রক্তাক্ত হয়ে উঠল ব্রিগহামের পুরো চেহারা।

ভারি শ্বেতাঙ্গ লোকটি তার ব্যাগ ফেলে দিল। লোকটার হাতে থাকা মেশিন-পিস্তল দেখতে পেয়ে নিজের শটগান থেকে অ্যাভন রাউন্ডের একঝাঁক ফাঁকা গুলি ছুঁড়ল বার্ক। সে নিজেকে আড়াল করতে গিয়ে বড্ড দেরি করে ফেলেছিল, লোকটির একঝাঁক গুলি বার্কের ভেস্টের নিচে কুচকি বরাবর ঝাঁঝরা করে দিল। অতঃপর স্টারলিংয়ের দিকে ফিরতেই স্টারলিং দু-বার গুলি করলো তার হুলা শার্টের মাঝামাঝি।

ওদিকে স্টারলিংয়ের পেছনে লিকলিকে কৃষ্ণাঙ্গ লোকটি তার অস্ত্রের ওপর থাকা রেইনকোট সরিয়ে স্টারলিংয়ের পিঠ বরাবর গুলি করলো। বজ্রমুষ্ঠির মতো আঘাতের চোটে টলমল করতে করতে সামনের দিকে ঝুঁকে গেল স্টারলিং, তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসলো। ঘুরলো সে আর সাথে সাথে একটা ক্রিপ গানশিপ দেখতে পেল, একটা ক্যাডিলাক সেডান, জানালা খোলা। দুইজন শুটার সামনের জানালা দিয়ে আর তৃতীয় জন পেছনের জানালা দিয়ে গুলি করতে শুরু করলো। তিনটি মাজলের মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণে গর্জন করে উঠল তার চারপাশের বাতাস। স্টারলিং দুটো পার্কিং করা গাড়ির মাঝ বরাবর ঝাঁপ দিল। বার্ককে রাস্তায় গোঙাতে দেখলো সে। ব্রিগহাম নিশ্চল হয়ে পড়ে ছিলো, রক্তের ধারা তার হেলমেট বেয়ে পড়ছে। হেয়ার ও বোল্টন একটা গাড়ির আড়াল থেকে গুলি করছে, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ছোঁড়া গুলিতে গাড়িটার টায়ার ফেটে গেল আর ভেঙে গুড়ো গুড়ো হয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়লো গাড়ির কাঁচ।

নালা থেকে এক ফুট দূরে থাকা স্টারলিং আড়াল থেকে উঁকি দিল। জানালার দুপাশে বসা শুটার দুইজন গুলি করছিলো গাড়ির ছাদ থেকে। ওদিকে ড্রাইভার তার খালি হাতে পিস্তল চালাচ্ছে। চতুর্থজন গাড়ির পেছনের

BanglaBook.org

দরজা খুলে ইভেলদাকে তার বাচ্চাসহ ভেতরে ঢোকার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। এরপর হেয়ার ও বোল্টনের দিকে গুলি ছুঁড়তে লাগলো শুটাররা। আর ক্যাডিলাকটা ধোঁয়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল। স্টারলিং সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, গাড়ির সাথে সাথে দৌড়াতে শুরু করল সে। প্রথম চেষ্টায় ড্রাইভারের মাথা বরাবর গুলি করে বসলো। এরপর সামনের সিটে বসা শুটারের দিকে পরপর দুটো গুলি করলো স্টারলিং, শুটারটা পেছন দিকে হেলে পড়লো। স্টারলিং গাড়িটার দিক থেকে চোখ না সরিয়েই দ্রুত তার পয়েন্ট ফোরটিফাইভ ক্যালিবারের খালি ম্যাগজিনটা ফেলে দিল। আর তা মাটিতে পড়ার আগেই একটা লোডেড ম্যাগজিন ভরে নিল সে। ক্যাডিলাকটি এলোপাতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ধাক্কা খেলো সামনে থাকা গাড়ির সারির সাথে।

স্টারলিং হেঁটে ক্যাডিলাকের দিকে এগিয়ে গেল। পেছনের সিটে একজন শুটার ছিলো এখনও, তার চোখে বন্যতা দেখতে পেলো সে। পার্কিং গাড়ি ও ক্যাডিলাকের মাঝখানে আটকা পড়েছিলো লোকটা। হাত বাড়াতেই গাড়ির ছাদে গিয়ে ঠেকলো তার হাত। কিন্তু হাত থেকে তার বন্দুকটা ছুটে গেল। পেছনের জানালা দিয়ে গাড়ি থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করল সে, সফলও হলো। হাত তুলে বের হয়ে এসে নীল রঙের ব্যান্ডানা ডোরাগ পরা লোকটা দৌড়াতে শুরু করলো। স্টারলিং তাকে পাত্তা দিল না।

স্টারলিংয়ের ডানদিকে বরাবর গোলাগুলি হলো এবং সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গেল দৌড়াতে থাকা লোকটি। উপুড় হয়ে থাকা অবস্থায় লোকটি বুকে হামাগুড়ি দিয়ে গাড়ির আড়ালে যাওয়ার চেষ্টা করলো। স্টারলিংয়ের মাথার ওপর চক্কর দিতে থাকল হেলিকপ্টার।

ফিশ মার্কেটে কেউ একজন চিৎকার করে উঠল, "নিচে বসে থাকো।"

কাউন্টারের নিচে থাকা মানুষগুলোর কলরবে ও জলস্রোতের আওয়াজে ধীরে ধীরে মুখরিত হয়ে উঠল বাতাস।

স্টারলিং ক্যাডিলাকটার দিকে এগিয়ে গেল। গাড়ির পেছনের সিটে নড়াচড়া লক্ষ্য করলো সে, একটা বাচ্চার চিৎকার শোনা গেল। কিছু গুলির শব্দ, আর সাথে সাথে গাড়িটার পেছনের জানালা চুরমার হয়ে গেল।

স্টারলিং তার হাত সোজা করে তাক করলো অস্ত্রটা এবং কোনোদিকে না তাকিয়েই তার টিমের বাকিদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, "গুলি চালিও না। আমার পেছনে ফিশ হাউসডোরের দিকে লক্ষ্য রাখো।"

ইভেলদা ড্রামগো বের হয়ে এলে বাচ্চাটা চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। ফিশ মার্কেটে স্পিকার থেকে 'লা ম্যাকারেনা' বাজছে। স্টারলিংয়ের দিকে মাথা নিচু করে দুহাতে বাচ্চাটাকে ধরে এগিয়ে আসতে থাকলো ইভেলদা।

তাদের মাঝখানে মাটিতে বার্ক অসহায়ভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছিলো।

BanglaBook.org

ছোট ছোট কাঁপুনির সাথে রক্ত ঝরতে লাগলো তার। লা ম্যাকারেনার তালে তালে বার্কের শরীরেও কাঁপন ধরলো। কেউ একজন নিচু হয়ে দ্রুত তার কাছে ছুটে এসে ভালো করে বেঁধে দিল তার ক্ষতস্থান।

স্টারলিং তার পিস্তল নিচের দিকে তাক করে রাখলো, 'ইভেলদা, তোমার হাত দেখাও। কাম অন, তোমার হাত দেখাও।"

বাহারি চুলের খোঁপা ও গাঢ় ইজিপশিয়ান চোখের অধিকারি ইভেলদা মাথা তুলে স্টারলিংয়ের দিকে তাকালো।

"আরে স্টারলিং, তুই আমাকে ধরতে এসেছিস।"

"ইভেলদা, এসব কর না। অন্তত বাচ্চাটার কথা ভাবো।"

"তোর রক্ত দিয়ে হোলি খেলবো আমি, কুত্তি!!"

ইভেলদার চাদরটা হঠাৎ নড়ে উঠল, আর সাথে সাথে ধ্বনিত হয়ে উঠল বাতাস। স্টারলিং ইভেলদার ওপরের ঠোঁট বরাবর গুলি করলো, গুলির তোড়ে উড়ে গেল ইভেলদার মাথার পেছনের অংশ।

মাথার পাশে প্রচন্ড ব্যথা নিয়ে বসে পড়লো স্টারলিং, ঘনঘন শ্বাস নিতে থাকলো সে। ইভেলদাও রাস্তায় পা ভাঁজ করে পড়ে আছে, তার মুখ দিয়ে গলগল করে বের হচ্ছে রক্ত, আর সেগুলো তার বাচ্চার ওপর গড়িয়ে পড়ছে। বাচ্চাটার কান্না ইভেলদার শরীরের আড়ালে চাপা পড়ে গেল।

স্টারলিং হামাগুড়ি দিয়ে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বাচ্চাটির হার্নেসের ঢিলে বাঁধনটা তুলে ধরলো। ইভেলদার ব্রার ভেতর থেকে বালিসং ছুরিটা টেনে নিলো সে, সেটা দিয়ে বাচ্চার হার্নেস কেটে ফেলল। বাচ্চাটা হালকা, তবে রক্তে রঞ্জিত, স্টারলিংয়ের জন্য তাকে ধরা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ল।

বাচ্চাটি ধরে রেখে সে মুখ চেপে ব্যথা সহ্য করে চারপাশে তাকালো। দেখলো ফিশ মার্কেটের চারপাশে স্প্রে দিয়ে জল ছিটানো হচ্ছে। দ্রুত রক্তভেজা বাচ্চাটাকে নিয়ে সেখানে গেল সে। ছুরি ও মাছের নাড়িভুঁড়ি কাটিং টেবিলটা থেকে সরিয়ে সেখানে বাচ্চাটাকে রেখে তার ওপর পানি ছিটালো। কৃষ্ণাঙ্গ বাচ্চাটির গায়ে লেগে থাকা ইভেলদার এইচআইভি পজেটিভ রক্ত ও স্টারলিংয়ের গা বেয়ে পড়া রক্ত, সব পরিস্কার হয়ে ছোটখাটো একটা ধারা তৈরি করলো, যা সমুদ্রের পানির মতই নোনা।

সেই ধারায় রংধনুর আভা দেখা গেল। বাচ্চাটার গায়ে কোনো ছিদ্র দেখতে পেলো না স্টারলিং। স্পিকারে লা ম্যাকারেনা বাজছে।

ওদিকে হেয়ার ফটোগ্রাফারকে তাড়িয়ে না দেয়া পর্যন্ত ক্যামেরার ফ্ল্যাশ বারবার জ্বলে উঠতে লাগলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২

ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনের ব্যস্ত একটি একমুখি সড়ক। সময় মধ্যরাতের একটু বেশি। শরতের বৃষ্টিস্নাত রাতে বৃষ্টি শেষে হঠাৎ গরম পড়তে শুরু করেছে। উষ্ণ বাতাস হালকা হয়ে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে আর খালি জায়গাটুকু শীতল বাতাস দখল করে নিচ্ছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ভেজা মাটির গন্ধ। একটা ঝিঁ ঝি পোকা ডাকছিলো। তবে একটা গাড়ির আওয়াজ শুনে চুপ করে গেল সেটা।

একটি ৫-লিটার ইঞ্জিনবিশিষ্ট স্টিলটিউব হেডারের মাস্টাং চাপা গর্জন তুলে সেই একমুখি সড়ক দিয়ে এগিয়ে এলো। তার পেছনে ছিলো একটি ফেডারেল ন্যাশনাল কার। একটি সুন্দর ডুপ্লেক্স বাড়ির সামনে গাড়ি দুটি ব্রেক কষে থেমে গেল।

ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার পর ঝিঁ ঝিঁ পোকাটা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার ডাকা শুরু করলো। তুষারপাতের কারণে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার আগে এটাই ছিলো তার শেষ ডাক।

ইউনিফর্ম পরা একজন ফেডারেল মার্শাল মাস্টাংয়ের ড্রাইভিং সিট থেকে বের হয়ে এলো। গাড়ির অন্যপাশে এসে প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে দিল সে। ক্লারিস স্টারলিং বের হয়ে এলো কার থেকে। তার কানে একটা ব্যান্ডেজ সাদা হেডব্যান্ডের মাধ্যমে লাগানো। শার্টের বদলে যে সবুজ সার্জিকাল ব্লাউসটা পরে ছিল সে, তার ঠিক ওপরে লাল হলুদ রঙের বিটাডিন লিকুইডে তার ঘাড় রক্তিম হয়ে গেছে।

একটা প্লাস্টিক জিপলক ব্যাগে স্টারলিং তার নিজস্ব কিছু জিনিস নিয়ে থাকে–কিছু মিন্ট ও চাবি, ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের স্পেশাল এজেন্ট হিসেবে তার পরিচয়পত্র, একটা স্পিডলোডার–যার মধ্যে পাঁচ রাউন্ড অ্যামুনিশন থাকে, আর ম্যাসির একটা ছোট ক্যান। ব্যাগের সাথে সে একটা বেল্ট ও খালি হোলস্টার রাখে নিজের সাথে।

মার্শাল তার হাতে গাড়ির চাবি দিল।

"ধন্যবাদ, ববি।"

"আপনি কি চান আমি আর ফারোন আপনার সাথে কিছুক্ষণ গল্প করি? নাকি আমি সান্দ্রাকে নিয়ে আসবো? সে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। আমি তাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ে আসতে পারব। আপনারও তো সময় কাটানোর জন্য কাউকে দরকার।"

BanglaBook.org

"না, আমি এখন ভেতরে যাবো। আর্ডেলিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে। থ্যাংকস।"

মার্শাল তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটাতে ঢুকল। যখন সে দেখলো, স্টারলিং নিরাপদে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে, তখন তার ফেডারেল গাড়িটি রওনা দিল।

স্টারলিংয়ের বাড়ির লন্ড্রিঘরটা উষ্ণ হয়ে আছে। কাপড় নরম করার কেমিক্যালের গন্ধে মৌ মৌ করছে সেটা। ওয়াশিং মেশিন আর কাপড় শুকানোর হোস প্লাস্টিক হ্যান্ডকাফ স্ট্রিপের মাধ্যমে আটকানো। স্টারলিং তার ব্যাগটা ওয়াশিং মেশিনের ঠিক ওপরে রাখল। গাড়ির চাবিটা ঝনঝন শব্দ করে উঠল মেশিনের ধাতব ঢাকনার ওপর পড়ে।

মেয়েটা একদলা কাপড় ওয়াশিং মেশিন থেকে বের করে ড্রায়ার মেশিনে জমা করলো। মলিন প্যান্ট, সবুজ সার্জিকাল ব্লাউস আর রক্তে ভেজা ব্রা খুলে ওয়াশারের দিকে ছুঁড়ে মারলো সে, এরপর মেশিনটা চালু করে দিল। এখন তার পরনে শুধু মোজা আর আন্ডারওয়্যার, একটা পয়েন্ট থার্টিএইট তার গোড়ালিতে রাখা একটা বিশেষ হোলস্টারে লুকানো। মেয়েটার পিঠ আর পাঁজরে কালশিটে পড়ে গেছে। কিছুটা চামড়া ছিলেছে কনুইয়ে, তার ডান চোখ ও ডান গাল ফোলা।

ওয়াশিং মেশিন গরম হতে শুরু করেছে। ভেতর থেকে পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে পেলো সে। স্টারলিং নিজেকে একটা বড় তোয়ালেতে ঢেকে নিয়ে লিভিংরুমের দিকে আগালো। একটা বড় গ্লাসে দুই ইঞ্চি পরিমাণ জ্যাক ড্যানিয়েল নিয়ে সে ফিরে এলো আবার। অতঃপর ওয়াশিং মেশিনের সামনে রাবার কার্পেটের ওপর বসে আঁধারে কাঁপতে থাকা মেশিনের গায়ে হেলান দিল। মেঝেতে বসে ওপরের দিকে তাকালো সে এবং ফোঁপাতে লাগলো, চোখের পানি ধীরে ধীরে গাল বেয়ে টপটপ করে পড়তে লাগলো তার।

কেপ মে থেকে লং ড্রাইভ করে আসার পর আর্ডেলিয়া ম্যাপ তার ডেট শেষ করে রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশের দিকে তার বাসায় এসেছে। বাসার ভেতরে ঢুকে বাথরুমে যাওয়ার সময় ওয়াশিং মেশিন চালু থাকার জন্য পাইপ বেয়ে পানি পড়ার শব্দটা শুনতে পেলো সে। ঘরের পেছন দিক দিয়ে কিচেনে প্রবেশ করে লাইট জ্বালিয়ে দিল ম্যাপ। এখান থেকে লন্ড্রিরুম দেখা যায়। ম্যাপ স্টারলিংকে বসে থাকতে দেখলো, মাথার চারপাশে ব্যান্ডেজ করা।

তার পাশে দ্রুত হাঁটু গেড়ে বসে ম্যাপ বলে উঠল, "স্টারলিং, এসব কিভাবে হলো?"

"আমি কানে গুলি খেয়েছি। আমাকে ওয়াল্টার রীড হসপিটালে ব্যান্ডেজ করে দেয়া হয়েছে। লাইট জ্বালিও না, ঠিক আছে?"

BanglaBook.org

“ওকে, দেখি আমি কিছু করতে পারি কিনা। ঘটনাটা আমার শোনা হয়নি, আমরা গাড়িতে গান শুনছিলাম। বলো তো কি হয়েছিলো।”

“জন মারা গেছে, আর্ডেলিয়া।”

“না!”

ব্রিগহাম যখন এফবিআই একাডেমিতে গানারি ইন্সট্রাক্টর ছিলো, তখন ম্যাপ আর স্টারলিং দুজনেই ক্রাশ খেয়েছিলো তার ওপর। মেয়েদুটো দূর থেকে ব্রিগহামের শার্টের বোতামের ভেতর দিয়ে তার গায়ে আঁকা উল্কি পড়ার চেষ্টা করতো।

স্টারলিং মাথা নিচু করে বাচ্চাদের মতো হাতের উল্টোপাশ দিয়ে চোখ মুছে নিলো।

“ঘটনাটা ইভেলদা ড্রামগো আর ক্রিপসকে নিয়ে। ইভেলদা তাকে গুলি করে। বার্ককেও খুন করে তারা, বিএটিএফ এর মার্কুইস বার্ক। আমরা সবাই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে গিয়েছিলাম। টিভি সাংবাদিকরাও আমাদের সাথে যায় সেখানে। ইভেলদাকে আমি গুলি করেছি। শেষ পর্যন্তও হার মানেনি মেয়েটা, আর্ডেলিয়া। বাচ্চাকে ধরে রেখেছিল সে, তবুও সারেন্ডার করেনি। আমরা একে অন্যকে গুলি করি। ইভেলদা মারা যায়।”

ম্যাপ কখনো স্টারলিংকে কাঁদতে দেখেনি এভাবে।

“আর্ডেলিয়া, আমি আজ পাঁচজন মানুষকে মেরে ফেললাম।”

স্টারলিংয়ের পাশে মেশিনের গায়ে হেলান দিয়ে বসলো ম্যাপ। স্টারলিংয়ের ঘাড়ে তার হাত রাখলো।

“ইভেলদার বাচ্চার কি হলো?”

“আমি বাচ্চাটার শরীর থেকে রক্ত পরিষ্কার করি। তার চামড়ায় কোনো ক্ষত দেখিনি আমি। হাসপাতাল থেকে বলা হয়েছে, শারীরিকভাবে সে ভালো আছে। তাকে তারা ইভেলদার মার হাতে দুদিনের মধ্যে দিয়ে দেবে। আর্ডেলিয়া, তুমি জানো ইভেলদা আমাকে শেষ কথাটা কী বলেছে? সে বলেছে, তোর রক্তের হোলি খেলবো, কুত্তি।”

“দেখি তোমাকে কিভাবে ঠিক করা যায়?” বলল ম্যাপ।

“কী?” বলে উঠল স্টারলিং।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

সকাল হওয়ার সাথে সাথে সব সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল নিউজে শিরোনাম হিসেবে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল।

ম্যাপ কয়েকটা মাফিন নিয়ে এসেছে রুমে। সে দেখলো স্টারলিং টিভি চ্যানেল পালটাচ্ছে, তখন তারা একসাথে টিভি দেখতে বসলো।

সিএনএন ও অন্যান্য টিভি নেটওয়ার্ক ডব্লিউএফইউএল টিভির হেলিকপ্টারের ক্যামেরা থেকে ধারণকৃত ভিডিও ফিল্মের স্বত্ব কিনে নেয়। সরাসরি ওপর থেকে ধারণ করা ফুটেজটা একেবারে অসাধারণ ছিলো।

স্টারলিং একবার দেখলো ফুটেজটা, সে দেখলো, ইভেলদা আগে গুলি করেছে। ম্যাপের দিকে তাকালো সে, মেয়েটার বাদামি চেহারায় রাগের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পেলো। আর সহ্য করতে না পেরে দ্রুত উঠে গেল স্টারলিং।

"জিনিসটা দেখা কষ্টকর," স্টারলিং বলল। যখন সে ফিরে এলো, তখন তার পা দুটো কাঁপছিলো এবং ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিলো তাকে।

যথারীতি ম্যাপ আসল কথাটা বুঝতে পারলো, "আফ্রো-আমেরিকান মহিলাটাকে বাচ্চা কোলে থাকা অবস্থায় গুলি করায় তোমার ব্যাপারে আমি কেমন মনোভাব পোষণ করি, এটাই জানতে চাচ্ছ তো তুমি? শোনো, ইভেলদা তোমায় আগে গুলি করেছিলো, স্টারলিং। আমি তোমার লাশ দেখতে চাই না। কিন্তু পাগলের মতো এই প্ল্যানটা কে বানিয়েছে, সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না। গর্দভের মতো চিন্তাভাবনার কারণেই তোমাকে সেই বিপজ্জনক জায়গায় ইভেলদার মুখোমুখি হতে হলো। কেন পাঠানো হলো তোমাকে? যাতে তুমি এতগুলো অস্ত্রের সামনে পড়ে ড্রাগ সমস্যার সমাধান করতে পারো! প্ল্যানটা বানাতে কতটা বুদ্ধি খরচ করা হয়েছে, কে জানে! আমার মনে হয় তুমি আবার তাদের বলির পাঁঠা হওয়ার আগে একশোবার চিন্তা করবে।"

ম্যাপ বিরতি দেয়ার জন্য কাপে কিছু চা ঢেলে নিলো, "তুমি কি চাও আমি তোমার সাথে থাকি? আমি তাহলে ছুটি নেব।"

"ধন্যবাদ, তোমাকে এটা করা লাগবে না। ফোন দিও।"

নব্বইয়ের দশকের ট্যাবলয়েড বুমের আধুনিক সংস্করণ হলো *ন্যাশনাল ট্যাটলার*। তারা তাদের মান উন্নয়নের জন্য মনে হয় একটু বেশিই কসরত করেছে। কেউ ভোর সকালে ঘরে ছুঁড়ে দিয়ে গেছে এর এক কপি। কিছু পড়ার

BanglaBook.org

শব্দ শুনে স্টারলিং শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে এটা পায়। সে সবচেয়ে খারাপটা আশা করছিলো এবং তার সেই আশা পূরণও হয়ে গেল।

'ডেথ এঞ্জেল: ক্লারিস স্টারলিং, এফবিআই কিলিং মেশিন' –সেভেন্টি টু পয়েন্ট রেইলরোড গথিক ফন্টে লেখা ন্যাশনাল ট্যাটলারের শিরোনাম। ফ্রন্টপেজে তিনটা ছবির একটিতে ক্লারিস স্টারলিংকে প্রতিযোগিতায় পয়েন্ট ফোরটিফাইভ ক্যালিবার দিয়ে গুলি করতে দেখা যাচ্ছে, আরেকটিতে ইভেলদা ড্রামগো বাচ্চার দিকে ঝুঁকে থাকা অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে, তার মাথা কাত হয়ে আছে–ঠিক সিমাবু ম্যাডোনার পোর্ট্রেটে আঁকা ম্যাডোনার মতো, মগজ ছিটকে বাইরে এদিক সেদিক ছড়ানো মেয়েটার। আরেকটি ছবিতে স্টারলিংকে নেংটা একটা বাচ্চাকে সাদা কাটিং বোর্ডের চারপাশে থাকা ছুরি, মাছের নাড়িভুঁড়ি আর হাঙ্গরের মাথার মাঝখানে রাখতে দেখা যাচ্ছে।

ছবি তিনটির নিচের ক্যাপশনে লেখা, 'সিরিয়াল কিলার জেম গাম্বকে পরপারে পাঠানো এফবিআই স্পেশাল এজেন্ট ক্লারিস স্টারলিংয়ের ক্যারিয়ারে পাঁচটা কালো দাগ। বাজে একটা ড্রাগ রেইডে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে কোলে বাচ্চা থাকা অবস্থায় একজন মা আর দুজন পুলিশ অফিসার।"

মূল স্টোরি ইভেলদা ও ডিজন ড্রামগোর ড্রাগ ডিলিংয়ের কাহিনি আর ওয়াশিংটনের যে জায়গায় বন্দুকযুদ্ধ হয়েছিল, সে জায়গায় ক্রিপ গ্যাংয়ের আবির্ভাবকে নিয়ে। ছোট করে প্রয়াত অফিসার জন ব্রিগহামের মিলিটারি সার্ভিস এবং তার নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগের ব্যাপারেও লেখা হয়েছে।

স্টারলিংয়ের একটা ক্যান্ডিড ফটোর নিচে স্টারলিংকে একেবারে ধুয়ে ফেলা হয়েছে, সে ছবিতে স্টারলিংকে দেখা যাচ্ছে একটি রেস্টুরেন্টে স্কুপ-নেক ড্রেস পরা অবস্থায়–তার চেহারাটা কার্টুন করা!

'এফবিআই স্পেশাল এজেন্ট ক্লারিস স্টারলিং যখন সিরিয়াল মার্ডারার দ্য বাফেলো বিল খ্যাত জেম গাম্বকে সাত বছর আগে তার বেজমেন্টে গুলি করে মেরেছিল, তখন সে কিছুটা খ্যাতি লাভ করে। এখন তাকে ডিপার্টমেন্টাল চার্জ এবং বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে অবৈধ অ্যাম্ফেটামিন তৈরির অপরাধে অভিযুক্ত একজন মাকে গুলি করে মারার দায়ে জনগণের নিরাপত্তা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য কৈফিয়ত দিতে হতে পারে। (মূল ঘটনা পড়ুন ১ম পৃষ্ঠায়)। তার ক্যারিয়ার হয়তো এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারে। তবে ঘটনাটা কিভাবে ঘটল, সে ব্যাপারে বিশদ তথ্য আমরা জানি না। আর এ ঘটনাটা না ঘটলে জন ব্রিগহাম আজ আমাদের সাথে থাকতে পারতো। রুবি রিজের পর এফবিআই'র সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল

BanglaBook.org

তাকেই। এফবিআই'র সহযোগি এজেন্সি ব্যুরো অব অ্যালকোহল, টোবাকো অ্যান্ড ফায়ারআর্মসের পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এটি।

এফবিআই ট্রেইনি হিসেবে আসার পরই ক্লারিস স্টারলিংয়ের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার শুরু। ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটিতে সাইকোলজি অ্যান্ড ক্রিমিনোলজিতে অনার্স ডিগ্রিধারী স্টারলিংকে বিপজ্জনক আর ক্ষ্যাপাটে ডক্টর হ্যানিবাল লেকটারের ইন্টারভিউ নেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়, ইন্টারভিউটা এই পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিলো 'হ্যানিবাল দ্য ক্যানিবাল' শিরোনামে। সেই ইন্টারভিউ থেকে পাওয়া তথ্যই জেম গাম্বকে খুঁজে পেতে সাহায্য করে, সেই সাথে তার হাতে বন্দি থাকা টেনেসি'র প্রাক্তন সিনেটরের মেয়ে ক্যাথরিন মার্টিনকে উদ্ধারের কাজে লাগে।

এজেন্ট স্টারলিং টানা তিন বছর যাবৎ কম্ব্যাট পিস্তল চ্যাম্পিয়ন ছিল, এরপর সে প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নেয়। দুর্ভাগ্যের ফেরে মারা যাওয়া অফিসার ব্রিগহাম কোয়ান্টিকোর ফায়ারআর্ম ইন্সট্রাক্টর ছিলেন। স্টারলিং যখন সেখানে ট্রেইনিং করেছে তখন এই প্রয়াত লোকটিই ছিলেন তার কোচ।

এফবিআই'র সেই মুখপাত্রের ভাষ্যমতে, এজেন্ট স্টারলিংকে ভবিষ্যতে এফবিআই'র অভ্যন্তরীণ ইনভেস্টিগেশনের ফিল্ড ডিউটি থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে। আর এফবিআই'র চুলচেরা তদন্ত শেষে এ সপ্তাহের শেষ দিকে এ ঘটনার শুনানি হবে।

প্রয়াত ইভেলদা ড্রামগোর আত্মীয়রা বলেছে, তারা ইউএস সরকারের কাছ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে স্টারলিংয়ের বিরুদ্ধে করা মামলার মাধ্যমে তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করবে।

শুটআউটের সেই নাটকীয় ছবিতে ড্রামগোর কোলে থাকা তিন মাস বয়সি বাচ্চার কোনো ক্ষতি হয়নি অবশ্য।

ড্রামগো পরিবারের বিভিন্ন ক্রিমিনাল কেসের ডিফেন্স লইয়ার অ্যাটর্নি টেলফোর্ড হিগিন্স অভিযোগ তুলেছেন যে, স্টারলিংয়ের ব্যবহৃত অস্ত্র কোল্ট পয়েন্ট ফোরটিফাইভ সেমিঅটোমেটিক পিস্তল ওয়াশিংটনে আইনি কাজে ব্যবহার করার কোনো অনুমোদন নেই। হিগিন্সের মতে, 'এটি একটি সাংঘাতিক ও মারাত্মক অস্ত্র যা আইনি কাজে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত নয়। এর ব্যবহার মানুষের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে।"

BanglaBook.org

ট্যাটলার তাদের এক ইনফর্মারের কাছ থেকে ক্লারিস স্টারলিংয়ের বাসার টেলিফোন নাম্বার জোগাড় করে স্টারলিংকে ফোন করেই যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত স্টারলিং বাধ্য হয়ে ফোনটা হুক থেকে খুলে টেবিলের ওপর রেখে দেয়। এরপর থেকে সে অফিসে ফোন করার জন্য এফবিআই'র সেলফোন ব্যবহার করছে।

কানে ফোন লাগানোর সাথে সাথে সে তার কানে ও মুখের ফুলে যাওয়া অংশে ব্যথা অনুভব করলো, সেই ব্যথায় মুখ কুঁচকে গেল তার। ডাক্তারের প্রেসক্রাইব করা মেডিসিন খাওয়ার প্রয়োজন মনে করলো না, বরং দুটো টাইলেনল খেয়ে নিলো সে। ঘুমের কারণে তার দুচোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো ধীরে ধীরে। খাটের হেডবোর্ডে মাথাটা এলিয়ে দিল সে। খাট থেকে নিচে মেঝেতে পড়ে গেল ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকাটি। তার হাতে গানপাউডার লেগে আছে, শুকিয়ে যাওয়া অশ্রু চিহ্ন রেখে দিয়েছে তার গালে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

"তুমি ব্যুরোর প্রেমে পড়তে পারো, কিন্তু ব্যুরো কখনো তোমার প্রেমে পড়বে না," এফবিআই'র সেপারেশন কাউন্সেলিংয়ে ম্যাক্সিমের বিখ্যাত উক্তি এটা।

এই সাত-সকালে জে এডগার হুভার বিল্ডিংয়ে এফবিআইয়ের জিমনেশিয়ামে মানুষের আনাগোনা নেই বললেই চলে। দুজন মধ্যবয়সি লোক ইনডোর ট্র্যাকে ধীরগতিতে দৌড়াচ্ছে। এককোণা থেকে ভেসে আসা ওয়েটমেশিনের ধাতব শব্দ আর র‍্যাকেট খেলায় সার্ফিংয়ের সময় দুই প্রতিযোগির উচ্চস্বরে চিৎকারের শব্দ বড়ো রুমটিতে প্রতিধ্বনি তুলছিলো। রানারদের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। এফবিআই ডিরেক্টর টানবেরির অনুরোধে জ্যাক ক্রফোর্ড আজ এখানে এসেছে। তারা দৌড়াচ্ছে এখন। দুই মাইল দৌড়ে থামলো তারা, হাপিয়ে শ্বাস নিতে লাগলো।

"বিএটিএফ এর কর্মকর্তা ব্লেলককে ওয়াকোতে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। তার যে মুখ লুকানোর জায়গা নেই, সে এটা ভালোভাবেই জানে। যাজক সান মিয়ুং মুনকে নোটিশ দিয়ে দিয়েছে সে যে, অফিসটা সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে," বলল ডিরেক্টর।

ওয়াশিংটনে ব্যুরো অব অ্যালকোহল, টোবাকো অ্যান্ড ফায়ার আর্মসের দাপ্তরিক কাজের জন্য যাজক সান মিয়ুং মুনের কাছ থেকে দালান ভাড়া নেয়ার ব্যাপারটি এফবিআই'র কাছে হাস্যরসের বিষয় বলে মনে হয়।

"আর ফ্যারিডে রুবি রিজের পিছে লেগেছে," ডিরেক্টর বলতে লাগলো।

"আমার তো তা মনে হয় না," ক্রফোর্ড বলল। ১৯৭০ সালের দিকে নিউইয়র্কে ফ্যারিডের সাথে একসাথে কাজ করতো ক্রফোর্ড। সে সময় ক্রুদ্ধ জনতা থার্ড অ্যাভিনিউ অ্যান্ড সিক্সটি নাইন্থ স্ট্রিটে এফবিআই ফিল্ড অফিসে পিকেটিং করেছিলো।

"ফ্যারিডে ভালো লোক। সে নিজে এ কাজ করবে বলে মনে হয় না।"

"আমি তাকে গতকাল সকালে তা করতে বলেছি।"

"সে কি এ ব্যাপারে কাউকে জানিয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো ক্রফোর্ড।

"সে তার ভালোমন্দ বোঝে, এটুকু বলতে পারি। খুব কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমরা, জ্যাক।"

তারা চারদিক লক্ষ্য রেখেই দৌড়াতে লাগলো আবার। তাদের গতি একটু বাড়লো। চোখের কোণা দিয়ে ক্রফোর্ড দেখতে পেলো, ডিরেক্টর কিছু বলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে।

BanglaBook.org

“জ্যাক, তোমার বয়স কত, ছাপ্পান্ন?”

“হুম।”

“বাধ্যতামূলক অবসর নিতে আরো এক বছর বাকি। অনেকে ৪৮-৫০ বছর বয়সেই এ চাকরি ছেড়ে দেয়, যাতে তারা সময় থাকতে অন্য চাকরিতে ঢুকতে পারে। তুমি সেরকমটা করোনি। বেলার মৃত্যুর পর তুমি নিজেকে কাজের মধ্যেই ব্যস্ত রেখেছো।”

অর্ধেক রাস্তা পার হওয়ার পরও যখন ক্রফোর্ড কোনো জবাব দিল না, তখন ডিরেক্টর বুঝলো তার এভাবে বলা ঠিক হয়নি।

“আমি ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নেইনি, জ্যাক। সেদিন ডোরেন বলছিলো, আর কতদিন একই পোস্টে...”

“কোয়ান্টিকোতে এখনও কিছু কাজ করা বাকি আছে। আমরা ভিক্যাপকে স্ট্রিমলাইনে আনতে চাই যাতে সব পুলিশ অফিসার তা ব্যবহার করতে পারে। আমাদের বাজেটের মধ্যে তা ছিলো, তুমি দেখেছো সেটা।”

“তুমি কি কখনো ডিরেক্টর হতে চেয়েছিলে, জ্যাক?”

“মনে হয় না ডিরেক্টর পোস্টে আমি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবো।”

“ব্যাপারটা এমন নয়, জ্যাক। তুমি পলিটিক্স বোঝো না, তাই তুমি কখনো ডিরেক্টর হতে পারবে না। তুমি একজন এলসেনহয়্যার বা ওমর ব্র্যাডলি হতে পারবে না, জ্যাক।”

ক্রফোর্ডকে থামতে ইশারা করলো সে। ট্র্যাকের পাশে দাঁড়িয়ে বড় বড় শ্বাস ফেলতে লাগলো তারা।

“তুমি একজন প্যাটন হওয়ার যোগ্যতা রাখো, জ্যাক। তুমি তোমার অধীনস্তদের অমানুষিক পরিশ্রম করার পরও তারা তোমাকে পছন্দ করে। এই গুণটা আমার মধ্যে নেই। আমার অবশ্য তাদেরকে জোরাজুরি করতে হয়।”

টানবেরি দ্রুত চারপাশে দেখে নিয়ে একটা বেঞ্চ থেকে তার টাওয়েল নিয়ে কাঁধে পেচিয়ে রাখলো। তার চোখদুটো চকচক করছে।

কিছু মানুষ রাগ দমিয়ে রাখতে পারে না। ক্রফোর্ডের চোখেমুখেও রাগের বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল, যখন টানবেরি বলতে শুরু করল, “ম্যাক চেইন এবং মিথাম্ফেটামিন ল্যাব সংক্রান্ত চার্জের কারণে প্রয়াত মিসেস ড্রামগোকে যে কোলে বাচ্চা থাকা অবস্থায় গুলি করে মারা হয়েছে, তার জন্য জুডিশিয়ারি কমিটি রক্তমাংসের একজনকে বলি দিতে চাচ্ছে। মিডিয়াও তাই চায়। ডিইএ, এটিএফ এবং আমাদের কয়েকজনকে এই ব্যাপারটার দায় স্বীকার করতে হবে। ক্রেন্ডলার ভাবছে, আমরা যদি ক্লারিস স্টারলিংকে বরখাস্ত করে দেই, তাহলে তাতে আমাদের ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে যাবে। আমি তার সাথে একমত। এটিএফ এবং ডিইএ রেইড প্ল্যান করার দায় নেবে তাদের ঘাড়ে। আর স্টারলিংকে নিতে হবে গুলি চালানোর দায়টা।”

BanglaBook.org

"স্টারলিংকে প্রথম গুলি করেছিল ইভেলদা।"

"ব্যাপারটা ছবিগুলোকে নিয়ে, জ্যাক। তুমি পরিস্থিতিটা বোঝোনি, বুঝেছো কি? ইভেলদা ড্রামগো যে জন ব্রিগহামকে মেরেছে, এটা পাবলিক দেখেনি। ইভেলদা যে স্টারলিংকে আগে গুলি করেছে–এটাও পাবলিক দেখেনি। দুইশো মিলিয়ন মানুষ–যাদের মধ্যে প্রতি দশজনে একজন সরকারকে ভোট দেয়–দেখেছে ইভেলদা ড্রামগো রাস্তায় তার বাচ্চাকে রক্ষা করার ভঙ্গিতে তার ওপর ঝুঁকে আছে আর তার মগজ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। তুমি যদি পাবলিক সেন্টিমেন্ট বুঝতে না পারো, তাহলে তুমি সেই পরিস্থিতি কখনোই বুঝতে পারবে না। এ কথা বলো না, জ্যাক। আমি জানি তুমি কিছু সময়ের জন্য ভেবেছিলে, তুমি স্টারলিংকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু জ্যাক, সে কোনকিছুর পরোয়া করে না। মেয়েটা তার ক্যারিয়ার ভুলভাবে শুরু করেছিল, কিছু ভুল মানুষের সাথে।"

"ক্রেন্ডলার একটা অথর্ব।"

"আমার কথা শোনো, আমি শেষ না করা পর্যন্ত কিছু বলবে না। স্টারলিংয়ের ক্যারিয়ারে কোনো চড়াই উৎরাই নেই। তাকে তার কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে কোনো জরিমানা ছাড়াই। পেপারওয়ার্ক অনুযায়ি তাকে সম্পূর্ণ নজরদারিতে রাখা হবে। সে আরেকটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারবে, জ্যাক। তুমি এফবিআই'তে বিহেভিওরাল সায়েন্স সেকশনে অনেক ভালো কাজ দেখিয়েছো। অনেকেই ভাবে, তুমি যদি তোমার স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে, তাহলে তুমি আজ সেকশন চিফের চেয়ে উঁচু পোস্ট পেতে পারতে। তুমি আরো বেশি কিছু পাওয়ার যোগ্যতা রাখো। জ্যাক, আমিই প্রথম যে তোমাকে বলছি–তুমি ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে রিটায়ার করবে। তুমি আমার কাছ থেকে এটুকু আনুকূল্য পেতেই পারো।"

"তুমি বলতে চাচ্ছো, আমি যেন এসব বিষয়ে নাক না গলাই?"

"জগতের সব স্বাভাবিক ঘটনার মতোই তুমিও নাক গলাবে, জ্যাক। এটা তোমার জন্য স্বাভাবিক। এদিকে তাকাও।"

"ইয়েস, ডিরেক্টর টানবেরি?"

"আমি তোমাকে অনুরোধ করছি না। সরাসরি আদেশ দিচ্ছি। এ ব্যাপারে নাক গলাবে না। আর এ সুযোগ হাতছাড়া করবে না, জ্যাক। কখনো কখনো ভালোর জন্য খেলার মাঠ থেকে নিজের নাম সরিয়ে নিতে হয়। আমারো এরকম করতে হয়েছিলো। শোনো, জানি এটা অনেক যন্ত্রণাদায়ক। বিশ্বাস করো, আমি বুঝতে পারছি তোমার কেমন লাগছে।"

"আমার কেমন লাগছে? আমার ইচ্ছে করছে এক্ষুণি আমার শাওয়ার নেয়া উচিত," ক্রফোর্ড বলল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

স্টারলিং ঘরদোর গোছানোর ব্যাপারে দক্ষ কিন্তু খুব বেশি যত্নবান নয়। ডুপ্লেক্সে তার ভাগের জায়গাটি বেশ পরিস্কার, তাই সবকিছু খুঁজে পেতে তার কোনো সমস্যা হয় না। জিনিসপত্র সব স্তূপ করে রাখা, পরিস্কার কাপড়গুলো সব এক জায়গায় জড়ো করা আছে। ম্যাগাজিন রাখার জায়গার চেয়ে ম্যাগাজিনের সংখ্যা বেশি। কোথাও যাওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে পরনের কাপড় ইস্ত্রি করাটা তার অভ্যাস। তাকে চুল স্ট্রেইট কিংবা নেইল পলিশ করতে হয় না–তাই তার সময় বেঁচে যায়।

যখন তার চিন্তাভাবনাগুলো গুছিয়ে নেয়ার প্রয়োজন হয়, তখন সে ফলস কিচেনের মধ্যে দিয়ে আর্ডেলিয়া ম্যাপের থাকার অংশে চলে যায়। আর্ডেলিয়া এখানে থাকলে সে স্টারলিংকে কাউন্সেলিং করতে পারে, যা সবসময় উপকারে আসে। তবে মাঝে মাঝে প্রয়োজনের চেয়ে বেশিও হয়ে যায়। আর্ডেলিয়া যখন থাকে না, তখন স্টারলিং ম্যাপের থাকার জায়গায় বসে নিজের অতীত-বর্তমান নিয়ে নাড়াচাড়া করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাবনার সব সুতো গিঁট না বাঁধে, ততক্ষণ সে ভেবেই যায়। আজও সেখানে বসে আছে সে। এখানে আর্ডেলিয়া না থাকলেও একজন ঠিকই আছে–আর্ডেলিয়ার দাদি।

স্টারলিং ম্যাপের দাদির লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসির দিকে তাকিয়ে রইলো, যা হাতে বানানো ফ্রেমে করে দেয়ালে ঝোলানো। দাদির ভাড়া বাসায় আর ম্যাপের শিশু বয়সি সময়েও তার প্রজেক্ট অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালে টাঙানো ছিলো এটা। ম্যাপ ছোটবেলা থেকে দাদির সাথেই থাকতো।

প্রিমিয়ামের টাকা পরিশোধ করার জন্য তার দাদি বাগানের সবজি ও ফুল বেচে পাওয়া ডাইমসগুলো জমিয়ে রাখতো। আর্ডেলিয়া যখন কলেজে পড়তো, তখন তার দাদি পেইডআপ পলিসি থেকে লোন নিয়ে তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাকে সাহায্য করেছিলো। এপাশে একটা ছবিও আছে, তাতে খাটো বৃদ্ধ মহিলাটির শার্টের কলার ভাতের মাড়ের মতো সাদা, মুখে হাসির কোনো চেষ্টাই নেই। স্ট্র হ্যাটের নিচে থাকা তার কালো চোখ দিয়ে প্রাচীন জ্ঞানের আভা ফুটে উঠেছে।

বিপদের সময় ঢাল হিসেবে সবসময় আর্ডেলিয়া তার দাদিকে কাছে পেয়েছিলো, তার কাছ থেকেই প্রেরণা পেতো আর্ডেলিয়া। আর এখন স্টারলিং ম্যাপের কাছ থেকে সেই প্রেরণা পেয়ে থাকে। নিজের সমস্ত সত্তাকে একত্রিত করার চেষ্টা করলো সে। বোজম্যানের লুথেরান হোম তার খাওয়া পরার সব

BanglaBook.org

দায়িত্ব নিয়েছিলো এবং গঠনমূলক আচরণের শিক্ষাও দিয়েছিলো তাকে। কিন্তু এখন তার নিজের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। নিজেই বোঝাতে হবে নিজেকে।

তুমি যখন দরিদ্র কোনো ফ্যামিলি থেকে উঠে আসবে, তখন কি তোমার কাছে কাউকে দেয়ার মতো কিছু থাকবে? আর এমন একটা জায়গা থেকে তোমার উত্থান, যেখানে ১৯৫০ সালের আগ পর্যন্ত পুনর্নির্মাণ কাজ চলছিলো, যে এলাকার লোকদের ক্র্যাকার্স, রেডনেক অথবা ব্লু কলার বা নিখাদ হোয়াইট অ্যাপালাশিয়ান বলে সম্বোধন করা হতো, এমনকি এখনও সম্বোধন করা হয়ে থাকে। সাউথ সাইডের সম্ভ্রান্ত লোকজন যারা কায়িক পরিশ্রমকে গোণার মধ্যেই ধরে না, তারা যদি তোমার এলাকার লোকদের আবর্জনা বলে ডাকে- তখন তুমি কি করবে? এ ধরণের বৈষম্য তুমি কোথায় দেখেছো? সেই বৈষম্যের কারণ কি এটাই যে, আমরা তাদের ষাঁড়দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথমবারেই হারিয়ে দিয়েছিলাম? সেটা কি এজন্যই, কারণ আমাদের প্রপিতামহ ভিকসবার্গে ন্যায়সঙ্গত কোনো কাজ করেছিলেন? বাকি রয়ে যাওয়া কাজ করে সফল হলে যথেষ্ট সম্মান পাওয়া যায়, আর তা বুদ্ধিদীপ্তও বটে। মাত্র একটা খচ্চর দিয়ে চল্লিশ একর নষ্ট জমিতে ফসল ফলানো কিন্তু যা তা ব্যাপার না–এ কাজ করতে যথেষ্ট বুদ্ধি খরচ ও চিন্তাভাবনাটা তোমাকেই করতে হবে, কেউ তোমার হয়ে তা করে দেবে না।

স্টারলিং এফবিআই ট্রেনিংয়ে সফল হয়েছিল, কারণ তার হারানোর কিছু ছিলো না। সে তার জীবনের অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সিনিয়রদের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে এবং নানা প্রতিকূলতা জয় করে কাটিয়ে দিয়েছে। তাকে কখনো পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সে স্কলারশিপ পেয়ে তার টিম তৈরি করলো। একটা চমৎকার শুরুর পর এফবিআইতে পিছিয়ে পড়া তার জন্য একটা বাজে অভিজ্ঞতা। মাছি যেমন মুখবন্ধ করা বোতলের কাচে আঘাত করে বের হওয়ার বৃথা চেষ্টা করে–ঠিক তেমনি স্টারলিংয়ের সব চেষ্টাই বৃথা যাচ্ছে।

স্টারলিংয়ের চোখের সামনে জন ব্রিগহামকে গুলি করে মারার ঘটনার শোক কাটিয়ে উঠতে তার চারদিন সময় লেগেছিলো। অনেকদিন আগে জন তাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলো, তার কোনো বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা। সে না সূচক উত্তর দিয়েছিলো। এরপর ব্রিগহাম বলেছিল, তারা কি বন্ধু হতে পারে। স্টারলিং সম্মতি দিয়েছিল তাতে। ব্রিগহামও তার বন্ধুত্বের মর্যাদা রেখেছিল।

মেয়েটা শেষমেশ এ সিদ্ধান্তে আসলো যে, সে নিজে ফেলিশিয়ানা ফিশ মার্কেটে পাঁচজনকে খুন করেছে। তার চোখে সেই ক্রিপ সদস্যের চেহারা ভেসে উঠছে বারবার। তার শরীরের সামনের অংশটা গাড়িগুলোর মাঝে

BanglaBook.org

আটকে গেছিলো, গাড়ির ছাদ দিয়ে বের হয়ে আসার সময় লোকটার অস্ত্রটা স্লিপ করে পড়ে যায়।

মানসিক শান্তির জন্য সে একবার ইভেলদার বাচ্চাকে দেখতে হাসপাতালে গেল। ইভেলদার মা সেখানে ছিলো, তার নাতিকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো মহিলাটা। পত্রিকায় ছাপা ছবির কল্যাণে স্টারলিংকে চিনতে পারলো সে। মহিলা এরপর নার্সের হাতে বাচ্চাটাকে দিল। সামনে এগিয়ে গিয়ে স্টারলিং কিছু বুঝে ওঠার আগেই ইভেলদার মা তার গালে ব্যান্ডেজ করা অংশে কষে চড় বসিয়ে দিল।

তবে স্টারলিং পাল্টা মার দিল না, বয়স্কা মহিলাটিকে ম্যাটার্নিটি ওয়ার্ডের জানালায় চেপে রিস্টলক দিয়ে আটকে রাখলো, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জোর জবরদস্তি করা বন্ধ করল। মহিলার চেহারা ফোম ও ধুলোমাখা গ্লাসের চাপে বিকৃত হয়ে গেল। স্টারলিংয়ের ঘাড় বেয়ে রক্ত পড়তে লাগলো, ব্যথার চোটে চক্কর দিচ্ছে মাথা। ইমার্জেন্সি রুমে তার কানে পুনরায় সেলাই দিতে হলো। তবে এ ঘটনার জন্য স্টারলিং মহিলার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের করলো না। ইমার্জেন্সি রুমের এক লোক *ট্যাটলার* পত্রিকার ইনফর্মারকে এই মুখরোচক ঘটনাটা ফাঁস করে দিল। বিনিময়ে ৩০০ ডলার পেলো সে।

স্টারলিংকে আরো দুবার বের হতে হয়েছিলো, একবার জন ব্রিগহামের শেষকৃত্যের আনুষঙ্গিক সব কাজ সম্পন্ন করার জন্য। আরেকবার আর্লিংটনের ন্যাশনাল সেমেটারিতে তার শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য। ব্রিগহামের আত্মীয়স্বজন খুব কম, তাদের সাথে খুব একটা সখ্যতা ব্রিগহামের ছিলো না। তার লেখা শেষ ইচ্ছার মধ্যে তার দাফনকার্য সম্পন্ন করার জন্য সে স্টারলিংয়ের কথা উল্লেখ করেছিলো। ব্রিগহামের চেহারায় ক্ষতের দাগ অনেক বেশি ছিলো। একটা বদ্ধ কফিনে রাখা হয়েছিলো তাকে, যেন কেউ তার চেহারা দেখতে না পায়। কিন্তু ব্রিগহামের শেষ ইচ্ছানুযায়ি স্টারলিং তাকে দেখার অধিকারটুকু পেয়েছিলো। মেয়েটা তাকে তার পছন্দের সিলভার স্টার লাগানো মেরিন ব্লু ড্রেস আর রিবনসহ শেষ বিদায় জানায়।

শেষকৃত্যানুষ্ঠানের শেষে ব্রিগহামের কমান্ডিং অফিসার স্টারলিংকে একটা বক্স দিল যাতে ব্রিগহামের পার্সোনাল অস্ত্রশস্ত্র, ব্যাজ এবং তার ডেস্কে থাকা বিভিন্ন জিনিস ছিলো। একটা ওয়েদার বার্ড ব্যারোমিটারও ছিলো এর মধ্যে-যেখানে গ্লাস হতে পানি খাওয়ার ভঙ্গিতে একটা হাঁস বসে আছে।

এ পাঁচদিনে শুনানির মুখোমুখি হতে হয়েছে স্টারলিংকে। এর ওপরই তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তার ফোনে জ্যাক ক্রফোর্ডের মেসেজ ছাড়া আর কোনো কল বা কোনো মেসেজ আসেনি। ব্রিগহামও নেই যে কল করবে।

এফবিআই অ্যাসোসিয়েশনে তার প্রতিনিধিকে ফোন করেছিলো সে।

BanglaBook.org

শুনানির সময় স্টারলিংকে কানের দুল বা স্যান্ডেল পরে যেতে মানা করেছিলো সেই প্রতিনিধি।

প্রতিদিন টেলিভিশন আর পত্রিকায় ইভেলদা ড্রামগোর মৃত্যুর খবর ফলাও করে প্রচার করা হতো। তারা যেন এ খবরটার পেছনে মাছির মতো জেঁকে বসেছে।

ম্যাপের গোছগাছ করা ঘরে বসে স্টারলিং এসব সাতপাঁচ ভাবছিলো।

যে ঘটনা তোমার জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা একইসাথে তোমার সমালোচকদের সুযোগ করে দেয় তোমার বিরুদ্ধে কথা বলার।

একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিলো।

স্টারলিং মনে করার চেষ্টা করলো, সে আন্ডারকাভার ভ্যানে কী বলেছিল। সে কি তার টিম মেম্বারদের এ কথা বলেনি–প্রয়োজন হলে ইভেলদার ওপর আক্রমণ করতে হবে?

শব্দটা আবার শোনা গেল।

ইভেলদার ব্যাপারে অন্যদের কাছে তাকে আলোকপাত করার দায়িত্ব দিয়েছিলো ব্রিগহাম। সে কি এর অন্যথা করেছে? সে কি ইভেলদার ব্যাপারে খারাপ কিছু...

একটা শব্দ কানে আসায় বাস্তবে ফিরে এলো সে। তার নিজের বাসার কলিংবেল বাজছে ক্রমাগত। হয়তো কোনো রিপোর্টার এসেছে। অথবা কোনো অফিসার দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার বাড়ির দরজায়। কিন্তু ম্যাপের ঘরের জানালার পর্দাটা সরিয়ে সে মেইলম্যানকে দেখতে পেলো। লোকটা ট্রাকের দিকে ফিরে যাচ্ছে।

সে সামনের দরজা খুলে ডাক দিল মেইলম্যানকে। রাস্তায় একটা প্রেস-কার দাঁড়ানো, গাড়ির বডিতে একটা টেলিফটো লেন্স লাগানো আছে। প্রেসকারের দিকে পেছন ফিরে এক্সপ্রেস মেইলের জন্য সাইন করলো সে। খামটি ফিকে লাল রঙের, লিনেন পেপারের সাথে রেশমি সুতো দিয়ে বাঁধা। স্টারলিং কল্পনার আড়ালে হারিয়ে গেল। তার পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিল খামটি।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে মেয়েটা ঠিকানার দিকে তাকালো, ঠিকানাটি কপার প্লেটে লেখা।

স্টারলিংয়ের মনে একটা আতঙ্ক ভর করল, সাবধানতা জেগে উঠল। তার তলপেট মোচড় দিয়ে উঠল, ভয়ের শীতল স্রোত তার গা বেয়ে নেমে গেল নিচের দিকে। খামটির প্রান্ত ধরে সে তা কিচেনে নিয়ে আসলো। পার্স থেকে এভিডেন্স হ্যান্ডলিং গ্লাভস বের করে পরে নিলো তা। খামটিকে কিচেনট্যাবের শক্ত তলে রেখে চাপ দিল। খামের ভেতর কী আছে, একটু বোঝার চেষ্টা

BanglaBook.org

করলো সে। কাগজের আবরণ হওয়া সত্ত্বেও ঘড়ির ব্যাটারির মতো একটা টুকরো সনাক্ত করতে পারলো সে, যা সি-ফোর এক্সপ্লোসিভ বলে মনে হলো ওর। ও জানে জিনিসটা তার একটা ফ্লুরোস্কোপের নিচে রেখে চেক করা উচিত, খামটা খুললে হয়তো সে বিশাল বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।

খামটা কিচেন নাইফ দিয়ে কেটে সিল্কের কাগজটা বের করে নিলো সে। সিগনেচারটা দেখার আগেই বুঝতে পারলো, এই চিঠিটা কে লিখেছে :

'ডিয়ার ক্লারিস,

মিডিয়ার মাধ্যমে তোমার অপমান ও জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার ব্যাপারটা জানতে পেরেছি। ঘটনাটা আমার মধ্যে আগ্রহ তৈরি করেছে। এসব ব্যাপার খুব সাধারণ, তুমি যতদিন কারাগারে জেলের ভাত না খাচ্ছো, ততদিন তারা থামবে না। কিন্তু তোমার মধ্যে যেহেতু বুদ্ধি-বিবেচনার ঘাটতি আছে, সেজন্যে তুমি এ ঘটনার ফলাফল জানো না।

কারাগারে আমাদের আলাপের পর একটা জিনিস আমার কাছে বেশ স্পষ্ট, তোমার মূল্যবোধের ওপর তোমার বাবা, দ্য ডেডনাইট ওয়াচম্যানের অনেক বড়ো প্রভাব আছে। আমার ধারণা, জেম গাম্বের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়ায় তুমি যে সাফল্য পেয়েছো, তা তোমার মনে প্রশান্তি এনে দেয়, কারণ তুমি কল্পনায় ভাবো, এই কাজটা তোমার বাবা করেছে।

তোমার বাবা এফবিআই'র কোন পদে কর্মরত—তুমি কি সবসময় এরকম কিছু ভাবতে? তুমি কি ভাবতে, তোমার বাবা একজন সেকশন চিফ অথবা জ্যাক ক্রফোর্ডের চেয়ে ভালো কোনো পদে আসীন—ধরো, ডেপুটি ডিরেক্টর? যে কিনা তোমার সাফল্য দেখে নিজেকে গর্বিত মনে করছে।

আর এখন তোমার দুর্দশার সময় তুমি কি তাকে লজ্জিত ও ভেঙে পড়া অবস্থায় দেখতে পাও? তোমার ব্যর্থতা কি তোমাকে কষ্ট দেয়? তোমার সাফল্যে ভরা ক্যারিয়ার কি এভাবে শেষ হয়ে যাবে? তোমার বাবা নেশাখোরদের হাতে মারা যাওয়ার পর তোমার মাকে যেমন অন্যের ঘরে কাজ করতে হয়েছিল, সেরকম তুমিও কি নিজেকে কারো দাসি হিসেবে কাজ করতে দেখতে চাও? হুম? তোমার ব্যর্থতা কি তোমার চিন্তাধারার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে? মানুষ কি এই ভুল ধারণাই পোষণ করবে যে, তোমার বাবা-মা রাস্তার আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয়? স্পেশাল এজেন্ট স্টারলিং, তুমি কি বলো?

BanglaBook.org

আমি বলি কি, ব্যাপারটা নিয়ে বরং কিছুটা সময় ভাবো। এই সময়ে আমরা অন্য কিছু নিয়ে কথা বলতে পারি। এখন আমি তোমার মধ্যে থাকা এমন একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলবো, যা তোমাকে সাহায্য করবে। দুঃখ তোমাকে আটকাতে পারবে না, তোমাকে কষ্ট করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

আমি একটা এক্সারসাইজের কথা বলবো, যা তোমার জন্য উপকারী হতে পারে। আমি চাই তুমি আমার সাথে সাথে তা করো। তোমার কাছে কি কালো আয়রন স্কিলেট আছে? তুমি দক্ষিণের পাহাড়ি অঞ্চলের মেয়ে, তোমার কাছে ওটা নেই তা আমি বিশ্বাস করি না। কিচেন টেবিলে ওটা রাখো তুমি। আর এর ওপর লাইট জ্বালিয়ে দাও।"

ম্যাপ উত্তরাধিকার সূত্রে তার দাদির কাছ থেকে একটা স্কিলেট পেয়েছিলো, সে তা প্রায় সময়ই ব্যবহার করে। জিনিসটার একটা স্বচ্ছ কালো রঙের অংশ আছে, যেখানে সাবান দিয়ে ধোয়ার সময় সাবানের ফেনা ঢুকতে পারে না। স্টারলিং তার সামনের টেবিলে তা মেলে দিল।

'স্কিলেটটার দিকে তাকাও, ক্লারিস। মাথা ঝুঁকে স্কিলেটের দিকে তাকাও। এটা যদি তোমার মায়ের স্কিলেট হতো, হয়তো এটি তারই স্কিলেট, সেক্ষেত্রে এই স্কিলেটের প্রতিটি অংশ তার সামনে ঘটে যাওয়া সমস্ত কথোপকথনের সাক্ষী হয়ে থাকতো–সব অর্থনৈতিক ব্যাপার-স্যাপার, রাগ বা কাব্যিক ভালোবাসা, ফাঁস হয়ে যাওয়া গোপন তথ্য, দুর্যোগের আগাম সতর্কতা–সবকিছু।

টেবিলের ওপর বসো, ক্লারিস। স্কিলেটের ভেতরে দেখো। এতে যদি কোনো খুঁত না থাকে তাহলে এটাকে দেখতে কালো পুলের মতো লাগে, তাই না? মনে হচ্ছে না, একটা কুয়ার দিকে তাকিয়ে আছো তুমি? এতে তোমার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় না, কিন্তু এটা তোমাকেই ইঙ্গিত করে, তাই নয় কি? তুমি, তোমার সেই মন খারাপ করে থাকা গম্ভীর মুখাবয়ব আর তোমার মস্তকে জ্বলতে থাকা অগ্নিচ্ছটা, অনেকটা চুলে আগুন ধরে যাওয়ার মতো–এই বৈশিষ্ট্য তোমাকেই নির্দেশ করে।

আমরা কার্বনের বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন পদার্থের মতো, ক্লারিস। তোমার সামনে থাকা স্কিলেটটা হচ্ছো তুমি। তোমার বাবা কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে, সে সময় তার দেহটা ছিলো স্কিলেটের মতোই ঠাণ্ডা। সব আগের মতোই আছে। সত্যিকার অর্থে

BanglaBook.org

তোমার পরিশ্রান্ত বাবা-মা কিভাবে এতদিন জীবন অতিবাহিত করেছিলো, জানো? ভালো স্মৃতিগুলো মনে রেখে। যেসব স্মৃতি মনে দুঃখ সঞ্চার করে সেসব মনে রেখে নয়।
তোমার বাবা কেন ডেপুটি শেরিফ হতে পারলেন না? কোর্টহাউজের ভীড়ে তিনি কেন পারলেন না শেরিফের ভূমিকা পালন করতে? কেন তোমার মা মোটেল সাফসুতরো করার কাজ করতো তোমার ভরণপোষণের জন্য?
তুমি সবকিছু বুঝতে শেখার আগ পর্যন্ত তিনি তোমাকে তার সাথে রাখতে চেয়েছিলেন, যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত তা করতে পারেননি। রান্নাঘরে তোমার স্পষ্ট স্মৃতি কোনটা? হাসপাতালে আর রান্নাঘরে?

আমার মা আমার বাবার রক্তভেজা হ্যাটটা পরিস্কার করছিলেন।

রান্নাঘরে তোমার ভালো স্মৃতি কোনটা?

আমার বাবা পকেট নাইফ দিয়ে কমলার খোসা ছাড়িয়ে আমাকে খাওয়াচ্ছিলেন।

'ক্লারিস, তোমার বাবা ছিলেন একজন নাইট ওয়াচম্যান আর তোমার মা ছিলেন একজন চেম্বারমেইড। তাদের স্মৃতি তোমার কাছে মূল্যবান, নাকি তোমার ক্যারিয়ার? তোমার বাবাকে তার কর্মজীবনে আমলাদের সামনে নিজের মাথা হেট করে থাকতে হয়েছিল কি? কয়জনের চাটুকারিতা তাকে করতে হয়েছিল? তোমার জীবদ্দশায় তুমি কি কখনো তাকে তোষামোদ করতে দেখেছো? তোমার সুপারভাইজার নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপারে তোমার সাথে কি কখনও আলোচনা করেছে, ক্লারিস? অথবা তোমার বাবা মা? যদি করে থাকেন, সেই আলোচনার বিষয়বস্তু কি একই ছিলো? স্কিলেটের দিকে তাকাও, বলো আমাকে। তোমার মৃত পরিবারকে কি তুমি নিরাশ করেছো? তারা কি তোমাকে নিঃশেষ হওয়া অবস্থায় দেখতে চায়? তোমার ধৈর্যশক্তির ব্যাপারে তাদের ধারণা কী? তুমি যতটুকু চাও ততটুকু শক্তির অধিকারি তুমি হতে পারো, স্টারলিং।
তুমি একজন যোদ্ধা, ক্লারিস। শত্রু মারা গেছে কিন্তু বাচ্চাটা জীবিত উদ্ধার করতে পেরেছো তুমি। তুমি একজন যোদ্ধা।
ক্লারিস, সবচেয়ে স্থিতিশীল মৌল পর্যায়-সারণীর টেবিলে ঠিক

BanglaBook.org

মাঝখানে অবস্থিত। আয়রন আর সিলভারের মাঝামাঝি। আয়রন আর সিলভার...আমার মনে হয় এটাই তোমার জন্য যথোপযুক্ত হবে।

–হ্যানিবাল লেকটার

বি:দ্র:–তুমি জানো, আমি এখনো তোমার কাছে কিছু তথ্য পাওয়ার অধিকার রাখি। বলো, এখনো কি তুমি ভেড়াগুলোর ডাক শুনে জেগে ওঠো? যেকোনো রবিবার দ্য টাইমস ইন্টারন্যাশনাল, হেরাল্ড ট্রিবিউন আর দ্য চায়না মেইলের হারানো বিজ্ঞপ্তি কলামে বিজ্ঞাপন হিসেবে উত্তরটা দিও। প্রাপকের নাম এ.এ অ্যারন আর প্রেরকের নাম হিসেবে হানাহ নামটা ব্যবহার করবে।

চিঠিটা পড়ে স্টারলিং মানসিক বিকারগ্রস্তদেরকে রাখার ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি ওয়ার্ডে শোনা কথাগুলো আবার শুনতে পেলো, যা বিদ্রুপাত্মক ছিলো এবং একই সাথে তার মর্ম স্পর্শ করেছিলো, নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিলো তাকে জীবনের ব্যাপারে, পথ দেখিয়েছিলো তাকে। সেখানে তাকে তার নিজের জীবনবৃত্তান্ত লেকটারকে শোনাতে হয়েছিলো, বিনিময়ে সে লেকটারের কাছ থেকে পেয়েছিলো বাফেলো বিল সম্পর্কে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। তার কণ্ঠের সেই ধাতব স্বরটা এখনো বাজে স্টারলিংয়ের কানে।

রান্নাঘরের ছাদের কোণায় একটা নতুন মাকড়শার জাল দেখা যাচ্ছে। ভাবনার সুতোগুলো একরেখায় না আসা পর্যন্ত স্টারলিং সেটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। আনন্দ আর দুঃখ, দুঃখ আর আনন্দ। আনন্দ–এ সাহায্যের জন্য, আনন্দ এজন্য যে, সে নিজের বিমর্ষভাব কাটাতে সক্ষম হয়েছে। আনন্দ এবং দুঃখ এজন্য যে, লস অ্যাঞ্জেলসে ড. লেকটারের রিমেইলিং সার্ভিস এবার একটা পোস্টাল মিটার ব্যবহার করেছে। চিঠিটা দেখে খুব খুশি হবে জ্যাক ক্রফোর্ড, পোস্টাল কর্তৃপক্ষ আর ল্যাব কর্তৃপক্ষও অনেক খুশি হবে এটা পেয়ে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

ম্যাসন যে চেম্বারে থাকে তা অনেকটাই নীরব। তবে এ নীরবতারও স্পন্দন আছে। রেসপিরেটরের হিসহিস আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, যার মাধ্যমে সে শ্বাস নিতে পারছে। ঘরটা অন্ধকার, শুধুমাত্র অ্যাকুরিয়াম থেকে উজ্জ্বল লাল আভা বের হচ্ছে সেখানে। বাহির থেকে আনা একটা ঈল তার শরীর পেঁচিয়ে '৪' বানানোয় ব্যস্ত। ঈলের ছায়া পড়ায় মনে হচ্ছে ঘরটি রেশমি ফিতায় ছেয়ে গেছে।

ম্যাসনের চুল তার বুক ঘিরে থাকা রেসপিরেটর শেলটার একটা মোটা কুণ্ডলীতে ভাঁজ করে রাখা। বিছানার মাথা ওঠানো, প্যানপাইপের মতো টিউব ডিভাইস সামনে তার শরীরের সাথে লাগানো।

ম্যাসনের লম্বা জিহ্বা দাঁতের মাঝখান দিয়ে বের হয়ে এসেছে, সে তার জিহ্বা এন্ডপাইপের দিকে গুটিয়ে নিয়ে ফুঁ দিল।

সাথে সাথে দেয়ালে লাগানো স্পিকার থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠল, "ইয়েস স্যার।"

"দ্য ট্যাটলার।"

উচ্চারণের প্রথম 'ট' অনুপস্থিত। কিন্তু কণ্ঠস্বরটা গম্ভীর, একটা রেডিও ভয়েস।

"পেইজ ওয়ানে আছে–"

"পড়ে শোনানো লাগবে না। এলমোতে দাও।"

এবার 'প', 'ন' আর 'এ' অনুপস্থিত।

উঁচু মনিটরের বড় স্ক্রিন জ্বলে উঠল। এর নীল সবুজ আভা গোলাপি হয়ে গেল যখন দ্য ট্যাটলার ভেসে উঠল স্ক্রিনে।

ম্যাসন রেস্পিরেটরে তিনটা ছোট শ্বাস নিয়ে পড়লো, "*ডেথ এঞ্জেল ক্লারিস স্টারলিং, এফবিআই'র কিলিং মেশিন*।" সে ছবিগুলো জুম করতে পারে। তার একটা হাত শুধু বেড কাভারের বাইরে। এই হাত কিছুটা নড়াচড়া করতে পারে সে। একটা ফ্যাকাশে মাকড়সার মতো হাত নাড়াতে পারে। বেশিরভাগই আঙুলের নড়াচড়া, হাতের বাকি অংশ অবশ। দেখার জন্য ম্যাসন তার মাথা সামনে বেশিদূর আগাতে পারে না। তার তর্জনী আর মধ্যমা অ্যান্টেনার মত কাজ করে। আর বাকি তিনটা আঙুল কাজে আসে না। রিমোটের সাহায্যে সে জুম করতে পারে আর পাতা উল্টাতে পারে।

ম্যাসন ধীরে ধীরে পড়ছে। তার একচোখে থাকা গগলস মিনিটে দুবার তার

BanglaBook.org

পাতাবিহীন চোখের মণিতে আর্দ্র পরিবেশ তৈরি করে আর লেন্সকে রাখে আর্দ্র। পুরো নিউজটা পড়তে তার বিশ মিনিট সময় লাগলো।

পড়া শেষে সে বলল, "এক্সরেটা দাও।"

কিছু সময় লাগলো। এক্সরের বড় ফিল্ম ভালোভাবে দেখার জন্য একটি স্বচ্ছ পর্দার প্রয়োজন ছিলো সামনে। মনিটরে একটা মানুষের হাত দেখা গেল–ভাঙা। ভিন্ন দিক থেকে তোলা আরেকটা ফিল্মে হাত আর পুরো বাহু দেখা যাচ্ছে। ফিল্মটিতে কনুই আর কাঁধের ঠিক মাঝ বরাবর হিউমেরাসে একটা পুরনো ফ্র্যাকচারের দিকে একটা পয়েন্টার তাক করা। ম্যাসন তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ। "চিঠিটা দাও।" সে বলল অতঃপর।

স্ক্রিনের কপারপ্লেট দেখা গেল। ম্যাগনিফাই করার কারণে ইতালিয় ধাঁচে লেখা ফন্টগুলো যথেষ্ট বড় দেখালো।

ম্যাসন পড়তে লাগলো, "ডিয়ার ক্লারিস। মিডিয়ার মাধ্যমে তোমার অপমান আর জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার ব্যাপারটা জানতে পেরেছি...

তার মধ্যে উত্তেজনার বাষ্প দেখা গেল। পুরনো স্মৃতি একটা চাঞ্চল্য তৈরি করলো তার মধ্যে, ব্যাপারটা যেন পুরো ঘরেই ছড়িয়ে পড়লো। তার দুঃস্বপ্নের বাঁধ ভেঙে গেল, উত্তেজনার কারণে বেড়ে গেল হার্টবিট। মেশিন তার উত্তেজনার সাথে তাল মিলিয়ে শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়াও বাড়িয়ে দিয়েছে।

সে দ্রুত চিঠিটা পড়ে নিলো, পড়া শেষে ম্যাসন হারিয়ে গেল চিন্তার জগতে। মেশিনের ক্রিয়াও স্বাভাবিক হয়ে এলো। চিন্তার জগত থেকে ফিরে এসে পাইপে ফুঁ দিল সে।

"ইয়েস স্যার।"

"কংগ্রেসম্যান ভেলমোরকে ফোন কর। হেডফোনটা আমাকে দাও। আর স্পিকারফোন অফ কর।"

"ক্লারিস স্টারলিং," পরবর্তি শ্বাস নেয়ার সময় সে আপন মনে বলে উঠল। স্পষ্টভাবেই পুরো নামটার উচ্চারণ ঠিকভাবে করতে পেরেছে সে। ফোনের জন্য অপেক্ষা করার সময় সে কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিলো, ঈলের ছায়া তার বেডশিট, তার চেহারা আর ভাঁজ করা চুলের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

ওয়াশিংটন ও কলম্বিয়ায় ফিল্ড অপারেশন পরিচালনা করার জন্য এফবিআই'র ফিল্ড অফিস যেখানে বানানো হয়েছে, সে এলাকার সিভিল ওয়ার হসপাতালে অনেক শকুন দেখা যেতো। এজন্যই এ এলাকার নামকরণ করা হয়েছে 'বার্জার্ড পয়েন্ট'।

ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এডমিনিস্ট্রেশন, ব্যুরো অফ অ্যালকোহল, টোবাকো অ্যান্ড ফায়ারআর্মস আর এফবিআই সদস্যদের এক মিটিং ডাকা হয়েছে স্টারলিংয়ের ভাগ্য নির্ধারণ করার জন্য।

স্টারলিং তার বসের অফিসে মোটা কার্পেটের ওপর একা দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় করা ব্যান্ডেজের নিচ থেকে পালসের বাড়ি দেয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। পাশের কনফারেন্স রুমটা ফ্রস্টেড গ্লাসডোর দিয়ে ঘেরা। সেখান থেকে ভেসে আসা বিভিন্ন কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলো সে।

গ্লাসের ওপর সুন্দরভাবে সোনার পাতে এফবিআই'র সীল এবং সাথে এফবিআই'র মূল নীতিবাক্যটা লেখা, 'আনুগত্য, সাহসিকতা ও সততা।' সীলের পেছনে রুমে কণ্ঠস্বরগুলোর আওয়াজ বাড়া-কমা হচ্ছিলো। স্টারলিং অন্য কোনো শব্দ শুনতে না পেলেও তার নাম শুনতে পাচ্ছে ঠিকই।

অফিস থেকে বেরিয়ে ইয়ট ব্যাসিন রেস্টুরেন্ট পর্যন্ত যেতে যেতে ফোর্ট ম্যাকনায়ারের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। সেখানেই আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের আততায়ীদের ফাঁসি দেয়া হয়েছিলো।

ম্যারি সুরাটের যেসব ছবি স্টারলিং দেখেছিলো তা মনে করার চেষ্টা করলো সে। ফোর্ট ম্যাকনায়ারে তার জন্য প্রস্তুত কফিন বাক্সকে পাশ কাটিয়ে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাওয়া, ফাঁসিকাষ্ঠের সামনে মুখঢাকা অবস্থায় দাঁড়ানো, শালীনতা বজায় রাখার জন্য সুরাটের স্কার্ট পায়ের সাথে বাঁধা, অতঃপর ফাঁসি।

পাশের রুমে অফিশিয়ালরা উঠে দাঁড়ানোয় চেয়ারগুলো পেছন দিকে সরে যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পেলো স্টারলিং। এরপর লোকগুলো অফিসে ঢুকলো। কিছু চেহারা চিনতে পারলো স্টারলিং। বুনানকে দেখা গেল, যে কিনা ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের এ/ডিআইসি।

তার মুণ্ডুপাত করা পল ক্রেন্ডলারকে দেখতে পেলো স্টারলিং, লম্বা ঘাড় ও গোলাকার কান মাথার সাথে লাগানো, অনেকটা হায়েনার কানের মতো। ক্রেন্ডলার একজন আরোহী ছিলো, তার পদবী ইন্সপেক্টর জেনারেল। সাত বছর আগে সিরিয়াল কিলার বাফেলো বিলকে ক্রেন্ডলারের আগেই ধরে

BanglaBook.org

ফেলতে সক্ষম হয়েছিলো স্টারলিং। তাই সুযোগ পেলেই ক্রেন্ডলার স্টারলিংয়ের ব্যাপারে ক্যারিয়ার বোর্ডের কাছে দুর্নাম ছড়াতো। মনে-প্রাণে স্টারলিংয়ের ক্ষতি চাইতো ক্রেন্ডলার।

এসব অফিশিয়ালদের কেউই তার সাথে কখনো কাজ করেনি। রাস্তার মাঝখানে কোনো কিছু পড়ে থাকলে সবাই যেভাবে সেদিকে তাকায়, তেমনভাবে স্টারলিংয়ের দিকে একসাথে তাকালো সবাই।

"চেয়ারে বসো, এজেন্ট স্টারলিং।"

তার বস, স্পেশাল এজেন্ট ক্লিন্ট পিয়ারস্যাল তার পুরু কবজি ঘষলো, স্টারলিংয়ের দিকে না তাকিয়েই জানালার দিকে একটা আর্মচেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। তবে ইন্টারোগেশন রুমে চেয়ারে বসা কোনো সম্মানের বিষয় না নিশ্চয়ই।

সাতজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ছায়ামূর্তিগুলো কালো ছায়া তৈরি করেছে আলোকিত জানালায়। এই আলোছায়ার খেলার দরুন স্টারলিং তাদের চেহারা ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তাদের পা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। পাঁচজনের পায়ে মোটা সোলের সিঙ্কের লোফার জুতা, স্লিকস্টারদের বানানো। সাতজোড়া জুতোর মধ্যে করফাম সোলের দুই জোড়া থম ম্যাকান উইংটিপস এবং কয়েক জোড়া ফ্লোরশেম উইংটিপস। বাতাসে জুতো পলিশের গন্ধ।

"তুমি যদি সবাইকে না চিনে থাকো সেক্ষেত্রে, ইনি হলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নুনান, আমি নিশ্চিত যে তুমি ওনাকে চেনো। ইনি হলেন জন এলরিজ–ডিইএ থেকে, বব স্নিড–বিএটিএফ থেকে, বেনি হলকম্ব–মেয়রের অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং লারকিন ওয়াইনরাইট হলেন আমাদের প্রফেশনাল রেসপন্সিবিলিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে আসা একজন এক্সামিনার," পিয়ারস্যাল বলল। "পল ক্রেন্ডলার–তুমি চেনো পলকে। উনি বিচার বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফিস থেকে আনঅফিশিয়ালি আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন। তুমি আমাদের সহযোগিতা করলে আমরা সহজেই এই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবো।"

স্টারলিং একটা কথা জানে, 'একজন ফেডারেল এক্সামিনারের কাজ হচ্ছে যুদ্ধ শেষে যুদ্ধের ময়দানে আসা এবং আহতদের খোঁচা দেওয়া।' ছায়ামূর্তিদের কেউ কেউ পলকে সম্ভাষণ জানালো। তারা এরপর মনোযোগ দিল স্টারলিংয়ের দিকে এবং কিছুক্ষণ যাবত কেউ কিছু বলল না।

বব স্নিড নীরবতা ভাঙলো। স্টারলিং তাকে বিএটিএফ এর স্পিন ডক্টর হিসেবে চিনতো যে কিনা ওয়াকোতে ব্রাঞ্চ ডেভিডিয়ান দলের আক্রমণকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছিলো, আর লোকটা পল ক্রেন্ডলারের বন্ধু এবং

BanglaBook.org

একজন আরোহী হিসেবে পরিচিত।

"এজেন্ট স্টারলিং, আপনি পেপার ও টেলিভিশনের নিউজ কাভারেজ দেখেছেন নিশ্চয়ই? আপনাকে ইভেলদা ড্রামগোর হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত ব্যাপারটা পৈশাচিক ছিলো।"

স্টারলিং কোনো উত্তর দিল না।

"এজেন্ট স্টারলিং?"

"নিউজের ব্যাপারে আমার কিছুই বলার নেই, মি. স্লিড।"

"মহিলাটির কোলে বাচ্চা ছিলো। এ ব্যাপারটাই সমস্যা তৈরি করেছে।"

"তার কোলে ছিলো না, স্লিঙের মাধ্যমে বুকের সাথে আটকানো ছিলো এবং ইভেলদার হাত ছিলো কম্বলের নিচে, যেখানে ম্যাক-টেন লুকিয়ে রেখেছিলো সে।"

"আপনি কি অটোপসি রিপোর্টটা দেখেছেন?"

"না।"

"কিন্তু আপনি যে হত্যাকারী, তা আপনি অস্বীকার করছেন না।"

"আপনি কি মনে করেন আমি অস্বীকার করবো কারণ আপনি আমার অস্ত্র থেকে বের হওয়া বুলেটটা খুঁজে পাননি?" স্টারলিং তার ব্যুরো চিফের দিকে তাকালো। "মি. পিয়ারস্যাল, এটা একটা ফ্রেন্ডলি মিটিং, ঠিক?"

"অবশ্যই।"

"তাহলে মি. স্লিড কেন তার সাথে মাইক্রোফোন নিয়ে এসেছেন? ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন তো অনেক আগেই এসব টাইপিন মাইক্রোফোন বানানো বন্ধ করে দিয়েছে। উনার বুকপকেটে রেকর্ডিং করার জন্য একটা 'এফ-বার্ড' আছে। আমরা কি আমাদের অফিসে এগুলো ব্যবহার করি?"

পিয়ারস্যালের চেহারা লাল হয়ে গেল। যদি স্লিডের কাছে মাইক্রোফোন থাকে, তা হবে চরম ধৃষ্টতা। কিন্তু স্লিডকে মাইক্রোফোন বন্ধ করতে বলার কথা অপরপ্রান্তে থাকা লোকজন শুনতে পাক, এটা কেউ চায় না।

"আমরা তোমার কাছে ভদ্রতা শিখতে আসিনি," স্লিড রাগান্বিত স্বরে বলল। "আমরা এখানে তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।"

"আমাকে কি জন্য সাহায্য করতে এসেছেন? আপনার এজেন্সি এই অফিসে ফোন করে আপনাদের এই রেইডে সাহায্য করার জন্য বলে আমাকে। আমি ইভেলদা ড্রামগোকে দুটো সুযোগ দিয়েছিলাম সারেন্ডার করার জন্য। সে বাচ্চাদের কম্বলের নিচে ম্যাক-টেন লুকিয়ে রেখেছিলো। জন ব্রিগহামকে ততক্ষণে মেরে ফেলেছিল সে। আমি ভেবেছিলাম, সে সারেন্ডার করবে। কিন্তু করেনি। আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। আমিও পাল্টা গুলি চালাই। সে মারা যায়। আমি যা যা বলেছি, তা আপনি এখানে বসেই

BanglaBook.org

আপনার টেপ কাউন্টারে চেক করতে পারেন, মি. স্নিড।"

"ইভেলদা ড্রামগো সেখানে থাকবে–সেটা কি আপনি আগে থেকেই জানতেন?" এলরিজ জানতে চাইলো।

"আগে থেকে জানবো কীভাবে? এজেন্ট ব্রিগহাম ভ্যানে যাওয়ার সময় আমাকে বলেছিলেন ইভেলদা ড্রামগো গার্ডের সুরক্ষায় ল্যাবে মিথাম্ফেটামিন তৈরি করছে। তিনি আমাকে বলেছিলেন আমি যেন ইভেলদাকে সামলাই।"

"মনে রাখবেন, ব্রিগহাম মারা গেছে।" ক্রেন্ডলার বলল। "এবং বার্কও। ভালো এজেন্ট ছিলেন দুজনই, আমার ভালো বন্ধুও ছিলেন। তারা কিন্তু এখানে তোমার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য উপস্থিত হতে পারবেন না।"

ক্রেন্ডলারের মুখে ব্রিগহামের নাম শুনে স্টারলিংয়ের পেট মোচড় দিয়ে উঠল।

"আমি ভুলে যাইনি যে জন ব্রিগহাম মারা গেছে, মি. ক্রেন্ডলার। তিনি একজন ভালো এজেন্ট এবং আমার ভালো বন্ধু ছিলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, তিনি আমাকে বলেছিলেন ইভেলদার ব্যাপারটা সামলাতে।"

"তোমার আর ইভেলদার মধ্যে আগেও কয়েকবার ঝামেলা হয়েছিলো, এটা জানার পরও ব্রিগহাম তোমাকে অ্যাসাইনমেন্টটা দিল?" ক্রেন্ডলার বলল।

"বাদ দাও, পল।" ক্লিন্ট পিয়ারস্যাল বলে উঠল।

"কিসের ঝামেলা? ঝামেলাবিহীন অ্যারেস্ট ছিলো সেগুলো। অ্যারেস্টের সময় ইভেলদা অন্যান্য অফিসারদের সাথে মারামারিও করেছিলো, আমার সাথে তা করেনি। আমাদের মধ্যে হালকা কথা হয়েছিল একবার, মহিলা বেশ চালাক ছিলো। যথেষ্ট মার্জিত ছিলাম আমরা। আমি ভেবেছিলাম আবারো তাকে আগের মতো কোনো ঝুঁকি ছাড়াই অ্যারেস্ট করতে পারবো।"

"মৌখিক স্টেটমেন্ট হিসেবে আপনি এটাই বলছেন, আপনি তাকে 'ডিল' করতে গিয়েছিলেন?" স্নিড জিজ্ঞেস করলো।

"আমাকে দেয়া আদেশের কথা আমি বলেছি।"

মেয়রের অফিস থেকে আসা হলকম্ব আর স্নিড পরস্পরের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লো।

স্নিড তার দুই হাত বাড়ি দিয়ে বলল, "মিস স্টারলিং, আমরা ওয়াশিংটন পুলিশ অফিসার বোল্টনের কাছ থেকে তথ্য পেয়েছি যে, আপনি ঘটনাস্থলে যাওয়ার সময় ভ্যানে মিস ড্রামগোর ব্যাপারে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছেন। এ ব্যাপারে কিছু বলতে চান?"

"এজেন্ট ব্রিগহামের আদেশানুযায়ি আমি অন্যান্য অফিসারদের ব্যাখ্যা করছিলাম যে, ইভেলদা ড্রামগোর আক্রমণ করার রেকর্ড আছে। তার কাছে অস্ত্র আছে এবং সে এইচআইভি পজিটিভ। আমি বলেছি আমরা তাকে কোনো

BanglaBook.org

ঝামেলা ছাড়াই সারেন্ডারের সুযোগ দেবো। তাকে হাতকড়া পরাতে আমার কিছু শারীরিক সাহায্যও লাগতে পারে–আমি তাদের এগুলোই বলেছি। তবে এ কাজের জন্য কেউ আগ্রহি ছিলো না এটা আপনাকে বলতে পারি।"

ক্লিন্ট পিয়ারস্যাল একটু চেষ্টা করে দেখলো, "ক্রিপ শ্যুটারদের গাড়ি ক্র্যাশ করার পর একজন পালিয়ে যায়। এরপর কি তুমি গাড়িটা নড়াচড়া করতে দেখেছিলে? ভেতরে বাচ্চার কান্না শুনতে পেয়েছিলে?"

"চিৎকারের শব্দ পেয়েছিলাম," স্টারলিং বলল। "আমি হাত উঠিয়ে সবাইকে ফায়ার করতে নিষেধ করি এবং সামনে এগিয়ে যাই।"

"এটা নিয়মের বাইরে," বলল এলরিজ।

স্টারলিং তার কথার কোনো জবাব দিল না। "আমি প্রস্তুত হয়েই গাড়ির দিকে আগাই। অস্ত্র সামনে মাটির দিকে মুখ করা। মার্কুইস বার্ক আমাদের মাঝখানে মাটিতে পড়ে ছিলো। কেউ একজন দৌড়ে এসে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। ইভেলদা এরপর বাচ্চাসহ বেরিয়ে আসলো। আমি তাকে তার হাত দেখাতে বলেছিলাম। 'ইভেলদা, এসব করো না'–এমনটা বলেছিলাম আমি।"

"সে গুলি করলো, আর তুমিও ফায়ার করলে। সে কি সাথে সাথেই পড়ে গিয়েছিলো?"

স্টারলিং মাথা নাড়লো, "পা ভাঁজ হয়ে রাস্তায় বসে পড়লো সে, বাচ্চার ওপর হেলান দিয়ে।"

"এরপর তুমি বাচ্চাটা কোলে নিয়ে পানির কাছে গেলে। উপস্থিত বুদ্ধি ভালোই দেখিয়েছ," পিয়ারস্যাল বলল।

"আমি কি দেখিয়েছি, জানি না। বাচ্চাটার সারা শরীরে রক্ত ছিলো। আমি জানি না বাচ্চাটা এইচআইভি পজিটিভ ছিল কি ছিল না। কিন্তু তার মা যে এইচআইভি পজিটিভ ছিল সেটা জানি।"

"আর আপনি ভেবেছিলেন বুলেটটা হয়তো বাচ্চার গায়ে লেগেছে," ক্রেন্ডলার বলল।

"না, আমি জানতাম বুলেট কোথায় লেগেছে। আমি কি কোনো চাপ ছাড়াই কথা বলতে পারি, মি. পিয়ারস্যাল?" পিয়ারস্যাল তার চোখের দিকে তাকালো না। স্টারলিং আবার বলা শুরু করলো, "এই রেইডটা বাজে একটা অভিজ্ঞতা আমার জন্য। এটা আমাকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিলো, যেখানে আমাকে যেকোনো একটা পথ বেছে নিতে হতো–হয় মারা যাও, অথবা কোলে বাচ্চা থাকা মহিলাকে গুলি করো। আমি যে পথটা বেছে নিয়েছিলাম, তা আমাকে এখনো পোড়াচ্ছে। আমি বাচ্চা কোলে থাকা এক মহিলাকে গুলি করে মেরেছি। নিম্নস্তরের প্রাণীরাও হয়তো এমনটা করবে না।

BanglaBook.org

মি. স্নিড, আপনি এখানেই আপনার টেপ কাউন্টারে আবার চেক করে দেখতে পারেন, ব্যাপারটা আমি স্বীকার করেছি। সেই ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার কারণে আমার নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে।" তার চোখে ব্রিগহামের উপুড় হয়ে পড়ে থাকার দৃশ্য ভেসে উঠল। "আপনাদের সবার এ ব্যাপারটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া আমাকে আরো অসুস্থ করে তুলছে।"

"স্টারলিং..."

পিয়ারস্যাল এই প্রথম তার চেহারার দিকে তাকালো, তার চেহারায় প্রচ্ছন্ন সমবেদনা।

"আমি জানি তুমি এখনো তোমার ৩০২ লেখার সুযোগ পাওনি।" লারকিন ওয়াইনরাইট বলল। "আমরা যখন রিভিউ..."

"হ্যাঁ স্যার। আমি সুযোগ পেয়েছিলাম।" স্টারলিং বলল। "এর এক কপি প্রফেশনাল রেসপন্সিবিলিটি অফিসে পাঠানো হয়েছে। আপনারা যদি সেটার জন্য অপেক্ষা করতে না চান তাহলে আমার কাছে এক কপি আছে। আমি যা করেছি এবং দেখেছি সব সেখানে লেখা আছে।"

স্টারলিংয়ের কাছে বিষয়টা পরিষ্কার। একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছে সে। সে তার কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নিচে নামিয়ে আনলো, "এই রেইডে ব্যর্থ হওয়ার জন্য দুটি কারণ দায়ি। বিএটিএফ এর কর্মকর্তা বাচ্চার লোকেশনের ব্যাপারে ভুল তথ্য দিয়েছিলো। কারণ সে চাইছিলো, ইলিনয়ে সে ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরির মুখোমুখি হওয়ার আগে রেইডটা ব্যর্থ হয়ে যাক। আর ইভেলদা ড্রামগো জানতো যে আমরা আসবো। সে একটা ব্যাগে করে টাকাপয়সা আর অন্য ব্যাগে মিথাম্ফেটামিন নিয়ে বের হলো। তার বিপারে ডব্লিউএফইউএল টিভি'র নাম্বার এখনো আছে। বিপারের মাধ্যমে আমাদের আসার ইনফর্মেশন আমরা সেখানে পৌঁছানোর পাঁচ মিনিট আগেই সে জানতে পারে। ডব্লিউএফইউএল-এর হেলিকপ্টার আমাদের সাথেই ঘটনাস্থলে পৌছেছিল। ডব্লিউএফইউএল কোম্পানির ফোনটেপের বিরুদ্ধে সমন জারি করুন। বের করুন এই ইনফর্মেশন কে ফাঁস করেছে। এটা এমন কেউ হবে যার ব্যক্তিস্বার্থ আছে এতে, ভদ্রমহোদয়গণ। বিএটিএফ ওয়াকোতে যেমন করেছিলো, তেমনিভাবে এবারও তথ্য লিক করতে পারে, অথবা ডিইএ-ও এই কাজ করতে পারে। তারা এটা ন্যাশনাল মিডিয়ার কাছে ফাঁস করেছে, লোকাল টিভির কাছে নয়।"

বেনি হলকম্ব সরকারের পক্ষ নিয়ে কথা বলল, "সিটি গভর্নমেন্ট বা ওয়াশিংটন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কাছে এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই।"

"সমন জারি করে দেখুন," স্টারলিং বলল।

"তোমার কাছে কি ড্রামগোর বিপার আছে?" জিজ্ঞেস করলো পিয়ারস্যাল।

BanglaBook.org

"কোয়ান্টিকোর প্রোপার্টি রুমে তা সিল করে রাখা আছে।"

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নুনানের বিপার বেজে উঠল। ভ্রু কুঁচকে নাম্বারের দিকে তাকালো সে এবং সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে রুমের বাইরে বেরিয়ে আসলো। কিছুক্ষণ পর সে পিয়ারস্যালকে বলল তার সাথে আসতে।

ওয়ানরাইট, এলরিজ এবং হলকম্ব জানালা দিয়ে ফোর্ট ম্যাকনায়ারের দিকে তাকিয়ে রইলো, তাদের হাত পকেটে ঢোকানো। মনে হচ্ছে তারা আইসিইউতে বসে অপেক্ষা করছে। পল ক্রেন্ডলারের সাথে স্টারলিংয়ের চোখাচোখি হলো। সে স্নিডকে আগাতে বলল স্টারলিংয়ের দিকে।

স্নিড স্টারলিংয়ের চেয়ারের পেছনে হাত রেখে তার দিকে ঝুঁকে বলল, "হিয়ারিংয়ে তোমার সাক্ষ্য যদি এমন হয় যে, তুমি এফবিআই থেকে টিডিওয়াই অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করার সময় তোমার অস্ত্রের মাধ্যমে ইভেলদা ড্রামগো খুন হয়, আর ইভেলদাকে ডিল করার জন্য তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলো ব্রিগহাম, যাতে কোনো ঝামেলা ছাড়াই তাকে কাস্টডিতে নেওয়া যায়–তাহলে এই স্টেটমেন্টে সাইন করতে রাজি আছে বিএটিএফ। তুমি তাকে খুন করেছো, এই দায় তোমাকেই নিতে হবে। এ ব্যাপারে এজেন্সির ভেতর কোনো কাদা ছোঁড়াছুড়ি হবে না। আর ভ্যানে ইভেলদার ব্যাপারে তোমার করা আক্রমণাত্মক মন্তব্য নিয়ে আমরা কোন ঘাঁটাঘাঁটি করবো না।"

স্টারলিং এক পলকের জন্য ইভেলদা ড্রামগোকে দেখতে পেলো, গাড়ির দরজা দিয়ে বের হয়ে আসছে–মাথার অবশিষ্টাংশ মুখের সাথে লাগানো। ইভেলদার মৃত্যুর পরও এ যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, সে বুঝতে পারলো এ থেকে তার নিস্তার নেই।

স্টারলিং স্নিডের টাইয়ে থাকা মাইক্রোফোনের কাছে ঝুঁকে স্পষ্টভাবে বলল, "সে কেমন ধরণের মানুষ তা আমি স্বীকার করতে পেরে যারপরনাই আনন্দিত, মি. স্নিড। সে আপনার চেয়ে ভালো ছিলো।"

পিয়ারস্যাল নুনানকে ছাড়াই অফিসে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো। "অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নুনান তার অফিসে চলে গিয়েছেন।

জেন্টলম্যান, আমি এ মিটিংয়ের এখানেই পরিসমাপ্তি টানছি। আপনাদের সাথে এ ব্যাপারে ফোনে কথা বলবো।"

ক্রেন্ডলার মাথা তুললো। পলিটিক্সের গন্ধ পেলো সে এতে।

"কিছু জিনিস আমাদের আলোচনা করতে হবে।" স্নিড বলা শুরু করলো।

"না, করতে হবে না।"

"কিন্তু–"

"বব, বিশ্বাস কর–আমাদের আলোচনা করার কিছুই নেই। আমি তোমার সাথে পরে কথা বলব। বব?"

BanglaBook.org

“কী?”

পিয়ারস্যাল স্লিডের টাইয়ের পেছনে থাকা তারে হ্যাঁচকা টান দিল, স্লিডের শার্টের বোতাম কয়েকটা ছিঁড়ে গেল তাতে। টেপটা ছিনিয়ে নিলো পিয়ারস্যাল।

“যদি তুমি আবার আমার অফিসে এসব নিয়ে আসো, তাহলে তোমার পাছা গেলে দেব আমি।”

কেউ স্টারলিংয়ের দিকে ফিরে তাকালো না আর, একমাত্র ক্রেন্ডলার ছাড়া।

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দেয়ার সময় সে ঘাড় বাঁকালো এবং স্টারলিংয়ের দিকে দৃষ্টি হানলো, ঠিক যেমন হায়েনা এক পাল গরুর দিকে...মানে তার শিকারের দিকে তাকায়। তার চেহারায় হিংস্র ক্ষুধা চকচক করে উঠল।

ক্রেন্ডলারের স্বভাবটাই এমন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

বিহ্যাভিওরাল সায়েন্স ডির্পাটমেন্ট হলো এফবিআই'র সেই সেকশন, যেখানে সিরিয়াল মার্ডার নিয়ে ডিল করা হয়। এখানকার বেজমেন্ট অফিসের বাতাস যথেষ্ট ঠাণ্ডা। ডেকোরেটররা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই বেজমেন্টার সৌন্দর্য বাড়ানোর চেষ্টা করলেও, তাদের সে চেষ্টার ফল অফিসটাকে শ্মশানঘাটের চেয়ে বেশি কিছু বানাতে পারেনি।

সেকশন চীফের অফিসের উঁচু জানালাগুলো বাদামি চেক পর্দা দিয়ে ঢাকা। সেখানে পাহাড়সম ফাইল দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে জ্যাক ক্রফোর্ড তার ডেস্কে বসে লিখছিলেন।

দরজায় নক পড়ায় তিনি সামনে তাকালেন এবং তার চেহারা উদ্ভাসিত হলো–ক্লারিস স্টারলিং দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রফোর্ড হেসে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সে এবং স্টারলিং সবসময় দাঁড়িয়েই কথা বলে। এটা তাদের এক ধরণের মৌন শিষ্টাচার। এজন্য তাদের হাত মেলানোর প্রয়োজন পড়ে না।

"আমি শুনেছি আপনি হাসপাতালে এসেছিলেন। সরি, আপনাকে পেলাম না সেখানে।"

"আমি খুব খুশি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তোমাকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল। তোমার কানের ব্যাপারে বলো। ওটা কি ঠিক হয়েছে?"

"ইটস ফাইন। যদি আপনি ফুলকপি পছন্দ করে থাকেন, তাহলে আপনার কানটা দেখতে ভালো লাগবে। তারা বলেছে এর অধিকাংশই ভালো হয়ে যাবে, তবে সময় লাগবে।"

তার কান চুল দিয়ে ঢেকে আছে। সে জ্যাককে তা দেখানোর প্রয়োজন মনে করলো না। কিছুক্ষণ নীরবতা।

"তারা রেইডের জন্য, ইভেলদা ড্রামগোর মৃত্যুর জন্য আমাকে দায়ি করেছে, মি. ক্রফোর্ড। হায়েনার মতো তারা আমাকে ঘিরে ধরেছিলো কিন্তু এরপর আচমকাই ছেড়ে দিল। কিছু একটা তাদের চাপ দিয়েছিলো আমায় ছেড়ে দিতে।"

"বোধহয় তোমার কাছে কোনো জ্বিন ছিল, স্টারলিং।"

"হয়তো। এ ঘটনার জন্য আপনাকে কি কোনো মূল্য দিতে হয়েছে অথবা আপনার কি কোনো ক্ষতি হয়েছে?"

ক্রফোর্ড তার মাথা ঘষলো। "দরজাটা বন্ধ করো দয়া করে, স্টারলিং।"

BanglaBook.org

তার পকেটে একটা ক্লিনেক্স ছিলো আর তা দিয়ে চশমাটা মুছলো সে। "যদি সবকিছু আমার হাতে থাকতো, তাহলে আমি তোমায় বাঁচাতাম। কিন্তু সব কন্ট্রোল আমার হাতে নেই। সিনেটর মার্টিন যদি এখনও অফিস করতেন, তাহলে তুমি কিছুটা কভার পেতে। তারা সেই রেইডে জন ব্রিগহামকে হারিয়েছে, তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এটা লজ্জার বিষয় হতো যদি সেই রেইডে তারা তোমাকেও হারিয়ে ফেলতো। আমার এমন মনে হচ্ছিল যেন আমি তোমাকে আর জনকে জিপে বন্দি করে ছেড়ে দিয়েছি।"

চোখ ভিজে আসলো ক্রফোর্ডের। জন ব্রিগহামের কবরের সামনে ক্রফোর্ডের বিধ্বস্ত চেহারার কথা মনে করলো স্টারলিং।

"আপনি কিছু করেছিলেন, মি. ক্রফোর্ড?"

সে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, করেছিলাম। জানি না, তুমি কতটা খুশি হবে...কারণ একটা জব হাতে এসেছে।"

একটা কাজ। তাদের ব্যক্তিগত অভিধানে 'জব' একটি ভালো শব্দ। এটা কোনো সুনির্দিষ্ট এবং জরুরি মিশনকেই ইঙ্গিত করে–যা ঘরের বাতাসকে কিছুটা হলেও হালকা করলো।

ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে একমাত্র তারাই কথার চেয়ে কাজকে বেশি প্রাধান্য দেয়। ক্রফোর্ড এবং স্টারলিং দুজনেই মেডিকেল মিশনারিদের মতো–যারা ধর্মকর্মের থোড়াই কেয়ার করে। সামনে থাকা রোগির ওপরেই কেন্দ্রীভূত থাকে তাদের সমস্ত মনোযোগ। তারা বিশ্বাস করে, বিধাতা সাহায্যের জন্য নিজে থেকে কিছুই করবেন না। হাজার হাজার মানুষ মরলেও তাঁর কিছুই আসে যায় না।

"পরোক্ষভাবে, তোমার জবের টার্গেট তোমার সাথে সম্প্রতি যোগাযোগ করেছে।"

"ড. লেকটার!" স্টারলিং আগেই লক্ষ্য করেছিলো ক্রফোর্ডের এই নামটা উচ্চারণে বিশেষ অনীহা আছে।

"হ্যা, সেটাই। এতদিন ধরে সে আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিলো। সে ভালোই ছিল এতদিন। হঠাৎ তোমায় চিঠি লিখলো কেন সে?"

দশজন মানুষের খুনি ড. হ্যানিবাল লেকটার মেম্ফিসের কাস্টডিতে আরো পাঁচজনকে মেরে পালানোর পর সাতটি বছর পেরিয়ে গেছে।

এমনও মনে হয়েছিলো লেকটার মারা গেছে। সে ধরা পড়া না পর্যন্ত এফবিআই'র হাতে তার বিরুদ্ধে থাকা কেসগুলো কখনো ক্লোজ হবে না। অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু তাকে ধরার জন্য কোনো টাস্কফোর্স গঠন করা হয়নি। লেকটারের হাতে শিকার হওয়া ভিকটিমদের আত্মীয়স্বজনরা টেনেসি স্টেটের আইনপ্রণয়নকারী

BanglaBook.org

সংস্থার বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছে এবং যথাযথ অ্যাকশন নেয়ার আবেদন করেছে। লেকটারের মানসিকতার ওপর অনুমাননির্ভর অনেক বইও বের হয়েছে, বেশিরভাগই সাইকোলজিস্টদের লেখা-যদিও তারা কখনো লেকটারকে স্বচক্ষে দেখেনি। অনেক সাইকিয়াট্রিস্টের লেখার বিষয়বস্তু ছিলো লেকটার, আগে লেকটার এদের বিভিন্ন প্রফেশনাল জার্নালে তুলোধুনো করে ছেড়েছিলো। লেকটারের অবর্তমানে তারা এখন কিছুটা স্বস্তিবোধ করছে। তাদের মধ্যে আবার অনেকে বলেছে, তার এই নৈতিক অবনতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে সুইসাইড। তাদের ধারণা, সে ইতোমধ্যে মারা গেছে।

সাইবারস্পেসে ড. লেকটারের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ছিলো। ইন্টারনেটে লেকটারের থিওরিগুলো ব্যাপক সাড়া ফেলে। এর মধ্যে 'টোডস্টুল এবং ডক্টরের দৃষ্টিভঙ্গি' এই থিওরির সাথে এলভিসের থিওরির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছিলো। লেকটারের চেম্বারে রোগিদের সাথে লেকটারের যে কথোপকথন হতো, সেগুলো নকল করে অনেক ভিডিও বানানো হয়। অনেক চাহিদা তৈরি হয় তার অত্যাচারের প্রমাণ হিসেবে থাকা কিছু পুলিশি ফটোগ্রাফের। ভয়ানক আর রহস্যজনক ঘটনার প্রমাণ সংগ্রাহকরা সাগ্রহে সেগুলো সংগ্রহ করতো। জনপ্রিয়তার দিক থেকে ফো শু লি এর ফাঁসির পরই সেগুলোর অবস্থান।

সাত বছর পর ডাক্তারের পুনরায় আবির্ভাব আশ্চর্যের ঘটনাই বটে। ক্লারিস স্টারলিংকে পাঠানো তার চিঠি এটাই প্রমাণ করে। সেই সময়ে চিঠিটা পাঠানো হয়েছে-যখন ট্যাবলয়েডে ক্লারিসকে ভিলেন বানিয়ে একের পর এক খবর ছাপানো হচ্ছিলো। চিঠিতে কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি। কিন্তু এফবিআই জানতো এটাই স্বাভাবিক। ক্লারিস স্টারলিং এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলো।

"সে কেন এটা করলো?"

ক্রফোর্ডের মেজাজ খিচড়ে আছে, "আমি কখনো তার মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করিনি, যতটা না সেই সাইকিয়াট্রিস্ট গর্দভগুলো চেষ্টা করে। তুমিই বলো।"

"সে হয়তো ভেবেছিলো যে, আমার সাথে যা হয়েছে তা আমাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলবে, ব্যুরোর প্রতি বিশ্বাস উঠে যাবে আমার। কোনো কিছুর ওপর বিশ্বাস উঠে যাওয়া, এই জিনিসটা সে খুব পছন্দ করে। এটা তার প্রিয় জিনিস। তার চার্চের ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহ করার বাতিক ছিল। ইতালিতে এক চার্চে খ্রিস্টের ভোজ উৎসব চলাকালীন বয়স্ক লোকদের ওপর চার্চ ভেঙে পড়ে। সেই চার্চের ধ্বংসাবশেষ হিসেবে পড়ে থাকা পাথরের স্তূপের ওপর কে যেন ক্রিসমাস ট্রি লাগায়। লেকটার এতে অনেক মজা

BanglaBook.org

পেয়েছিলো, কারণ গাছ লাগানোর মাধ্যমে চার্চকে উপহাস করা হয়েছে। চার্চে মানুষ মারা যাওয়ায় সেখানে মানুষের যাওয়া আসা কমে গিয়েছিলো।

আমার সাথে খেলে সে মজা পায়। যখন আমি তার ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম, তখন সে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে মজা পেত। সে মনে করে আমি অতিরিক্ত সহজ সরল।"

ক্রফোর্ড তার অভিজ্ঞতা থেকে স্টারলিংকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি কখনো ভেবেছিলে সে তোমাকে পছন্দ করে?"

"আমার মনে হয়, আমি তাকে আনন্দ দেই। ব্যাপারটা তাকে হয়তো আনন্দ দেয় অথবা দেয় না। যদি না দিয়ে থাকে..."

"কখনো মনে হয়েছিল সে তোমাকে পছন্দ করে?" ক্রফোর্ড চিন্তা করা আর মনে করার মধ্যে যে পার্থক্য তার ওপর জোর দিল, ঠিক যেমনভাবে একজন ব্যাপ্টিস্ট সম্পূর্ণভাবে ধ্যানমগ্ন হওয়ার ওপর জোর দিয়ে থাকে।

"স্বল্প সময়ের পরিচয়ে সে আমাকে আমার ব্যাপারে কিছু কথা বলেছিল, যা সত্য ছিল। আমার মনে হয়, কারো কষ্ট বুঝতে পারা আর কেউ কষ্ট পেলে কেমন লাগে তা অনুভব করতে পারা–এই দুটো জিনিস অনেকেই এক করে ফেলে। আমরা দ্বিতীয় জিনিসটাই সবচেয়ে বেশি চেয়ে থাকি। এই দুটো জিনিসের মধ্যে পার্থক্য যেদিন কেউ করতে পারবে, সেদিন সে বুঝবে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেছে। কেউ আপনাকে পছন্দ না করে আপনার কষ্টগুলো বুঝতে পারে–এমনটা সম্ভব না। তবে যদি সেটা কাউকে ধোঁকা দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেটা সবচেয়ে দুঃখজনক। আমার...আমার কোনো ধারণা নেই ড. লেকটার আমার ব্যাপারে কী অনুভব করে।"

"কী নিয়ে সে তোমার সাথে কথা বলতো?"

"সে বলতো, আমি প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং স্বল্পশিক্ষিত চঞ্চল একজন মানুষ। আর আমার চোখদুটো সস্তা বার্থস্টোনের মত চকচক করে। সে বলেছিলো আমি সস্তাদরের জুতো পরলেও আমার রুচি আছে।"

"সে যা বলেছিল তা কি সত্যি?"

"হ্যা, এখন পর্যন্ত মনে হয় সত্যি।"

"তোমার কি মনে হয়, তোমাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য লেখা চিঠি পাঠানোর পর তুমি তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে–সে কি এজন্য অপেক্ষা করে আছে?"

"সে জানে আমি তাকে খুঁজে বের করবো। সে খুব ভালো করেই এটা জানে।"

"কোর্টের আদেশে তাকে সেলে রাখার পর সে ছয়জনকে খুন করে,"

BanglaBook.org

ক্রফোর্ড বলল। "সেলে তোমার চেহারায় বীর্য নিক্ষেপের জন্য সে মিগসকে মেরে ফেলে, আর বাকি পাঁচজনকে মারে পালানোর সময়। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতে যদি ডক্টরকে ধরা যায়, তাহলে তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হবে।"

ক্রফোর্ড তার চিন্তাভাবনায় ডুবে গেল, কি মনে করে হাসতে লাগলো একসময়। সিরিয়াল মার্ডারের কেসস্টাডির অগ্রদূত সে। এখন সে বাধ্যতামূলক অবসরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। আর এ শেষ সময় সে সেই দানবের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, যে কিনা সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ধরাছোঁয়ার বাইরে আছে। ড. লেকটারের মৃত্যুর কথা মাথায় আসতেই তার মুখে হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল।

ক্রফোর্ড মিগের পরিণতির কথা বলে স্টারলিংকে সেই ভয়াল দিনগুলোর কথা ভাবতে বাধ্য করল। সে সময় স্টারলিং বাল্টিমোর স্টেট হসপিটালের উন্মাদ অপরাধিদের ডেরায় হ্যানিবাল দ্য ক্যানিবালকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েছিলো। জেম গাম্বের পাতানো জালে আটকা পড়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিল একটা মেয়ে আর লেকটার সেসময় তার সাথে তামাশা করছিল।

ক্রফোর্ড এখন মূল প্রসঙ্গে আসলো।

"স্টারলিং, তুমি কি জানো ড. লেকটারের প্রথম দিকের ভিকটিমদের মধ্যে একজন এখনো বেঁচে আছে?"

"ধনী লোকটা, যার পরিবার লেকটারের মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলো।"

"হ্যা, ম্যাসন ভার্জার। সে ম্যারিল্যান্ডে রেসপিরেটর সারভেইল্যান্সের আন্ডারে আছে। তার বাবা মারা গেছে এবছর। যাওয়ার আগে তার নামে বিশাল সম্পত্তি রেখে গেছেন। আর ম্যাসনকে সহযোগিতার জন্য ইউএস কংগ্রেসম্যান ও হাউস জুডিশিয়ারি কমিটির এক মেম্বারকে নিয়োগ করেছেন। ম্যাসনের বাবার কারণেই এত উঁচু পদে যেতে পেরেছে সে। ম্যাসন বলেছে তার কাছে এমন কিছু আছে যা ডক্টরকে খুঁজতে আমাদের কাজে আসতে পারে। সে তোমার সাথে কথা বলতে চায়।"

"আমার সাথে?"

"হ্যা, তোমার সাথে। সেটাই সবচেয়ে ভালো আইডিয়া বলে মনে করছে সবাই।"

"আপনি তাকে আমার কথা বলার কারণেই সে আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছে নিশ্চয়ই?"

"তারা তোমাকে এমনিতেও ছুঁড়ে ফেলে দিত স্টারলিং। তোমার সমস্ত রেকর্ড মুছে ফেলতো তারা। শুধুমাত্র বিএটিএফ এর কয়েকজন আমলাকে

BanglaBook.org

বাঁচানোর জন্য জন ব্রিগহামের মতো তোমাকেও তারা খরচের খাতায় ফেলে দিত। এক্ষেত্রে ভয় আর চাপ দুটোই কাজ করেছে। তাদের দৌড় এ পর্যন্তই। আমার পরিচিত এক লোকের মাধ্যমে ম্যাসনকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, তোমার কিছু হলে লেকটারকে খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। পরবর্তিতে কী হয়েছে, ম্যাসন কাকে ফোন করেছে আমি তা জানতে চাই না। হয়তো রিপ্রেজেন্টেটিভ ভেলমোরকে ফোন করেছে সে।”

এক বছর আগেও ক্রফোর্ড এভাবে কাজ করত না। স্টারলিং তার চোখের দিকে তাকালো, কোনো উন্মত্ততা চোখে পড়ে কিনা তা দেখার জন্য। সাধারণত অবসর নেয়ার অল্প কয়দিন বাকি–এমন অফিসারদের মধ্যে এমন উন্মত্ততা দেখা যায়। স্টারলিং ক্রফোর্ডের চেহারায় তা দেখতে পেল না, কিন্তু লোকটাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

“ম্যাসন সুশ্রী নয়। এখানে সুশ্রী বলতে আমি শুধু চেহারার কথা বোঝাচ্ছি না। তার কাছে কী আছে, তা খুঁজে বের কর। এখানে নিয়ে আসো সেটা, আমরা ওটা নিয়ে একসাথে কাজ করবো, শেষ পর্যন্ত।”

স্টারলিং জানে, এফবিআই থেকে গ্র্যাজুয়েট হবার পর কয়েকবছর ধরেই ক্রফোর্ড তাকে বিহ্যাভিওরাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে নিয়োগ দেয়ার চেষ্টা করেছিল।

এখন সে ব্যুরোর একজন অভিজ্ঞ সদস্য। বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্টে অংশ নেয়ার অভিজ্ঞতা আছে তার। কর্মজীবনের শুরুতেই জেম গাম্বকে ধরতে পারার সাফল্যের জন্য ব্যুরোতে এখন সে ‘জব’ করতে পারে না। তার ক্রমবর্ধমান খ্যাতি তার সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে। গাম্বকে ধরতে পারার পুরস্কার হিসেবে ক্ষমতাবান একজন শত্রুও বানিয়ে নেয় সে, আর পুরুষ সহকর্মিদের মধ্যে হিংসার মাত্রাও বাড়িয়ে দেয়। এর পাশাপাশি কিছু অপরাধের মীমাংসা করার জন্য তৈরি হওয়া জাম্পআউট স্কোয়াড এবং রিঅ্যাকটিভ স্কোয়াডের সদস্য হিসেবে অনেক ব্যাঙ্ক ডাকাতির মূল হোতাদের পাকড়াও করা এবং নেয়ার্কের বিভিন্ন ক্রিমিনাল অ্যাক্টের অপরাধিদের ওয়্যারেন্টসহ গ্রেফতার করা–এভাবেই তার ক্যারিয়ারের দিনগুলো পার করছিল সে। শেষ পর্যন্ত স্কোয়াডের সাথে কাজ করতে করতে একঘেঁয়েমি এসে যাওয়ায় সে টেক এজেন্ট হিসেবে কাজ করা শুরু করে। গ্যাংস্টার ও চাইল্ড পর্নোগ্রাফারদের ফোন ও গাড়ির ওপর নজরদারি করা শুরু করে সে। টাইটেল থ্রি ওয়্যারটেপে বসে সে একাকি নির্ঘুম রাত কাটিয়ে দিত। সর্বশেষ এফবিআই’র সহযোগি এজেন্সির রেইডের জন্য দক্ষ একজন অফিসার হিসেবে যখন তাকে ডাকা হলো, তখন তার ক্যারিয়ার আজীবনের জন্য হুমকির মুখে পড়ে গেল। অসীম দৃঢ়তা ও অস্ত্র চালনায় তার পারদর্শিতা তাকে

BanglaBook.org

একাজের জন্য দক্ষ হিসেবে তৈরি করেছিলো। আর এ দক্ষতাই তার জন্য কাল হল।

ক্রফোর্ড স্টারলিংয়ের ক্যারিয়ার বাঁচানোর জন্য এটাকে সুযোগ হিসেবে দেখলো। সে ধরে নিয়েছিলো স্টারলিং লেকটারের পিছে ছুটতে চায়। কিন্তু সত্যটা তার চাইতে জটিল।

ক্রফোর্ড তার মন পড়ার চেষ্টা করল, "তোমার গাল থেকে সেই গানপাউডারের চিহ্ন ওঠাওনি?" প্রয়াত জেম গাম্বের রিভলভার থেকে বের হওয়া পোড়া পাউডারের দাগ তার গালে কালো একটা স্পট তৈরি করেছে।

"সময় পাইনি তুলে ফেলার," স্টারলিং বলল।

"তুমি কি জানো, ফ্রেঞ্চরা গালের ওপর তিলের মতো বিউটি স্পটকে কি বলে? এটা দ্বারা কি বোঝায়?"

ক্রফোর্ডের কাছে ট্যাটু, বডি সিম্বলজি, রিচুয়াল মিউটিলেশনের ওপর লেখা বইগুলোর একটা লাইব্রেরি আছে।

স্টারলিং মাথা নাড়লো।

"তারা এটা দিয়ে 'সাহস' বুঝিয়ে থাকে। তুমি এটা রেখে দিতে পারো। আমি তোমার জায়গায় থাকলে এই স্পটটা রেখে দিতাম।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

নর্দার্ন ম্যারিল্যান্ডে সাসগুয়েহাননা নদীর কাছে থাকা মাসক্রাট ফার্ম ভার্জার ফ্যামিলির ম্যানসন হিসেবে পরিচিত। এই ফার্মের একটা জাদুকরী সৌন্দর্য আছে।

মাংস বাজারজাতকরণের বিজনেসে ভার্জাররা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। ব্যবসার সুবিধার্থে তাদের শিকাগো থেকে পূর্বে ওয়াশিংটনের কাছাকাছি থাকার প্রয়োজন পড়ে, তাই ১৯৩০ এর দিকে তারা এ ম্যানশনটা কিনে নেয়। সিভিল ওয়ারের পর তারা ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার মাধ্যমে ইউএস আর্মি মিট কন্ট্রাক্টগুলো করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়।

স্প্যানিশ আমেরিকান যুদ্ধের সময় 'এমবাল্মড বিফ' স্ক্যান্ডালের মূল হোতা ছিল ভার্জাররা। কিন্তু তাদের ইন্ডাস্ট্রি ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। আপটন সিনক্লেয়ার এবং ম্যাকরেকার্সরা শিকাগোতে বিপজ্জনক প্যাকিংপ্ল্যান্ট কন্ডিশনের ব্যাপারে তদন্ত করে বের করলো যে, ভার্জার ইন্ডাস্ট্রির কয়েকজন কর্মচারি শুকরের চর্বি ঠিকমতো প্রক্রিয়াজাত না করে তা ক্যানে পুরে 'ডুরহাম পিউর লিফ লার্ড' নামে বাজারে বিক্রি করে। এই মাংসের পণ্যটা বেকারদের কাছে খুব জনপ্রিয় ছিলো। তদন্তের রিপোর্ট ভার্জারদের কিছুই করতে পারেনি। এমনকি তাদের একটা সরকারি চুক্তিও হাতছাড়া হয়নি।

রাজনীতিবিদদের টাকা খাইয়ে খুব সহজেই ভার্জাররা এই বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে নিজেদের গা বাঁচাতে পেরেছিলো। ১৯০৬ সালে মিট ইন্সপেকশন অ্যাক্টের অধীনে একবারই তাদের ঝামেলায় পড়তে হয়।

বর্তমানে তাদের কোম্পানি প্রতিদিন ৮৬০০০ গরু এবং ৩৬০০০ শূকর জবাই করে। সংখ্যাটা অবশ্য সিজনের সাথে সাথে ওঠানামা করে।

মাসক্রাট ফার্মের সদ্য ঘাসকাটা লনের বাতাসে স্টকইয়ার্ডের গবাদিপশুর মলমূত্রের গন্ধ মোটেও পাওয়া যাচ্ছে না, বরং লাইলাকের সুবাসে চারপাশ মৌ মৌ করছে। লনে ঘুরতে আসা বাচ্চাদের আনন্দ দেয়ার জন্য পনিজ এবং রাজহাঁসের পাল এদিক ওদিক চড়ে বেড়াচ্ছে। পশ্চাৎ অংশ দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটছে তারা, তাদের মাথাগুলো ঘাসের আড়ালে বলে দেখা যাচ্ছে না। সিকিউরিটির জন্য কোনো কুকুর নেই এখানে। দালান, গোলাঘর এবং সংলগ্ন জমির পুরোটাই ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্টেরিয়রের এক বিশেষ এক্সেম্পশন রুলের আন্ডারে আছে। সে রুল অনুযায়ি এই সম্পত্তির কোনো কিছুই হস্তান্তরযোগ্য নয়। পাশেই ছয় বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ন্যাশনাল ফরেস্ট অবস্থিত।

BanglaBook.org

মিলিয়নিয়ারদের বাসাবাড়ির মতো মাসক্রাট ফার্মও কেউ প্রথম ভিজিটে সহজে খুঁজে বের করতে পারে না। ক্লারিস স্টারলিংও ভুলবশত একটা এক্সিট পার করে কিছুদূর সামনে এগিয়ে গেল। পরবর্তিতে সার্ভিস রোড দিয়ে ব্যাক করে ট্রেড এন্ট্রান্সের সামনে আসলো সে। একটা বিশাল গেট চেইন ও প্যাডলক দিয়ে সুরক্ষিত, গেটটা উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। ভেতরে থাকা গাছগাছালি বেড়ার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। গেটের পেছনে একটা বিশাল গাছের আড়ালে চলে গেছে ফায়াররোড। গেটে কোনো কলবক্স নেই। আরো দুই মাইল আগানোর পর সে একটা গেটহাউস দেখতে পেলো। ড্রাইভ করে একশো গজ পিছিয়ে আনলো গাড়িটাকে। ইউনিফর্ম পড়া গার্ড ক্লিপবোর্ডে তার নাম লিখলো।

ঘাস কেটে বানানো রাস্তা দিয়ে আরো দুই মাইল এগিয়ে সে ফার্মের সামনে পৌঁছলো।

রাস্তার সামনে রাজহাঁসের পাল দেখে গাড়ি থামালো স্টারলিং। চওড়া শেটল্যান্ডে একদল বাচ্চা তার চোখে পড়ল। বাড়ি থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে একটা গোলাঘর দেখতে পেল সে। তার সামনে থাকা মূল দালানটা স্ট্যানফোর্ড ডিজাইনের একটা ম্যানশন, যা কিনা নিচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা। সম্পূর্ণ এলাকাটা উর্বর এবং শক্ত, অনেকটা স্বপ্নের রাজ্যের মতো। স্টারলিংয়ের জায়গাটা পছন্দ হলো।

ভার্জাররা জায়গাটা কেনার সময় বাড়িটি যেমন ছিল, তেমনই রেখেছে। শুধুমাত্র পূর্বদিকে নতুন সংযোজন করা আধুনিক অংশটা দেখতে অনেকটা বিদঘুটে মেডিক্যাল এক্সপেরিমেন্টের জন্য ব্যবহৃত উইংয়ের মতো। এটা অবশ্য স্টারলিংয়ের নজরে পড়েনি এখনও।

স্টারলিং সেন্ট্রাল পোর্টিকোর নিচে গাড়ি পার্ক করলো। ইঞ্জিন বন্ধ করার পর সে বুঝতে পারলো তার হার্টবিট বেড়ে গেছে। মিররে সে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখলো কাউকে। গাড়ি থেকে যখন সে বের হলো, তখন ঘোড়ার খুরগুলো তার সামনে থেমে গেছে। ছোট সোনালি চুল আর চওড়া ঘাড়বিশিষ্ট একজন নেমে এলো ঘোড়ার পিঠ থেকে। স্টারলিংয়ের দিকে না তাকিয়েই ঘোড়ার জিন এক চাকরের হাতে দিয়ে দিল সে। "ওটাকে পেছনের দিকে নিয়ে যাও," গম্ভীর ঘসটানো স্বরে বলল মানুষটা। এরপর স্টারলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি মার্গট ভার্জার।"

ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে বোঝা গেল, সে একজন মহিলা। হাত সামনের দিকে বাড়ানো, দুই বাহু প্রসারিত। এটা পরিস্কার যে, সে একজন বডিবিল্ডার। টেনিস শার্টের নিচ দিয়ে তার সুবিশাল কাঁধ ও বাহু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার চোখ কিছুটা আর্দ্র, যদিও অশ্রুর ছিটেফোঁটাও সেখানে নেই।

BanglaBook.org

কিছুটা উত্তেজনাও লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো তার চোখেমুখে। তার বুটটা পাজামার কাপড় দিয়ে বানানো, কোনো স্পার ছাড়াই।

"এটা কোন ব্র্যান্ডের গাড়ি, যেটা তুমি চালাচ্ছো? পুরনো মাস্টাং?" সে বলল।

"হ্যা, ১৯৮৮ সালের।"

"৫ লিটার?"

"হ্যা।"

"এটা তোমার পছন্দ?"

"অনেক।"

"গাড়িটার ব্যাপারে কী কী জানো?"

"সব জানি না, আমার মনে হয়।"

"চালানোর সময় ভয় পাও?"

"না। বরং গর্ববোধ করি। চালানোর সময় আমি এটাকে যথেষ্ট সম্মানের সাথে চালাই।"

"তুমি কি গাড়ির ব্যাপারে জানো, নাকি এমনি কেনার দরকার তাই কিনেছো?"

"কেনার সময় যতটুকু জানার দরকার ছিল, ততটুকু জানা আছে। আমি এটাকে একটা ডোপ অকশনে দেখেছিলাম। কিনে ফেলার পর এর ব্যাপারে বাকিটুকু জেনেছিলাম।"

"তোমার কি মনে হয়, এটা আমার পোর্শেটাকে হারাতে পারবে?"

"এটা নির্ভর করে পোর্শেটার মডেলের ওপর। মিস ভার্জার, আমাকে আপনার ভাইয়ের সাথে কথা বলতে হবে।"

"তারা তাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফ্রেশ করে তুলবে। আমরা তখন শুরু করতে পারি।" সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় টুইল কাপড়ে বোনা পাজামা মার্গট ভার্জারের চওড়া উরুর সংস্পর্শে এসে কাঁপুনি তৈরি করছিল। তার সিল্কি চুলগুলো প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম। স্টেরয়েড নেয় সে, স্টেরয়েডের জন্য তার প্রজনন ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে–স্টারলিং মনে মনে ভাবল।

শৈশবের বেশিরভাগ সময় লুথেরান এতিমখানায় কাটানো স্টারলিংয়ের কাছে পুরো বাড়িটাকে একটা জাদুঘরের মতো মনে হলো।বাড়ির ভেতরে বিশাল স্পেস, মাথার ওপর রঙ্গিন বীম এবং দেয়ালে ঝোলানো বিখ্যাত প্রয়াত ব্যক্তিদের পোর্ট্রেট। চাইনিজ এন্টিক ক্লয়সোন শোপিসগুলো ল্যান্ডিংয়ে রাখা, আর প্রশস্ত মরোক্কান রানার ম্যাট দিয়ে হলের মেঝে আবৃত।

ভার্জার ম্যানশনের নতুন উইংয়ের গঠনশৈলী একটু অন্যরকম। ফ্রস্টেড গ্লাস ডাবলডোরের সংযোজন এই উইংটাকে আধুনিক করেছে, যা ভল্টেড

BanglaBook.org

হলের সাথে মানানসই না।

মার্গট ভার্জার দরজার বাইরে দাঁড়াল। স্টারলিংয়ের দিকে তাকাল সে, চোখে সেই আর্দ্র উত্তেজিত দৃষ্টি।

"ম্যাসনের সাথে কথা বলতে গিয়ে অনেকে বিরক্ত হয়ে যায়। কথা বলার সময় যদি বিরক্তির উদ্রেক হয়, অথবা তুমি যদি সহ্য করতে না পার-তবে তোমার বাকি থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে পরবর্তিতে আমি তোমাকে জানাবো।"

আমাদের সবার মধ্যেই একটা সাধারণ অনুভূতি আছে, যার সাথে আমরা সবাই পরিচিত, কিন্তু সেই অনুভূতিটা আসলে কী তা আমরা বলতে পারি না। কাউকে অপমান করার পর যে প্রচ্ছন্ন আনন্দের অনুভূতি হয়-তা স্টারলিং মার্গট ভার্জারের চোখেমুখে দেখতে পেলো। স্টারলিং শুধু একটা কথাই বলল, "ধন্যবাদ।"

উইংয়ের প্রথম রুমে ঢুকে স্টারলিং অবাক হয়ে গেল। বাচ্চাদের খেলাধুলার জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণ আছে এই সুবিশাল রুমে। দুইজন আফ্রো-আমেরিকান বাচ্চা খেলছিল। চারপাশে কিছু প্রাণীর বিশাল আকারের পুতুল রাখা। একজন একটা বড় গাড়ির ওপর চড়ে বসলো, আরেকজন একটা ট্রাক ঠেলছে। কর্নারে বিভিন্ন ধরণের ট্রাইসাইকেল এবং ওয়াগন রাখা আছে। একদম মাঝখানে রয়েছে বড় জাঙ্গল জিম। নিচে ফ্লোর নরম প্যাড দিয়ে ঢাকা।

খেলার ঘরটার এক কোণায় লম্বামত একজন মানুষ নার্সের ইউনিফর্মে একটা চেয়ারে বসা, ভোগ ম্যাগাজিন পড়ছিল সে। কিছু ভিডিও ক্যামেরা দেয়ালে লাগানো ছিল, কয়েকটা অনেক উঁচুতে, আর কয়েকটা মাথা বরাবর বসানো। কর্নারে লাগানো ক্যামেরা স্টারলিং ও মার্গট ভার্জারের চোখ বরাবর তাক করা। ফোকাস করার জন্য লেন্সের নড়াচড়া দেখতে পেল স্টারলিং।

স্টারলিং কাছে আসতেই বাদামি বর্ণের এক বাচ্চা তার দৃষ্টিগোচর হলো। বাচ্চাটা তাদের নিয়ে খুব উৎসুক ছিলো। স্টারলিং রুমটা অতিক্রম করার সময় ভাবছিল, খেলনা দিয়ে বাচ্চারা খেলছে-এটা দেখাটা খুব আনন্দের।

"ম্যাসন বাচ্চাদের দেখে খুব আনন্দ পায়," মার্গট ভার্জার বলল। "ওকে দেখে বাচ্চারা ভয় পায় বলে ক্যামেরার ফুটেজের মাধ্যমেই সে তাদের দেখে। পনিদের পিঠে চড়তে তারা মজা পায়। বাচ্চাগুলো ডে-কেয়ার বেবি, বাল্টিমোর চাইল্ড ওয়েলফেয়ারের অধীনে আছে।"

ম্যাসন ভার্জারের চেম্বারে যেতে হলে তার বাথরুমের সামনে দিয়ে যেতে হয়। বাথরুমটা স্পা এর জন্য উপযুক্ত, উইংয়ের পুরোটা জুড়ে অবস্থিত। দেখতে কোনো প্রতিষ্ঠানের মতো, সর্বত্র স্টিল, ক্রোম আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল

BanglaBook.org

কার্পেটের ছড়াছড়ি। বিশাল দরজা দিয়ে ঘেরা শাওয়ার, স্টেইনলেস স্টিলের টাব আছে সেখানে। টাবের সাথে লিফটিং ডিভাইস লাগানো, যা দিয়ে টাব ওঠানো-নামানো যায়। কমলা রঙয়ের পেঁচানো হোস, স্টিমরুম এবং বিরাট গ্লাস ক্যাবিনেটও আছে। ক্যাবিনেটে ফ্লোরেন্সের সান্তা মারিয়া নভেলা ফার্মেসি থেকে আনা অয়েন্টমেন্ট থরে থরে সাজানো। সদ্য ব্যবহারের কারণে বাথরুমের বাতাস এখনো গরম, বালসাম ও উইন্টারগ্রিনের সুবাস পাওয়া যাচ্ছে।

স্টারলিং ম্যাসন ভার্জারের চেম্বারের দরজার নিচ দিয়ে আলো দেখতে পেল। মার্গট দরজার নব ছোঁয়ার সাথে সাথে তা খুলে গেল।

ম্যাসন ভার্জারের চেম্বারের এককোণে বসার জায়গার ঠিক ওপরে আলো জ্বলছে। উইলিয়াম ব্লেকের 'দ্য এনশিয়েন্ট অফ ডেস'এর একটি মানসম্মত প্রিন্ট কাউচের ওপর টাঙানো–সেখানে স্রষ্টাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিমাপ করতে দেখা যাচ্ছে। ওদিকে দেয়ালে ভার্জার পরিবারের সদ্যপ্রয়াত কর্তার স্মৃতিরক্ষার্থে ছবিটি কালো কাপড়ে ঢাকা। রুমের বাকি অংশ আঁধারাচ্ছন্ন।

অন্ধকার ফুঁড়ে মেশিনের ছন্দিত আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরপর ধ্বনিত হচ্ছে যন্ত্রটি।

"গুড আফটারনুন, এজেন্ট স্টারলিং।"

একটা যান্ত্রিক প্রতিধ্বনি শোনা গেল। তবে আফটারনুনের 'ফ' শোনা গেল না।

"গুড আফটারনুন, মি.ভার্জার।" স্টারলিং আঁধারের ভেতর থেকে বলে উঠল। তার মাথার ওপর থাকা লাইটের আলোর উত্তাপ টের পেলো সে। এই ঘরে বিকেলের ছিটেফোঁটাও বোঝা যাচ্ছে না। চারদিকে কেবল কালো আঁধার।

"বসুন।"

বসতে গিয়ে স্টারলিংয়ের মনে হলো দাঁড়িয়ে থাকাই উত্তম।

"মি. ভার্জার, আমাদের মধ্যে যে কথোপকথন হবে, তা অনেকটা সাক্ষ্যগ্রহণের মতো। আমার এই সংলাপ রেকর্ড করতে হবে। এতে কি আপনার সমস্যা আছে?"

"মোটেও না।"

মেশিনের কম্পনধ্বনির মাঝখানে প্রতিধ্বনি শোনা গেল। "মার্গট, আমার মনে হয় তুমি এখন যেতে পারো।"

স্টারলিংয়ের দিকে না তাকিয়েই মার্গট বেরিয়ে গেল।

"মি. ভার্জার, আপনার কোনো অসুবিধা না হলে আমি এই মাইক্রোফোনটা আপনার জামার সাথে অথবা বালিশের সাথে লাগাচ্ছি। অথবা

BanglaBook.org

আপনি চাইলে একাজের জন্য একজন নার্সকে ডাকতে পারি।”

“কোনো সমস্যা নেই।” যান্ত্রিকভাবে শক্তি সঞ্চয় করে সে এরপর বলে উঠল, “আপনি এটা নিজেই করতে পারেন, এজেন্ট স্টারলিং। আমি এখানে।”

স্টারলিং সাথে সাথে কোনো লাইটের সুইচ খুঁজে পেলো না। সে জানে আঁধারে চোখ সয়ে আসলে সে দেখতে পারবে। একহাত সামনে বাড়িয়ে যেদিক থেকে বালসাম আর উইন্টারগ্রিনের গন্ধ ভেসে আসছে সেদিকে সে আগাতে থাকলো। লাইট জ্বলে ওঠার পর সে দেখল সে বেডের কাছাকাছি চলে এসেছে।

সামনে তাকিয়ে স্টারলিংয়ের চেহারার কোনো পরিবর্তন হলো না। মাইক্রোফোনের ক্লিপ ধরা হাত খানিকটা পেছনের দিকে এক ইঞ্চির মতো নড়ে উঠল শুধু।

ভার্জারকে দেখে তার ভেতরটা গুলিয়ে উঠল। তার কথা বলার সমস্যার কারণ হলো তার কোনো ঠোঁট নেই, স্টারলিংয়ের মাথায় প্রথম এই ভাবনাটাই আসল। সে বুঝতে পারল, ভার্জার অন্ধ নয়। মনোকলের মধ্যে দিয়ে লোকটার নীল চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। মনোকলের সাথে একটা টিউব আটকানো, যা পাতাহীন চোখকে ভেজা রাখছে। সার্জনরা কয়েক বছর আগে মুখের হাড়ের ওপর স্কিন গ্রাফটিং করে মুখমণ্ডলের একটা অবয়ব দাঁড় করানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলো।

নাক ও ঠোঁটবিহীন ম্যাসন ভার্জারের চেহারায় কোনো সফট টিস্যু নেই, শুধু দাঁত ছাড়া। প্রথম দর্শনে তাকে মনে হবে গহীন সমুদ্রের কোনো অদ্ভুত জীব। মুখোশ পরা কাউকে দেখলে মানুষ যেমন ভয়মিশ্রিত শিহরণ অনুভব করে, তাকে দেখলে এর চেয়ে দ্বিগুণ শিহরিত হবে। এটা যে কোনো মানুষের চেহারা, তা চিন্তা করেই মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এটা এমন এক ভয়ঙ্কর চেহারা, যার চোয়াল অন্য সব মানুষের মতো উঠানামা করতে পারে, যার চোখ তোমাকে দেখার জন্য এপাশ ওপাশ করতে পারে।

ম্যাসন ভার্জারের চুলগুলো সুন্দর, কিন্তু অদ্ভুতভাবে বিন্যস্ত। কাঁচাপাকা চুলগুলো পনিটেইল করা, বালিশের ওপর দিয়ে রাখলে যা ফ্লোর স্পর্শ করবে। আজ তার ভাঁজ করা চুলগুলো তার বুকে টার্টলশেল রেসপিরেটরের ওপর পেঁচিয়ে রাখা। সেগুলো ভাঁজ হয়ে থাকা আঁশের মত চিকমিক করছে, মনে হচ্ছে ব্লু জন আকরিকের ওপর সেগুলো রাখা।

উঁচু হয়ে থাকা হসপিটাল বেডে চাদরের তলায় ম্যাসন ভার্জারের অবশ শরীরটা পাটকাঠির মতো শুকনো।

তার মুখের সামনে কন্ট্রোলটা ছিল। কন্ট্রোলটা দেখতে অনেকটা স্বচ্ছ

BanglaBook.org

প্লাস্টিকের মধ্যে থাকা প্যানপাইপ নামক বাদ্যযন্ত্রের মতো। সে তার টাংটিউবটা পাইপের মতো করে পাকাল এবং রেস্পিরেটর থেকে বাতাস নিল। কিছুটা নড়ে উঠল তার বেড এবং তাকে স্টারলিংয়ের দিকে কিছুটা ঘুরিয়ে দিল। এতে মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে এল ম্যাসনের।

'স্রষ্টাকে ধন্যবাদ, যা ঘটেছে তার জন্য। এটা আমার মুক্তির পথ খুলে দিয়েছে। আপনি কি জিশুকে মানেন, মিস স্টারলিং? আপনার কি বিশ্বাস আছে তাঁরওপর?"

"আমি ধর্মিয় পরিমণ্ডলে বড় হয়েছি, মি. ভার্জার। আপনি যেমন ধর্মে বিশ্বাস রাখেন, তেমনি আমিও ধর্মে পূর্ণ আস্থা রাখি," স্টারলিং বলল। "যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি আপনার মাথার নিচে বালিশের সাথে এই ক্লিপটা লাগিয়ে দিচ্ছি।"

তার কণ্ঠস্বরে দ্রুততা এবং কেয়ারিং মনোভাব ফুটে উঠল, যা তার চরিত্রের সাথে খাপ খায় না।

ক্লিপ লাগানোর জন্য স্টারলিং তার দুই হাত মি. ভার্জারের মাথার দুইপাশে যখন রাখলো, তখন তার মধ্যে কোনো ঘেন্নাবোধ কাজ করলো না। ভার্জারের মুখের হাড়ের ওপর স্কিন গ্রাফটের মধ্যে দিয়ে ধমনীর স্পন্দন বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিলো। ধমনীর সংকোচন প্রসারণ অনেকটা কেঁচো গিলে খাওয়ার মতো।

স্টারলিং কর্ডটা লাগিয়ে দিল। এরপর সে চলে এলো টেবিলের পাশে তার টেপরেকর্ডার ও মাইক্রোফোনের কাছে।

"আমি স্পেশাল এজেন্ট ক্লারিস এম. স্টারলিং বলছি, এফবিআই নং ৫১৪৩৬৯০। আমি স্বীকারোক্তি নিচ্ছি ম্যাসন আর. ভার্জারের, সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ৪৭৫৯৮৯৮২৩। তার বাসায় তিনি যা যা স্বীকার করবেন, সেগুলো সত্যায়িত করা। মি. ভার্জার বুঝতে পেরেছেন যে, তাকে ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ এর ইউএস অ্যাটর্নি এবং লোকাল অথরিটি কর্তৃক লিখিত স্মারকলিপির মাধ্যমে প্রসিকিউশনের কাছ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে–যা সত্যায়িত করা হয়েছে। এখন মি. ভার্জার..."

"আমি আপনাকে ক্যাম্পের ব্যাপারে বলতে চাই।" ভার্জার বাধা দিয়ে বলে উঠল। "এটা আমার শৈশবের মজার একটা অভিজ্ঞতা ছিলো, যা আমি পার করে এসেছি।"

"আমরা সে ব্যাপারে পরে কথা বলব, মি. ভার্জার। আমি ভেবেছিলাম..."

"আমরা সে ব্যাপারে এখনই কথা বলতে পারি, মিস স্টারলিং। আপনি জানেন, ধৈর্যধারণ করলে সব পাওয়া যায়। এভাবেই আমি জিশুকে পেয়েছিলাম। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

BanglaBook.org

মেশিনের কম্পনটা হালকা শব্দ করল। এরপর সে আবার বলা শুরু করল।

"ওটা একটা খ্রিস্টান ক্যাম্প ছিল যা চালানোর জন্য আমার বাবা খরচাপাতি দিত। লেক মিশিগানের কাছে ক্যাম্প করা ১২৫ জনের সবার খরচ আমার বাবা একলাই বহন করেছিলো। সেখানে কোনো কোনো দুর্ভাগা একটা সামান্য চকলেটের জন্য যেকোনো কিছু করতে পারত। আর এ সুযোগটা আমি হয়তো নিয়েছিলাম। চকলেটের বিনিময়ে আমি যা চাইতাম, তারা যদি তা না করত, তবে তাদের প্রতি আমার ব্যবহার রূঢ় হয়ে যেতো। এর জন্য আমার মনে কোনো আফসোস নেই। কারণ এখন সব ঠিক হয়ে গেছে।"

"মি. ভার্জার, আমরা যদি কিছু ঘটনার দিকে আলোকপাত..."

সে স্টারলিংয়ের কথা শুনছিলো না। মেশিন থেকে বাতাস ফুসফুসে চালান করার জন্য অপেক্ষা করছিলো সে।

"আমি এখন মুক্ত, মিস স্টারলিং। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। আমি জিশুর কাছ থেকে মুক্তির আদেশ পেয়েছি, ইউএস অ্যাটর্নির কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছি আমি। ওয়িং মিলে ডেমোক্রেটিক অ্যালিয়ান্স এর কাছ থেকেও জিশুর কৃপায় মুক্তি পেয়েছি, মিস স্টারলিং। আমি মুক্ত। সব ঠিক হয়ে গেছে। আমি তাঁর কাছে সঠিক ছিলাম। উনিই হলেন জিশু, ক্যাম্পে আমরা তাকে 'দ্য রিজ' বলে সম্বোধন করতাম। কেউ রিজকে হারাতে পারবে না। বলতে পারেন, আমরা দ্য রিজকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলাম। তাঁর উপাসনা করেছিলাম আফ্রিকায়। সকল প্রশংসা জিশুর। তাঁকে পাওয়ার জন্য ধ্যানে বসেছিলাম আমি, শিকাগোতে। এখনও আমি তাঁর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছি। তিনি আমাকে শয্যাশায়ী অবস্থা থেকে আরোগ্যের দিকে নিয়ে যাবেন। আমার শত্রুদের ধ্বংস করে দাঁড় করাবেন আমার সামনে। আমি তাদের প্রিয়তমার বিলাপ শুনতে পাব। সব ঠিক হয়ে গেছে।"

তার মুখে লালা জমে যাওয়ার কারণে সে কেশে উঠল। তার কপালের রক্তনালীর স্পন্দন বোঝা যাচ্ছিল স্পষ্ট। স্টারলিং নার্স ডাকার জন্য উঠে গেল, কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছানোর আগেই ভার্জারের গমগম ধ্বনি তাকে থামতে বাধ্য করল।

"আমি ঠিক আছি। সব ঠিক হয়ে গেছে।"

তাকে সরাসরি প্রশ্ন করাটাই ভালো হবে, ভাবলো স্টারলিং। "কোর্ট ড. লেকটারকে আপনার থেরাপির জন্য নিয়োগ দেয়। নিয়োগ দেয়ার আগে আপনি কখনো লেকটারকে দেখেছিলেন? আপনি কি তাকে চিনতেন?"

"না।"

"আপনারা দুজনেই তো বাল্টিমোর ফিলার্মোনিক সোসাইটি বোর্ডের সদস্য ছিলেন?"

BanglaBook.org

"না। আমাদের নাম থাকার কারণ, আমাদের দুজনেরই অবদান ছিলো এই সোসাইটি তৈরির পেছনে। বোর্ডের ভোট গ্রহণের সময় আমি আমার আইনজীবীকে সেখানে পাঠিয়েছিলাম।"

"আপনি ড. লেকটারের ট্রায়ালের সময় সাক্ষি দেননি।"

সে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করছিলো, যাতে উত্তর দেয়ার সময় মি. ভার্জারের শারীরিক কোনো অসুবিধা না হয়।

"আমার দেয়ার প্রয়োজন পড়েনি। কারণ তারা বলেছিল তাদের কাছে যে কয়জন সাক্ষি আছে, তাদের দিয়ে তাকে নয়বার অভিযুক্ত করা যাবে। লেকটার অবশ্য নিজেকে মানসিক ভারসাম্যহীন দাবি করে সব অভিযোগ বাতিল করে দিতে পেরেছিলো।"

"সে দাবি করেনি। কোর্ট তাকে পাগল সাব্যস্ত করেছিলো।"

"এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কোথায়?"

পাল্টা প্রশ্ন শুনে স্টারলিং বুঝতে পারলো, বয়সের তুলনায় মি. ভার্জার এখনও মানসিকভাবে যথেষ্ট স্থিতিশীল।

চারপাশ হঠাৎ আঁধার থেকে আলোকিত হয়ে যাওয়ায় আলোর সাথে ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নেয়া ঈলমাছটি অ্যাকুরিয়ামে পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে এলো। এরপর সে আবার চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো। দেখে মনে হয় ক্রিমরঙা ছোপ ছোপ দাগের বাদামি রেশমি ফিতা ক্রমাগত স্পন্দিত হচ্ছে।

স্টারলিং তা দেখতে পেয়ে এক কর্নারে চলে এল।

"এটা একটা মুরায়না কিডাকো।" ম্যাসন বলল। "টোকিওর বন্দিশালায় এর চেয়ে বড় আরেকটা আছে। এটা দ্বিতীয় বৃহত্তম।

এদের 'ব্রুটাল মোরে' বলে ডাকা হয়। তুমি কি জানতে চাও কেন এদের এ নামে ডাকা হয়?"

"না।" স্টারলিং বলল। সে অতঃপর তার নোটবুকের পাতা উলটালো। "তাহলে কোর্ট থেকে অর্ডার পাওয়ার পর আপনি ড. লেকটারকে আপনার বাড়িতে আসতে বললেন?"

"আমি আর লজ্জিত নই। আমি আপনাকে সব বলবো। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। আমি যেহেতু কমিউনিটি সার্ভিসে কাজ করি, আমাকে তাই বিভিন্ন ব্যঙ্গ বিদ্রুপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একটা ডগ পাউন্ড সেন্টারে কাজ করতাম আমি। তখন ড. লেকটারের থেরাপি নিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, যদি ডক্টরকে আমি কোনভাবে খুশি করতে পারি, তাহলে তিনি হয়তো তার থেরাপি সেশনের জন্য আমাকে জোরাজুরি করবেন না। সেশনে ঠিকমতো না গেলে অথবা ঢিলামি দিলেও প্যারোলে আমার মুক্তি পেতে কোনো সমস্যা হবে না।"

BanglaBook.org

“যখন ওয়িং মিলসে আপনার বাড়ি ছিলো, এটা তখনকার ঘটনা?”

“হ্যা। আমি ড. লেকটারকে সব বলেছিলাম, আফ্রিকা এবং ইদির ব্যাপারে, কোনোকিছু গোপন করিনি। তাকে আমি আরো বলেছিলাম, আমার কিছু সংগ্রহের জিনিস তাকে দেখাব।”

“আপনি তাকে...”

“খেলনা সরঞ্জাম। ঐ কোণায় ছোট ও সহজে বহনযোগ্য গিলোটিন আছে, যা আমাকে ইদি আমিনের শিরশ্ছেদের জন্য ব্যবহার করতে হয়েছিল। আপনি জিনিসটা জীপের পেছনের সিটে রেখে যেকোনো জায়গায় যেতে পারেন। ১৫ মিনিটের মধ্যে এটা তৈরি করে ফেলা যায়। এরপর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির মাথা চাকতির সাহায্যে আটকাতে প্রায় ১০ মিনিট লাগে। ভিকটিম যদি মহিলা অথবা বাচ্চা হয়, তবে আরো বেশি সময় লাগে। আমি এ নিয়ে মোটেও অনুতপ্ত নই। কারণ এখন আমি মুক্ত।”

“ড. লেকটার আপনার বাড়িতে এসেছিলো।”

“হ্যা। আমি চামড়ার পোশাক পরে দরজা খুলতে গেলাম। আমি প্রতিক্রিয়া আশা করেছিলাম তার কাছ থেকে, কিন্তু আশাহত হলাম। ভেবেছিলাম তিনি আমায় দেখে ভয় পাবেন। কিন্তু সেরকম মনে হলো না। এই ভাবনাটা মনে পড়লে আমার নিজেরই এখন হাসি আসে। আমি তাকে ওপরের ঘরে আসতে বললাম। ডগ পাউন্ড শেলটার থেকে কয়েকটা কুকুর বাসায় নিয়ে এসেছিলাম আমি। তাদের আমি পালতাম। তাকে সেগুলো দেখালাম। এর মধ্যে দুটো কুকুর পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন ছিল বলে তাদের আমি এক খাঁচায় আটকে রেখেছিলাম। তাদের শুধু পানি দিতাম, কোনো খাবার দেয়া হতো না। খাবার না দিলে শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি কি হবে তা জানার জন্য খুব আগ্রহি ছিলাম আমি।

আমি তাকে *অটোইরোটিক এসফাইক্সিয়ার* জন্য ফাঁস দেয়ার সেটআপটা দেখালাম। অটোইরোটিক এসফাইক্সিয়া ব্যাপারটা অনেকটা এমন–তুমি ফাঁসিতে ঝুলবে, তবে মরার জন্য না, আনন্দ পাওয়ার জন্য। আপনি বুঝতে পেরেছেন?”

“হ্যা, বুঝতে পেরেছি।”

“ভালো, কিন্তু তিনি হয়তো বুঝতে পারেননি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিভাবে কাজ করে? আমি প্রত্যুত্তরে বললাম, সব সাইকিয়াট্রিস্টরাই এটা জানে। আপনি জানেন না শুনে একটু অবাক হলাম। জবাবে সে বলেছিল, “শেখাও আমাকে।” তার সেই হাসিটা কখনো ভুলতে পারবো না। আমিও হাসলাম। আর ভাবলাম, তাকে মুগ্ধ করার সময় এসে গেছে।”

BanglaBook.org

"তারপর আপনি তাকে দেখিয়েছিলেন এটা কিভাবে কাজ করে?"

"আমি এজন্য অনুতপ্ত নই। আমরা ভুল থেকেই শিক্ষা নেই। আমি এখন পাপমুক্ত।"

"বলে যান, মি. ভার্জার।"

"আমি আমার বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ফাঁসের দড়িটা লম্বা করে তা গলায় পরে নিলাম। ফাঁসের নট আমার হাতে ছিল। তার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য আরেক হাত দিয়ে আমি ক্রমাগত নিজেকে মেরেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু কিছু বলতে পারছিলাম না। আমি মানুষের মন পড়তে পারি। রুমের এক কর্নারে একটা চেয়ারে বসেছিলো সে। তার পা দুটো একটা আরেকটার ওপর আর হাতের আঙুলগুলো লক করে হাঁটুর ওপর রাখা। সে উঠে দাঁড়ালো আর সুন্দরভাবে তার জ্যাকেটের পকেটে হাত রেখে সামনে এগিয়ে আসলো। মনে হলো সে লাইটার বের করার জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়েছে। সে বলল, 'তুমি কি অ্যামাইল পপার পছন্দ করবে?' আমি মনে মনে ভাবলাম, ওয়াও। সে আমাকে এখন যা দিচ্ছে, সেটা তাকে আজীবন দিয়ে যেতে হবে যদি সে তার লাইসেন্স বাঁচাতে চায়। আপনি যদি রিপোর্টটা পড়েন, তাহলে দেখবেন, ওটা অ্যামাইল নাইট্রেট ছিল না, অন্য কিছু ছিল।"

"অ্যাঞ্জেল ডাস্ট, মিথাম্ফেটামিন ও এসিড," স্টারলিং বলল।

"আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আয়নার কাছে গিয়ে সে আয়নার নিচের অংশ লাথি মেরে ভেঙে ফেলল, হাতে তুলে নিলো কাঁচের একটা টুকরো। আমার কাছে মনে হচ্ছিলো, আমি শুন্যে ভাসছি। সে আমার সামনে এসে কাঁচের টুকরোটা দিল আমাকে, আমার চোখের দিকে তাকালো। এরপর সে আমার চেহারার চামড়া তুলে ফেলতে বলল। আমার কাণ্ডজ্ঞান ছিল না তখন, আমি তার কথামতো কাজ শুরু করলাম। সে কিছুক্ষণ পর কুকুর দুটোকে ছেড়ে দিল। বহুদিনের অভুক্ত দুটো কুকুর সামনে তরতাজা কাউকে দেখলে যা করবে, তাই করলো। খুবলে খাওয়া শুরু করলো আমার মুখমণ্ডলের মাংস। পরে শুনেছি, এই পৈশাচিক ঘটনা অনেকক্ষণ ধরে চলেছিলো। আমার কিছু মনে ছিলো না। ড. লেকটার ফাঁসের দড়ি ব্যবহার করে আমার ঘাড় ভেঙে দেয়। পরবর্তিতে শেলটারে গিয়ে ঐ কুকুর দুটোর পাকস্থলি থেকে আমার 'নাক' বের করে আনা হয়। কিন্তু এর গ্রাফটিং ম্যাচ করেনি বলে তা ফেলে দিতে হয়েছিল।"

স্টারলিং তার পেপারগুলো টেবিলে সাজাতে গোছাতে একটু বেশি সময় নিয়ে ফেলল।

"মি. ভার্জার, ড. লেকটার মেম্ফিসের কারাগার থেকে ফেরার হয়ে যাওয়ার পর আপনার পরিবার তাকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে।"

BanglaBook.org

"হ্যা, এক মিলিয়ন ডলার। এক মিলিয়ন। আমরা পৃথিবীর প্রতিটা কোণে এ বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দিয়েছি।"

"আর লেকটারকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি যেকোনো প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্যেও ডলার অফার করেছেন। সেই তথ্য আমাদের সাথে শেয়ার করতে বাধ্য ছিলেন আপনি। আপনি কি তা করেছিলেন?"

"তা করিনি। তবে শেয়ার করার মতো কিছু ছিলও না।"

"ছিল কি ছিল না, সেটা আপনি কিভাবে জানেন? আপনি কি নিজে তথ্যগুলো যাচাই বাছাই করেছিলেন?"

"করেছিলাম, আর শেষে বুঝেছিলাম সেগুলো বিশেষ গুরুত্ব বহন করে না। আর আমরা যাচাই বাছাই কেন করবো না? আপনারা আমাদের কখনো এ ব্যাপারে কিছু জানাননি।

ক্রিট থেকে আমাদের জন্য গোপন একটা তথ্য এসেছিল, যার ওপর ভিত্তি করে আমরা কিছু বের করতে পারিনি। আরেকটা এসেছিলো উরুগুয়ে থেকে, যেটার কোনো সত্যতা ছিলো না। আমি চাই আপনি বোঝার চেষ্টা করুন যে, এটা প্রতিশোধমূলক কিছু নয়, মিস স্টারলিং। আমি ড. লেকটারকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যেমনটা আমাদের রাষ্ট্রপিতা রোমান সৈন্যদের করেছিলেন।"

"মি. ভার্জার, আপনি আমার অফিসকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আপনার কাছে নতুন কোনো তথ্য আছে।"

"টেবিলের শেষ ড্রয়ারটা খুলুন।"

স্টারলিং তার পার্স থেকে সাদা কটন গ্লাভস বের করে পরে নিল। ড্রয়ারে একটা ম্যানিলা এনভেলপ আছে। এনভেলপটা ভারী। একটা এক্সরে বের করলো স্টারলিং ওখান থেকে। মাথার ওপর জ্বলতে থাকা লাইটের আলোয় তা দেখার চেষ্টা করলো। বাম হাতের এক্সরে ওটা, হাতটা আহত। স্টারলিং আঙুলগুলো গুণে দেখলো, চারটা আঙুল আর বৃদ্ধাঙ্গুল।

"মেটাকারপালগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন। আমি কিসের কথা বলছি বুঝেছেন?"

"হ্যা।"

"আঙ্গুলের গাঁটগুলো গুনুন।"

"পাঁচটা গাঁট। বৃদ্ধাঙ্গুলসহ হিসেব করলে মোট ছয়টা গাঁট আছে এ মানুষটার, ড. লেকটারের মতো।"

"হুম, ঠিক তাই।"

এক্সরে ফিল্মের কর্নারে যেখানে কেস নাম্বার এবং কোথায় করা হয়েছে লেখা থাকে, সেই অংশটা নেই।

"এটা কোথা থেকে এসেছে, মি. ভার্জার।"

BanglaBook.org

"রিও ডি জেনিরো। আরও ইনফর্মেশন পাওয়ার জন্য আমাকে তাদের আরো পে করতে হবে। আপনি কি বলতে পারেন, এটা কি ড. লেকটারের? তাদের পে করার আগে আমার তা জানা উচিত।"

"আমি জেনে আপনাকে বলব, মি. ভার্জার। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। যে প্যাকেজে এক্সরে ফিল্মটি আপনাদের কাছে এসেছে, সেটা কি আপনাদের কাছে আছে?"

"একটা প্লাস্টিক ব্যাগের ভেতরে মার্গটের কাছে আছে সেটা। সে ওটা আপনাদের দিয়ে দেবে। আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি খুব ক্লান্ত, মিস স্টারলিং। আমাকে এ কেসের আপডেটগুলো জানালে ভালো হতো।"

"আপনি আমার অফিস থেকেই সব জানতে পারবেন, মি. ভার্জার।"

স্টারলিং রুম থেকে বের হবার আগেই ম্যাসন পাইপের শেষপ্রান্ত দিয়ে হাঁক ছাড়লো, "কর্ডেল?"

প্লেরুম থেকে এ রুমে ঢুকল পুরুষ নার্সটি, হাতে থাকা ডিপার্টমেন্ট অব চাইল্ড ওয়েলফেয়ার, বাল্টিমোর সিটির সিল মারা একটা খাম থেকে কাগজ বের করে লেখাগুলো পড়ে শোনালো সে।

"ফ্রাঙ্কলিন আছে? তাকে পাঠিয়ে দাও," কথাটা বলে লাইট নিভিয়ে দিল ম্যাসন।

বসার জায়গায় যে আলো জ্বলছিলো তার নিচে এসে দাঁড়ালো বাচ্চাটি, আঁধারঘেরা অংশের দিকে আড়চোখে তাকালো সে।

"ফ্রাঙ্কলিন," বাচ্চা ছেলেটা বলল।

"তুমি কোথায় থাকো ফ্রাঙ্কলিন?"

"মা, শারলি আর স্ট্রিংবিনের সাথে।"

"স্ট্রিংবিন কি বাসায় সবসময় থাকে?"

"সে আসে আর যায়।"

"তুমি কি বললে, 'সে আসে আর যায়?'"

"হুম।"

"তোমার মা তোমার আপন মা নয়, তাই না, ফ্রাঙ্কলিন?"

"সে আমার দাইমা।"

"সে তোমার প্রথম সৎমা না, ঠিক বলেছি?"

"হুম।"

"তুমি কি তোমার বাসায় থাকতে পছন্দ করো, ফ্রাঙ্কলিন?"

তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "আমাদের বাসায় কিটি ক্যাট আছে। মা স্টোভে করে আমার জন্য প্যাটি কেক বানায়।"

"তুমি তোমার মায়ের বাসায় কয়দিন ধরে আছো?"

BanglaBook.org

"জানি না।"

"সেখানে কি তুমি তোমার জন্মদিন পালন করেছিলে?"

"একবার করেছিলাম। শারলি কুল এইড বানিয়েছিল সেবার।"

"তুমি কি কুল এইড পছন্দ করো?"

"হ্যা, স্ট্রবেরি ফ্লেভারেরটা।"

"তুমি কি তোমার মা আর শারলিকে পছন্দ করো?"

"হ্যা, আমি পছন্দ করি...কিটি ক্যাটকেও আমি পছন্দ করি।"

"তুমি কি সেখানেই থাকতে চাও? রাতে ঘুমাতে গেলে তোমার ভয় লাগে না?"

"না। আমি শারলির সাথে ঘুমাই। সে অনেক বড় এবং সাহসি।"

"ফ্রাঙ্কলিন, তুমি সেখানে তোমার মা আর শারলির সাথে এবং কিটি ক্যাটের সাথে থাকতে পারবে না। তোমাকে বাসাটা ছেড়ে দিতে হবে।"

"কে বলেছে?"

"সরকার বলেছে। তোমার মা তার চাকরি হারিয়েছে। তার বাড়ি সরকার বাজেয়াপ্ত করবে। পুলিশ তোমাদের বাড়িতে মারিজুয়ানা সিগারেট খুঁজে পেয়েছে। তুমি তোমার মাকে এ সপ্তাহের পর থেকে আর দেখতে পাবে না।"

"না...!" ফ্রাঙ্কলিন চিৎকার করে উঠল।

"অথবা হতে পারে তোমাকে ওরা আর চায় না, ফ্রাঙ্কলিন। তোমার মাঝে কোনোকিছুর অভাব আছে? তোমার শরীরে কি কোনো ক্ষত আছে? তুমি কি মনে করো তুমি কালো বলে তারা তোমাকে আর পছন্দ করে না?"

ফ্রাঙ্কলিন তার জামা উঠিয়ে তার বাদামি চামড়ার দিকে তাকালো। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে, এরপর কাঁদতে লাগল।

"কিটি ক্যাটের কি হবে তুমি কি জানো? তোমার কিটি ক্যাটের নাম কি?"

"শারলি ওকে কিটি ক্যাট নামেই ডাকতো।"

"তুমি কি জানো কিটি ক্যাটের কি হবে? পুলিশ কিটি ক্যাটকে অ্যানিম্যাল পাউন্ডে নিয়ে যাবে। সেখানে ডক্টর কিটি ক্যাটকে ইনজেকশন দেবে। তুমি ডে কেয়ারে কখনো সুঁইয়ের গুতো খেয়েছো? নার্সরা কি কখনো তোমাকে ইনজেকশন দিয়েছিল? তারা কিটি ক্যাটকে সেটা দেবে। বেচারি সুঁই দেখে ভয়ে আঁতকে উঠবে। তারা ইনজেকশন দিয়ে কিটি ক্যাটকে মেরে ফেলবে।"

ফ্রাঙ্কলিন শার্টের প্রান্ত আঁকড়ে ধরল আর মুখের সাথে তা ঘষতে লাগল। যে কাজটা বছরখানেক আগে মা মানা করে দেয়ার পর থেকে কখনো সে করেনি, সেই কাজটাই সে করল। বৃদ্ধাঙ্গুল মুখে ঢুকাল সে, আর বের করল না।

BanglaBook.org

অন্ধকার থেকে আওয়াজটা বলে উঠল, "এদিকে আস। আমি তোমাকে বলছি, তুমি কিভাবে কিটি ক্যাটকে ইনজেকশনের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে।

তুমি কি চাও কিটি ক্যাটের গায়ে ইনজেকশন পুশ করা হোক, ফ্রাঙ্কলিন? তুমি তা চাও না। তাহলে এদিকে আসো, ফ্রাঙ্কলিন।"

চোখ টলমল করতে থাকা ফ্রাঙ্কলিন বৃদ্ধাঙ্গুল চুষতে চুষতে আঁধার ঘেরা অংশের দিকে আস্তে আস্তে কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল। বেড থেকে যখন সে ছয় ফিট দূরে দাঁড়িয়ে, তখন ম্যাসন তার হারমোনিকার মধ্যে ফুঁ দিল এবং লাইট জ্বলে উঠল।

ফ্রাঙ্কলিনের ভেতরে মনের জোর ছিল বলেই হয়তো কিংবা কিটি ক্যাটকে সাহায্য করার জন্যই হয়তো ফ্রাঙ্কলিন পিছু হটলো না। এমনটাও হতে পারে, সে হয়তো বুঝতে পারছে–তার পালানোর কোনো জায়গা নেই। সে দৌড়ালো না, ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো আর ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ফ্রাঙ্কলিনের সাহসি মনোভাব দেখে ম্যাসন অবাক হলো। যদি তার ভুরু থাকতো তবে সেটা নিশ্চিত ফ্রাঙ্কলিনকে দেখে কুঁচকে যেতো।

"তুমি কিটি ক্যাটকে ইনজেকশনের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে, যদি তুমি নিজের হাতে তাকে ইঁদুরের বিষ খাইয়ে দাও।" ম্যাসন বলল।

ফ্রাঙ্কলিন তার আঙুল মুখ থেকে বের করে নিলো।

"আপনি একটা বুড়ো হাদা, কদাকার একটা নর্দমার কীট।"

সে ডানপাশে ঘুরে চেম্বার থেকে দৌড়ে বের হয়ে পেঁচানো হোসপাইপ লাগানো হলের মধ্যে দিয়ে খেলার ঘরের দিকে চলে গেল।

ম্যাসন সিসিটিভি ফুটেজে তাকে দেখতে লাগল।

নার্স বাচ্চা ছেলেটার দিকে তাকাল। ভোগ পত্রিকা পড়ার ছলে ভালোভাবে লক্ষ্য করল বাচ্চাটার দিকে।

ফ্রাঙ্কলিন খেলনার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এগুলো তার কাছে এখন কোনো অর্থ আর বহন করে না। আঙুল চোষা থেকে বিরত থাকার জন্য সে দেয়ালের দিকে মুখ করে জিরাফের রেপ্লিকার নিচে বসল।

কর্ডেল তাকে লক্ষ্য করছিল। যখন সে দেখল বাচ্চাটার ঘাড় কাঁপছে, তখন সে তার কাছে গেল। জীবাণুমুক্ত রেশমি কাপড়ের রুমাল দিয়ে চোখ মুছে দিল সে। ভেজা রুমালটা ম্যাসনের মার্টিনি গ্লাসে রেখে দিল। গ্লাসটা রাখা ছিল খেলার ঘরের রেফ্রিজারেটরে অরেঞ্জ জুস আর কোকের পাশে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

ড. হ্যানিবাল লেকটারের ব্যাপারে মেডিকেল ইনফর্মেশন জোগাড় করা চাট্টিখানি ব্যাপার না। যখন তুমি জানো যে, মেডিকেল সিস্টেম এবং ডাক্তারদের দুচোখে দেখতে পারে না লেকটার, তখন তার পার্সোনাল ফিজিশিয়ান না থাকাটা তোমাকে নিশ্চয়ই অবাক করবে না।

মেম্ফিসে ট্রান্সফার করার আগে উন্মাদ অপরাধিদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহৃত বাল্টিমোর হসপিটালে ড. লেকটারকে রাখা হয়েছিল। এখন সেই হসপিটাল একটা পরিত্যক্ত বিল্ডিং হিসেবে পড়ে আছে।

ড. লেকটার পালানোর আগে টেনেসি স্টেট পুলিশের কাস্টডিতে ছিল। কিন্তু তারা দাবি করে, লেকটারের মেডিকেল রেকর্ডসের কোনো কপি তারা পায়নি। লেকটারকে বাল্টিমোর থেকে মেম্ফিসে নিয়ে আসা অফিসাররা কেবল কয়েদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই সাইন করেছিল, কোনো মেডিকেল রেকর্ডস নেয়ার জন্য সাইন তারা করেনি। সেই অফিসারদের সবাই এখন মৃত।

স্টারলিং পুরো একটা দিন টেলিফোন ও কম্পিউটারের পেছনে ব্যয় করলো। এরপর সে কোয়ান্টিকো এবং জে. এডগার হুভার বিল্ডিংয়ের এভিডেন্স স্টোরেজ রুমে নিজে গিয়ে সার্চ করলো। বাল্টিমোর পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ময়লা দুর্গন্ধময় এভিডেন্স রুমে সে সারা সকাল বরবাদ করলো, কিন্তু কিছুই পেল না। বিকেলটা ফিটজাগ মেমরিয়াল ল লাইব্রেরিতে তালিকার উর্ধ্বে থাকা হ্যানিবাল লেকটার কালেকশন খোঁজার পেছনে নষ্ট করলো।

দিন শেষে তার অর্জন হলো হাতে থাকা কয়েকটা কাগজ যেখানে ড. লেকটারের ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের রিপোর্ট লেখা আছে। ম্যারিল্যান্ড স্টেট পুলিশের হাতে প্রথম গ্রেফতার হওয়ার পর এটা তৈরি করা হয়েছিলো। মেডিকেলের আগের আর কোনো লিখিত রিপোর্ট নেই।

বাল্টিমোর স্টেট হসপিটালের উন্মাদ অপরাধিদের জন্য বরাদ্দকৃত সেলগুলোর দেখভাল করত ইনেলে কোরি। তার কাছে এই কাজটা মোটেও ভালো লাগত না। পরে ম্যারিল্যান্ড স্টেট বোর্ড অফ হসপিটালে তাকে বদলি করায় এই নরকযন্ত্রণা থেকে সে উদ্ধার পায়। নতুন পাওয়া কাজটা আগেরটার চেয়ে হাজারগুণে ভালো।

সে স্টারলিংয়ের সাথে অফিসে কথা বলতে চায়নি। তাই তারা গ্রাউন্ডফ্লোরের ক্যাফেটেরিয়ায় দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলো।

BanglaBook.org

স্টারলিং কারো সাথে দেখা করতে চাইলে সবসময় দেখা করার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই নির্দিষ্ট জায়গাটায় পৌছে যায় এবং দূর থেকেই জায়গাটার খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করে। কোরি ঠিক সময়েই চলে আসল। ৩৫ বছর বয়সী কোরি মোটা ও ফ্যাকাশে, মেকআপ আর গহনা জাতীয় কিছু সে পরিধান করেনি। তার চুল কোমর পর্যন্ত লম্বা, পায়ে মোজা আর সাদা স্যান্ডেল।

স্টারলিং ক্যাফেটেরিয়ার ফুডস্ট্যান্ড থেকে সুগার প্যাকেট নিল। কোরিকে সে তাদের জন্য নির্ধারিত টেবিলের সামনে দেখলো।

তোমার মধ্যে এই ভুল ধারণাটা থাকতে পারে যে, সব প্রটেস্ট্যান্টই একরকম দেখতে। কিন্তু এমনটা আসলে হয় না। একজন ক্যারিবিয়ান অন্য আরেকজনের বাসস্থানের ব্যাপারে অনেক কিছু ঠিকঠাক বলতে পারে, কারণ সব দ্বীপপুঞ্জের গাঠনিক বৈশিষ্ট্য এক রকম। লুথেরানদের কাছে বড় হয়ে ওঠা স্টারলিং কোরির দিকে তাকিয়ে মনেমনে ভাবলো, একজন নাজারিন বসে আছে আমার সামনে।

স্টারলিং তার হাতের ব্রেসলেট আর ডান কানে লাগানো স্বর্ণের ঝুমকা খুলে ফেলল, ব্যাগে রেখে দিল সেগুলো।

তার ঘড়িটা প্লাস্টিকের, এটা কোনো সমস্যা তৈরি করবে না।

"ইনেলে কোরি? কফি নেবে তুমি?"

স্টারলিং দুই কাপ কফি হাতে বলে উঠল।

"ইনেলে নয়, আইনেলে। আমি কফি খাই না।"

"তাহলে দুকাপই খাব আমি। আমার নাম ক্লারিস স্টারলিং।"

"তুমি কে, সে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তুমি আমায় কিছু পিকচার আইডি দেখাতে চাচ্ছিলে?"

"হুম।" স্টারলিং বলল। "মিস কোরি, আমি কি আপনাকে আইনেলে বলে ডাকতে পারি?"

মহিলা মাথা নাড়ল।

"আইনেলে, আমার এমন একটা ব্যাপারে সাহায্য লাগবে যেটার সাথে আপনি ব্যক্তিগতভাবে মোটেও জড়িত নন। আমার শুধু বাল্টিমোর স্টেট হসপিটাল থেকে পাওয়া কিছু রেকর্ডসের ব্যাপারে তথ্য লাগবে।"

কোরি যখন কথা বলে তখন বোঝা যায় না, সে বিনয় প্রদর্শন করছে নাকি রাগ।

"স্টেট বোর্ড বন্ধ হওয়ার আগে এগুলো আমাদের হাতে আসে। মিস...

"মিস স্টারলিং, আপনি খোঁজ নিলে বুঝতে পারবেন, ফোল্ডার ছাড়া কোনো রোগি হাসপাতাল ছেড়ে বের হতে পারে না। আপনি এটাও বুঝতে পারতেন যে, কোনো ফোল্ডারই সুপারভাইজারের পারমিশন ছাড়া

BanglaBook.org

হাসপাতালের বাইরে যেতে পারে না। যারা মারা যায়, তাদের ফোল্ডারগুলো হেলথ ডিপার্টমেন্টের দরকার পড়ে না, ব্যুরো অফ ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস সেগুলো চায় না। আর আমি যতদূর জানি, আমি চলে যাওয়ার আগে ডেড ফোল্ডারগুলো বাল্টিমোর স্টেট হসপিটালেই ছিল। হাসপাতালটা ছেড়ে দেয়া সর্বশেষ ব্যক্তি আমিই ছিলাম। পালিয়ে যাওয়ার কেসগুলো সিটি পুলিশ আর শেরিফ ডিপার্টমেন্ট হ্যান্ডল করে।"

"পালিয়ে যাওয়া?"

"হ্যা। যখন কেউ পালিয়ে যেত, তখন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিছু পালিয়ে যাওয়ার কেস গোপন রাখত।"

"ড. হ্যানিবাল লেকটারের কেসটা কি পালিয়ে যাওয়ার আন্ডারে ধরা হবে? আপনার কি মনে হয় তার রেকর্ডসগুলো ল এনফোর্সমেন্টের কাছে থাকতে পারে?"

"সে পালিয়ে যায়নি। আমাদের এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া লোকদের তালিকার মধ্যে সে পড়ে না। পালিয়ে যাবার সময় তো সে আমাদের কাস্টডিতে ছিলো না। আমি একবার নিচে গিয়েছিলাম আর ড. লেকটারকে দেখেছিলাম তখন। আমার বোন ও তার কয়েকজন বন্ধু লেকটারকে দেখতে চেয়েছিল। তখনকার ঘটনা মনে পড়লে আমার এখনো পেট গুলিয়ে আসে। লেকটার তার পাশের সেলে থাকা কয়েদিকে আমাদের দিকে..." সে ভয়েস কমিয়ে আনলো, "আমাদের দিকে আঠালো তরল ছুঁড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। আপনি জানেন সেটা কী ছিলো?"

"আমি জানি।" স্টারলিং বলল। "ঐ লোকটা সম্ভবত মি. মিগস ছিলো। তার স্বভাবই এগুলো ছুঁড়ে মারা।"

"আমি ঘটনাটা আর মনে করতে চাই না। আপনাকে চিনি আমি। আপনি হাসপাতালে এসেছিলেন। এসে ফ্রেড–মানে, ড. চিলটনের সাথে কথা বললেন আর বেসমেন্টে লেকটারের সাথে দেখা করতে গেলেন, তাই না?"

"হ্যা।"

"ড. ফ্রেডারিক চিলটন 'বাল্টিমোর স্টেট হসপিটাল ফর ক্রিমিনালি ইনসেন' এর ডিরেক্টর ছিলেন। ড লেকটারের ফেরার হবার পর তিনি কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছিলেন। তারপর থেকেই তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।"

"আপনি জানেন, ফ্রেডকে যে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না?"

"হ্যা, আমি শুনেছি।"

কোরির চোখে পানি এসে গেল। "সে আমার ফিয়াঁন্সে ছিল। তার নিখোঁজ হওয়ার পরপরই হাসপাতালটা বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় আমার মনে হচ্ছিল

BanglaBook.org

আমার মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়েছে। যদি আমি জিশুর ওপর আস্থা না রাখতাম, তবে আজ আমি ঘুরে দাঁড়াতে পারতাম না।"

"দুঃখিত," স্টারলিং বলল। "তোমার এখন ভালো একটা জব আছে।"

"কিন্তু আমার কাছে ফ্রেড নেই। অনেক ভালো মনের একজন মানুষ ছিল সে। আমরা পরস্পরকে অনেক ভালোবাসতাম, যে ভালোবাসা তুমি এখন অন্যদের মধ্যে খুঁজে পাবে না। সে যখন হাইস্কুলে ছিল, তখন সে 'বয় অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হয়েছিল।"

"আমি তোমার কষ্টটা বুঝতে পারছি। আইনেলে, তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। সে কি রেকর্ডসগুলো তার অফিসে রাখতো, নাকি রিসেপশনে তোমার ডেস্কে?"

"সেগুলো তার অফিসে ওয়াল ক্যাবিনেটে রাখা ছিল। পরবর্তিতে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় বড় ক্যাবিনেটগুলো রিসেপশন এরিয়াতে লাগানো হয়। ক্যাবিনেটগুলো সবসময় তালা মারা থাকত। আমরা চলে যাওয়ার পর সেগুলো স্বল্পসময়ের জন্য মেথাডোন ক্লিনিকে স্থানান্তর করা হয়েছিল। অনেক কিছুই সরানো হয়েছিল তখন।"

"আপনি কি কখনো ড. লেকটারের ফাইল দেখেছেন? কিংবা হ্যান্ডেল করেছেন?"

"হ্যা।"

"সেখানে থাকা কোনো এক্সরের ব্যাপারে কি কিছু মনে করতে পারছেন আপনি? এক্সরেটা কি মেডিকেল রিপোর্টসহ ছিল? নাকি আলাদা ছিল?"

"মেডিকেল রিপোর্ট সহ। যথেষ্ট মোটা ছিল সেগুলো, দেখতে অদ্ভুত লাগছিলো। আমাদের এক্সরে বিভাগে কোনো ফুলটাইম রেডিওলজিস্ট না থাকায় এক্সরের জন্য আলাদা কোনো ফাইল করা হতো না। ফ্রেড সবসময় একটা ইসিজি টেপ মানুষদের দেখাত, যেখানে ড. লেকটারের–তাকে ডক্টর বলে ডাকতে ঘেন্না লাগে আমার–গায়ে ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাফ মেশিনের বিভিন্ন তার লাগানো ছিল। সে এই অবস্থাতেই নার্সের ওপর আক্রমণ করে। মেয়েটির ওপর অ্যাটাক করার সময় তার পালস রেট নরমাল ছিল–এটা খুবই অদ্ভুত লেগেছিল আমার কাছে। তার থাবা থেকে মেয়েটাকে যখন বাকিরা উদ্ধার করেছিল, তখন লেকটারের কাঁধের জয়েন্ট ডিসলোকেট হয়ে যায়। সেজন্য তার এক্সরে করতে হয়। এ ঘটনার জন্য সেবার হাসপাতাল ভাংচুর করা হয়।"

"আপনি যদি কোথাও ফাইলটি খুঁজে পান তবে কি আমায় জানাতে পারবেন?"

"মানে বলছেন, আমি এর জন্য একবার খুঁজে দেখবো?"

কিছুক্ষণ পর মিস কোরি নিজে থেকেই বলা শুরু করলো, “কিন্তু আমার মনে হয় না, আমরা কিছু খুঁজে পাব। অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। তবে আমাদের কাছ থেকে নয়, মেথাডোন ক্লিনিকের কর্মচারিদের কাছ থেকে।”

কফি মগ দুটোর মোটা প্রান্তদ্বয় দুপাশে নিচের দিকে আস্তে আস্তে চিকন হয়ে গেছে। স্টারলিং আইনেলে কোরিকে কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করেই চলে যেতে দেখল। কফির বাকি অর্ধেক ঢকঢক করে গিলে ফেলল সে।

স্টারলিং নিজের স্বরূপে ফিরে এল। সে জানে তার নিজের মধ্যে কিছু একটা মিসিং। হতে পারে স্বাদের অভাব, আরো ভালো করে বলতে গেলে স্টাইলের অভাব। দেখতে ভালো লাগে এমন জিনিসের প্রতি তার উদাসিনতা আগে থেকেই। তার মধ্যে হয়তো স্টাইলিস্ট হওয়ার সুপ্ত বাসনা জেগে উঠেছে। কোনো স্টাইল অনুসরণ না করার চেয়ে বেশ্যাদের মতো চলা ভালো, তাদেরও নিজস্ব একটা স্টাইল আছে। শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি।

স্টারলিং ভাবল, তার নিজের মধ্যে ধূর্ততার কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কিনা। সে আবিষ্কার করল, ধূর্ত হওয়ার মত কোনো যোগ্যতা তার নেই। স্টাইলের কথা মাথায় আসার সাথে সাথে তার ইভেলদা ড্রামগোর কথা মনে পড়লো। ড্রামগোর মধ্যে এই যোগ্যতা একটু বেশিই ছিল। স্টারলিং তার আপন সত্তা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

সবকিছুর শুরু যেখানে হয়েছিল, সেখানেই পরের দিন ফিরে আসলো স্টারলিং। উন্মাদ অপরাধিদের জন্য তৈরি করা বাল্টিমোর স্টেট হসপিটাল এখন অব্যবহৃত। অনেক ব্যথাবেদনার সাক্ষি এই পুরনো বাদামি বিল্ডিং আদালতের নির্দেশে এখন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ভবনের দেয়ালে বিভিন্ন পোস্টার টাঙানো, কেবল আদালতের নির্দেশের অপেক্ষা—এরপরই ভেঙে ফেলা হবে এটা।

ভবনের ডিরেক্টর ড. ফ্রেডারিক চিলটন ছুটি নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার আগে কয়েক বছর যাবত ভবনের কার্যক্রম কমে গিয়েছিল। ভবন পরিচালনায় ত্রুটি আর বেহাল দশার কারণে ফান্ডিং বন্ধ করে দেয়া হয়। কিছু রোগিকে অন্য হাসপাতালে সরিয়ে নেয়া হয়, কিছু রোগি মারা যায় আর রাস্তায় পড়ে থাকা থোরাজাইন ড্রাগে আসক্ত কিছু উন্মাদ রোগিকে অপরিকল্পিত আউটপেশেন্ট প্রোগ্রামের অধীনে আনা হয়, যেখানে থাকা অধিকাংশের পরবর্তি ঠিকানা হয় যমরাজের বাড়ি।

পুরনো বিল্ডিংটার সামনে দাঁড়িয়ে স্টারলিং অনুধাবন করলো, সে এ জায়গায় আসতে চায়নি, কিন্তু এটা ছাড়া অন্য কোনো সম্ভাবনার কথা মাথায় আসেনি তার।

প্রায় ৪৫ মিনিট পর কেয়ারটেকার আসল। গাট্টাগোট্টা গড়নের বয়স্ক লোক, লোকটার চুলের কাটিং পূর্ব ইউরোপিয়ান ধাঁচের, শব্দ করে হাঁটছে সে। তার হাঁপানি রোগ আছে। সাইডওয়াক থেকে কয়েক ধাপ নিচে সাইডডোর দিয়ে স্টারলিংকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে। তালাটা পরিচ্ছন্নকর্মীরা ভেঙে দিয়ে গেছে, দরজাটা চেইন আর প্যাডলক দিয়ে আটকানো। চেইনে লেগে থাকা মাকড়শার জাল আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। মেঝেতে ফাটল ধরেছে। যখন কেয়ারটেকার তালা খোলার জন্য চাবি হাতড়াচ্ছিল, তখন সেই ফাটলে গজানো ঘাসের সাথে লেগে স্টারলিংয়ের পা হড়কে গেল।

পড়ন্ত বিকেলটা মেঘাচ্ছন্ন, আলো অনেক কমে এসেছে।

"আমি বিল্ডিংয়ের ব্যাপারে সবকিছু জানি না। আমি শুধু ফায়ার অ্যালার্মগুলো চেক করি।" লোকটি বলল।

"আপনি কি জানেন, এখানে কোনো কাগজপত্র সংরক্ষণ করে রাখা হয় কিনা? কোনো ফাইলিং ক্যাবিনেট বা রেকর্ডস?"

সে মাথা নাড়লো, "হসপিটাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কয়েকমাস পর্যন্ত এখানে মেথাডোন ক্লিনিক চালু ছিলো। সবকিছু বেসমেন্টে রাখত তারা, বেড

BanglaBook.org

কাপড়চোপড় সবকিছু। আমি জানতাম না আসলে আর কি কি ছিল। বেডের ম্যাট্রেসে শ্যাওলা জমেছিল। এই ময়লা পরিবেশটাই আমার হাঁপানির জন্য দায়ি। এখানে আমি ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারি না। সিঁড়িগুলোর জায়গায় জায়গায় ছিদ্র। আমি আপনাকে দেখাতে পারি কিন্তু–"

কেউ সাথে থাকলে স্টারলিংয়ের জন্য ভালোই হত, কিন্তু লোকটির সাথে কথা বলতে থাকলে বরং দেরি হয়ে যাবে। "বলতে থাকুন। আপনার অফিস কোথায়?"

"নিচের ব্লকে। এখানে আগে ড্রাইভারদের লাইসেন্স ব্যুরো ছিল।"

"আমি যদি একঘন্টার আগে না ফিরি–"

ঘড়ির দিকে তাকালো লোকটি। "আধা ঘন্টা পর আমার ছুটি।"

মেজাজ বিগড়ে গেল স্টারলিংয়ের। "আমি আসার আগ পর্যন্ত আপনি চাবি নিয়ে আপনার অফিসে অপেক্ষা করবেন। যদি এক ঘন্টার মধ্যে আমি না আসি, তাহলে ঐ কার্ডে থাকা নাম্বারে ফোন দেবেন। ওরা আসলে দেখিয়ে দেবেন আমি কোথায় গিয়েছিলাম। আর আমি আসার পর যদি দেখি আপনি অফিসে নেই, তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাসায় চলে গেছেন, তাহলে কাল সকালে আপনার সুপারভাইজারের কাছে আপনার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবো আমি। সেই সাথে ইন্টার্নাল রিভেন্যু সার্ভিসের পক্ষ থেকে আপনাকে জেরা করা হবে এবং আপনার কার্যক্রম ব্যুরো অফ ইমিগ্রেশন এন্ড ন্যাচারালাইজেশন দ্বারা যাচাই করা হবে। আপনি কি বুঝতে পেরেছেন? আমি একটা উত্তর আশা করছি আপনার কাছ থেকে।"

"আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করতাম। এত কিছু বলার দরকার ছিল না।"

"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে," স্টারলিং বলল।

কেয়ারটেকার সাইডওয়াকের পাশে রেলিং ধরে হাঁটতে লাগলো। নৈঃশব্দ্যের মধ্যেও তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো স্টারলিং। ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল সে, আর ফায়ার এস্কেপের সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে পৌছে গেল। সিঁড়ির পাশে উঁচুতে থাকা বন্ধ জানালা দিয়ে এক চিলতে ম্লান আলো আসছিলো। পেছনের দরজাটা লক করা উচিত হবে কিনা, সেটা নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলো স্টারলিং। অতঃপর দড়ি দিয়ে দরজার চেইন ভেতর থেকে আটকানোর সিদ্ধান্ত নিলো, যাতে চাবি হারিয়ে গেলেও সে দরজাটা খুলতে পারে।

ড. হ্যানিবাল লেকটারের ইন্টারভিউ নিতে যখন স্টারলিং এখানে এসেছিল, তখন সে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেছিল। কিন্তু এখন ঘটনা ভিন্ন, তাই সে নিজেকে পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়ার জন্য কিছুটা সময় নিল।

Bangla Book.org

ফায়ারএস্কেপ সিঁড়ি দিয়ে সে ওপরে উঠে মেইন ফ্লোরে চলে আসলো। জানালার কাঁচগুলো তুষারাচ্ছন্ন থাকায় পড়ন্ত বিকেলের আলো ঢুকতে পারছিলো না ভেতরে। রুমের ভেতর আলো-আঁধারির খেলা চলছে। ফ্ল্যাশলাইটের সাহায্যে স্টারলিং একটা সুইচ খুঁজে পেলো। সুইচ টিপতেই মাথার ওপরে থাকা ঝাড়বাতি জ্বলে উঠল। ঝাড়বাতিগুলোর মধ্যে তিনটা ভাঙা বাল্ব তখনও সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। টেলিফোনের তারের ছেঁড়া অংশগুলো রিসেপশন ডেস্কে পড়ে আছে।

ডিজাইন এবং পেইন্টের জন্য স্প্রে-ক্যান দেখতে পেল স্টারলিং। আটফুটি সাইজের একটা লিঙ্গ আর দুটো বিচি রিসেপশন রুমের দেয়ালের শোভাবর্ধন করছে। পাশে লেখা–'মাগি, রস বের কর।'

ডিরেক্টর অফিসের দরজা খোলা। স্টারলিং করিডোরে দাঁড়ালো। এখানেই সে তার প্রথম এফবিআই অ্যাসাইনমেন্টে এসেছিল। সেসময় একজন ট্রেইনি ছিলো সে। তখন তার বিশ্বাস ছিলো, 'তুমি যদি তোমার কাজ ঠিকমত করতে পারো, তাহলে তোমাকে গ্রহণ করা হবে। তোমার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা–যাই হোক না কেন।' সে ভাবত সে পারবে।

এখানেই হসপিটাল ডিরেক্টর চিলটন ঘর্মাক্ত হাতে তার সাথে করমর্দন করেছিল। এখানে বসেই চিলটন সব গোপন তথ্য আড়িপেতে শুনতো এবং পাচার করত। এমন সব সিদ্ধান্ত সে এখানে বসেই নিয়েছিল যা রক্তের বন্যা বইয়ে হ্যানিবাল লেকটারকে পালাতে সাহায্য করেছিলো। নিজেকে সে লেকটারের মতো স্মার্ট ভাবত।

অফিসে চিলটনের ডেস্ক ছিলো, কিন্তু কোনো চেয়ার ছিলো না। ডেস্কটা অনেক ছোট। ড্রয়ারগুলো খালি, একটা ড্রয়ারে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধের গুঁড়ো ছিটানো। অফিসে দুটো ফাইলিং ক্যাবিনেট ছিলো। ক্যাবিনেটের তালাটা সাধারণ। টেকনিক্যাল এজেন্ট স্টারলিং এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে সেটা খুলে ফেলল। নিচের ড্রয়ারে একটা পেপারব্যাগে শুকনো স্যান্ডউইচ আর মেথাডোন ক্লিনিকের কিছু অফিস ফর্ম ছিল। সাথে ব্রেথ ফ্রেশনার, হেয়ারটনিকের একটা টিউব, একটা চিরুনি আর কয়েকটা কনডমের প্যাকেটও পাওয়া গেল।

ডানজিওনের কথা মনে পড়ে গেল স্টারলিংয়ের, যেখানে ড. লেকটারকে আট বছর রাখা হয়েছিল। বেসমেন্টে যাওয়ার ইচ্ছা তার নেই। চাইলে সে ফোন করে সিটি পুলিশ ইউনিটকে ডেকে আনতে পারত, যাতে তারা তার সাথে নিচে নামতে পারে। কিংবা বাল্টিমোর ফিল্ড অফিসকে জানিয়ে আরেকজন এফবিআই এজেন্টকে আসতে বলতে পারত। কিন্তু ওয়াশিংটনের রাস্তায় ট্রাফিক জ্যামের কারণে এজেন্টের আসতে অনেক দেরি হয়ে যাবে,

সেক্ষেত্রে কাজটাও শেষ করতে পারবে না স্টারলিং। তাছাড়া সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ধুলোমাখা চিলটনের ডেস্কের দিকে ঝুঁকে সে চিন্তা করতে লাগলো, সে আসলে কি ভাবছে? সে কি ভাবছে, নিচে বেসমেন্টে কোনো ফাইল রাখা আছে এবং এজন্য তাকে নিচে যেতে হবে? নাকি এখানে তার কৌতুহল কাজ করছে। হ্যানিবাল লেকটারকে প্রথম সে যেখানে দেখেছিলো, সেখানে যাবার কৌতুহল। ল এনফোর্সমেন্টের ক্যারিয়ার স্টারলিংকে নিজের ব্যাপারে কয়েকটা জিনিস বুঝতে শিখিয়েছে। আর তা হলো, স্টারলিং রোমাঞ্চ খুঁজে বেড়ায় না। সে ভাবতে লাগলো, ফাইলগুলো বেসমেন্টে থাকতে পারে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে সেগুলো খুঁজে পাবে। আগেরবার তার মধ্যে একটা ভয় কাজ করেছিলো, এবার সেরকমটা হবে না বলে আশা করল সে।

তিনবছর আগে যখন সে নিচে নেমেছিলো, তখন হাই সিকিউরিটি দরজাগুলো ক্রস করার সময় সেগুলোর বিদঘুটে আওয়াজের কথা মনে পড়ে গেল তার। বর্তমানে ফিরে এলো সে। বাল্টিমোর ফিল্ড অফিসে ফোন করে সে তার বর্তমান অবস্থান জানালো এবং বলল এখন থেকে ঠিক একঘন্টা পর সে ফোন দিয়ে তার বের হওয়ার কথা জানাবে। কোনো কারণে সে আটকা পড়ে গেলে বা ফোন না গেলে, তারা যেন তাকে উদ্ধার করতে চলে আসে।

ভেতরের সিঁড়িতে লাইট জ্বলছিলো। এখানেই বছরখানেক আগে তার সাথে বেসমেন্ট লেভেলে এসেছিলো চিলটন। হ্যানিবাল লেকটারের সাথে কথা বলার সময় যা যা সাবধানতা নেয়া উচিত, সেগুলো বলেছিল সে। এই লাইটের নিচে দাঁড়িয়েই চিলটন স্টারলিংকে এক নার্সের ছবি বের করে দেখিয়েছিলো। সেই নার্স লেকটারের ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করার সময় লেকটার মেয়েটার জিহ্বা খেয়ে ফেলে। যদিও সেসময় ড. লেকটারের কাঁধ ডিসলোকেট হয়ে যায় তবে সেটার এক্সরে অবশ্যই কোথাও না কোথাও আছে।

বাতাসের ঝাপটা তার কাঁধ ছুঁয়ে গেল। সম্ভবত কোথাও কোনো জানালা খোলা আছে।

ল্যান্ডিংয়ে ম্যাকডোনাল্ড হ্যামবার্গার বক্স আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু ন্যাপকিন দেখা যাচ্ছে। একটা রঙ লাগা কাপে উচ্ছিষ্ট খাবার পড়ে আছে। কর্নারে মানুষের পায়খানা আর টিস্যু পেপার চোখে পড়লো তার। ওয়ার্ডের বড় স্টিলের দরজাটার সামনে নিচের তলায় যাবার ল্যান্ডিং আঁধার হয়ে আছে। সেখানে লাইটের আলো পৌঁছাচ্ছে না। দেয়ালের সাথা আটকানো স্টিলের দরজাটা খোলা। স্টারলিংয়ের ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় পাঁচটা ডি-সেল আলোকিত হয়ে উঠল।

BanglaBook.org

লাইটের আলো লম্বা করিডোরের দিকে নিক্ষেপ করলো সে, সেখানে আগে ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি ইউনিট স্টেশন ছিল। দূরে মোটামতো কি জানি দেখা যাচ্ছে। সেলগুলোর দরজা খোলা, মেঝেতে পাউরুটির খোসা আর কাপ পড়ে আছে। স্টেশন ডেস্কের ওপর একটা সোডাক্যান দেখা যাচ্ছে, যা ক্রমাগত ক্র্যাকপাইপ হিসেবে ব্যবহার করার কারণে কালো হয়ে গিয়েছে।

স্টারলিং স্টেশনের পেছনে থাকা সুইচগুলো চাপ দিল। কোনো লাভ হলো না। অতঃপর সেলফোন বের করে আলো জ্বালালো সে। লাল আলোয় আঁধার অনেকটা কমে এলো। আন্ডারগ্রাউন্ডে ফোনের কোনো নেটওয়ার্ক নেই, তারপরেও স্টারলিং ফোনে চেঁচিয়ে জোরে জোরে বলতে লাগলো, "ব্যারি, ট্রাকটাকে সাইড এনট্রান্সের দিকে নিয়ে এসো। আর একটা ফ্লাডলাইট নিয়ে আসবে। জঞ্জালগুলো সরানোর জন্য কয়েকজন কুলির দরকার হবে তোমার। হ্যাঁ, নিচের দিকে এসো।"

তারপর স্টারলিং আঁধারে বলে উঠল, "অ্যাটেনশন! আমি একজন ফেডারেল অফিসার। কেউ যদি এখানে বেআইনিভাবে থেকে থাকে তাহলে সে চলে যেতে পারবে। আমি তোমাদের অ্যারেস্ট করবো না। আমার কোনো আগ্রহ নেই তোমাদের ওপর। আমার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তোমরা আবার এখানে ফেরত আসতে পারবে। আপাতত তোমরা বের হয়ে আসতে পারো। আর যদি তোমরা আমার কাজে ব্যাঘাত ঘটাও, তবে এর পরিণতি খুব একটা ভালো হবে না।"

তার কণ্ঠস্বর করিডোরে প্রতিধ্বনি তৈরি করলো। স্টারলিংয়ের নিজের কাছেই অদ্ভুত লাগল কণ্ঠটা। বার্নির কথা মনে পড়ে গেল তার। লেকটারের ইন্টারভিউ নিতে আসার সময় বার্নি আর লেকটারের মধ্যে হওয়া কথোপকথনটা মনে করার চেষ্টা করলো সে। এখন বার্নি নেই। স্কুলের একটা কথা স্টারলিংয়ের স্মৃতিতে আসলো:

পদচারণার প্রতিধ্বনি স্মৃতিতে ভাসে,
যে পথ আমরা নেইনি, যে দরজা কখনও খোলা হয়নি,
রোজ গার্ডেনে গিয়ে থামে ওগুলো।

রোজ গার্ডেন। এখনকার জায়গাটা নিশ্চয়ই রোজ গার্ডেন না!

বর্তমানে খুব বাজে পরিস্থিতি তাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে, আর এর মূল কারণ, সে নিজে আর তার পিস্তল। এ দুটো জিনিসের ওপর তার বিরক্তি চলে এসেছে। কিন্তু অপ্রস্তুত অবস্থায় নিজের সাথে থাকা অস্ত্র তাকে কিছুটা হলেও সাহস যোগায়। পয়েন্ট ফোরটিফাইভ ক্যালিবারের পিস্তল সামনের দিকে তাক করে হলের দিকে নামতে লাগলো সে। এক্ষেত্রে দুই পা একসাথে সামনে বাড়ানো কঠিন। কোথাও ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ার শব্দ শোনা গেল।

BanglaBook.org

বিছানার ধাতব ফ্রেমগুলো সরিয়ে একটা সেলের ভেতর গাদাগাদি করে রাখা। অন্য সেলগুলোয় ম্যাট্রেস রাখা। করিডোরের মেঝের মাঝ বরাবর পানির ছোটোখাট পুকুর দেখতে পেলো স্টারলিং। জমাট বাঁধা পানির দলা পাশ কাটিয়ে সন্তর্পণে সামনে আগালো সে। বছরখানেক আগে বার্নির উপদেশের কথা মনে পড়লো তার–"নিচে যাওয়ার সময় সবসময় মাঝখান দিয়ে আগাবে।" সেসময় সব সেলে কয়েদি ছিল।

পাশের সেলে থাকত মিগস, যাকে স্টারলিং সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করত। স্টারলিংকে উদ্দেশ্য করে বাজে কথা বলেছিল এই মিগস। এমনকি বীর্যও ছুঁড়ে মেরেছিল স্টারলিংয়ের দিকে। পরবর্তিতে মিগস লেকটারের নির্দেশে নিজের জিহবা গিলে ফেলে। কার্যত ড. লেকটারই তাকে মেরে ফেলেছিল। মিগস মারা যাওয়ার পর স্যামি সেই সেলে থাকত। কবিতা বলত এই স্যামি। এখনো স্টারলিংয়ের কানে স্যামির চিৎকার করে বলা কবিতাটা বাজে :

আমি জিশুর কাছে যেতে চাই
আমি খৃস্টের কাছে যেতে চাই
আমি জিশুর কাছে যেতে পারবো
যদি আমি সত্যিই ভালো আচরণ করি।

ক্রেয়ন দিয়ে লেখা কাগজটা এখনো তার কাছে আছে।

স্যামির সেলটা বিভিন্ন ম্যাট্রেসে ঠাসা। লিনেন বেডশিটগুলো বেঁধে স্তূপ করে রাখা আছে সেখানে।

অবশেষে ড. লেকটারের সেল তার চোখে পড়ল।

যে টেবিলে লেকটার পড়তো, তা এখনও রুমের ঠিক মাঝখানে মেঝের সাথে আটকানো। শেলফ থেকে তাকগুলো উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু দেয়ালের গায়ে হুকগুলো এখনও লাগানো।

স্টারলিংয়ের ক্যাবিনেটের দিকে যাওয়ার কথা থাকলেও সে একদৃষ্টিতে সেলের দিকে তাকিয়ে আছে। এখানেই সে তার জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলো, যার জন্য সে একই সাথে ভীত, শঙ্কিত আর অবাক হয়েছিলো। এখানেই সে তার জীবনের সাথে সম্পর্কিত এমন কিছু কথা শুনেছিল, যা সত্যি। তখন তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গিয়েছিল।

ব্যালকনিতে দাঁড়ালে মানুষ যেমন সেখান থেকে লাফ দিতে চায়, ঠিক তেমনি স্টারলিংও কোনো কারণ ছাড়াই ভেতরে ঢোকার তাড়না অনুভব করল। তার চারদিকে মোবাইলের আলো ফেলল সে। ফাইল ক্যাবিনেটের সারির পেছনের দিকটা দেখার চেষ্টা করলো। কিছুক্ষণ পর পাশের সেলগুলো স্টারলিংয়ের মোবাইলের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল।

BanglaBook.org

আর শেষপর্যন্ত জয় হলো কৌতুহলের। সে নিজেকে লেকটারের সেলের ঠিক মাঝখানে আবিষ্কার করলো। এখানেই লেকটার আট বছর কাটিয়ে দিয়েছে। লেকটারকে সে ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল, ঠিক সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। পিস্তল আর ফ্ল্যাশলাইট টেবিলের ওপর রাখলো সে। ফ্ল্যাশলাইটটা সাবধানে রাখলো যাতে তা গড়িয়ে পড়ে না যায়। হাতটা টেবিলের ওপর রাখতে না রাখতেই রুটির ছোট টুকরো তার হাতে লাগলো।

লাভ কিছুই হলো না। লেকটারের কিছুই পাওয়া গেল না সেলে। স্টারলিং হঠাৎ অনুধাবন করলো, মৃত্যু এবং বিপদ কখনও ঢাকঢোল পিটিয়ে আসে না। তারা তোমার প্রিয়জনের মাধ্যমেও আসতে পারে, কিংবা রৌদ্রময় বিকেলে কোনো মাছের বাজারে 'লা ম্যাকারেনা' গানের সুরে সুরেও আসতে পারে।

ক্যাবিনেটের দিকে গেল সে। ফাইলিং ক্যাবিনেটগুলো আটফুট উঁচু, সব মিলিয়ে মোট চারটা ক্যাবিনেট। প্রত্যেকটা ক্যাবিনেটে পাঁচটা করে ড্রয়ার, আর ক্যাবিনেটগুলো চার পিনের লক দিয়ে সুরক্ষিত করা। ড্রয়ারগুলোতে তালা লাগানো নেই। ফাইল-ঠাসা-ফোল্ডারে সাজানো আছে সেগুলো। কতগুলো ফাইল পেটমোটা সাইজের। পুরনো মার্বেল রঙা কাগজের ফোল্ডারগুলো সময়ের সাথে নরম হয়ে গেছে। আর ম্যানিলা ফোল্ডারগুলো এখনও টিকে আছে। ১৯৩২ সালের দিকে যখন হাসপাতালটি যাত্রা শুরু করে, তখনকার কিছু ফাইল এখনো ড্রয়ারের জায়গা দখল করে আছে, যদিও যাদের শারীরিক তথ্য উপাত্ত নিয়ে এই ফাইলগুলো বানানো, তাদের সবাই এখন মৃত। ফাইলগুলো বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো। লং ড্রয়ারে ফাইলগুলোর পেছনে কিছু জিনিস রাখা। স্টারলিং দ্রুত সেগুলো স্কিপ করে গেল। কাঁধে তার ভারি ফ্ল্যাশ লাইটটা কায়দা করে রাখা, একের পর এক ফাইল হাতড়ে বেড়াচ্ছে সে। মনে মনে ভাবলো, ছোট লাইটটা আনলেই বরং ভালো হতো। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে কাজ করতে পারতো সে। ফাইলগুলো সাজানোর স্টাইল বুঝে ফেলার পর সে খুব সহজেই লেকটারের ফাইলটা খুঁজে পেলো। 'Y' এর সারির পর 'K' এর সারি, আর তারপরেই 'L' এর–লেকটার, হ্যানিবাল।

স্টারলিং লম্বা ম্যানিলা ফোল্ডারটা টান দিল। ভেতরে এক্সরে নেগেটিভ আছে কিনা তা বাইরে থেকে বোঝার চেষ্টা করলো। অন্য ফাইলগুলোর ওপর ফোল্ডারটা রেখে তা খুলে ফেলল সে। আর তার হাতে এলো মৃত আই. জে.মিগস এর স্বাস্থ্য ইতিহাস।

শিট! এটা মিগস জানতে পারলে তার কবর থেকে উঠে এসে তার ওপর বীর্য ছুঁড়ে মারবে! ফাইলটা ক্যাবিনেটের ওপর রেখে 'M' এর সারির দিকে ঝুঁকে পড়লো স্টারলিং। মিগের ম্যানিলা ফোল্ডারটা সেখানে ছিলো, কিন্তু খালি। কেউ কি মিগের রেকর্ডগুলো ভুল করে হ্যানিবাল লেকটারের ফোল্ডারে

BanglaBook.org

রেখেছে? 'M'-এর সারির প্রতিটি ফাইল সে ঘেঁটে দেখল।

সেলগুলোর দিকে আগাতে লাগলো সে–কি যেন একটা অস্বাভাবিকতা আঁচ করতে পারলো। কটু গন্ধ তার নাকে কাঁটার মতো বিঁধছিলো। কেয়ারটেকারের কথাই ঠিক। এই জায়গায় শ্বাস নেয়া আসলেই কঠিন। সেলের কাছাকাছি আসতেই বুঝতে পারলো–দুর্গন্ধের মাত্রা তীব্রতর হচ্ছে।

পেছনে পানির ফোয়ারার শব্দ শুনতে পাওয়ার সাথে সাথে পেছন ফিরল সে। ফ্ল্যাশলাইটের আলো সেদিকে ফেলল এবং একই সাথে তার অন্যহাত ব্লেজারের নিচে পিস্তলের বাঁটের কাছে পৌছে গেল। লম্বামত একজন মানুষ মলিন-ছেঁড়া কাপড় গায়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লাইটটা তার শরীর বরাবর তাক করে রেখেছে স্টারলিং। লোকটার একহাত একপাশে ছড়িয়ে রাখা, আরেকহাতে ধরা একটা ভাঙা প্লেট। তার দুই পা কাপড় দিয়ে বাঁধা।

"হ্যালো।" সে বলল। জিহ্বা ক্ষয়ে গেছে তার। পাঁচফিট দূর থেকেও স্টারলিং তার শরীর থেকে বাজে গন্ধ পাচ্ছে। জ্যাকেটের নিচে স্টারলিংয়ের হাত পিস্তলের দিকে চলে গেল।

"হ্যালো।" স্টারলিং জবাব দিল। "তুমি বারের পেছনে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ, সে জায়গা থেকে না নড়লেই খুশি হব আমি।"

লোকটা নড়ল না। "আপনি কি জিশু?"

"না।" স্টারলিং বলল। "আমি জিশু নই।"

সেই কণ্ঠস্বর! স্টারলিং কণ্ঠটা চেনে।

"আপনি কি জিশু?" তার মুখভঙ্গি দেখতে পেলো স্টারলিং।

একই কণ্ঠস্বর। স্টারলিংয়ের মনে পড়ে গেল।

"হ্যালো স্যামি। কেমন আছ? আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।"

স্যামির ব্যাপারে সবকিছুই মনে পড়তে লাগলো স্টারলিংয়ের। হাইওয়ে ব্যাপটিস্ট চার্চে দলীয় ধর্মিয়সভায় যখন বলা হচ্ছিল, 'সবচেয়ে সেরা জিনিসটা জিশুকে দাও।' তখন সে তার মায়ের কাটা মাথা একটা প্লেটে করে চার্চে নিয়ে এসেছিল আর বলেছিল এটাই তার কাছে সবচেয়ে সেরা জিনিস। এসব কথা ড. লেকটারের কাছ থেকে স্টারলিং জানতে পারে।

"আপনি কি জিশু?" কথাটা বিলাপের মতো শোনালো। সে তার পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে প্লেটের ভাঙা অংশে রেখে স্টারলিংকে অফার করার ভঙ্গিতে প্লেটটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল।

"স্যামি, আমি দুঃখিত। আমি জিশু ন..."

স্যামি আচমকাই ক্রোধে ফেটে পড়লো। তার গলার আওয়াজে স্যাঁতস্যাঁতে করিডোর প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

'আমি যিশুর কাছে যেতে চাই।

BanglaBook.org

আমি খৃস্টের কাছে যেতে চাই।'

প্লেটের ভাঙা অংশটি সামনের দিকে বাড়িয়ে ধারালো অংশটি কোদালের মত করে ধরে স্টারলিংয়ের দিকে এক কদম আগালো সে। তার দুই পা-ই এখন পানিতে, মুখটা বিকৃত।

স্টারলিংয়ের পিঠ ক্যাবিনেটে গিয়ে ঠেকলো।

"তুমি জিশুর কাছে যেতে পারো, যদি তুমি সত্যিই ভালো আচরণ করো," স্টারলিং স্পষ্ট স্বরে জোরেজোরে বলা শুরু করল।

"ওফ!" স্যামি শান্তভাবে বলল এবং থেমে গেল।

স্টারলিং তার পার্স থেকে ক্যান্ডি বের করল। "স্যামি, আমার কাছে স্নিকার্স আছে। তুমি কি স্নিকার্স পছন্দ কর?"

স্যামি কিছু বলল না।

স্টারলিং একটা ম্যানিলা ফোল্ডারে স্নিকার্সটা রেখে স্যামির দিকে বাড়িয়ে দিল, স্যামি যেভাবে প্লেট বাড়িয়ে দিয়েছিল ঠিক সেভাবে।

স্যামি র‍্যাপার না খুলেই স্নিকার্সের গায়ে কামড় বসিয়ে দিল, থু মেরে ফেলে দিল কাগজটা। অতঃপর ক্যান্ডির অর্ধেক পেটে চালান করে দিল।

"স্যামি এখানে কি আর কেউ আছে?"

প্রশ্নের কোনো উত্তর স্যামি দিল না। ক্যান্ডির বাকি অংশটুকু প্লেটে রেখে তার পুরনো সেলে রাখা ম্যাট্রেসের তাকের আড়ালে চলে গেল।

"থ্যাঙ্ক ইউ, স্যামি।" একটা মহিলা কণ্ঠ বলে উঠল।

স্টারলিং অবাক হয়ে গেল তাতে। এসব কি?

"কে আপনি?" স্টারলিং জিজ্ঞেস করলো।

"এটা তোমার না জানলেও চলবে।"

"তুমি কি স্যামির সাথে থাকো এখানে?"

"অবশ্যই না। আমি এখানে ডেটে এসেছি। তুমি কি আমাদের একটু একা থাকতে দেবে?"

"হ্যা। তবে আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি এখানে কতদিন ধরে আছো?"

"দুই সপ্তাহ।"

"আর কেউ আছে এখানে?"

"কয়েকটা মাছি। স্যামি অবশ্য তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"স্যামি তোমাকে কি রক্ষা করে?"

"আমার সাথে কোনো ঝামেলা করলেই সেটা বুঝতে পারবে। আমি নিজের খেয়াল নিজেই রাখতে পারি। আমার কাছে কড়া মদ আছে। আর ওর কাছে আছে সেগুলো নিরাপদে খাওয়ার মতো জায়গা। অনেকেই এমন করে।"

BanglaBook.org

"তোমরা দুজন কি বাইরে যেতে চাও ডেটে যাওয়ার জন্য? চাইলে আমি সাহায্য করতে পারি।"

"সে ইতোমধ্যে তা করেছে। বাইরের পৃথিবীতে এসব করে দেখ আর মানুষের অভিব্যক্তি দেখে আমাদের জানিও। সেগুলো খুব বেশি সুখকর নয়। তুমি কি খুঁজতে এসেছো? কি জানতে চাও তুমি?"

"কয়েকটা ফাইল।"

"যদি সেগুলো এখানে না থাকে, তার মানে কেউ তা চুরি করেছে। এটা বোঝার মত বুদ্ধি নিশ্চয়ই তোমার আছে!"

"স্যামি?"

স্টারলিং আবারও ডাকলো, "স্যামি?"

স্যামি কোনো উত্তর দিল না।

"সে ঘুমাচ্ছে।" মেয়েটা বলে উঠল।

"আমি যদি কিছু ডলার রেখে যাই তাহলে কি তুমি তা দিয়ে কিছু খাবার কিনে নিতে পারবে?"

"না, আমি বিয়ার কিনব। তুমি খাবার পাবে, কিন্তু মদ পাবে না। সেটা পাওয়ার জন্য তোমার চোখকান খোলা রাখতে হবে।"

"আমি তাহলে ডেস্কে তা রেখে দিচ্ছি।" স্টারলিং বলল। তার মনে পড়ে গেল সেসময়কার কথা–ড. লেকটারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিগের সেলের সামনে দিয়ে যাবার সময় তার কেমন অস্বস্তি লেগেছিলো।

সিঁড়ির সামনে থাকা লাইটের আলোয় স্টারলিং তার ওয়ালেট থেকে বিশ ডলারের একটা নোট বের করলো। নোটটা বার্নির খালি ডেস্কের ওপর রেখে ওয়াইনের খালি বোতল দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলো। একটা প্লাস্টিকের শপিংব্যাগ খুলে তাতে লেকটারের ফাইল নিলো যেখানে মিগের রেকর্ডসগুলো ছিলো। মিগের খালি ফাইলটাও নিলো সে।

"গুডবাই স্যামি।" স্যামিকে উদ্দেশ্য করে ডাক দিল সে, যে কিনা সারা দুনিয়া ঘুরে শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার নিকৃষ্টতম জায়গায় এসে আটকা পড়েছে। জিশু আসার ব্যাপারে তাকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছিল সে, কিন্তু ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতুড়ে হয়ে যায়।

উপরের দিকে উঠে গেল স্টারলিং, বর্তমানে তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য সফল করার জন্য।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

নরকে যাওয়ার কোনো রাস্তা যদি থেকে থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই ম্যারিল্যান্ড-মাইসেরিকর্ডিয়া জেনারেল হসপিটালের অ্যাম্বুলেন্সের প্রবেশ পথের মতোই হবে। সাইরেনের করুণ আওয়াজ, মৃত্যুপথযাত্রির বিলাপ, স্ট্রেচারের চাকার ঘূর্ণনের শব্দ, কান্না আর চিৎকার–সবকিছু মিলিয়ে একটা জগাখিচুরি অবস্থা। ম্যানহোল থেকে বের হওয়া বাষ্প নিয়ন আলোয় লেখা এমারজেন্সি সাইনের আলোতে লালবর্ণ ধারণ করেছে–দেখতে আঁধারে আগুনের শিখার মতো মনে হয়, যা ধীরে ধীরে মেঘের আড়ালে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ধোঁয়ার আড়াল থেকে এই সাত সকালে বার্নি বের হয়ে এলো, সুঠাম কাঁধ উঁচু করে হেঁটে যাচ্ছে সে। অর্ধেক ন্যাড়া মাথাটা নুইয়ে ভাঙা পাথুরে রাস্তাটা বড় বড় পা ফেলে পার করে বার্নি পূর্বদিকে ঘুরে গেল।

কাজ শেষ করে বের হতে প্রতিদিনকার চেয়ে পঁচিশ মিনিট বেশি সময় লেগে গেল তার। গুলিতে আহত এক নৃশংস ধর্ষককে সাথে করে এনেছিল পুলিশ, লোকটা মহিলাদের সাথে মারামারি করতে পছন্দ করে। হেড নার্স তাই বার্নিকে থাকতে বলেছিল। যখনই কোনো ভায়োলেন্ট পেশেন্টকে সামলাতে হয় তখনই বার্নিকে দরকার পড়ে তাদের।

ক্লারিস স্টারলিং তার জ্যাকেটের হুড মাথায় চাপিয়ে বার্নির দিকে আড়চোখে তাকালো, রাস্তার ওপাশে হাফব্লক দূরত্ব এগিয়ে যেতে দিল তাকে। এরপরই হেঁচকা টান দিয়ে তার টোটব্যাগটা নিল এবং সেটা কাঁধে গলিয়ে বার্নিকে ফলো করতে লাগল। পার্কিংলট আর বাসস্ট্যান্ড অতিক্রম করার সময় স্টারলিংয়ের মনে হলো, বার্নিকে পায়ে হেঁটে ফলো করাটাই সুবিধাজনক হবে। বার্নি ঠিক কোথায় থাকে সে জানেনা এবং স্টারলিং বার্নির চোখে ধরা পড়ার আগেই বার্নির ঠিকানাটা জানতে চায়।

হসপিটালের আশপাশ শান্ত, চুপচাপ। এখানে তুমি রাতে তোমার গাড়িতে চ্যাপম্যান লক লাগিয়ে গাড়ির ব্যাটারি না নিয়েই চলে যেতে পার–কারণ তুমি নিশ্চিত থাকতে পার যে, এখানে চুরি করার মতো কেউ নেই। রাতে বাচ্চারা এখানে খেলতে আসে।

তিনব্লক দূরে একটা ভ্যান ক্রসওয়াক অতিক্রম করার আগ পর্যন্ত বার্নি দাঁড়িয়ে ছিলো। এরপর সে উত্তরদিকে মোড় নিলো, ওদিককার বাড়িগুলো ছোট ছোট। কিছু বাড়ির সামনের অংশ মার্বেল পাথরে বাঁধানো, ফুলের বাগান আছে সেখানটায়। কয়েকটা দোকানের সামনের অংশ ফাঁকা, দোকানের জানালাগুলো চকচক করছে। ধীরে ধীরে দোকানগুলোর শাটার ওপরের দিকে উঠতে লাগল।

BanglaBook.org

রাস্তায় অল্প কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে। সারারাত রাস্তার দুই পাশে পার্ক করে রাখা ট্রাক স্টারলিংয়ের দৃষ্টিসীমা আধমিনিটের জন্য আটকে দিয়েছিল। সামনে এগিয়ে গেল স্টারলিং এবং হঠাৎ বুঝতে পারল বার্নি থেমে গেছে। স্টারলিংয়ের চোখের রাডারে বার্নি যখন ধরা পড়ল, তখন সে ঠিক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ানো। হয়তো বার্নিও তাকে দেখেছে, তবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয় স্টারলিং।

জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার্নি দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ঠিক মাঝখানে কি যেন নড়ছে–বার্নির নজর ঠিক সেদিকে। একটা ঘুঘু মরে পড়ে আছে। পাশ দিয়ে গাড়ি যাওয়ার সময় দমকা হাওয়ায় মৃত পাখিটার ডানা নড়ে উঠল। পাখিটার সঙ্গী চারপাশে ইতস্তত উড়াউড়ি করছে। উড়তে থাকা পাখিটার দৃষ্টি তার সঙ্গীর নিথর দেহটার দিকে নিবদ্ধ, ছোট্ট মাথাটা প্রতি পদক্ষেপে নড়ছে আর আস্তে আস্তে ডাক দিচ্ছে। কয়েকটা গাড়ি আর একটা ভ্যান চলে গেল–ঠিক শেষমুহূর্তে সরে গিয়ে নিজেকে খরচের খাতায় নাম লেখানোর হাত থেকে বাঁচিয়ে নিলো পাখিটা।

হয়ত বার্নি একপলক তার দিকে তাকিয়েছিল, স্টারলিং ঠিক বুঝতে পারল না। সামনে এগোলে বার্নি তাকে দেখে ফেলতে পারে। কাঁধের ওপর দিয়ে যখন সে তাকাল তখন স্টারলিং লক্ষ্য করল, রাস্তার মাঝখানে বার্নি উবু হয়ে বসে আছে, সামনে আসতে থাকা গাড়ির দিকে হাত বাড়ানো অবস্থায়।

স্টারলিং দৃষ্টিসীমার বাইরে এককোণে চলে গেল। তার হুডওয়ালা জ্যাকেট একটানে খুলে ফেলল সে। এরপর একটা সোয়েটার পরল। টোটব্যাগ থেকে বেসবল ক্যাপ আর জিমব্যাগ বের করে নিজের গেটআপ পুরোপুরি চেঞ্জ করে ফেলল সে। জ্যাকেট আর টোটব্যাগ দুটো জিমব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলো। চুলগুলো ক্যাপের আড়ালে ঢেকে নিল স্টারলিং। হঠাৎ কয়েকজন মেথরাণির চোখে পড়ে গেল সে। স্টারলিং সেটা গায়ে মাখল না, রাস্তার দিকে পা বাড়াল সে।

মৃত পাখিটাকে বার্নি হাতে তুলে নিলো।সঙ্গী পাখিটা উড়ে মাথার ওপর থাকা তারের ওপর বসলো আর তাকিয়ে রইলো বার্নির দিকে। বার্নি নিথর দেহটাকে লনের ঘাসের ওপর আলতো করে শুইয়ে দিল এবং ডানাদুটো দুপাশে মেলে রাখলো। মুখ ঘুরিয়ে তারের ওপর বসে থাকা পাখিটাকে উদ্দেশ্য করে কি যেন বলল। বার্নি যখন ফিরতি পথে রওনা দিয়েছে, তখন পাখিটা নেমে এসে নিস্তরঙ্গ পাখিটার চারপাশে আবার ওড়া শুরু করলো, ইতস্তত হাঁটতে লাগল ঘাসে। বার্নি ফিরে তাকাল না। একশো গজ দূরে তার অ্যাপার্টমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে দরজার কাছে পৌছে যখন সে পকেটে চাবির জন্য হাত ঢোকাল, তখন স্টারলিং হাফব্লক দৌড়ে এসে বার্নিকে ধরে ফেলল। বার্নি তখনও দরজা খোলেনি।

BanglaBoi.org

"হাই বার্নি।"

বার্নি চমকাল না, স্বাভাবিকভাবেই ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল তার দিকে। স্টারলিং ভুলে গিয়েছিল, বার্নির চোখদুটো অস্বাভাবিকভাবেই একটা আরেকটা থেকে দূরে। সেই চোখদুটোয় বুদ্ধিমত্তার ছাপ দেখতে পেলো সে।

স্টারলিং তার ক্যাপ খুলে চুলগুলো দুপাশে ছড়িয়ে দিল। "আমি ক্লারিস স্টারলিং, মনে আছে আমাকে? আমি..."

"দ্য G।"

দুই হাতের তালু একত্র করে স্টারলিং বলল, "হ্যা, আমিই দ্য G, বার্নি। তোমার সাথে আমার কথা বলা দরকার। ইনফর্মাল আলাপ বলতে পারো। তোমাকে কয়েকটা ব্যাপারে প্রশ্ন করার ছিলো।"

বার্নি নিচে নেমে আসলো।

সাইডওয়াকে তার পাশে বার্নি যখন দাঁড়াল, তখন তার দিকে তাকানোর জন্য স্টারলিংকে মাথা উঁচু করে রাখতে হলো। সে বার্নির ঢাউস সাইজকে ভয় পায় না, যেমনটা বাকিরা পেয়ে থাকে।

"অফিসার স্টারলিং, কথোপকথন রেকর্ড করার ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলে রাখি। তুমি কি আমার সাথে একমত, আমি আমার অধিকার সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল নই?"

তার কণ্ঠ কর্কশ আর উঁচু। অনেকটা জনি ওয়েসমুলারের টারজানের মতো।

"অবশ্যই। আমি কোনো জবরদস্তি করবো না। আমি জানি সেটা।"

"এই কথাটা তোমার ব্যাগের মুখের সামনে নিয়ে বললে ভালো হয়।"

স্টারলিং তার ব্যাগটা খুলে জোরেজোরে বলতে লাগলো, "আমি তাকে কথা বলার জন্য কোনো জোরাজুরি করিনি। সে তার অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ।"

যদিও ব্যাগে কোনো রেকর্ডার নেই।

"রাস্তার পাশে ভালো কফির দোকান আছে," বার্নি বলল। "তোমার ব্যাগে কয়টা টুপি আছে?"

"তিনটা।"

প্রতিবন্ধিদের নিয়ে যাওয়া ভ্যানটা তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খেয়াল করল স্টারলিং, ভ্যানের যাত্রিরা তার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রতিবন্ধিদের বোধবুদ্ধি না থাকায় তারা অনেকটাই কামুক স্বভাবের হয়ে থাকে। গাড়িটার ড্রাইভারও স্টারলিংয়ের দিকে তাকাল, কিন্তু বার্নি পাশে থাকায় কিছু বলার সাহস পেলো না। গাড়ির জানালায় সামান্য নড়াচড়া স্টারলিংয়ের নজর না এড়ালেও হাবভাবে সে না বোঝার ভান করল।

যখন তারা কফিশপে ঢুকলো, ভ্যানটা তখন একটা গলিতে ঢুকে মোড় নিয়ে যেদিক থেকে এসেছিলো, সেদিকেই ফিরে গেল। ভিড়ের মধ্যে একটা

BanglaBook.org

বুথের জন্য অপেক্ষা করতে হলো তাদেরকে। দেরি করার জন্য ওয়েটার বাবুর্চিকে হিন্দিতে গালাগাল করছে। মাংস ধরার কাজে ব্যবহৃত বড়ো চিমটা হাতে নিয়ে অভিযুক্তের মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাবুর্চিটা।

"খাওয়া শুরু করা যাক," বসার পর স্টারলিং বলল। "তোমার কাজ কেমন চলছে?"

"ঠিকঠাক।"

"কাজটা কিসের?"

"লাইসেন্সড প্র্যাকটিক্যাল নার্সের।"

"আমি ভেবেছিলাম রেজিস্টার্ড নার্স বা এ জাতীয় কিছু।"

বার্নি কাঁধ তুলে ক্রিমারের দিকে হাত বাড়ালো, তারপর স্টারলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইভেলদাকে গুলি করার জন্য তারা তোমাকে ভালোই বিপদে ফেলে দিয়েছে।"

"তুমি কি চেনো তাকে?"

"যখন সে তার হাজব্যান্ড ডিজনকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল, তখন একবার দেখেছিলাম। অ্যাম্বুলেন্সে নেয়ার আগেই তার প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল। এত রক্ত বের হয়েছিল যে, হাসপাতালে আমাদের কাছে আনার পর তার শিরাপথ দিয়ে বের হওয়ার মতো আর কোনো রক্ত অবশিষ্ট ছিল না। ডিজন মারা যাবে–এটা মেনে নিতে পারেনি ইভেলদা। তাই তাকে বাঁচানোর জন্য সে নার্সদের সাথে তর্কাতর্কি করা শুরু করে, আর সেটা মারামারিতে রূপ নেয়। আমাকে তখন মাঠে নামতে হয়, বুঝতেই পারছো। সুদর্শনা একজন, গায়ে জোরও অনেক। এরপর সে স্বামীকে দেখতে আর হাসপাতালে আসেনি।"

"না, আসলে তাকে না-আসতে বাধ্য করা হয়েছিল।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

"বার্নি, ড. লেকটারকে টেনেসির লোকদের কাছে হস্তান্তর করার পর লোকগুলো তার সাথে কি সভ্য আচরণ করেনি?"

"হস্তান্তরের পর...তারা এখন সবাই পরপারে।"

"হ্যা। তার রক্ষীরা তিনদিন বেঁচে থাকতে পেরেছিল। কিন্তু তুমি ড. লেকটারের সাথে আট বছর টিকেছিলে।"

"ছয় বছর। আমি আসার আগে থেকেই তিনি ছিলেন।"

"তুমি কীভাবে পারলে? যদি তুমি কিছু মনে না করো, তাহলে একটা প্রশ্ন করি। শুধু ভালো ব্যবহার করেই ছয় বছর তার সাথে থাকা–একটু অদ্ভুত না?"

বার্নি হাতে থাকা চামচে তার প্রতিচ্ছবি দেখতে লাগলো, প্রথমে চামচের উত্তল, তারপর অবতল অংশে। কিছুক্ষণ ভাবল সে। "ড. লেকটারের ব্যবহার যথেষ্ট ভালো ছিল। আচরণ রুক্ষ ছিল না, বরং অনেকটা পরিপাটি ধরণের।

BanglaBook.org

আমি মেইলের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ওপর কাজ করছিলাম। ডক্টর এ ব্যাপারে তার চিন্তাভাবনা আমার সাথে শেয়ার করেন। এর মানে এই না যে, সুযোগ পেলে তিনি আমাকে মারবেন না। মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য আরেকটা বৈশিষ্ট্যকে লুকিয়ে রাখতে পারে না, তারা পাশাপাশি অবস্থান করে। ভালো আর খারাপের মতো। সক্রেটিসের মতে, তুমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমার খারাপ সত্তাকে ভুলে যেতে পারবে না। তুমি যদি এটা মাথায় রেখে স্বাভাবিক জীবনযাপন করো, তাহলে তুমি ঠিক থাকবে। ড. লেকটার তার ভালো চেহারাটাই দেখিয়েছিলেন আমাকে।

আমাদের আলাপচারিতায় নিরাপত্তা নিয়ে কোনো ঝামেলা ছিলো না। নিরাপত্তা নিয়ে অতটা চিন্তিতও ছিলাম না আমি-সেটা তার পাঠানো চিঠি ফেলে দেয়ার সময়ই হোক অথবা তাকে বাঁধা দেয়ার সময়ই হোক।"

"ড. লেকটারের সাথে কি তুমি অনেক কথা বলতে?"

"কখনও কখনও কয়েকমাস ধরে উনি কথা বলতেন না। আবার কখনও আমরা সারারাত কথা বলতাম। আসলে আমি চিঠির মাধ্যমেই আমার কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো নিতাম। জানি, এটা ধোঁকা দেয়ার মতো কাজ ছিল। তিনি বাস্তবিক অর্থেই আমাকে নতুন এক পৃথিবীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সুয়েটোনিয়াস, গিবন এদের ব্যাপারে অনেক কিছু বলতেন তিনি আমায়।"

বার্নি তার কাপটা হাতে নিলো। তার হাতের পেছনে থাকা আঁচড়ের দাগে কমলা রঙের বিটাডিন লাগানো।

"তোমার কি কখনও মনে হয়েছিল, ড. লেকটার পালিয়ে যাওয়ার পর তোমার পিছে লাগতে পারে?"

বার্নি মাথা নাড়লো। "সে একবার বলেছিল, যখন প্রয়োজন পড়বে তখন সে খারাপ ব্যবহার করা লোকদের উচিত শিক্ষা দেবে।"

বার্নি হাসতে লাগল, যা সচরাচর দেখা যায় না। তার হাসির মাত্রা অনেকটা উন্মাদের মতো। বাচ্চারা আনন্দ-উল্লাস করার সময় যেভাবে হাসে অনেকটা সেরকম। হাসির চোটে তার মুখের খাবার গম্ভীর হয়ে বসে থাকা এক আঙ্কেলের মুখে গিয়ে পড়ল।

উন্মাদদের সাথে আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকেও সে কিভাবে সুস্থ আছে-এটা ভেবেই স্টারলিং অবাক হলো।

"তোমার খবর বলো। সে পালিয়ে যাওয়ার পর তোমার ভয় করেনি? সে তোমার পিছেও লাগতে পারে-এমনটা তোমার মনে হয়নি?" বার্নি জিজ্ঞেস করলো।

"না।"

"কেন?"

BanglaBoi.org

"সে বলেছিল সে এটা করবে না।"

উত্তরটা দুজনের কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো না।

ডিমচপ এসে গেল এ সময়। তারা দুজনেই ক্ষুধার্ত, চুপচাপ কিছু মিনিট তারা খাওয়ার পেছনে ব্যয় করল। তারপর...

"বার্নি, ড. লেকটার মেম্ফিসে যখন ট্রান্সফার হয়ে যায় তখন তার সেল থেকে ড্রয়িংগুলো তোমাকে বের করে আনতে বলেছিলাম। তুমি সেগুলো এনে আমাকে দিয়েছিলে। বাকি সব জিনিসপত্রের ব্যাপারে জানো তুমি? হসপিটাল কর্তৃপক্ষের কাছে মেডিকেল রিপোর্টগুলো পর্যন্ত নেই।"

"হাসপাতালে বড় ধরণের গণ্ডগোল..." বার্নি কিছুক্ষণের জন্য থেমে লবণের কৌটাটা হাতে তুলে নিলো। "বড় ধরণের ঝামেলা হয়েছিল সেখানে। আমাদের কাজ করতে দেয়া হয়নি। আর সবকিছু এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিল। অনেক বড়..."

"এক্সকিউজ মি?" স্টারলিং বলল। "এসব ধানাই-পানাই আমার সাথে কোরো না। গতকাল আমি জানতে পেরেছি ড. লেকটারের নোট এবং সাইন করা *আলেকজান্ডার দ্যুমার ডিকশনারি অব কুইজিন*-এর এক কপি নিউইয়র্কের এক বেসরকারি নিলামে উঠেছিল। ষোল হাজার ডলারে তা বিক্রি করা হয়। বিক্রেতার কাছে মালিকানার যে এফিডেভিট ছিল তাতে সাইন করার জায়গায় কার্ট ফ্লক্সের নাম ছিল। তুমি কার্ট ফ্লক্সকে চেনো বার্নি? আমি আশা করছি তুমি চেনো তাকে। তুমি যে হসপিটালে কাজ করো সেখানকার এমপ্লয়মেন্ট অ্যাপলিকেশনে তার হ্যান্ডরাইটিং পাওয়া গেছে। সে তোমার নামে সাইন করেছে, বার্নি। তোমার ট্যাক্সও সে রিটার্ন করে দিয়েছে।

স্যরি, তুমি কী জানি বলছিলে, আমি শুনতে পাইনি। তুমি কি আবার প্রথম থেকে শুরু করবে?

বইটার জন্য তুমি কত পেয়েছিলে, বার্নি?"

"দশ হাজারের মতো," বার্নি বলল। সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে আছে এখন।

স্টারলিং মাথা নাড়ল। "রিসিপ্টে লেখা দশ হাজার পাঁচশ ডলার। ড. লেকটার পালিয়ে যাওয়ার পর *ট্যাটলার* এর কাছে ইন্টারভিউ দেবার জন্য তুমি কত পেয়েছিলে?"

"পনের হাজার ডলার।"

"দারুণ। বেশ ভালো। তোমার গাঁজাখুরি গল্প শুনিয়ে ভালোই উপার্জন করেছো।"

"আমি জানি, ড. লেকটার এতে মন খারাপ করতেন না। আমি তাদের এসব না বললেই বরং তিনি হতাশ হতেন।"

"তুমি বাল্টিমোর স্টেটে আসার আগেই কি তিনি নার্সকে আক্রমণ করেছিলেন?"

BanglaBook.org

"হ্যা।"

"তার কাঁধ ডিসলোকেট হয়ে গিয়েছিল।"

"তাই তো হওয়া উচিত।"

"কোন এক্সরে করা হয়েছিল এজন্যে?"

"সম্ভবত করা হয়েছিল।"

"আমার সেই এক্সরেটা লাগবে।"

"উমম।"

"আমি জানতে পেরেছি, লেকটারের অটোগ্রাফের ধরণ দুটো,একটা গ্রেফতার হওয়ার আগে–যেগুলো দোয়াতের কালি দিয়ে দেয়া হত। আরেকটা গ্রেফতার হওয়ার পর–পাগলা গারদে লেকটার যেগুলো দিয়েছিল–- ক্রেয়ন অটোগ্রাফ। ক্রেয়নের অটোগ্রাফগুলোর মূল্য বেশি। আমার মনে হয় তোমার কাছে সব জিনিসপত্র আছে। সারাবছর জুড়ে অটোগ্রাফ ট্রেডের সাথে তুমি সেগুলো দিয়ে ধান্ধা করবে...এমনটাই তোমার প্ল্যান।"

বার্নি কাঁধ তুলল কিন্তু কিছু বলল না।

"আমার মনে হয় তুমি তার জন্য অপেক্ষা করছো, যাতে তুমি আবার হট টপিক হতে পারো। তুমি আসলে কি চাও, বার্নি?"

"আমি মরার আগে ভার্মির সবগুলো পেইন্টিং দেখে যেতে চাই।"

"পেইন্টিংগুলোর ব্যাপারে তোমাকে কে বলেছে, সেটা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করছি না।"

"আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলতাম সারা রাত ধরে।"

"তুমি কি জানতে পেরেছিলে, সে ছাড়া পেলে কী করবে?"

"না। ড. লেকটার হাইপোথিসিসে বিশ্বাস করতেন না। অনুমান বা যুক্তির বাইরে কিংবা সন্দেহের ঊর্ধ্বে–এমন সব বিষয়ে বিশ্বাস রাখতেন না উনি।"

"তিনি তাহলে কীসে বিশ্বাস রাখতেন?"

"বিশৃঙ্খলাতে। এতে বিশ্বাস করার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ এটা আপনা থেকেই আসে।" স্টারলিং বার্নির কাছ থেকে এই বিষয়বস্তুর ওপর আরও কিছু শুনতে চাচ্ছিল।

"তুমি বলছিলে তুমি এগুলো বিশ্বাস করো। কিন্তু বাল্টিমোর স্টেটে তোমার কাজ ছিলো নির্দেশ পালন করা। তুমি আরদালিদের হেড ছিলে। তোমার আর আমার দুজনের কাজই হচ্ছে দায়িত্ব পালন করা, একটা শৃঙ্খলার মধ্যে থাকা।"

"ব্যাপারটা তোমাকে আমি ব্যাখ্যা করেছি।"

"কারণ তুমি তোমার দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াওনি। যদি তোমার মধ্যে ড. লেকটারের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে..."

"আমার মধ্যে এরকম কিছু জেগে ওঠেনি। আর সে কারোর ভাই ছিল না। আমরা এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলতাম যেগুলোতে আমাদের

BanglaBook.org

দুজনেরই আগ্রহ ছিল। যখন আমি লেকটারের জিনিসপত্রগুলো খুঁজে পেয়েছিলাম, তখন সেগুলো খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল আমার কাছে।"

"ড. লেকটার কোনো কিছু না জানার কারণে তোমাকে নিয়ে মজা করতেন?"

"না। তোমাকে নিয়ে করতেন?"

"না।" সে বার্নির অনুভূতিতে আঘাত দিতে চায়নি। এজন্যই সে না বোধক উত্তর দিল। সে মানুষখেকো মানুষটার ব্যাপারে এই প্রথম কারো কাছে প্রশংসাবাণী শুনলো, যা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। সে চাইলে বার্নির মনের মধ্যে লেকটারের জন্য থাকা সম্মানকে মুহূর্তের মধ্যে ঘৃণায় বদলে ফেলতে পারত।

"তুমি কি জানো জিনিসগুলো কোথায়, বার্নি?"

"এগুলো খুঁজে বের করার জন্য কি কোনো পুরস্কার আছে?"

স্টারলিং তার পেপার ন্যাপকিন দুভাঁজ করে তা প্লেটের কিনারে রাখলো। "পুরস্কারটা হলো আইন ভাঙার জন্য তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না আনা। হসপিটালে আমার ডেস্কে মাইক্রোফোন লুকিয়ে রাখার কথা জানার পরেও তোমাকে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম।"

"মাইক্রোফোনটা প্রয়াত ড.চিলটনের ছিল।"

"প্রয়াত? তুমি কিভাবে জানো যে, চিলটন মারা গেছে?"

"ওয়েল। সাত বছর হয়ে গেছে।" বার্নি বলল। "আমি তাকে এখানে আশা করছি না। তুমি কি লোকটাকে পেলে সন্তুষ্ট হবে, স্পেশাল এজেন্ট স্টারলিং?"

"আমি এক্সরেটা দেখতে চাই। সেই এক্সরেটা আমার লাগবে। ড. লেকটারের কোনো বই থাকলে সেগুলোও আমি দেখবো।"

"ধর, তোমাকে তা দিলাম, পরবর্তিতে কি হবে?"

"আমি নিশ্চিত না এরপর কি হবে। লেকটারের পালিয়ে যাওয়ার প্রমাণ হিসেবে ইউএস অ্যাটর্নি এগুলো জব্দ করে নিতে পারে। এরপর এভিডেন্স রুমে তা নিয়ে যাওয়া হবে। আমি ঘাটাঘাটি করে বইগুলো থেকে প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য না পেলে ওপরমহলে তা জানাবো। তখন তুমি বইগুলো চেয়ে আরজি পেশ করতে পারো এই বলে যে-ড. লেকটার তোমাকে বইগুলো দিয়েছিল, যে কিনা সাত বছর ধরে নিখোঁজ। তার কোনো পরিচিত আত্মীয়স্বজন ছিল না। তাই বইগুলোর ন্যায়সঙ্গত মালিক এখন তুমি। একটা সিভিল ক্লেইম দাখিল করতে পার তুমি এজন্য। আমি কেসের জন্য অদরকারি জিনিসপত্রগুলো তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য রিকমেন্ড করতে পারি। তবে আমার রিকমেন্ডেশনে কাজ নাও হতে পারে কারণ, অফিসার হিসেবে আমার পদমর্যাদা বেশি ওপরে নয়। এক্সরে অথবা মেডিকেল রিপোর্ট হয়তো

BanglaBook.org

তুমি পাবে না কারণ, সেগুলোয় লেকটারকে ফিরিয়ে দেয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।”

“আর যদি বলি আমার কাছে জিনিসগুলো নেই?”

“লেকটারের প্রোপার্টিগুলো বিক্রি করা তখন খুব কঠিন হয়ে যাবে, কারণ আমরা তখন বুলেটিন জারি করবো। মার্কেটকে জানিয়ে দেয়া হবে যে, সেগুলো কেউ কিনলে বা সংগ্রহে রাখলে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে আর তার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। তোমার বাসা তন্নতন্ন করে খোঁজার জন্য আমি একটা সার্চ এন্ড সিজ ওয়ারেন্ট পাশ করাব, শুধু তোমার জন্য।”

“এখন আপনি জানেন আমার বাসা কোথায়। অথবা যদি সেটা আমার বাসা আদৌ হয়ে থাকে।”

“এটা তোমার বাসা কিনা সে ব্যাপারে সম্ভাবনা ফিফটি ফিফটি। তবে আমি এটা বলতে পারি, প্রোপার্টিগুলো যদি আমাদের কাছে হ্যান্ডওভার কর, তাহলে তোমার কোনো আক্ষেপ থাকবে না। বিক্রি করতে না পেরে সেগুলো ফেলে দেয়ার চেয়ে আমাদের দিয়ে দেয়া ভালো। আর সেগুলো ফেরত দেয়ার ব্যাপারে ১০০%গ্যারান্টি আমি দিতে পারছি না।”

স্টারলিং বিরতি দেয়ার জন্য তার পার্সটা খুলল। “বার্নি, আমার মনে হয় তুমি কোনো অ্যাডভান্সড মেডিকেল ডিগ্রি পাওনি, কারণ তোমার ট্যাক্স পুরোপুরি পে করা হয়নি। হয়তো তোমার আগের কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে। আমি তোমার কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ডই চেক করিনি।”

“তুমি শুধু আমার ট্যাক্স রিপোর্ট আর জব অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাপারে হোমওয়ার্ক করে এসেছো, শুনে খুশি হলাম।”

“যদি তোমার সেরকম কোনো রেকর্ড থেকে থাকে, তাহলে ইউএসডিএ তোমাকে সেই অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিতে পারে।”

বার্নি তার হাতে থাকা টোস্ট দিয়ে তার প্লেট ঘষতে লাগল, “তোমার খাওয়া শেষ হয়েছে? শেষ হলে আমরা একটু হাঁটতে পারি।”

“আমি স্যামিকে দেখেছি। মনে আছে, মিগের সেল দখল করেছিল যে? সে এখনও সেখানেই আছে।” বের হওয়ার পর স্টারলিং বলল।

“আমি তো ভেবেছিলাম জায়গাটা পরিত্যক্ত।”

“হ্যা, সেটা পরিত্যক্তই বটে।”

“স্যামিকে কি সেখানে রাখা হয়েছে?”

“না। স্যামি সেখানে অন্ধকারে থাকতে পছন্দ করে।”

“আমার মনে হয় তুমি তাকে সতর্ক করার জন্য গিয়েছিলে। সে ডায়াবেটিক পেশেন্ট, অবস্থা বেশি ভালো না। মরার দিন ঘনিয়ে এসেছে তার। তুমি কি জানো, ড. লেকটার মিগসকে তার জিহবা গিলতে বাধ্য কেন করেছিল?”

BanglaBook.org

“হ্যা, জানি।”

“মারার কারণ, মিগস তোমাকে বিরক্ত করেছিল। আসল ঘটনা এটাই ছিল। মিগসের জন্য নিজেকে দোষি মনে করো না। সে মিগসকে এমনিও মেরে ফেলত।”

তারা বার্নির অ্যাপার্টমেন্ট ক্রস করে সামনে এগিয়ে লনের দিকে গেল, যেখানে ঘুঘু পাখিটা তখনও নিথর শরীরটার চারপাশে ঘুরঘুর করছিল। বার্নি হাতঝাড়া দিয়ে পাখিটাকে তাড়িয়ে দিল। “চলে যাও।” পাখিটাকে উদ্দেশ্য করে বলল সে। “চোখের পানি যথেষ্ট ফেলেছ। এদিকে ঘুরঘুর করতে থাকলে বিড়াল তোমাকে ধরে কুটিকুটি করবে।” ঘুঘু পাখিটা ডাক দিতে দিতে চলে গেল। পাখিটা আর ফিরে এল না। মৃত পাখিটাকে বার্নি তুলে নিল। মসৃণ পালক দিয়ে ঢাকা শরীরটা খুব সহজেই বার্নির পকেটে ঢুকে গেল।

“তুমি জানো, ড. লেকটার তোমাকে নিয়ে একবার কথা বলেছিল। যদিও তা খুব সামান্যই ছিল। মনে হয় সেবারই তার সাথে আমার শেষ কথা হয়। পাখিটা আমাকে সেসময়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। তুমি কি জানতে চাও, লেকটার কি বলেছিল?”

“অবশ্যই।” স্টারলিং বলল। তার পেট মোচড় দিয়ে উঠল, কিন্তু ভয় পেল না সে।

“আমরা বংশগতভাবে পূর্বসূরিদের কাছ থেকে পাওয়া বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম। লেকটার এর জন্য মডেল হিসেবে গিরিবাজ কবুতরদের বেছে নিয়েছিলেন। তারা ওপরের দিকে উড়তে থাকে এবং তারপর পেছন দিকে গোত্তা খেয়ে নিচের দিকে পড়তে থাকে, অবশেষে মাটিতে নামে তারা। এ কবুতর দুই ধরনের–শ্যালো রোলার এবং ডিপ রোলার। একটা সুস্থ মস্তিষ্কের বাচ্চা দেয়ার জন্য দুটি ডিপ রোলারকে প্যারেন্ট হিসেবে কখনও নির্বাচন করতে পারবে না তুমি। কারণ সেক্ষেত্রে তাদের বাচ্চা ওড়ার সময় গোত্তা খেয়ে নিচের দিকে পড়তে পড়তে সুতীব্র বেগে মাটির সাথে আলিঙ্গন করে আর মরে যায়। লেকটার বলেছিল, অফিসার স্টারলিং একটা ডিপ রোলার। বার্নি, আশা করা যায় তার বাবা মার কেউ একজন ডিপ রোলার ছিল না।”

স্টারলিং ভাবনায় পড়ে গেল। “তুমি পাখিটা দিয়ে কি করবে?” স্টারলিং জিজ্ঞেস করল।

“ছিলে মাংস খাব।” বার্নি বলল। “বাসায় আসো, আমি তোমাকে বই আর এক্সরেগুলো দিচ্ছি।”

বড়সড় একটা প্যাকেজ হাতে নিয়ে তার গাড়ির উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় স্টারলিং বেঁচে থাকা অন্য ঘুঘুপাখিটার করুণ আর্তনাদ শুনতে পেল।

BanglaBoi.com

অধ্যায় ১৩

উন্মাদ আর বাতিকগ্রস্ত এক লোকের কল্যাণে স্টারলিং আজ তা পেল, যা সে অনেক আগে থেকেই চাইছিল। বিহ্যাভিওরাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের ভূগর্ভস্থ করিডোরে তার জন্য একটা অফিসরুম বরাদ্দ করা হয়েছে–যদিও এভাবে স্বপ্নপূরণের পেছনের ঘটনা মোটেও সুখকর কিছু ছিল না।

এফবিআই একাডেমি থেকে গ্র্যাজুয়েট হবার পর স্টারলিং কখনও ভাবেনি যে, সবচেয়ে এলিট সেকশন 'বিহ্যাভিওরাল সায়েন্স' এ তার ক্যারিয়ার গড়বে। কিন্তু নিজ যোগ্যতা গুণে ঐ সেকশনে নিজের জন্য একটা পোস্ট তৈরি করে নিতে পারবে সে–এ বিশ্বাস তার ছিল। সে জানতো, প্রথমে তাকে কয়েক বছর ফিল্ড-অফিসে কাজ করতে হবে।

স্টারলিং তার কাজে পারদর্শি ছিলো, কিন্তু অফিস পলিটিক্সে তখনও ঝানু হতে পারেনি সে। কয়েক বছর পর সে বুঝতে পারলো, ডিপার্টমেন্ট চিফ জ্যাক ক্রফোর্ডের ইচ্ছা থাকা স্বত্বেও তার পছন্দের ডিপার্টমেন্টে সে কাজ করার সুযোগ পাবে না।

সুযোগ না পাওয়ার কারণটা এতদিন তার কাছে অজ্ঞাত ছিল, ঠিক যেমন একজন অ্যাস্ট্রোনমারের কাছে ব্ল্যাকহোল থাকে অদৃশ্য। তারপর সে ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল পল ক্রেন্ডলারের সাথে পরিচিত হয়। এই সেই ব্যক্তি যে প্রভাব খাটিয়ে স্টারলিংকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিল। সিরিয়াল কিলার জেম গাম্বকে তার আগে ধরে ফেলা আর প্রেস অ্যাটেনশন না পাওয়ার কারণে ক্রেন্ডলার স্টারলিংকে কখনও মাফ করতে পারেনি।

একদিনের কথা স্টারলিং কখনও ভুলতে পারবে না। সেদিন রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। ক্রেন্ডলার এসময় তাকে কল দেয়। স্টারলিংয়ের গায়ে তখন একটা রোব, পায়ে বানি স্লিপার্স আর চুল টাওয়েল দিয়ে বাঁধা। ফোনটা ধরেছিল সে। সেদিনের কথা সে ঠিক মনে করতে পারবে, কারণ সেবার টানা এক সপ্তাহ ধরে মরুঝড় চলছিলো। সেসময় টেকনিক্যাল এজেন্ট ছিলো স্টারলিং, সদ্যই সে নিউইয়র্ক থেকে ফিরেছে। নিউইয়র্কে সে ইরাকি–ইউএন মিশনের কর্তাব্যক্তিদের একটা লিমোজিনে থাকা রেডিও রিপ্লেস করতে সক্ষম হয়েছিল। নতুন লাগানো রেডিও ঠিক পুরনোটার মতোই, কিন্তু এটা গাড়িতে চলা কথোপকথন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টে সম্প্রচার করতে পারে। প্রাইভেট গ্যারাজে করা এ কাজটা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো, কাজটার সফলতা নিয়ে তার মধ্যে একটা ভয় কাজ করেছিল সেসময়।

BanglaBook.org

এক মুহূর্ত স্টারলিংয়ের মনে হয়েছিল, ক্রেন্ডলার তার কাজের বাহবা দেয়ার জন্যই তাকে ফোন করেছে।

তার মনে আছে, সেদিন বৃষ্টির ছাঁট জানালার কাঁচে আঘাত করছিল। ক্রেন্ডলারের কণ্ঠ অস্পষ্ট ছিল, ব্যাকগ্রাউন্ডে বারের কোলাহল শুনতে পেল সে।

সে তাকে বলেছিল, আধা ঘণ্টার মধ্যে সে তার বাসায় আসছে। ক্রেন্ডলার সেসময় বিবাহিত ছিল।

"আমার বাসায় আসার ব্যাপারে আপনাকে আমি সম্মতি দিতে পারছি না, মি. ক্রেন্ডলার।" একথা বলে স্টারলিং তার অ্যানসার মেশিনের রেকর্ড বাটন প্রেস করে, যার ফলে অটোমেটিক্যালি সিকিউরিটি অ্যালার্ট চালু হয়ে যায়। লাইন ডেড হয়ে পড়ে।

আর কয়েক বছর পর এখন, তার আকাঙ্ক্ষিত অফিসে বসে সে খসড়া কাগজে নিজের নাম লিখে তা স্কচটেপ দিয়ে দরজায় লাগাল। ব্যাপারটা হাস্যকর লাগছিল বলে সে তা আবার খুলে ছিঁড়ে ফেলে ট্র্যাশবক্সে ফেলে দিল।

তার সামনে একটা মেইল রাখা। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস থেকে আসা একটা কোয়েশ্চেনার ছিলো এটা। ইউনাইটেড স্টেটসের ইতিহাসে ফিমেল ল এনফোর্সমেন্ট অফিসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্রিমিনাল হত্যার রেকর্ডটা তারা স্টারলিংকে দিতে চায়। ক্রিমিনাল শব্দটা ব্যবহারের পেছনে পাবলিশারের যুক্তি হচ্ছে, মারা যাওয়া সবাই গুরুতর অপরাধি ছিল এবং তিনজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। আগের কাগজটার মতো এটাও ট্র্যাশবক্সে জায়গা করে নিল।

কম্পিউটার ওয়ার্কস্টেশনে বসে দুইঘণ্টা অলস সময় কাটাচ্ছিলো সে। মুখের ওপর চলে আসা এলোমেলো চুলগুলো সরাতে ব্যস্ত সে, ঠিক সে সময় ক্রফোর্ড দরজা নক করে ভেতরে ঢুকলো।

"ব্রায়ান ল্যাব থেকে ফোন দিয়েছিল, স্টারলিং। ম্যাসনের কাছ থেকে পাওয়া এক্সরে আর তোমার দেয়া এক্সরে দুটো ম্যাচ করেছে। এটা লেকটারেরই আর্ম এক্সরে। তারা ছবি দুটোকে কম্পিউটারে মিলিয়ে দেখবে, কিন্তু ব্রায়ান বলল, ছবি দুটোর উপাদান যে একই এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কেস সম্পর্কিত সবকিছু আমরা লেকটারের ভিক্যাপ ফোল্ডারে রাখব।"

"ম্যাসন ভার্জারকে আমরা কী বলবো?"

"আমরা তাকে সত্যটাই বলব।" ক্রফোর্ড বলল। "আমরা দুজনেই জানি, সে যদি একা এ কাজটা করতে পারতো, তাহলে সে আমাদের সাথে কোনো তথ্যই শেয়ার করত না। আমরা যদি তার দেয়া লিড নেই, তাহলে সেটা আর গোপন থাকবে না।"

BanglaBook.org

"আপনি বলতে চাইছেন এটা নিয়ে মাথা না ঘামাতে।"

"তুমি এখানে কিছু করছিলে।"

"ম্যাসনের এক্সরে ডিএইচএল এক্সপ্রেসের মাধ্যমে এসেছে। ডিএইচএল এর বারকোড থেকে প্রয়োজনীয় ইনফর্মেশন নিয়ে পিকআপের লোকেশন জানতে পেরেছি আমি। লোকেশন–ব্রাজিলের রিও, হোটেল ইবারা।"

স্টারলিং তার হাত তুলে কথা চালিয়ে গেল, "এগুলো এখন নিউইয়র্ক তথ্যসূত্রের অধীনে। ম্যাসন তার ফোন বিজনেস করে অনেক পয়সা কামায়, লাস ভেগাসে একটা স্পোর্টস বুকের ফোন সুইচবোর্ডের মাধ্যমে সে তার ব্যবসা চালিয়ে থাকে। আপনি বুঝতেই পারছেন তারা কি পরিমাণ কল নিয়ে থাকে।

"জানতে পারি, তুমি কীভাবে তা জানতে পারলে?"

"অবশ্যই পারেন। তার বাড়ির কোনো কিছুই আমার নজর এড়ায়নি। ফোনবিল দেখার জন্য দরকারি কোড আমার কাছে ছিল। সব টেক-এজেন্টদের কাছেই তা থাকে। সে আইন লঙ্ঘন করেছে। তার প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য কি আমরা তাকে ট্রেস করার জন্য কোনো ওয়্যারান্ট জোগাড় করতে পারবো না? সে শুধুমাত্র একটা স্পোর্টসবুকের মাধ্যমেই তার ব্যবসা চালায়। সে দোষি সাব্যস্ত হলে আপনি কি করতেন?"

"বিষয়টা নিয়ে ভেবেছি আমি," ক্রফোর্ড বলল। "নেভাডা গেমিং কমিশন চাইলে ফোনট্যাপ করে অথবা স্পোর্টস বুক কোম্পানির ওপর চাপ প্রয়োগ করে জানতে পারবে, এই কলগুলো আসলে কোথায় যায়।"

স্টারলিং মাথা নাড়ল। "আপনার কথা মতো আমি ম্যাসনের ওপর কোনো নজরদারির ব্যবস্থা করিনি।"

"আমি জানি সেটা," ক্রফোর্ড বলল। "তুমি ম্যাসনকে বলতে পারো যে, আমরা ইন্টারপোল বা এম্বাসির মাধ্যমে তাকে সাহায্য করতে পারি। তাকে বলো যে, আমাদের সেখানে প্রতিপক্ষদের মারতে হতে পারে। বন্দি বিনিময়ের বিষয়ে আমাদের একটা খসড়া তৈরি করে ফেলা উচিত। লেকটার হয়তো সাউথ আমেরিকায় গিয়ে নতুন কাউকে টার্গেট করছে। যদি সে আদৌ সাউথ আমেরিকায় থেকে থাকে তাহলে রিও পুলিশ লেকটারের ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করার আগেই আমাদের বন্দি বিনিময় চুক্তি করা উচিত। স্টারলিং, ম্যাসনের সাথে বন্দি বিনিময় নিয়ে কথা বলার সময় তোমার কি অস্বস্তি লেগেছিলো?"

"আপনি আমাকে সেধরণের পরিস্থিতির সাথে আগেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, যখন আমরা ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় 'ফ্লোটার' এর সাথে কথা বলতে গিয়েছিলাম। 'ফ্লোটার' এর আসল নাম ফ্রেডেরিকা বিমেল। হ্যা, ম্যাসনের

BanglaBook.org

সাথে কথা বলার সময় আমার অস্বস্তি লেগেছিলো। পরবর্তিতে আরও অনেক ঘটনা আমাকে দোটানায় ফেলে দিয়েছিলো, জ্যাক।”

স্টারলিং হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। সে আগে কখনও সেকশন চিফ জ্যাক ক্রফোর্ডকে নাম ধরে সম্বোধন করেনি। এটাই তাকে স্তব্ধ করে দিল। জ্যাকের চেহারার দিকে তাকাল সে। বরাবরের মতই সে চেহারায় ছিল নির্লিপ্ততা।

মাথা নাড়ল ক্রফোর্ড। একটা শুকনো হাসি দিয়ে বলল, “আমারও হয়েছিল, স্টারলিং। অস্বস্তি দূর করার জন্য ম্যাসনের সাথে কথা বলার আগে দুটো পেপটো-বিসমল ট্যাবলেট খেয়ে নিতে পারো।”

ম্যাসন ভার্জার স্টারলিংয়ের ফোনের জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। তার সেক্রেটারি মেসেজ দেয়ার জন্য স্টারলিংকে ধন্যবাদ জানালো এবং বলল, ম্যাসন পরে কলব্যাক করবেন। কিন্তু এক্সরে ম্যাচ হওয়ার ঘটনা ম্যাসনের কাছে অনেক পুরনো নিউজ, এটা তার কাছে সিগনিফিক্যান্ট কিছু না। এর চেয়ে জরুরি কাজ তার হাতে আছে। তাই সে স্টারলিংকে ফোন করার কথা আমলেও নিল না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

স্টারলিংকে জানানোর আগেই ম্যাসন জানতো তার কাছে থাকা এক্সরেটা ড. লেকটারের। কারণ জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে তার নিজস্ব সোর্স আছে, আর সেই সোর্স স্টারলিংয়ের থেকে বেশি নির্ভরযোগ্য।

স্ক্রিননেম Token287 থেকে ম্যাসনের ইমেইলে একটা ম্যাসেজ আসে। সেখানে লোকটা এক্সরের ব্যাপারে জানতে পারে। Token287 হলো হাউস জুডিশিয়ারি কমিটিতে থাকা ইউএস রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্টন ভেলমোরের অ্যাসিস্ট্যান্টের সেকেন্ড স্ক্রিননেম। ভেলমোরের অফিসকে নিউজটা জানানো হয় Cassius199 এর মাধ্যমে, যা কিনা জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের পল ক্রেন্ডলারের সেকেন্ড স্ক্রিননেম।

ম্যাসন উত্তেজিত হয়ে যায় নিউজটা পেয়ে। সে ভাবতে পারেনি ড. লেকটার ব্রাজিলে থাকবে। কিন্তু এক্সরে থেকে জানা গেছে যে, লেকটারের বামহাতে পাঁচটা আঙুলই আছে, ছয়টা নয়। লেকটারের হদিস পাওয়ার জন্য এই তথ্যটা একটা সূত্র হিসেবে কাজ করে। ম্যাসন মনে করে, ইতালির ল এনফোর্সমেন্ট থেকেই খবরটা ফাঁস হয়েছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে এটাই ম্যাসনের সবচেয়ে ভালো অগ্রগতি।

এফবিআই'র সাথে নিজের পাওয়া সূত্র শেয়ার করার কোনো ইচ্ছাই ভার্জারের ছিল না। সাত বছরের অন্তহীন প্রচেষ্টার মাধ্যমে কনফিডেনশিয়াল ফেডারেল ফাইলগুলো দেখতে পেরেছিল সে। জায়গায় জায়গায় লিফলেট বিতরণ করে আন্তর্জাতিকভাবে কোনো চাপ ছাড়াই প্রচুর টাকা ঢেলে লেকটারের ব্যাপারে এফবিআই থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করাতে পেরেছিল ম্যাসন। কেবল তখনই ব্যুরোর সাথে সে ইনফর্মেশন শেয়ার করবে, যখন ব্যুরোর পাওয়া ইনফর্মেশন সে কুক্ষিগত করতে চায়। কোনোকিছুই সে লাভ ছাড়া করে না।

খেলার মাঠে নিজেকে সক্রিয় রাখতে ম্যাসন তার সেক্রেটারিকে বলে দিয়েছে, স্টারলিংকে ঘনঘন ফোন করে কাজ কতদূর আগালো তা জিজ্ঞেস করতে। ম্যাসনের রিমাইন্ডার দেয়ার কারণে সেক্রেটারি স্টারলিংকে দিনে কমপক্ষে তিনবার ফোন দেয়।

ম্যাসন সাথে সাথে ব্রাজিলে তার সোর্সের একাউন্টে ৫০০০ ডলার ট্রান্সফার করে দিয়েছে। যে ফান্ড সে সুইজারল্যান্ডে পাঠিয়েছিল সেটার অ্যামাউন্ট যথেষ্ট বড় ছিল, হাতে কোনো শক্তপোক্ত প্রমাণ আসলে ফান্ডে

BanglaBook.org

আরও অ্যামাউন্ট যোগ করার কথা ভেবে রেখেছে সে।

তার কাছে মনে হচ্ছে, তার ইউরোপের সোর্স লেকটারকে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু ম্যাসনের কাছে আগেও অনেকবার ভুল তথ্য এসেছে, তাই সে এবার এক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করছে। শীঘ্রই প্রমাণ হাতে চলে আসবে। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করার কষ্ট লাঘবের জন্য ম্যাসন নিজেকে ভাবনার জগতে ব্যস্ত রাখতে চাইলো। লেকটার তার হাতের মুঠোয় আসলে সে তার সাথে কি কি করবে। এর লিস্টও অবশ্য অনেক বড়-কারণ ম্যাসনের নিজের অভিজ্ঞতা কম নয়।

মানুষকে শাস্তি দেয়ার জন্য বিধাতার করা পরিকল্পনা আর এর বাস্তবায়নের জন্য গিনিপিগ বাছাই করা–এ দুটোর কোনটাই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য আর বোধগম্য নয়। তাঁর আক্রোশের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য পৃথিবীতে কাউকে না কাউকে সেই দায়িত্বটা নিতেই হবে।

ম্যাসন যখন বুঝতে পারল সে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না, তখন তার বারো বছরের অকেজো জীবনে নিজের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারল সে। মাসক্র্যাট ফার্ম ম্যানশনে তাঁর কোয়ার্টারের সবকিছুই আছে। তার ইচ্ছা-চাহিদা সব আছে, কিন্তু কোনটাই অতিরিক্ত নয়। কারণ এই গুণটা সে তাঁর পূর্বসূরি মোলসন ভার্জারের কাছ থেকে পেয়েছে।

ড. লেকটার যে বছর পালিয়ে যায় সে বছর ক্রিসমাসে মানুষজন যখন তাদের পরিশুদ্ধ মন নিয়ে গির্জায় যাচ্ছিল, তখন ম্যাসন পাগলা গারদে লেকটারকে মারতে না পারার আক্ষেপে পুড়ছিল। ম্যাসন জানে, লেকটার এখন ভালোভাবেই নিজের দিন পার করছে।

রেসপিরেটর লাগিয়ে শুয়ে থাকা ম্যাসনের গায়ে কম্বল মোড়ানো। একজন নার্স দাঁড়ানো পাশে, তার শরীরের ভার সে একপা থেকে আরেক পায়ে পাঠিয়ে দিল। বসার কোনো জায়গা নেই তার। কিছু গরীব বাচ্চা মাস্ক্র্যাট ফার্মের সামনে থেকে বাসে উঠল। বাসের গন্তব্য–ক্যারল। ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে ম্যাসনের ঘরের জানালাগুলো হালকা খোলা রাখা হয়েছে যাতে বাতাস ঢুকতে পারে। আর জানালার নিচে বাচ্চারা মোমবাতি হাতে নিয়ে গান গাইছে।

ম্যাসনের ঘরের লাইট বন্ধ থাকায় মনে হচ্ছে, চারদিকে অন্ধকার গ্রাস করে রেখেছে। সে আঁধারে খোলা আকাশে তারাগুলো জটলা পাকিয়ে ঝুলে আছে।

ও বেথেলহাম, তোমার বুকে থাকা এই ছোট্ট শহরে
আর কত মিথ্যার রাজত্ব সহ্য করবো!!
আর কত সহ্য করবো!

BanglaBook.org

আর কত সহ্য করবো!

লাইনের ব্যঙ্গার্থ তাকে আঘাত করল।

আর কত সহ্য করবে, ম্যাসন!!

জানালার বাইরে থাকা ক্রিসমাসের তারকাগুলো নিঃশব্দে আলো দিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগের দৃষ্টিতে তারাগুলোর দিকে তার গগলস পরা চোখ দিয়ে তাকিয়ে রইলো ম্যাসন। আঙুলগুলো তারাদের দিকে তাক করার চেষ্টা করলো, কিন্তু তারাদের পক্ষ থেকে কোনো জবাব এলো না। ম্যাসন ভাবনার জগতে এমনভাবে হারিয়ে গেল যে, সে শ্বাস নেয়ার কথাও ভুলে গেল। সে ভাবতে লাগলো, শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার আগ মুহূর্তে তাঁর চোখে কি ভাসবে–হ্যা, ঝুলতে থাকা তারাগুলো ভাসবে তার চোখের চারপাশে, যারা কিনা শব্দহীন, বাতাসহীন পরিবেশ আলোকিত করে রাখে সবসময়। তার ভাবনার ডালপালা গজাতে লাগল। একসময় তার মনে হলো সে আসলেই ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারছে না। তার রেসপিরেটর তার সাথে তাল মিলিয়ে বাতাস দিতে পারছে না। সে ভেবে চলল, তাকে শ্বাস নেয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। চোখে একের পর এক ছবি ভেসে উঠল, কাঁপতে থাকা সবুজ আলো–রাতে দাঁড়িয়ে থাকা বনের সবুজ গাছ। তার হার্টবিট শুনতে পেল সে–সিস্টোলিক বিট, ডায়াস্টোলিক বিট।

নার্স ভয় পেয়ে গেল। অবস্থা সামাল দেয়ার জন্য তার মাথায় একটা চিন্তাই আসলো–ম্যাসনকে অ্যাড্রেনালিন দিতে হবে, আর অ্যালার্ম বাটন চাপ দিতে হবে।

লাইনটার ব্যাঙ্গার্থ এখনও ম্যাসনের কানে বাজছে, আর কত সহ্য করবে, ম্যাসন!

ক্রিসমাসের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারল ম্যাসন। ম্যাসনের চোখে তার বদলা নেয়ার প্রথম অঙ্ক পূরণের দৃশ্য ভেসে উঠল–সে হ্যানিবালের খোঁজ পেয়েছে। এক অজানা তৃপ্তি ম্যাসনের ফ্যাকাশে মুখকে স্বাভাবিক করে তুললো।

সারা পৃথিবীর খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে, ক্রিসমাসের দিন তারা যে রুটি আর মদ খায় তা আসলে জিশুর শরীরের অংশ আর রক্তে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ম্যাসনের মাথায় এর চেয়েও আকর্ষণীয় প্ল্যান আছে। এ প্ল্যানেরও মূল বিষয়বস্তু একই, তবে শরীর ভিন্ন। সে জিশুর নয়, বরং ড. হ্যানিবাল লেকটারের মাংস খুবলে খাওয়ার আর ড্রিংক হিসেবে তার রক্ত পান করার জন্য সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে!

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

ম্যাসনের শিক্ষাজীবন অন্যরকম ছিল। তার বাবা ঠিক এমন কর্মমুখি শিক্ষাই ম্যাসনকে দিতে চেয়েছিলেন।

শিশুকালে একটা বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হয় সে। এ স্কুল তৈরির পেছনে তার বাবার অবদান অনেক। তাই সেই স্কুলে ম্যাসনের অনুপস্থিত থাকা বড় কোনো বিষয় ছিল না। টানা ২-৩ সপ্তাহ ম্যাসনকে তার বাবা তার সাথে স্টকইয়ার্ড আর কসাইখানায় নিয়ে যেত। কারণ এগুলোর ওপরই ম্যাসনের ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে।

মোলসন ভার্জার ফার্মের ব্যবসার ক্ষেত্রে অগ্রদূত ছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সস্তা ও ভেজালযুক্ত খাবার ব্যবহার নিয়ে তার করা এক্সপেরিমেন্ট ৫০ বছর আগে ব্যাটারহামের করা গবেষণার সাথে অনেকটা মিলে যায়। মোলসন শূকরের খাবারের সাথে পশম, মুরগির পালক এবং গোবর মিশিয়ে তা বাজারজাত করেছিলেন, যা করার কথা সেসময় অন্য কেউ কল্পনাতেও ভাবেনি। তিনি শূকরের জন্য পরিস্কার পানির পরিবর্তে প্রাণীদের বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা তরল ব্যবহার করেন, যাতে তাদের ওজন দ্রুত বাড়ে। এজন্য ১৯৪০ সালের দিকে তাকে '*উন্মাদ দৃষ্টিসম্পন্ন*' হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। তাকে নিয়ে সেসময় অনেক হাসাহাসি হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন তার এ উদ্যোগ মোলসনকে প্রচুর মুনাফা এনে দিল, তখন এ হাসাহাসি থেমে যায়। আর তার প্রতিদ্বন্দ্বিরা তাকে অনুসরণ করা শুরু করে।

মাংস বাজারজাতকরণের ইন্ডাস্ট্রিতে তার একচ্ছত্র আধিপত্য শুধু সেখানেই থেমে থাকেনি। হিউমান স্লটার অ্যাক্ট–এই আইন পরিবর্তনের জন্য সে একাই লড়েছিল এবং এজন্য নিজের ফান্ড থেকে প্রচুর পয়সা ঢেলেছিল সে। সেসময় সে 'অর্থনৈতিক উন্নতি'কে তার ট্রাম্পকার্ড হিসেবে ব্যবহার করে। শেষপর্যন্ত তার ব্যবসাকে সে বৈধ করতে পেরেছিল ঠিকই, কিন্তু এজন্য তাকে অনেক ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ম্যাসনের সহযোগিতায় সে বড়মাপের অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্ট করে। এগুলোর বিষয়বস্তু ছিল–প্রাণীদের ধড় আলাদা করার আগে কোনো কিছু না খেয়ে এবং ওজন না হারিয়ে কতক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বাভাবিক থাকতে পারে।

ভার্জারদের স্পন্সর করা জেনেটিক রিসার্চের বদৌলতে বেলজিয়ান শূকরদের আগের চেয়ে দ্বিগুণ মোটাতাজা করা হয়। যার কারণে বেলজিয়ানরা

BanglaBook.org

অতিরিক্ত খরচের হাত থেকে বেঁচে যায়। সারা দুনিয়ার ব্রিডিং স্টকমার্কেট কিনে ফেলে মোলসন ভার্জার। আর কয়েকটা ফরেন ব্রিডিং প্রোগ্রামেও স্পন্সর করে সে।

কসাইখানাগুলো যে এধরণের ব্যবসার ক্ষেত্রে ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, তা তার চাইতে ভালো আর কেউ বুঝত না। কসাই সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গরা যখন বেতন ও নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল তখন তাদের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল সে। তাদের জন্য মোলসনের মুনাফা যেন বাধার সম্মুখীন না হয় সেজন্য সে তার পরিচিত সন্ত্রাসী সংগঠনকে টানা ৩০ বছর খুব ভালোমতোই ব্যবহার করেছে।

ম্যাসন তার বাবার সবকিছুই পেয়েছে। কালো চকচকে ভ্রুর নিচে ফ্যাকাশে নীল নিষ্ঠুর দুটো চোখ আর কপাল পর্যন্ত নেমে আসা চুলগুলো ডান থেকে বামদিকে আঁচড়ানো। মোলসন মাঝেমাঝে তার ছেলের মাথায় নিজের হাত রেখে চুপচাপ বসে থাকতো, যেন সে ম্যাসনের শারীরিক গড়ন দেখে নিশ্চিত হতে চাইছে–সেই ম্যাসনের পিতা। ঠিক যেমন সে শূকরের চেহারা দেখে, তার হাড়ের গঠন অনুযায়ি তার বৈশিষ্ট্য বলে দিতে পারে।

ম্যাসন ভালোমতোই সব শিখেছিল। তার প্রতিবন্ধকতা তাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে না দিলেও সে ব্যবসাসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো সঠিকভাবে নিতে পারত। আর এ সিদ্ধান্তগুলো কার্যকর করে তার অধীনস্থরা। ম্যাসনের আইডিয়াতেই ইউএস গভর্নমেন্ট এবং ইউনাইটেড ন্যাশনস আফ্রিকান সোয়াইন ফ্লুর অজুহাত দেখিয়ে হাইতির স্থানীয় শূকরগুলো মেরে ফেলে। তখন ম্যাসন সেদেশের সরকারকে তার ফার্মের হোয়াইট আমেরিকান শূকরগুলো বিক্রি করা শুরু করে। গোলগাল শূকরগুলো হাইতিয়ান আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে দ্রুত মরে যায়। যার দরুন ম্যাসনের স্টক থেকে শূকর সরবরাহের পরিমাণ বাড়তে থাকে। শেষপর্যন্ত হাইতিয়ানরা ডমিনিকান রিপাবলিক থেকে আনা অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন শূকর আনলে ম্যাসনের এই প্রফিট সাইকেলটা শেষ হয়। ততদিনে সে নিজের লাভের খাতায় বিশাল একটা পরিমাণ যোগ করে ফেলেছে।

ম্যাসনের কাছে মনে হচ্ছে, সারাজীবন ধরে পাওয়া জ্ঞান আর অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে বানানো প্রতিশোধের ছক ধীরে ধীরে জীবন্ত হয়ে উঠছে।

ম্যাসনের বিবর্ণ চেহারার ওপরে থাকা মস্তকে যে কি পরিমাণ তথ্য উপাত্ত মজুদ আছে তা সে নিজেও জানে না। খাটে শুয়ে থেকে সে তার মগজ ব্যবহার করে একের পর এক প্ল্যান তৈরি করছে, ঠিক যেমন বধীর বিটোফেন

BanglaBook.org

কোনো কিছু না শুনেই একের পর এক সুর তৈরি করতো। তার মনে পড়ে গেল সোয়াইন ফেয়ারে তার বাবার সাথে ঘুরে বেড়ানো সময়গুলোর কথা। সেসময় মোলসনের ছোট সিলভার নাইফ সর্বদা তার ওয়েস্টকোট থেকে বের হওয়ার জন্য উদ্যত থাকতো। শূকরের পেছনের অংশে চর্বির পরিমাণ জানার জন্য সে ছুরিটা ব্যবহার করত। তাকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস কারো ছিল না। তার হাত পকেটে ঢোকানো থাকত আর বৃদ্ধাঙ্গুলটা থাকত ছুরির ব্লেডের ওপর।

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ায় ম্যাসনের হাসি পেল। তার বাবা একবার প্রতিযোগিতায় একটা ফোর-এইচ নম্বর আঁটা প্রতিযোগি শূকরকে আঘাত করেছিল। শূকরের মালিক ছিলো একটা বাচ্চা ছেলে। ছেলেটা এজন্য কাঁদছিলো। তা দেখে ছেলেটার বাবা রাগান্বিত চোখে মোলসনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। আর সাথে সাথে মোলসনের ভাড়াটে গুণ্ডারা তাকে ধরে এককোণায় নিয়ে গিয়ে তার পাওনা হিসেবে তাকে আধমরা করে ছেড়ে দেয়। সত্যিই মজার ছিলো সেই দিনগুলো।

সোয়াইন ফেয়ারে ম্যাসন দুনিয়ার বিভিন্ন অংশ থেকে আসা বিদেশি জাতের অনেক শূকর দেখতে পায়। তার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তার দেখা সবচেয়ে ভালো জাতের শূকর সে সংগ্রহ করল।

হ্যানিবালের রক্তমাংস খাওয়ার বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্যই সে শূকর প্রজননের প্রজেক্ট হাতে নেয়। এবং ইতালির উপকূলের কাছে সারদিনিয়ায় ভার্জারদের নিজস্ব শূকর প্রজনন কেন্দ্রে সেই প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করে। তার স্বপ্নের প্রথম ধাপ সারদিনিয়ায় বাস্তবায়ন করার কারণ–প্রথমত, জায়গাটা নিরিবিলি এবং দ্বিতীয়ত, সেটা ইউরোপে অবস্থিত।

ম্যাসনের মনেপ্রাণে বিশ্বাস ছিল, ড. লেকটার পালিয়ে আমেরিকার বাইরে সাউথ আমেরিকাতেই প্রথম পাড়ি জমাবে। সে তার লিস্টে ইউরোপকেও রেখেছিল, কারণ লেকটারের মতো লোকের ইউরোপে থাকাটাকে নিরাপদ হিসেবে মনে করাটাই স্বাভাবিক। ম্যাসনের গুপ্তচরেরা প্রতিবছর সালসবার্গ মিউজিক ফেস্টিভ্যাল আর অন্যান্য কালচারাল ইভেন্টে লেকটারের খোঁজে নেমে পড়ে–যদিও তারা কোনবারই সফলতার মুখ দেখেনি।

খেলার অন্তিম মুহূর্তে সবকিছু আগে থেকে ঠিক করে রাখার জন্য ম্যাসন তার ব্রিডারগুলোকে সারদিনিয়ায় পাঠালো।

প্রাণীগুলোর মধ্যে **Hylochoerus meinartzhageni** প্রজাতির দৈত্যাকৃতির বন্য শূয়োরটা ম্যাসনের তুরুপের তাস। এরা ছয়স্তন বিশিষ্ট আর তাদের ক্রোমোসোম ৩৮টা। লম্বায় ২মিটার আর ওজন ২৭৫ কেজি। সবকিছু খায় এরা, ময়লা গোবর থেকে শুরু করে সবকিছু।

BanglaBook.org

ক্লাসিক ইউরোপিয়ান বন্য শূয়োর S. scrofa scrofa ৩৬ ক্রোমোসোমবিশিষ্ট। মুখে কোনো আঁচিল নেই, লোমে ভরা, দাঁতগুলো ধারালো। এরা ভয়ালদর্শন প্রাণী, যারা তাদের ধারাল খুর দিয়েই একটা ভাইপারকে মেরে ফেলতে পারে এবং তারপর সেটা এমনভাবে খায় যেন তা কোন ভাইপার না, নরম কোন পনির। ক্ষুধা বাড়লে কিংবা তাদের বাচ্চাদের রক্ষা করার সময় তারা যেকোনো কিছুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। স্ত্রী প্রজাতিদের ১২টা স্তন থাকে এবং মা হিসেবে তারা উন্নতমানের। *S. scrofa scrofa* প্রজাতির শূকরদের মধ্যে ম্যাসন তার পরিকল্পনার মূলভাবটা খুঁজে পেল, যা লেকটারকে তার জীবনের শেষমুহূর্তে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিয়ে দেবে। সে ওসাবা আইল্যান্ডের শূয়োর কিনল তাদের আক্রমণাত্মক মনোভাবের জন্য। আর *Jiaxin Black* প্রজাতির শূকর কিনল তাদের হাই এস্ট্রাডিওল লেভেলের জন্য ।

ইস্টার্ন ইন্দোনেশিয়া থেকে আসা বাবিরুসা কে সারদিনিয়ান শূকরদের সাথে নেয়াটা ম্যাসনের ভুল সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা। তাদের দাঁত অতিরিক্ত বলে এরা হগ ডিয়ার নামে পরিচিত। এরা স্লো ব্রিডার, দুইস্তন বিশিষ্ট, ১০০ কেজি ওজন হওয়া সত্ত্বেও এরা দুপাশে বেশি প্রশস্ত। এজন্যই ম্যাসন এদের পরবর্তিতে ব্যবহার করেনি।

দাঁতের বিন্যাসের ব্যাপারে ম্যাসন বেশি বাছবিচার করেনি। শূকরের প্রতিটা প্রজাতির তিন জোড়া ধারালো ইনসিসর, এক জোড়া ক্যানাইন, চার জোড়া প্রিমোলার এবং তিন জোড়া মোলার টিথ থাকে। ওপরে নিচে সব মিলিয়ে ৪৪টা দাঁত, যা হ্যানিবালকে ভক্ষণের জন্য যথেষ্ট।

যেকোন শূয়োর মৃত মানুষকে খেতে পারে। কিন্তু জ্যান্ত মানুষকে খাওয়ার আগে কিছু পূর্বপ্রস্তুতির দরকার আছে। ম্যাসনের বাছাই করা যোদ্ধারা সেজন্য যথোপযুক্ত।

সাত বছরের পরিশ্রমের ফসল লক্ষণীয়ই বলা যায়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

সারদিনিয়ার গেনারগেন্তু মাউন্টেনে যে মৃত্যুর খেলা হবে তাতে লেকটার ছাড়া সবাই যার যার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। নিজের মানসিক প্রশান্তির জন্য আর পরবর্তি প্রজন্মের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য ডক্টরের মৃত্যুর দৃশ্য ভিডিও রেকর্ডিংয়ের দিকে মনোযোগ দিল ম্যাসন। মৃত্যুর মঞ্চ প্রস্তুত হয়ে গেছে, এখন সেই মঞ্চে খেলা শুরু হবার পূর্ব সংকেত দিতে হবে।

তার এই ব্যক্তিগত স্পর্শকাতর প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য দরকারি ফোনকলগুলো সে লাসভেগাসের ক্যাসিনোর কাছাকাছি থাকা লিগ্যাল স্পোর্টসবুক সুইচবোর্ডের মাধ্যমে করে থাকে। ফোনে তার দেয়া ছোট ছোট নির্দেশ ফোনের অপরপাশে থাকা লোকজনের ওপর দারুণ প্রভাব ফেলে। প্রতিটা ফোনকলের পর সপ্তাহজুড়ে তাদের ব্যস্ত থাকতে হয়।

ম্যাসনের রেডিও কোয়ালিটি ভয়েস চিজাপেক সমুদ্রতীরের কাছে ন্যাশনাল ফরেস্ট থেকে যাত্রা শুরু করলো, মরুভূমি অতিক্রম করে আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়ে প্রথমে রোমে ভিয়া আর্কিমিডি নামের একটা বিল্ডিংয়ের সপ্তম তলার একটা অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে থামলো। টেলিফোন রিং হচ্ছে। রিংটোনে একটা কর্কশ স্বর ইতালিয়ান ভাষায় কিসব গড়গড় করে বলছে। অন্ধকারে ঘুমঘুম চোখে একজন ফোনটা ধরল।

"কি ব্যাপার?"

"যন্ত্রটা বের কর, গর্দভ।"

বেডসাইডের বাতি জ্বলে উঠল। তিনজন শুয়ে ছিল বিছানায়। ফোনের কাছাকাছি থাকা যুবকটি রিসিভার তুলে নিয়ে তুলনামূলক বয়স্ক লোকটার হাতে দিল। বিছানার অন্যপাশে বিশ বছর বয়সি বাদামি চুলের এক মেয়ে ঘুমাচ্ছিল। চোখে আলো পড়ায় সে ঘুমঘুম চোখ মেলে তাকাল, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

"কে বলছেন?"

"ওরেস্তে, আমার বন্ধু। আমি ম্যাসন বলছি।"

মোটা লোকটা সম্বিত ফিরে পেল। পাশে থাকা ছেলেটাকে একগ্লাস পানি আনার ইঙ্গিত দিল সে।

"আহ, ম্যাসন, বন্ধু আমার। ক্ষমা করবে, আমি ঘুমাচ্ছিলাম। তোমাদের ওখানে এখন কয়টা বাজে?"

"রাত হয়ে এসেছে এখানে, ওরেস্তে। আমি যে বলেছিলাম, আমি তোমার

BanglaBook.org

জন্য যা করবো তার বদলে তোমাকে কি করতে হবে–তা কি তোমার মনে আছে?"

"হ্যা, অবশ্যই মনে আছে।"

"আর সে সময়টা চলে এসেছে, বন্ধু। তুমি জানো আমি কি চাই। আমার একটা সেটআপ লাগবে, একটা ক্যামেরা থাকবে সেখানে। তোমার ওইসব সেক্সফিল্মের চেয়ে ভালো কোয়ালিটির সাউন্ড লাগবে আমার। আর রেকর্ডিংয়ের জন্য যে ইলেক্ট্রিসিটি দরকার সেটার জন্য তোমার সেট থেকে জেনারেটর নিয়ে আসবে। এডিটের সময় আমি কিছু নেচার ফুটেজও চাই, পাখির ডাক শোনা যাবে ফিল্মে। কালকে তুমি জায়গাটা পরীক্ষা করে সব গোছগাছ করে নেবে। তুমি সব জিনিসপাতি সেখানে রেখে যেতে পারো। সেগুলোর দেখভালের ব্যবস্থা আমি করবো। ফিল্ম শুট করার আগ পর্যন্ত তুমি রোমে তোমার কাজ করতে পারো, এতে আমার অসুবিধা নেই। কিন্তু দুই ঘন্টার নোটিশে তোমাকে অন দ্য স্পট হাজির হতে হবে। বুঝতে পেরেছ, ওরেস্তে? ইউরোপে সিটিব্যাঙ্কে একটা ড্রাফট তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, ওকে?"

"ম্যাসন, এই মুহূর্তে আমি একটা..."

"তুমি কি এই কাজ করতে চাও, ওরেস্তে? তুমি বলেছিলে, এসব সেক্স ফিল্ম আর রেনল্ড আমেরিকান ইনকর্পোরেশনের ফালতু ডকুমেন্টারি বানাতে বানাতে বিরক্ত হয়ে গেছ। নতুন কিছু কি তুমি করতে চাওনা, ওরেস্তে?"

"হ্যা, ম্যাসন।"

"তাহলে তৈরি হয়ে নাও। ক্যাশ সিটিব্যাঙ্কে আছে। আমি চাই, তুমি যাও।"

"কোথায়, ম্যাসন?"

"সারদিনিয়া। ক্যাগলিয়ারিতে নামবে তুমি। সেখানে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক থাকবে।"

পরবর্তি কলের লোকেশন সারদিনিয়ার পূর্ব উপকূলে পোর্তো টোরেস। কলটা সংক্ষিপ্ত ছিল। বেশি কিছু বলার দরকার অবশ্য ছিলনা। কারণ সেখানে সব যন্ত্রপাতি আগে থেকেই যথাস্থানে রাখা আছে। ওসবের কার্যক্ষমতা ম্যাসনের পোর্টেবল গিলোটিনের মতোই। যদিও এখন গিলোটিনটা আগের মতো দ্রুত কাজ করতে পারে না।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

ফ্লোরেন্স

রাতের আঁধারে পুরনো ফ্লোরেন্সকে নতুন করে সাজানো হয়েছে, চারপাশ এই আঁধারেও আলোয় উদ্ভাসিত।

অন্ধকারে আচ্ছন্ন সড়ক ফুঁড়ে পালাজ্জো ভেচ্চিও সোজা ওপরের দিকে উঠে গেছে। পালাজ্জোর ছাদে ফ্লাডলাইট জ্বালানো। মধ্যযুগের স্থাপত্যের অনুকরণে এটা বানানো। এর জানালাগুলো বাঁকানো, প্রাচীর থেকে গুলি করার জন্য বানানো ছিদ্রগুলো অনেকটা জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন এর দাঁতগুলোর মতো। বেল টাওয়ার কালো মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে।

টাওয়ারের ঘড়ির সামনে ভোর পর্যন্ত বাদুড়গুলো মশাদের তাড়া করে বেড়াল। ভোরের ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে পাখিরা তাদের খাঁচা ছেড়ে আকাশে উড়াল দিয়েছে।

কোয়েস্তুরা (ইতালিয়ান পুলিশ ফোর্স)-এর চিফ ইনভেস্টিগেটর রিনালদো পাজ্জি একটা বাংলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা ক্রস করল। তার ফ্যাকাশে চেহারা প্যালেস লাইটের আলোয় সূর্যমুখির রূপ ধারণ করেছে। স্পটটার সামনে সে দাঁড়াল, যেখানে সংস্কারক সাভোনারোলাকে আগুনে পোড়ানো হয়েছিল। ওপরে জানালার দিকে তাকালো সে–ওখানে তার পূর্বসূরিরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল।

সেই জানালা দিয়ে ফ্রান্সেসকো ডি পাজ্জিকে গলায় ফাঁস দিয়ে নগ্ন করে ঝোলানো হয়, তার ঘাড়ে স্পাইনাল কর্ডে অতিরিক্ত চাপ পড়ায় মৃত্যু হয় তার। ফ্রান্সেসকোর পাশে আর্চবিশপকেও ঝোলানো হয়েছিল, সে সময় তার পরনে ছিল পবিত্র পোশাক। যদিও পবিত্রতার কোনো চিহ্ন সেখানে ছিল না। তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। আর পাজ্জির শরীর খুবলে খাওয়া মাংস বিশপের মুখকে বীভৎস বানিয়ে দিয়েছিল তখন।

ঐ ঘটনার পর পাজ্জি পরিবারের সব সম্মান ধুলোয় মিশে যায়। রবিবার, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৭৮, ওদিন গুইলিয়ানো ডি মেডিসি কে হত্যা এবং ক্যাথেড্রালে জনসম্মুখে লরেঞ্জো দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট কে হত্যাচেষ্টার অপরাধে ফ্রান্সেসকো কে ফাঁসি দেয়া হয়।

পাজ্জি পরিবারের বংশধর রিনালদো পাজ্জি তার অগ্রজদের মতোই গভর্নমেন্টকে ঘৃণা করে। ভাগ্য কখনই তার সাথে ছিলো না। প্রতিশোধের স্পৃহা এখনও তার মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। আজ এখানে সে এসেছে তার সুদিন

BanglaBook.org

ফেরানোর জন্য। চিফ ইনভেস্টিগেটর পাজ্জি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, সে হ্যানিবাল লেকটারকে খুঁজে পেয়েছে। লেকটার এখন ফ্লোরেন্সেই আছে। আর মানুষখেকো হ্যানিবালকে গ্রেফতার করে হাজতে পুরতে পারলেই তার বংশের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারবে সে। পাজ্জির হাতে আরেকটা অপশন আছে, লেকটারকে ধরতে পারলে তার কল্পনার চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারবে সে। আর এটা তখনই সম্ভব যদি সে লেকটারকে গ্রেফতার না করে ম্যাসন ভার্জারের হাতে তুলে দেয়। সেক্ষেত্রে লেকটারকে বিক্রি করার সাথে সাথে সে তার হারানো মর্যাদা ফিরে পাওয়ার সুযোগও বিক্রি করে দেবে।

কোয়েস্তুরার তদন্ত বিভাগে প্রধান পদ পাজ্জিকে এমনি এমনি দেয়া হয়নি। তার প্রফেশনে সফল হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এই পদ পেতে তাকে সাহায্য করেছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বির কাছ থেকে পাওয়া ক্ষত সে আজো তার শরীরে বয়ে বেড়ায়। সে হেরে গিয়েছিল সেবার, হারিয়েছিল তার পদটিও।

এই জায়গাটাকে ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্র হিসেবে মনে করার কারণ একটাই–এখানেই তার সফলতা এসেছিল আর এই সফলতাই তার জন্য দুঃস্বপ্নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তার কপালে দুর্ভাগ্যের যে বলিরেখা, তা সে প্রথম দেখতে পায় এই জানালার নিচে। সম্ভবত এখনও ওখানে মৃত পাজ্জিদের আত্মা ঝুলে আছে, আর তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ জায়গাতেই দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবে...হয়ত।

সিরিয়াল কিলার ইল মোস্ত্রোর পেছনে ফেউয়ের মতো লাগতে যাওয়ায় সবার কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছিল পাজ্জি। পরবর্তিতে এই ইল মোস্ত্রোই তার জন্য গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। যাদের কাছ থেকে প্রশংসাবাণী এতদিন শুনেছিল সে, তাদের কাছ থেকেই এখন দুয়োধ্বনি শুনতে হচ্ছে। ইল মোস্ত্রোর কেসের পরিসমাপ্তি তার জন্য মোটেও সুখকর কিছু ছিলো না। এটা তাকে এখন এক বিপজ্জনক মোড়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

১৯৮০-৯০ এর দিকে ইল মোস্ত্রো ফ্লোরেন্সের দানব হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রায় সতেরো বছর ধরে টাসকানিতে যুগলদের নিশানা বানাতো সে। টাসকানির অলিতে গলিতে কাপলরা যখন দেখা করতো, তখন ইল মোস্ত্রো তাদের বলি চড়াতো। প্রথমে স্মল ক্যালিবারের পিস্তল দিয়ে খুন করতো সে, তারপর তাদের ফুলেল সমাধি দিতো–অর্থাৎ শিকারদের সারা শরীরে ফুল ছড়িয়ে দিতো সে, অতঃপর প্রেমিকার বাম স্তন উন্মুক্ত রাখতো–মোস্ত্রোর খুনের পদ্ধতি ছিল অনেকটা এরকম। সে তার এই অদ্ভুত শিল্পকর্মের মাধ্যমেই প্রতিটা খুন করত। যার জন্য প্রতিবারই ঘটনাগুলো মানুষের মনে দেজা ভু

BanglaBook.org

তৈরি করে।

মোস্ত্রো বিভিন্ন পশুর শিরশ্ছেদ করে মাথাটা তার ঘরের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখতে পছন্দ করে। কেবল দুটো মাথার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়েছিল। একবার সে পশুর পরিবর্তে লম্বাচুলের জার্মান দুই ছেলের মাথা ধড় থেকে আলাদা করে মাথাদুটোকে ঘরের দেয়ালে জায়গা দেয়। ছেলেদুটো সমকামী ছিল। মোস্ত্রোর স্টাইলের সাথে এটা ম্যাচ করে না। তাই এই খুন ইচ্ছাকৃত ছিল, নাকি ভুলবশত–তা আজো জানা যায়নি।

ইল মোস্ত্রোকে ধরার জন্য জনসাধারনের চাপ ক্রমশ বাড়ছিল। যখন পাজ্জি চিফ ইনভেস্টিগেটর হিসেবে দায়িত্ব নেয়, তখন তার কাছে মনে হয়েছিল, সে মাছির সাথে যুদ্ধ করতে নেমেছে। সেসময় প্রেসের লোকজন সুযোগ পেলেই তার অফিসে ছোঁকছোঁক করত। এমনকি কোয়েস্তুরা হেডকোয়ার্টারেরও পেছনে অবস্থিত ভিয়া জারাতে ফটোগ্রাফাররা ওৎ পেতে থাকত, অপেক্ষা করত তারা, কখন রিনালদো অফিস থেকে বের হবে।

সেসময় যারা ফ্লোরেন্সে ট্যুরিস্ট হিসেবে এসেছিল, তাদের মস্তিষ্কের স্মৃতির ভাণ্ডারে একটা পোস্টার আজীবনের জন্য জায়গা করে নেয়। প্রতিটা দেয়ালে সে পোস্টার লাগানো ছিল। সেটাতে একটা চোখ আঁকা, যা দানবটার ব্যাপারে প্রেমিক প্রেমিকাদের সতর্ক করছে।

পাজ্জি এমনভাবে কাজ করত যেন সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে, কেউ তাকে বশ করেছে।

কিলারের প্রোফাইল তৈরি করার জন্য সে এফবিআই বিহ্যাভিওরাল সায়েন্স সেকশনের সাহায্য নেয়। আর এই প্রোফাইল অনুযায়ি, কিলারের নাড়িনক্ষত্র জানার সর্বোচ্চ চেষ্টা সে করেছিল।

সে প্রতিরোধ পন্থা ব্যবহার করেছিল। অনেক লাভার লেন এবং কাপলদের জন্য নির্ধারিত এরিয়ায় কাপলদের চেয়ে পুলিশের সংখ্যা বেশি ছিল। বাইরে টহল না দিয়ে তারা প্রতি গাড়িতে দুজন করে কাপল সেজে বসে থাকত। যথেষ্ট পরিমাণ মেয়ে অফিসার কোয়েস্তুরা ডিপার্টমেন্টে ছিল না। তাই পুরুষ অফিসাররা গ্রীষ্মের সময় চুল ছেঁটে মাথায় উইগ চাপাত আর মোচ ফেলে দিত। পাজ্জিও একবার নিজের মোচ ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

খুনি যথেষ্ট সতর্ক ছিল। সে ঘনঘন আঘাত করত না।

বছরখানেক আগে পাজ্জি খেয়াল করল, মোস্ত্রো লম্বা একটা সময় কোনো শিকার ছাড়াই চুপচাপ ঘাপটি মেরে থাকে, আটবছর পরপর হামলা করত সে। এটা মাথায় রেখে পাজ্জি তার কাজ শুরু করে। হুমকি ধামকি দিয়ে প্রতিটা এজেন্সি থেকে যতটা সাহায্য পাওয়া যায়, তার পুরোটাই নেয়ার চেষ্টা করল সে। কোয়েস্তুরার নিজস্ব একটামাত্র কম্পিউটারের পাশাপাশি সে তার ভাইয়ের

BanglaBook.org

ছেলের কম্পিউটার ব্যবহার করে উত্তর ইতালিতে থাকা প্রতিটা অপরাধির একটা লিস্ট বানালো, যাদের জেলে থাকার সময়কাল ইল মোস্ত্রোর দুই খুনের মাঝের টাইম গ্যাপের সাথে মিলে যায়। মোট সাতানব্বইটা নাম পাওয়া গেল লিস্টটা থেকে।

সেই অপরাধিদের পেছনে দৌড়ানোর জন্য এক ব্যাঙ্ক ডাকাতের পুরনো আলফা রোমিও গাড়ি ব্যবহার করল সে। ওটা ব্যবহার করে মাসে ৫০০০ কি.মি এর চেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে চুরানব্বইজন ক্রিমিনালকে পার্সোনালি ইন্টারোগেট করতে পারলো সে। আর বাকি তিনজন হয় শারীরিকভাবে অক্ষম আর নাহয় মৃত।

ক্রাইম সিনে এমন কোনো প্রমাণ ছিলো না, যা তার সাহায্যে আসতে পারে। না ছিলো খুনির ফিঙ্গারপ্রিন্ট, না ছিলো কোনো বডি ফ্লুইড।

ইমপ্রুনেতায় একটা মার্ডার সিন থেকে একটা সিঙ্গেল শেল কেসিং উদ্ধার করা হয়। এটা একটা পয়েন্ট টুয়েন্টিটু উইনচেস্টার রিমফায়ার যার গায়ে এক্সট্রাক্টর মার্ক ছিল, এই মার্ক কোল্ট সেমিঅটোমেটিক পিস্তলের সাথে মিলে, সম্ভবত একটা উডসম্যান পিস্তল থেকে গুলিটা করা হয়।

সব খুনে ব্যবহৃত বুলেট একই–পয়েন্ট টুয়েন্টিটু ক্যালিবার। একই পিস্তল থেকে সেগুলো শুট করা হয়েছে। বুলেটের গায়ে কোনো ওয়াইপ মার্ক ছিলনা, থাকলে সাইলেন্সার ব্যবহার করার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যেত। তবে সাইলেন্সারের সম্ভাবনা বাদ দেয়া যায় না।

পাজ্জি বংশের উত্তরাধিকারী ছিলো রিনালদো, প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল সে। তার স্ত্রীকে সে অনেক ভালোবাসত।

তার চোখের দিকে ভালো করে তাকালেই বোঝা যায়, খুনিকে হাতের মুঠোয় আনতে সে কতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোয়েস্তুরার কমবয়সি অফিসাররা আড়ালে তাকে কার্টুন ক্যারেক্টার উইল. ই. কোয়োটে বলে ডাকত।

একবার সেই মাথামোটা অফিসাররা কোয়েস্তুরা কম্পিউটারে মরফ প্রোগ্রাম ইন্সটল করেছিল। তারা গানের দল 'থ্রি টেনর'দের একটা ছবিতে চেহারাগুলো গাধা, শূকর ও ছাগলের চেহারাতে পরিবর্তন করে ফেলেছিল এই প্রোগ্রাম দিয়ে। কয়েক মিনিটের জন্য পাজ্জি সেই প্রোগ্রামের দিকে তাকিয়ে মনে মনে নিজের চেহারাকে গাধায় রূপান্তরিত হতে দেখলো।

কোয়েস্তুরা ল্যাবের জানালাতে বেশ কয়েকটা রসুন রাখা, যাতে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচা যায়। সে তার শেষ সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলো, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। হতাশ হয়ে জানালার সামনে দাঁড়ালো পাজ্জি। কোর্টইয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

সে তার বিবাহিত স্ত্রীকে মনের চোখে দেখতে লাগলো। তার শক্ত

BanglaBook.org

গোড়ালি আর পিঠের বক্রতা বরাবরই পাজ্জিকে আকৃষ্ট করে। যখন সে দাঁত ব্রাশ করতে দাঁড়ায়, তখন তার স্তনযুগল ওঠানামা করে–আর যখন সে বুঝতে পারে রিনালদো তার দিকে তাকিয়ে আছে তখন সে যে হাসিটা দেয়, সেটা কখনও পাজ্জি ভুলতে পারবে না। তার স্ত্রীকে সে কি কি দিতে চায়, কোন কোন জিনিস সে পছন্দ করে–সেগুলো মনে করতে লাগল সে। কল্পনা করতে লাগল, মিসেস পাজ্জি তার দেয়া গিফটগুলো খুলছে। কল্পনার চোখে সে তাকে অনুভব করতে লাগলো। তার শরীরের সুগন্ধ, তাকে স্পর্শ করার মধ্যে যে মাদকতা, সবটুকুই তার কাছে অসাধারণ লাগে। তবে সে স্পর্শানুভূতির চেয়ে দৃষ্টির অনুভূতিকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। তার জীবনের একমাত্র নায়িকার সামনে নিজেকে কিভাবে উপস্থাপন করবে তা নিয়েই সে ভাবা শুরু করল। অবশ্যই প্রেস আর কোয়েস্তুরার চাপে পিষ্ট রিনালদো পাজ্জি হিসেবে কখনই তার প্রেয়সীর সামনে সে যেতে চাইবে না।

কোয়েস্তুরা হেডকোয়ার্টার যেখানে অবস্থিত সেখানে আগে একটা মেন্টাল হসপিটাল ছিলো। আর কার্টুনিস্টরা তাই এর পূর্ণ ফায়দা নিয়ে থাকে।

পাজ্জির ধারণা, অনুপ্রেরণা থেকেই সাফল্য আসে। তার ভিজ্যুয়াল মেমোরি মারাত্মক প্রখর। যা একবার দেখে, তা সে কখনও ভোলে না। সে মনে করে, একটা ছবি প্রথমে মনের মধ্যে ঝাপসা বিম্ব হিসেবে ধরা দেয়, পরবর্তিতে তা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং সেটাই পরবর্তিতে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। আমরা কোনো হারানো বস্তু খোঁজার ক্ষেত্রে প্রথমে সেই হারানো বস্তুর একটা ছবি মনের মধ্যে তৈরি করি–তারপর সেই ছবির সাথে আমরা আমাদের সামনে থাকা জিনিসগুলোর তুলনা করি। মিনিটে বহুবার মনের ছবিটা ঝাড়ামোছা করে পরিস্কার প্রতিবিম্ব তৈরি করি এবং তারপর সেটা খুঁজতে থাকি।

তার ঠিক কয়দিন পর উফিজি মিউজিয়ামের পেছন দিকে পলিটিক্যাল বম্বিং হয়, স্বাভাবিকভাবেই পাবলিক অ্যাটেনশন সেদিকে চলে যায়। পাজ্জিও কয়েকদিনের জন্য বম্বিং কেস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তার মাথায় ইল মোস্ত্রোর কেসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছবিগুলো ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে লাগল। ছবিগুলোতে সে দেখতে পেল মোস্ত্রোর শৈল্পিক দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ–ইমপ্রুনেতার এক পিকআপ ট্রাকের বেঞ্চে পড়ে থাকা দুই প্রেমিক প্রেমিকার ক্ষতবিক্ষত লাশ। মৃতদেহ দুটো সুচারুভাবে সাজানো, ফুল দিয়ে ডেকোরেশন করা–মেয়েটার বাম স্তন উন্মুক্ত। পাজ্জি এসব কল্পনা করতে লাগল, ঠিক যেমন আমরা আঁধারে কোনো অচেনা বস্তু খোঁজার জন্য সেটার আকার আকৃতি নিয়ে ভাবতে থাকি।

পড়ন্ত এক বিকেলে পাজ্জি উফিজি মিউজিয়ামকে পেছনে ফেলে সামনে

BanglaBook.org

পিয়াজ্জা সিগনোরিয়া ক্রস করছিল। ঠিক তখন পোস্টকার্ড দোকানে ডিসপ্লেতে থাকা একটা ছবি পাজ্জির চোখের কোণে ভেসে উঠল।

ছবিটা কেন তার মাথায় আসল সে ঠিক বুঝতে পারল না। সাভোনারোলাকে যেখানে পোড়ানো হয়েছিল ঠিক সেখানে সে থেমে গেল। পেছনে ফিরে সে চারপাশ তাকাল। পুরো পিয়াজ্জা ট্যুরিস্টে গিজগিজ করছে। পাজ্জির মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল, হয়তো ছবিটা আশেপাশেই কোথাও আছে। কয়েক পা পেছনে গিয়ে আবার সামনে আগাল সে।

তার ধারণাই ঠিক। বৃষ্টির পানি পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া বত্তিচেল্লির পেইন্টিংয়ের একটা ছোট্ট পোস্টার 'প্রিমাভেরা'।

'প্রিমাভেরা'র আসল পেইন্টিংটা তার পেছনে থাকা উফিজি মিউজিয়ামে রাখা আছে।

পেইন্টিংটাতে ডানদিকে ফুলের চাদরে ঢাকা তরুণীর বামস্তন উন্মুক্ত। তার মুখ থেকে একগোছা ফুল বের হয়ে আছে, গ্রিক বায়ুদেবতা জেফিরাস বন থেকে পাংশু মুখে তার জন্য ছুটে এসেছে। পিকআপের বেডে পড়ে থাকা মৃত যুগলদের ছবি ভেসে উঠল পাজ্জির মনে-ফুলসজ্জায় ঢাকা নিথর শরীর, মেয়ের মুখ দিয়ে বের হয়ে থাকা ফুল। একটা মিল খুঁজে পেল সে।

এই মিল খুঁজে পাওয়ার আইডিয়াটা পাজ্জির মাথায় এসেছিল তার পূর্বসূরির কাছ থেকে। পাঁচশ বছর আগে, ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে ঝুলে থাকা ফ্রান্সিসকো ডি পাজ্জির পেইন্টিং বানিয়েছিল এক আর্টিস্ট, চল্লিশ ফ্লোরিনের বিনিময়ে। এই পেইন্টিং বার্গেলো প্রিজনের দেয়ালে সাঁটানো আছে। সেই একই আর্টিস্টের অমর সৃষ্টি এই 'প্রিমাভেরা'।

সে বসার তাগিদ অনুভব করল। কোনো বেঞ্চ খালি ছিল না। তার ব্যাজ দেখিয়ে একটা জায়গা দখল করল সে। ঐ জায়গায় একটু আগে যে লোকটা বসেছিল, তার হাতে থাকা একটা ক্রাচ পাজ্জি প্রথমে দেখতে পায়নি। লোকটা এক পায়ে উঠে চলে যাওয়ার পর তার চোখে পড়ে সেটা।

পাজ্জির মন দুটো কারণে ভালো হয়ে গেল, প্রথম কারণ, ইল মোস্ত্রোর খুনের পদ্ধতির সাথে ছবিটার মিল খুঁজে পেয়েছে সে। আর দ্বিতীয় কারণ, যা কিনা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ–সে তার সন্দেহভাজনদের তালিকার একজনের সাথে সঙ্গতি খুঁজে পেয়েছে।

কোনো কিছু মনে করার জন্য সে তার স্মৃতির ওপর বেশি চাপ দিত না। চুপচাপ বসে থাকত সে, ধীরে ধীরে তার সব মনে পড়ত। সে উফিজি মিউজিয়ামে গিয়ে আসল প্রিমাভেরার সামনে দাঁড়িয়ে রইল, তবে খুব কম সময়ের জন্য। এরপর সে স্ট্র মার্কেটে গিয়ে ব্রোঞ্জের তৈরি শূকর 'ইল পোর্সেলিনো'র নাকমুখ স্পর্শ করে কি যেন বোঝার চেষ্টা করল। বোঝা শেষে

BanglaBook.org

সে পাশে থাকা জলহস্তীর মূর্তিটা অনুধাবন করতে লাগল। মার্কেট থেকে বের হয়ে সে তার জরাজীর্ণ গাড়ির হুডের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালো কিছুক্ষণ। গাড়ির তেলের বোটকা গন্ধ তার নাকে এসে লাগলো। বাচ্চাদের দিকে তাকাল সে, তারা সসার খেলছে।

সে আবার তার মনঃচক্ষু ব্যবহার করা শুরু করলো। সিঁড়ির ধাপগুলো দেখতে পেল সে, সিঁড়ির ওপরের ল্যান্ডিংটাও। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠায় প্রিমাভেরার পোস্টারের ওপরের অংশ তার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। সে প্রবেশপথের দরজাটা দেখে আসতে পারতো, কিন্তু গেল না।

নিজেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল সে।

তুমি যখন পোস্টারটা দেখেছিলে, তখন তোমার মাথায় কোনো শব্দ বাজছিল?

–গ্রাউন্ডফ্লোর কিচেন থেকে বাসনকোসনের ঝনঝন আওয়াজ।

যখন তুমি ল্যান্ডিংয়ে পোস্টারের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলে, তখন?

–টেলিভিশনের শব্দ। সিটিংরুমে থাকা একটা টিভি থেকে শব্দ আসছিল। গ্রি ইনটোকাবিলি মুভিতে 'রবার্ট স্ট্যাক' ইলিয়টনেস এর রোল প্লে করছিল।

তুমি কি রান্নার গন্ধ পেয়েছিলে?

–হ্যা, পেয়েছিলাম।

আর কোনোকিছুর গন্ধ?

–আমি পোস্টারটা দেখছিলাম।

না, তুমি যা দেখেছো সেটা না। তোমার মাথায় কোনকিছুর গন্ধ ধাক্কা দিয়েছিল?

–আমি এখনও আলফা রোমিওর তেলের পোড়া গন্ধ পাচ্ছি। তেলের পোড়া গন্ধ...র‍্যাকোর্ডের রুট ধরে যাচ্ছিল সেটা।

র‍্যাকোর্ডো অটোস্ট্রাডা রুট ধরে কোথায় যাচ্ছিল গাড়িটা?

–সান ক্যাসিয়ানো। একটা কুকুরের গর্জনও শুনেছিলাম আমি। সান ক্যাসিনোতে গিয়েছিলাম সিঁধেল চোর আর রেপিস্ট জিরোলামো নামের কারো খোঁজে।

যখন এক ঘটনার সাথে আরেক ঘটনার যোগসূত্র তৈরি করা যায়, তখন মানসিক যে প্রশান্তি আসে তা আসলে বলে বোঝানো যায় না। রিনালদো পাজ্জি এখন সেই প্রশান্তির মাহাত্ম্য বুঝতে পারছে।

দেড়ঘণ্টার মধ্যে পাজ্জি জিরোলামো টোকাকে কাস্টডিতে নিয়ে নিল। টোকার স্ত্রী টোকাকে নিয়ে যাওয়া গাড়িবহরটা লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে লাগল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

টোকাকে স্রেফ অনুমানের বশে গ্রেফতার করা হয়।

লাভারস লেনে তার বাগদত্তাকে পরপুরুষের সাথে চুম্বনরত অবস্থায় পাকড়াও করে টোকা। এরপর তাকে হত্যা করে। এই অপরাধের জন্য নয় বছর জেল খেটেছে সে। তার বিরুদ্ধে তার মেয়েদের সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট এবং ডমেস্টিক অ্যাবিউজের মামলাও করা হয়েছে। রেপ করার জন্যও জেল খাটার অভিজ্ঞতা আছে তার।

কোয়েস্তুরার অফিসাররা প্রমাণের খোঁজে টোকার ঘর তছনছ করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত পাজ্জি নিজে একটা কার্তুজ কেস হাতে পায়। আর এর ওপর ভিত্তি করেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করা হয়।

তার ট্রায়ালটা ছিল দেখার মতো। ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয় উচ্চ নিরাপত্তাবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ে, যেটা বাঙ্কার নামে পরিচিত। বাঙ্কারের বিশাল এরিয়া জুড়ে সত্তরের দশকের টেরোরিস্টদের ট্রায়াল হত। লা নাজিওন পত্রিকার ফ্লোরেন্স অফিস থেকে সে ট্রায়াল দেখা যায়।

জুরির সদস্য দশজন–পাঁচজন মহিলা এবং পাঁচজন পুরুষ। তারা কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই স্রেফ টোকার খুনি তকমার ওপর ভিত্তি করে তাকে দোষি সাব্যস্ত করল। বেশিরভাগ জনগণ তাকে নির্দোষ ভাবলেও কেউ কেউ টোকাকে জেলখাটা আসামির চেয়ে বেশি কিছু মনে করতো না। ৬৫ বছর বয়সে তাকে ভলটেরায় ৪০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

পরের কয়েকমাস পাজ্জির জন্য স্বর্ণালি সময় ছিল। হলি সেপালচার থেকে ফ্লিন্ট পাথর নিয়ে ফার্স্ট ক্রুসেড থেকে ফিরে আসা পাজ্জো দ্য পাজ্জির পর বিগত পাঁচ শতকে পাজ্জি বংশের কেউ হয়তো এত আনন্দ করেনি।

রিনালদো পাজ্জি আর তার স্ত্রী ড্যুমোতে আর্চবিশপের পাশে দাঁড়াল। সেখানেই ফ্লিন্ট পাথরটা রাখা। এই পাথর ঘষেই চিরাচরিত ইস্টার রিচুয়ালে রকেট চালিত ডোভ মডেলের লেজে আগুন দেয়া হত। অতঃপর সেই মডেল পাখিগুলো আকাশে উড়ে বিস্ফোরিত হয়ে ফায়ারওয়ার্কসের কাজ করতো, চার্চে থাকা লোকজনের আমোদের উৎস ছিলো সেগুলো।

পাজ্জির বলা প্রতিটা কথা পেপারে ছাপা হলো।তার এহেন সাফল্যের সমস্ত কৃতিত্ব পাজ্জি তার অধীনস্থদের দিল।

পাজ্জির প্রিয়তমা স্ত্রীকে ফ্যাশন ডিজাইনের জন্য ডাকা হয়। গার্মেন্টস ডিজাইনারদের বানানো পোশাকে তাকে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছিলো। ক্ষমতাধর

BanglaBook.org

ব্যক্তিদের বাড়িতে তাদের চায়ের নেমন্তন্ন করা হলো। এক কাউন্টের প্রাসাদে ডিনারের জন্য দাওয়াত পেলো তারা। সেখানে তাদের পাহারা দেয়ার জন্য আর্মার স্যুট পরা সৈনিকরা দাঁড়িয়েছিল।

পাজ্জিকে রাজনীতিতে যোগ দেয়ার আহবান করা হলো।ইতালিয়ান পার্লামেন্টে পাজ্জির সাফল্য নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং আমেরিকান এফবিআই'র সাথে মাফিয়াদের বিরুদ্ধে যৌথভাবে কাজ করার জন্য ইতালির পক্ষ থেকে পাজ্জিকে প্রধান বানানো হয়।

ইতালির প্রতিনিধি হিসেবে যাওয়া ছাড়াও ফেলোশিপ অর্জনের জন্য এবং জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতে ক্রিমিনোলজি সেমিনারগুলোতে অংশ নেয়ার জন্য পাজ্জি ওয়াশিংটন ডিসি তে এল। সেখানে কোয়ান্টিকোতে বিহ্যাভিওরাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টেই পাজ্জি বেশিরভাগ সময় ব্যয় করত। তার কাছে মনে হলো,রোমে বিহ্যাভিওরাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের একটা ডিভিশন তৈরি করা উচিত।

পাজ্জির জীবনেও সুখ বেশিদিন স্থায়ী হলো না। দুই বছর পর আপিল বিভাগ কোনো পাবলিক প্রেশার ছাড়াই টোকাকে দোষি সাব্যস্ত করার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার রায় দিল। সেই ইনভেস্টিগেশনের জন্য পাজ্জিকে ইতালি ফেরত আসতে হয়। এখন পাজ্জির ওপর দেয়াল ভেঙে পড়াটাই কেবল বাকি আছে।

আপিল প্যানেল টোকার সাজা নাকচ করে দেয়। 'কোর্টের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে, পাজ্জি বাহ্যিক কোনো প্রমাণ ছাড়াই টোকাকে অ্যারেস্ট করেছে'–এই বলে কোর্ট পাজ্জিকে অপদস্থ করল।

ওপরমহলে তার পক্ষের লোকজন আগে থেকে খারাপ কিছু আঁচ করতে পেরেই তাকে সে যাত্রায় বাঁচিয়ে দেয়। পাজ্জি এখনও কোয়েস্তুরার গুরুত্বপূর্ণ অফিসার। কিন্তু সে বেশিদিন এই পদ ধরে রাখতে পারবে না–এটা সবাই জানে। ইতালির গভর্নমেন্ট ধীরলয়ে কাজ করলেও পাজ্জিকে অপসারণ করা কেউ ঠেকাতে পারবেনা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

পাজ্জি তার আসন্ন দুর্দিনের জন্য বিমর্ষ চিত্তে অপেক্ষা করছে। ঠিক তখনই সে ফ্লোরেন্সের স্কলারদের মাঝে বিখ্যাত ড. ফেলের দেখা পায়...

রিনালদো পাজ্জি পালাজ্জো ভেচ্চিওর সিঁড়ি মাড়িয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। তার অধীনস্থরা অবশ্য সম্মানের উচ্চ শিখরে থাকা পাজ্জির চেয়ে ডুবতে থাকা হতাশ পাজ্জিকে দেখেই বরঞ্চ বেশি খুশি হবে। পাথর দিয়ে বাঁধানো সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে নিজের জুতোর প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল সে। ফ্রেস্কো আঁকা দেয়াল পার হওয়ার সময় তার চারপাশে থাকা বিখ্যাত চিত্রকর্মগুলো তার নজরেই পড়ল না। পাঁচশ বছর আগে এই সিঁড়ি দিয়েই তার পূর্বসূরিদের রক্তাক্ত অবস্থায় ঘষটিয়ে ঘষটিয়ে নিচে নামানো হয়েছিল।

ল্যান্ডিংয়ের সামনে সে ঘাড় সোজা করে দাঁড়াল। ফ্রেস্কোতে আঁকা লোকগুলোর দিকে অনেকটা জোর করেই তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে–অনেককেই তার পরিচিত মনে হলো।তার মাথার ঠিক উপরের স্যালন অফ লিলিতে চলমান বিবাদ সে এখান থেকেই শুনতে পাচ্ছে। উফিজি গ্যালারি আর বেলে আর্টে কমিশনের ডিরেক্টরদের জয়েন্ট মিটিং চলছে সেখানে।

পালাজ্জো কাপ্পোনির কিউরেটরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না–এটাই এখানে পাজ্জির আসার মূল কারণ। সবার ধারণা, কিউরেটর টাকাপয়সা কিংবা কোনো মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছে। পালাজ্জো ভেচ্চিওতে গভর্নিং বডির গত চারটা মাসিক মিটিংয়ে সে অনুপস্থিত ছিল।

এ ঘটনা তদন্ত করতেই পাজ্জিকে পাঠানো হয়েছে। চিফ ইন্সপেক্টর পাজ্জি মিউজিয়াম বম্বিংয়ের সময় এই সাদা চামড়ার ডিরেক্টরদের কড়া ভাষায় কথা শোনায়। আর আজকে তাদের কাছেই সে কিউরেটরের লাভলাইফের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করার জন্য এসেছে। পাজ্জির কাছে এ বিষয়ে আগাম কোনো তথ্য নেই।

দুই কমিটির লোকদের মধ্যে তর্কাতর্কি রেষারেষি চলছে। বছরের পর বছর ধরে মিটিংয়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ভেন্যুর ব্যাপারে তারা কখনও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এতটাই যে, একপক্ষের অফিসে অন্যপক্ষের লোক যাওয়ার কথা কেউ কখনও কল্পনাও করতে পারে না। তারা এর চেয়ে পালাজ্জো ভেচ্চিওর নয়নাভিরাম স্যালন অফ লিলিতে দেখা করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। মিটিংপ্লেস হিসেবে এ জায়গা ছাড়া অন্য কোনো জায়গা

BanglaBook.org

নির্বাচন করতে তারা আগ্রহি না। পালাজ্জো ভেচ্চিওর সংস্কারকাজ চলছে। অনেক শিল্পকর্ম কাপড় দিয়ে ঢাকা।

পাজ্জির পুরনো স্কুলমেট প্রফেসর রিকি স্যালনের বাইরে হলে দাঁড়িয়ে আছে। ধুলোবালির অ্যালার্জি আছে তার। প্লাস্টার ডাস্টের সামনে দাঁড়ানোয় একের পর এক হাঁচি দিয়ে যাচ্ছিলো সে। হাঁচির বহর তুলনামূলক কমে এলে সে পাজ্জির দিকে তাকালো।

"তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে তারা আবার শুরু করেছে," রিকি বলল। "আগের মতোই তারা তর্ক-বিবাদে ব্যস্ত। তুমি নিখোঁজ কাপ্পোনি কিউরেটরের জন্য এসেছো? এখন ওরা তার জবের পেছনে লেগেছে। সগলিয়াতো তার ভাতিজার জন্য জবটা চায়। কিন্তু স্কলাররা নতুন সাময়িক কিউরেটরের ওপর সন্তুষ্ট। তার নাম ড. ফেল। ওকে কয়েকমাস আগে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তারা তাকে রাখতে চায়।"

পকেটে টিস্যু খুঁজতে থাকা রিকিকে পেছনে ফেলে পাজ্জি সামনে এগিয়ে গেল। প্রাগৈতিহাসিক চেম্বারে ঢুকলো সে, চেম্বারের সিলিংয়ে গোল্ডলিলির কারুকার্য শোভা পাচ্ছে। দুইপাশের দেয়ালে ঝুলতে থাকা কাপড়গুলো শব্দের তীব্রতা কিছুটা হলেও কমাচ্ছে।

স্বজনপ্রীতি দেখানো লোকটার নাম সগলিয়াতো। সে তার উচ্চস্বর দিয়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে রেখেছে। "কাপ্পোনির প্রতিনিধিরা ত্রয়োদশ শতক থেকেই কাপ্পোনির মর্যাদা ধরে রেখেছে। ড. ফেলের হাতে, আই মিন একজন নন-ইতালীয় লোকের হাতে দান্তে অলিঘিয়েরির একটা নোট দিলে সে কি তা চিনতে পারবে? আমার মনে হয় না। মধ্যযুগের ইতালীয় ভাষা বলার দক্ষতা তার আছে কিনা সেজন্য তাকে যাচাই করতে তোমরা তার পরীক্ষা নিয়েছো। আমি অস্বীকার করছি না, একজন বিদেশি হয়েও সে বেশ ভালোই বলতে পারে।

কিন্তু সে কি রেনেসাঁ পূর্ববর্তি বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিদের ব্যাপারে জানে? কি হবে যদি কাপ্পোনি লাইব্রেরিতে থাকা গাইদো ডি ক্যাভালকান্টির কোনো নোট তার চোখে পড়ে? সে কি তা চিনতে পারবে? আমার সেটা মনে হয় না। আপনার এ নিয়ে কিছু বলার আছে, ড. ফেল?"

রিনালদো পাজ্জি তার চোখ দিয়ে পুরো রুম ফালাফালা করেও ড. ফেলের খোঁজ পেল না। ঘন্টাখানেক আগেই সে ড. ফেলের ছবি দেখেছিল। তাকে দেখতে না পাওয়ার কারণ, সে বাকিদের সাথে বসা অবস্থায় নেই। পাজ্জি কণ্ঠস্বর শুনে তার অবস্থান চিহ্নিত করল।

জুডিথ আর হলোফেরেন্স এর ব্রোঞ্জমূর্তির পাশে সগলিয়াতো আর বাকিদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজকের দিনের মূল আকর্ষণ।

BanglaBook.org

কোনো নড়াচড়া না করেই ড. ফেল কথা বলা শুরু করল।

সবাই অনেকটা অবাক হয়ে গেল। কণ্ঠটা কোথা থেকে আসছে?

জুডিথের মুখ থেকে! যে কিনা মদ্যপ রাজাকে আঘাত করার জন্য তলোয়ার উঁচিয়ে রেখেছে। নাকি হলোফেরেন্স! যার চুল মুঠি করে টান দিচ্ছে অন্য কেউ।

নাকি ড. ফেল! দোনাতেলোর ব্রোঞ্জমূর্তির পাশে স্থির দাঁড়িয়ে আছে যে। তার কণ্ঠ অনেকটা লেজারের মতো, গুনগুন আওয়াজ নিমেষে ভস্ম করে দিল সেটা। সবাই চুপ হয়ে গেল।

"ক্যাভালকান্টি জনসমক্ষে দান্তের প্রথম সনেট 'লা ভিটা নোভা'র জবাব দিয়েছিল। এই সনেটে দান্তে তার প্রেয়সীকে নিয়ে দেখা অদ্ভুত স্বপ্নের ব্যাপারে লিখেছিলেন। হয়তো ক্যাভালকান্টি ব্যক্তিগতভাবেও উত্তরটা দিতে পারেন। যদি সে কোনো কাপ্লোনিকে লিখে থাকেন, তাহলে তা আন্দ্রে- ই হবেন। কারণ অন্যান্য ভাইদের তুলনায় তিনিই সাহিত্য তুলনামূলক ভালো বোঝেন।"

ড. ফেল তার চেহারা ধীরে ধীরে সবার সামনে উন্মুক্ত করলেন। সবাই একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু সে বলতে থাকল, "আপনি কি দান্তের প্রথম সনেটের ব্যাপারে জানেন, প্রফেসর সগলিয়াতো? জানেন আপনি? এটা ক্যাভালকান্টিকে মুগ্ধ করেছিল। এটা আসলেই মুগ্ধ করার মতো। একটা অংশে বলা আছে-"

রাতের প্রহর গেল পেরিয়ে
যখন তারাগুলো তাদের আলো দেয় বিলিয়ে
ভালবাসা যখন হঠাৎ এল কাছে
এখনও যা আমি খুঁজে বেড়াই স্মৃতির আড়াল থেকে
আমার সত্ত্বা আমার হৃদয়কে করল ধারণ
হাতে নিল তা, সযতনে রাখল বাহুডোরে
প্রেয়সী আমার ঘুমিয়ে আছে তুলোর আবরণে
সেই সত্ত্বা জাগিয়ে তুলল তাকে, দাঁড়াল সামনে
প্রতিদান হিসেবে হৃদয়কে ছুঁড়ে ফেলা হলো পুড়িয়ে
আমার সত্ত্বা আমারই কাছ থেকে নিল বিদায় অশ্রুসিক্ত নয়নে

দান্তে তার গ্রন্থ 'Vulhgari Eloquentia'তে চমৎকারভাবে ইতালির আঞ্চলিক ভাষাকে ব্যবহার করেছেন।

রগচটা ফ্লোরেন্টাইনসরাও ড. ফেলের বলা দান্তের লেখার অংশবিশেষ

BanglaBook.org

অগ্রাহ্য করতে পারল না। প্রথমে তালি বাজল, তারপর অশ্রুসজল চোখে সবাই ড. ফেলকে পালাজ্জো কাপ্পোনির মাস্টার হিসেবে স্বীকৃতি দিল, সগলিয়াতোর মতামতকে গুরুত্ব না দিয়েই। এই বিজয় যদি ডক্টরকে খুশি করে থাকে, তাহলে সেটা পাজ্জি বুঝে উঠতে পারল না, কারণ ডক্টর আবার তার মুখ উল্টো দিকে ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সগলিয়াতো চুপ রইলেন না।

"সে যদি দান্তের ব্যাপারে একজন এক্সপার্ট হয়ে থাকে, তাহলে তাকে স্টাডিওলোর কাছে দান্তের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে লেকচার দেয়ার আহবান করা হোক।"

সগলিয়াতো এমনভাবে কথাটা বললেন, যেন ডক্টরকে রিমান্ডে নেয়ার আবেদন করা হয়েছে।

"কোন প্রিপারেশন ছাড়াই তাকে সামনের শুক্রবার স্টাডিওলোর মুখোমুখি করা হোক।"

সুসজ্জিত ব্যক্তিগত পাঠাগারের নামে নাম রেখে যাত্রা শুরু করা এই গ্রুপ 'স্টাডিওলো' ট্যালেন্টেড স্কলারদের নিয়ে গঠিত। এরা অনেক লোকের একাডেমিক সুনাম ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। প্রায়ই এরা পালাজ্জো ভেচ্চিওতে মিটিংয়ে একত্রিত হয়। এদের জন্য প্রস্তুতি নেয়াটা গ্রহণযোগ্য হলেও, তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নেয়া অনেকটা সুইসাইড করার মত। সগলিয়াতোর চাচা এই প্রস্তাবে হ্যা সূচক মাথা নাড়ল–শ্যালক ভোটের আবেদন করল, আর তার বোন সবকিছু রেকর্ড করল। সভায় সেটা পাশ হয়ে গেল। ড. ফেলের অ্যাপয়েন্টমেন্ট চিঠি গ্রহণ করা হলেও সেটা বলবৎ করার জন্য স্টাডিওলোকে সন্তুষ্ট করার মত অসাধ্য কাজ সাধন করতে হবে তাকে।

কমিটি পালাজ্জো কাপ্পোনির জন্য নতুন কিউরেটর পেয়ে গেল। পুরনো কিউরেটরের জন্য কেউ দুঃখ প্রকাশও করল না। হতাশ পাজ্জি সেই পুরনো কিউরেটরের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ পেল এতক্ষণে।

যেকোনো ভালো ইনভেস্টিগেটরের মতো সেও ভাবতে লাগল, পুরনো কিউরেটর নিখোঁজ হলে সবচেয়ে বেশি লাভবান কে হবে? আগের কিউরেটর নিয়মমাফিক জীবনযাপন করা একজন সম্মানিত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিয়ে করেননি। সেভিংস ছিল খুবই অল্প। তার সম্বল ছিল তার জব, আর পালাজ্জো কাপ্পোনির অ্যাটিকে থাকার সুবিধা, ব্যস এটুকুই।

ফ্লোরেন্টাইন ইতিহাস এবং পুরনো ইতালিক সভ্যতা নিয়ে বোর্ডের করা বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয়ায় চাকরি পায় ড. ফেল। পাজ্জি তার দিকে নজর দিল। ফেলের অ্যাপলিকেশন ফর্ম আর ন্যাশনাল হেলথ অ্যাফিডেভিট চেক করে এসেছিল সে।

বোর্ড মেম্বাররা বের হওয়ার জন্য যখন তাদের ব্রিফকেস প্যাক করছিল,

তখন পাজ্জি ফেলের দিকে এগিয়ে গেল।

"ড. ফেল?"

"জি, অফিসার?"

নতুন কিউরেটর কিছুটা খাটো এবং তার চুলগুলো মসৃণ। তার চশমার লেন্সের ওপরের অংশ ধোঁয়াটে। কালো ফ্রেমটায় তাকে সুন্দর মানিয়েছে।

"আমি ভাবছিলাম, আপনার আগেরজনের সাথে আপনার পরিচয় আছে কিনা?" অভিজ্ঞ পুলিশ হিসেবে সে ফেলের চেহারায় ভয়ের ছিটেফোঁটাও আছে কিনা, তা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

ড. ফেলকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে সে ভয়ের বদলে শান্ত সৌম্য একজন কিউরেটরকে পেল।

"আমার সাথে তার কখনও দেখা হয়নি। ন্যুভা অ্যান্টোলজিয়ায় তার কয়েকটা মনোগ্রাফ আমি পড়েছিলাম।"

ড. ফেলের শব্দচয়ন তার আবৃত্তির মতোই পরিস্কার। বলার ভঙ্গি থেকে পাজ্জি কোনোকিছু ঠাহর করতে পারল না।

"ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশনে আসা অফিসাররা যেকোনো নোট, যেমন–ফেয়ারওয়েল নোট বা সুইসাইড নোটের খোঁজে এসে এমন কিছুই পায়নি। যদি আপনি এরকম কিছু খুঁজে পান, পার্সোনাল যেকোন কিছু–হোক সেটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, আমাকে তাহলে ফোন করবেন।"

"অবশ্যই, অফিসার পাজ্জি।"

"তার জিনিসপত্রগুলো কি এখনও পালাজ্জোতে?"

"সেগুলো দুটো স্যুটকেসে রাখা আছে। সাথে একটা লিস্টও আছে।"

"আমি কাউকে পাঠাব...না, আমিই এসে সেগুলো নিয়ে যাব।"

"তাহলে আগে আমাকে কল করবেন, অফিসার। আপনি আসার আগে আমি সিকিউরিটি সিস্টেম উঠিয়ে নেব, তাহলে আপনার সময়ও বাঁচবে।"

লোকটা অতিরিক্ত শান্ত। তার আমাকে কিছুটা হলেও ভয় পাওয়া উচিত। উল্টো সে আমি আসার আগে তাকে ফোন দিতে বলছে!

কমিটি পাজ্জির বর্তমান স্ট্যাটাস সম্পর্কে ভালোমতোই অবহিত। এ নিয়ে পাজ্জির কিছুই করার নেই, কারণ এটা তার নিজের নিয়ন্ত্রণে না। আর এখন এই লোকের ওপরও সে নিজের জোর খাটাতে পারছে না।

"ড. ফেল, আপনাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি?"

"ডিউটির খাতিরে আপনি তা করতে পারেন।"

"আপনার বামহাতের পেছন অংশে একটা নতুন ক্ষতের দাগ দেখা যাচ্ছে।"

"এবং আপনার হাতে একটা ওয়েডিং রিং।"

BanglaBook.org

ড. ফেল হাসল। তার দাঁতগুলো ছোট ছোট, সাদা। পাজ্জি অবাক হয়ে গেল। পাজ্জির কাছে ব্যাপারটা অপমানজনক মনে হওয়ার আগেই ডক্টর তার অভিযুক্ত হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। "কারপাল টানেল সিনড্রোম। অতীত খুব বিপজ্জনক একটা বিষয়, অফিসার।"

"এখানে কাজ করতে আসার সময় আপনার ন্যাশনাল হেলথ ফর্মে এর ব্যাপারে কিছু লেখেননি।"

"আমার মতে, এ ব্যাপারে লেখাটা তখনই যুক্তিসঙ্গত হত, যদি এর জন্য আমাকে ডিজঅ্যাবিলিটি পেমেন্ট দেয়া হতো। আমি তো সেটা পাচ্ছি না। আর আমি ডিজঅ্যাবলও নই, অফিসার।"

"সার্জারিটা কি ব্রাজিলে করা হয়েছে? আপনার জন্মস্থানে?"

"এটা ইতালিতে করা হয়নি। ইতালির সরকারের কাছ থেকে আমি কিছুই পাইনি," ড. ফেল বলল।

কাউন্সিল রুমে তারাই শেষ দুজন ছিল। পাজ্জি দরজার কাছাকাছি চলে আসলে পেছন থেকে ফেল ডাকলো, "অফিসার পাজ্জি?"

লম্বা জানালার সামনে ড. ফেলকে কালো সিলোটের মতো লাগছে। তার পেছনে কিছুটা দূরে থাকা ড্যুমো ওপরের দিকে উঠে গেছে।

"হ্যা, বলুন।"

"আমার মনে হয় আপনি পাজ্জিদের বংশধর। আমি কি ঠিক বলেছি?"

"হ্যা। আপনি কিভাবে জানলেন?"

পাজ্জির মনে হলো,কোন পেপারে সাম্প্রতিক সময়ে তার নামে রটানো বদনামের কল্যাণে ফেল তাকে চিনতে পেরেছে।

"ডেললা রবিয়া রন্ডেলসের আঁকা একটা প্রতিকৃতির সাথে আপনার কিছুটা মিল পাওয়া যায়। সান্তা ক্রুসে আপনাদের পারিবারিক চ্যাপেলে সেই প্রতিকৃতিটা আছে।"

"আহ, ওটা আন্দ্রে ডি পাজ্জি, জন ডি পাজ্জি হিসেবেই যিনি সমধিক পরিচিত।" তার চেহারায় কিছুটা হাসি ফুটে উঠল।

ড. ফেলকে কাউন্সিল রুমে একলা রেখে যাওয়ার সময় পাজ্জির শুধু একটা জিনিসই মনে হয়েছিল, 'অতিরিক্ত শান্ত'।

এই শান্ত স্বভাবের ব্যবচ্ছেদ সে শীঘ্রই করবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

কিছু জিনিস আমাদের ক্রোধের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। তাই খারাপ কিছুর ব্যাপারে সম্যক ধারণা আমাদের থাকা দরকার। কোন জিনিস আমাদের অবচেতন মনকে হঠাৎ সচকিত করে তোলে? ফ্লোরেন্সে সেই জিনিসটা হলো ভয়ঙ্কর টর্চার ইন্সট্রুমেন্টের প্রদর্শনী। এখানেই রিনালদো পাজ্জি ড. ফেলের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ পেল।

ফোর্তে দ্য বেলভার্দেতে করা এই প্রদর্শনীতে বিশটারও বেশি ক্লাসিক টর্চার ইন্সট্রুমেন্ট যথাযথ বিবরণসহ জনসাধারণের সামনে উন্মুক্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে উত্তেজনা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ফোর্তে দ্য বেলভার্দে ষোল শতকের মেডিসি দূর্গ হিসেবে পরিচিত। এটা শহরের দক্ষিণ অংশের দেয়াল হিসেবে কাজ করছে।

এই প্রদর্শনীর সময়কাল এক মাস হলেও তা ছয়মাস ধরে চলছে। এত মানুষের ভিড় হচ্ছে যে, পিট্টি প্যালেস মিউজিয়ামকেও ছাড়িয়ে গেছে সেটা।

এই এক্সিবিশনের উদ্যোক্তারা হলেন দুজন ট্যাক্সিডার্মিস্ট। এদের সোসাইটি থেকে বিতাড়িত করা হয় তাদের বানানো অ্যানিমাল ট্রফির ভেতরের মাংস খেয়ে ফেলার অপরাধে। প্রদর্শনীর বদৌলতে তারা লাখপতি হয়ে গেছে। তাদের এই অর্থনৈতিক সাফল্যের প্রমাণস্বরূপ তারা নতুন টুক্সেডো পরে তাদের শো নিয়ে ইউরোপ ট্যুরে বের হয়েছে।

বেশিরভাগ ভিজিটরই ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা। তারা জোড়ায় জোড়ায় যেত–প্রদর্শনী অতিরিক্ত সময় খোলা থাকার ফায়দা নিত তারা। শারীরিকভাবে কষ্ট দেয়ার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ডিভাইস দেখতো আর সেগুলোর ইতিহাস, কিভাবে সেগুলো ব্যবহার করতে হয়–সেসব পড়তো তারা। ড্যুরার এবং অন্যান্যদের দেয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যা, বিভিন্ন সমসাময়িক ডায়েরি–এগুলো দেখতে আসা মানুষদের জানার খোরাক মেটাতো।

একটা প্ল্যাকার্ডে লেখা:

ইতালীয় রাজপুত্ররা বন্দিদের মাটিতে শুইয়ে লোহার চাকা দিয়ে মেরে হাত-পা ভাঙত। তারপর সেই চাকার সাথে পা বেঁধে রাখতো। নর্দার্ন ইউরোপে জনপ্রিয় প্রক্রিয়া ছিল চাকার সাথে বেঁধে চাবুক মারা, আয়রন বার দিয়ে পিটানো, অতঃপর সেই চাকার স্পোকের সাথে হাত পা দড়ি দিয়ে বাঁধা–বাঁধার কাজ শেষ হলে সেই হাতপা ভেঙে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার করা আর মাথা এবং দেহের বাকি থাকা অংশ চাকার মাঝের অংশের সাথে বাঁধা।

BanglaBook.org

শেষের প্রক্রিয়াটা বীভৎসতার দিক থেকে এগিয়ে থাকলেও এমন নির্যাতনে অস্থিমজ্জার অংশ হার্টে চলে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়।

হিংস্রতার দিক থেকে টর্চার ইন্সট্রুমেন্টের আবেদন কোনো অংশেই কম নয়। কিন্তু হিংস্রতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ আয়রন মেইডেন কিংবা ধারালো কোনো অস্ত্রের মধ্যে ফুটে ওঠে না। বরং তা তা ফুটে উঠছে ভিড়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে।

পাথরের ফলকনির্মিত এই আধো অন্ধকার ঘরে ঝুলতে থাকা খাঁচার ঠিক নিচে ড. ফেল দাঁড়ানো। ফেস এক্সপ্রেশনের মাস্টার তার স্কার থাকা হাতে চশমা ধরা, তার ঠোঁটের সাথে ইয়ারপিসের একটা অংশ লাগানো। ভিজিটরদের আসতে দেখে তার চেহারায় আনন্দের স্ফুলিঙ্গ ফুটে উঠল।

রিনালদো পাজ্জি তাকে দেখলো সেখানে।

দ্বিতীয় দফায় ফালতু কাজের জন্য ডিউটি দিতে পাজ্জির এখানে আসা। পাজ্জির নিজের চুল ছিঁড়তে মন চাইলো। তার বউয়ের সাথে আজকে তার ডিনার করার কথা ছিলো। কিন্তু ডিনারের বদলে তাকে এ ভিড়ের মধ্যে পাঠানো হলো মন্সটার অফ ফ্লোরেন্সের ব্যাপারে ওয়ার্নিং জারি করার জন্য, যাকে সে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। ওয়ার্ল্ডওয়াইড ওয়ান্টেডদের পোস্টারের সাথে এরকম একটা ওয়ার্নিং পোস্টার তার নিজের ডেস্কে তার ঊর্ধ্বতনরা রেখে গিয়েছিল।

ট্যাক্সিডার্মিস্টরা রিসিপশনে বসে বসে তাদের সাফল্য দেখছিল। ভয়ের মাত্রা আরেকটু বাড়িয়ে দেয়ার জন্যই তারা পাজ্জিকে বলল নিজের হাতে পোস্টারগুলো লাগিয়ে দিতে। তাদের কেউই একজন আরেকজনকে ক্যাশবক্সে একা রেখে পোস্টারের কাজে হাত লাগাতে চাচ্ছে না। কিছু স্থানীয় লোক পাজ্জিকে চিনতে পারলো আর ভিড়ের মধ্যে কানাঘুষা করতে লাগলো তাকে নিয়ে।

এক্সিটের শেষ অংশে বুলেটিন বোর্ডে নীল রঙের পোস্টারে আঁকা 'তাকিয়ে থাকা একচক্ষু'-এর চারপাশে পিন লাগালো পাজ্জি। কারণ এ জায়গায় লাগালে তা মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করবে। লাগানোর পর ওপরে থাকা পিকচার লাইটটা জ্বালিয়ে দিল সে। এক্সিটের দিকে কাপলদের যাওয়ার সময় ভয় পাওয়া আর পরস্পরের হাত শক্ত করে ধরে রাখার ব্যাপারটা পাজ্জির নজর এড়ালো না। এমন কোনো ঘটনা ঘটুক, আর কোনো রক্ত ঝরুক, রক্তরঞ্জিত ফুলশয্যার খোঁজ পাওয়া যাক-সে তা চায় না।

ড. ফেলের সাথে কথা বলতে চাইছিলো পাজ্জি। পালাজ্জো কাপ্পোনি এখান থেকে খুব কাছে হওয়ায় তার জন্য কিউরেটরের জিনিসগুলো নিয়ে যাওয়া সুবিধাজনক হবে। কিন্তু বুলেটিন বোর্ডের কাজ শেষ করে সে ডক্টরকে

BanglaBook.org

আর দেখতে পেল না। এক্সিটের দিকে ভিড়ের মধ্যেও তাকে খুঁজে পেল না পাজ্জি। ডক্টর যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এখন শুধু পাথরের দেয়াল আর একটা স্টারভেশন কেজ দেখা যাচ্ছে। সেই খাঁচায় নিষ্ঠুরতার প্রতীক হিসেবে পড়ে আছে একটা কঙ্কাল।

পাজ্জি বিরক্ত হলো মনে মনে। ভিড়ের মধ্যে মিশে সে বাইরে গেল। কিন্তু ফেলকে কোথাও খুঁজে পেল না।

এক্সিটে থাকা গার্ডরা পাজ্জিকে চিনতে পারল। তাই সে যখন এক্সিট দিয়ে আবার ভেতরে ঢুকলো তখন তারা কিছু বলল না। আঁধারে মোড়া পথ পেরিয়ে আবার ফোর্তে দ্য বেলভার্দেতে ঢুকল সে। চারপাশ ঘেরা নিচু দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। আর্নো নদী বরাবর উত্তর দিকে তাকাল। প্রাচীন ফ্লোরেন্স তার চোখের সামনে, ড্যুমোর কুঁজো হয়ে থাকা কাঠামো, আলোয় উদ্ভাসিত পালাজ্জো ভেচ্চিও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা পাজ্জির আছে। তার শহর তাকে ধোঁকা দিয়েছে।

পাজ্জির পিঠে শেষ আঘাত হেনেছিল আমেরিকান এফবিআই, তারা প্রেসে এই বক্তব্য দেয় যে, পাজ্জি যাকে অ্যারেস্ট করেছে, ইল মোস্ত্রোর এফবিআই প্রোফাইল তার সাথে মোটেও ম্যাচ করে না। লা নাজিওন পত্রিকায় এটাও বলা হয়েছে, প্রমাণ ছাড়াই পাজ্জি টোকাকে জোরপূর্বক জেলহাজতে প্রেরণ করেছে।

শেষবার যখন পাজ্জি আমেরিকায় ইল মোস্ত্রোর পোস্টার লাগিয়েছিল তখন সেটা তার জন্য একটা গর্বের বিষয় ছিল। বিহ্যাভিওরাল সায়েন্সের বুলেটিন বোর্ডে আমেরিকান এফবিআই এজেন্টদের অনুরোধে সে তা লাগিয়েছিল এবং তাতে সাইনও করেছিল। তারা পাজ্জির প্রশংসা করেছিল, দাওয়াত দিয়েছিল, কৃতিত্বস্বরূপ ম্যারিল্যান্ডে সে আর তার ওয়াইফ গেস্ট হিসেবে যায়।

প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রাচীন শহরের দিকে তাকিয়ে সে পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করছিল। চিজাপেকের সমুদ্রের বাতাসের ঘ্রাণ তার নাকে এলো। সে কল্পনায় তার প্রেয়সীকে নতুন সাদা স্নিকার্স পায়ে সমুদ্রতীরে হাঁটতে দেখল।

কোয়ান্টিকোতে বিহ্যাভিওরাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে ফ্লোরেন্সের একটা ছবি ছিল। কৌতুহলের বশেই সে সেই ছবিটা দেখে। ছবিতে ফ্লোরেন্সের যে ভিউটা সে দেখেছিল তা ঠিক এখন সে যা দেখছে সেটার মতই। বেলভার্দে থেকেই সবচেয়ে ভালো ভিউ পাওয়া যায় ফ্লোরেন্সের। তবে রঙের দিক থেকে ছবিদুটোর মধ্যে পার্থক্য ছিল। ওটা ছিল পেন্সিল ড্রয়িং, কয়লা দিয়ে ছবিটার শেড দেয়া হয়েছিল। ড্রইংটা একটা ফটোগ্রাফের পেছনে ছিল–অনেকটা ব্যাকগ্রাউন্ডের মতো। আর ফটোগ্রাফটা ছিল আমেরিকান সিরিয়াল মার্ডারার

BanglaBook.org

ড. হ্যানিবাল লেকটারের, হ্যানিবাল দ্য ক্যানিবাল নামেই যে বেশি পরিচিত। লেকটার তার স্মৃতিশক্তি ব্যবহার করেই ফ্লোরেন্সের ছবিটা আঁকে। জেলখানার অন্ধকারাচ্ছন্ন সেলের দেয়ালে লাগানো ছিল সেটা।

পাজ্জির মাথায় হঠাৎ এই খেয়াল কেন এল সে জানে না। ছবি দুটো মেলানোর চেষ্টা করল সে। তার সামনে থাকা ফ্লোরেন্সের আসল রূপ এবং সেই ড্রইং যা সে দেখেছিল। কয়েক মিনিট আগে ইল মোস্ত্রোর পোস্টার লাগানো পাজ্জির মাথায় তার অফিসে থাকা ম্যাসন ভার্জারের পোস্টারের কথা মনে পড়ে গেল। পোস্টারটাতে লেকটারকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য অনেক বড় অ্যামাউন্টের একটা পুরস্কার আর একটা ক্লু দেয়া ছিল।

'ড. লেকটারের বাম হাতে পাঁচটার পরিবর্তে ছয়টা আঙুল আছে–যাকে মেডিকেল ভাষায় পলিডাক্টাইলি বলা হয়। এই কেস অনেক রেয়ার আর সহজে চোখে পড়ার মতো। লেকটারকে তাই সেটা লুকানোর জন্য সার্জারি করাতে হতে পারে।"

ড. ফেল তার মুখের সামনে স্কার থাকা বাম হাতে চশমা ধরে রেখেছিল!

হ্যানিবাল লেকটারের সেলে ফ্লোরেন্সের পরিস্কার ভিউয়ের একটা স্কেচ!

তার মাথায় এই আইডিয়াটা কেন এল?–সে ফ্লোরেন্সকে তার চোখের সামনে এভাবে দেখতে পেয়েছিলো বলে, নাকি চিজাপেকের লবণ সোঁদা পানির গন্ধ নাকে লেগেছিল বলে, সে তা জানে না। এগুলো কি তাকে কিছু ইঙ্গিত করছে? ভিজ্যুয়াল পাওয়ার ব্যবহার করা পাজ্জি দুটো ঘটনার মধ্যে মিল খোঁজার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আদৌ কি কোনো সম্পর্ক আছে এই দুটো ঘটনার মধ্যে!

তবে কি...

হ্যানিবাল লেকটার ফ্লোরেন্সে পালিয়ে এসেছে? হ্যানিবাল লেকটারই কি ড. ফেল!

রিনালদো পাজ্জির ভেতরের সত্ত্বা তাকে বলছে, সে হয়তো তার বর্তমান মানসিক দুরাবস্থার কারণে পাগল হয়ে গেছে। তার অস্থিতিশীল মন হয়তো বৃথাই ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

চিন্তাভাবনার জগত থেকে সে যখন বাস্তব জগতে ফিরে এল, তখন সে নিজেকে রেনেসাঁ গেটের সামনে আবিষ্কার করল–যা কিনা বেলভার্দে আর কোস্টা ডি সান জর্জিওর মাঝামাঝি অবস্থিত। এতদূর সে কিভাবে এল তা তার মনে নেই। সরু সড়কটি সোজা আধমাইল দূরে ফ্লোরেন্সের কেন্দ্র বরাবর চলে গেছে। খাড়াপথ দিয়ে তার ফেলা প্রতিটি পদক্ষেপ যেন সে নিজে নয়, অন্য কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে। অনেক দ্রুত হাঁটছে সে, ড. ফেলের চেয়ে নিজেকে সে এগিয়ে রাখতে চায়। অর্ধেক রাস্তা পার করে সে কোস্টা সারপাকসিয়ার

BanglaBook.org

ঢালু পথ বেয়ে নামা শুরু করল। এই পথ নদীর কাছাকাছি ভিয়া ডি বার্ডিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। আর ওখান থেকে অল্প দূরেই পালাজ্জো কাপ্পোনি।

ঢালুপথ বেয়ে নেমে আসা পাজ্জি পালাজ্জোর অন্যপাশে একটা অ্যাপার্টমেন্টের প্রবেশপথের সামনে দাঁড়াল, যাতে একটু আড়ালে থাকতে পারে। কেউ দেখে ফেললে সে কলিংবেল প্রেস করার ভান করবে।

পালাজ্জোটা অন্ধকারে ঢাকা ছিল। পাজ্জি তার সামনে থাকা ডাবল ডোরের ওপর সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরার রেডলাইট দেখতে পেল। সে বুঝতে পারল না এটা কখন কাজ করে। কেউ বেল টিপলে তখন? নাকি সবসময়? ক্যামেরাটা এন্ট্রান্সের পুরোটা কাভার করছে। ভেতরের লোকজন তাকে দেখতে পারবে।

সে আধঘণ্টা অপেক্ষা করল। নিজের শ্বাস ছাড়া অন্য কোনো শব্দ সে শুনতে পেল না। কিন্তু ডক্টরের দেখা পেল না সে। হয়তো সে লাইট বন্ধ করে ভেতরে বসে আছে।

রাস্তা একদম খালি। পাজ্জি অন্যপাশে চলে এল এবং ঠিক পালাজ্জোর দেয়ালের সামনে দাঁড়াল। সে মৃদু একটা সুর শুনতে পেল, খুবই মৃদু। সুরটা শোনার জন্য শীতল উইন্ডো বারগুলোর দিকে সে তার মাথা বাড়িয়ে দিল। ব্যাকস গোল্ডবার্গের একটা ভ্যারিয়েশন শুনতে পেলো সে।

পাজ্জি ভাবল, তার আরও অপেক্ষা করা উচিত। দ্রুত কোনো কাজে হাত দেয়ার আগে তার নিজের পরিকল্পনাটা আরেকটু গুছিয়ে নেয়া উচিত। সে আবারও বোকার পাত্র হতে চায় না। আবার আড়ালে চলে গেল পাজ্জি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

খ্রিস্টান বীর সান মিসটেট তার কাটা মাথা ফ্লোরেন্সের রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটারের বালু থেকে তুলে তার বাহুর নিচে ধরে নদী বরাবর পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল–যেখানে তার বিখ্যাত সমাধিসৌধ অবস্থিত। ঐতিহাসিকরা এমনটাই বলে থাকেন।

সান মিসটেটের শরীর, হোক সেটা জীবিত বা মৃত–প্রাচীন সেই সড়ক দিয়ে নিজেকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা ঠিক এই সড়কের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছি–ভিয়া দ্য ব্যাটল বলে যেটা সবাই চেনে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাস্তায় একটা জনমানবও নেই। শিশিরে ভেজা পাথরগুলো চকমক করছে। পাথরগুলো রৌদ্রের তাপে তখনও কিছুটা গরম। ছয়শ বছর আগে বানানো প্রাসাদগুলোর সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখন। প্রাসাদগুলো রেনেসাঁ যুগে ফ্লোরেন্সের ধনী ব্যবসায়ী, রাজাদের পেছনে টাকা ঢালা কোটিপতিদের বানানো। আর্নো নদী থেকে অল্প দূরত্বে থাকা এই জায়গাটা দুটো কারণে বিখ্যাত। এক–সন্ন্যাস সাভোনারোলাকে এখানেই রাজাদের হিংস্রতার বলী হতে হয়। তাকে ফাঁস দিয়ে মেরে ফেলে তারপর পোড়ানো হয়েছিল। আর দুই–এখানে উফিজি মিউজিয়াম অবস্থিত।

পারিবারিক রাজপ্রাসাদগুলো পুরনো সড়কে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে। আধুনিক ইতালির আমলাতন্ত্রের চাপে প্রাসাদগুলোর গৌরব এখন ঢাকা পড়ে গেছে। বাইরে থেকে প্রাসাদের স্থাপত্যশৈলী অনেকটা জেলখানার মতো। কিন্তু ভেতরে বিশাল আয়তনের জায়গা ধারণ করে আছে প্রাচীন পুরাকীর্তিগুলো। এখানে বিশাল বিশাল সাইলেন্ট হল আছে যাদের কেউ কখনও দেখেনি। এই হলগুলো মরচে দাগ লেগে থাকা সিল্কের কাপড়ে ঢাকা। বছরজুড়ে নামিদামি আর্টিস্টদের শিল্পকর্ম এইসব কাপড়ের আড়ালে ছিলো। অবশেষে তাদের উন্মোচন করা হয়েছে।

তোমার পাশে এটা হলো পালাজ্জো অফ দ্য কাপ্পোনি। কাপ্পোনি ফ্যামিলি প্রায় হাজার বছর ধরে টিকে ছিল। এরাই এক ফরাসি রাজার আলটিমেটাম দেয়া কাগজ রাজার সামনেই ছিঁড়ে ফেলে, আর একজন পোপ নিযুক্ত করে।

আয়রন গেটের পেছনে পালাজ্জো কাপ্পোনির জানালাগুলো আঁধারাচ্ছন্ন। টর্চ রিংগুলো খালি। পুরনো কাঁচে বুলেটের গন্ধ, সেই ১৯৪০ সালের। সামনে এগোও। মাথাটা সামনে বাড়িয়ে লোহার গেটে কান পেতে শোনার চেষ্টা কর, ঠিক যেমনটা একটু আগে পুলিশের লোকটা করেছিল। তুমি কিবোর্ডের শব্দ শুনতে পাবে। ব্যাকস গোল্ডবার্গের একটা ভ্যারিয়েশন বাজানো হচ্ছে তাতে।

BanglaBook.org

পারফেক্ট না হলেও যথেষ্ট ভালো সেটা। সুরের মূর্ছনাটা পাগল করার মতো। যে বাজাচ্ছে তার বামহাতে কিছুটা জড়তা আছে।

তোমার কোনো ক্ষতি হবে এমন বিশ্বাস যদি তোমার থেকে থাকে তাহলে কি তুমি ভেতরে ঢুকবে? রক্ত আর গৌরবের সাক্ষি এই পালাজ্জোতে কি তুমি ঢুকবে? মাকড়শার জালে ঘেরা আঁধার ভেদ করে কিবোর্ডের সেই সুমধুর সুরের পিছু পিছু যাবে? অ্যালার্ম আমাদের দেখতে পাবে না, ওৎ পেতে থাকা ঐ পুলিশটা আমাদের দেখতে পাবে না।

ফয়ারের ভেতরে কালো আঁধার প্রকট আকার ধারণ করেছে। লম্বা পাথরের সিঁড়ির রেলিং যথেষ্ট ঠাণ্ডা। সিঁড়ির ধাপগুলো শতবছরের পদচারণায় ক্ষয়ে নড়বড়ে হয়ে গেছে।

মূল স্যালনের লম্বা ডাবলডোর খোলার সময় কিরিচ করে আওয়াজ হবে। তোমার জন্য সেটা খোলাই আছে। সুরটা অনেক ভেতরের কোনো কর্নার থেকে শোনা যাচ্ছে। আর সেই কর্নারেই একমাত্র আলো জ্বলছে। অনেকগুলো মোমবাতি মিলে সেখানে লাল আভা তৈরি করেছে।

সুর শুনে সেদিকে যেতে থাকো। চারপাশে থাকা সিল্কে মোড়া ফার্নিচারগুলোর ব্যাপারে আমরা খুব কমই অবগত। সেগুলোর অবয়ব মনে হয় যেন কাঁপছে, ঘুমন্ত কোনো মেষপালের মতো। ওপরে ছাদ দেখা যাচ্ছে না, যেন অসীমে তারা মিলিত হয়েছে।

আলোটা সরাসরি পড়ছে কারুকার্যখচিত কিবোর্ডের ওপর আর সেই মানুষটার ওপর–যাকে রেনেসাঁ স্কলাররা ড. ফেল নামে চেনে। সুরসৃষ্টির সাথে সাথে তার শরীরে থাকা হাতের কাজ করা সিল্কের গাউন থেকেও আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। গাউনে থাকা মখমল যেন চিকচিক করছে, তার আঁচড়ানো চুলগুলোও ঝকমক করছে।

ক্ল্যাভিয়ারের উঁচু হয়ে থাকা কভারে সান্ধ্যকালীন ভোজের একটা দৃশ্য আঁকা। সে দৃশ্যে ছোট ছোট একেকজন মানুষ যেন মোমবাতির আলোয় এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। চোখ বন্ধ করেই ডক্টর ক্ল্যাভিয়ারে টিউন তৈরি করে যাচ্ছেন। তার জন্য শিট মিউজিকের প্রয়োজন পড়ে না। তার সামনে থাকা বীণাকৃতির মিউজিক র‍্যাকে আমেরিকার ফাউল ট্যাবলয়েড দ্য ন্যাশনাল ট্যাটলারের এক কপি রাখা। সেটা এমনভাবে ভাঁজ করা যেন শুধুমাত্র ফ্রন্টপেজটা দেখা যায়। সেখানে ক্লারিস স্টারলিংয়ের চেহারা দেখা যাচ্ছে।

আমাদের মিউজিশিয়ান হাসল। সুরের শেষ ছন্দ সম্পূর্ণ করে সেটা তার মনের সন্তুষ্টির জন্য আরেকবার বাজানো শুরু করল। পালকে মোড়া স্ট্রিংয়ের কম্পনের মাধ্যমে সেই মূর্ছনার সমাপ্তি ঘটল এবং এরপরই সারা ঘর স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখ খুলল সে। তার চোখের মণিদুটো আলোর লাল আভার দিকে তাক করা। তার সামনে থাকা পেপারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে।

BanglaBook.org

কোনো শব্দ না করেই উঠে দাঁড়াল ড.ফেল। আমেরিকান ট্যাবলয়েডটা নিয়ে অভিজাত চ্যাপেলের দিকে হাঁটা ধরল। আমেরিকা আবিষ্কারের অনেক আগে এই চ্যাপেল বানানো হয়। মোমের আলোয় সেই পত্রিকার ভাঁজ খুলে তা পড়া শুরু করল সে। তার পেছনে বেদীর ওপরে থাকা ধার্মিকদের মূর্তি এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন তারা ডক্টরের কাঁধের ওপর দিয়ে ট্যাবলয়েড পড়ছে। রাইটিং ফন্ট ৭২ পয়েন্ট রেইলরোড গথিক। এতে লেখা আছে–

'ডেথ এঞ্জেল-ক্লারিস স্টারলিং, এফবিআই'র কিলিং মেশিন'

মোমবাতির আলো নিভিয়ে দেওয়ায় বেদিতে থাকা মূর্তিগুলোর মুখে থাকা পবিত্রতা আর জরাগ্রস্ততা নিমেষেই উবে গেল। গ্রেট হল অতিক্রম করার সময় তার আলোর দরকার পড়ে না। ড. হ্যানিবাল লেকটার আমাদের ক্রস করার সময় দমকা একটা হাওয়া বয়ে গেল। বড় দরজাটা শব্দ করে খুলে গেল, আবার বন্ধও হয়ে গেল। বন্ধ হওয়ার শব্দে ফ্লোর কেঁপে উঠল। এরপর সব আবার চুপ, নিস্তব্ধ।

দরজার আড়ালে পাশের রুমে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই পালাজ্জোর প্রতিটা রুম বিশাল হওয়ায় শব্দের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। দেয়ালগুলো একটা আরেকটার খুব কাছাকাছি মনে হয়। সিলিংয়ে শব্দগুলো আঘাত করে আবার ফিরে আসছে। বাতাসে বহু পুরনো পার্চমেন্টের গন্ধ।

কাগজের মচমচ শব্দ, চেয়ার ঘসটানোর আওয়াজ শোনা গেল। ড. লেকটার সুপ্রাচীন কাপ্পোনি লাইব্রেরির সুবিশাল আর্মচেয়ারে আসন গ্রহণ করেছেন। তার চোখ দিয়ে যেন লাল আলোর বিচ্ছুরণ হচ্ছিল। তাকে সামনাসামনি যারা দেখেছে তারা দিব্যি দিয়ে বলেছে-তার চোখ অন্ধকারে লালবর্ণ ধারণ করে। যদিও তা সত্য নয়। অন্ধকার পুরো পরিবেশকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে। সে অপেক্ষা করছে...

এটা সত্য যে, ড. লেকটার পালাজ্জো কাপ্পোনির পুরনো কিউরেটরকে সরিয়ে তার জায়গাটা নিয়ে নেয়। খুবই সহজ-সরলভাবে কাজটা সে করেছে। বয়স্ক লোকটাকে দুই ব্যাগ সিমেন্টের নিচে চাপা দিয়ে দাও–খেল খতম। এরপর সে তার নিজের মেধা দিয়ে যৌক্তিকভাবেই চাকরিটা বাগিয়েছে। বেললে আর্টে কমিটির কাছে সে তার এক্সট্রাঅর্ডিনারি ভাষাগত দক্ষতার মাধ্যমে মধ্যযুগের ইতালীয় ও ল্যাটিন ভাষায় লেখা সুপ্রাচীন আর কালো কালিতে লেখা ম্যানুস্ক্রিপ্টগুলোর মর্মোদ্ধার করে।

BanglaBook.org

সে নিজেকে এখানে লুকিয়ে রাখতে পারবে। এজন্য তার মধ্যে একটা মানসিক প্রশান্তি কাজ করছে। ফ্লোরেন্সে আসার পর কিউরেটর ছাড়া আর কাউকে মেরে তার হাত নোংরা করতে হয়নি।

কাপ্পোনি লাইব্রেরির ট্রান্সলেটর আর কিউরেটর হিসেবে তার এই

অ্যাপয়েন্টমেন্ট চিঠি পাওয়া তার জন্য বেশ কয়েকটা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ছোট্ট এক খুপরিতে বছরের পর বছর ধরে বন্দি থাকা লেকটারের জন্য এই বিশাল প্রাসাদের সুউচ্চ রুমগুলো তার মুক্তচিন্তা আর মানসিক প্রশান্তির জন্য খুব দরকার ছিল। আর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো–সে ছোটবেলা থেকেই এমন একটা প্রাসাদে থাকার ইচ্ছা পোষণ করে আসছে, যা গোপনীয়তা রক্ষার পাশাপাশি তার সুবিশালতাকেও ধরে রাখতে সমর্থ হবে।

লাইব্রেরিতে যেসব ম্যানুস্ক্রিপ্ট আর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আছে তা অনেক পুরনো, ত্রয়োদশ শতকের। সে নিজেকে নিয়ে থাকা কৌতূহল মেটানোর জন্য এমন কিছুই খুঁজছিল।

ড. লেকটার বিশ্বাস করে, ফ্র্যাগমেন্টারি ফ্যামিলির রেকর্ড হিস্টোরি অনুযায়ি সে গুইলিয়ানো বেভিসাংয়ের বংশধর, যে কিনা দ্বাদশ শতকে টাসকানির প্রতাপশালী একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অথবা ম্যাকিয়াভেলি কিংবা ভিসকোন্তির উত্তরসূরি হিসেবেও তার পরিচয় থাকতে পারে। এ নিয়ে রিসার্চ করার জন্য আদর্শ জায়গা সে পেয়েছে এতদিন পর। তার মধ্যে এ নিয়ে প্রচ্ছন্ন আগ্রহ থাকলেও সে অতীতে এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এর জন্য অবশ্য তার ইগোকে দায়ি করা যায় না। তার বংশের খুঁটিনাটি বের করা তার জন্য আহামরি কোনো বিষয় না। এজন্য বাইরের সাহায্য তার দরকার নেই, তার বুদ্ধিমত্তাই এজন্য যথেষ্ট। তার ইগো, বুদ্ধিমত্তা আর যৌক্তিক চিন্তাধারণাকে কোনো গৎবাঁধা নিয়মকানুন দিয়ে বিচার করাটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সত্যি কথা বলতে, সাইকিয়াট্রিস্ট কমিউনিটিতে সবাই একমত যে, ড. লেকটারকে কোনভাবেই মানুষ হিসেবে গণ্য করা যায় না। তার প্রফেশনাল পার্টনারদের অনেকেই জার্নালে তার লেখনীর বিষবাস্পকে ভয় পেত। তার লেখার কারণে অনেকের ক্যারিয়ার হুমকির সম্মুখীন হয়। লেকটারকে তারা 'মনস্টার' হিসেবেই আখ্যায়িত করে থাকে।

সেই মনস্টার লাইব্রেরিতে বসে ভাবছিল। তার চিন্তার সুতোগুলো জোড়া লেগে একের পর এক রঙ তৈরি করছিল। তার মাথায় বর্তমানে পুলিশের চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে।

একটা সুইচ ক্লিক করার সাথে সাথে একটা ল্যাম্প নিচে নেমে এল।

এখন আমরা ড. লেকটারকে ষোলো শতকের একটা ডাইনিং টেবিলের সামনে বসা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। তার পেছনের দেয়ালে কবুতরের খোপে পাণ্ডুলিপি আর ক্যানভাসে মোড়ানো হিসাবনিকাশের কাগজগুলো রাখা। সেগুলো ৮০ বছরের পুরনো। চতুর্দশ শতাব্দির এক প্রতিবেদনে রিপাবলিক অফ ভেনিসের এক মন্ত্রীকে দেখা যাচ্ছে। সেই মন্ত্রী মাইকেল এঞ্জেলোর সামনে দাঁড়িয়ে। মাইকেল এঞ্জেলো তার অমর সৃষ্টি 'হর্নড মোজেস'-এর জন্য

BanglaBook.org

তাকে হালকা গেটআপ দিয়েছিল।

ইঙ্কস্ট্যান্ডের সামনে অনলাইন রিসার্চের জন্য একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার রাখা। এটা ইউনিভার্সিটি অফ মিলানের পক্ষ থেকে ছোট একটা উপহার।

মেটে আর হলুদ রঙের স্তূপাকার পার্চমেন্টের মধ্যে এক কপি *ন্যাশনাল ট্যাটলার* আর তার পাশে লা নাজিওনের ফ্লোরেন্স এডিশন রাখা।

ড. লেকটার ইতালিয়ান নিউজপেপারটা নিলো, রিনালদো পাজ্জির ওপর করা সর্বশেষ খবরটা পড়তে লাগলো। সেখানে ইল মোস্ত্রোর ব্যাপারে এফবিআই'র মনোভাবের কথা লেখা ছিলো, 'আমাদের কাছে থাকা তথ্য টোকার সাথে ম্যাচ করে না।" নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এফবিআই'র এক এজেন্ট।

লা নাজিওনে পাজ্জির ব্যাকগ্রাউন্ড আর আমেরিকায় কোয়ান্টিকো একাডেমিতে তার ট্রেনিং নেয়ার কথা উল্লেখ করা আছে।

ইল মোস্ত্রোর কেস ড. লেকটারকে মোটেও আগ্রহি করে তুললো না। বরং পাজ্জির ব্যাকগ্রাউন্ড লেকটারের মনোযোগ আকর্ষণ করলো। কপাল খারাপই বলতে হবে, তাকে এখন এমন এক লোকের মুখোমুখি হতে হবে যে কিনা এমন এক জায়গা থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যেখানে হ্যানিবাল লেকটারের কেস নিয়ে সবচেয়ে বেশি স্টাডি করা হয়েছে।

ড. লেকটার যখন পালাজ্জো ভেচ্চিওতে পাজ্জির চেহারার সাথে প্রথম পরিচিত হয় তখন একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত ছিলো যে, পাজ্জি তাকে নিয়ে কোনো সন্দেহ করেনি। যদিও হাতের স্কার নিয়ে সে লেকটারকে প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু কিউরেটর গুম হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে লেকটারকে নিয়ে পাজ্জির আগ্রহ বা সন্দেহ কিছুই ছিলো না।

এরপর পাজ্জি তাকে টর্চার ইন্সট্রুমেন্ট প্রদর্শনীতে দ্বিতীয়বার দেখে। এর চেয়ে কোনো অর্কিড শোতে দেখা হওয়াটাই সবচেয়ে বেশি নিরাপদ ছিল।

ড. লেকটার ভালো করেই জানে, দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিতে পাজ্জির কোনো সমস্যাই হবে না। পাজ্জি যা যা জানতো সেগুলো পুনর্বিবেচনা করলে এমনটাই হওয়ার কথা।

রিনালদো পাজ্জিকে কি পালাজ্জো কাপ্পোনির প্রয়াত কিউরেটরের কাছে পাঠিয়ে দেয়া উচিত? একটা সুইসাইড হিসেবে তার মৃত্যুকে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে। লা নাজিওন কর্তৃপক্ষ এমন সংবাদ পেলে বরং খুশিই হবে।

এখন নয়। মনস্টার অতঃপর পার্চমেন্ট, পাণ্ডুলিপির দিকে মনোযোগ দিল। ড. লেকটারের মাথায় আপাতত দুশ্চিন্তা করার মত কিছুই নেই। সে ব্যাংকার আর ভেনিসের অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত নেরি কাপ্পোনির লেখার স্টাইলের সাথে পরিচিত হয়ে পুলকিত হলো। তার লেখা চিঠিগুলো সে নিজের খুশির জন্য জোরে জোরে পড়তে লাগলো, সারারাত ধরে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

বিকেল হবার আগেই পাজ্জির হাতে ড. ফেলের ছবি চলে এলো। এই ছবিগুলো তার স্টেট ওয়ার্ক পারমিটের জন্য তোলা হয়েছিলো। নেগেটিভসহ সেগুলো রেসিডেন্সি পারমিট পেপারে লাগানো আছে। আর পেপারগুলো ইতালীয় প্যারামিলিটারি অফিস থেকে কালেক্ট করা। ম্যাসন ভার্জারের পোস্টারে থাকা ফেলের মাগশট পিকচারও পাজ্জির হাতে আছে। দুই সোর্স থেকে পাওয়া ছবিদুটোর মধ্যে যথেষ্ট মিল খুঁজে পেলো পাজ্জি। কিন্তু ড. ফেলই যদি ড. হ্যানিবাল হয়ে থাকে, তাহলে নিজের পরিচয় লুকানোর জন্য তার নাক আর গালে কিছু পরিবর্তন আনতে হয়েছে তাকে, সম্ভবত কোলাজেন ইনজেকশনের মাধ্যমে।

ছবিতে কানগুলো একইরকম লাগছে। শতবছর আগে আলফোনসো বার্টিলিওনের মতোই পাজ্জি ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মাধ্যমে কান পরখ করে দেখলো–একইরকম।

কোয়েস্তুরার আদ্যিকালের কম্পিউটারে সে আমেরিকান ভায়োলেন্ট ক্রিমিনাল অ্যাপ্রিহেনশন প্রোগ্রামে ঢোকার জন্য তার ইন্টারপোল একসেস কোড টাইপ করল। মোটাসোটা লেকটারের ফাইল ওপেন হতে লাগল তার সামনে। ফাইল ওপেন হতে দেরি হওয়ার জন্য সে মনে মনে নিজের স্লো মডেমকে গালি দিল। আবছা আবছা অক্ষরগুলো পড়তে কষ্ট হচ্ছিল তার। ধীরে ধীরে স্ক্রিনে থাকা প্রতিটা অক্ষর স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কেসের বেশিরভাগ তথ্য সে আগে থেকেই জানে। তবে দুটো ইনফর্মেশন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল–একটা পুরনো আর আরেকটা নতুন। নতুন তথ্যটা হলো–একটা এক্সরে ফিল্ম, যার নিচে লেখা আছে...লেকটার সম্ভবত তার বামহাতে সার্জারি করিয়েছে। আর পুরনো তথ্যটা হলো টেনিসি পুলিশের একটা হ্যান্ড প্রিন্টেড রিপোর্টের স্ক্যান, যেখানে লেখা আছে, মেম্ফিসের গার্ডদের মারার সময় হ্যানিবাল লেকটার গোল্ডবার্গ ভ্যারিয়েশনের একটা টেপ বাজাচ্ছিল।

আমেরিকান ধনকুবের আর হ্যানিবালের শিকার ম্যাসন ভার্জারের ছাপানো পোস্টারে এফবিআই'র নাম্বার দেয়া আছে। স্বভাবতই তথ্য দিতে ইচ্ছুক যে কেউ এ নাম্বারেই আগে ফোন করবে। সেখান থেকে বলা হলো, লেকটার সশস্ত্র এবং ভয়ঙ্কর একজন লোক। তার থেকে সাবধান থাকতে। পোস্টারে বড় অঙ্কের পুরস্কারের ঘোষণার ঠিক নিচেই একটা প্রাইভেট নাম্বার দেয়া।

BanglaBook.org

ফ্লোরেন্স হতে প্যারিসে বিমানভ্রমণের খরচ মাত্রাতিরিক্ত। পাজ্জিকে সেই খরচের পুরোটা নিজের গাঁট থেকে দিতে হলো।সে ফ্রেঞ্চ পুলিশকে বিশ্বাস করেনা। তারা কোনো প্রকার নাক না গলিয়েই যে ফোনপ্যাচ দিয়ে দেবে এটা পাজ্জি মানতে পারল না। তাই প্যারিসে আসা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না তার। অপেরার কাছে আমেরিকান এক্সপ্রেস ফোন কেবিন থেকে সে ঐ প্রাইভেট নাম্বারে কল করল। কলটা ট্রেস করা হবে বলে তার ধারণা। পাজ্জি ইংলিশ ভালোই বলতে পারে। কিন্তু সে জানে, তার বাচনভঙ্গি তার ইতালিয়ান পরিচয় লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

ফোনের অন্যপাশের ভয়েস আমেরিকান এবং শান্ত।

"কিজন্য ফোন করেছেন তা দয়া করে বলবেন?"

"আমার কাছে বোধ হয় হ্যানিবাল লেকটারের ব্যাপারে তথ্য আছে।"

"হুম, ভালো। ফোন করার জন্য ধন্যবাদ। আপনি কি জানেন সে এখন কোথায়?"

"আমি বোধহয় জানি। পুরস্কারের ঘোষণা কি এখনও বলবৎ আছে?"

"হ্যা, তা আছে। আপনার কাছে কি এমন কোনো শক্ত এভিডেন্স আছে যাতে প্রমাণ হয় সেই হ্যানিবাল লেকটার? আপনাকে বুঝতে হবে, আমরা প্রতিদিন অসংখ্য ফেক কল পেয়ে থাকি।"

"সে তার ফেসে প্লাস্টিক সার্জারি করিয়েছে। আর তার বামহাতে একটা অপারেশন করা হয়েছে। সে এখনও গোল্ডবার্গ ভ্যারিয়েশন বাজাতে পারে। তার কাছে ব্রাজিলিয়ান কাগজপত্রও আছে।"

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। এরপর...

"আপনি কেন পুলিশকে জানাচ্ছেন না? সেটা করাটাই কি আপনার জন্য সুবিধাজনক হতো না?"

"যেকোনো পরিস্থিতির জন্য পুরস্কারটা দেয়া হবে তো?"

"এমন কোনো তথ্য যা দিয়ে তাকে অ্যারেস্ট করা যায়–সেরকম কোনো তথ্য দিতে পারলে পুরস্কার দেয়া হবে।"

"পুরস্কারটা কি বিশেষ কোনো কারণে দেয়া যাবে?"

"বিশেষ কোনো কারণে মানে...আপনি কি লেকটারকে মারার পুরস্কারের কথা বলছেন? অর্থাৎ সেক্ষেত্রে যে কিনা পুরস্কার গ্রহণের মতো অবস্থায় থাকবে না?"

"হ্যা।"

"আমাদের দুজনের লক্ষ্য একই। ফোনে থাকুন আপনি। আপনাকে আমি এটা সাজেস্ট করতে পারি যে, ইন্টারন্যাশনাল ল এবং ইউএস ল এর অধীনে

BanglaBook.org

কাউকে মারার জন্য পুরস্কার ঘোষণা অবৈধ, স্যার। আপনি কি ইউরোপ থেকে বলছেন?"

"হ্যা। আমার যা বলার তা আপনাকে বলেছি।"

"ভাল। শুনুন, কোনো অ্যাটর্নির সাথে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে ভালো হবে আপনার জন্য। আর হ্যা, ড. লেকটারের সাথে আইনবিরুদ্ধ কোনো কাজ করবেন না। আমি কি আপনাকে অ্যাটর্নির ব্যাপারে রিকমেন্ড করবো? জেনেভাতে এমন একজন আছে যে এসব বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। উনার টোল ফ্রি নাম্বারটা দেব আপনাকে? আপনার জায়গায় আমি হলে তাকে ফোন করতাম আর যা জানার তা জেনে নিতাম।"

পাজ্জি একটা প্রিপেইড টেলিফোন কার্ড কিনে তার পরের কলটা বন মার্চের ডিপার্টমেন্ট স্টোরের একটা বুথ থেকে করল। ভাঙা ভাঙা সুইস ভাষায় কথা বলল সে। কথা শেষ করতে পাঁচ মিনিটের কম সময় নিল সে, এরপর বুথ থেকে বের হয়ে এল।

ম্যাসন ড. হ্যানিবাল লেকটারের মাথা আর হাতের জন্য এক মিলিয়ন ডলার দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। অ্যারেস্টের জন্য দরকারি তথ্যের বিনিময়ে সে একই পরিমাণ অ্যামাউন্ট দেবে। আর ডক্টরকে জীবিত পেলে সে ব্যক্তিগতভাবে তিন মিলিয়ন ডলার দেবে। এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। এক লাখ ডলার অ্যাডভান্স দেয়া হবে। আর সেই অ্যাডভান্সের জন্য পাজ্জিকে ড. লেকটারের ফিঙ্গারপ্রিন্ট জোগাড় করতে হবে। যেকোনো কিছুর ওপর হাতের আঙুলের ছাপ হলেই চলবে। যদি সে তা পারে, তবে বাকি টাকাটুকু তার সুবিধার্থে সুইজারল্যান্ডে এক সেফ ডিপোজিটের লকারে রাখা থাকবে।

বন মার্চে থেকে এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগে পাজ্জি ভবিষ্যৎ প্রাচুর্যের কথা কল্পনা করে তার বউয়ের জন্য পিচ সিল্কের একটা ড্রেসিং গাউন কিনে নিলো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

কোনো ভালো কাজ করলে তার যথাযথ সম্মান যদি না পাওয়া যায়, তাহলে তোমার কি করা উচিত? যখন মার্কাস অরেলিয়াসের মতো তুমিও বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, আগামি প্রজন্ম আর বর্তমান প্রজন্মের চিন্তাধারা কখনও পরিবর্তন হবে না, একই রকম থাকবে–তখন কি তোমার পক্ষে ভালো হয়ে থাকা সম্ভব? তখন কি ভালো থাকা যুক্তিসঙ্গত? ফ্লোরেন্সের চিফ ইন্সপেক্টর এবং পাজ্জিদের বংশধর রিনালদো পাজ্জিকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখন–সে কি সেই সম্মান নিয়েই থাকতে চায়, নাকি সম্মানের চাইতেও বেশি কিছু?

প্যারিস থেকে দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে যখন বাসায় ফিরে এলো, তখন ডিনারটাইম হয়ে গেছে। এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলো সে। তার স্ত্রীকে নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল, কিন্তু পরে আর করল না। স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়ার পরও তার ঘুম আসছে না বলে বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে রইল পাজ্জি। রাতের শেষ দিকে উঠে হাঁটতে বেরিয়ে পড়ল। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে একটু ভাবা দরকার।

ইতালিতে লোভ জিনিসটা খুবই সাধারণ। ইতালির হাওয়া-বাতাসে বড় হওয়া পাজ্জির মধ্যে তা বেশ ভালোমতই আছে। কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্খা আমেরিকায় গিয়ে আরও বেড়ে গেছে। সেখানে যেকোনোকিছু খুব সহজেই মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। ভালোর মৃত্যু আর খারাপের পুণর্জন্ম–এ জিনিসটা ওখানে বেশ ভালোমতই টের পেয়েছিল সে।

হাঁটতে হাঁটতে সে বাগানবাড়ির ছায়া মাড়িয়ে পিয়াজ্জা সিগনোরিয়ায় চলে এলো–এখানেই সাভোনারোলাকে আগুনে পোড়ানো হয়েছিল। ফ্লাডলাইটের আলোয় পালাজ্জো ভেচ্চিওর জানালা দেখতে পেলো সে। এখানেই পাজ্জির পূর্বসূরিদের হত্যা করা হয়। ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা ভাবলেও সে আসলে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে।

অবস্থার গুরুত্ব বুঝে চিন্তা করার জন্য আমরা কোনো রায় বা সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সময় নেই। কিন্তু সিদ্ধান্ত হলো একের পর এক দলা পাকানো অনুভূতির ফসল। তারা যুক্তিসঙ্গতভাবে অঙ্ক কষা কোনো ফলাফল নয়।

পাজ্জি প্লেনে করে প্যারিসে যাওয়ার সময়ই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। ঘন্টাখানেক আগে তার স্ত্রীকে নতুন গাউনে দেখে যখন সে তার দু'গাল দু-

BanglaBook.org

হাতে ধরে গুডনাইট কিস দেয়, তখন তার হাতে সে অশ্রুর ছোঁয়া পায়। তখনই সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে—আগে ব্যক্তিস্বার্থ, পরে বাকি সবকিছু।

আবার সেই সম্মান? যা কয়দিন আগে সে আর্চবিশপের কাছে পেয়েছিল। পলিটিশিয়ানদের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া—যাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সে খুব ভালোভাবেই অবগত। পুলিশ হয়ে ড. লেকটারকে গ্রেফতার করা—এতে এমন কি সম্মান লুকিয়ে আছে? কয়দিন পর এমনিতেই সবাই তা ভুলে যাবে। পুলিশদের জীবনে প্রশংসা একটা ক্ষণস্থায়ী শব্দ। ম্যাসনের কাছে লেকটারকে বেঁচে দেয়া এর চেয়ে হাজারগুণে ভালো।

এই ভাবনা তাকে আত্মবিশ্বাসি করে তুলল। তার ভবিষ্যতের কথা ভাবতেই রিনালদোর চোখে দুটো জিনিস ভেসে উঠল—তার প্রিয়তমা এবং চিজাপেক সমুদ্রতীর।

লেকটারকে ম্যাসনের হাতে তুলে দিতে মনস্থির করল সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

ড. হ্যানিবাল লেকটারের ফিঙ্গারপ্রিন্ট কার্ড একটি আগ্রহোদ্দীপক জিনিস, অনেকটা গবেষণার বিষয়বস্তুই বলা যায়। আসল কার্ডটা এফবিআই আইডেন্টিফিকেশন সেকশনের দেয়ালের ফ্রেমে টাঙানো। এফবিআই'র নিয়মানুযায়ি পাঁচের বেশি আঙুল থাকা লোকদের বেলায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেয়ার ক্ষেত্রে কার্ডের সামনের অংশে বৃদ্ধাঙুলসহ বাকি চার আঙুল আর পেছনের অংশে অতিরিক্ত আঙুলের ছাপ নেয়া হয়।

ডক্টর যখন প্রথম পালিয়ে যায় তখন তার ফিঙ্গারপ্রিন্টের কপি দুনিয়ার প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। ম্যাসন ভার্জারের ওয়ান্টেড পোস্টারেও লেকটারের থাম্বপ্রিন্ট অনেক বড় করে দেয়া। শনাক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু এতে দেয়া ছিল, যাতে একজন স্বল্প ট্রেনিং পাওয়া এক্সামিনারও তা আইডেন্টিফাই করতে পারে।

সাধারণ ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করা কোনো কঠিন কাজ নয়। পাজ্জি এটা খুব সহজেই করতে পারে। ডাটাবেজে থাকা ফিঙ্গারপ্রিন্টের সাথে তার সংগ্রহ করা প্রিন্টের মিলও বের করতে পারে সে। কিন্তু ম্যাসন ভার্জারের প্রয়োজন ফ্রেশ ফিঙ্গারপ্রিন্ট–যে জিনিসের ওপর প্রিন্ট নেয়া হবে তাতে অন্যকিছুর ছাপ থাকতে পারবে না। যাতে তার এক্সপার্টরা কোনো ধরণের জটিলতা ছাড়াই তা বের করতে পারে।

বছরখানেক আগে পুরনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে ম্যাসনকে ধোঁকা দেয়া হয়েছিল। লেকটারের প্রথম দিককার খুন করার জায়গাগুলো থেকে প্রিন্ট সংগ্রহ করে ম্যাসনকে সেবার পাঠানো হয়। ফলাফল–ম্যাসন তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়, আর ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় লেকটার।

কিন্তু ড. ফেলের অজান্তে তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেয়াটা চাট্টিখানি কথা নয়। ডক্টরকে কোনোমতেই বুঝতে দেয়া যাবে না। কারণ লোকটা পালাতে বিশেষভাবে পারদর্শি।

ডক্টর পালাজ্জো কাপ্পোনি থেকে খুব একটা বের হয় না। বেললে আর্টে কমিশনের নেক্সট মিটিংয়ের আরও এক মাস বাকি। কিন্তু পাজ্জি তার কাজ সম্পন্ন করার জন্য একমাস সময় অপেক্ষা করতে চাচ্ছে না।

হ্যানিবাল লেকটারকে ম্যাসন ভার্জারের হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পরপরই সে বুঝতে পারে, তাকে একা কাজ করতে হবে। পালাজ্জোতে

BanglaBook.org

ঢোকার জন্য সে ওয়ারয়্যান্ট ব্যবহার করতে পারত, কিন্তু সেক্ষেত্রে কোয়েস্তুরার মনোযোগ ড. ফেলের দিকে চলে যাবে–যা সে চায় না। আর বিল্ডিংয়ের ভেতর চোরের মতো ঢুকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করা অসম্ভব, কারণ বিল্ডিংটা অ্যালার্ম সিস্টেমের মাধ্যমে প্রোটেক্টেড।

রাস্তার সামনে ড. ফেলের ডাস্টবিনটা ব্লকের অন্যান্য বিনের চেয়ে তুলনামূলক পরিস্কার আর নতুন। পাজ্জি নতুন একটা বিন কিনে গভীর রাতে ফেলের বিনের সাথে অদলবদল করল। তবে বিনের একটা অংশ একটু অন্যরকম। সারারাত প্রচেষ্টার পর সেই বিন থেকে এমন একটা প্রিন্ট পাজ্জি পেল যার আগাগোড়া কিছুই বুঝতে পারল না সে, প্রিন্টের মর্মোদ্ধার তো অনেক পরের কথা।

পরদিন সকালে ঘুমঘুম চোখে পন্তে ভেচ্চিওতে গেল। পুরনো ব্রিজের ওপর থাকা জুয়েলারি শপে গিয়ে সে পলিশ করা সিলভারের একটা ব্রেসলেট কিনল। এটা ডিসপ্লে হিসেবে ভেলভেট কভারের স্ট্যান্ডে রাখা ছিল। স্ট্যান্ডটাও নিয়ে নিল পাজ্জি। এরপর আর্নো নদীর দক্ষিণে আর্টিসান সেক্টরে গেল সে। ব্রেসলেটটা যে বানিয়েছে তার নাম ঘষে ওঠানোর জন্য পিত্তি প্যালেস বরাবর সরু রাস্তায় থাকা আরেকটা জুয়েলারি দোকানে আসল। কাজ শেষে দোকানি সিলভারের ওপর এয়ারপ্রুফ কোটিং দিতে চেয়েছিলো কিন্তু মানা করে দিল পাজ্জি।

প্রাটোতে যাওয়ার পথে বিখ্যাত ফ্লোরেন্টাইন জেলখানা 'সলিসিয়ানো' চোখে পড়ে। পাজ্জির পরবর্তি গন্তব্য–সলিসিয়ানোই।

দোতলার উইমেন ডিভিশনে রমুলা জেসকু লন্ড্রি সিঙ্কে শুয়ে তার স্তনে যত্নসহকারে সাবান লাগিয়ে পরিস্কার করছে। ফ্রেশ লুজ কটন শার্ট পরার আগে নিজেকে নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখতে পছন্দ করে সে। ভিজিটিং রুম থেকে আসা একজন জিপ্সি রোমানি ভাষায় রমুলাকে কানে কানে কিছু একটা বলতেই রমুলার দুচোখের নিচে হালকা একটা ভাঁজ পড়ল। কিন্তু চেহারায় কর্তৃত্বের ছাপটা অক্ষুণ্ন রাখল সে।

কাস্টমারিতে সাধারণত ৮:৩০-এর দিকে যায় সে। কিন্তু আজ যখন ভিজিটিং রুমের দিকে যাচ্ছে, তখন এক জেলার এসে তাকে প্রিজন গ্রাউন্ডফ্লোরে থাকা প্রাইভেট ইন্টারভিউ রুমের দিকে নিয়ে গেল। সেখানে তার বাচ্চাকে দেখতে পেল সে। তার বাচ্চা এখন নার্সের কোলে থাকার কথা। কিন্তু তার পরিবর্তে নার্সের ভূমিকায় রিনালদো পাজ্জিকে দেখা যাচ্ছে।

"হ্যালো, রমুলা," পাজ্জি বলল।

লম্বা পুলিশটার দিকে সোজা হেঁটে গেল সে। বাচ্চাটাকে যে সে দিয়ে দেবে এতে রমুলার কোনো সন্দেহ ছিল না। বাচ্চাটা মায়ের কাছে আসতেই

BanglaBook.org

মায়ের মুখের সাথে নাক ঘষা শুরু করল।

পাজ্জি রুমের কর্নারে থাকা স্ক্রিনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, “এর পেছনে একটা চেয়ার আছে...তুমি বাচ্চাকে খাওয়াতে পারো...আর আমরা সে ফাঁকে কথা বলব।”

“কিসের ব্যাপারে, অফিসার?”

রমুলার ইতালিয়ান বলার দক্ষতা তার ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ, স্প্যানিশ এবং রোমান ভাষা বলার মতোই। বিভিন্ন ভাষা বলার দক্ষতা তার প্রফেশনে খুব কাজে লাগে। সে একজন পকেটমার, এ প্রফেশনে তার চেয়ে ভালো কেউ এখন পর্যন্ত পয়দা হয়নি।

স্ক্রিনের পেছনে চলে গেল সে। বাচ্চাকে স্তনপানের সময় ব্যবহৃত কাপড়ের নিচে তার একটা প্লাস্টিক ব্যাগ লুকানো আছে। সেই ব্যাগে ৪০টা সিগারেট, ৬৫০০লিরা, ৪১ ডলারের কিছু বেশি টাকা সযত্নে রাখা। নোটগুলো জীর্ণ হয়ে গেছে। তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে–পুলিশটা তার বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে তাকে তার জিনিসগুলো দিয়ে দিতে বাধ্য করতে পারে, যেগুলো জেলে আনা অবৈধ। এগুলো সিজ করলে তার সব সুযোগ সুবিধাও বন্ধ হয়ে যাবে। তার বাচ্চা যতক্ষণ স্তনপান করছে ততক্ষণ সে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো, কী করা যায়। সে কেন মাথা ঘামাবে? সবকিছু এখন তার পক্ষে। সে ব্যাগটা নিয়ে তার আন্ডারওয়্যারের ভেতর লুকিয়ে ফেলল। পাজ্জির কণ্ঠস্বর স্ক্রিনের ওপাশ থেকে শুনতে পেলো সে।

“তুমি এখানে একটা আপদ ছাড়া আর কিছুই না, রমুলা। জেলে নার্সিং মাদারদের মড়ার ওপর খাড়ার ঘা হিসেবেই বিবেচনা করা হয় তোমাকে। জেলে অনেক অসুস্থ লোক থাকে যাদের পরিচর্যার জন্য নার্সের প্রয়োজন হয়। সেখানে তোমার জন্য অতিরিক্ত নার্স নিযুক্ত করা একটা ফাঁড়া ছাড়া আর কিছুই না। ভিজিটিং টাইম শেষ হয়ে গেলে তোমার বাচ্চাকে অন্য কারো হাতে তুলে দিতে তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগে না।”

সে কী চাইতে পারে? সে চিনে তাকে–একজন চিফ, ক্ষমতাধর একজন বাস্টার্ড।

রমুলা রাস্তার টোকাই হিসেবে ছোটবেলা থেকে ময়লা কুড়াত। সাথে সাথে পকেটমার হিসেবেও সুনাম কুড়িয়েছিল সে। ৩৫ বছর বয়সেও সে কাউকে একবার দেখেই তার ব্যাপারে একটা আউটলাইন দাঁড় করাতে পারে। পুলিশটাকে স্ক্রিনলুকের ভেতর থেকে দেখে তাকে পড়ে ফেলল সে। তার হাতে ওয়েডিং রিং, পায়ে চকচকে জুতো। তার বউয়ের সাথে সে থাকলেও তাদের বাসায় একটা ভালো কাজের লোক আছে। কলার আয়রন করার পর

BanglaBook.org

কলার স্টে লাগানো হয়েছে। জ্যাকেট পকেটে ওয়ালেট, ট্রাউজারের ফ্রন্ট রাইট পকেটে চাবি, লেফট ফ্রন্ট পকেটে টাকা–খুব সম্ভবত রাবারব্যান্ড দিয়ে বাঁধা, তবে ভাঁজ করে না এটা নিশ্চিত। তার পুরুষাঙ্গটা ঠিক এ দুই পকেটের মাঝামাঝি। তার কান একটু ফুলে আছে। হেয়ারলাইনের আড়ালে একটা স্কার দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত ঘুসি বা কোথাও বাড়ি খেয়ে এটার জন্ম হয়েছে। তার সাথে সেক্স করার জন্য সে আসেনি। যদি সে সেক্সের জন্য আসত, তবে তার বাচ্চা সাথে করে নিয়ে আসত না। সে মনে করে না, তার মত লোকের সেক্সের জন্য জেল থেকে মেয়ে তুলে আনা দরকার। তার কালো চোখের দিকে না তাকানোই ভালো, বিশেষ করে যখন সে তার বাচ্চাকে স্তনপান করাচ্ছে।

সে কী চায়? কোন তথ্য? ১৫ জন জিপসির ব্যাপারে কোনো তথ্য লোকটা জানতে চাইলে সে সানন্দে তথ্য দিতে রাজি আছে, কারণ এদের কেউই বাস্তবে নেই, পুরোটাই মনগড়া। আমি এখান থেকে কি পাব? দেখা যাক।

স্ক্রিনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তাকে দেখল সে। বাচ্চার চেহারা থেকে কেমন একটা স্বর্গীয় আভা বের হচ্ছে।

"অনেক গরম। আপনি কি জানালাটা খুলে দিতে পারবেন?"

"আমি এর চেয়ে ভালো কিছু করতে পারি। আমি চাইলে তোমার জন্য এ দরজাটাও খুলে দিতে পারি। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো?"

রুমটা কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইল। বাইরে চিল্লাচিল্লির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

"বলুন, আপনি কি চান? আমি খুশিমনে করবো, কিন্তু যা ইচ্ছা তাই দাবি করে বসবেন না।" তার স্বজ্ঞা তাকে বলছে, পাজি তার এই প্রচ্ছন্ন ওয়ার্নিংয়ের জন্য তাকে মনে মনে বাহবা দেবে।

"আমি চাই, তুমি যে কাজটা করে থাকো সেটাই করবে, কিন্তু এবার সেই কাজে তুমি ব্যর্থ হবে...ইচ্ছোকৃতভাবে!"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

পালাজ্জো কাপ্পোনির সামনে রাস্তার পাশে একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে। সেই অ্যাপার্টমেন্টের বন্ধ জানালা দিয়ে তিন জোড়া চোখ পালাজ্জো বরাবর তাকিয়ে আছে। দুটো জোড়া চোখের মালিক হলো রমুলা এবং এক বয়স্ক জিপসি মহিলা, যে কিনা রমুলার বাচ্চার দেখভাল করছে–সম্পর্কে রমুলার কাজিন হয় সে। আর তৃতীয় ব্যক্তিটি হলো পাজ্জি। সে অফিস থেকে সময় বাঁচিয়ে এখানে এসেছে।

রমুলা তার কাজের জন্য যে কাঠের হাত ব্যবহার করত, তা বেডরুমের চেয়ারে রাখা।

এই অ্যাপার্টমেন্টের মালিক দান্তে অলিঘিয়েরি স্কুলের এক শিক্ষক। পাজ্জি সেই মালিকের সাথে কথা বলে সকাল আর দুপুরবেলা এই অ্যাপার্টমেন্ট তাদের ব্যবহার করার ব্যাপারে রাজি করিয়েছে। রমুলা তার জন্য শেলফ আর তার বাচ্চার জন্য ছোট ফ্রিজ আনিয়ে নিল এখানে।

তাদের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না।

দ্বিতীয় দিন ৯-৩০-এ রমুলার সহযোগি জানালার পাশ থেকে ডাক দিল সবাইকে। বিশাল পালাজ্জো ডোর খুলে যাওয়ায় একটা কালো গাড়ি রাস্তায় নেমে আসল।

দেখা গেল তাকে, ফ্লোরেন্সের কাছে যে ড. ফেল নামে পরিচিত। ছোটখাট গড়নের, কালো মখমলের পোশাক পরনে। ঢালু গ্যারেজ দিয়ে নেমে এল সে, চারদিকে তাকাল। এরপর একটা রিমোট কন্ট্রোলের বাটন ক্লিক করল, সাথে সাথে অ্যালার্মগুলো সচল হয়ে গেল। রট আয়রন হ্যান্ডেল লাগানো দরজাটা বন্ধ করল সে। হ্যান্ডেলটা মরচে ধরা, যার থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বের করা অসম্ভব। তার হাতে একটা শপিং ব্যাগ।

শাটারের ভাঙা অংশ দিয়ে প্রথমবারের মত ড. ফেলকে দেখে বয়স্ক জিপসিটা রমুলার হাত আঁকড়ে ধরল, মনে হচ্ছে যেন রমুলাকে সে বাঁধা দিচ্ছে। রমুলা তার দিকে তাকাল। পাজ্জি যখন অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল তখন জিপসিটার মাথায় একটা চাটি মারল সে।

পাজ্জি জানত ফেল কোথায় যাচ্ছে।

পাজ্জি ড. ফেলের ডাস্টবিনে ফুডস্টোর ভেরা ডাল ১৯২৬-এর ভিন্নধর্মি একটা র‍্যাপিং পেপার দেখেছিল। এই দোকানটা সান্তা ট্রিনিটা ব্রিজের ভিয়া

BanglaBook.org

সান জ্যাকোপো'তে অবস্থিত। ডক্টর এখন সেদিকেই যাচ্ছে। রমুলা বিরক্তি প্রকাশ করল। পাজ্জি জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল ডক্টরের দিকে।

"বাল!! গ্রোসারির দিকে যাচ্ছে সে।" রমুলাকে এ নিয়ে পঞ্চমবারের মত ইন্সট্রাকশন দেয়া শুরু করল পাজ্জি।

"শোন রমুলা। পন্তে ভেচ্চিওর এপাশটাতে তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে। সে ফিরে আসার সময় তুমি তাকে ধরতে পারবে। তার হাতে একটা ব্যাগ থাকবে। আমি তার হাত থেকে এক ব্লক দূরে থাকব। তুমি আমাকে দেখতে পারবে, কাছাকাছিই থাকব আমি। যদি কোনো সমস্যা হয়, যদি তোমাকে অ্যারেস্ট করা হয়, তাহলে ভয় পেও না। আমি সেটা ম্যানেজ করবো। যদি সে অন্য কোথাও যায়, তাহলে অ্যাপার্টমেন্টে চলে যেও। আমি ফোন করবো তোমাকে। ট্যাক্সি উইন্ডশিল্ডে এই পাসটা লাগিয়ে নিও, আমি যেখানে ডাকব সেখানে সাথে সাথে চলে আসবে।"

"জি।" রমুলা ইতালিয়ান নাকি সুরে সম্মানের সাথে জবাব দিল। "যদি কোন সমস্যা হয় আর কেউ আমাকে তখন সাহায্য করতে আসে তাহলে তাকে আঘাত করার দরকার নেই। সে কিছুই নেবে না। তাকে পালিয়ে যেতে দিও।"

পাজ্জি এলিভেটরের অপেক্ষা না করেই সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নিচে নেমে গেল। তার পরনে বয়লার স্যুট, মাথায় ক্যাপ।

ফ্লোরেন্সে কারো পিছু নেয়াটা যথেষ্ট কঠিন। কারণ সাইডওয়াকগুলো অনেক সরু এবং সড়কে জান-মালের কোন নিরাপত্তা নেই। যেকোন মুহূর্তে গাড়ি চাপা পড়ে পটল তুলতে পারে যে কেউ। পাজ্জির কাছে একটা পুরনো তালিমারা মোটোরিনো আছে যার সাথে প্রায় ডজনখানেক ব্রুম বাঁধা–এগুলোই এখন পর্যন্ত এটাকে চলনক্ষম রেখেছে। ফার্স্ট কিকেই স্কুটারটা স্টার্ট নিল এবং নীল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চিফ ইন্সপেক্টর পিচঢালা পাথরের ওপর দিয়ে সামনে এগোতে শুরু করল। তার ছোট মোটরবাইক এমনভাবে দুলুনি খাচ্ছে যেন একটা গাধা তাকে তার পিঠে নিয়ে ধীরগতিতে হেলেদুলে হেঁটে চলেছে।

পাজ্জি সামনে বিশাল জ্যাম দেখে থেমে গেল, একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে টাইমপাস করতে লাগল সে। ভিয়া ডি বার্ডির শেষ মাথায় বরগো সান জ্যাকোপো তার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সাইডওয়াকে তার বাইকটা রেখে পায়ে হেঁটে সামনে এগোল পাজ্জি। পন্তে ভেচ্চিওর দক্ষিণ মাথায় ট্যুরিস্টদের ভিড়ে কোনোমতে নিজের গা বাঁচিয়ে সামনে যেতে লাগল।

ফ্লোরেন্সের অধিবাসিরা বলে থাকে, ভেরা ডাল ১৯২৬-এর মূল আকর্ষণ হলো পনির আর ট্রাফলস–যা জগদ্বিখ্যাত।

BanglaBook.org

ডক্টর সেখানে অনেক সময় ধরে আছে। সিজনের প্রথম হোয়াইট ট্রাফলগুলো সে বেছে বেছে নিচ্ছিল। জানালা দিয়ে পাজ্জি ডক্টরের পেছন অংশটুকু দেখতে পাচ্ছে। হ্যাম আর পাস্তার ডিসপ্লের ঠিক বিপরীতে বসে আছে ডক্টর।

পাজ্জি পুরো বেকারিটা একবার ঘুরে আবার ফিরে এসে ঝরনায় তার মুখ ধুয়ে নিল সে। তার মোচ থেকে টপটপ করে পানি পড়তে থাকল। মোচের মালিক তার মোচকে উদ্দেশ্য করে বলল, "তোমাকে আমার হয়ে কাজ করতে হলে আমার মুখ থেকে তোমাকে সরে যেতে হবে।"

অবশেষে ডক্টর বের হলো।তার হাতে কয়েকটা পার্সেল ব্যাগ। সে বরগো সান জ্যাকোপোর সামনে দিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছে। পাজ্জি তাকে দেখে রাস্তার অন্যপাশে আসল ঠিকই কিন্তু সরু সাইডওয়াকের ভিড় তাকে ঠেলে সড়কে নিয়ে এল। ঠিক তখনই ক্যারাবিনিয়েরি পেট্রল কারের সাথে তার রিস্টওয়াচের সংঘর্ষ বেঁধে গেল তার।

"বানচোত! অসভ্য কোথাকার।" ড্রাইভার জানালা দিয়ে মুখ বের করে চেঁচিয়ে উঠল। পাজ্জি ঠাশ করে একটা চড় মেরে বসল ড্রাইভারের গালে।

যখন সে পন্তে ভেচ্চিওতে পৌঁছাল তখন সে ডক্টরের চেয়ে চল্লিশ কদম এগিয়ে গেছে।

ডোরওয়েতে রমুলা দাঁড়ানো। তার কাঠের হাতে বাচ্চাকে ধরে রেখেছে সে। এক হাত ভিড়ের দিকে মুখ করা। লুকিয়ে রাখা অন্য হাতটা তার আলগা কাপড়ের নিচে রাখা যেটাতে সে কিছুক্ষণ পর আরেকটা ওয়ালেট বগলদাবা করবে। অলরেডি সে দুইশরও বেশি ওয়ালেট হাতিয়েছে। তার সেই লুকানো হাতে ভালোভাবে পলিশ করা ব্রেসলেটটা লাগানো।

কয়েক মুহূর্ত পর তার টার্গেট পুরনো ব্রিজের ভিড়ের মধ্য দিয়ে আসবে। ভিয়া ডি বার্ডির কাছাকাছি আসলেই সে সামনে গিয়ে তার কাজ সারবে। তারপর ব্রিজ ক্রস করতে থাকা ট্যুরিস্টদের ভিড়ে হারিয়ে যাবে সে।

ভিড়ের মধ্যে রমুলার এক বন্ধু আছে যার ওপর সে নির্ভর করতে পারে। তার টার্গেটের ব্যাপারে রমুলা কিছুই জানে না। আর পুলিশটা তাকে বিপদের সময় বাঁচাবে–এটা সে বিশ্বাস করে না। লোকটার নাম জাইলস প্রিভার্ট, পুলিশ ডোশিয়ারে অবশ্য জাইলস ডুমুল/রজার লেডার লেখা। তার স্থানীয় নাম নক্কো। লোকটা পন্তে ভেচ্চিওর দক্ষিণ প্রান্তে জটলার মধ্যে অপেক্ষা করছে রমুলাকে সাহায্য করার জন্য। নক্কো এখন পকেট কাটার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে। তার চেহারা এত শুকনো যে, হাড়গুলো বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু তার মাথায় বুদ্ধি আর শরীরে শক্তি ভালো পরিমাণেই আছে। যদি

BanglaBook.org

তাদের মিশনে কোন ঘাপলা হয় তাহলে নক্কো সাহায্য করতে পারবে রমুলাকে।

ক্লার্কের পোশাকে সে নিজেকে জটলার মধ্যে বেশ ভালোভাবেই মানিয়ে নিতে পেরেছে। ভিড় অনেক বেড়ে গেলেও সে মাঝেমধ্যেই নিজের উপস্থিতি রমুলাকে জানান দিচ্ছিল। যদি তাদের শিকার রমুলাকে ধরে ফেলে তাহলে নক্কো দৌড়ে এসে লোকটার গায়ের ওপর ঝাঁপ দেবে, পড়ে যাওয়ার পর ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর এ সময়টাতে রমুলা পালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পাবে। আগেও এমন করেছে সে।

পাজ্জি রমুলার সামনে দিয়ে গেল। জ্যুসবারে কাস্টমারদের লাইনের সামনে দাঁড়াল সে, যেখান থেকে রমুলার ওপর নজর রাখতে পারবে।

ডোরওয়ে দিয়ে সামনে এগোল রমুলা। তার অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে তার এবং তার ছোটখাটো গড়নের টার্গেটের মাঝখানে থাকা সাইডওয়াক ট্রাফিক পর্যবেক্ষণ করল। কাঠের ক্যানভাস দিয়ে বানানো কৃত্রিম হাতে তার বাচ্চাকে নিয়ে কোন ধাক্কাধাক্কি ছাড়াই ভিড়ের মধ্যে চলতে ফিরতে পারে সে। তার প্ল্যান মোতাবেক সে তার বের করা হাতের আঙুলে কিস করে তা লোকটার গালে লাগাবে আর অন্য হাতটা সামনে নিয়ে আসবে বুকপকেট থেকে ওয়ালেট চুরি করার জন্য। যখন লোকটা তার বাড়ানো হাত ধরে ফেলবে তখন লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরে যাবে সেখান থেকে।

পাজ্জি বলেছিল, এই লোক তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়ার জন্য তাকে ধরে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করবে না, বরং চলে যেতে চাইবে সে। পকেট কাটার সময় কেউ কখনও বাচ্চা কোলে থাকা রমুলাকে আঘাত করার সাহস দেখায়নি। ভুক্তভোগীরা বেশিরভাগ সময় ভাবত, ওই সময় অন্য কেউ তাদের জ্যাকেটে হাত দেয়ার চেষ্টা করেছিল। রমুলা নিজেই কয়েকজন নির্দোষ পথচারিকে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল নিজেকে বাঁচানোর জন্য।

সাইডওয়াকে ভিড়ের সাথে মিশে গেল রমুলা। তার লুকানো হাতটা ফলসআর্মের নিচে রেখে নিজেকে প্রস্তুত করল সে। দশ মিটার দূরে লক্ষ্যবস্তুকে ব্যাগ হাতে আসতে দেখল এবার।

ধুর বাল!

ড. ফেল ভিড়ের সাথে তাল মিলিয়ে পন্তে ভেচ্চিওর দিকেই চলে যাচ্ছে, পালাজ্জোর দিকে যাচ্ছে না সে। তার পিছু নেয়ার চেষ্টা করল রমুলা, কিন্তু পারল না। নক্কো মাথা তুলে রমুলার দিকে তাকাল, চোখে তার প্রশ্ন। রমুলা কিছু না করার জন্য মাথা ঝাঁকাল। নক্কো ফেলকে যেতে দিল। ফেলের পকেট নক্কো মেরে দিলে কাজের কাজ কিছুই হবে না।

BanglaBook.org

পাজ্জি তার কাছে এসে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগল, যেন সব দোষ রমুলার। "অ্যাপার্টমেন্টে যাও, আমি তোমায় ফোন করবো। ওল্ডটাউনের জন্য তোমার কাছে ট্যাক্সিপাস আছে না? যাও, যাও।"

পাজ্জি মোটরবাইক স্টার্ট দিয়ে পন্তে ভেচ্চিওর উদ্দেশ্যে আর্নো নদীর ওপর দিয়ে যাত্রা শুরু করল। সে ভাবল, ডক্টরকে হারিয়ে ফেলেছে সে। কিন্তু না, সে তাকে আবার দেখতে পেল। নদীর অন্য পাশে, রাস্তা দিয়ে ড. ফেল ছোট ছোট পা ফেলে দ্রুত সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। পাজ্জি একটা স্কেচ আর্টিস্টের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকে দেখতে পেল। আন্দাজ করল, ড. ফেল হয়তো সান্তা ক্রস চার্চে যাচ্ছে। মানুষের ভিড়ে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তাকে ফলো করতে লাগল সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

ফ্রান্সিসানদের আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত সান্তা ক্রস চার্চের বিশাল ইন্টেরিয়র জুড়ে আটটা ভাষায় প্রয়োজনীয় ডিরেকশন দেয়া হচ্ছে। উজ্জ্বল রঙের ছাতা ধরা গাইডের পিছু পিছু যাচ্ছে ট্যুরিস্টদের দল। তারা দুইশ লিরার কয়েন খুঁজছে আঁধারে, যাতে তারা এ কয়েনের কল্যাণে তাদের জীবনের অনাগত সবচেয়ে ভালো মুহূর্তগুলোর জন্য প্রার্থনা করতে পারে।

বাইরের রোদে পুড়ে রমুলা যখন চার্চের আঁধারে ঢুকল, তখন তার চোখ সেই অন্ধকার সয়ে নিতে কিছুটা সময় নিল। চোখ সয়ে গেলে দেখল, মেঝেতে মাইকেলেঞ্জেলোর কবরের ঠিক ওপরে দাঁড়িয়ে আছে সে। সাথে সাথে মৃদু চিৎকার করে উঠল, "সরি।" স্ল্যাব থেকে দূরে সরে গেল এবার। রমুলার কাছে কবরের অধিবাসিরা ইহকালের মানুষদের মতই জীবন্ত। এই ধারণার প্রভাব তার জীবনে ব্যাপক। তার পূর্বপুরুষেরা আত্মার সাথে কথা বলতে পারত-তারা মানুষের হাত দেখে ভবিষ্যৎও বলে দিতে পারত। তার কাছে মনে হচ্ছে, মেঝের ওপরের জীবিত আর নিচের মৃত মানুষদের মধ্যে ব্যারিকেড হিসেবে কাজ করছে এই ফ্লোরটা। নিচের মানুষগুলো বেশ আরামেই আছে।

সেক্সটন কোথায় আছে তা বের করার জন্য চারদিকে তাকাল সে। জিপসিদের বিরুদ্ধে সেক্সটনদের একটা খারাপ ধারণা আছে, তাই তার চোখে যেন রমুলা না পড়ে, সেজন্য ফার্স্ট পিলারের আড়ালে রোজেলিনোর 'ম্যাডোনা ডেল ল্যাতে' চিত্রকর্মের ঠিক নিচে আশ্রয় নিল সে। গ্যালিলিওর কবরের আড়ালে থাকা পাদ্রি তাকে সেখানে খুঁজে বের করল।

চার্চের পেছন অংশে ট্রানসেপ্ট বরাবর ইঙ্গিত করল পাদ্রি। ফ্লাডলাইট আর লুকানো ক্যামেরাগুলোর ফ্ল্যাশ আঁধারের মধ্যে বজ্রপাতের আবহ তৈরি করেছে।

জিশু বারবার জন্মগ্রহণ করে আর বারবার প্রতারিত হয়-আলো আঁধারের খেলায় ফ্রেস্কোগুলোর একবার আলোয় উদ্ভাসিত হওয়া এবং আবার আঁধারে নিমজ্জিত হওয়া যেন সেটাকেই বোঝাচ্ছে। চার্চের পাদ্রিরা তাদের হাতে থাকা গাইডবুকগুলো পড়তে পারছে না। শরীরের ঘামের গন্ধ আর আতরের গন্ধ মিশে ল্যাম্পের উত্তাপে যেন খিচুড়ি পাকাচ্ছে।

BanglaBook.org

ট্রানসেপ্টের বাম অংশে ড. ফেল কাপ্পোনি চ্যাপেলে কাজ করছিলেন। বিখ্যাত কাপ্পোনি চ্যাপেল সান্তা ফেলিসিতায় অবস্থিত। প্রায় ১০০ বছর আগে বানানো কাপ্পোনি চ্যাপেলের নতুন সংস্করণ ফেলকে আকৃষ্ট করছে। কারণ সেখানে থাকা একটা স্তম্ভের লেখার ওপর কয়লার আস্তরণ এমনভাবে দেওয়া যে, তির্যকভাবে আলো ফেললেও সে লেখা পড়া যাবে না।

তার ছোট মনোকুলারের সাহায্যে পাজ্জি আবিষ্কার করল, কেন ডক্টর শুধু তার শপিং ব্যাগ নিয়েই বাসা থেকে এখানে চলে এলেন। তার সব আর্ট সাপ্লাই তিনি এখানকার বেদীর পেছনে রেখেছেন। কিছুক্ষণের জন্য পাজ্জির মনে হলো রমুলাকে বিদায় করে দেয়া উচিত। কারণ আর্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো থেকে সে ফিঙ্গারপ্রিন্ট কালেক্ট করতে পারবে। পরক্ষণেই দেখতে পেল ডক্টরের হাতে কটন গ্লাভ–হাতে যেন ময়লা না লাগে তাই এই সাবধানতা।

এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে!

খোলা রাস্তায় কাজটা করার জন্য রমুলা পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে। তবুও রমুলা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পরিস্থিতি বদলালেও সে তার মন বদলাবে না। কাজটা করবে সে। ডক্টরকে পালাতে দেবে না। যদি ডক্টর তাকে ধরে ফেলে তবে সেক্সটনের হাতে রমুলাকে সোপর্দ করবে। পাজ্জি পরবর্তিতে ছাড়িয়ে আনতে পারবে তাকে।

লোকটা বদ্ধ উন্মাদ। কী হবে, যদি রমুলাকে সে মেরে ফেলে? কিংবা তার বাচ্চাকে মেরে ফেলে? পাজ্জি প্রশ্ন দুটো নিজেকে করল। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে গেলে সে কি ডক্টরের সাথে লড়াই করার মত সাহস দেখাবে?

হ্যা, সে দেখাবে। সে কি পুরস্কারের টাকা পাওয়ার জন্য রমুলা ও তার বাচ্চাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাবে?...হ্যা।

ড. ফেল গ্লাভস খুলে লাঞ্চের উদ্দেশ্যে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হবে। সে সময়টুকু পাজ্জি আর রমুলা তাদের প্ল্যান পর্যালোচনা করে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিল। ভিড়ের মধ্যে পাজ্জি একটা চেহারা সনাক্ত করল।

"তোমাকে কে ফলো করছে, রমুলা? বলে ফেলো। আমি চৌদ্দশিকের পেছনে তাকে আগেও দেখেছিলাম।"

"আমার বন্ধু। পালানোর দরকার পড়লে আমাকে সে সাহায্য করতে পারবে। সে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। আপনার শুধু শুধু হাত নোংরা করার দরকার নেই।"

সময় পাস করার জন্য তারা বিভিন্ন চ্যাপেলে প্রার্থনা করতে লাগল। রমুলা

BanglaBoi.org

এমন একটা ভাষায় বিড়বিড় করে কিসব বলতে লাগল–রিনালদো তার একবিন্দুও বুঝতে পারল না। জিশুর কাছে পাজ্জির চাহিদার লিস্টটা অনেক বড়–বিশেষ করে চিজাপেক সমুদ্রতীরে তাদের বাড়ি বানানোর যে স্বপ্ন তা সত্যি হওয়ার বাসনা, আর এমন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা যা চার্চের মত পবিত্র জায়গায় ভাবা মোটেও উচিত নয় তার।

সুললিত কণ্ঠে কোরাস গান বেজে উঠল, আর সেটা কোলাহল ছাপিয়ে শোনাও যাচ্ছে। বেল বাজল। দুপুরের প্রার্থনার সময় শেষ। সেক্সটনরা বের হয়ে এল, তাদের হাতে চাবি। দানবাক্স খোলার জন্য তারা প্রস্তুত।

ড. ফেল উঠে আন্দ্রেওত্তির স্ট্যাচু অব পিয়েদার আড়াল থেকে বের হয়ে এল। হাতের গ্লাভস খুলে পকেটে রাখল সে। জাপানিদের বড় একটা দল স্যাঙ্কচুয়ারির সামনে জটলা পাকিয়েছে, তাদের কাছে আর কয়েন নেই। কী করবে বুঝতে পারছে না তারা। তাদের যে চলে যাওয়ার সময় হয়েছে এটাও তাদের ছোট মাথায় ধরছে না।

পাজ্জি ধাক্কা দিল রমুলাকে, যদিও এর দরকার ছিল না। রমুলা জানে, সময় হয়ে গেছে। সে বাচ্চার কপালে চুমু খেল। বাচ্চাটা রমুলার কাঠের হাতের ওপর রাখা। ডক্টর সামনে এগিয়ে আসছে। ভিড়ের চাপ তাকে রমুলার আরও কাছে নিয়ে এল। তিনটা লম্বা পদক্ষেপে তার একদম কাছে চলে এসে ঠিক সামনে দাঁড়াল সে। হাত সামনে নিয়ে ডক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তারপর আঙুলে চুমু খেয়ে ডক্টরের গালে বসানোর জন্য হাত বাড়াল–তার লুকানো হাতটা পকেট মারার জন্য প্রস্তুত।

লাইট জ্বলে উঠল হঠাৎ, কেউ একজন দুইশ লিরার কয়েন খুঁজে পেয়েছে। ড. ফেলকে স্পর্শ করার ঠিক আগমুহূর্তে তার দিকে তাকাল রমুলা। ভড়কে গেল সে, মনে হচ্ছে লাল চোখের মণি তাকে ধীরে ধীরে শুষে নিচ্ছে। তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে বের হবার জোগাড় হলো তার। রমুলার কিস করা হাত সাথে সাথে তার বাচ্চার চেহারা ঢাকার চেষ্টা করল। নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে।

"ক্ষমা করবেন, স্যার। ক্ষমা..." বলেই ঘুরে দৌড় দিল, ডক্টরের কাছাকাছি থাকতে চাইল না। লাইট অফ না হওয়া পর্যন্ত ডক্টর তার গমনপথের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল। বাতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মোমের আলোয় কালো একটা অবয়ব ধারণ করল সে। ছোট ছোট পা ফেলে সেই অবয়বটা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হলো এবার।

পাজ্জি রাগে অন্ধ হয়ে গেছে। রমুলাকে দেখতে পেল থামের পাশে,

BanglaBook.org

নিজেকে স্থির করার চেষ্টা করছে সে। বাচ্চার মাথা হলি ওয়াটার দিয়ে ক্রমাগত ধুয়ে চলেছে, যদি বাচ্চাটা ফেলকে দেখে থাকে, সেই ভয়ে বাচ্চার চোখ পরিস্কার করছে। রমুলার বিধ্বস্ত মুখ দেখে পাজ্জির মুখে থাকা অশ্রাব্য গালিগুলো আর বের হওয়ার সুযোগ পেল না।

অন্ধকারে তার চোখগুলো বড় বড় দেখাল। "এটাই সেই শয়তান...সান অভ দ্য মর্নিং। আমি দেখেছি তাকে।"

"আমি তোমাকে জেলে পাঠাব," পাজ্জি বলল।

রমুলা বাচ্চার চেহারার দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনার সুরে আওয়াজ করল, যা অস্বাভাবিক লাগল পাজ্জির কাছে। হাত থেকে সিলভার কাফটা খুলে হলি ওয়াটার দিয়ে তা ধুয়ে পরিস্কার করল রমুলা।

"এখনও সময় হয়নি," বলল সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

রিনালদো পাজ্জি যদি ল অফিসার হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করত, তাহলে সে কোন কষ্ট ছাড়াই ড. ফেলকে আটক করে খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারত, এই লোক ড. হ্যানিবাল লেকটার কিনা। একঘণ্টার মধ্যে ওয়ার‍্যান্ট জোগাড় করত সে, যার মাধ্যমে ড. ফেলকে পালাজ্জো কাপ্পোনির বাইরে নিয়ে আসা যেত। তখন পালাজ্জোর অ্যালার্ম সিস্টেম কোন কাজে আসত না। তার পরিচয় বের করা না পর্যন্ত তাকে কোন অভিযোগ ছাড়াই আটকে রাখতে পারত।

কোয়েস্তুরা হেডকোয়ার্টারে ফিঙ্গারপ্রিন্টিংয়ের মাধ্যমে দশ মিনিটের মধ্যেই বের হয়ে যেত, ফেলই ড. লেকটার কিনা। পিএফএলপি ডিএনএ টেস্ট করে তার পরিচয় সহজেই শনাক্ত করা যেত।

কিন্তু এসব এখন তার কাছে কোন অর্থ বহন করে না। ড. লেকটারকে ম্যাসনের কাছে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার সাথে সাথে সে একজন বাউন্টি হান্টার হয়ে গেছে। এখন সে পুরোপুরি একা। পুলিশ তার নাকের ডগা দিয়ে তাকে নিতে পারবে না, কারণ সেজন্য আগে তাদের পাজ্জির সাথে মোকাবেলা করতে হবে।

দেরি পাজ্জির সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু সে দৃঢ়চেতা। কাজটা এদের দিয়েই করাবে সে।

"নক্কো কি তোমার হয়ে কাজটা করতে পারবে, রমুলা? তুমি কি তাকে খুঁজে বের করতে পারবে?"

তারা পালাজ্জো কাপ্পোনি বরাবর ভিয়া ডি বার্ডির ধার করা অ্যাপার্টমেন্টের পার্লারে বসে আছে। ব্যর্থ অপারেশনের পর বারো ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। কোমর সমান উচ্চতার একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। পাজ্জির চোখের মণি আধো অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে তাতে।

"আমি নিজেই তা করতে পারবো। কিন্তু আমার বাচ্চাকে সাথে নিয়ে তা করতে চাই না," রমুলা বলল। "আমাকে একটা..."

"না, তুমি দ্বিতীয়বার তার মুখোমুখি হও, সেটা আমি চাই না। নক্কো কি কাজটা করতে পারবে?"

রমুলা তার চকমকি ড্রেস পরে উবু হয়ে বসে আছে। তার স্তনযুগল স্পর্শ করছে উরু, আর মাথাটা হাঁটুর একদম কাছাকাছি। কাঠের হাতটা চেয়ারের

BanglaBook.org

ওপর পড়ে আছে। কর্নারে বাচ্চা হাতে রমুলার কাজিন বয়স্ক মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। জানালার পর্দাগুলো টেনে দেয়া। সেই পর্দার ফুটো দিয়ে তাকিয়ে পাজ্জি দেখতে পেল, পালাজ্জো কাপ্পোনিতে একটা ডিমলাইট জ্বালানো।

"আমি কাজটা করতে পারবো। সে যেন আমাকে চিনতে না পারে সেজন্য আমি আমার চেহারা আর গেটআপ বদলে ফেলব। আমি..."

"না।"

"তাহলে এসমারেলডা করতে পারবে।"

"না।"

এই ভয়েসটা এল কর্নার থেকে। প্রথমবারের মত বয়স্ক মহিলাটি কথা বলল।

"আমি আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমার বাচ্চার খেয়াল রাখতে পারবো, কিন্তু সেই শয়তানকে আমি স্পর্শ করতে পারবো না।"

তার ইতালিয়ান বাচনভঙ্গি বুদ্ধিদীপ্ত মনে হলো না পাজ্জির কাছে।

"ঠিকভাবে বসো, রমুলা। আমার দিকে তাকাও," পাজ্জি বলল। "নক্কো করতে পারবে কাজটা? আজ রাতেই তুমি সলিসিয়ানোতে ফেরত যাচ্ছো, রমুলা। তোমার সাজার আরও তিনমাস বাকি। তোমার বাচ্চার জামা-কাপড়ের নিচে টাকা-পয়সা আর সিগারেট লুকিয়ে রাখার অপরাধে তোমার শাস্তির মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া মোটেও অসম্ভব কিছু না। শেষবার তুমি তা করেছিলে–এজন্য এখনই তোমার সাজা আরও ছয়মাস এক্সটেন্ড করা আমার জন্য কোন ব্যাপারই হবে না। তোমাকে আমি খুব সহজেই মা হিসেবে অযোগ্য প্রমাণ করে দিতে পারবো। সরকার বাচ্চাটাকে নিয়ে নেবে। কিন্তু যদি আমি ফিঙ্গারপ্রিন্টটা পেয়ে যাই, তাহলে তোমার শাস্তি মওকুফ করে দেয়া হবে–তোমার হাতে চলে আসবে দুই মিলিয়ন লিরা–তোমার আগের সব রেকর্ড মুছে ফেলা হবে। আর আমি তোমাকে অস্ট্রেলিয়ান ভিসা পেতে সাহায্য করবো।

এখন জবাব দাও, সে কি পারবে?"

সে কোন উত্তর দিল না।

"নক্কোকে খুঁজে বের করতে পারবে?"

পাজ্জি নাক দিয়ে ঘোৎ করে শব্দ করল। "এখানে থাকা তোমার জিনিসপাতি গুছিয়ে নাও। তিনমাস পর প্রোপার্টি রুম থেকে এই নকল হাতটা নিতে পারবে, সময় ব্যবধানটা এক বছর বা তার বেশিও হতে পারে। বাচ্চাটাকে ফান্ডলিং হাসপাতালে দেয়া হবে। ওটাকে দেখভালের জন্য বুড়ি মহিলাটা অবশ্য থাকতে পারবে সঙ্গে।"

BanglaBook.org

"এটা? ওটাকে দেখভাল করবে!...*কম্যান্দাতোরে?* আমার বাচ্চার একটা নাম আছে। তার নাম–"

সে মাথা নাড়ল। বাচ্চার নাম এই লোকটাকে বলতে চায় না সে। রমুলা হাত দিয়ে তার মুখ ঢেকে রাখল। হাত আর মুখের পালসেশন অনুভব করল সে, একটা আরেকটাকে চাপ দিচ্ছে। হাতের পেছন থেকে তার কণ্ঠ শোনা গেল, "আমি তাকে খুঁজে বের করতে পারবো।"

"কোথায়?"

"পিয়াজ্জা সান্তো স্পিরিতো, ফাউন্টেনের কাছে। তারা সেখানে কাঠ জোগাড় করে আগুন জ্বালিয়ে ক্যাম্পফায়ারের মত করে ওয়াইন পার্টি করে।"

"আমি তোমার সাথে যাব।"

"দরকার নেই," রমুলা বলল। "তুমি তার রেপুটেশন নষ্ট করে দেবে। তোমার হাতে এসমারেলডা আর আমার বাচ্চা আছে। তুমি জানো আমাকে ফিরে আসতেই হবে।"

*

আর্নো নদীতীরের বাম অংশে থাকা সৌন্দর্যমণ্ডিত স্কয়ার, পিয়াজ্জা সান্তো স্পিরিটো রাত্রিবেলায় নীরব হয়ে গেছে। চার্চে তালা ঝুলছে, কোন আলো আসছে না সেখান থেকে। ধোঁয়া উঠা খাবারের গন্ধ আর খাদকদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে ক্যাসালিঙ্গা থেকে, ক্যাসালিঙ্গা হচ্ছে এ এলাকার জনপ্রিয় একটা রেস্টুরেন্ট।

আগুনের একটা রেখা দেখা যাচ্ছে ফাউন্টেনের কাছে, একটা জিপসি গিটারের টুংটাং শব্দ হচ্ছে। গিটার যে বাজাচ্ছে, তার এটা বাজানোর দক্ষতার তুলনায় ইচ্ছেশক্তিটাই যেন বেশি। আগুনের চারপাশে জড়ো হওয়া মানুষদের মধ্যে একজন ভালো ফ্যাডো সিঙ্গার আছে। যখন সবাই বুঝতে পারল সে ভালো গান গাইতে পারে, তখন তাকে ঠেলে সামনে এগিয়ে দিল তারা, আর তার গায়ে ওয়াইন ঢেলে তাকে সবার সাথে পরিচয়ও করিয়ে দেয়া হলো।নিয়তি নিয়ে লেখা একটা গান গাওয়া শুরু করল সে, কিন্তু কিছুদূর গেয়ে থেমে গেল লোকটা–আসলে তাকে থামিয়ে দেয়া হলো।সবাই চাইল তার কণ্ঠটা আরও তীক্ষ্ণ, আরও জীবন্ত হয়ে উঠুক।

রজার লেডাক ফাউন্টেনের একদম কাছে বসে আছে, যে কিনা নক্কো নামেও পরিচিত। তার মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছিল। চোখদুটো ঘোলা থাকা সত্ত্বেও সে ফায়ারলাইট বরাবর ভিড়ের পেছনে থাকা রমুলাকে স্পট করতে

BanglaBook.org

পারল। ফুটপাতের দোকান থেকে দুটো কমলা কিনল সে এবং তাকে নিয়ে ফায়ার পার্টি থেকে দূরে একটা স্ট্রিটল্যাম্পের নিচে থামল। ল্যাম্পের আলো অনেক কম, ম্যাপল গাছের পাতা সেই আলোর সামনে থাকায় নক্কোর ফ্যাকাশে মুখে পাতার ছায়া পড়ে তা সবুজাভ হয়ে গিয়েছে। তা দেখে রমুলার কাছে মনে হলো,নক্কোর চেহারায় ক্ষত তৈরি হয়েছে, আর সেগুলো নড়ছে। নক্কোর বাহু রমুলা ধরে রেখেছে।

তার মুঠোয় একটা ছুরি ঝিলিক দিয়ে উঠল, কমলার খোসা ছাড়াতে লাগল সে। রমুলার হাতে দিল সেটা। রমুলা কমলার একটা টুকরো মুখে দিতেই নক্কো দ্বিতীয়টার খোসা ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

তারা সংক্ষেপে রোমানি ভাষায় কথা সারল। একসময় কাঁধ তুলল সে। তাকে একটা সেলফোন দিয়ে বাটনগুলো দেখিয়ে দিল রমুলা। নক্কোর সাথে ফোনে পাজ্জির আলাপচারিতায় কিছু সময় ব্যয় হবার পর নক্কো টেলিফোনটা পকেটে রাখল। গলা থেকে একটা চেইন খুলে চেইনের ছোট্ট অ্যামুলেটে চুমু খেয়ে সেটা খাটো অপরিচ্ছন্ন লোকটার গলায় পরিয়ে দিল রমুলা। লকেটটার দিকে তাকিয়ে এমন একটা ভান করল সে, যেন এই লকেটের গুণে সর্বশক্তিমান বনে গেছে। রমুলার দিকে একটা হাসি ছুঁড়ে দিল সে। হাত থেকে ব্রেসলেটটা খুলে রমুলা সেটা নক্কোর হাতে পরিয়ে দিল। নক্কোর হাতের আকার রমুলার মতোই, তাই সেটা সুন্দরভাবেই মানিয়ে গেছে।

"তুমি কি একঘণ্টা থাকতে পারবে আমার সাথে?" নক্কো জিজ্ঞেস করল।

"হ্যা, পারবো," জবাবে জানাল রমুলা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

রাতে ড. ফেলকে আবার ফোর্তে ডি বেলভার্দের টর্চার ইন্সট্রুমেন্ট শো'তে দেখা গেল। পাথর দিয়ে গড়া বিশাল রুমের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে-তার মাথার ওপরে সেই হ্যাঙ্গিং কেজ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিকেট কেটে আসা কামাতুর মানুষদের ক্ষুধার্ত চেহারায় থাকা কামনা-লালসা নিবিড় দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে সে। যখন তারা টর্চার ইন্সট্রুমেন্টগুলোর চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায়, ঘর্মাক্ত শরীরে একে অন্যকে পেছন থেকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে চাপ দেয়, তখন তাদের হাতের লোম খাড়া হয়ে যায়। তারা একে অন্যের এত কাছে এসে দাঁড়ায় যে, একজনের নিঃশ্বাস আরেকজন অনুভব করতে পারে। বিভিন্ন সুগন্ধি আর দুর্গন্ধের সংমিশ্রণে যে মিশ্রণ তৈরি হয়েছে তা থেকে বাঁচতে মাঝেমধ্যে ডক্টর সুগন্ধি লাগানো রুমাল নাকে চেপে ধরে।

যারা সেই রুমে ঢুকতে চায় তারা ডক্টরের বের হওয়ার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছিল।

কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। ড. ফেল এই প্রদর্শনীর সামগ্রীগুলোর দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুর চেয়ে ড. ফেল নিজে বেশি আগ্রহোদ্দীপক হলেও তেমন একটা মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারল না সে। কেউ কেউ তাকে এক নজর দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ভিড়ের মধ্যে মহিলারাই আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে, যতক্ষণ না লাইন শাফলিংয়ের কারণে তাদের জায়গা থেকে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে তারা। তার বেতনের সামান্য অংশ ট্যাক্সিডার্মিস্ট দুজনকে উপরি দেয়ার জন্যই সে এখনও আরামে দড়ির অন্যপাশে পাথরে হেলান দিয়ে নিজেহর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে পারছে।

*

এক্সিটের বাইরে প্রাচীরের পাশে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে অপেক্ষা করছে রিনালদো পাজ্জি। অপেক্ষা করা তার পুরনো অভ্যাস।

পাজ্জি জানে ডক্টর তার বাসায় হেঁটে যাবে না। ফোর্টের পেছনে পাহাড়ের নিচে একটা ছোট্ট সড়কে ড. ফেলের গাড়ি তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এটা

BanglaBook.org

একটা ব্ল্যাক জাগুয়ার স্যালুন–ত্রিশ বছর পুরনো গাড়িটা হালকা বৃষ্টিতে ঝকমক করছে। পাজ্জি এর চেয়ে স্টাইলিশ গাড়ি আর দেখেনি। গাড়িতে সুইস নাম্বারপ্লেট লাগানো।

স্পষ্টতই ড. ফেল বেতনের জন্য পালাজ্জোতে চাকরি করতে আসেনি। পাজ্জি প্লেট নাম্বারটা টুকে রাখল, কিন্তু নাম্বারটা ইন্টারপোলের মাধ্যমে সার্চ করার ঝুঁকিতে গেল না।

ফোর্তে ডি বেলভার্দে আর গাড়িটার ঠিক মাঝখানের খাড়া, কাঁকর বিছানো সড়ক ভিয়া সান লিওনার্দোতে দাঁড়িয়ে আছে নক্কো। এই রাস্তায় আলো অনেক কম। সড়কটির চারপাশ পাথরের দেয়াল দিয়ে বেষ্টিত, এই দেয়ালগুলো রাস্তা থেকে ভিলাগুলোকে আলাদা করে রেখেছে। বার লাগানো গেটওয়ের সামনে অন্ধকার একটা জায়গায় সে ওৎ পেতে আছে, ফোর্ট থেকে বের হওয়া ট্যুরিস্টদের ভিড় থেকে বাঁচার জন্যই এ জায়গাটা বেছে নিয়েছে সে। প্রতি দশমিনিট অন্তর তার সেলফোন ভাইব্রেট করে ওঠছে, আর তাকে কনফার্ম করতে হয়–লোকটা জায়গামতই আছে।

বৃষ্টির ফোঁটা থেকে বাঁচার জন্য কয়েকজন ট্যুরিস্ট তাদের মাথার ওপর ম্যাপ আর প্রোগ্রাম ঝুলিয়ে টুপির মত বানিয়ে নিয়েছে। সংকীর্ণ সাইডওয়াকে বিন্দুমাত্র জায়গা নেই, ভিড়ের চোটে মানুষজন রাস্তায় নেমে আসছে। সেজন্য ফোর্ট থেকে আসা ট্যাক্সিগুলো বাধ্য হচ্ছে তাদের স্পিড কমিয়ে দিতে।

টর্চার ইন্সট্রুমেন্টের ভল্টেড চেম্বারে থাকা ড. ফেল অবশেষে দেয়াল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, স্টারভেশন কেজে থাকা কঙ্কালের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন তারা এইমাত্র পরস্পরের মধ্যে কোন গোপন কথা শেয়ার করেছে। এরপরই এক্সিটের দিকে হাঁটা ধরল সে।

পাজ্জি ডোরওয়েতে আবারও তাকে ফ্লাডলাইটের নিচে দেখল। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে এগোতে লাগল সে। যখন সে বুঝতে পারল, ড. ফেল গাড়ির দিকে যাচ্ছে–সাথে সাথে ফোন দিয়ে নক্কোকে অ্যালার্ট করে দিল।

নক্কো নামের সেই জিপসিটার মাথা কচ্ছপের মত তার জামার কলার থেকে বের হয়েছে। কোটরের ভেতর ঢুকে গেছে চোখদুটো, চামড়ার নিচে হাড় বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে। তার শার্টের হাতা সে কনুই পর্যন্ত বটে নিয়ে ব্রেসলেটের ওপর থুথু ফেলে একটা কাপড় দিয়ে পরিস্কার করল সে। তারপর কোটের নিচে পেছনে তার হাত নিয়ে গেল যাতে ব্রেসলেটটা বৃষ্টিতে ভিজে না যায়। পাহাড়ের দিকে তাকাল এবার। একঝাঁক দুলতে থাকা মাথা এদিকে আসছে। নক্কো মানুষজনের ভিড়ে মিশে গেল। মানুষের স্রোতের বিপরীতে গেলে সে ভালো দেখতে পারবে। কোন সহযোগি না থাকায় তাকেই টার্গেটের

BanglaBook.org

লোকেশন জানা, তারপর পকেট মারার কাজটা করতে হচ্ছে। অবশ্য পকেট মারার জন্য কোন কসরত করা লাগবে না তাকে, কারণ সে এখানে পকেট মারতে আসেনি।

অবশেষে টার্গেটকে দেখতে পেল সে–খাটো লোকটা ব্যারিকেডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার থেকে ৩০ মিটার দূরে থাকা পাজ্জি নেমে আসছে নিচে।

নক্কো রাস্তার মাঝখান দিয়ে ধীরেসুস্থে সামনে এগিয়ে গেল। একটা ট্যাক্সি সামনে আসতে থাকায় প্ল্যান মোতাবেক দৌড়ে তা পার করার ভান করল সে, রাস্তার অন্যপাশে এসে পেছন ফিরে ট্যাক্সিটাকে গালি দিতে দিতে সামনে থাকা ড. ফেলের সাথে ধাক্কা খেল। ফেলের কোটের ভেতর চলে গেল তার হাত, সাথে সাথে সেই হাতটা শক্ত করে কে যেন ধরে ফেলল। একই সাথে একটা আঘাত হানা হলো নক্কোর ওপর। হাতটা ছেড়ে দিয়ে ড. ফেল তার হাঁটার গতি না থামিয়েই সামনে লোকজনের ভিড়ে মিশে গেছে।

পাজ্জি প্রায় সাথে সাথেই আয়রন গেটের সামনে নক্কোর কাছে পৌছে গেল। নক্কোর শরীর কিছুটা বেঁকে গেলেও সোজা হয়ে দাঁড়াল, জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে সে।

"আমি পেয়েছি সেটা। শয়তানটা আমাকে শক্ত করে ধরেছে...আমার বিচিতে মারার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি," নক্কো বলল।

পাজ্জি একটু উপুড় হয়ে নক্কোর হাত থেকে সতর্কতার সাথে ব্রেসলেটটা খোলার চেষ্টা করল। হঠাৎ করেই নক্কোর কেমন জানি ভেজা ভেজা অনুভূতি হলো। তার শরীরের ওজন এক পা থেকে আরেক পায়ে নিতেই কিছুক্ষণ আগে তার ট্রাউজারে করা ছিদ্র থেকে গলগল করে রক্ত ছিটকে পাজ্জির মুখে এসে পড়ল। তার হাতও রক্তে ভিজে গেছে। চারপাশ রক্তরঞ্জিত হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। মাথা নিচু করে নিজের দিকে তাকাতেই নক্কোর মুখ রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেল। নক্কোর পা আর তার ওজন নিতে পারল না, গেটের উপর ঢলে পড়ল সে। গেটের আয়রন বার এক হাতে ধরে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করল, রুমাল দিয়ে ফিমোরাল আর্টারিটা চেপে ধরল যাতে আর রক্ত বের না হতে পারে।

পাজ্জি কোন অ্যাকশনে গেলে তার মধ্যে সবসময় একটা অসাড়তা কাজ করে। আজও এর ব্যতিক্রম হলো না। সে নক্কোর পিঠে একহাত দিয়ে তাকে ভিড়ের উল্টো দিকে চিৎ করে শুইয়ে দিল।

তার পকেট থেকে পাজ্জি সেলফোন বের করে এমন ভান করল যেন অ্যাম্বুলেন্সে ফোন দিচ্ছে সে। কিন্তু ফোন না দিয়ে নক্কোর কোটের বোতাম খুলে তার গায়ে সেটা মেলে দিল। ভিড়ের লোকজন ওপাশে কী হচ্ছে তা নিয়ে

BanglaBook.org

মাথা ঘামাল না। নক্সোর হাত থেকে ব্রেসলেটটা খুলে তার সাথে করে নিয়ে আসা বক্সে তা রেখে দিল পাজ্জি। নক্সোর সেলফোনটা নিয়ে নিল তার পকেটে।

নক্সোর ঠোঁট নড়ল, "মেরি, আমার গরম লাগছে।"

পাজ্জি তার ক্ষতস্থানে থাকা হাতটা উঠিয়ে ধরে রাখল যাতে সে কিছুটা হলেও আরাম পায়। চেপে ধরে না রেখে তার রক্ত বের হয়ে যেতে দিল, কারণ এমনিতেও সে বাঁচবে না। যখন সে নিশ্চিত হলো নক্সো মারা গেছে, তখন তাকে রেখে চলে আসল পাজ্জি।

নক্সোর মাথা তার হাতের ওপর এমনভাবে রাখা যেন সে ঘুমাচ্ছে। রাস্তায় এসে পাজ্জি একটু আগে ফেলের গাড়ি যে জায়গায় পার্ক করেছিল, সেখানে তাকাল। ড. লেকটারের জাগুয়ার যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে জায়গাটা বৃষ্টির পানিতে ভিজতে শুরু করেছে।

নক্সোকে মেরে ফেলার পর তাকে আর ড. ফেল হিসেবে মনে করার কোন যৌক্তিকতা নেই–পাজ্জি ভাবল। সে-ই ড. হ্যানিবাল লেকটার।

পাজ্জির রেইনকোটের পকেটে যা আছে তা ম্যাসনের জন্য প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২৯

পূর্বদিকে উঠতে থাকা সূর্যের অগ্নিচ্ছটায় জেনোয়ার আকাশ আলোকিত। সে আলোয় ভোরের তারাটা একটু পরেই হারিয়ে যাবে দিগন্তের আড়ালে। এই প্রখর ভোরে রিনালদো পাজ্জির পুরনো আলফা রোমিও গরগর শব্দ তুলে ডকের সামনে থেমে গেল। হারবারে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল। নোঙ্গর ফেলে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মালবাহী জাহাজে কে যেন ঢালাইয়ের কাজ করছে, কমলা রঙের স্ফুলিঙ্গ রঙ্গিন আবহ দিয়েছে সমুদ্রের কালো পানিকে।

রমুলা তার কোলে বাচ্চা নিয়ে বসে আছে। বারলিনেটা ক্যু মডেলের এই গাড়িটার পেছনের ছোট ব্যাকসিটে বসে আছে এসমারেলডা, তার পা দুটো জায়গার অভাবে সামনে না রেখে আড়াআড়িভাবে সিটের ওপর রাখা। শয়তানকে স্পর্শ করতে মানা করার পর আর একটা কথাও বলেনি সে।

সকালের নাস্তা সারার জন্য তাদের এক হাতে থাকা পেপার কাপে ব্ল্যাক কফি আর অন্যহাতে পাস্তিসিনি।

শিপিং অফিসে ঢুকল পাজ্জি। যখন সে বের হলো তখন আকাশে সূর্য পুরোপুরি তার প্রভাব বিস্তার করা শুরু করেছে। মালবাহী জাহাজটার মরচে পড়া কাঠামো কমলার রঙের। ডকসাইডে সেই জাহাজের লোডিং হচ্ছে। গাড়িতে থাকা দুই মহিলাকে ইশারায় ডাকল সে।

২৭ হাজার টনের রিওগামী গ্রিক জাহাজটার নাম অ্যাস্ট্রা ফাইলোজেনেস। শিপ ডক্টর ছাড়া লিগ্যালি ১২জন যাত্রি নিতে পারবে এই মালবাহী জাহাজ। পাজ্জি রমুলাকে বোঝাতে লাগল, রিওতে যাওয়ার পর তাদের অন্য একটা জাহাজে ওঠানো হবে, আর ওটা যাবে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে। এই জাহাজের ক্রুরা সেটা তদারকি করবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই, তাদের যাত্রাপথের ভাড়া দিয়ে দেয়া হয়েছে।

একবার এই জাহাজের টিকেট কাটলে সেই টিকেটের টাকা ফেরত দেয়া হয় না। ইতালিতে জব পাওয়ার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে অস্ট্রেলিয়াকে বিবেচনা করা হয়। জিপসিদের একটা বিশাল অংশ সেখানে বাস করে।

পাজ্জি কথা দিয়েছিল, তাকে দুই মিলিয়ন লিরা দেবে। সেই অর্থ ডলারে এক্সচেঞ্জ করে সর্বমোট ১২৫০ ডলার রমুলাকে একটা মোটা খামে করে দিয়ে দিল সে।

তাদের সাথে ব্যাগ হিসেবে শুধু একটা স্যুটকেস আর একটা ফ্রেঞ্চ হর্নকেস আছে–যেখানে রমুলার কাঠের নকল হাতটা রাখা।

BanglaBook.org

তাদেরকে আগামি একমাসের জন্য সমুদ্রে থাকতে হবে।

রমুলাকে এই নিয়ে দশবারের মত বলল পাজ্জি, নক্কো আজ আসতে না পারলেও পরে তাদের সাথে যোগ দেবে। সিডনি মেইন পোস্টঅফিসে জেনারেল ডেলিভারিতে তাদেরকে তার আসার ব্যাপারে মেসেজ দিয়ে রাখবে সে। "আমি আমার কথা রাখব, রমুলা। এটা নিয়ে ভেবো না।"

তারা গ্যাংওয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যের আলোয় তাদের ছায়া পড়ছে ডকে।

রমুলা তার কোলে থাকা বাচ্চাকে নিয়ে গ্যাংওয়ে ধরে ওপরে ওঠা শুরু করল। বয়স্ক মহিলা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। পাজ্জির সামনে দ্বিতীয় এবং শেষবারের মত কথা বলে উঠল সে।

কালামাটা অলিভের মত কুচকুচে কালো চোখে পাজ্জির দিকে তাকিয়ে রইল। "শয়তানের খাদ্য হিসেবে নক্কোকে তুমি বলি দিয়েছো।" নিঃশব্দে বলে উঠল সে। "নক্কো মারা গেছে।"

নিজের শরীরটাকে বাঁকিয়ে পাজ্জির ছায়া বরাবর থুথু মেরে দ্রুত গ্যাংওয়ে দিয়ে জাহাজে উঠে গেল এরপর।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩০

ডিএইচএল এক্সপ্রেস ডেলিভারি বক্সটা ভালোমত চারপাশে স্ক্রু দিয়ে আটকানো। ম্যাসনের রুমে বসার জায়গায় একটা টেবিল রাখা। সেই টেবিলের সামনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট টেকনিশিয়ান একটা চেয়ারে বসে আছে। তার মাথার ঠিক ওপরে আলো জ্বলছে। সে ইলেকট্রিক স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে বক্সের স্ক্রুগুলো খোলা শুরু করল।

প্রশস্ত সিলভারের ব্রেসলেটটা একটা বক্সে রাখা ভেলভেট জুয়েলার'স স্ট্যান্ডে ঝোলানো। ব্রেসলেটের বাইরের অংশটা তাই একদম প্রটেক্টেড, বাতাস বা কোনকিছুর সংস্পর্শে আসেনি।

"ওটা এদিকে নিয়ে আসো," ম্যাসন বলল।

বাল্টিমোর পুলিশ ডিপার্টমেন্টের আইডেন্টিফিকেশন সেকশনে এই ব্রেসলেট থেকে প্রিন্ট বের করা কোন ব্যাপারই না। সেখানে টেকনিশিয়ানরা দিনের বেলায় তাদের কাজ করে থাকে। কিন্তু এই কাজটা যেন ম্যাসনের চোখের সামনে করা হয়, সেজন্য অনেক বড় অঙ্কের খরচ করছে সে। তার চোখের সামনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট টেকনিশিয়ান তার মেল অ্যাটেন্ডেন্টের হাতে থাকা একটা চায়না প্লেটে ব্রেসলেটটা স্ট্যান্ডসহ রাখল।

ম্যাসনের গগলসের সামনে প্লেটটা ধরল অ্যাটেন্ডেন্ট।

ভারি ব্রেসলেটটাতে রক্ত লেগে আছে। সেখান থেকে শুকনো রক্তের ফোঁটা চায়না প্লেটের ওপর পড়েছে। ম্যাসন তার গগল পরা চোখে তা পর্যবেক্ষণ করলেও তার চেহারায় মাংসের কোন ছিটেফোঁটাও নেই বিধায় কোন অভিব্যক্তি বোঝা গেল না। কিন্তু তার চোখের ঔজ্জ্বল্য ঠিকই ফুটে উঠল।

"কাজ শুরু করুন," বলল সে।

ড. লেকটারের এফবিআই ফিঙ্গারপ্রিন্ট কার্ডের একটা কপি টেকনিশিয়ানের কাছে ছিল। কার্ডটার পেছনে থাকা লেকটারের ষষ্ঠ আঙুলের প্রিন্টের কপি অবশ্য তার কাছে নেই। সে ব্রেসলেটটার উপরে পাউডার দিল। ড্রাগনস ব্লাড ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাউডার দিতে চেয়েছিল সে, কিন্তু লেগে থাকা শুকনো রক্তের সাথে পাউডারটার কালার প্রায় মিলে যায়, তাই সে সতর্কতার সাথে ব্ল্যাক পাউডার ব্যবহার করল।

BanglaBook.org

“আমরা প্রিন্ট পেয়ে গেছি,” রুমাল দিয়ে তার ঘর্মাক্ত মাথা মুছে বলল সে। তার ঠিক ওপরে লাইটটা থাকায় প্রিন্টের কয়েকটা ছবি তুলে নিতে মনস্থির করল। ছবি তোলা শেষে প্রিন্টগুলো মাইক্রোস্কোপের অবজেক্টিভের নিচে রাখল সে। “বামহাতের মধ্যমা আর বুড়োআঙুলের সিক্সটিন পয়েন্ট ম্যাচ পাওয়া গেছে। এটা কোর্টে পেশ করা যাবে।”

“এই লোকই সেই লোক,” শেষে বলে উঠল সে।

ম্যাসন কোর্ট নিয়ে মোটেও আগ্রহি নয়। তার ফ্যাকাশে হাতটা সাথে সাথে বিছানার চাদর বরাবর টেলিফোনের দিকে চলে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩১

সেন্ট্রাল সারদিনিয়ার গেনারগেন্তু মাউন্টেন এরিয়ার গভীরে থাকা তৃণভূমিতে সকালের সূর্য তার আগুন ঢালতে শুরু করেছে।

চারজন সারদিনিয়ান এবং দু-জন রোমান যেখানে কাজ করছে সেখানে পুরোটা এলাকা কাঠ দিয়ে ঘেরা থাকায় সেটা একই সাথে ছায়ার কাজ করে থাকে। কাঠগুলো পার্শ্ববর্তি বন থেকে আনা। পাহাড়ের নিস্তব্ধতায় তাদের করা হালকা শব্দই গর্জনের মত শোনা যাচ্ছে।

ছায়ার নিচে র‍্যাফটার থেকে একটা গ্লিট রকোকো ফ্রেমের বড়সড় আয়না ঝোলানো। আয়নাটা একটা শক্ত খোঁয়াড়ের সাথে বাঁধা। খোঁয়াড়টার দুটো গেট, একটা গেট দিয়ে তৃণভূমির দিকে যাওয়া যায়। আরেকটা গেট ডাচ দরজার অনুকরণে বানানো। দরজার ওপর আর নিচের অংশ আলাদাভাবে খোলার ব্যবস্থা আছে। ডাচ গেটের নিচের রাস্তাটা সিমেন্টের। আর খোঁয়াড়ের বাকি পুরো জায়গাটাকে খড় দিয়ে ফাঁসির মঞ্চের আকার দেয়া হয়েছে।

আয়নাটার ফ্রেমে দেবশিশুর চিত্র খোদাই করা, ফ্রেমটা ওল্টালে খোঁয়াড়ের পুরো ভিউ পাওয়া যায়।

ফিল্মমেকার ওরেস্তে পিনি আর ম্যাসনের ডানহাত সারদিনিয়ার অধিবাসি কার্লো শুরু থেকেই একজন আরেকজনকে দেখতে পারে না।

কার্লো একজন প্রফেশনাল কিডন্যাপার।

কার্লো ডিওগ্রাসিয়াস গাট্টাগোট্টা, ফর্সা। তার মাথায় একটা আলপাইন হ্যাট আছে যাতে শূকরের লোম লাগানো। হরিণের নরম দাঁতগুলো চুষে খাওয়ার অভ্যাস আছে তার। দাঁতগুলো তার ভেস্ট পকেটে রাখা।

কার্লো সারদিনিয়ার ঐতিহ্যবাহী পেশা কিডন্যাপিংয়ের একজন দক্ষ কারিগর এবং একজন পেশাদার রিভেঞ্জার হিসেবে পরিচিত।

ধনী ইতালিয়ানদের মতে, তোমাকে যদি কিডন্যাপ করা হয় তাহলে সারদিনিয়ার কিডন্যাপারদের হাতে কিডন্যাপ হওয়াটাই সবচেয়ে ভালো–কারণ তারা পেশাদার। তারা অ্যাক্সিডেন্ট কিংবা মারার ভয় দেখাবে না তোমাকে। তোমার আত্মীয়স্বজনরা যদি মুক্তিপণের অর্থ দিয়ে দেয়, তাহলে তোমাকে কোন ক্ষতি কিংবা ধর্ষণ অথবা অঙ্গহানি ছাড়াই বাসায় পৌছে দেয়া হবে। কিন্তু যদি তোমার আত্মীয়রা মুক্তিপণ না দেয়, তাহলে তাদের কাছে মেইলের মাধ্যমে তোমার শরীরের টুকরাগুলো পাঠিয়ে দেয়া হবে–এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায়।

BanglaBook.org

ম্যাসনের এই জটিল প্ল্যান কার্লোর পছন্দ হয়নি। এই ফিল্ডে তার অভিজ্ঞতা আছে। সে নিজেই টাসকানিতে বিশ বছর আগে একবার একজনকে শূকরের খাবার বানিয়েছিল। অবসর নেয়া এক নাজি এবং তার বোগাস কাউন্ট টাসকানের গ্রাম্য এলাকার বাচ্চাদের সাথে খারাপ কাজ করতে বাধ্য করেছিল। ঐ নাজিকে খুন করার দায়িত্ব কার্লোকে দেয়া হয়। বাদিয়া দি প্যাসিয়ানোর তিন মাইল এরিয়ার মধ্যে লোকটাকে তার নিজের বাগান থেকে উঠিয়ে আনে সে। পগি্গও অ্যালে কর্তির মাটির নিচে থাকা একটা ফার্মে পাঁচটা গৃহপালিত শূয়োরের ডিনার হিসেবে সেই লোকটাকে উৎসর্গ করে কার্লো। সেজন্য অবশ্য টানা তিনদিন শূয়োরগুলোর খাবার পানি বন্ধ রাখতে হয়েছিল। সে সময় নাজি লোকটা তার দড়ি খোলার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে যাচ্ছিল। ক্লান্তশ্রান্ত শরীরে সে অনুনয় বিনয় করলেও লাভ হয়নি। তার মুচড়ে ফেলা পায়ের আঙুলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা পশুগুলো তখনও তাদের ভক্ষণকার্য শুরু করতে লজ্জা পাচ্ছিল বোধহয়। আর তাই কার্লোকে তার খুনের অ্যাগ্রিমেন্টের কিছু নিয়ম ভাঙতে হয়। সে শূয়োরদের প্রিয় ঘাসের সালাদ বানিয়ে প্রথমে নাজিকে খাওয়ায়, তারপর গলা কেটে ক্ষুধার্ত পশুগুলোর সামনে তা উন্মুক্ত করে দেয়।

কার্লো অনেক ফুর্তিবাজ আর প্রাণশক্তিসম্পন্ন একজন মানুষ। কিন্তু ফিল্মমেকারের উপস্থিতিতে কিছুটা হলেও বিরক্ত হয়েছে সে। ক্যাগলিয়ারিতে যে বেশ্যালয়টা চালায় সেখান থেকে এই আয়নাটা ম্যাসনের নির্দেশে পর্নোগ্রাফার ওরেস্তে পিনির জন্য আনার ব্যবস্থা করে সে।

এই আয়নাটা ওরেস্তের জন্য স্টিমুলাস হিসেবে কাজ করে। তার বানানো পর্নোগ্রাফিক ফিল্মে এবং মৌরিতানিয়ায় বানানো একটা জেনুইন স্নাফ মুভিতে সে আয়নার ব্যবহার করেছে। তার নিজের অটো মিররে একটা উপদেশবাণী লেখা আছে। সেই বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়েই সর্বপ্রথম মুভিতে ওয়ার্পড রিফ্লেকশনের ব্যবহার ঘটায়, এই রিফ্লেকশনের মাধ্যমে ছোট জিনিস খালি চোখে বড় দেখায়।

ম্যাসনের নির্দেশ মোতাবেক ওরেস্তে টু-ক্যামেরা সেটআপ ইউজ করবে, সাথে গুড কোয়ালিটি সাউন্ড। তাকে প্রথমবারেই সব সেটিং করে ফেলতে হবে। ম্যাসন একটা রানিং, আনইন্টারেপ্টেড ক্লোজআপ শট চায়।

কার্লোর কাছে মনে হচ্ছে, ওরেস্তে বৃথাই সময় নষ্ট করছে।

"তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করতে পারো। অথবা আমাদের অনুশীলন দেখে কোন জায়গাটা তোমার কাছে অস্পষ্ট লেগেছে সেটা আমাকে বলতে পারো।"

"আমি এই প্র্যাকটিসের চিত্রায়ণ করতে চাই।"

"ঠিক আছে। তোমার আজাইরা জিনিসপত্র নিয়ে আসো, তারপর আমরা

BanglaBook.org

শুরু করবো।”

যখন ওরেস্তে তার ক্যামেরা সেট করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তখন কার্লো আর বাকি তিন সাথি তাদের প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে দিল।

টাকাপয়সা দিয়ে কী কেনা যায় না! অর্থের পেছনে দৌড়তে থাকা ওরেস্তেও খুনের জন্য এত আয়োজন দেখে অবাক হলো।

ছায়ার এক পাশে একটা লম্বা কাঠের পায়াযুক্ত টেবিলে কার্লোর ভাই মাত্তিও ব্যবহার করা কাপড়ের একটা পুঁটলি টেবিলে উপুড় করে সব কাপড় বের করল। সেখান থেকে একটা শার্ট আর একটা ট্রাউজার নিল সে। অন্য দুই ভাই, পিয়েরো আর টমাসো একটা অ্যাম্বুলেন্স স্ট্রেচার শেডের দিকে নিয়ে গিয়ে ঘাসের ওপর স্ট্রেচারটা ধীরে ধীরে ঠেলতে লাগল। স্ট্রেচারটা ভাঙা আর এতে রঙের দাগ লাগানো।

কয়েক বালতি গ্রাউন্ড মিট, কয়েকটা মরা চিকেন, যাদের পালক এখনও শরীর থেকে আলাদা করা হয়নি, কয়েকটা পচে যাওয়া ফল, যাদের ঘিরে মাছিরা ভিড় জমিয়েছে–আর গরুর নাড়িভুঁড়ি রাখা একটা বালতি–প্রস্তুত রেখেছে মাত্তিও।

মাত্তিও স্ট্রেচারে এক জোড়া খাকি ট্রাউজার মেলে রেখে সেগুলোর ভেতর দুটো চিকেন, কিছু মাংস আর ফল দিয়ে ভরাট করল। এরপর একজোড়া কটনগ্লাভস নিয়ে সেগুলো গ্রাউন্ড মিট আর অ্যাকর্ন ফল দিয়ে ভরতে লাগল সে। গ্লাভসের প্রতিটা আঙুলে সতর্কতার সাথে ঢোকাল সেগুলো। কাজ শেষে টইটম্বুর গ্লাভস দুটো স্ট্রেচারে থাকা ট্রাউজারের পায়ের কাছে রাখল এবার।

ট্রাউজারের কাজ শেষে একটা শার্ট সিলেক্ট করে সেটা বোতাম খুলে স্ট্রেচারে ছড়িয়ে রাখল সে। ওটাতে গরুর নাড়িভুঁড়ি ভরে বোতাম লাগিয়ে দেয়ার আগে শার্টের আকার ঠিক রাখার জন্য এর ভেতর কয়েকটা পাউরুটি গুঁজে দিল। তারপর শার্টের নিচের অংশ দক্ষতার সাথে ট্রাউজারের ভেতর ঢুকিয়ে দিল সে। শার্টের হাতার শেষ অংশে আরও দুটো ভরাট করা গ্লাভস রাখা হলো।

মাথার বিকল্প হিসেবে যে তরমুজটা ব্যবহার করার কথা তা হেয়ারনেট দিয়ে ঢাকা। আর চেহারার অংশ হিসেবে দুই চোখের বদলে দুটো সিদ্ধ ডিম রাখা আছে। সম্পূর্ণ কাজ শেষ হলে সবাই যখন স্ট্রেচারের দিকে তাকাল, তখন একটা মাংসল ম্যানেকুইন দেখতে পেল যেন। স্ট্রেচারেই এটা দেখতে ভালো মানাচ্ছে। তরমুজের সামনের অংশে আর হাতার নিচে গ্লাভসে অনেক দামি আফটারশেভ স্প্রে করল মাত্তিও।

কার্লো ইশারায় ডাকল ওরেস্তেকে। বেড়ার সামনে উবু হয়ে দাঁড়ানো ওরেস্তের লিকলিকে অ্যাসিস্ট্যান্টকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সে। খোঁয়াড়ের

BanglaBook.org

ওপর দিয়ে বুম মাইক এক্সটেন্ড করছিল লোকটা, এক্সটেনশন লেংথ মাপছিল।

"মাদারচোদকে বলো, যদি সে এর ভেতর পড়ে যায়, তবে তাকে উদ্ধার করতে আমরা মোটেও আগ্রহি নই।"

শেষ পর্যন্ত সব রেডি করা হলো।পিয়েরো আর টমাসো স্ট্রেচারটার পায়া ফোল্ড করে আরেকটু নিচু করল। খোঁয়াড়ের গেটের দিকে নিয়ে গেল সেটা।

কার্লো ঘর থেকে একটা টেপরেকর্ডার আর একটা সেপারেট অ্যামপ্লিফায়ার নিয়ে এল। তার কাছে বেশ কয়েকটা টেপ আছে। কয়েকটা তার নিজের বানানো, কিডন্যাপ ভিক্টিমদের কান কেটে মেইল করে পাঠানোর সময় এই টেপগুলো সে বানিয়েছিল। পশুরা টার্গেটকে খাওয়ার সময় এগুলো বাজায় সে। পৈশাচিক আনন্দ পাওয়ার জন্য ভিক্টিমের নিজের চিৎকারই যথেষ্ট, এর জন্য এই টেপের কোন প্রয়োজনই নেই।

শেডের নিচে আগে থেকে লাগানো দুটো আউটডোর স্পিকার দেখা যাচ্ছে। চারণভূমিতে উজ্জ্বল আভা তৈরি করেছে সূর্যের কিরণ। ভূমির চারপাশে লাগানো বেড়া জঙ্গলের গভীরে হারিয়ে গেছে। এই ভরদুপুরে গম্ভীর হয়ে থাকা ওরেস্তে শেডরুফের নিচে মৌমাছির গুঞ্জন শুনতে পেল।

"প্রস্তুত তুমি?" কার্লো বলল।

ওরেস্তে ফিক্স করা ক্যামেরাটা অন করল। "গিরিয়ামো?" তার ক্যামেরাম্যানকে ডাকল সে।

"আমি রেডি," প্রত্যুত্তরে শোনা গেল।

"রোল!"

ক্যামেরা রোল করা শুরু করল।

"ক্যামেরা!"

সাউন্ড রোলিং শুরু হলো।

"অ্যাকশন!"

ওরেস্তে কার্লোকে উদ্দেশ্য করে বলল কথাটা।

কার্লো তার টেপমেশিনের প্লে বাটনটা চাপলে সাথে সাথে নারকীয় চিৎকার ভেসে উঠল–কান্নার শব্দ, অনুনয়-আর্তনাদ–সবকিছু মিলে অদ্ভুত এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ তৈরি হলো।ক্যামেরাম্যান প্রথমে এই শব্দে ভয় পেয়ে গেলেও পরে নিজেকে শান্ত করল। চিৎকারের শব্দ কানে তীরের মত বিঁধছে–কিন্তু তা একই সাথে কাঠের আড়ালে থাকা শূয়োরগুলোর জন্য ডিনার শুরু করার আমন্ত্রণও জানাচ্ছে যেন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩২

জেনেভার উদ্দেশ্যে উড়াল দিল পাজ্জি। ডলারের নোটগুলো স্বচক্ষে দেখার তীব্র বাসনা সে দমিয়ে রাখতে পারেনি। ওইদিনই সে আবার একই প্লেনে করে ইতালি ফিরে আসবে।

মিলান থেকে আসা কম্যুটার প্লেনটা আসলে ফ্রান্সের একটা হুইসলিং অ্যারোস্পেশাল প্রপ জেট। ফ্লোরেন্সের আকাশে সকালে তাকে উড়তে দেখা গেল। আঙুরের ক্ষেতের ওপর দিয়ে ডানা মেলে গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে ওটা। ফসলি জমিটা বিশাল এলাকা জুড়ে অবস্থিত, ওপর থেকে দেখলে মনে হবে এটা একটা টাসকানির রাফ মডেল, যা প্রতিটা ডেভেলপারের কাছেই থাকে। ল্যান্ডস্কেপের রঙে কিছুটা বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। বিদেশি ধনীদের ভিলার পাশে থাকা নতুন সুইমিংপুলগুলো ঠিক নীল নয়। পাজ্জির কাছে মনে হলো,ওগুলো হালকা নীল রঙের–ইংরেজ মহিলাদের চোখের মণির রঙ যেমন হয়ে থাকে ঠিক তেমন।

রিনালদো পাজ্জি এয়ারপ্লেনে ওঠার সময়ই অনুধাবন করেছিল, সে বেগার খাটার জন্য আসেনি। সুপিরিয়রদের করুণার জন্য তীর্থের কাকের মত বসে থাকতেও আসেনি সে। বুড়ো বুয়সে সামান্য পেনশনের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে আসেনি।

সে খুব ভয়ে ছিল এটা ভেবে যে, ড. লেকটার নক্কোকে মারার পর ফেরার হয়ে যাবে। কিন্তু যখন পাজ্জি সান্তা ক্রসে ড. লেকটারের ওয়ার্কল্যাম্প দেখতে পেল, তখন তার কাছে মনে হলো একটা বড় বোঝা তার কাঁধ থেকে কেউ সরিয়ে দিয়েছে। ডক্টর মনে করেছে সে এখনও নিরাপদ।

জিপসিটার মৃত্যু কোয়েস্তুরাতে আলোড়ন তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। সবাই মনে করেছে হত্যাকাণ্ডটি ড্রাগ-সম্পর্কিত। সৌভাগ্যক্রমে লাশের চারপাশে অনেকগুলো বাতিল সিরিঞ্জ পড়ে ছিল। ফ্লোরেন্সের রাস্তায় হরহামেশাই এমন সিরিঞ্জ পড়ে থাকতে দেখা যায়–মাগনা পাওয়া যায় এগুলো।

পাজ্জি তার শর্টকাটে উপার্জিত অর্থ নিজের চোখে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

রিনালদোর এখনও কিছু ঘটনা স্পষ্ট মনে আছে–যখন সে প্রথম তার জননেন্দ্রিয় খাড়া হতে দেখেছিল, শরীর থেকে বের হতে দেখেছিল নিজের তাজা রক্ত, প্রথম কোন নারীকে নগ্ন দেখা, প্রথমবার ঘুসি খেয়ে চোখে সরষে ফুল দেখা–সবকিছু। *আমার মনে আছে আমি একটা সিয়েনিজ চার্চের সাইড*

BanglaBook.org

চ্যাপেলে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিলাম। তখন আমার চোখ হঠাৎ করেই সেইন্ট ক্যাথেরিন অব সিয়েনার মুখের ওপর আটকে যায়। তার মমি করা মাথা একটি পবিত্র সাদা রঙের ওড়না দিয়ে ঢাকা, সেটা চার্চের মত দেখতে একটা রেলিকোয়ারিতে সযত্নে রাখা আছে। হা করে তাকিয়েছিলাম আমি।

তিন মিলিয়ন ইউএস ডলার দেখে তার সেই একই অভিব্যক্তি হলো। ১০০ ডলার নোটের তিনশটা বান্ডেল দেখতে পেল সে, সেগুলোতে সিরিয়াল নাম্বার দেয়া।

জেনেভা ক্রেডিট স্যুইসে থাকা চ্যাপেলের মত ছোট্ট একটা রুমে ম্যাসন ভার্জারের লইয়ার রিনালদো পাজ্জিকে বান্ডেলগুলো দেখাল। ভল্ট থেকে পিতলের নাম্বার প্লেট লাগানো চারটা ডিপ লক বক্সে করে সেগুলো এই রুমে আনা হয়। ক্রেডিট স্যুইস একটা কাউন্টিং মেশিন, একটা স্কেল আর সেগুলো অপারেট করার জন্য একজন ক্লার্ককে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। পাজ্জি ক্লার্ককে চলে যেতে বলল। নোটগুলোর ওপর সে একবার নিজের হাত রেখে তা অনুভব করতে চায়।

ইনভেস্টিগেটর হিসেবে পাজ্জি খুবই দক্ষ। বিশ বছর ধরে স্ক্যাম আর্টিস্টদের চিহ্নিত এবং অ্যারেস্টের কাজ করে আসছে সে। এখন এই বিশাল অঙ্কের টাকার সামনে দাঁড়িয়ে, মানি অ্যারেঞ্জমেন্টের সিস্টেমের ব্যাপারে জানার পর সার্চ করে কোন ফলস নোটের সন্ধান পেল না সে। যদি হ্যানিবাল লেকটারকে গিফট হিসেবে তাদের হাতে তুলে দেয়, তাহলে প্রতিদানস্বরূপ ম্যাসন তাকে তার কাঙ্ক্ষিত অর্থই দেবে।

পাজ্জি বুঝতে পারল, এরা তাকে বোকা বানাচ্ছে না। ম্যাসন ভার্জার তাকে সত্যিকার অর্থেই তার কাজের মূল্য দিচ্ছে। লেকটারের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার মনে কোন দ্বিধাই রইল না আর। সে ডক্টরকে টর্চার আর মৃত্যুর দিকে একধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

পাজ্জি ভালো করেই জানে যে, সে কী করছে।

এই দানবের জীবনের চেয়ে আমাদের মুক্তি অনেক বেশি দামি। আমাদের সুখশান্তি তার কষ্ট-যন্ত্রণার থেকে অনেক বেশি মূল্যবান।

অভিশপ্তদের যে অহংবোধ থাকে সেই অহংবোধকে পাজ্জির নিজের কোন বৈশিষ্ট্য মনে হলো। 'আমাদের' শব্দটা দিয়ে কি সবাইকে বোঝানো হয়েছে, নাকি শুধু পাজ্জি আর তার স্ত্রীকে—তা বের করা কঠিন। এ প্রশ্নের উত্তর একাধিক হতে পারে।

পরিস্কার সাফসুতরো এই রুমে পাজ্জির আসার উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ায় সে লইয়ার মি. কোনির দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় জানাল। প্রথম লক বক্স থেকে লইয়ার এক মিলিয়ন ডলার নিয়ে গুনে-টুনে দিয়ে দিল পাজ্জিকে।

BanglaBook.org

টেলিফোনে সংক্ষেপে আলাপচারিতা শেষ করে পাজ্জির হাতে রিসিভারটা ধরিয়ে দিল এবার মি. কোনি।

"এটা একটা এনক্রিপ্টেড ল্যান্ডলাইন," বলল সে।

পাজ্জি যে আমেরিকান ভয়েস শুনতে পেল তাতে স্বাভাবিক কথা বলার যে ছন্দ থাকে তা নেই। এক নিঃশ্বাসে কথা বলার পর আবার কথা শুরু করার আগে বিরতি নিল সেই কণ্ঠস্বর। কণ্ঠটা পাজ্জিকে একটু হতবুদ্ধিকর অবস্থায় ফেলে দিল। যেন তারও বক্তার মত শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই বক্তা প্রশ্ন করল, "ড. লেকটার এখন কোথায়?"

একহাতে ডলার আর অন্যহাতে রিসিভার নিয়ে পাজ্জি একটুও কাঁপল না। "পালাজ্জো কাপ্পোনি পরিচালনা করে সে...ওখানকার কিউরেটর হিসেবে।"

"আপনি কি কষ্ট করে মি. কোনিকে আপনার আইডেন্টিফিকেশন কার্ডটা দেখাবেন? সাথে তাকে রিসিভারটাও দিন। সে আপনার নাম ফোনে বলবে না।"

মি. কোনি তার পকেট থেকে একটা লিস্ট বের করে ফোনের অপর প্রান্তের লোকটার সাথে আলোচনা করল, এরপর ম্যাসনকে আগে থেকে নির্ধারিত কয়েকটা কোডওয়ার্ড বলল সে। শেষে ফোনটা পাজ্জিকে ফিরিয়ে দিল আবার।

"যখন সে আমাদের হাতে জীবিত ধরা পড়বে তখন আপনি বাকি অর্থ পাবেন," ম্যাসন বলল। "আপনার নিজে থেকে ডক্টরকে ধরার কোন দরকার নেই, যা করার আমার লোকেরাই করবে। আপনি শুধু তাদের চিনিয়ে দেবেন, যাতে তারা ভুল কাউকে ধরে নিয়ে না আসে। আমি চাই আপনি ওর ব্যাপারে নতুন যা ইনফর্মেশন পান তা আমাকে নিয়মিত রিপোর্ট করবেন। আপনি নিশ্চয়ই আজই ফ্লোরেন্সে ফিরে যাচ্ছেন? ফ্লোরেন্সের কাছে একটা মিটিং করার জন্য আজ রাতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হবে আপনাকে। মিটিংটা কাল রাতের মধ্যেই করতে হবে। সেখানে এক লোকের সাথে আপনার পরিচয় হবে, যে ড. লেকটারকে তুলে আনবে। সে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কোন ফুলবিক্রেতাকে চেনেন কিনা–আপনি বলবেন, সব ফুলবিক্রেতাই এক একটা চোর। আপনি বুঝতে পেরেছেন? আমি চাই আপনি তাকে সহযোগিতা করবেন।"

"আমি চাই না ড. লেকটার এখানে..."

"আমি আপনার চিন্তার কারণটা বুঝতে পেরেছি। চিন্তা করবেন না, সে থাকবে না।"

কেটে গেল লাইনটা।

BanglaBook.org

কয়েক মিনিট কিছু পেপারওয়ার্ক করার পর দুই মিলিয়ন ডলার ব্যাংক ট্রাস্ট ফান্ডে চলে গেল। ম্যাসন ভার্জার এই ডলার আর ফেরত পাবে না, কিন্তু পাজ্জি চাইলে নিজের জন্য রিলিজ করে দিতে পারবে। মিটিংরুমে এক ক্রেডিট স্যুইস অফিশিয়াল এসে তাকে জানাল, সে নেগেটিভ ইন্টারেস্টে ব্যাংক ডিপোজিট করতে পারবে–এজন্যে তাকে ডিপোজিট অ্যামাউন্টটা সুইস ফ্রাঙ্কে কনভার্ট করে নিতে হবে। কেবলমাত্র প্রথম এক মিলিয়ন ফ্রাঙ্কের জন্য তাকে ৩% কম্পোজিট ইন্টারেস্ট দেয়া লাগবে। অফিশিয়ালটা পাজ্জির হাতে বান্ডেসগেসেটজ ফাইবার ব্যাঙ্কেন অ্যান্ড স্পার্কাসেন গভর্নিং ব্যাংক সিক্রেসি-এর আর্টিকেল ৪৭-এর একটা কপি দিল। ফান্ড রিলিজের সাথে সাথে সেটা ট্রান্সফার করে পাজ্জির ইচ্ছানুযায়ি তা রয়্যাল ব্যাংক অব নোভা স্কটিয়া অথবা ক্যায়মান আইল্যান্ডে পাঠিয়ে দিতে সম্মত হলো সে।

একজন নোটারির উপস্থিতিতে পাজ্জি তার মৃত্যুর পর এই অ্যাকাউন্টের নমিনি হিসেবে স্ত্রীর নাম দিয়ে দিল। কাজ শেষে স্যুইস ব্যাংক অফিশিয়াল হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়ালেও পাজ্জি এবং মি. কোনি কারোর দিকে সরাসরি তাকাল না। দরজার কাছে যাওয়ার সময় কোনি হাত নেড়ে গুডবাই জানাল তাকে।

বাড়িতে যাওয়ার সময় ফিরতি পথে মিলানের সেই কম্যুটার প্লেনটা ঝড়ের কবলে পড়ে গেল। পাজ্জির সাইডের এয়ারক্র্যাফট প্রোপেলারটা দেখে মনে হচ্ছে, অন্ধকার ধূসর আকাশে একটা কালো বৃত্ত ঘুরতে ঘুরতে সামনে এগিয়ে আসছে। তারা এখন বেল টাওয়ার আর ক্যাথেড্রালের ডোমের ঠিক ওপরে। সন্ধ্যাবেলায় চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠছে বিদ্যুতের ঝলকানিতে। বজ্রপাতের শব্দ শুনে পাজ্জির ছোটবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। সে সময় জার্মানরা আর্নো নদীর ওপরে ব্রিজগুলো গুড়িয়ে দিয়েছিল, শুধু পন্তে ভেচ্চিও বেঁচে গেছিল ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে। আর বিদ্যুৎ চমকের ক্ষণিক ঝলক দেখে পাজ্জির মনে পড়ে গেল আরেকটা ঘটনা।

সে সময় সে ছোট বাচ্চা ছিল। তার সামনে চেইনে বাঁধা এক স্নাইপারকে গুলি করে মারা হয়। মারা যাওয়ার সময় সে প্রার্থনা করছিল।

ওজোন স্তর থেকে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল প্লেনটা। পাজ্জি প্লেনের প্রতিটি জায়গা থেকে বজ্রধ্বনি অনুভব করতে পারছে।

অবশেষে পাজ্জিদের বংশধর তার লক্ষ্য নিয়ে প্রবেশ করল প্রাচীনতম শহর ফ্লোরেন্সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৩

রিনালদো পাজ্জি পালাজ্জো কাপ্পোনিতে তার লক্ষ্যবস্তুর ওপর নিরবিচ্ছিন্ন নজরদারি করতে চাইলেও তা করতে পারল না।

পাজ্জি এখনও তার সেই নোটের বান্ডেলের দৃশ্য তার চোখ থেকে সরাতে পারছে না। অফিসে কোন কাজে মনোযোগ দিতে পারছে না সে। নিজেকে অতিরিক্ত চাপ থেকে মুক্ত রাখার জন্য ডিনারের পোশাক পরে তার ওয়াইফের সাথে যোগ দেয়ার জন্য ফ্লোরেন্স চেম্বার অর্কেস্ট্রার বহুল প্রতীক্ষিত কনসার্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিল পাজ্জি। লরা আগেই চলে গেছে সেই কনসার্টে।

উনিশ শতকে তৈরি থিয়েটারো পিককোলোমিনি হচ্ছে ভেনিসের বিখ্যাত থিয়েটারো লা ফেনিসের প্রতিচ্ছবি, যদিও পুরোপুরি অবিকল নকশা নয় এই থিয়েটারের। থিয়েটারের ভেতরের পুরোটা অংশ স্বর্ণ আর দামি ফ্যাব্রিকে মোড়া। সিলিংয়ে থাকা দেবশিশুদের প্রতিকৃতি আধুনিক বিজ্ঞানকে যেন বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে।

থিয়েটারের সৌন্দর্যের কারণেই এখানকার পারফর্মাররা অনেক বেশি দর্শক পেয়ে থাকে।

শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি যে, ফ্লোরেন্সের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ সঙ্গিতকে শহরের শৈল্পিক সৌন্দর্য দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। কারণ ইতালির সবার মত ফ্লোরেন্সের অধিবাসিরাও মিউজিক লাভার হওয়া সত্ত্বেও পারফেক্ট মিউজিশিয়ানের সংকটে তাদের প্রায়ই পড়তে হয়।

লরার পাশের সিটে বসা লোকটার সাথে কথা বলে তাকে সরিয়ে সেটা দখল করল পাজ্জি। স্বামীর সামনে গাল এগিয়ে দিল সে। তার সারা শরীর থেকে সুগন্ধির সুবাস পেল পাজ্জি। ইভিনিং গাউনে বউকে দেখে ওর মধ্যে রোমান্স জেগে উঠল। লরার বুকের অংশ অনেকটাই উন্মুক্ত। পাজ্জির দেয়া গুচ্চির কভারে মোড়া মিউজিক্যাল স্কোরটা তার হাতে শোভা পাচ্ছে।

"ভায়োলিন যে বাজাচ্ছে সে নতুন এসেছে, ওর জন্যই আজকে তাদের সঙ্গিত পরিবেশনা আগের চেয়ে অনেক উন্নতি করেছে," পাজ্জির কানে কানে বলল সে। সগলিয়াতোর এক কাজিনের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে এই অসাধারণ ভায়োলিন বাদককে আনা হয়েছে। আগেরজন কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে লাপাত্তা। ভায়োলিন বাজানোর কোন যোগ্যতাই তার ছিল না। দর্শকদের বিরক্তির কারণ ছিল সে।

BanglaBook.org

উপরের অডিয়েন্স বক্স থেকে ড. হ্যানিবাল লেকটার নিচের দিকে তাকাল। তার সাথে কেউ নেই। সাদা টাই তার গলায়, দেখতে শ্বেতশুভ্র লাগছে তাকে। সেই বক্সের চারপাশ স্বর্ণ আবৃত থাকায় মনে হচ্ছে, কোন দেবশিশু ওড়ার অপেক্ষায় আছে।

যখন প্রথম পর্ব শেষে স্টেজ থেকে লাইট সরিয়ে কিছুক্ষণের জন্য তা ওপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো তখন পাজ্জি তাকে দেখতে পেল। পাজ্জি চোখ সরানোর আগেই ডক্টর তার দিকে মাথা এমনভাবে ঘোরাল যেন সেটা কোন মানুষের মাথা নয়—একটা পেঁচার মাথা। তাদের চোখাচোখি হয়ে গেল। পাজ্জি অজান্তে তার ওয়াইফের হাত এমনভাবে চেপে ধরল যে লরা পাজ্জির দিকে চোখ ফেরাল। এরপর পাজ্জি চোখ সরিয়ে স্টেজের দিকে তাকাল, আর কোন দিকে তাকানোর ইচ্ছেই রইল না তার। পাজ্জির হাত লরার উরুর ওপর, আর লরার হাত পাজ্জির হাতের ওপর রাখা।

বিরতির সময় পাজ্জি যখন বার থেকে লরার জন্য ড্রিঙ্ক নিয়ে এল, তখন পাজ্জি লেকটারকে সিগনোরা পাজ্জির পাশে দেখতে পেল।

"গুড ইভিনিং, ড. ফেল," পাজ্জি বলল।

"গুড ইভিনিং, কম্যান্দোতোরে," ডক্টর বলল। তার মাথা ডানপাশে সামান্য হেলানো অবস্থায় রাখা।

"লরা, উনি হচ্ছেন, ড. ফেল। আর ডক্টর, ও হচ্ছে সিগনোরা পাজ্জি, আমার স্ত্রী।"

সিগনোরা পাজ্জি তার সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত। কিন্তু লেকটারকে দেখে তার মধ্যে কৌতুহল তৈরি হয়েছে। যদিও তার স্বামীর মধ্যে কৌতুহলের ছিটেফোঁটাও দেখতে পেল না সে।

"আমি সম্মানিত বোধ করছি কমান্দোতোরে" ডক্টর বলল। ঝুঁকে সিগনোরা পাজ্জির হাতে চুমু খাওয়ার আগে তার লাল লকলকে জিহ্বাটা ক্ষণিকের জন্য দেখা গেল। ফ্লোরেন্সের প্রচলিত রেওয়াজের তুলনায় তার ঠোঁট লরার হাতের বেশিই কাছে। এত কাছে যে, লেকটারের নিঃশ্বাসও অনুভব করতে পারছে লরা।

সে মাথা না উঠিয়েই তার দিকে তাকাল।

"আপনি মনে হয় মিউজিকের মধ্যে *স্কারলাত্তি* বেশি পছন্দ করেন।"

"হ্যা।"

"আপনার হাতে স্কোরবুকটা দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। খুব কম লোকই এখন এটা অনুসরণ করে। আমার মনে হয় এটা আপনার আগ্রহ বাড়াবে।"

সে তার বাহুর নিচ থেকে একটা পোর্টফোলিও বের করল। হাতে লেখা একটা অ্যান্টিক স্কোর পার্চমেন্ট।

BanglaBook.org

"রোমের থিয়েটারো ক্যাপরানিকা থেকে এটা আনা হয়েছে। ১৬৮৮ সালের জিনিস এই পার্চমেন্টটা, ওই বছরই তা লেখা হয়েছিল।"

"জিনিসটা অবাক করার মতই। রিনালদো, দেখো এটা।"

"প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার পর আমি বর্তমান যে স্কোর ফলো করে সঙ্গিত পরিবেশনা করা হয় তার সাথে পুরনো আমলের স্কোরের তফাৎটা এখানে মার্ক করেছি। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলে এটা ফলো করে মিউজিকটা শুনলে ভালো লাগবে আপনার। এটা নিন, প্লিজ। আমার দরকার পড়লে আমি সেটা সিগনোর পাজ্জির কাছ থেকে নিয়ে নেবো। আমি কি সেই অনুমতি পেতে পারি, কমান্দোতোরে?"

গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লেকটার। পাজ্জিও গম্ভীরতার সাথেই জবাব দিল।

"যদি এটা তোমার পছন্দ হয়ে থাকে তবে নিতে পারো, লরা।" পাজ্জি বলল। কিছুক্ষণ বাদে প্রশ্ন করল লেকটারকে, "স্টাডিওলোর সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন আপনি?"

"হ্যা, শুক্রবার রাতে...আমার সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার জন্য সগলিয়াতোর আর তর সইছে না।"

"আমাকে সে-সময় শহরের পুরনো অংশে যেতে হবে। আমি এসে স্কোরটা ফেরত দেবো আপনাকে। লরা, ড. ফেলকে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে স্টাডিওলোর ড্রাগনদের সন্তুষ্ট করতে হবে।"

"আমি নিশ্চিত আপনি ভালো গান গাইতে পারেন, ডক্টর।" তার দিকে গভীর কালো চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপ করল লরা, তবে মার্জিত ভাব বজায় রেখেই।

ড. লেকটার হাসল। তার ছোট সাদা দাঁতগুলো উঁকি দিল এ সময়। "মাদাম, আমি যদি নিজ হাতে ফুলের বাগান তৈরি করতে পারি, তবে সেখান থেকে কেপ ডায়মন্ডটা আপনাকে কানের পেছনে পরতে বলবো। শুক্রবার রাতটা পার হলে আপনার সাথে দেখা হবে, কমান্দোতোরে।"

পাজ্জি নিশ্চিত হলো, ডক্টর তার বক্সে চলে গেছেন। বক্সে বসে তারা দু-জন হাত নেড়ে গুডনাইট জানাল।

"আমি তোমার বার্থডেতে সেরকম একটা ফুলের বাগান বানিয়ে দিয়েছিলাম," পাজ্জি বলল।

"হ্যা। আমার সেটা খুব পছন্দ হয়েছিল," সিগনোরা পাজ্জি বলল। "তোমার পছন্দের প্রশংসা করতেই হয়।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৪

ইমপ্রুনেতা হলো টাসকানের আদ্যিকালের শহর। এখানকার গোরস্থান রাতের বেলায় মাইলখানেক দূরের পাহাড়ের ওপরে থাকা ভিলা থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়, কারণ প্রতিটা কবরের ওপর সবসময় আলো জ্বলতে থাকে। চারপাশের অগণিত আলো কবরগুলোর মাঝখান দিয়ে ভিজিটরদের হাঁটার জন্য যথেষ্ট। তবে এপিটাফগুলো পড়ার জন্য একটা ফ্ল্যাশলাইট লাগবে।

নয়টা বাজার পাঁচ মিনিট আগেই পাজ্জি সেখানে পৌছাল। হাতে ফুলের ছোট একটা তোড়া, যেটা যেকোন একটা কবরে রাখার জন্য কিনেছিল সে। নুড়িপাথর বিছানো পথের ওপর কবরের সারিগুলোর মাঝখান দিয়ে সে আস্তে আস্তে হাঁটছে।

কার্লোর উপস্থিতি টের পেল সে। যদিও তাকে তখনও দেখেনি পাজ্জি।

অন্যপাশে মাথার চেয়ে উঁচু একটা সমাধিসৌধের আড়াল থেকে কার্লো বলে উঠল, "এ শহরে ভালো কোন ফুলবিক্রেতাকে তুমি কি চেনো?"

লোকটার বাচনভঙ্গি সার্দদের মত। ভালো, সে হয়তো ভালোমতই জানে সে কী করতে যাচ্ছে।

"সব ফুলবিক্রেতাই চোর," জবাব দিল পাজ্জি।

কার্লো দেরি না করে দ্রুত মার্বেল স্ট্রাকচারটা পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে এল।

কার্লোকে একটা পশু বলে মনে হলো পাজ্জির কাছে। খাটো, তবে শক্তিশালী আর ক্ষিপ্রগতির একজন খুনি। লেদারের গেঞ্জি তার পরনে, মাথার হ্যাটে শূয়োরের লোম লাগানো। পাজ্জি আন্দাজ করল, সে উচ্চতায় তার থেকে চার ইঞ্চি বেশি, আর তারা পরস্পর থেকে মাত্র তিন ইঞ্চি দূরত্বে অবস্থান করছে। কার্লোর একটা বুড়ো আঙুল নেই। পাজ্জি ভাবল, কোয়েস্তুরার রেকর্ড ঘেঁটে তাকে খুঁজে পেতে তার মাত্র পাঁচ মিনিট লাগবে।

কবরের আলো সরাসরি তাদের মুখের ওপর পড়ছে।

"সে যেখানে থাকে সেখানে অ্যালার্ম সিকিউরিটি সিস্টেম চালু করা আছে।"

"আমি জানি সেটা। তাকে শুধু চিনিয়ে দিলেই হবে আমাকে।"

"কাল শুক্রবার...রাতে তার একটা মিটিং আছে। তুমি কি কালকের মধ্যেই কাজটা করতে পারবে?"

"ভালো তো।"

BanglaBook.org

কার্লো নিজের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য পুলিশটার ওপর চড়াও হলো। "তুমি কি তার সাথে থাকবে? নাকি তাকে ভয় পাও তুমি? তোমাকে যা করার জন্য পয়সা দেয়া হয়েছে তুমি তা-ই করবে। তাকে চিনিয়ে দেবে তুমি। আর কিছু না।"

"মুখ সামলে কথা বলো। আমাকে যে জন্য পয়সা দেয়া হয়েছে সেটাই আমি করবো, আর তুমিও তাই করবে। তা না করলে ভলতেরায় গিয়ে মাগিবাজি করে বেড়াতে পারো...সেটাই তোমাকে বেশি মানাবে।"

কার্লো এই অপমান গায়ে মাখাল না। সে বুঝতে পারল, এই পুলিশ অফিসারকে ছোট করে দেখা ঠিক হয়নি। দু-হাত দু-পাশে মেলে দিল সে। "বলো, আমার কাজের সুবিধার্থে কি কি জানা থাকা দরকার।"

কার্লো পাজ্জির পাশে দাঁড়াল। মনে হলো তারা একত্রে ছোট্ট সমাধির সামনে দাঁড়িয়েছে শোক প্রকাশের জন্য। সেই পথ দিয়ে পরস্পরের হাত ধরে একটা কাপল হেঁটে যাচ্ছে। কার্লো তার হ্যাটটা খুলে ফেলল এবং মাথা নিচু করে সে আর পাজ্জি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল। সমাধির একদম সামনের জায়গাটাতে পাজ্জি ফুলগুলো রাখল। কার্লোর হ্যাট থেকে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অনেকটা কোন প্রাণীকে ঠিকমত খাসি না করে তার সসেজ বানালে যে গন্ধ পাওয়া যায় সেরকম।

পাজ্জি সেই দুর্গন্ধের মধ্যে মুখ তুলে তাকালো। "সে ছুরি চালাতে ওস্তাদ। তার সাথেই থাকে ওটা।"

"তার কাছে কোনো পিস্তল আছে?"

"জানি না। আমার জানামতে সে কখনও ওরকম কিছু ব্যবহার করেনি।"

"তাকে গাড়ি থেকে তুলে নিতে চাই না আমি। কম মানুষ আছে এমন কোনো খোলা সড়কে তাকে পেলেই বরং আমার সুবিধা হবে।"

"তাকে ফাঁদে ফেলবে কিভাবে?"

"সেটা আমার ব্যাপার।"

কার্লো হরিণের একটা দাঁত মুখে নিয়ে তা চুষতে লাগল। কিছুক্ষণ পরপর দুই ঠোঁটের মাঝখানে দাঁতটা দেখা যাচ্ছে।

"এটা জানা আমারও ব্যাপার। তাকে ধরবে কিভাবে, বলো?"

"একটা বিনব্যাগ গান দিয়ে তাকে বাড়ি মেরে অজ্ঞান করবো, তারপর তাকে বেঁধে ফেলব, যাতে তাকে গুলি করার মত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার দাঁতগুলো আমার দ্রুত চেক করতে হবে, তার টুথক্যাপের নিচে সুইসাইডের জন্য বিষ থাকতে পারে।"

"তাকে একটা মিটিংয়ে লেকচার দিতে হবে। রাত ৭টার দিকে শুরু হবে সেটা। শুক্রবার যদি তার সান্তা ক্রসের ক্যাপ্পোনি চ্যাপেলে কোনো কাজ থাকে,

BanglaBook.org

তাহলে সে অবশ্যই সেখান থেকে পায়ে হেঁটে পালাজ্জো ভেচ্চিওতে যাবে। তুমি ফ্লোরেন্স চেনো?"

"ভালোমতই চিনি। ওল্ডসিটির জন্য একটা ভেহিকল পাস কি দিতে পারবে তুমি?"

"হ্যা, পারবো।"

"আমি তাকে চার্চের সামনে থেকে তুলে নিয়ে যেতে পারবো না।"

পাজ্জি মাথা নাড়ল। "ভালো হয় সে মিটিংটা সেরে আসুক। এরপর দু-সপ্তাহ আর কেউ তার খোঁজ নেবে না। মিটিং শেষ করার পর আমি তার সাথে কথা বলার জন্য দেখা..."

"আমি তার থাকার জায়গায় আমার অপারেশন চালাতে পারবো না। ওটা তার এলাকা–সতর্ক হয়ে যাবে সে। তার ঘরের চারপাশে নজর রাখা শুরু করবে তখন। তাকে আমি ফুটপাথ থেকে তুলে নিয়ে যেতে চাই।"

"আমার কথা শোন তাহলে–পালাজ্জো ভেচ্চিওর সামনের দরজা দিয়ে আমরা বের হবো। ভিয়া ডি লিওনি'র সাইডটা তখন বন্ধ থাকবে। ভিয়া নেরি পেরিয়ে আমরা আর্নো নদীর ওপরের ব্রিজ পন্টে অ্যালে গ্র্যাৎজিতে দাঁড়াব। অন্যপাশে মিউজিও বার্দিনির সামনে গাছপালা আছে, ওগুলো স্ট্রিটলাইটগুলো ব্লক করে রেখেছে। সে সময় ঐ এরিয়া নিরিবিলি থাকে।"

"তাহলে আমরা বলতে পারি, মিউজিও বার্দিনির সামনে কাজটা সারবো আমি। সে যেন ভুত হয়ে পালাতে না পারে সেজন্য আমি এর আগেই পালাজ্জোর কাছাকাছি থাকা অবস্থায় কাজ শুরু করে দেবো। আমরা একটা অ্যাম্বুলেন্সে থাকবো। বিনব্যাগ গানটা তাকে হিট করার আগ পর্যন্ত তুমি ওর সাথে থাকবে। এরপর তুমি ভেগে যাবে সেখান থেকে।"

"তার কিছু হওয়ার আগে এটা নিশ্চিত করো, সে যেন টাসকানির সীমানার বাইরে থাকে।"

"বিশ্বাস করো, সে এই দুনিয়ার সীমানা থেকেই বাইরে চলে যাবে। যাবার আগে অবশ্য পা-টা হারাতে হবে তাকে," কার্লো বলল। এমন রসিকতায় সে নিজেই হাসতে লাগল। তার হাসির মধ্যে দিয়ে একবার দুই ঠোঁটের মাঝখানে উঁকি দিল হরিণের দাঁতটা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৫

শুক্রবার সকাল। পালাজ্জো ক্যাপ্পোনির অ্যাটিকে ছোট্ট একটা রুমের চার দেয়ালের তিনটাই খালি। চতুর্থ দেয়ালে ত্রয়োদশ শতকের 'ম্যাডোনা অব সিমাব্যু স্কুল' দিব্যি ঝুলে আছে। ছোট্ট রুমের তুলনায় তাকে বড়ই দেখা যাচ্ছে। তার সিগনেচার অ্যাঙ্গেলে সে তার মাথা ঝুঁকিয়ে রেখেছে, কৌতুহলি পাখির মত। পেইন্টিংয়ে যাকে আঁকা হয়েছে সে যে ঘুমাচ্ছে, তা তার কাজুবাদামের মত চোখ দেখেই বোঝা যায়।

জেলখানা আর উন্মাদ সেলের অধিবাসি ড. হ্যানিবাল লেকটার তার সরু খাটে এখনও শুয়ে আছে। তার হাতদুটো বুকের ওপর রাখা।

চোখদুটো হঠাৎ করে খুলে গেল তার, জেগে গেল সে। তার বোন মিস্কাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। মরে ভুত হয়ে যাওয়া সেই বোন এখনও স্বপ্নে তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

বিপদ আসন্ন।

সে যে বিপদে আছে–এ ব্যাপারটা তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি কখনও। কিন্তু পকেটমারকে মেরে ফেলার পর লেকটার রাতে ঠিকমত ঘুমাতে পারেনি।

আজ রাতের মিটিংয়ের জন্য সে ডার্ক সিল্ক স্যুট পরেছে, এতে বেশ মানিয়েছে তাকে। চাকরদের জন্য ব্যবহৃত সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে থাকা মোশন সেন্সর বন্ধ করে দিল লেকটার। তারপর নিচে নেমে পালাজ্জোর বিশাল রুমে প্রবেশ করল সে।

এখন পালাজ্জোর নিশ্চুপ নিস্তব্ধ প্রতিটি রুমে লেকটার যেতে পারে, সে এখন স্বাধীন। বেজমেন্ট সেলে এত বছর আটকে থাকার পর এই স্বাধীনতা তার কাছে বিশেষ অর্থ বহন করে।

সান্তা ক্রুস কিংবা পালাজ্জো ভেচ্চিওর ফ্রেস্কো আঁকা দেয়ালগুলো তার মনের সৃষ্টিশৈলীর সাথে মিলে যায়। ড. লেকটার ক্যাপ্পোনি লাইব্রেরির দেয়ালে পিজিয়ন হোলে থাকা ম্যানুস্ক্রিপ্টগুলো নিয়ে কাজ করছিল। সে রোল করা পার্চমেন্ট সিলেক্ট করে তার ওপর জমে থাকা ধুলো পরিস্কার করতে লাগল। ধুলোর প্রতিটা কণার ওপর সৌররশ্মি পড়ায় মনে হচ্ছে মৃত কণাগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেগুলো যেন তাদের পরিণতি এবং লেকটারের ভাগ্যে কী আছে তা বলার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। দক্ষতার সাথে কাজ করছে সে। কোন

BanglaBook.org

তাড়াহুড়া না করেই কিছু কাগজ তার পোর্টফোলিওতে রাখল। স্টাডিওলোর সামনে লেকচার দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, সেজন্য কতগুলো বই একত্র করল সে। পড়ার মত টপিক অনেকগুলোই আছে–তার জন্য বেশ আগ্রহোদ্দীপক সেগুলো।

ড. লেকটার তার ল্যাপটপ কম্পিউটারটা ওপেন করল। মিলান ইউনিভার্সিটির ক্রিমিনোলজি ডিপার্টমেন্টের মারফতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে এফবিআই'র হোমপেজে ঢুঁ মারল। যেকোন মার্কিন নাগরিকের এ অধিকার আছে। সে জানতে পারল–ক্লারিস স্টারলিংয়ের ড্রাগ রেইড কেসের জন্য জুডিশিয়ারি সাবকমিটির যে হিয়ারিং হওয়ার কথা ছিল, তা কবে হবে সেটার সময়সীমা দেয়া হয়নি এখনও।

এফবিআই'র কাছে থাকা তার নিজের কেস ফাইল একসেস করার জন্য যে কোড দরকার তা তার কাছে নেই। মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে তার সাত বছর আগেকার চেহারা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। তার নামের দু-পাশে একজন বোমাবাজ আর একজন আর্সনিস্টের ছবি দেয়া।

পার্চমেন্টের স্তূপ থেকে ট্যাবলয়েডটা তুলে নিল লেকটার। সেখানে কভার পেজে ক্লারিস স্টারলিংয়ের ছবির ওপর নিজের আঙুল রাখল সে। তার হাতে উজ্জ্বল ব্লেডটা শোভা পাচ্ছে, সে তার ষষ্ঠ আঙুলের জায়গায় এটাকে সার্জিক্যালভাবে সেট করে নিয়েছে। ব্লেডটা যে নাইফ থেকে নেয়া সেটাকে সবাই হার্পি নামে চেনে। এর ব্লেডটা খাঁজকাটা, দেখতে পাখির নখের মত। *ন্যাশনাল ট্যাটলার* পত্রিকাটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল সেই ব্লেড, ঠিক যেভাবে জিপসিটার ফিমোরাল আর্টারির ব্যবচ্ছেদ করেছিল। জিপসিটার ধমনী ছিঁড়তে সেকেন্ডের ভগ্নাংশেরও কম সময় লেগেছিল তার, ব্লেডটা মোছারও প্রয়োজন পড়েনি।

ক্লারিস স্টারলিংয়ের মুখের ছবি কেটে তা একটা ব্ল্যাঙ্ক পার্চমেন্টে আঠা দিয়ে লাগাল ড. লেকটার।

একটা কলম আর একটা ফ্লুইড পেন নিয়ে পার্চমেন্টে সিংহের শরীর এঁকে মুখের জায়গায় শকুনের মুখ আঁকল সে। সবাই এই অবয়বকে 'গ্রিফন' নামে চিনে। এরপর ছবিটার নিচে সে তার কপারপ্লেটে লেখা শুরু করল, "তুমি কি কখনও ভেবেছো, সংকীর্ণ মনের লোকেরা কেন তোমাকে বুঝতে পারে না? কারণ তুমি হচ্ছো স্যামসনের ধাঁধার উত্তর *"ইউ আর দ্য হানি ইন দ্য লায়ন।"*

*

BanglaBook.org

পনেরো কিলোমিটার দূরে, ইমপ্রুনেতায় একটা বড়সড় পাথরের দেয়ালের পেছনে পার্ক করা ভ্যান থেকে কার্লো তার সব ইকুইপমেন্ট নিয়ে নামল। তার ভাই মাত্তিও নরম ঘাসের ওপর অন্য দুই সারদিনিয়ান, পিয়েরো আর টমাসো ফ্যালসিয়নের সাথে জুডো প্র্যাকটিস করছে। পিয়েরো আর টমাসো, দু-জনই অনেক ক্ষিপ্রগতির এবং শক্তিশালী। ক্যাগলিয়ারি প্রফেশনাল সসার টিমের হয়ে কয়েকদিন খেলেছিল পিয়েরো। টমাসো প্রিস্ট হওয়ার জন্য কয়েকদিন ট্রেনিং নেয়। সে ভালো ইংলিশ বলতে পারে। মাঝেমাঝে তাদের শিকারদের সাথে জিশুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে সে।

রোমান লাইসেন্স প্লেট লাগানো সাদা ফিয়াট ভ্যানটা বৈধভাবেই ভাড়া নিয়েছে কার্লো। ভ্যানের পাশে স্টিকার লাগানো, 'হসপিটাল অব মাইসেরিকর্ডিয়া'। টার্গেটের সাথে যদি ভেতরে হাতাহাতি হয় সেজন্য আগে থেকেই ভ্যানের দেয়াল আর মেঝেতে মুভার'স প্যাড লাগানো।

ম্যাসনের ইচ্ছানুযায়িই কার্লো তার এই প্রজেক্টের সবকিছু পরিকল্পনা করে রেখেছে। কিন্তু যদি তা প্ল্যান মোতাবেক না হয়, যদি বাধ্য হয়ে লেকটারকে ইতালিতেই খুন করতে হয় এবং সারদিনিয়ায় ফিল্ম বানানোর সব আয়োজন যদি বানচাল হয়ে যায়–তাহলে এতে এত আফসোসের কিছু নেই। কার্লো জানে, ড. লেকটারকে জবাই করা তার জন্য কোন ব্যাপারই না। তার মাথা আর হাত শরীর থেকে আলাদা করতে তার এক মিনিটের বেশি সময় লাগবে না।

আর যদি সে তা করার জন্য যথেষ্ট সময় না পায়, তাহলে লেকটারের যৌনাঙ্গ আর একটা আঙুল কেটে নিয়ে আসবে সে–ওগুলো প্রমান হিসেবে কাজ করবে। ডিএনএ টেস্ট করে সহজেই বের করে ফেলা যাবে আঙুল আর যৌনাঙ্গের মালিক কে। প্লাস্টিকে সিল করে বরফের মধ্যে সেগুলো সে রাখবে যাতে পচে না যায়। ২৪ ঘণ্টার ভেতরেই সেগুলো ম্যাসনের হাতে পৌছে যাবে। সেই সাথে তার বেতনের বাইরে বিশাল অঙ্কের পুরস্কার বগলদাবা করবে সে।

সিটের পেছনের অংশ হাউজফুল হয়ে গেছে–একটা ছোট চেইন স, লং হ্যান্ডেড মেটাল কাটার, একটা সার্জিকাল স, কয়েকটা ধারাল ছুরি, প্লাস্টিক জিপলক ব্যাগ, ডক্টরের হাত যাতে নড়াচড়া করতে না পারে সেজন্য একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড ডেকার ওয়ার্ক বাডি এবং একটা ডিএইচএল এক্সপ্রেস বক্স, যেটার ডেলিভারি ফি আগেই পেইড করা হয়ে গেছে। বক্সটা আট কিলো ওজন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন–ড. লেকটারের মাথার জন্য ছয় কিলো আর তার দুই হাতের জন্য এক কিলো করে বরাদ্দ।

জবাই করার বীভৎস দৃশ্য যদি কার্লো ভিডিওটেপে রেকর্ড করার সুযোগ

BanglaBook.org

পায়, তবে ম্যাসন জীবিত লেকটারকে টুকরো করার দৃশ্য দেখে পুরস্কারের অর্থ বাড়িয়ে দেবে–এ ব্যাপারে কার্লো নিশ্চিত। যদিও ম্যাসন ডক্টরের মাথা আর হাতের জন্য এক মিলিয়ন ডলার পুরস্কার হিসেবে ঘোষণা করেছে, তবুও পকেটে অতিরিক্ত টাকা আসলে সবার মুখ ১০০ওয়াটের বাল্বের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠে। সেজন্যই কার্লো তার সাথে করে একটা ভালো ভিডিও ক্যামেরা, লাইট সোর্স আর একটা ট্রাইপড নিয়ে এসেছে। মাত্তিওকে ভিডিও ক্যামেরা কিভাবে অপারেট করতে হয় তাও শিখিয়েছে।

লেকটারকে পাকড়াও করার যন্ত্রপাতিগুলোও দেখার মত। পিয়েরো আর টমাসো নেট এক্সপার্ট, নেটটা এখন অবশ্য ফোল্ড করে প্যারাস্যুটের মত করে রাখা। কার্লোর কাছে একটা হাইপোডার্মিক গান আর একটা ডার্ট গান আছে। ডার্টের আগায় অ্যানিমাল ট্রানকুইলাইজার অ্যাসিপ্রোমাজাইন লাগানো যা ড. লেকটারের সাইজের কোন প্রাণীকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শুইয়ে দিতে সক্ষম। কার্লো রিনালদোকে বলেছিল, সে বিনব্যাগ গান দিয়ে তার কাজ সেরে ফেলবো। কিন্তু যদি সে লেকটারের পাছায় কিংবা পায়ে হাইপোডার্মিক নিডল ছুঁড়ে মারার সুযোগ পেয়ে যায় তবে বিনব্যাগ গান ইউজ করার কোন প্রয়োজন পড়বে না।

অপহরণকারীদের এই টিম তাদের শিকারকে নিয়ে ৪০মিনিটের মত সময় ইতালির মেইন ল্যান্ডে ব্যয় করবে। এই সময়টুকুর মধ্যেই তারা পিসার জেটপোর্টে পৌছে যাবে। সেখানে একটা অ্যাম্বুলেন্স প্লেন তাদের জন্য অপেক্ষা করবে। ফ্লোরেন্স এয়ারস্ট্রিপ পিসার তুলনায় কাছাকাছিই ছিল, কিন্তু সেখানে এয়ার ট্রাফিক অনেক কম থাকায় একটা প্রাইভেট জেট খুব সহজেই সবার নজরে পড়ে যেত। তাই এই বিকল্প ব্যবস্থা।

দেড় ঘন্টার কম সময়ের মধ্যেই তারা সারদিনিয়ায় পৌছে যাবে। সেখানে ডক্টরের জন্য বসানো রিসেপশন কমিটি তার মাংস খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

কার্লো তার বুদ্ধিদীপ্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত মাথার প্রতিটি নিউরন খাটাতে লাগল। ম্যাসন বোকা নয়। পেমেন্টের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছে সে। রিনালদো পাজ্জির কোনো ক্ষতি করা যাবে না, চাইলেই সে পাজ্জিকে মেরে সমস্ত পুরস্কার নিয়ে নিতে পারত, কিন্তু তা সম্ভব নয়। ম্যাসন চায় না মৃত পুলিশের আত্মা তার কাজে ব্যাঘাত ঘটাক। এর চেয়ে ম্যাসনের প্ল্যান অনুযায়িই কাজটা করা উচিত। কিন্তু ম্যাসন নিজে যদি লেকটারকে পেত তাহলে কী করত–এই ব্যাপারটা ভেবে সে কোনো কূলকিনারা করতে পারল না।

সে তার চেইন-স'টা নিল। প্রথম প্রচেষ্টাতেই স্টার্ট হলো ওটা।

BanglaBook.org

কার্লো সংক্ষেপে তার টিমের বাকিদের সাথে পরামর্শ করে টাউনের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। তার সাথে অস্ত্র হিসেবে ছিল একটা ছুরি, পিস্তল আর একটা হাইপোডার্মিক।

*

রাস্তার ভিড় পেরিয়ে ড. হ্যানিবাল লেকটার আজ প্রতিদিনকার সময়ের চেয়ে একটু আগেই চলে এল ফার্মাসিয়া ডি সান্তা মারিয়া নভেলার সামনে। পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো সুগন্ধযুক্ত জায়গাগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম। কয়েক মিনিটের জন্য মাথা পেছন দিকে ফিরিয়ে এবং চোখ বন্ধ করে বিখ্যাত সাবান, লোশন, ক্রিম এবং দোকানের প্রতিটা জিনিসের সুবাস উপভোগের জন্য নাকের ব্যবহার করতে লাগল সে। দারোয়ানগুলো তাকে দেখে অভ্যস্ত, দোকানের কর্মচারিরা নিজেরা অন্য কারো কাছ থেকে সম্মান না পেলেও তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তাদের কাছে বিনয়ী হিসেবে পরিচিত ড. লেকটারের ফ্লোরেন্সে মাসিক ব্যয় এক লক্ষ লিরার বেশি না হলেও সুগন্ধ আর নির্যাসের সঠিক নির্বাচন এবং নাক দিয়ে জীবিকা নির্বাহকারী সেন্ট বিক্রেতাদের সাথে বুদ্ধিদীপ্ত এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ঠিকই রেখেছে সে।

ড. লেকটার তার নাকের রাইনোপ্লাস্টি না করিয়ে কেবল এক্সটার্নাল কোলাজেন ইনজেকশন পুশ করেছিল।

তার দৃষ্টিভঙ্গিতে, বাতাস হলো বিভিন্ন ধরণের সুগন্ধির সংমিশ্রণে তৈরি। সুবাস অনেকটা হরেক রকম রংয়ের মত। পেইন্টিংয়ের মত বিভিন্ন স্তরে তাদের সাজানো যায়।

এখানকার বাতাস জেলখানার মত নয়। এখানে বাতাস মানেই অনেক সুরসঙ্গিতের সমাহার। বাতাসে কিসমিস, হলুদ লেবু, চন্দন, সিন্নামন, লজ্জাবতি লতার গন্ধ মিশে আছে। আর মাটিতে আছে অম্বর, খাটাশ, আর কস্তুরির নির্যাস।

ড. লেকটারের মাঝে মাঝে মনে হয়, সে শুধু নাক দিয়ে নয়, বরং তার হাত, গাল, মুখ আর হৃৎপিণ্ড দিয়েও গন্ধ শুঁকতে পারে। সেই গন্ধ সে অনুভব করতে পারে, আর একবার কোন কিছু তার নাকে আসলে সে সহজে সেটা ভুলে যায় না।

সঙ্গত কারণেই অন্যান্য অনুভূতির তুলনায় ঘ্রাণের অনুভূতি দ্রুতই স্মৃতিশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম।

ফার্মাসিয়ার বিশাল আর্ট ডেকো ল্যাম্পের হালকা আলোর নিচে দাঁড়িয়ে ড. লেকটার স্মৃতির টুকরোগুলো জোড়া লাগানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিল। বড়

BanglaBook.org

করে শ্বাস নিল সে কয়েকবার। জেলে থাকাকালীন পাওয়া গন্ধের কিছুই নেই এখানে। শুধুমাত্র একজনের গন্ধ বাদে...

ক্লারিস স্টারলিং?? ও কেন? উন্মাদদের কক্ষে এসে সে তার সেলের চৌদ্দশিকের সামনে দাঁড়িয়ে তার হ্যান্ডব্যাগ খোলার পর যে 'লেয়ার ডিউ টেম্পস' সুগন্ধির সুবাস সে পেয়েছিল সেটার গন্ধ সে এখন পাচ্ছে না। এ ধরণের পারফিউম ফার্মাসিয়াতে বিক্রি করা হয় না। তার স্কিন লোশনের যে গন্ধ সে পেয়েছিল সেসময়–সেটাও না। ওহ্! স্যাপোনে ডি ম্যানডোরলে–এই সাবানটার গন্ধই সে পেয়েছিল। ফার্মাসিয়ার বিখ্যাত অ্যালমন্ড সোপ এটা। এ সাবানের গন্ধ সে কোথায় পেয়েছিল? আহ্হা! মেম্ফিসে। মনে পড়ে গেল তার। মেম্ফিসে স্টারলিং তার সেলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। পালিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে যখন সে তার আঙুল ক্ষণিকের জন্য স্পর্শ করেছিল তখন। তার শারীরিক গঠনবিন্যাস দেখার মত। সেদিন তাকে দেখে মনে হয়েছিল, স্টারলিং সূর্যস্নান করে এসেছে, পরনের কাপড় আয়রন করা ছিল তার। স্টারলিংকে আকর্ষণীয়া এবং মুখরোচক বলেই মনে হয়েছিল তার কাছে। সহজে সে হার মানে না। তার নৈতিকতাবোধ একটু বেশিই। যে কোন কিছু সে খুব সহজেই নিজের আয়ত্তে আনতে পারে। উমম।

অন্যদিকে ড. লেকটারের খারাপ স্মৃতিগুলোর সাথে দুর্গন্ধের একটা সম্পর্ক আছে। এই ফার্মাসিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে তার কাছে মনে হলো সে ঐ অন্ধকার কূপের স্মৃতিগুলো থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে বের করে আনতে পারছে।

তার নিত্যদিনের রুটিন ভেঙে আজ অন্যান্য দিনের তুলনায় সে অনেক বেশি সাবান, লোশন আর বাথ ওয়েল কিনল। কয়েকটা সে নিজের জন্য নিল। আর বাকিগুলো ফার্মাসিয়া শপ শিপিংয়ের মাধ্যমে পার্সেল করে দেবে সে। শিপিং লেবেল সে নিজের সাথে করে নিয়ে এসেছিল, সেই কপারপ্লেটটা।

"ডক্টর কি পার্সেলের সঙ্গে কোন নোট দিতে চান?" ক্লার্ক জিজ্ঞেস করল।

"কেন নয়?"

ড. লেকটার জবাব দিল। আর বক্সের মধ্যে তার আঁকা গ্রিফনের পার্চমেন্টটা দিয়ে দিল।

ফার্মাসিয়া ডি সান্তা মারিয়া নভেলা ভিয়া স্কালার একটা কনভেন্টের সাথে লাগোয়াভাবে অবস্থিত। কার্লো, যে কিনা জীবনে কখনও গির্জামুখি হয়নি, সে-ই আজ কনভেন্টের প্রবেশপথের সামনে মাথার হ্যাট খুলে একটা ভার্জিনের স্ট্যাচুর আড়ালে ওৎ পেতে আছে। সে লক্ষ্য করল, কেউ বের হওয়ার কয়েক সেকেন্ড আগে ফয়ারের ভেতরের দরজার বাতাসের চাপের কারণে বাইরের দরজা হালকা নড়ে উঠে। যখন কোন কাস্টমার চলে যায় তখন কার্লো নিজেকে সেই দরজার আড়ালে লুকিয়ে রাখে এবং তাদের দিকে নজর রাখতে

BanglaBook.org

পারে। ড. লেকটার যখন তার পোর্টফোলিও নিয়ে বের হলো,তখন সে কার্ড ভেন্ডরের স্টলের পেছনে লুকিয়ে ছিল। ডক্টর তার গন্তব্যের দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে ভার্জিনের ছবিটা অতিক্রম করার সময় কি মনে করে সেটার দিকে তাকাল। স্ট্যাচুটার দিকে তাকিয়ে সে বড় করে দম নিল।

কার্লো ভাবল, হয়তো এটার মাধ্যমে ভক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। সে অবাক হলো।ড. লেকটারের মত লোক ধর্মভীরু হতে পারে এটা তার ধারণাতেও আসেনি। তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে হয়তো ডক্টর শেষমেশ তার আসন্ন পরিণতির জন্য স্রষ্টাকে অভিশাপ দিতে বাধ্য হবে–যা ম্যাসনকে খুশি করার জন্য যথেষ্ট। সেসময় লেকটারের অন্তিম প্রার্থনায় সহায়তা করার জন্য টমাসোকে কাজে লাগাবে বলে ভাবল কার্লো।

*

পড়ন্ত বিকেলে পাজ্জি তার ওয়াইফকে একটা চিঠি লিখল। চিঠি না বলে বলা উচিত একটা সনেট লিখল। বিয়ের আগে তারা যখন চুটিয়ে প্রেম করছিল, তখন সে লিখেছিল এটা। তখন অপরপক্ষ কি মনে করে এমনটা ভাবার কারণে আর দেয়াই হয়নি লরাকে। সনেটের মধ্যে সে কিছু কোডওয়ার্ড ব্যবহার করেছে যেগুলোর মর্মোদ্ধার করতে পারলে সুইজারল্যান্ডে ব্যাংক ট্রাস্টিতে থাকা ডলারগুলো লরা নিজের বলে দাবি করতে পারবে। সাথে একটা চিঠিও দিয়ে দিল। যদি কথার বরখেলাপ হয়, তবে লরা যেন ম্যাসনকে এটা মেইল করে দেয়। চিঠিটা পাজ্জি এমন জায়গায় রাখল, যা একমাত্র লরা তার মগজ খাটালেই খুঁজে বের করতে পারবে।

বিকেল ৬টায় সে তার ছোট্ট মোটরবাইক নিয়ে মিউজিও বারদিনি তে গেল। একটা আয়রন রেলিংয়ে বাইকটা সিকিউরিটি চেইন দিয়ে বেঁধে রাখল, যেখানে কয়েকটা ছেলে তাদের বাইসাইকেল নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিল। মিউজিয়ামের কাছে পার্ক করা অ্যাম্বুলেন্স মার্কিং করা একটা ভ্যান দেখতে পেল সে। এটা কার্লোর গাড়ি বলে আন্দাজ করল। ভ্যানে দু-জন বসে আছে। সে পেছন ফেরার পর বুঝতে পারল, তার দিকে তাকিয়ে আছে তারা।

তার হাতে অনেক সময়। স্ট্রিটলাইটের আলোগুলো জ্বালানো। মিউজিয়ামের গাছগুলোর কালো ছায়ার মধ্যে দিয়ে সে ধীরে ধীরে নদীর দিকে আগাতে থাকল। পন্টে অ্যালে গ্রাজি ক্রস করে সে ধীরলয়ে বয়ে চলা আর্নো নদীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ভাবতে লাগল, শেষ কবে সে মন খুলে হেসেছিল? কালো কালি দিয়ে আঁকা এই আঁধারের মত তার জীবনও কি কখনও আলোর মুখ দেখবে না? ফ্লোরেন্সের আকাশে মেঘগুলো পূর্বদিকে

BanglaBook.org

যাত্রা শুরু করেছে। মনে হচ্ছে, মেঘগুলো সুউচ্চ পালাজ্জো ভেচ্চিওর ছাদের অগ্রভাগ পরিস্কার করার কাজে হাত লাগিয়েছে। বাতাস পাঁক খেতে খেতে বালুকণা আর কবুতরের মলমূত্র সান্তা ক্রসের সামনে পিয়াজ্জার খালি জায়গাগুলো ভরাট করছে। পাজ্জি এখন সান্তা ক্রসের দিকেই যাচ্ছে। পয়েন্ট থার্টিএইট বেরেটা, একটা লেদার স্যাপ আর একটা ছুরি তার পকেটের শোভা বাড়াল। বিপদের মুখে পড়লে ড. লেকটারকে মেরে ফেলতে কাজে আসবে এগুলো।

সান্তা ক্রস চার্চ ছয়টা বাজে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু একজন সেক্সটন পাজ্জিকে একটা ছোট দরজা দিয়ে ঢুকতে দিল। ড. ফেল এখানে আছেন কিনা–এ কথা পাজ্জি লোকটাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিল না। তাই সতর্কভাবে তাকে খুঁজতে লাগল। দেয়ালের সাইডে বেদীতে মোমবাতি জ্বালানো, তার দেখতে তাই অসুবিধা হলো না। চার্চের অনেকটা অংশ চষে ফেলার পর সে ক্রুসিফর্ম চার্চটার ডান দিকের পথটা খুঁজে পেল। ক্যাপ্পোনি চ্যাপেলে যদি ড. ফেল থেকে থাকে, তাহলে তাকে দেখা তার জন্য অনেক কঠিন হয়ে যাবে। কারণ ঐ অংশ প্রায় আঁধারাচ্ছন্ন। ডান ট্রানসেপ্ট বরাবর নিঃশব্দে আগাতে লাগল সে।

চ্যাপেলে একটা বড় ছায়া দেখতে পেলে এক সেকেন্ডের জন্য পাজ্জি শ্বাস নিতে ভুলে গেল।

ড. লেকটার তার ল্যাম্পের আলোয় উবু হয়ে কাজ করছে। সে উঠে দাঁড়াল, শরীর বিন্দুমাত্র না নড়িয়ে পেঁচার মত মাথা ঘুরিয়ে অন্ধকারে তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। নিচে ওয়ার্কলাইটের আলোয় তাকে আবছা দেখা যাচ্ছে। এরপর আবার পাশ ফিরে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

উত্তেজনায় পাজ্জির ঘাম ছুটে গেছে। তার চেহারা অবশ্য আগের মতই ঠাণ্ডা।

পালাজ্জো ভেচ্চিওতে মিটিং শুরুর আরও একঘণ্টা বাকি আছে। পাজ্জি ভেবে রেখেছে, মিটিংয়ে দেরি করে পৌছাবে সে।

ব্রুনেলেস্কি সান্তা ক্রসে পাজ্জি ফ্যামিলির জন্য যে চ্যাপেল বানানো হয়েছে, তা রেনেসাঁ আর্কিটেকচারের একটা উজ্জ্বল নিদর্শন। এখানে বৃত্ত আর বর্গক্ষেত্রের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। সান্তা ক্রসের স্যাঙ্কচুয়ারির বাইরে এই স্ট্রাকচারটা তৈরি করা হয়। ধনুকাকৃতির একটা আশ্রমের মাধ্যমে স্যাঙ্কচুয়ারির সাথে তা সংযুক্ত করা হয়েছে।

পাজ্জি হাঁটু গেড়ে পাজ্জি চ্যাপেলে প্রার্থনা করতে লাগল। তার মাথার ঠিক ওপরে থাকা ডেললা রবিয়া রন্ডেলস নিথর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সিলিংয়ে একটা বৃত্তের চারপাশে বাহকদের আঁকা হয়েছে। সে ভাবল, তার

BanglaBook.org

প্রার্থনাগুলো হয়তো সেই সার্কেলে গিয়ে জমা হয়েছে। হয়তো এরপর সেগুলো তার পেছনে থাকা আশ্রমের অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়ে আকাশের স্রষ্টার কাছে চলে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ মাথা খাটিয়ে সে ভাবতে লাগল, ড. লেকটারকে বিক্রি করে যে অর্থ কামিয়েছে, তা দিয়ে সে কি কি ভালো কাজ করতে পারে? সে দেখতে পেল, সে আর তার ওয়াইফ রাস্তার টোকাইদের অর্থসাহায্য করছে। তারা একটা হাসপাতালে মেডিকেল যন্ত্রপাতি ডোনেট করছে। সে গ্যালিলির মূর্তি দেখতে পেল। তার চিজাপেকের সমুদ্রতীরের কথা মনে পড়ে গেল।

চারপাশে তাকাল সে, কাউকে তার নজরে পড়ল না। এরপর সে জোরে জোরে বলতে লাগল, "ধন্যবাদ ফাদার। এই দানবকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার সুযোগ আমাকে দেয়ার জন্য। এই দানবের থাবা থেকে যেসব আত্মা বাঁচতে পারেনি, তাদের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

তার ভেতরকার একটা সত্তা বলছে, সে এবং ড. লেকটার মিলে নক্কোকে খুন করেছে। কারণ পাজ্জি তাকে বাঁচানোর জন্য কিছুই করেনি। মৃত্যু তাকে গ্রাস করে নেয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল সে।

প্রার্থনা করলে যে এক ধরণের মানসিক শান্তি পাওয়া যায়, সেটা পাজ্জি আজ অনুভব করতে পারল। চ্যাপেল ছেড়ে সে চার্চের গেটের দিকে যাওয়ার সময় তার কেন জানি মনে হলো, সে একলা নয়।

*

কার্লো পালাজ্জো পিককোলোমিনির সামনে অপেক্ষা করছে। পাজ্জিকে দেখে সামনের দিকে পা চালাল সে। তাদের কথোপকথন ছিল খুব সংক্ষিপ্ত।

পালাজ্জো ভেচ্চিওর পেছনের অংশে গিয়ে তারা নিশ্চিত হলো যে, ভিয়া ডেল লিওনের দিকে যাওয়ার জন্য যে রিয়ার এক্সিটটা আছে, সেটা বন্ধ। এক্সিটের ওপরের জানালাও শাটার লাগানো।

একমাত্র সামনের এন্ট্রান্স ডোরটাই খোলা আছে।

"আমরা হাঁটতে হাঁটতে এখানে আসব, ভিয়া নেরির সাইডে।"

"আমার ভাই আর আমি পিয়াজ্জার লগগিয়া সাইডে থাকব। তোমাদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখেই আমরা ফলো করবো। বাকিরা মিউজিও বারদিনিতে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য।"

"আমি তাদের দেখেছি।"

"তারাও তোমাকে দেখেছে।" কার্লো বলল।

"বিনব্যাগ গান দিয়ে গুলি করলে কিরকম শব্দ হবে?"

BanglaBook.org

"বেশি না। সাধারণ বন্দুকের মত হবে না। কিন্তু তুমি সেটা শুনতে পাবে, আর শোনার সাথে সাথে তাকে আমরা শুইয়ে ফেলতে পারবো।"

পাজ্জি আর ড. লেকটার যতক্ষণ লাইট কাভারের মধ্যে থাকবে সে সময়ের মধ্যেই মিউজিয়ামের সামনের আড়াল থেকে বিনব্যাগ গান দিয়ে শুট করবে পিয়েরো-একথা পাজ্জির কাছে গোপন রাখল কার্লো। সে চায় না, পাজ্জি ডক্টর থেকে দূরে সরে গিয়ে প্রকারান্তরে তাকে সতর্ক করে দিক।

"তুমি তাকে হাতের নাগালে নিতে পেরেছ, ম্যাসনের কাছে এটা নিশ্চিত করতে হবে তোমাকে," পাজ্জি বলল।

"চিন্তা করো না। হতচ্ছাড়ার সময় আজ রাত ম্যাসনের মত অক্টোপাসের কাছে ভিক্ষা করতে করতেই কাটবে।" তার চেহারায় অপ্রস্তুত ও ভীত ভাব দেখার আশা নিয়ে পাজ্জির দিকে তাকাল কার্লো। "প্রথমে সে নিজের প্রাণভিক্ষা চাইবে ম্যাসনের কাছে। খেলা শুরু হলে সে আর সহ্য করতে না পেরে নিজের মৃত্যুভিক্ষা করতে থাকবে।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৬

রাত নেমে এলে পালাজ্জো ভেচ্চিওর সামনে থাকা সর্বশেষ ট্যুরিস্টও ধীরে ধীরে চোখের আড়াল হলো। পিয়াজ্জা ক্রস করে মধ্যযুগীয় রাজপ্রাসাদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অনেকের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তারা শেষবারের মত মাথা পেছন দিকে ফিরিয়ে প্রাসাদের প্রাচীরের ওপর থাকা জ্যাক-ও-ল্যান্টার্নের দাঁতগুলোর দিকে তাকাল।

ফ্লাডলাইট জ্বলে উঠেছে। বড় বড় পাথরের রুক্ষ অংশগুলো আলোয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। উঁচু রণক্ষেত্রের ওপর থাকা ছায়াগুলো দেখা যাচ্ছে এখন। চড়ুই পাখিরা তাদের খাঁচার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছে।

রাতের প্রথম বাদুড় তার উপস্থিতি জানান দিয়ে নৈশভোজ করার জন্য শিকার খুঁজতে বের হয়েছে। কিন্তু ফ্লাডলাইটের চেয়ে উদ্ধারকারীদের পাওয়ার টুলের হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ডই বরং তাদের ফুড মিশনকে বাধাগ্রস্ত করছে।

পালাজ্জোর ভেতরে বাকি সব হলরুমে সংরক্ষণ আর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ আরও একঘণ্টা ধরে চলবে। কিন্তু স্যালন অব লিলিতে ড. লেকটার মেইনটেন্যান্স ক্রুর প্রধানের সাথে মিটিংয়ের ব্যাপারে আগে থেকে কথা বলে রেখেছে।

অভাবের করাঘাতে জীর্ণ এবং বেললে আর্টে কমিটির বিভিন্ন যৌক্তিক-অযৌক্তিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়া লোকটা ডক্টরের সাথে কথা বলে তার সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারে যারপরনাই অবাক হলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কর্মচারিরা তাদের হাতের ইকুইপমেন্টগুলো রেখে দিল, গ্রেট ফ্লোর পলিশার আর কম্প্রেসরগুলো দূরে দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখল। তাদের ইলেকট্রিক কর্ড আর লাইনগুলো গুটিয়ে ফেলে খুব দ্রুত তারা স্টাডিওলোর মিটিংয়ের জন্য ফোল্ডিং চেয়ারগুলো সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখল। মোট বারোটা চেয়ার লাগবে। জানালাগুলো খুলে দিল তারা—যাতে তাদের পেইন্ট আর পলিশের গন্ধ বাতাসের সাথে বাইরে চলে যেতে পারে।

ভাষণ দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় এমন একটা হেলানো ডেস্ক ডক্টর খুব করে চাচ্ছিলো। অবশেষে স্যালনের পাশে নিকোলো ম্যাকিয়াভেলির আগের অফিস থেকে একটা লম্বা হ্যান্ডট্রাকে করে নিয়ে আসা হলো সেটা। সেই ট্রাকে পালাজ্জোর ওভারহেড প্রজেক্টরও আছে।

প্রজেক্টরের সাথে যে ছোট স্ক্রিন আনা হয়েছে তা ডক্টর লেকটারের মনমত হয়নি বলে সেটা ফেরত পাঠিয়ে দিল। স্ক্রিন হিসেবে বরং একটা রি-পলিশড

BanglaBook.org

দেয়াল ঘিরে থাকা একটা হ্যাঙ্গিং ক্যানভাস ড্রপ ক্লথকে ব্যবহার করতে মনস্থির করল সে। ক্লথটার ফোল্ডিং খুলে ঠিকমত অ্যাডজাস্ট করার পর ডক্টর বুঝলো এটাই তার কাজের জন্য পারফেক্ট।

ডেস্কের ওপর থাকা মোটা মোটা বইয়ের স্তুপ দুইপাশে রেখে ঠিক মাঝ বরাবর ডক্টর দাঁড়ালেন–তবে জানালার দিকে মুখ করে। স্টাডিওলোর মেম্বাররা ধুলোমাখা কালো স্যুট পরে স্যালনে ঢুকে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। স্কলারদের মধ্যে সন্দেহবাতিকতা যে প্রবল, তার প্রমাণ একটু পরেই তারা দিল–সেমি সার্কেল করে সাজানো চেয়ারগুলো তারা পুনর্বিন্যাস করে জুরিবক্স কনফিগারেশনে নিয়ে এল।

জানালা দিয়ে ড্যুমো আর গিওত্তোর বেলটাওয়ার নজরে পড়ল ডক্টরের। কিন্তু তাদের নিচে থাকা দান্তের প্রিয় ব্যাপ্টিস্ট্রি তার চোখে পড়ল না। ওপরদিকে তাক করে রাখা ফ্লাডলাইটের আলোর জন্য নিচের পিয়াজ্জাতে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকা অ্যাসাসিনদের দেখতে পেল না সে।

মধ্যযুগের আর রেনেসাঁ আমলের সবচেয়ে বিখ্যাত স্কলারদের সামনে ডক্টর লেকটার তার লেকচারের খুঁটিনাটি মাথায় সাজিয়ে নিলেন। তিন মিনিটের একটু বেশি সময় ব্যয় হলো এজন্যে। তার লেকচারের টপিক ছিল, 'দান্তের ইনফার্নো এবং জুডাস ইসক্যারিয়ট।'

প্রি-রেনেসাঁ যুগের প্রতি স্টাডিওলোর সবার আগ্রহের কথা মাথায় রেখে লেকটার কিংডম অফ সিসিলির লোভি রাজা পিয়েরে ডেললা ভিগনার কাহিনী দিয়ে তার লেকচার শুরু করল। এই লোভের কারণেই দান্তের নরকে তাকে স্থান দেয়া হয়েছে। লেকচারের প্রথম আধঘণ্টা ডেললা ভিগনার পতনের পেছনে মধ্যযুগীয় যে সব ষড়যন্ত্র দায়ি ছিল-সেগুলো আলোকপাত করে স্কলারদের মুগ্ধ করল সে।

"ডেললা ভিগনাকে ভিলেন আখ্যা দেয়ার কারণ, সে তার লোভ চরিতার্থ করার জন্য রাজার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।" ড. লেকটার বলল। তার মূল টপিকের দিকে আগাতে লাগল সে, "ডেমের পিলগ্রিম তাকে ইনফার্নোর সপ্তম স্তরে খুঁজে পায়, সে স্তরে যাদের স্থান হয় তাদের শেষ পরিণতি ছিল 'আত্মহত্যা'। জুডাস ইসক্যারিয়টের মত তাকেও ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হয়েছিল।

আবসালোমের তিন উচ্চাকাঙ্খি কাউন্সিলর জুডাস, পিয়েরে ডেললা ভিগনা আর আহিথোফেল–দান্তের মতে এই তিনজনের একজন আরেকজনের সাথে একটা সূত্র আছে। আর সেই সূত্রটা হলো 'লোভ'। তাদের তিনজনকেই ফাঁসি দেয়া হয়েছিল।

প্রাচীন আর মধ্যযুগীয় চিন্তা-ধারণাতে লোভ আর ফাঁসি ওতপ্রোতভাবে

BanglaBook.org

জড়িত। সেন্ট জেরোমের মতে, 'জুডাস' হলো বংশীয় নাম আর 'ইসক্যারিয়ট'-এর অর্থ হলো ধনসম্পদ/মূল্য। ফাদার ওরিগেন বলেছেন, ইসক্যারিয়ট শব্দটা হিব্রু ভাষা থেকে এসেছে যার অর্থ সাফোকেশন বা দম বন্ধ হয়ে যাওয়া। তার নামের অর্থ তাহলে দাঁড়ায়, 'জুডাস দ্য সাফোকেটেড'।"

ড. লেকটার তার পোডিয়াম থেকে চশমার মধ্য দিয়ে দরজার দিকে একপলক তাকালো।

"আহ, কমান্দোতোরে পাজ্জি। স্বাগতম। যেহেতু আপনি দরজার সবচেয়ে কাছে আছেন, তাই এই লাইটগুলো বন্ধ করে ডিমলাইটগুলো জ্বালিয়ে দেবেন কি? আপনি এই টপিকে বেশ আগ্রহ পাবেন, কারণ–দান্তের ইনফার্নোতে দুই-দুইজন পাজ্জি জায়গা করে নিয়েছে।"

স্টাডিওলোর প্রফেসররা ফিসফিস করে কথা বলে উঠল। "এই হলো ক্যামিসিয়ন ডি পাজ্জি, যে তার জ্ঞাতিভাইকে মেরে ফেলেছিল। আরও এক পাজ্জি বাকি আছে, আর সে হলো...না, আপনি নন। উনি হলেন কার্লিনো। তাকে ক্যামিসিয়নের তুলনায় নরকের আরও নিচের স্তরে ফেলা হয়। সে দান্তের নিজের দল হোয়াইট গুয়েলফসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা আর ধোঁকাবাজি করেছিল।"

খোলা জানালা দিয়ে একটা ছোট বাদুড় ঢুকে পড়ল এ সময়। সারা সিলিং ঘুরে ডক্টরের মাথার ঠিক ওপরে কিছুক্ষণ পাঁক খেতে লাগল সেটা।

টাসকানিতে এটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, তাই কেউ সেটা পাত্তা দিল না।

ড. লেকটার তার হাতের তালুতে থাকা সুইচে চাপ দিল। প্রজেক্টর চালু হয়ে গেলে ড্রপ ক্লথে একটা ছবি ফুটে উঠল। একটার পর একটা ছবি আসতে লাগলে লেকটার আবার বলা শুরু করল, "এগুলো হলো ক্রুসিফিক্সের সবচেয়ে প্রাচীন ছবি, চারশ খ্রিস্টাব্দে গলে একটা আইভরি বক্সের ওপর এগুলো খোদাই করা হয়। সেখানে ফাঁস দিয়ে মৃত্যুলাভ করা জুডাসের চোখ ওপরদিকে একদৃষ্টিতে গাছের ডালের দিকে তাক করা, যে ডালে তাকে ঝোলানো হয়েছিল। আর এটা হলো মিলান থেকে পাওয়া চতুর্থ শতকের একটি রেলিকোয়ারি ক্যাসকেট। আর এটা হলো নবম শতকের একটা আইভরি ডিপটিক, যেখানে জুডাসের ফাঁসের ছবি আঁকা। সে ওখানেও ওপরের দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে।"

স্ক্রিন বরাবর বাদুড়টা উড়ছে আর পোকা খাচ্ছে।

"বেনেভেন্টো ক্যাথেড্রালের দরজায় লাগানো এই প্লেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি–জুডাস ফাঁসের দড়িতে ঝুলানো, তার নাড়িভুঁড়ি পেট থেকে বের হয়ে আছে, কিন্তু শরীর থেকে সেগুলো পুরোপুরি আলাদা করা হয়নি। সেইন্ট

BanglaBook.org

লিউক 'অ্যাক্ট অব অ্যাপোসলস'-এ ঠিক এমনটাই বলেছিলেন। এখানে দেখা যাচ্ছে ডাইনিরা জুডাসকে ঘিরে ধরেছে। তার ঠিক ওপরে, আকাশে চাঁদের বুড়ির মুখ দেখা যাচ্ছে। জুডাসের পেটের ভেতরের সবকিছু শরীর থেকে বের হয়ে বাইরে উঁকি দিচ্ছে—আপনাদের পূর্বসূরি জিওত্তো তার ছবিতে তাকে এভাবেই রিপ্রেজেন্ট করেছেন।

"আর শেষে, এটা ইনফার্নোর পনের শতকের একটা এডিশন। এখানে দেখা যাচ্ছে, পিয়ের ডেল্টা ভিগনার শরীর একটা রক্তাক্ত গাছের সাথে বাঁধা। জুডাস ইসক্যারিয়টের শেষ পরিণতির সাথে এর এমন সামঞ্জস্য আমাকে মোটেও অবাক করেনি।

"কিন্তু দান্তের এই চিত্রকল্প তৈরি করতে বাইরে থেকে কোন ধারণার দরকার পড়েনি। দান্তে অলিঘিয়েরির বুদ্ধিমত্তার তারিফ করতে হয়—নরকে থাকা পিয়ের ডেল ভিগনার ভঙ্গিমা দেখে যেন মনে হচ্ছে তার ধড়ে এখনও কিছুটা হলেও প্রাণের ভগ্নাংশ অবশিষ্ট আছে, আর সে হিসহিস শব্দ করে যেন বোঝাতে চাচ্ছে, সে নিজেই তার শরীর টেনে নিয়ে এই কাঁটাগাছের সাথে ঝুলে নিজের আত্মাহুতি দিচ্ছে।"

ড. লেকটারের চেহারায় সাধারণত গাম্ভীর্য ফুটে ওঠে, কিন্তু তার চেহারা আজ রক্তিম হয়ে উঠল, যখন ফাঁসির দড়ি গলায় থাকাকালীন যন্ত্রণাকাতর ভিগনার মৃত্যুর আগে বলা শেষ কয়েকটা কথা স্টাডিওলোর মেম্বারদের শোনাল সে। তার হাতের রিমোট কন্ট্রোলের বাটন ক্লিক করার সাথে সাথে হ্যাঙ্গিং ড্রপ ক্লথের ওপর ডেল্টা ভিগনা আর জুডাসের নাড়িভুঁড়ি বের করা ছবিদুটো একটা আরেকটার ওপর বসে গেল।

"দান্তের ভাষ্যমতে, জুডাস আর পিয়ের ডেললা ভিগনাকে একই অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে—লোভ আর বিশ্বাসঘাতকতা।

জুডাস আর তোমাদের পূর্বসূরি ডেললা ভিগনা, আহিথোফেলকে অনুসরণ করেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। লোভ করা, গলায় ফাঁস দেয়া—নিজেকে ধ্বংস করার এক একটা উপায় মাত্র। ক্যান্টোর শেষ অংশে এই আত্মহত্যার ব্যাপারে কী বলা হয়েছে? বলা হয়েছে—*লো ফেয গিবেত্তো এ মে ডে লে মিয়ে কেস*। অর্থাৎ, আমার কৃতকর্মই আমাকে ফাঁসির দড়ির দিকে ঠেলে দিয়েছে।"

"পরের বার ডেমের সন্তান পিয়েত্রোর ব্যাপারে লেকচার দিতে আপনার আপত্তি নেই তো?" উপস্থিত একজন প্রফেসর বলল। "ত্রয়োদশ ক্যান্টোর প্রথম দিককার লেখকদের মধ্যে সেই একমাত্র লোক যে কিনা পিয়ের ডেললা ভিগনা আর জুডাসের মধ্যে মিল দেখিয়েছিল। দান্তের ইনফার্নোতে বুক পর্যন্ত বরফ হয়ে থাকা কাউন্ট আগলিয়ানোর জন্যও স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে—যে কিনা তার সঙ্গি আর্চবিশপের মাথার পেছন থেকে বুভুক্ষু অবস্থায় তাকিয়ে

BanglaBook.org

সবকিছু গ্রাস করতে চেয়েছিল। শয়তানের তিন মাথা হিসেবে পরিচিত জুডাস, ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস–সব মিলিয়ে মোট চারজন, এরা সবাই ভিগনার মতই বিশ্বাসঘাতক ছিল। তাদের ব্যাপারে আলোকপাত করবেন আপনি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইউর কাইন্ড অ্যাটেনশন।" ফেল প্রত্যুত্তরে বললেন।

স্কলাররা তার প্রশংসা করল। তাদের প্রত্যেককে নাম উল্লেখ করে বিদায় জানাল সে। দু-হাতে বই ধরে আছে, যাতে স্কলারদের সাথে তাকে হ্যান্ডশেক করতে না হয়। অতঃপর লাইটগুলো বন্ধ করে দিল। স্যালন অব লিলির স্নিগ্ধ আলোর বাইরে চলে গেলেও স্কলারদের মাথা থেকে সেই লেকচারের ঘোরটা এখনও কাটেনি।

ডক্টর লেকটার আর রিনালদো গ্রেট চেম্বারে এখন সম্পূর্ণ একা। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় স্কলারদের বাদানুবাদ তাদের কানে আসছে।

"আমি কি আমার চাকরি বাঁচাতে পেরেছি, কমান্দোতোরে?"

"আমি কোন স্কলার নই, ডক্টর ফেল। কিন্তু যে কেউ দেখলে অনায়াসে বলে দিতে পারবে, আপনি তাদের ভালোভাবেই মুগ্ধ করতে পেরেছেন। ডক্টর, যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়, তাহলে আমি আপনার সাথে পালাজ্জোতে গিয়ে ভিক্টিমের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসতে পারতাম।"

"তারা সেইসব জিনিস দুটো স্যুটকেসে ভরেছে, কমান্দোতোরে। কিন্তু আপনার হাতে অলরেডি একটা ব্রিফকেস আছে। আপনি কি সেগুলো নিতে পারবেন?"

"পালাজ্জো ক্যাপ্পোনিতে আমার জন্য একটা পেট্রোল কার আসবে। কোন সমস্যা হবে না।"

লেকটার রাজি না হলে পাজ্জি জোরাজুরি করতে দ্বিধাবোধ করত না।

"ঠিক আছে," ডক্টর লেকটার বলল। "আমি সবকিছু গুছিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছি।"

পাজ্জি মাথা নাড়ল। বিশাল জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, তার চোখ লেকটারের দিকেই নিবদ্ধ। এক মুহূর্তের জন্যেও লেকটারকে দৃষ্টিসীমার বাইরে রাখতে চাচ্ছে না সে।

ডক্টরের ভাবভঙ্গি খুবই শান্ত–পাজ্জির কাছে তাই মনে হলো। নিচের তলা থেকে পাওয়ার টুলের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পাজ্জি একটা নাম্বারে ডায়াল করল। কার্লো ডিওগ্রাসিয়াস ফোনের অন্য প্রান্তে আছে। "লরা, আমি। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাসায় আসছি।"

ডক্টর লেকটার পোডিয়াম থেকে তার বইগুলো নিয়ে সেগুলো তার ব্যাগে ভরল। প্রজেক্টরের সামনে দাঁড়াল সে। প্রজেক্টরের ফ্যান তখনও মৃদুশব্দ করে যাচ্ছে। এর বিমে ধুলোর কণা দৃশ্যমান।

BanglaBook.org

"তাদের এটা দেখানো উচিত ছিল। আমি বুঝতে পারছি না, কিভাবে এটা আমি ভুলে গেলাম।"

ডক্টর লেকটার আরেকটা ড্রইং প্রেজেন্ট করল। ড্রয়িংয়ে একটা লোককে প্রাসাদের ব্যাটলমেন্টের নিচে ফাঁসি দেয়া হয়েছে, লোকটা পুরোপুরি উলঙ্গ।

"এটা আপনাকে আগ্রহি করে তুলবে বলে আমার মনে হয়, মি. পাজ্জি। দেখি আমি এটার ফোকাস আরও ভাল করতে পারি কিনা।"

প্রজেক্টরের সামনে দাঁড়িয়ে ডক্টর কিছুক্ষণ অযথা সময় নষ্ট করে ছবিটা দেয়ালের ওপর ফেলল সে।

"আপনি কি স্পষ্ট দেখতে পারছেন? ইমেজটা আর বড় করা যাচ্ছে না। এখানেই আর্চবিশপ তাকে মেরেছিলেন। নিচে তার নাম লেখা।"

পাজ্জি লেকটারের কাছাকাছি না আসলেও দেয়ালের সামনে আসতেই একটা কেমিকেলের গন্ধ পেল। কেমিকেলটা কী সেটা মনে না করতে পারলেও এটা বুঝতে পারল–সাধারণত উদ্ধারকারীরা এটা ব্যবহার করে থাকে।

"এখানে কী লেখা আছে তা কি বোঝা যাচ্ছে? এখানে লেখা আছে, 'পাজ্জি'–সাথে একটা কবিতাও লেখা। ইনি হলেন আপনার পূর্বপুরুষ, ফ্রান্সেসকো। পালাজ্জো ভেচ্চিওর ঠিক বাইরে তাকে ফাঁসি দেয়া হয়–এই জানালাগুলোর নিচে," ডক্টর বললেন। পাজ্জির দুচোখের ঠিক মাঝ বরাবর আলো ফেলল লেকটার।

"প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে, মঁসিয়ে পাজ্জি, আপনার স্ত্রীর মাংসের স্বাদ পাওয়ার জন্য আমার জিহবা লকলক করছে।"

ডক্টর লেকটার ঝট করে বিশাল ড্রপক্লথটা পাজ্জির ওপর ফেলল। সাথে সাথে পাজ্জির হার্ট বরাবর কষে মারল লাথি। ক্যানভাসে ঢাকা পাজ্জি হঠাৎ আক্রমণে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। মুখ থেকে কাপড় সরাবার চেষ্টা করল সে কিন্তু লেকটার তার আসুরিক শক্তি দিয়ে পাজ্জির ঘাড় পেছন থেকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ইথারে ভেজা স্পঞ্জ পাজ্জির মুখের ওপর চেপে ধরলো।

ধরাশায়ী পাজ্জির পা আর দুই বাহু ক্যানভাসের সাথে পেঁচিয়ে গেছে। কিন্তু মাটিতে আছড়ে পড়ায় তার পিস্তল দুটো তার ঠিক পাশে মেঝের ওপর পড়ল। ভনভন করতে লাগল তার মাথা। আস্তে আস্তে জ্ঞান হারাতে লাগল সে। শেষ চেষ্টা হিসেবে আপাদমস্তক ক্যানভাসে মোড়া পাজ্জি তার বেরেটা মেঝে থেকে তুলে তার পেছন বরাবর তাক করে কোনকিছু না ভেবেই ট্রিগার চেপে দিল।

ক্যানভাসে ঢাকা থাকায় তার টার্গেট জাজমেন্টে গড়বড় হয়ে গেল, ফলে কারণে থার্টিএইট বুলেট তার উরু কেটে ক্যানভাস ছিদ্র করে বের হয়ে গেল সেটা। ক্যানভাস ভেদ করায় বুলেট নিক্ষেপের তেমন শব্দ শোনা গেল না,

BanglaBook.org

যতটুকু শোনা গেল তা নিচের তলার হাতুড়ি পেটানোর আওয়াজে ঢাকা পড়ে গেল, তাই সিঁড়ি মাড়িয়ে কেউ ওপরে উঠে এল না। ডক্টর লেকটার স্যালন অব লিলির সুবিশাল দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল।

পাজ্জির যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন সে তার গলায় ইথারের স্বাদ পেল। মনে হচ্ছে, তার বুক কেউ চেপে ধরেছে।

নিজেকে স্যালন অব লিলিতে আবিষ্কার করল সে। আরও বুঝতে পারল, তার পক্ষে কোন ধরণের নড়াচড়া করা সম্ভব না। ড্রপক্লথ ক্যানভাস আর দড়ি দিয়ে তাকে আগাগোড়া বেঁধে ফেলা হয়েছে। দড়ির অন্যপ্রান্ত কর্মচারিদের রেখে যাওয়া হ্যান্ডট্রাকের সাথে বাঁধা। হ্যান্ডট্রাকটা পোডিয়াম সরাতে ব্যবহার করত তারা। তার মুখে টেপ আটকানো। উরুতে গানশট ইনজুরি সাইটে ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য প্রেশার ব্যান্ডেজ লাগানো হয়েছে।

পালপিটে হেলান দিয়ে মনোযোগসহকারে তাকে দেখতে লাগল লেকটার। ডক্টরের নিজের কথা মনে পড়ে গেল। পাগলা গারদ থেকে তাকে বাইরে নেয়ার সময় ঠিক একইভাবে তাকেও হ্যান্ডট্রাকের সাথে বাঁধা হয়েছিল।

"আমাকে কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন, সিগনোর পাজ্জি? বড় করে কয়েকটা নিঃশ্বাস নিন, এতে আপনার মাথাটা পরিস্কার হবে।"

কথা বলতে বলতে লেকটার তার কাজ করে যাচ্ছিল। বড়সড় একটা ফ্লোর পলিশার রুমের ভেতর নিয়ে আসল সে। ফাঁস তৈরি করার জন্য মোটা কমলা রঙয়ের একটা পাওয়ার কর্ড ব্যবহার করল। কর্ডের প্লাগ এন্ডের সাথে একটা দড়ি বাঁধল সে, গিঁট দেয়ার সময় রাবারে মোড়া কর্ড শব্দ করে উঠল একটু।

একটা হেঁচকা টান দিতেই ফাঁস তৈরি হয়ে গেল। কর্ডের একপ্রান্ত ফ্লোর পলিশারের সাথে বাঁধল সে, অন্যপ্রান্ত রাখল পালপিটের ওপর।

পাজ্জির পিস্তল, প্লাস্টিক হ্যান্ডকাফ স্ট্রিপ, তার পকেটের সব জিনিসপত্র এবং ব্রিফকেসটা পোডিয়ামের ওপরে রাখা।

পেপারগুলোর ওপর চোখ বোলাল ডক্টর ফেল। ক্যারাবিনিয়েরি ফাইলটা শার্টফ্রন্টে ঢুকিয়ে ফেলল সে। তার রেসিডেন্সি পারমিট, ওয়ার্ক পারমিট, ফটো আর সেই ফটোগুলোর নেগেটিভ–সবকিছু সেই ফাইলে আছে।

ডক্টর লেকটার সিগনোরা পাজ্জিকে যে মিউজিক্যাল স্কোর ধার হিসেবে দিয়েছিল সেটাও খুঁজে পেল। সে স্কোরটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে তার নাকের ফুটো দুটো বড় হতে লাগল ধীরে ধীরে। ভালো করে গন্ধ শুঁকতে লাগল সে। পাজ্জির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "যদি আমি তাকে লরা বলে ডাকি, তাহলে কোনো সমস্যা আছে কি?

"লরা রাতে চমৎকার একটা হ্যান্ডক্রিম ইউজ করে থাকে। পিচ্ছিল এবং

BanglaBook.org

মসৃণ ধরণের ক্রিম। প্রথমে ঠাণ্ডা এবং ধীরে ধীরে সেটা শরীরে উষ্ণতা দিতে থাকে। অরেঞ্জ ফ্রাগ্র্যান্স।

"উমম। সারাদিন মুখে আমার কিছুই পড়েনি। সত্যি বলতে কী, রাতের খাবারের জন্য লিভার আর কিডনি পারফেক্ট। আর লরার শরীরের বাকি অংশটুকু বর্তমান আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ এক সপ্তাহ সংরক্ষণ করা যাবে। আমি আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানি না, আপনি কি সেটা জানেন? আমার মনে হয়, এই প্রশ্নের উত্তর হবে 'না'।

"কমান্দোতোরে, আমি যা জানতে চাই তা যদি আপনি আমাকে বলেন, তাহলে আমি আমার ক্ষুধা নিবারণের জন্য কোনো ধরণের পদক্ষেপ নেব না, কিংবা কোন আগ্রাসি আচরণ করবো না। সিগনোরা পাজ্জির গায়ে একটা ফুলের টোকাও পড়বে না। আমি আপনাকে প্রশ্ন করবো আর তার উত্তরের ওপর লরার ভাগ্য নির্ভর করছে। আপনি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন। কিন্তু আমি যতদূর আপনাকে চিনি, আপনার পেট থেকে সত্য কথা বের করা সহজ হবে না।

"কমান্দোতোরে, আপনাকে আমি থিয়েটারে দেখেছি, সেখানেই আমাকে চিনে ফেলেছিলেন আপনি। আমি যখন সিগনোরার হাতখানা ধরেছিলাম, আপনি ভয়ে আপনার প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলেছিলেন নাকি? যখন আমার খোঁজে কোনো পুলিশ আসল না, তখনই আমি বুঝতে পারি, বলি দেয়ার জন্য আমাকে কারো কাছে বিক্রি করা হয়েছে। যার কাছে বিক্রি করে আপনি মোটা অঙ্কের টাকা পেতে যাচ্ছেন, তার নাম কি ম্যাসন ভার্জার? যদি উত্তর হ্যা হয়, তাহলে চোখের পাতা দু-বার ওপর নিচ করবেন।"

পাতা দুবার ওঠানামা করল।

"ধন্যবাদ, আমি জানতাম। সারা দুনিয়াতে আমাকে খোঁজার জন্য যে পোস্টার সে বিলি করেছে, সেই পোস্টারে থাকা নাম্বারে আমি কল করেছিলাম একবার, শুধু একবার মজা নেয়ার জন্য। তার লোকজন নিশ্চয়ই বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে?"

আবার ওঠানামা।

"হুম। তাদের মধ্যে একজনের শরীর থেকে শুয়োরের পচা বাসি গন্ধ নাকে লাগে। ঠিক? আমার ধারণা ভুল নয় তাহলে। আপনি কোয়েস্তুরাতে আমার ব্যাপারে কাউকে বলেছেন? চোখের পলক একবার পড়তে দেখলাম মনে হয়?–যাই হোক, আমি জানতাম আপনি বলবেন না।

"এখন আমি আপনাকে চিন্তা করার জন্য এক মিনিট সময় দেবো। এরপর আমাকে কোয়ান্টিকোর ভিক্যাপ কম্পিউটারের অ্যাকসেস কোডটা বলবেন আপনি।" ডক্টর লেকটার তার হার্পি নাইফটা বের করল। "আমি

BanglaBook.org

আপনার মুখের টেপটা খুলছি।" নাইফটা মুখের সামনে ধরল সে। "চিৎকার করার চিন্তাও মাথায় আনবেন না।"

পাজ্জির শরীরে ইথারের প্রভাব এখনও কাটেনি। "জিশুর কসম খেয়ে বলছি, আমি কোডটা জানি না। আমি মনেও করতে পারছি না। আমার গাড়ির কাছে যেতে পারি আমরা। ওখানে কয়েকটা পেপার..."

লেকটার পাজ্জিকে ঘুরিয়ে ঠিক উল্টো দিকে স্ক্রিন বরাবর মুখ করে বসালো। স্ক্রিনে একবার পিয়ের ডেললা ভিগনার ঝুলন্ত মৃতদেহ, আর একবার জুডাসের নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে থাকা ছবিটা ভেসে উঠল।

"কোনটা ভালো হবে, কমান্দোতোরে? আপনার নাড়িভুঁড়ি কি ভেতরে থাকবে, নাকি কেটে বের করতে হবে আমাকে?"

"কোডটা আমার নোটবুকে আছে।"

পাজ্জির মুখের সামনে নোটবুকটা খুলে কাঙ্খিত জিনিসটা খুঁজতে থাকল লেকটার, শেষ পর্যন্ত টেলিফোন নাম্বারগুলোর মধ্যে নোটেশনটা খুঁজে পেল সে।

"আপনি এটা দিয়ে কোন সমস্যা ছাড়াই লগইন করতে পারেন, তাই না?"

"হ্যা।" পাজ্জি অসহায় মুখ নিয়ে বলল।

"ধন্যবাদ, কমান্দোতোরে।"

ডক্টর লেকটার হ্যান্ডট্রাকটা টেনে পাজ্জিকে জানালার সামনে নিয়ে এল।

"আমার কথা শুনুন। আমার কাছে অনেক ডলার আছে। পালানোর জন্যেও আপনার ডলার লাগবে। ম্যাসন ভার্জারকে থামানো যাবে না। আপনার জমানো ডলারগুলো নেয়ার জন্যে হলেও পালাজ্জোতে আপনাকে যেতে হবে। কিন্তু তা আপনি পারবেন না। তারা আপনার আবাসস্থান ঘিরে রেখেছে," অসহায়ভাবে বলতে লাগল পাজ্জি।

ডক্টর লেকটার লেকচার দেয়ার জন্য ব্যবহৃত উঁচু জায়গা থেকে দুটো বোর্ড নিয়ে জানালার নিচের অংশে র‍্যাম্পের মত করে রাখল। যার দরুণ একটা ঢালু পথ তৈরি হলো।অতঃপর সেই ঢালু অংশ দিয়ে পাজ্জিকে গড়িয়ে জানালার বাইরে ব্যালকনিতে ঝুলালো।

পাজ্জির ভেজা মুখে বাতাসের ঝাপটা লাগলে তার মুখের ভাষা আগের চেয়ে দ্রুততর হলো। "আপনি এই বিল্ডিং থেকে জীবিত বের হতে পারবেন না। আমার কাছে ডলার আছে। ১৬০ মিলিয়ন লিরা! পুরোটাই ক্যাশ। ডলারে সেটার পরিমাণ এক মিলিয়ন। এক মিলিয়ন ডলার!!! আমার স্ত্রীকে ফোন করতে দিন। তাকে বলবো, ডলারগুলো একটা ব্যাগে ভরে আমার গাড়িতে করে পালাজ্জোর সামনে নিয়ে আসতে।"

BanglaBook.org

ডক্টর লেকটার পালপিটের নিচ থেকে ফাঁসটা নিয়ে পাজ্জির গলায় নেকলেসের মত করে পরিয়ে দিল। দড়ির অন্য প্রান্ত ভারি ফ্লোর পলিশারের সাথে প্যাঁচ দিয়ে বাঁধা।

পাজ্জি তখনও কথা বলে যাচ্ছে। "সে যখন পালাজ্জোর বাইরে এসে দাঁড়াবে, তখন আমাকে ফোন দেবে। আপনার জন্য সে ব্যাগটা রেখে দেবে। আমার কাছে পুলিশ পাস আছে। পিয়াজ্জা ক্রস করে পালাজ্জোর প্রবেশমুখের সামনে পর্যন্ত গাড়ি ড্রাইভ করে আসতে পারবে সে। আমি যা বলবো, সে তাই করবে। আপনি এরপর গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবেন। গাড়ির চাবি ভেতরেই থাকবে।"

পাজ্জিকে আরও নিচে নামাতে লাগল ডক্টর। রেলিংয়ে গিয়ে ঠেকল তার পা।

নিচে পিয়াজ্জার দিকে তাকাল পাজ্জি–যেখানে সাভোনারোলাকে পোড়ানো হয়েছিল–ওখানে দাঁড়িয়েই লেকটারকে ম্যাসন ভার্জারের কাছে বিক্রি করে দেয়ার কসম করেছিল সে। ওপরের দিকে তাকাল। ফ্লাডলাইটের আলোয় আলোকিত মেঘের সারি ধীরে ধীরে তাদের গমনপথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওপরের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মনে আশা–স্রষ্টা তার করুণ পরিণতি দেখে তাকে এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দেবে।

নিচে মৃত্যু তার মুখ হা করে পাজ্জিকে গোগ্রাসে গিলে ফেলার জন্য অপেক্ষা করছে–এরপরও পাজ্জি নিচে তাকানো থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারল না।

দড়ির কমলা আবরণ তার গলা চেপে ধরল। জানালার সামনে পাজ্জির কাছে এসে দাঁড়াল ডক্টর লেকটার।

"গুডবাই, কমান্দোতোরে।"

হ্যান্ডট্রাকের সাথে আটকানোর জন্য লেকটার যে দড়ি ব্যবহার করেছিল সেটার ওপর হার্পি নাইফ একবার ঝলসে উঠল। দ্বিতীয় দফা নাইফের আঘাতে পাজ্জির পেট চিরে ফেলল ড. লেকটার, একই সাথে দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় পাজ্জির বাঁধন সম্পূর্ণ আলগা হয়ে গেল। সাথে সাথে পরপর ঘটে গেল কয়েকটি ঘটনা–স্যালনের ভেতরে দড়ির সাথে বাঁধা ফ্লোর পলিশার এক হেঁচকা টানে রেলিংয়ের সাথে এসে ধাক্কা খেল–রেলিংয়ের সাথে ঝুলে থাকা পাজ্জিকে অভিকর্ষ বল সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে মাটিতে আছড়ে ফেলতে লাগল তাকে–বাতাসে ভাসমান থাকা অবস্থায় একটা চিৎকার শোনা গেল–একবার কেঁপে উঠল পাজ্জির মাথা–ঘাড় ভাঙার আওয়াজ শোনা গেল–নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে শুন্যে ঝুলতে লাগল সে!!

পাজ্জির শরীরের অবশিষ্টাংশ প্যালেসের দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেতে

BanglaBook.org

লাগল। খিঁচুনির জন্য তার পুরো শরীর কেঁপে উঠল বার কয়েক। ফ্লাডলাইটের আলোয় দেয়ালে তার ছায়াটা স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েকগুণ বড় দেখাল। তার প্যান্ট বীর্যস্খলনের কারণে ভিজে গেছে।

*

ডোরওয়ের সামনে থাকা কার্লো আর তার পাশে দাঁড়ানো মাত্তিও পালাজ্জোর এন্ট্রান্সের সামনে থাকা ট্যুরিস্টদের মধ্যে দিয়ে এগাতে লাগল। ট্যুরিস্টদের মধ্যে দু-জনের হাতে ভিডিও ক্যামেরা।

"জাদু দেখাচ্ছে মনে হয়," দৌড়াতে থাকা একজন বলে উঠল।

"মাত্তিও, পেছনের দরজা কাভার করো। সে যদি ওখান দিয়ে বের হয়, তাহলে সাথে সাথে তাকে খুন করবে–কেটে দু টুকরো করবে।" কার্লো ফোনে হড়বড়িয়ে আদেশ দিল। পালাজ্জোর ভেতরে প্রবেশ করল সে। মুহূর্তের মধ্যে ফার্স্ট ফ্লোর পেরিয়ে সেকেন্ড ফ্লোরে চলে এল...

স্যালনের সুবিশাল দরজা আধখোলা অবস্থায় আছে। ভেতরে ঢুকেই কার্লো তার পিস্তল সোজা দেয়ালের দিকে তাক করল, ব্যালকনির দিকে ছুটে গেল সে। সেকেন্ডের মধ্যে ম্যাকিয়াভেলির অফিসে গিয়ে লেকটারের টিকিও খুঁজে পেল না।

মিউজিয়ামের সামনে ভ্যানে অপেক্ষা করতে থাকা পিয়েরো আর টমাসোকে ফোন লাগাল সে। "তার বাড়ির সামনে চলে যাও। পুরো বাড়িটার সামনে পেছনে ঘিরে ফেলো। দেখামাত্রই গুলি করবে।" আবার রিং করল সে, "মাত্তিও?"

মাত্তিও তখন পালাজ্জোর পেছনের লকড এক্সিটের সামনে দাঁড়ানো। সে ছাদ, জানালা সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। দরজাটা পরখ করল। তার হাত কোটের নিচে ওয়েস্টব্যান্ডে থাকা পিস্তলের ওপর রাখা।

ঠিক সেসময় ফোন তার ব্রেস্টপকেটে ভাইব্রেট করে উঠল।

ফোনটা রিসিভ করল সে, "বল।"

"কী দেখতে পাচ্ছো?"

"দরজায় তালা দেয়া।"

"আর ছাদ?"

মাত্তিও আবার ওপরে তাকাল, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। জানালার শাটার খোলা, কার্লো ফোনে ধস্তাধস্তির শব্দ শুনতে পেল।

দ্রুত সিঁড়ি পেরিয়ে নিচে নামতে লাগল কার্লো। ল্যান্ডিংয়ে ঝাঁপ দিল সে। প্যালেস এন্ট্রান্সের সামনে এইমাত্র এসে দাঁড়ানো গার্ডকে অতিক্রম করে মোড় ঘুরে প্যালেসের পেছনের অংশে চলে আসল। চারদিক অন্ধকার। দৌড়াচ্ছে সে, তার হাতে থাকা সেলফোন যেন একটা জীবন্ত প্রাণী, অদ্ভুতুড়ে আওয়াজ

BanglaBook.org

শোনা যাচ্ছে এর ভেতর থেকে। কার্লো দেখতে পেল তার সামনে সাদা ক্যানভাসে ঢাকা একটা অবয়ব রাস্তায় অন্ধের মত দৌড়াচ্ছে–একটা মোটোরিনোর ঠিক সামনে এসে পড়ল সেই অবয়ব। স্কুটারটার ধাক্কায় একটা দোকানের সামনের অংশে আছড়ে পড়ল সে। আবার উঠে দাঁড়াল, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। চিৎকার শোনা গেল এবার, "কার্লো! কার্লো!"

তাকে ঢেকে রাখা ক্যানভাসটা ছেঁড়া এবং রঞ্জিত। কার্লো তার ভাইকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল। ভাইয়ের হাতের প্লাস্টিক হ্যান্ডকাফ স্ট্রিপটা কেটে ফেলল সে। শক্ত করে ঘাড়ের সাথে বাঁধা ক্যানভাসটা মুখোশের মত কাজ করছে–রক্তে ভেজা এক মুখোশ। সেই মুখোশটা খুলে ফেলতেই কার্লো আবিষ্কার করল, মাত্তিওর মুখ চিরে ফেলা হয়েছে।

মুখের সাথে সাথে পেটে লম্বা একটা পোঁচ দেয়া, বুকের এপাশ থেকে ওপাশে তৈরি করা ক্ষতটা একটু বেশিই গভীর। কার্লো তাকে রেখে দৌড়ে সামনের কর্নারের দু-পাশেই তাকাল, কিন্তু কাউকে দেখল না। আবার ফিরে এল তার ভাইয়ের কাছে।

সাইরেনের শব্দে পিয়াজ্জা সিগনোরিয়ার নৈঃশব্দ্য ভেঙে খানখান হয়ে গেছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় প্রজ্বলিত হয়ে উঠল পুরো রাস্তা। ডক্টর লেকটার তার জামার আস্তিন ছিঁড়ে ফেলে ধীরেসুস্থে সামনের পিয়াজ্জা ডি গিউডিসির একটা আইসক্রিম দোকানের দিকে এগিয়ে গেল। মোটরসাইকেল আর মোটোরিনো দোকানের পাশে সারিবদ্ধভাবে রাখা।

লেদারের জ্যাকেট পরা এক যুবককে দেখতে পেল সে। ছেলেটা তার ডুকাটি স্টার্ট দিচ্ছে।

"ইয়ং ম্যান, আমি একটা ভেজালের মধ্যে পড়ে গেছি। দশ মিনিটের মধ্যে যদি আমি পিয়াজ্জা বেলোসগার্দোতে আমার বউয়ের কাছে পৌঁছাতে না পারি, তাহলে আমার বউ আমাকে জানে মেরে ফেলবে," বলল সে। পঞ্চাশ হাজার লিরার একটা নোট ছেলেটাকে দেখাল। "আমার জীবন বাঁচানোর জন্য তোমাকে এতটুকুই আমি দিতে পারবো।"

"আপনি শুধু এটাই চান? একটা রাইড?" ছেলেটা অবাক হয়ে বলল।

নিজের খালি হাত সামনে বাড়াল ডক্টর লেকটার। "হ্যা, একটা রাইড।"

দ্রুতগামি মোটরসাইকেলটা রাস্তার জ্যামে আটকে থাকা গাড়িগুলো অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে গেল। বাইক রাইডারের পেছনে বসা লেকটারের মাথায় একটা স্পেয়ার হেলমেট। হেলমেট থেকে হেয়ার স্প্রের গন্ধ আসছে। লেকটার কোথায় যাবে তা রাইডারের জানা আছে–ভিয়া ডি সেরাগলি দিয়ে সোজা পিয়াজ্জা টাসোর দিকে ছুটে যাচ্ছে বাইকটা। ভিয়া

BanglaBook.org

ভিলানি পেরিয়ে বাইকটা চার্চ অব সান ফ্রান্সিসকো দি পাওলার পাশের সরু গলিতে ঢুকে পড়ল। গলিটা বেলোসগার্দোর রাস্তায় গিয়ে শেষ হয়েছে। বেলোসগার্দো পাহাড়ের ওপর অবস্থিত একটা রেসিডেনসিয়াল ডিস্ট্রিক্ট হিসেবে পরিচিত। এখান থেকে ফ্লোরেন্সের দক্ষিণ অংশের পুরোটা দেখা যায়। ডুকাটি বাইকের ইঞ্জিনের গর্জন পাথরের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তৈরি করছে, মনে হচ্ছে যেন কোন ক্যানভাস ছেঁড়া হচ্ছে। ডক্টর লেকটারের মুখে হাসি ফুটে উঠল। হেলমেট থেকে আসা হেয়ারস্প্রের গন্ধের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগল তার।

পিয়াজ্জা বেলোসগার্দো ঠিক যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে রাইডার তাকে নামিয়ে দিল। কাউন্ট মনটাউটোর বাড়ি এখান থেকে বেশি দূর নয়। নাথানিয়েল হাউথোর্ন এখানেই থাকে। রাইডার তার ভাড়ার টাকাগুলো বুকপকেটে রেখে কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখের আড়াল হয়ে গেল।

ডক্টর লেকটার হেঁটে চল্লিশ মিটার সামনে এগোল। সেখানে একটা ব্ল্যাক জাগুয়ার দাঁড়ানো। বাম্পারের পেছনে পড়ে থাকা চাবিটা তুলে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল সে। তার কব্জিতে ফ্যাব্রিক বার্নের জন্য ঘা তৈরি হয়েছে। যখন সে মাত্তিওর ওপর ক্যানভাস ছুঁড়ে মেরে তার শরীরের ওপরে একতলার জানালা থেকে লাফ দিয়েছিল তখন তার গ্লাভস হাতের চামড়ার ওপর চেপে বসায় সেই ঘায়ের সৃষ্টি। সে ইতালিয়ান অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল মলম সাইকাট্রিন লাগাল ওটার ওপর, সাথে সাথে কিছুটা আরাম অনুভব করল।

ইঞ্জিন চালু হতেই মিউজিক টেপগুলো সার্চ করা শুরু করল ডক্টর। ঠিক করল *স্কারলেটি* শুনবে এখন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৭

লাল টাইলসে মোড়া ছাদ থেকে টারবোপ্রপ এয়ার অ্যাম্বুলেন্স টেকঅফ করে সারদিনিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। পিসার হেলানো টাওয়ারের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় যথেষ্ট বাঁক নিল প্লেনটা। জীবিত কোন পেশেন্ট নিলে পাইলট এই দুঃসাহস কখনই দেখাত না।

ডক্টর হ্যানিবাল লেকটারের জন্য আনা স্ট্রেচারে লেকটারের পরিবর্তে মাত্তিও ডিওগ্রাসিয়াসের হিমশীতল দেহ রাখা। মৃতদেহের পাশে তার বড় ভাই কার্লো বসে আছে, কার্লোর জামা-কাপড় রক্তে রঞ্জিত।

কার্লো ডিওগ্রাসিয়াস মেডিকেল অ্যাটেনডেন্টকে কানে ইয়ারফোন লাগাতে বলল। এরপর ইয়ারফোনে গান ছেড়ে দিয়ে লাস ভেগাসে একটা কল দিল সে। কলটা এনক্রিপ্ট করে ম্যারিল্যান্ডে ট্রান্সফার করা হলো।

*

ম্যাসন ভার্জারের জন্য দিন আর রাত কোন পার্থক্য বহন করে না। সে সবসময় তার বেডে ঘুমিয়ে থাকে। এমনকি অ্যাকুরিয়াম লাইটগুলোও অফ করা। ম্যাসনের মাথা বালিশের ওপর রাখা, সাধারণত তার এক চোখ খোলা থাকে—ঠিক ঈল মাছের চোখের মত। সেই চোখও এখন ঘুমে আচ্ছন্ন। একমাত্র রেসপিরেটরের একটানা পাম্পিং আর অ্যাকুরিয়ামের নিচ থেকে ওপরের দিকে পানির বুদবুদ উঠে যাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোনো কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ ম্যাসনের প্রাইভেট টেলিফোনটা বিপ্ করে উঠল। টেলিফোনের বাটন প্রেস করার জন্য তার ফ্যাকাশে হাত আঙুলের ওপর ভর দিয়ে সরীসৃপের মত কিছুটা এগোল। টেলিফোন স্পিকার তার বালিশের নিচে রাখা, আর মাইক্রোফোনটা তার মুখের পাশে।

প্রথমে ম্যাসন এয়ারপ্লেনের শব্দ শুনতে পেল, তারপরই ঘড়ঘড়ে শব্দ। *"গ্লি ইনামরোতি।"*

"বলছি। যা বলার বলে ফেলো।"

"বালের জায়গায় পাঠিয়েছেন আমাদের!!"

"কী হয়েছে, সেটা বলো।"

"আমার ভাই মাত্তিওকে খুন করা হয়েছে। তার রক্ত এখনও আমার গায়ে

BanglaBook.org

লেগে আছে। পাজ্জিও মারা গেছে। ডক্টর ফেল তাদের মেরে পালিয়েছে।"

ম্যাসন সাথে সাথে কোনো জবাব দিল না।

"আপনি মাত্তিওকে দুই লক্ষ ডলার দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন," কার্লো বলল। "তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য।"

সারদিনিয়ান কন্ট্রাক্ট কিলাররা আর কিছুর জন্য না করলেও ডেথ বেনেফিটের জন্য ঠিকই কল করবে।

"হুম...বুঝতে পেরেছি।"

"এখন পাজ্জি মরে গিয়েই যত ঝামেলা পাকালো।"

"পাজ্জি একজন খুনি পুলিশ অফিসার ছিল," ম্যাসন বলল। "বাইরের মানুষজন এমনটাই মনে করবে।

"সে কি আসলেই খুন করতে চেয়েছিল ফেলকে?"

"ঘটনামতে তো তাই মনে হচ্ছে। খুন করতে গিয়ে ফেলের হাতে মারা গেছে সে। এটা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছি না আমি। তারা পাজ্জির মাধ্যমে কি আপনাকে ট্রেস করতে পারবে?"

"আমি সেটা ম্যানেজ করতে পারবো। এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।"

"আমার নিজের সিকিউরিটি আমাকেই রাখতে হবে," কার্লো বলল। "এটা একটু বেশিই হয়ে গেল। কোয়েস্তুরার একজন চিফ ইন্সপেক্টর এক বয়স্ক লোকের হাতে খুন হয়ে গেছে–এটা মানতে পারছি না আমি।"

"তুমি কিছু করোনি, করেছো কি?"

"আমরা পাজ্জিকে খুন করিনি। কিন্তু কোয়েস্তুরা যদি এই খুনের চার্জশিটে সন্দেহভাজন হিসেবে আমার নাম দিয়ে দেয়, তাহলে তো গোটা বাহিনী আমার পেছনে ফেউয়ের মত লাগবে। বাকি জীবন তারা আমাকে চোখে চোখে রাখবে। আমি কোনো অপারেশনের জন্য কারো সাথে ডিল সাইন করতে পারবো না। রাস্তায় স্বাধীনভাবে চলতেও পারবো না। ওরেস্তেকে নিয়ে আপনার প্ল্যান কী? ও কি জানে, সে কাকে নিয়ে ফিল্ম বানাতে চলেছে?"

"না। এ ব্যাপারে সে কিছু জানে না।"

"কাল পরশুর মধ্যে কোয়েস্তুরা ডক্টর ফেলকে আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারবে। ডক্টর ফেরার হয়ে গেছে–ওরেস্তে এই নিউজ টিভিতে দেখলে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিতে তার কোনো সমস্যা হবে না।"

"ওরেস্তেকে ভালো পরিমাণ পেমেন্ট দেয়া হয়েছে। সে আমাদের জন্য বিপজ্জনক না–নিশ্চিন্তে থাকতে পারো তুমি।"

"হয়ত আপনার কাছে বিপজ্জনক মনে না হতে পারে, কিন্তু সে সামনের মাসে রোমে পর্নোগ্রাফি কেসে আসামি হিসেবে কোর্টের মুখোমুখি হবে। তার

BanglaBoi.org

হাতে এখন তুরুপের তাস আছে, চাইলেই সে আমাদের নাম বলে দিতে পারে। ওরেস্তের ব্যাপারে আপনার আরেকটু ভাবা উচিত।"

"আমি ওরেস্তের সাথে কথা বলব," বলল ম্যাসন। "তুমি কি এই খেলা এখনও খেলতে চাও, কার্লো? ডক্টর ফেলকে যেখান থেকেই হোক খুঁজে বের করবে তুমি, তাই নয় কি? তোমার ভাইয়ের জন্য হলেও ডক্টর ফেলকে খুঁজে বের করতে হবে তোমাকে।"

"হ্যা, আমি খুঁজে বের করবো। কিন্তু এর জন্য সব সহযোগিতা, প্রয়োজনীয় খরচ–সব কিছু আপনি দেবেন।"

"তাহলে এই খেলা যেভাবে শুরু করেছিলে সেভাবেই খেলতে থাকো। শূকরগুলোকে সোয়াইন ফ্লু আর কলেরার সার্টিফাইড ভ্যাকসিন দিও। তাদের জন্য শিপিং ক্রেটসের বন্দোবস্ত করো। তোমার কাছে পাসপোর্ট আছে তো?"

"হ্যা, আছে।"

"আমি বলতে চাচ্ছি, ব্যবসায়িক পাসপোর্ট...সাধারণ ট্রাভেলিং পাসপোর্ট না।"

"হ্যা, আমার কাছে তা আছে।"

"আমার কাছ থেকে পরবর্তি নির্দেশনা তোমাকে ফোন করে জানানো হবে।"

লাইন ডিসকানেক্ট হয়ে যাওয়ার পর কার্লো অভ্যাসবশত তার অটোডায়াল বাটন প্রেস করলে মাত্তিওর অবশ হাতে থাকা ফোন বিপ্ করে উঠল। ক্যাডাভারিক স্প্যাসমের জন্য সেলফোনটা মাত্তিওর হাতে শক্ত করে ধরা। একমুহূর্তের জন্য কার্লোর মনে হলো তার ভাই ফোনটা কানের কাছে নিয়ে হ্যালো বলবে। মাত্তিও ফোনের জবাব দিচ্ছে না দেখে কার্লো হ্যাংআপ বাটনে চাপ দিল। তার চেহারা আর স্বাভাবিক রাখতে পারল না সে। চোখের সামনে ভাই হারানোকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারছে না।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৮

পঞ্চদশ শতাব্দিতে ব্যবহৃত ইতালিয়ান যুদ্ধবর্মগুলোর মধ্যে শিংযুক্ত হেলমেট লাগানো ডেভিল্‌স আর্মার সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তু ছিল। ফ্লোরেন্সের দক্ষিণে অবস্থিত সান্তা রিপারাতা'র একটা ভিলেজ চার্চের দেয়ালে সেই ১৫০১ সাল থেকে এরকম একটা ডেভিলস আর্মার লাগানো আছে। আর্মারে থাকা শিংগুলো দেখতে অনেকটা তৃণভোজি ক্যামোইসের শিংদুটোর মত। বর্মের যেখানে জুতা থাকার কথা সেখানে গান্টলেট কাফ লাগানো। হাঁটুর নিচে বর্মের অংশটুকু যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে খন্ডিত খুর দেখা যাচ্ছে, যা শয়তানের প্রতীক হিসেবে পরিচিত।

গ্রামীণ লোককথা অনুসারে, এক যুবক এই আর্মার পরে চার্চের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, আর কোন কারণ ছাড়াই দেবী ভার্জিনের নাম নিচ্ছিল। পরবর্তিতে সে দেখতে পেল, তার এই বর্ম সে তার শরীর থেকে খুলতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত দেবী ভার্জিনের কাছে ক্রমাগত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। ফলস্বরূপ একসময় সেই বর্ম তার শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ লোকটা সেই বর্ম চার্চকে উপহার হিসেবে দান করে। উপহার হিসেবে সেটা অমূল্য ছিল, আর তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৪২ সালে, যখন চার্চে একটা আর্টিলারি শেল পড়ার পরেও সেই বর্মের কিছুই হলো না।

আর্মারের ওপরের অংশে ধুলোর আস্তরণ পড়ে গেছে। আর সেটার মুখোশ তাকিয়ে আছে নিচে ছোট্ট স্যাঙ্কচুয়ারির দিকে, যেখানে জনসমাগম হয়ে থাকে। নিচ থেকে ধূপের ধোঁয়া মুখোশের মধ্যে দিয়ে বের হয়ে ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠে গেল।

সর্বসাকুল্যে তিনজন মানুষ উপস্থিত সেখানে। দু-জন কালো ড্রেস পরা মহিলা, আর আরেকজন ড. লেকটার। তিনজনই কম্যুনিয়নে অংশ নিচ্ছে, যদিও লেকটার কাপে চুমুক দিতে কিছুটা সংকোচ বোধ করছিল।

প্রিস্ট কম্যুনিয়ন শেষে জিশুর কাছে প্রার্থনাপর্ব শুরু করলেন। তা শেষ হতেই মহিলা দু-জন চলে গেল। সবাই চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত জিশুর প্রতি তার ভক্তি প্রদর্শন করতে লাগল লেকটার।

পুরো চার্চ এখন খালি। কিছুক্ষণ পর প্রার্থনার জন্য যেখানে পাইপঅর্গ্যান বাজানো হয় সেখান দিয়ে রেলিংয়ের ওপর উঠল লেকটার। দুই শিংয়ের ঠিক মাঝ বরাবর দাঁড়াল সে। হেলমেটের সাথে থাকা মুখোশটা ওপরের দিকে টেনে ধরল, ভেতরে কোন অবয়ব নেই–পুরোটা ফাঁকা।

BanglaBook.org

একটা ফিশহুক দেখতে পেল সে। ফিশহুকটা আর্মার গর্জেটের সাথে লাগানো, হুকের সাথে একটা দড়ি বাঁধা। আর দড়ির সাথে প্যাকেজ আটকানো, যা দেহবর্মের ভেতরে ঠিক মাঝ বরাবর ঝোলানো। সতর্কতার সাথে প্যাকেজটা দড়ি ধরে টান দিয়ে ওপরের দিকে নিয়ে আসল লেকটার।

প্যাকেজটার মধ্যে ব্রাজিলিয়ান পাসপোর্ট, আইডেন্টিফিকেশন কার্ড, ক্যাশ, ব্যাংকবুক, চাবি–সব রাখা। সে এগুলো তার কোটের ভেতরের পকেটে চালান করে দিল।

তার মধ্যে কোন ভাবান্তর হলো না, তবে ইতালি ছেড়ে যেতে হবে বলে কিছুটা খারাপ লাগা কাজ করছে। পালাজ্জো ক্যাপ্পোনিতে তার পছন্দের কিছু বই ছিল যা সে পড়তে পারত, তার মনে জমে থাকা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে পারত। ক্ল্যাভিয়ার বাজানোর সুযোগটাও হাতছাড়া হতে যাচ্ছে। পাজ্জির সদ্যবিধবা স্ত্রী তার শোক কাটিয়ে উঠলে তাকে রান্না করে খাওয়ানোর খুব ইচ্ছে ছিল তার!!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৯

পালাজ্জো ভেচ্চিওর সামনে ফ্লাডলাইটের গরম আলোয় রিনালদো পাজ্জির ঝুলে থাকা দেহ থেকে চুইয়ে পড়া রক্ত বাষ্পে পরিণত হচ্ছে। পাজ্জির মৃতদেহ নামানোর জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে ফায়ার ডিপার্টমেন্টকে কল করা হয়েছিল।

ফায়ার ব্রিগেডের লোকজন তাদের ল্যাডার ট্রাকের একটা এক্সটেনশন ব্যবহার করল তাকে নামানোর জন্য। পাজ্জির বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই–এটা মাথায় রেখেই তারা তাকে উদ্ধার করতে নামল। বের হয়ে থাকা নাড়িভুঁড়ি পেটের ভেতরে ঢুকানো, তারপর পুরো পেট নেট দিয়ে বাঁধা–কাজটা বেশ সতর্কতার সাথে করতে হলো তাদেরকে। এরপর লাশ নিচে নামানো হলো।

অবশ শরীরটা নিচে নামানোর প্রায় সাথে সাথেই লা নাজিওন তাদের পত্রিকায় ছাপানোর জন্য বিদঘুটে এবং একই সাথে চমৎকার একটি ছবি তুলে ফেলল। ডিপোজিশন পেইন্টিংস যারা দেখেছে তারা এই ছবির সাথে পেইন্টিংটার যথেষ্ট মিল খুঁজে পাবে।

ফাঁসের দড়ি থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেয়া হলো। এরপর পুরু ইলেক্ট্রিক্যাল কর্ডটা কেটে নেয়া হলো যাতে ফাঁসের গিঁটের কোন ক্ষতি না হয়।

ফ্লোরেন্সের জনসাধারণের মধ্যে অনেকের কাছেই এটাকে দৃষ্টিনন্দন সুইসাইড বলে মনে হচ্ছে। তাদের মতে, কারাগারে আসামিরা যেভাবে সুইসাইড করে ঠিক সেভাবেই পাজ্জি তার হাত-পা দুটো বেঁধে আত্মাহুতি দিয়েছে। মৃত্যুর একঘণ্টার মধ্যে লোকাল রেডিও চ্যানেল রিপোর্ট করল–'পাজ্জি সুইসাইড করার জন্য জাপানিদের মত নিজের পেট কেটে গলায় ফাঁস দিয়েছে!!'

ব্যালকনি আর হ্যান্ডট্রাকে দড়ি দিয়ে বাঁধার চিহ্ন, পাজ্জির গায়েব হয়ে যাওয়া পিস্তল, প্রত্যক্ষদর্শিদের থেকে পাওয়া তথ্য, পালাজ্জোর ভেতরে কার্লোর প্রবেশ করা এবং পালাজ্জোর পেছনে রক্তে মাখা একটা সাদা অবয়বের এদিক ওদিক ছোটাছুটি–সবকিছু বাছবিচার করে পুলিশ একটাই সিদ্ধান্তে আসল–পাজ্জিকে খুন করা হয়েছে।

তখন ইতালিয়ান জনগণের মধ্যে রব উঠল–ইল মোস্ত্রো পাজ্জিকে খুন করেছে।

কোয়েস্তুরা ডিপার্টমেন্ট ইল মোস্ত্রো কেসে অভিযুক্ত হওয়া জিরোলামো টোকাকে দিয়ে তাদের তদন্ত শুরু করল। তার ঘর থেকে টোকাকে তুলে নিয়ে

BanglaBook.org

গেল তারা, তার বউ এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মত ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তা পর্যন্ত দৌড়ে পুলিশদের খিস্তি দিয়ে চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে ফেলল।

টোকার অ্যালিবাই ছিল নিখুঁত। সে ওইসময় একটা ক্যাফেতে রামাজ্জোত্তি পান করছিল। এক প্রিস্ট সেটা দেখেছে। তাকে ছেড়ে দেয়া হলে বাসে করে নিজের পয়সায় তাকে সান ক্যাসিয়ানোতে আসতে হলো।

শুরুতেই পালাজ্জো ভেচ্চিওর স্টাফদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। স্টাডিওলোর মেম্বাররাও সেই প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকে ছাড় পেল না।

পুলিশ ডক্টর ফেলকে লোকেট করতে পারল না কোনোভাবে। শনিবার দুপুরে তারা ফেলকে নিয়ে ইনভেস্টিগেশন শুরু করে। ফেলের আগে যে এই চাকরিতে ছিল তার নিরুদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারে তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন পাজ্জি।

ক্যারাবিনিয়েরিতে এক ক্লার্ক জানাল, কয়েকদিন আগে পাজ্জি একটা রেসিডেন্স পারমিট চেক করেছিলেন। ফেলের রেকর্ডস, ফটোগ্রাফ, নেগেটিভস এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট–এসব কপি করে ভিন্ন নামে সাইন আউট করা হয়েছিল। তবে সিগনেচার হ্যান্ডরাইটিং পাজ্জির বলে সনাক্ত করল সবাই।

এরপরেও পুলিশ ডক্টর ফেলের আসল পরিচয় বের করতে পারল না। তারা ফাঁসের দড়ি, পোডিয়াম, হ্যান্ডট্রাক, পালাজ্জো ক্যাপ্পোনির কিচেনটুলস থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট কালেক্ট করল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তৈরি করে ফেলা হলো ডক্টর ফেলের একটা স্কেচ।

রবিবার সকালের মধ্যে ফ্লোরেন্সের এক ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সামিনার অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সব স্পেসিমেন থেকে পাওয়া প্রিন্টগুলো একজনের বলে ডিক্লেয়ার করল অবশেষে।

কিন্তু কোয়েস্তুরা হেডকোয়ার্টারে টাঙানো হ্যানিবাল লেকটারের ছুড়ো আঙুলের প্রিন্টের সাথে ম্যাচ করার কথা কারো মাথায় আসল না।

ক্রাইম সিন থেকে পাওয়া প্রিন্ট রবিবার রাতের মধ্যে ইন্টারপোলের কাছে পৌছাল। সেখান থেকে অন্য ৭০০০০ প্রিন্টের সাথে ইতালিয়ান সেই প্রিন্ট এফবিআই ওয়াশিংটন হেডকোয়ার্টারের অন্দরমহলে আসার পর স্বয়ংক্রিয় ফিঙ্গারপ্রিন্ট ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে সাবমিট করার সাথে সাথে তা ম্যাচ করে গেল। আর ম্যাচ করার পরবর্তি ফলাফল হলো ব্যাপক।

আইডেন্টিফিকেশন সেকশনের দায়িত্বে থাকা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের অফিসে সাথে সাথে অ্যালার্ম বেজে উঠল। নাইট ডিউটিতে থাকা অফিসার অফিসের প্রিন্টারে লেকটারের ছবি আর আঙুলের ছবি দেখে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের বাসায় ফোন করল দেরি না করেই। সেই ফোন পেয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট

BanglaBook.org

সবার আগে ডিরেক্টরকে কল করল, তারপর করল জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের পল ক্রেন্ডলারকে।

রাত ১:৩০-এ ম্যাসনের টেলিফোন বেজে উঠলে, সব শুনে অবাক হওয়ার ভান করল সে।

১:৩৫-এর দিকে জ্যাক ক্রফোর্ডের সেলে রিং হলো। কয়েকবার ঠোঁট না নড়িয়েই হু হা করে চলল সে। এরপর তার প্রয়াত স্ত্রী বেলা যেখানে ঘুমাতো সেখানে শুয়ে পরের পদক্ষেপ কী নেয়া যায় তা ভাবতে লাগল। ঐ অংশ ঘরের অন্য অংশের চেয়ে ঠাণ্ডা, আর শীতল পরিবেশে সে তার মাথা ভালোভাবে খাটাতে পারে।

ডক্টর লেকটার আবার তার হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছে–এ খবর সবার শেষে পৌঁছাল ক্লারিস স্টারলিংয়ের কাছে। ফোন রেখে দেয়ার পর বেশ কয়েক মিনিট অন্ধকারে শুয়েছিল সে, তার চোখ জ্বলছিল। তবে কেন জ্বলছিল তা বুঝতে পারল না। সোজা ওপরের দিকে তাকিয়ে রইল সে। কালো আঁধারে তার চোখের সামনে ভাঁজ পড়া চামড়ার একটা চেহারা ভেসে উঠল–সেই চেহারার মালিক ড. হ্যানিবাল লেকটার।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪০

এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের পাইলট ঘুটঘুটে অন্ধকারে আরবাটাক্সের ছোট এয়ারফিল্ডে নামতে চাইছিল না। তাই সে প্লেনটা ক্যাগলিয়ারিতে ল্যান্ড করাল। প্লেনের ফুয়েল ভরে দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সূর্যালোকের প্রথম ছটা পড়তেই রওনা দিল তারা।

আরবাটাক্স এয়ারস্ট্রিপে কফিনসহ একটা ট্রাক তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। টাকা পয়সা নিয়ে পাইলট গাঁইগুঁই করছিল বলে পাইলটের গালে কষে একটা চড় লাগিয়ে দিল কার্লো। পরে টমাসো এসে কার্লোকে নিবৃত্ত করল।

তিনঘণ্টা পর পাহাড়ের চূড়ায় গন্তব্যে পৌছাল তারা।

কার্লো টিম্বারশেডের চারপাশে উদ্বাস্তুর মত হাঁটতে লাগল, এই টিম্বারশেডটা সে আর মাত্তিও দুইজন মিলে বানিয়েছিল। সবকিছু সেট ছিল, লেকটারের মৃত্যুর দৃশ্য মঞ্চস্থ করার জন্য সবকিছু প্রস্তুত করা আছে। মাত্তিওর বানানো জিনিসগুলোর নিচে দাঁড়িয়ে বিশাল রকোকো মিররে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল সে। চারপাশে তাকিয়ে একটা করাত দেখতে পেল। করাত ধরে তার ভাই যেন দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে–এমনটা মনে হতেই সে নিজের কান্না ধরে রাখতে পারল না। চিৎকার করে উঠল সে, চোখ দিয়ে অনবরত অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল তার। সেই চিৎকার গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তৈরি করল।

পিয়েরো আর টমাসো, তাকে একলা রেখে সামনে এগিয়ে গেল। এখন কার্লোকে একা থাকতে দেয়াই তাদের কাছে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে।

পাহাড়ের চারণভূমি থেকে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে।

ঘর থেকে ওরেস্তে পিনি বের হয়ে এল। একহাতে জামার বোতাম লাগাচ্ছিল সে, আর আরেক হাতে ফোন ধরা। সেই হাত নেড়ে বলল, "তাহলে তোমরা লেকটারকে ধরতে পারোনি। কপাল খারাপ।"

কার্লো কোন কিছু না শোনার ভান করল।

"শোনো, এখনও সব হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়নি," ওরেস্তে বলল। "আমি ম্যাসনের সাথে কথা বলেছি। সে মূল ম্যাচ খেলার আগে একটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে চাচ্ছে। লেকটারকে ধরতে পারলে তাকে শূয়োরের খাবার বানানোর আগে এই প্রস্তুতি ম্যাচের ভিডিওটা দেখতে চায় সে। আমাদের সবকিছু রেডি আছে, আমাদের কাছে এখন একটা লাশও আছে। ম্যাসন বলল, যে মৃত লোকটাকে তুমি ভাড়া করেছিলে, সে একটা ভাড়াটে

BanglaBook.org

কুকুর ছাড়া আর কিছুই না। ম্যাসন চায় আমরা সেই লাশটা খোঁয়াড়ে ছুঁড়ে দেই, আর শূয়োরগুলো তাদের খেল দেখাক।"

কার্লো ঘুরে তার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন সে চাঁদ থেকে আসা কোন এলিয়েন। সেলফোনটা ওরেস্তের কাছ থেকে নিয়ে ম্যাসনের সাথে কথা বলতে লাগল সে। তার চেহারার ভাঁজ পড়ে যাওয়া চামড়া ধীরে ধীরে স্বাভাবিক রূপধারণ করলে সেই চেহারায় এক ধরণের স্বস্তিও ভর করল।

কার্লো সেলফোনটা অফ করে দিল এবার।

"প্রস্তুত হও।"

পিয়েরো আর টমাসোর সাথে কথা বলে নিল কার্লো। ক্যামেরাম্যানের সহায়তায় তারা কফিনটা শেডের দিকে নিয়ে গেল।

"বেশি কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ক্যামেরার ফ্রেমের সামনে নিজেকে দেখতে পাবে। তুমি নিশ্চয়ই চাও না ফিল্মে তোমাকে দেখাক?" ওরেস্তে বলল। "শূয়োরদের অ্যাকশনের ফুটেজটা নিলেই আপাতত আমাদের কাজ শেষ হবে।"

শেডের মধ্যে কিছু একটা রাখা হচ্ছে বুঝতে পেরে সামনে থাকা শূকরদের একটা গ্রুপ সামনে এগিয়ে আসল।

"শুট!"ওরেস্তে বলে উঠল।

দৌড়ে সামনের দিকে ছুটতে লাগল তারা। মানুষের কোমর সমান উচ্চতার বাদামি আর সিলভার রঙের বুনো শূয়োরটা সবার নজর কাড়ল। ঘন লোম তার সারা শরীরে, নেকড়ের মত দ্রুতগতিতে আগাচ্ছে ওটা। ছোট কুতকুতে দুই চোখে ধূর্তদৃষ্টি, চেহারায় নারকীয় মনোভাব আর তার ঘাড়ের পেশিগুলো এতই মজবুত যে বিশাল দাঁতগুলো দিয়ে আস্ত একটা মানুষকে মাটি থেকে ওপরে তুলে নিতে সক্ষম।

"রেডি?" ক্যামেরাম্যান বলল।

তিনদিন ধরে প্রাণীগুলোর পেটে দানাপানি কিছুই পড়েনি। আরো শূকর লাইন বেঁধে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

"টু!" ওরেস্তে বলল।

"ওয়ান!" ক্যামেরাম্যান চেঁচিয়ে বলল।

শেড থেকে দশ গজ দূরত্বে তারা থেমে গেল। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো তারা, পেটপূজা করার জন্য প্রস্তুত। পোয়াতি শূকরীটা ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে জাহির করল। লাইনম্যানের মত সামনে পেছনে দাঁড়িয়ে শরীর দুলিয়ে একটা ঢেউ তৈরি করতে লাগল তারা।

"অ্যাকশন!" সারদিনিয়ানদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল সে, সাথে সাথে কার্লো ওরেস্তের ঠিক পেছনে চলে এসে তার নিতম্বে ছুরি ঢুকিয়ে দিল।

BanglaBook.org

ওরেস্তে ব্যথায় চিৎকার করে উঠল। পাছা ধরে তাকে ওপরে তুলে খোঁয়াড়ের দিকে সজোরে ছুঁড়ে মারল তাকে।

শূকরগুলো তাদের খাদ্যবস্তুর চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালে ওরেস্তে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু শূকরীটা তার পাঁজর বরাবর আঘাত করে তাকে আবার মাটিতে আছড়ে ফেলল। ওরেস্তের ওপর তারা চড়াও হলো, রাগে গরগর করতে লাগল প্রাণীগুলো। দুটো শূকর তার চোয়াল কামড়ে ধরে মুখ থেকে আলাদা করে নিমিষেই দুটুকরো করে ফেলল সেটা। ওরেস্তে তারপরেও উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, শেষমুহূর্তে আবার পড়ে গেল সে।

আর সাথে সাথে তার পেট থেকে এক খাবলা মাংস গায়েব হয়ে গেল। পরবর্তি টার্গেট তার দুই হাত-পা। শরীর থেকে সেগুলো আলাদা করার জন্য বন্যপ্রাণীগুলো তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। চিৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করার চেষ্টা করছে ওরেস্তে, কিন্তু চোয়াল না থাকায় কোন শব্দ বের হলো না মুখ থেকে।

কার্লো গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়ে পেছন ফিরে তাকাল। সামনে বিপদ বুঝতে পেরে রানিং ক্যামেরা ছেড়ে ক্যামেরাম্যান দৌড়ে কিছুদূর চলে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পিয়েরোর শটগানের বুলেট থেকে নিস্তার পেল না সে।

শূকরগুলো তাদের ভোজনপর্বের সমাপ্তি টেনেছে, এক এক করে ওরেস্তের দেহের অবশিষ্টাংশগুলো টেনে নিয়ে যাচ্ছে তারা।

"অ্যাকশনের মায়েরে বাপ!" কার্লো থু থু ফেলল সেদিক লক্ষ্য করে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪১

নিউ ওয়ার্ল্ডে

ম্যাসন ভার্জারের চারপাশ নিস্তব্ধ। স্টাফদের সাথে তার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে যেন, তার কোন বাচ্চা মারা গেছে। তার নিজের কাছেও মনে হচ্ছে, তাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, "এখন কেমন বোধ করছো?" তাহলে সে নিশ্চয়ই বলত–"আমার মনে হচ্ছে আমি একটা মরা ইতালিয়ান শূয়োরের বাচ্চার জন্য লাখ লাখ ডলার খরচ করেছি।"

কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিল ম্যাসন। ঘুম থেকে ওঠার পর চেম্বারের বাইরে প্লেরুমে বাচ্চাদের এনে জড়ো করতে ইচ্ছা হলো তার। এরপর সেই বাচ্চাদের মধ্যে শারীরিক কিংবা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত দুই একজনের সাথে কথা বলবে সে। কিন্তু বিপর্যস্ত এমন কাউকে সাথে সাথে জোগাড় করা সম্ভব না। আর তাছাড়া বাল্টিমোরের ঝুপড়ি থেকে কোন বাচ্চাকে ভয় দেখিয়ে কিংবা নির্যাতন করে ম্যাসনের সাথে কথা বলার জন্য প্রস্তুত করার মত যতটুকু সময় দরকার–ম্যাসনের কিড সাপ্লায়ারের কাছে সেরকম পর্যাপ্ত সময়ও নেই।

তার অ্যাটেন্ডেন্ট কর্ডেল অ্যাকুরিয়ামের ঈলমাছের জন্য আনা অর্নামেন্টাল কার্পফিশের লেজ কেটে ঈলের মুখের সামনে পানিতে ঢালছিল, ঈলমাছটা তার দৈনিক ভোজন সম্পন্ন করে পাথরের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। সোনালি রংয়ের পোনামাছের দেহের অবশেষ পানিতে ভাসতে লাগল, যার দরুন পানির বর্ণ ধূসর গোলাপি রং ধারণ করল।

সে তার বোন মার্গটকে বিরক্ত করতে চাইল, কিন্তু সে মুহূর্তে মার্গট ভার্জার ওয়ার্কআউট রুমে বিশ্রাম নিচ্ছিল। মার্গটের পেজ কয়েক ঘন্টা যাবত বিপ করা সত্ত্বেও ম্যাসনের করা কল ধরার প্রয়োজনও বোধ করল না সে। মাসক্রাট ফার্মে মার্গটই একমাত্র ব্যক্তি যার কিনা ম্যাসনকে পাত্তা না দেবার মত সাহস আছে।

শনিবার রাতে টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলের ইভিনিং নিউজগুলোতে ট্যুরিস্টের করা রিনালদো পাজ্জির ডেথ সিনের ভিডিওটেপের এডিট করা ছোট্ট একটা অংশ দেখানো হচ্ছিল। তখনও লেকটারকে খুনি হিসেবে পুলিশ চিহ্নিত করতে পারেনি। ভিডিও'তে পাজ্জির নাড়িভুঁড়ির অংশটা জনসাধারণের জন্য ব্লার করে দেয়া হলো।

ম্যাসনের সেক্রেটারি সাথে সাথে ক্লিয়ার এবং আনএডিটেড টেপটার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে কল করল। আর চারঘণ্টা পরই টেপটা হেলিকপ্টার মারফত চলে এল ম্যাসনের হাতে।

BanglaBook.org

রিনালদো পাজ্জির মৃত্যুর সময় যে দু-জন পালাজ্জো ভেচ্চিওর সামনে দাঁড়িয়ে ভিডিও রেকর্ড করছিল তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ ভয় পেয়ে যায়, তাই জানালা থেকে পাজ্জির শরীর নিচে পড়ার মুহূর্তেই তার ক্যামেরা সরে গিয়েছিল। কিন্তু সুইস ট্যুরিস্টটা শেষ পর্যন্ত হাতের কাঁপুনি ছাড়াই পুরো ভিডিওটা করতে সমর্থ হয়।

আনাড়ি ক্যামেরাম্যানটার নাম ভিগার্ট, পেশায় একজন পেটেন্ট ক্লার্ক। তার ভয় ছিল যে, পুলিশ হয়তো তার ভিডিও বাজেয়াপ্ত করবে কিংবা আরএআই ইতালিয়ান টেলিভিশন ফ্রিতে তা নিয়ে নেবে। সে এজন্য লুসানে ফোন করে তার লইয়ারকে ইনফর্ম করে তার ভিডিও কপিরাইট সংক্রান্ত সব ব্যবস্থা নেয়। দামাদামি করার পর একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে ভিডিওটার স্বত্ব ব্রডকাস্টিংয়ের ভিত্তিতে এবিসি টেলিভিশন নিউজের কাছে বিক্রি করে দেয়। *'ফার্স্ট নর্থ আমেরিকান সিরিয়াল রাইটস'* শিরোনামে নিলামের এই খবরটা নিউইয়র্ক পোস্টে আসে।

'জাপরুডার' নামে পরিচিত জন.এফ কেনেডির হত্যার ভিডিওচিত্র, লি হার্ভে অসওয়াল্ডের অ্যাসাসিনেশন, এডগার বোল্ডারের সুইসাইড–এসব ভয়ঙ্কর এবং বর্বর দৃশ্যগুলোর মধ্যে ভিগার্টের ভিডিওটেপটাও জায়গা করে নিল। অবশ্য এই খুনের মূল আসামি যে লেকটার তা জানার আগেই এত দ্রুত ভিডিওর স্বত্ব বিক্রি করায় ভিগার্ট আফসোস করতেই পারে। লেকটার খুনি–এটা যদি সে জানত তবে ভিডিও বাবদ দ্বিগুণ অর্থ কামিয়ে নিতে পারত সে।

তার গগল পরা চোখ দিয়ে ম্যাসন সেই ভিডিওটা দেখতে লাগল। ইলেক্ট্রিক কর্ডের শেষে ঝুলে থাকা পাজ্জির মাংসপিণ্ডের শরীরের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তার। লা নাজিওন এবং কোরিয়েরে ডেললা সেরা আবার এক কাঠি সরেষ। তারা পাজ্জিদের অতীত ঘেঁটে সবার সামনে পেশ করল–'পাঁচশ বিশ বছর আগে ঠিক এই জানালা দিয়েই রিনালদোর পূর্বসূরিকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল।' তাদের দেয়া এই তথ্যও ম্যাসনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারল না। শুধু একটা ইমেজই সে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল, তার সমস্ত আগ্রহ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকা অবয়বটাকে ঘিরে। ঝাপসা আর লিকলিকে গড়নের এক লোক হাত নাড়ছে। ম্যাসনের উদ্দেশ্যে দুপাশে হাত নাড়ছে সে। ডক্টর লেকটার ম্যাসনের দিকে তার কবজি এমনভাবে এপাশওপাশ করছে, যেমনভাবে একজন মানুষ আরেকজনকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে থাকে।

"বাই-বাই!!" আঁধারে মৃদুস্বরে বলে উঠল ম্যাসন।

"বাই-বাই!!!!!" রেডিও ভয়েসটা রাগে কেঁপে উঠল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪২

রিনালদো পাজ্জির মার্ডারার হিসেবে ড. হ্যানিবাল লেকটারের নাম উঠে আসায় জিশুর কৃপায় এতদিন পর ক্লারিস স্টারলিং করার মত কিছু খুঁজে পেল। এখন থেকে এফবিআই আর ইতালিয়ান অথরিটির মধ্যে লিয়াজোঁ হিসেবে সে দায়িত্ব পালন করবে–তবে অলিখিতভাবে।

ড্রাগ রেইডের শুটআউটের পর থেকে স্টারলিংয়ের জীবনটাই বদলে গেছে। তাকে এবং ফেলিশিয়ানা ফিশ মার্কেট থেকে বেঁচে আসা অন্য অফিসারদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিউটি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। মাইনর হাউজ জুডিশিয়ারি সাবকমিটির কাছে তাদের নিয়ে করা ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের রিপোর্ট এখনও জমা দেয়া হয়নি, যে রিপোর্টটার ওপর তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করছিল। রিপোর্টটা জমা দেয়া হতো কিনা সেটা নিয়েও স্টারলিংয়ের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

লেকটারের এক্সরে খুঁজে পাওয়ার পর স্টারলিং আবিষ্কার করল, কোয়ান্টিকোর ন্যাশনাল পুলিশ একাডেমির ইন্সট্রাক্টররা–যারা কিনা অসুস্থ অথবা ছুটিতে আছেন, তারা সবাই হোয়াইট হাউজে হওয়া স্ক্যান্ডাল নিয়েই বেশি মাথা ঘামাচ্ছেন। সমালোচকরা পুরো স্টেটসে প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই নিন্দার ঝড় বইয়ে যাচ্ছেন। স্ক্যান্ডালের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট, রাস্তায় কোথাও গেলেই তাকে জনগণের দুয়োধ্বনি শুনতে হয়।

চলমান এই স্ক্যান্ডালের সার্কাসে ফেলিশিয়ানা ফিশ মার্কেটের সেই ম্যাসাকারের কথা সবাই ভুলে গেছে।

যত দিন যাচ্ছে ততই স্টারলিংয়ের মনের মধ্যে এই ধারণাটা আরও বদ্ধমূল হচ্ছে যে, ফেডারেল সার্ভিস তার প্রতি আগের মত সদয় আচরণ করবে না। তাকে মার্ক করা হয়েছে। কলিগদের সাথে কথা বলার সময় সে তাদের চেহারায় সতর্কতার ছাপ দেখতে পায়। তার কাছে মনে হয়, সে কোনো সংক্রামক রোগে আক্রান্ত, তাই সবাই তার থেকে দূরে দূরে থাকে। স্টারলিং তার ক্যারিয়ারে এত তাড়াতাড়ি এই ধরণের আচরণের সম্মুখীন হবে, আশা করেনি। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল সে।

এর চেয়ে ব্যস্ত থাকাটাই উত্তম। হ্যানিবাল লেকটারের ব্যাপারে এফবিআই'র বিহেভিওরাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট যতটুকু তথ্য জানে তা ইতালিয়ানরা তাদের সাথে শেয়ার করার অনুরোধ করেছে। সেই তথ্য অবশ্য

BanglaBook.org

দুই কপি করে আদান প্রদান করা হয়েছে, এক কপি ইতালিয়ান স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে ফরোয়ার্ড করা হয়েছে স্টারলিংয়ের কাছে, আর স্টারলিং তার কাছে থাকা লেকটার ফাইলের ইনফর্মেশনের এক কপি মেইল করে পাঠিয়েছে।

ডক্টর পালিয়ে যাওয়ার পরবর্তি সাত বছরে লেকটারের কথা সবাই যে প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল তাতে অবাক হয়েছে স্টারলিং।

বিহেভিওরাল সায়েন্সের বেজমেন্টে তার ছোট কিউবিকলে বিভিন্ন কাগজপত্র, ইতালি থেকে আসা ফ্যাক্স আর ইতালিয়ান কাগজপত্রের কপি এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

ইতালিয়ানদের কাছে সে এমন কি পাঠাতে পারে যা তাদের কাজে আসতে পারে? তারা যে জিনিসটা বাজেয়াপ্ত করেছে তা হলো কোয়েস্তুরার একটা কম্পিউটার, যেখানে পাজ্জির মৃত্যুর কয়েকদিন আগে লেকটারের ভিক্যাপ ফাইল সার্চ করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে ইতালিয়ান প্রেস পাজ্জির হারানো সুনাম পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করল। তারা দাবি করল, পাজ্জি গোপনে ডক্টর লেকটারকে ধরার প্ল্যান করছিল।

অন্যদিকে, যদি ডক্টর লেকটার স্টেটসে ফিরে আসে তবে পাজ্জির মার্ডার কেস থেকে এমন কোনো তথ্য তাকে ধরার জন্য কাজে আসতে পারে? যার কাছ থেকে স্টারলিং এ বিষয়ে সাহায্য নিতে পারত সেই জ্যাক ক্রফোর্ডও অফিসে নেই। ডিপার্টমেন্টের চেয়ে তাকে কোর্টেই বেশি সময় কাটাতে হচ্ছে। তার রিটায়ারমেন্টের সময় ঘনিয়ে আসায় তাকে বিভিন্ন ওপেন কেসের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

শেষ সময়ে এসে ছুটি নেয়ার প্রবণতাও বেড়ে গিয়েছে তার। আর অফিসে যখন সে থাকে তখন স্টারলিংয়ের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলেন তিনি।

ক্রফোর্ডের কাউন্সেলিংয়ের খুব অভাববোধ করছে স্টারলিং।

এফবিআইতে অ্যাক্টিভ থাকার সময় স্টারলিংয়ের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। সে জানে লেকটার যদি ইউএসএ তে এসে আবার হত্যাযজ্ঞ শুরু করে তবে কংগ্রেসে এ ঘটনার বেশ ভালোই প্রভাব পড়বে। আইনের লোকদের ভূমিকা নিয়ে সর্বত্র সমালোচনা করা হবে। নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত অনেকের চাকরি খেয়ে ফেলা হবে। আর এইক্ষেত্রে সবার আগে আঘাত করা হবে কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার পেট্রোলের ওপর–যারা লেকটারকে স্টেটসে ঢুকতে দিয়েছে।

যেখানে ক্রাইমটা হবে সেখানকার লোকাল জুরিসডিকশনের আওতায় লেকটার সম্পর্কিত সব ধরণের তথ্য এবং সাহায্যের আবেদন করা হবে।

BanglaBook.org

লোকাল পুলিশকে সাহায্য করার জন্য এবং লেকটারকে ধরার জন্য এফবিআই সেই এলাকায় তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। তারপর যখন ডক্টর অন্য কোনো এরিয়ায় আরেকটা লাশ ফেলবে তখন সব নিরাপত্তাবাহিনী সেদিকে দৌড় লাগাবে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না।

আর যদি সিকিউরিটি এজেন্সিগুলো তাকে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়, তাহলে এর ক্রেডিট নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের সবাই উঠেপড়ে লাগবে, ঠিক যেমন একটা রক্তাক্ত সিল মাছকে দেখে ভাল্লুকরা করে থাকে।

স্টারলিংয়ের কাজ হচ্ছে, লেকটার আসার ফলে সম্ভাব্য সকল পরিণতির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। সে আসবে কি আসবে না, সেটা নিয়ে পরে চিন্তা করা যাবে।

ইউএস ফেডারেল অফিসারদের মধ্যে যারা ক্যারিয়ার নিয়ে উচ্চাভিলাষি তাদের কাছে মামুলি মনে হতে পারে এই প্রশ্নটা, কিন্তু স্টারলিং নিজেকে সেই প্রশ্নটা করল–সে যে দায়িত্ব পালন করার শপথ নিয়েছে, সেই শপথ সে কিভাবে রাখবে? লেকটার আসলে সে কিভাবে নাগরিকদের প্রাণ রক্ষা করবে এবং তাকে ধরবে? ডক্টর লেকটারের কাছে কাগজপত্র আর ভালো পরিমাণের টাকা-পয়সা আছে। নিজেকে লুকিয়ে রাখার কাজে সিদ্ধহস্ত সে। মেম্ফিস থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর তার প্রথম হাইডআউট কোথায় ছিল তা যখন স্টারলিং জানতে পারে তখন সে বেশ অবাকই হয়েছিল। লুকিয়ে থাকার জন্য লেকটারকে খুব বেশি ভাবতে হয়নি। সেইন্ট লুইসে বিখ্যাত প্লাস্টিক সার্জারি ফ্যাসিলিটির পাশেই একটা ফোর স্টার হোটেলে চেকইন করেছিল। সেই হোটেলের গেস্টদের অর্ধেকের মুখই ব্যান্ডেজ দিয়ে বাঁধা। লেকটারও মুখে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে নিজের চেহারা ঢেকে রেখেছিল, এজন্য কেউ তাকে চিনতে পারেনি।

লেকটারের ফাইলে এত এত কাগজের মধ্যে সেইন্ট লুইসের হোটেলের রুম সার্ভিস রিসিপ্টটাও ছিল। সে রিসিপ্টে লেখা–এক বোতল বাটার্ড-মঁতাশে, ১২৫ ডলার।

জেলের খাবারে অভ্যস্ত একটা লোক এতটা বছর পর ওয়াইনের স্বাদ পাচ্ছে!!

ফ্লোরেন্স থেকে জব্দ করা সব কাগজের কপি চেয়েছে স্টারলিং, ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষ সেই কপিগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে। কপি প্রিন্টের কোয়ালিটি দেখে তার কাছে মনে হলো,তারা কপি করার জন্য কালিঝুলি পরিস্কার করার মেশিন ব্যবহার করেছে।

পালাজ্জো ক্যাপ্পোনি থেকে পাওয়া ড. লেকটারের পার্সোনাল পেপারগুলো স্টারলিংয়ের হাতে আসল। সেই পেপারগুলোর মধ্যে লেকটারের সেই

BanglaBook.org

পরিচিত হ্যান্ডরাইটিংয়ে দান্তেকে নিয়ে লেখা কিছু নোট, ক্লিনিং মেইডকে লেখা একটা নোট, আর ফ্লোরেন্সের জনপ্রিয় ভেরা দাল ১৯২৬ দোকানের একটা রিসিপ্ট পেল স্টারলিং। রিসিপ্টে দুই বোতল বাটার্ড মঁতাশে আর কয়েকটা টারটুফি বিয়াঙ্কির অর্ডারের কথা লেখা।

সেই একই ওয়াইন! অন্য জিনিসটা কি? স্টারলিংয়ের কাছে থাকা বানটাম নিউ কলেজ ইতালিয়ান অ্যান্ড ইংলিশ ডিকশনারিটা ঘাঁটল সে–সেখান থেকে বুঝতে পারল, হোয়াইট ট্রাফলসকে তারা টারটুফি বিয়াঙ্কি বলে থাকে। একটা ভালোমানের ওয়াশিংটন ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টের শেফকে কল করে ট্রাফলসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল তাকে। সেই লোকটা যখন ট্রাফলসের স্বাদের ব্যাপারে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে প্রলাপ বকতে লাগল, তখন বিরক্ত হয়ে ফোনের লাইন কেটে দিল স্টারলিং।

স্বাদ আর রুচি!

লেকটারের জীবনে এই একটা জিনিসই কখনও পরিবর্তন হয়নি। তার আমেরিকা আর ইউরোপে কাটানো জীবনের বেশিরভাগ সময়গুলোতে-কিংবা একজন সাকসেসফুল মেডিকেল প্র্যাকটিশনার এবং একজন পলাতক হিংস্র দস্যু হিসেবে নিজেকে সবার কাছে প্রতিষ্ঠিত করার সময়গুলোতেও রুচির ব্যাপারে সে কোন কম্প্রোমাইজ করেনি। তার চেহারার পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কি পছন্দ করে আর কি সে করে না–এ ব্যাপারগুলো আগের মতই আছে।

পছন্দের ব্যাপারে স্টারলিং একটু স্পর্শকাতর। কারণ এই পছন্দ-অপছন্দের জায়গাতেই ডক্টর লেকটার প্রথম তাকে আঘাত করেছিল। স্টারলিংয়ের পকেটবুকে তার ব্যাপারে ভালো কিছু কথা লিখেছিল, তার কমদামি জুতা নিয়ে মশকরা করেছিল সে। তাকে সে কী জানি বলেছিল? ওহ্, হ্যা–পরিপাটি সাজানো গোছানো একজন আনাড়ি ব্যক্তি, যার পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই।

রুচির এই ব্যাপারটা তাকে তার প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে পদে পদে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে–সে কোন জিনিসটা থেকে ভালো উপযোগিতা পাবে তা সে জানে না, আর জানলেও তা বুঝতে চায় না।

একই সাথে টেকনিকের ওপর থেকেও তার বিশ্বাস সরে আসতে লাগল।

স্টারলিং টেকনিক নিয়ে কখনই মাথা ঘামাত না। টেকনিকের ওপর বিশ্বাস রাখা তার কাছে বিপজ্জনক বলে মনে হয়। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একজন নৃশংস মানুষের মোকাবেলা করার জন্য, কিংবা খোলা মাঠে তার সাথে শারীরিক শক্তির পরীক্ষায় জেতার জন্য তোমাকে সঠিক কলাকৌশল জানতে হবে আর তা প্রয়োগ করতে হবে। তোমাকে এজন্য ভালো ট্রেনিং নিতে

BanglaBook.org

হবে–তাহলে কেউ তোমাকে সহজে হারাতে পারবে না।

তবে অজেয় থাকার ব্যাপারটা সবক্ষেত্রে একই থাকে না, বিশেষ করে ফায়ারফাইটের ক্ষেত্রে এটা একদমই খাটে না। তুমি প্রতিপক্ষের করা ভুলগুলোর ফায়দা নিতে পারো, কিন্তু যত সময় গড়াবে তোমার মৃত্যুর সম্ভাবনা ততই বাড়বে। যতবেশি সংখ্যক বন্দুকযুদ্ধে তুমি অবতীর্ণ হবে–তোমাকে একসময় না একসময় গুলি খেতেই হবে এবং মরতে হবে।

স্টারলিং তার চোখের সামনে এরকম ঘটতে দেখেছে।

যুদ্ধে টেকনিক খাটিয়ে জেতা যায়–এ ধারণার ওপর স্টারলিংয়ের সন্দেহ আছে। স্টারলিং তাহলে এখন কিসে বিশ্বাস করবে? হতাশায় জর্জরিত স্টারলিং সবকিছুকে নতুন চোখে দেখা শুরু করল। কোনকিছু দেখলে স্টারলিংয়ের মাথায় যা কাজ করে, কিংবা তার মধ্যে যে অনুভূতি তৈরি হয়–সেই অনুভূতিকে সে অগ্রাধিকার দিতে লাগল। সেই অনুভূতির গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু সেটা নিয়ে কখনও ভাবত না। এ সময়টুকুর মধ্যে তার রিডিং হ্যাবিটেও পরিবর্তন লক্ষ্য করল সে। আগে কোনকিছুর ছবি চোখের সামনে পড়লে তার ক্যাপশনটা পড়ত। কিন্তু এখন ছবি দেখার সময় এর সাথে যে ক্যাপশন লেখা থাকে সে-কথাই মাঝে মাঝে তার মাথায় থাকে না।

কয়েক বছর ধরে গোপনে কোটোরে ম্যাগাজিন পড়ে সে, তার অফিসের কেউ এ ব্যাপারে জানত না। তার মধ্যে এজন্য অনুশোচনাবোধ কাজ করত। সে এ ম্যাগাজিনের ছবিগুলোর দিকে এমনভাবে দেখত যেন সে কোনো পর্নোগ্রাফির ম্যাগাজিনে চোখ বুলাচ্ছে। সেসব ছবিগুলোর মধ্যে কিছু একটা ছিল যা তার মধ্যে রুচিশীলতাকে কিছুটা হলেও জাগিয়ে তুলছিল। তার মানসিকতা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে, তার মধ্যে আগের মত একগুঁয়েমি ভাবটা নেই।

সে তার নিজস্ব পদ্ধতিতেই তার জীবনের পরের সময়গুলো পার করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সমুদ্রের তীরের বাতাস যেমন মানুষের স্বাভাবিক চিন্তাশক্তিকে দ্রুত কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়, ঠিক তেমনি স্টারলিংয়ের মাথায়ও চিন্তার সুতোগুলো দ্রুতই জট খুলতে শুরু করে দিয়েছে। তার মনে হলো, সাধারণ মানুষের কাছে যা পছন্দ নয় বা যা সহজলভ্য নয়–তা ডক্টর লেকটারের পছন্দের তালিকার মধ্যে আছে। এ জিনিসগুলোকে টার্গেট করতে পারলেই তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

কম্পিউটারাইজড কাস্টমার লিস্ট ব্যবহার করে স্টারলিং তাকে খুঁজে পেতে পারে। আর সেজন্য তাকে জানতে হবে লেকটার কি কি পছন্দ করে। লেকটারকে ভালোভাবে চিনতে হবে স্টারলিংয়ের, পৃথিবীর অন্য যে কোনো মানুষের চাইতে ভালোভাবে চিনতে হবে।

BanglaBook.org

এমন কি কি আমি জানি যা সে পছন্দ করে? সঙ্গিত, মদ, বই, খাবার–এগুলো সে পছন্দ করে। আর সে পছন্দ করে...আমাকে।

নিজের রুচিশীলতাকে বাড়াতে চাইলে সবার আগে নিজের ইচ্ছার যথাযথ মূল্য দিতে শিখতে হবে। খাবার, মদ আর সঙ্গিতের দুনিয়াতে স্টারলিং লেকটারের ফুটপ্রিন্ট যদি খুঁজে পেতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই জানতে হবে সে আগে কী কনজিউম করত। তবে একটা জায়গায় তার আর লেকটারের মিল আছে, সেটা হলো অটোমোবাইলস। স্টারলিং একজন কার বাফ। স্টারলিংয়ের গাড়ি দেখলে যে কেউই সেটা বুঝতে পারবে।

ধরা পড়ার আগপর্যন্ত ডক্টর লেকটারের কাছে একটা সুপারচার্জড বেন্টলি ছিল। টার্বোচার্জড ছিল না সেটা। বেন্টলি কাস্টম সুপারচার্জার হিসেবে একটা রুটস টাইপ পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট ব্লোয়ার ব্যবহার করেছিল। যার কারণে এতে টার্বো ল্যাগ সংক্রান্ত কোন জটিলতা ছিল না। স্টারলিং খুব দ্রুতই অনুধাবন করতে পারল, কাস্টম বেন্টলি মার্কেটের পরিধি এখন অনেক কম। এখন সেই গাড়ির খোঁজ লাগাতে গেলে লেকটার কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে থাকবে।

তাহলে সে এখন কি কিনতে পারে? স্টারলিং আন্দাজ করতে পারছিল। একটা বড়সড় ডিসপ্লেসমেন্ট ভিএইট ইঞ্জিনসম্পন্ন কোনো গাড়ি হতে পারে, যেটা অনেকদিন কর্মক্ষম থাকবে। লেকটারের জায়গায় সে থাকলে কী কিনত? উমম...নিঃসন্দেহে এক্সজেআর জাগুয়ার সুপারচার্জড সেডান।

সাথে সাথে ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্টকোস্ট জাগুয়ার ডিস্ট্রিবিউটরদের ফ্যাক্স করে দিল সে, তারা তাদের সাপ্তাহিক বেচাকেনার রিপোর্ট যেন তাকে পাঠায়।

ডক্টর লেকটারের পছন্দের তালিকায় আর কী কী থাকতে পারে–যেটা স্টারলিং খুব ভালো করে জানে? *সে আমাকে পছন্দ করে,* ভাবল সে।

স্টারলিংয়ের দুর্ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করার কদিন বাদেই সে লেকটারের মেসেজ পেয়েছিল। এত দ্রুত লেকটার সাড়া দেবে এটা স্টারলিং আশা করেনি। রিমেইলিং সার্ভিসের মাধ্যমে স্টারলিংকে লিখতে গেলে যে দেরি হতে পারে সেটা লেকটারের মাথায় ছিল। পোস্টেজ মিটারের মাধ্যমে পাঠানোর আশাও তাকে বাদ দিতে হয়েছে। কারণ মিটারটি পাবলিক প্লেসে থাকায় যেকোন চোর তা ব্যবহার করতে পারে।

ইতালি ইনসিডেন্টের ব্যাপারে *ন্যাশনাল ট্যাটলার* এত দ্রুত জানতে পারল কিভাবে–সেটা তার মাথায় এল না। এই ট্যাটলারের মাধ্যমেই লেকটার স্টারলিংয়ের সমূহ বিপদের ব্যাপারে জানতে পেরেছিল। সেই ঘটনা সম্বলিত পত্রিকার এক কপি পালাজ্জো ক্যাপ্পোনিতে পাওয়া গেছে। সেই বালের পত্রিকার কী একটা ওয়েবসাইট আছে? অবশ্য ইতালিতে যদি লেকটারের কাছে একটা কম্পিউটার থাকত তাহলে এফবিআই'র পাবলিক ওয়েবসাইট

থেকেই ফিশ মার্কেট গানফাইটের ব্যাপারে জানতে পারবে সে। পালাজ্জো ক্যাপ্পোনি থেকে জব্দ করা মালের মধ্যে কোন পার্সোনাল কম্পিউটারের কথা লেখা ছিল না।

তবুও সে খুঁজতে লাগল। ক্যামেরায় তোলা পালাজ্জো ক্যাপ্পোনির লাইব্রেরির ছবিগুলো সে বের করল। কারুকার্যমন্ডিত একটা ডেস্ক দেখতে পেল সে, যেখানে বসে লেকটার তাকে লিখেছিল। ডেস্কে একটা কম্পিউটার দেখা যাচ্ছে। একটা ফিলিপস ল্যাপটপ। পরের ছবিগুলোতে সেই ল্যাপটপ উধাও হয়ে গেছে।

ডিকশনারির সাহায্য নিয়ে স্টারলিং ফ্লোরেন্সের কোয়েস্তুরার কাছে একটা ফ্যাক্স পাঠাল *ডক্টর লেকটারের ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের মধ্যে কি কোন পোর্টেবল কম্পিউটার ছিল?*

আর এভাবেই ক্লারিস স্টারলিং ধীরে ধীরে লেকটারের পছন্দ এবং রুচিশীল মনোভাবকে পুঁজি করে তার দিকে এগাতে থাকল। তার মধ্যে পুরনো আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে আবার।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৩

ম্যাসনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কর্ডেল তার ডেস্কে একটা খাম দেখতে পেল, সেখানে কিছু লেখা। ভালো করে তাকাতেই হ্যান্ডরাইটিংয়ের মালিককে চিনতে পারল সে। এনভেলপটা ফ্লোরেন্সের এক্সসেলসিয়র হোটেল থেকে এসেছে।

আনাবোম্বারের যুগে আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে থাকা মানুষদের মত ম্যাসনেরও নিজস্ব মেইল ফ্লুরোস্কোপ আছে। ঠিক ইউএস পোস্টঅফিসে থাকা ফ্লুরোস্কোপের মত।

কর্ডেল গ্লাভস পরে চিঠিটা চেক করতে লাগল। ফ্লুরোস্কোপ ব্যবহার করে কোন তার কিংবা ব্যাটারি খুঁজে পেল না সে। ম্যাসনের কড়া নির্দেশনা অনুযায়ি কপি মেশিনে চিঠি এবং এনভেলপটা কপি করল কর্ডেল, টুইজারসের সাহায্যে সেগুলো ধরে তার গ্লাভস খুলে ফেলে ম্যাসনের হাতে চিঠি আর এনভেলপের একটা কপি দিল।

কপারপ্লেটের ওপর লেখা সেই চিঠি।

> ডিয়ার ম্যাসন, আমার মাথার জন্য এত বিশাল অঙ্কের টাকা পুরস্কার ঘোষণা দেয়ার জন্য আমি যারপরনাই আনন্দিত। আশা করছি এই অঙ্কের পরিমাণ তুমি দ্বিগুণ করবে। আগাম সতর্কতা সিস্টেম হিসেবে 'বাউন্টি' অন্য সবকিছুর চেয়ে ভালো বলে মনে হয় আমার কাছে। এই বাউন্টির জন্য কর্তৃপক্ষ তার দৈনন্দিন কাজকর্ম ফেলে গোপনে আমার পেছনে তাদের সমস্ত শ্রম ব্যয় করছে। আর এর পরিণতি তো তোমরা দেখতেই পেয়েছো।
>
> আসলে তোমাকে লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমার প্রাণপ্রিয় নাক সংক্রান্ত স্মৃতিকে চাঙ্গা করে তোলা, যে নাক তোমার শরীরের অংশ ছিল, আর যেটা কিনা এখন তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। কয়েকদিন আগে লেডিস হোম জার্নালে তোমার একটা ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছিল। এর বিষয়বস্তু ছিল—ড্রাগের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি। সেই ইন্টারভিউতে তুমি বলেছিলে, তুমি তোমার নাক এবং শরীরের অন্যান্য অংশ কুকুরের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করেছো। তোমার পায়ের কাছে তারা নাকি লেজ নাড়িয়ে তাদের ক্ষুধা দূর করার আহবান করে যাচ্ছিল। আসলে কী ঘটেছিল তা তো তুমি জানো,

BanglaBook.org

জানো না? তুমি চিত্তবিনোদনের জন্য তোমার নাক নিজেই সাবাড় করেছিলে। যখন তুমি সেটা চাবাচ্ছিলে তখন কড়কড় করে শব্দ হচ্ছিল–মুরগির গলার হাড় চাবালে যেরকম শব্দ হয় ঠিক সেরকম। সে সময় তুমি বলেছিলে, 'এর স্বাদ অনেকটা চিকেনের মত।' খাবারের একটা দোকানে আমি একবার গিয়েছিলাম, সেখানে ফরাসি এক লোক শব্দ করে গেসিয়ারের সালাদ গিলছিল, ঐ লোকটাই আমাকে সেই শব্দের কথা মনে করিয়ে দেয়।

তোমার সে ঘটনার কথা মনে নেই, তাই না? থেরাপি সেশনে আমাকে তুমি বলেছিলে–যখন তুমি তোমার সামার ক্যাম্পে অধিকারবঞ্চিত শিশুদের নির্বিচারে মেরে ফেলেছিলে তখন তুমি জানতে পেরেছিলে চকোলেট খেলে তোমার মূত্রনালী জ্বালাপোড়া করে। তোমার কি সেটাও মনে নেই? তোমার কি মনে হয় না, তুমি এখন যা যা ভুলে গেছো, এর সবই আমায় তুমি বলেছিলে?

ম্যাসন, জেযেবেল এবং তোমার মধ্যে ভয়ানক রকমের সাদৃশ্য আছে। বাইবেলের প্রতিটা পাতা তোমার মুখস্ত। সে হিসেবে তোমার তো জানা উচিত, নপুংসকরা জানালা দিয়ে জেযেবেলকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলার পর তার মুখের মাংস খাবলে খেয়ে ফেলেছিল কুকুরগুলো। আর শরীরের বাকি অংশটুকুও!

তোমার লোকেরা আমাকে রাস্তায় মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তো আমাকে জীবিত চেয়েছিলে, তাই না? ম্যাসন, তোমার সাগরেদদের শরীরে শূকরের চামড়ার গন্ধ পেয়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমাকে ধরতে পারলে কিভাবে আমার সাথে খেলতে তোমরা। তুমি আমাকে এত করে যখন দেখতে চাইছো, তখন তোমার মানসিক শান্তির জন্যই তোমার কাছে একটা ওয়াদা করা উচিত বলে আমার মনে হচ্ছে। তুমি জানো, আমি মিথ্যে বলি না।

তুমি আমার চেহারা না দেখে মরবে না।"

–ইতি

হ্যানিবাল লেকটার, এমডি

বি.দ্র তুমি সেই পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারবে কিনা সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে। নিউমোনিয়ার জীবাণুর নতুন যে স্ট্রেইন আবিষ্কার করা হয়েছে, সেটা যেন তোমাকে আক্রমণ করতে না পারে

BanglaBook.org

সেজন্য তোমার প্রিকশন নেয়া উচিত। এসব জীবাণুর প্রতি তুমি অনেক সেনসিটিভ ছিলে, আর আগামিতেও তা-ই থাকবে। আমি ইমিডিয়েট ভ্যাকসিনেশনের জন্য রিকমেন্ড করবো, সেই সাথে হেপাটাইটিস এ এবং বি'র ইম্যুনাইজেশন শট নিতে বলবো। খেলা শুরু হওয়ার আগে তোমাকে হারাতে চাই না আমি।

চিঠিটা পড়া শেষ করে ম্যাসনের কাছে মনে হলো, তার ফুসফুসের সব বাতাস বেরিয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মুখ খুলল কর্ডেলকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলার জন্য। কিন্তু কর্ডেল কিছু শুনতে পেল না।

শোনার জন্য কর্ডেল ম্যাসনের মুখের কাছে মাথা নামিয়ে আনল। ম্যাসন যখন আবার মুখ খুলল তখন একদলা থুথু কর্ডেলের মুখে গিয়ে পড়ল–"পল ক্রেন্ডলারের সাথে কথা বলবো আমি। তাকে লাইনে নিয়ে আসো...আর পিগমাস্টারকে আমি চাই।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৪

ম্যাসন ভার্জারের জন্য ফরেন নিউজপেপার নিয়ে আসে যে হেলিকপ্টার, সেটাতে করেই ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল পল ক্রেন্ডলারকে মাসক্রাট ফার্মে নিয়ে আসা হলো।

ম্যাসনের ভয়ঙ্কর চেহারা–তার আঁধারে ঘেরা চেম্বার মেশিনের হিসহিস শব্দ–ঈলমাছের ইতস্তত ঘোরাঘুরি–এমন আবদ্ধ ঘরে বসে ক্রেন্ডলার এমনিতেই অস্বস্তি বোধ করছে, তার ওপর পাজ্জির ডেথ সিনের ভিডিওটা বেশ কয়েকবার দেখতে হয়েছে। ভিডিও বন্ধ করার নামগন্ধও নেই।

এ নিয়ে সাতবার পাজ্জিকে জানালা থেকে ঝুলে পড়তে দেখল সে, তার পেটের সবকিছু বেরিয়ে আছে।

অবশেষে ম্যাসনের রুমের সিটিং এরিয়ার লাইট জ্বলে উঠল। ক্রেন্ডলারের ঠিক মাথার ওপরে বাল্বটা, তার প্রায় টাক হয়ে যাওয়া মাথাটা চকচক করে উঠেছে।

ভার্জারদের অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলার রেকর্ড নেই বললেই চলে। সে ধারা অক্ষুণ্ন রেখেই ম্যাসন তার ডিলের ব্যাপারে কথা শুরু করতে চাইল। অন্ধকার থেকে ভেসে আসল ম্যাসনের গমগমে স্বর।

"তোমার পুরো ঘটনা...আমার শোনার দরকার নেই...শুধু বল, সবকিছু মিটমাট করার জন্য কত লাগবে তোমার?"

ক্রেন্ডলার ম্যাসনের সাথে একান্তে কথা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু এই রুমে কেবল তারা দুজন নয়। প্রশস্ত কাঁধের এবং ফোলানো বাইসেপসের অধিকারি কালো পোশাকের অবয়বটা অ্যাকুরিয়ামের সামনে দাঁড়ানো। অ্যাকুরিয়ামের আলোয় তাকে দেখা যাচ্ছে, নাহলে তারা ছাড়াও আরেকজন যে এই অন্ধকার চেম্বারে আছে তা ক্রেন্ডলার বুঝতেও পারত না। তাদের কথাবার্তা একজন বডিগার্ড শুনবে এই আইডিয়াটা তার ভালো মনে হলো না।

"আমি ভেবেছিলাম এই মিটিংয়ে আমরা দুজন থাকব। তাকে চলে যেতে বললে ভালো হত না?"

"ও আমার বোন, মার্গট," ম্যাসন বলল। "সে থাকলে কোনো সমস্যা হবে না।"

অন্ধকার থেকে বের হয়ে এল মার্গট। বাইসাইকেল প্যান্ট পরে আছে সে।

BanglaBook.org

"ওহ্, আমি সরি।" চেয়ার থেকে কিছুটা উঠল ক্রেন্ডলার, তবে পুরোপুরি দাঁড়াল না।

"হ্যালো," সে বলল। তবে হ্যান্ডশেকের জন্য ক্রেন্ডলারের সামনের দিকে বাড়িয়ে রাখা হাতের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে টেবিলের বোল থেকে দুটো ওয়ালনাট নিল সে। তার হাত মুঠি পাকিয়ে সেগুলোকে পিষে ফেলল। ক্র্যাক শব্দ করে ভেঙে গেল সেগুলো। এরপর আবার অ্যাকুরিয়ামের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। বাদামের খোসাগুলো মেঝেতে পড়ার শব্দ শুনতে পেল ক্রেন্ডলার।

"তাহলে শুরু করো।"

"ডিস্ট্রিক্ট ২৭ থেকে জেতা লোয়েনস্টেইনের কংগ্রেসের সিটটা বেহাত করতে হবে। সেজন্য মিনিমাম দশ মিলিয়ন ডলার লাগবে।"

ক্রেন্ডলার এক পায়ের ভর আরেক পায়ের ওপর দিল। তাকিয়ে রইল সে, তবে অন্ধকারে কিসের দিকে তাকিয়ে আছে তা সে বুঝতে পারল না। ম্যাসন তাকে দেখতে পাচ্ছে কিনা সেটাও সে জানে না। "শুধু মিডিয়ার পেছনে খরচ করতেই আমার এই পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। সে বিপজ্জনক, এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।"

"তুমি এ কাজটা কিভাবে করবে?"

"আমরা শুধু বলবো যে, তার চরিত্রে..."

"তো, কোন কেসে ফাঁসাবে ওকে? দুর্নীতির কেস নাকি ভোদা ফাঁটানোর কেস?"

মার্গটের সামনে এমন শব্দ উচ্চারণ করায় ক্রেন্ডলারের অস্বস্তি বেড়ে গেল, যদিও ম্যাসনের কোনো ভাবান্তর হলো না। "সে বিয়ে করেছে, স্টেট আপিল কোর্টের এক জাজের সাথে তার দীর্ঘদিন ধরে অ্যাফেয়ার চলছে। সেই জাজ কয়েকটা কেসে তার কন্ট্রিবিউটরদের পক্ষে রায় দেয়। এই রায় পক্ষে যাওয়ার ব্যাপারটা কোইনসিডেন্স হতে পারে, কিন্তু আমি চাই মিডিয়ার মাধ্যমে এটা সামনে আসুক। সেক্ষেত্রে সে ভালোভাবেই ফাঁসবে।"

"জাজ একজন মহিলা?" মার্গট জিজ্ঞেস করল।

ক্রেন্ডলার মাথা নাড়ল। ম্যাসন তা দেখল কিনা সে বুঝতে পারল না। "হ্যা, একজন মহিলা।"

"লক্ষণ ভালো নয়," ম্যাসন বলল। "এর চেয়ে সে বরং গে হলেই বোধ হয় আমাদের জন্য সুবিধা হত, তাই না, মার্গট? ক্রেন্ডলার, তুমি এই কাজটা নিজে করতে পারছো না? এটা আশা করিনি আমি।"

"আমরা একটা প্ল্যান করেছিলাম যার মাধ্যমে ভোটারদের..."

BanglaBook.org

"তুমি নিজে কাজটা করতে পারছো না," আবার বলল ম্যাসন।

"জুডিশিয়াল রিভিউ বোর্ডকে হাত করতে পারবো আমি। তারা আমাদের পক্ষে রায় দেবে। যখন লোয়েনস্টেইনকে মিডিয়ার মাধ্যমে আক্রমণ করা হবে তখন তাদের পক্ষে ঝামেলা তৈরির কোন সুযোগ থাকবে না। আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?"

"সাহায্য হিসেবে আমি তোমাকে অর্ধেক দিতে পারি।"

"পাঁচ!"

"পাঁচ বলে তুমি এর সঠিক সম্মানটা দিচ্ছো না, ক্রেন্ডলার। পাঁচ মিলিয়ন ডলার!! ঈশ্বরের দয়ায় পাঁচ মিলিয়ন ডলার আমি উপার্জন করতে পেরেছি, আর তার ইচ্ছাপূরণের জন্যই আমি তা খরচ করবো। তুমি সেই অর্থ তখনই পাবে যখন হ্যানিবাল লেকটার আমার হাতের মুঠোয় চলে আসবে।"

ম্যাসন কয়েকবার দম নেয়ার জন্য থামল। "আর যদি তা হয়, তাহলে তোমাকে ডিস্ট্রিক্ট ২৭-এর কংগ্রেসম্যান হওয়া থেকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। তখন তোমার কাছে আমার একটা চাওয়াই থাকবে, হিউমান স্লটার আইনের বিরোধিতা করা। এফবিআই লেকটারকে ধরে ফেললে..."

"লোকাল জুরিসডিকশনের অধীনে সে ধরা পড়লে, কিংবা ক্রফোর্ডের বাহিনী তাকে ধরে ফেলতে পারলে আমি সেখানে কিছু করতে পারবো না।"

"কয়টা স্টেটস ডক্টর লেকটারের জন্য মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেছে?"

মার্গট প্রশ্ন করল। তার গলার স্বর অনেকটা খসখসে কিন্তু ম্যাসনের মত গম্ভীর। হরমোন ইনজেকশন নেয়ার কারণে এমনটা হতে পারে।

"তিনটা স্টেটস। প্রতিটা স্টেটসে একাধিক মার্ডারের কেস আছে তার নামে। সেগুলোর রায়ের ফলাফল–ডেথ পেনাল্টি।"

"যদি তাকে অ্যারেস্ট করা হয়, তবে তাকে স্টেট লেভেলে যেন প্রসিকিউট করা হয়। কিডন্যাপিং, সিভিল রাইট ভায়োলেশনের অভিযোগের ভিত্তিতে কোন চার্জশিট তৈরি করা যাবে না। আমি তাকে জীবিত দেখতে চাই। ফেডারেল প্রিজন পর্যন্ত যেন ব্যাপারটা না গড়ায়, তাকে স্টেট প্রিজনেই চাই আমি।"

"আমি কি এর কারণ জানতে পারি?"

"এর উত্তর যদি শুনতে না চাও, তাহলে জানা লাগবে না। হিউমান স্লটার অ্যাক্টের অধীনে এটা পড়ে না।" মৃদু হাসল ম্যাসন। কথা বলতে বলতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মার্গটের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

একটা ক্লিপবোর্ড আলোতে নিয়ে আসল মার্গট। সেখানে একটা নোট থেকে সে পড়া শুরু করল :

BanglaBook.org

"তুমি যা পাবে তা বিহেভিওরাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট দেখার আগেই আমাদের কাছে সেগুলো যেন পৌঁছে যায়। বিহেভিওরাল সায়েন্সের রিপোর্টগুলো আমরা চাই, রিপোর্ট জমা দেয়ার সাথে সাথে আমাদের নাগালে যেন ওগুলো চলে আসে। আর তাছাড়া ভিক্যাপ এবং ন্যাশনাল ক্রাইম ইনফর্মেশন সেন্টারের অ্যাকসেস কোড আমাদের লাগবে।"

"যতবার ভিক্যাপ এ একসেস করবে ততবারই তোমাকে একটা পাবলিক ফোন ইউজ করতে হবে।" আঁধারের দিকে তাকিয়ে ক্রেন্ডলার বলতে লাগল, যদিও সেখানে মিস ভার্জার দাঁড়িয়ে নেই। "কিভাবে সেটা তুমি করতে পারবে?"

"আমি পারবো সেটা।"

"সে পারবে," ম্যাসন ফিসফিস করে উঠল।

"জিমে এক্সারসাইজ মেশিনগুলোর জন্য ওয়ার্কআউট প্রোগ্রাম বানায় মার্গট, ভাইয়ের ওপর তাকে নির্ভর করতে হয় না। সে তার এই ছোট বিজনেস দিয়েই নিজের পেট চালায়।"

"এফবিআই ক্লোজড সিস্টেম অনুসরণ করে, কোন কোনটা আবার এনক্রিপ্টেড। আমার বলা গেস্ট লোকেশন থেকে তুমি সাইন অন করবে, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রোগ্রাম করা একটা ল্যাপটপে সবকিছু ডাউনলোড করা লাগবে তোমার।" ক্রেন্ডলার বলল। "এক্ষেত্রে সুবিধা হবে এই যে, ভিক্যাপ যদি লোকেশন ট্র্যাক করার জন্য কোনো ট্রেসার কুকি পাঠায়, তাহলে লোকেশন হিসেবে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট তাদের ডিসপ্লেতে আসবে। তারা মনে করবে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট থেকেই সার্চ দেয়া হয়েছে। ভলিউম ডিলারের কাছ থেকে একটা ফাস্ট মডেমসহ একটা ফাস্ট ল্যাপটপ কিনতে হবে তোমার। পেমেন্ট করার জন্য কোন কার্ড ইউজ না করে ক্যাশ দেবে। আর কোনো ওয়ার‍্যান্টি পেলে তা মেইল করে কাউকে পাঠানো যাবে না। আর হ্যাঁ, একটা জিপ ড্রাইভ নিয়ে রাখবে। কেনা শেষ হলে প্রোগ্রামিংয়ের জন্য আমার লাগবে এগুলো, একদিনের জন্য। তোমার কাজ হয়ে গেলে আবার আমাকে দিয়ে দিতে হবে সেটা। পরবর্তিতে যদি কিছু করতে হয়, তাহলে তোমাকে জানাবো। আজকের জন্য এতটুকুই।"

ক্রেন্ডলার তার পেপারগুলো জড় করে উঠে দাঁড়াল।

"সব কথা এখনো শেষ হয়নি, মি. ক্রেন্ডলার।"

ম্যাসন বলল। "লেকটারের নিজেকে আত্মপ্রকাশ করার কোন প্রয়োজন নেই। লাইফ লিড করার জন্য তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ আছে। সারাজীবনের জন্য সে আত্মগোপনে চলে যাবে।"

Banglabook.org

“তার কাছে এত অর্থ আসল কিভাবে?” মার্গট বলল।

“তার সাইকিয়াট্রি প্র্যাকটিসের সময় বেশ কয়েকজন ধনী বয়স্ক লোক তার পেশেন্ট হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল,” ক্রেন্ডলার জানাল। “তাদের কাছ থেকে বিশাল অঙ্কের ধনসম্পত্তি সে হাতিয়ে নিয়েছে, তারাই চেকে সাইন করতে বাধ্য হয়েছে। আর সে সেই অর্থ ভালো জায়গাতেই লুকিয়ে রেখেছে যাতে কেউ তার খোঁজ না পায়। স্বভাবতই, আইআরএস সেই অর্থের কোন খোঁজ পায়নি। সেই লোকদের মধ্যে দু-জনের লাশ তারা খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু কিছুই বের করতে পারেনি। কোন টক্সিন পাওয়া যায়নি তাদের শরীরে।”

“তাহলে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে তাকে বের করে আনা যাবে না। তার জন্য টোপ ফেলতে হবে।”

“ফ্লোরেন্সে তার ওপর হামলা কে করিয়েছে তা কিন্তু সে জেনে যাবে,” ক্রেন্ডলার বলল।

“অবশ্যই সে জানতে পারবে।”

“তাহলে সে আপনাকে টার্গেট করতে পারে।”

“আমি জানি না,” ম্যাসন বলল। “ব্যক্তিগতভাবে সে আমাকে অনেক পছন্দ করে, যেমন আমিও তাকে করি। ভাবতে থাকো ক্রেন্ডলার। কিভাবে টোপটা ফেলা যায়।” ম্যাসন গুনগুন করে উঠল।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল ক্রেন্ডলার ম্যাসনের গুনগুন করে সুর তোলার শব্দ শুনতে পেল। কোনো প্ল্যান আঁটিতে থাকলে এরকম সুর ভাঁজতে থাকে ম্যাসন।

তোমাকে প্রাথমিক টোপ দেয়া হয়ে গেছে, ক্রেন্ডলার। কিন্তু যখন তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডিপোজিট করা শুরু হবে, তখন এ ব্যাপারে তোমার সাথে ডিসকাস করবো আমি। কারণ তখন তুমি আমার হাতের পুতুল হয়ে যাবে, তোমাকে যেভাবে খুশি নাচাব আমি। যেভাবে খুশি!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৫

ম্যাসনের রুমে এখন কেবল ভার্জার পরিবারের দুই সদস্য বসে আছে–ম্যাসন আর মার্গট।

মৃদু আলোয় উদ আর ড্রামসের সংমিশ্রণে নর্থ আফ্রিকান মিউজিক বেজে চলেছে। মাথা নিচু করে কনুই হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে কাউচে বসে আছে মার্গট। জিমে ওয়ার্কআউটের পর ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে সে, তাই রেস্ট নিচ্ছে। ম্যাসনের রেসপিরেটরের তুলনায় একটু দ্রুতই মার্গটের শ্বাস উঠানামা করছে।

মিউজিক শেষ হওয়ার সাথে সাথে সে উঠে ম্যাসনের বেডের পাশে এসে দাঁড়াল। সেই রুমে থাকা অ্যাকুরিয়ামে পাথরের আড়ালে থাকা ঈল ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। গতবারের মত কার্পের বৃষ্টি হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে সে। মার্গটের কর্কশ স্বর আজ একেবারে খাদে নেমে এসেছে। "জেগে আছ তুমি?"

ম্যাসন নড়ে উঠল। "মার্গট এখন আমার কাছ থেকে কী চাচ্ছে, তা নিয়ে আমরা এখন...কথা বলতে যাচ্ছি? আমার হাঁটুর কাছে এসে বস।"

"তুমি জানো আমি কী চাই?"

"তুমি মুখে বলো।"

"জুডি আর আমি একটা বাচ্চা চাই। আমরা ভার্জার বংশের ওয়ারিশকে চাই।"

"তোমরা একটা চাইনিজ বেবি কিনলেই পারো? শূকরছানার চেয়ে সস্তা দামে পাবে ওগুলো।"

"আমরা সেটাও নিতে পারবো।"

"পাপা কি বলতেন, জানো? তিনি বলতেন, সেলমার্ক ল্যাবরেটরি বা তার সমগোত্রীয় কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ডিএনএ টেস্ট করে নিশ্চিত হওয়া আমার বংশধরকে আমি আমার উত্তরাধিকারী করে যাচ্ছি...আমার সমস্ত সম্পত্তি আমার প্রিয়পুত্র ম্যাসনের নামে উইল করে দিলাম। প্রিয়পুত্র ম্যাসন...অর্থাৎ আমি। আর যদি কোন উত্তরাধিকারী না থাকে তাহলে পুরো সম্পত্তি সাউদার্ন ব্যাপটিস্ট কনভেনশনের আন্ডারে চলে যাবে, টেক্সাসের ওয়াকোতে বেইলর ইউনিভার্সিটি তৈরির কাজে সম্পত্তির একটা অংশ ব্যয় হবে। সেই কান্ট লিকিং ইনসিডেন্টের কারণে বাবাকে অনেক ছোট করেছিলে সবার সামনে, মার্গট।"

"তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, ম্যাসন। কিন্তু এর সাথে সম্পত্তির কোনো যোগসূত্র নেই। হ্যা, কিছুটা হয়তো আছে। কিন্তু তুমি কি চাও না তোমার

BanglaBook.org

বংশের প্রদীপ জ্বলতে থাকুক, তোমার বংশের পরবর্তি কোনো প্রজন্ম থাকুক?"

"এর চেয়ে বরং তুমি ভালো দেখে একটা ছেলের সাথে সম্পর্ক করছো না কেন? তাকে যৌনসুখ দাও...তোমার বংশরক্ষার ইচ্ছা তুমি নিজেই পূরণ করতে পারবে। নাকি তুমি বলতে চাচ্ছো, সুখ কিভাবে দিতে হয় তা তুমি জানো না?"

মরোক্কান মিউজিক আবার তার সুর ছড়িয়ে দিতে লাগল। বাদ্যযন্ত্রের শব্দের পুনরাবৃত্তি তার মধ্যে রাগের বহিঃপ্রকাশকে ফুটিয়ে তুলল।

"আমার সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে, ম্যাসন। আমার ডিম্বাশয় কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। সেক্সুয়ালি আমি ফাংশনাল থাকলেও আমি আর মা হতে পারবো না। আর এসবকিছুর জন্য দায়ি তুমি! ভার্জার বংশকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি জুডিকে চাই। জুডি মা হতে চায়, ম্যাসন। তুমি বলেছিলে, আমি তোমায় সাহায্য করলে তোমার থেকে কিছু স্পার্ম সংগ্রহ করা যাবে।"

মাকড়শার পায়ের মত ম্যাসনের আঙুলগুলো নড়ে উঠল। "যদি সেখানে স্পার্ম নামক কোন জিনিস অবশিষ্ট থাকে, তাহলে আর কি।"

"ম্যাসন, তোমার কাছ থেকে কর্মক্ষম স্পার্ম কালেক্ট করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমরা সেটা সংগ্রহ করার জন্য সব ব্যবস্থা নিতে পারবো, কোনো ব্যথা ছাড়াই..."

"আমার কর্মক্ষম স্পার্ম সংগ্রহ...মনে হচ্ছে তুমি কারো সাথে এ বিষয়ে কথা বলে রেখেছো?"

"শুধুমাত্র ফার্টিলিটি ক্লিনিকের সাথে কথা হয়েছে। পুরোপুরি কনফিডেনশিয়াল রাখা হয়েছে সবকিছু।"

অ্যাকুরিয়ামের নিভু নিভু আলোতেও মার্গটের চেহারা নরম ও আর্দ্র দেখাল।

"আমরা বাচ্চাকে খুব ভালোভাবেই টেক-কেয়ার করতে পারবো, ম্যাসন। অলরেডি আমরা প্যারেন্টিং ক্লাসে অ্যাটেন্ড করছি। জুডি বড় ঘরের মেয়ে এবং যথেষ্ট ধৈর্যশীল। সেখানে উইমেন প্যারেন্টসদের জন্য একটা সাপোর্টিং গ্রুপ আছে।"

"ছোটবেলায় আমরা যখন দৌড়াতাম, তখন তোমার গতির সাথে পেরে উঠতাম না আমি, যদিও তোমার সাথে পাল্লা দেয়ার মত অ্যাবিলিটি ছিল আমার।"

"তুমি আমাকে আঘাত করেছিলে, যখন আমি ছোট ছিলাম, ম্যাসন। আমার সাথে যেন ঘৃণ্য কাজটা তুমি না করো সেজন্য তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম এবং তোমাকে বাধা দিয়েছিলাম আমি, আর অনুরোধের জবাব হিসেবে আমার কনুইয়ের জয়েন্ট ডিসলোকেট করে দিয়েছিলে তুমি। সেই

BanglaBook.org

আঘাতের কারণে আমি এখনও বাম হাতে ৮০ পাউন্ডের বেশি ওজন তুলতে পারি না," মার্গট বলল।

"যাই হোক। সিস্টার, আমি বলেছিলাম আমার হাতের কাজটা শেষ হলে আমরা এ ব্যাপারে কথা বলব।"

"তাহলে এখন তোমার একটা ছোটখাট পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে," মার্গট বলল। "ডক্টর কোন ব্যথা না দিয়েই একটা স্যাম্পল..."

"ব্যথা না দিয়ে? সেখানে এখন এমনিতেও কোনো অনুভূতি কাজ করে না। আমি মানুষকে দিয়ে মাস্টারবেট করিয়েছি...তারা ক্লান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু কোনো বীর্যের দেখা পাওয়া যায়নি।"

"তোমার স্পার্মগুলো সক্ষম কিনা, মানে মোটাইল কিনা সেটা দেখার জন্যই ডক্টর পেইনলেস একটা স্যাম্পল নেবে। জুডি ইতোমধ্যে ক্লোমিড নেয়া শুরু করে দিয়েছে। তার মেন্সট্রুয়াল সাইকেলের টাইম কাউন্টিংয়ের একটা চার্ট অলরেডি বানিয়ে ফেলেছি আমি। যদিও আরো অনেক কাজ বাকি।"

"জুডির সাথে আমার এখনও দেখা হয়নি। কর্ডেল বলেছিল, তার পা দুটো দুইদিকে বাঁকানো। তোমরা কত বছর ধরে একজন আরেকজনকে চেনো?"

"পাঁচ বছর।"

"তাকে আমার কাছে নিয়ে আসছো না কেন? আমরা একে অন্যের সাথে কথা বলতে পারি।"

নর্থ আফ্রিকান ড্রাম শেষবারের মত বেজে উঠল, এবং এর পরই পিনপতন নীরবতা। নীরবতাই মার্গটের কানে বাজতে লাগল।

"জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের সাথে তুমি নিজে কেন লিয়াজোঁ বজায় রাখছো না? কেন আমাকে রাখতে হচ্ছে? তুমি নিজে কেন তোমার বালের ল্যাপটপ নিয়ে কোন ফোনবুথের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কাজটা করতে পারছো না? তুমি কেন আরো বেশি পরিমাণ দক্ষ গুন্ডাপান্ডা লেলিয়ে দিতে পারছো না ঐ লোকটার পেছনে, যে তোমার চেহারার মাংসকে কুকুরদের খাবার বানিয়েছে? কেন তুমি নিজের কাজ নিজে করতে পারছো না? কেন আমার সাহায্য লাগছে তোমার? আমি তোমার কাছ থেকে এতটুকুই চেয়েছিলাম, ম্যাসন। তুমি বলেছিলে তুমি আমার ইচ্ছা পূরণ করবে।"

"আমি করবো। কিন্তু আমাকে সময়ের ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হচ্ছে।"

মার্গট দুটো ওয়ালনাট একসাথে নিয়ে নিমেষে হাতের চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলে ম্যাসনের বেডশিটের ওপর ঘুসি মেরে বসল। "ওটা নিয়ে ভাবার জন্য বেশি সময় তোমাকে দেয়া হচ্ছে না কিন্তু।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৬

আর্ডেলিয়া ম্যাপ যখন রান্না করে তখন তা যথেষ্ট সুস্বাদু হয়। তার বানানো সবকিছুতে গুল্লাহ এবং জ্যামাইকান ফুড রেসিপির মিশেল থাকে। আজ সে জার্ক চিকেন দিয়ে তাদের ডিনার বানাতে ব্যস্ত। একটা স্কচ বনেট পিপারের বোঁটা ধরে আস্তে আস্তে ভেতরে মরিচের বীজগুলো বের করছে সে। চিকেন কেটে দেয়ার জন্য বাড়তি কোন প্রিমিয়াম পে করার কোনো ইচ্ছা তার নেই। আর তাই সে চিকেন কাটার জন্য স্টারলিংয়ের হাতে ক্লিভার আর কাটিং বোর্ড ধরিয়ে দিয়েছে।

"তুমি যদি না কেটে গোটা চিকেনটা তেলের মধ্যে দিয়ে দাও, তাহলে কোন মশলা এর ভেতরে ঢুকবে না," এই কথাটা ম্যাপ বহুবার বলেছে। "দেখো।" বলে সে ক্লিভারটা হাতে নিয়ে এত জোরে চিকেনের পেছনের অংশে আঘাত করল যে হাড়ের গুঁড়ো তার অ্যাপ্রনে গিয়ে পড়ল। "ঠিক এভাবে করবে। তুমি গলার অংশটা ফেলে দিচ্ছো কেন? এদিকে দাও ওগুলো।"

মিনিটখানেক পর সে বলে উঠল, "আজকে পোস্টঅফিসে গিয়েছিলাম। মায়ের জন্য একজোড়া জুতা মেইল করে দেয়ার জন্য যাওয়া লাগল সেখানে।"

"আমিও তো গিয়েছিলাম। আমি সেগুলো নিয়ে যেতে পারতাম, আমাকে বলতে পারতে।"

"সেখানে কিছু শুনেছো তুমি?"ম্যাপ জিজ্ঞেস করল।

"না।"

মাথা নাড়ল ম্যাপ। অবাক হলো না সে। "খবর পেয়েছি, তারা তোমার মেইল রিডাইরেক্ট করছে।"

"কিভাবে জানতে পেরেছো?"

"পোস্টাল ইন্সপেক্টরের জারি করা কনফিডেনশিয়াল ডিরেক্টিভের মাধ্যমে। তুমি সেটা জানতে না, তাই না?"

"না।"

"এটা রিকভার করার জন্য আমাদের পোস্টঅফিসকে কাভার করতে হবে।"

"ওকে।"

BanglaBook.org

স্টারলিং তার হাতে থাকা ক্লিভারটা কিছুক্ষণের জন্য রাখল। বেশ অবাকই হলো সে। "জেসাস!"

স্টারলিং সেসময় স্ট্যাম্প কেনার জন্য পোস্টঅফিস কাউন্টারে দাঁড়িয়েছিল। ব্যস্ত পোস্টাল ক্লার্কদের মুখভঙ্গি দেখে তাদের মনে কি চলছে তা সে কিছুই বুঝতে পার ছিল না। ক্লার্কদের বেশিরভাগই আফ্রিকান-আমেরিকান, কয়েকজনকে সে চেনে। হেল্প করতে চেয়েছিল অনেকে, কিন্তু ক্রিমিনাল পেনাল্টি মাথায় নিয়ে অনেক লোকই এখানে পেনশন নেয়ার জন্য আসা লোকদের লাইনে দাঁড়ায় তাদের কার্যসিদ্ধির জন্য। তাই সাহায্য নিতে গিয়ে বিপদে পড়তে চায় না সে। এতসব দুশ্চিন্তার মধ্যে আফ্রিকান-আমেরিকান হটলাইনের মাধ্যমে তাকে ফেভার করায় স্টারলিং কিছুটা খুশি হলো। ইভেলদা ড্রামগো শুটিংয়ের পেছনে সেলফ ডিফেন্সই যে মুখ্য ছিল, তা এরা হয়তো বুঝতে পেরেছে।

"এখন, গ্রিন অনিয়নগুলো নাও আর পেঁয়াজ বাটা তৈরি কর, নাইফ হ্যান্ডেল দিয়ে পিষতে হবে সেগুলো।"

প্রাথমিক কাজগুলো করা শেষ হলে স্টারলিং হাত ধুয়ে আর্ডেলিয়ার সাজানো গোছানো লিভিংরুমে এসে বসল। মিনিটখানেক পর ঢুকল আর্ডেলিয়া। তার হাতে একটা ডিশ টাওয়েল।

"এধরণের বুলশিট কাজকারবার কে করতে পারে?"

কোনো কঠিন সিচুয়েশন মোকাবেলা করার জন্য যে সাহস দরকার তা অর্জনের জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গালিগালাজ করা–এটা বহুল প্রচলিত একটা প্র্যাকটিস।

"ঐ বালটাকে যদি আমি চিনতে পারতাম," স্টারলিং বলল। "কোন হারামিটা আমার মেইল পড়ছে, সেটাই এখন জানতে হবে।"

"প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটরের অফিসের কেউ হতে পারে।"

"শুটিংয়ের কেস কিংবা ইভেলদাকে নিয়ে কোন তথ্য সার্চিংয়ের জন্য তারা এমন কাজ করবে না। তারা আমার ইমেইল চেক শুধু একটা কারণেই করবে–আর সেটা হলো ডক্টর লেকটার।"

"একদম ঠিক। যদি ব্যুরো অফিসার আমার ওপর নজরদারি করে তাহলে সেটা আমি জানতে পারবো। কিন্তু যদি সেটা জাস্টিস অফিসার হয়, তাহলে সেটা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই।"

জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এবং এর সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান এফবিআই'র আন্ডারে প্রোফেশনাল রেসপন্সিবিলিটির পৃথক পৃথক দুটো অফিস আছে। এই দুটো অফিস মাঝে মাঝে কেস সলভের জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করে।

BanglaBook.org

তবে মাঝে মাঝে মতের অমিলও দেখা দেয়, যার ফলাফল হয় সাংঘর্ষিক। এ ধরণের সংঘর্ষকে তারা বলে থাকে-পিসিং কনটেস্ট। এসব ক্ষেত্রে দোষি এজেন্টদের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া পলিটিক্যালি অ্যাপয়েন্টেড ইন্সপেক্টর জেনারেল যেকোন সময় যেকোন সেনসিটিভ কেসে নাক গলিয়ে কেসের দায়িত্বে থাকা লোকদের সরিয়ে নিজের লোকদের নিযুক্ত করতে পারেন।

"তারা যদি হ্যানিবাল লেকটারের ব্যাপারে কিছু জেনে থাকে, যদি তাদের মনে হয় সে চলে এসেছে–তাহলে তা তোমাকে জানানো উচিত, তোমার নিজের সুরক্ষার জন্য। স্টারলিং, তুমি কি কখনও তাকে তোমার চারপাশে অনুভব করতে পার?"

স্টারলিং মাথা নাড়ল, "আমি তাকে নিয়ে বেশি ভাবিই না। তার কথা চিন্তা না করে আমি লম্বা একটা সময় কাটিয়ে দিতে পারবো। যখন তুমি কোনকিছুকে ভয় পাও, তখন তোমার মাথা নিশ্চয়ই ভার হয়ে আসে। মনে হয় মাথার ওজন কয়েক কেজি বেড়ে গেছে। আমার সেই অনুভূতিও হয় না। আমি শুধু জানি, আমার কোন সমস্যা হলে আমি তা বুঝতে পারবো।"

"তুমি যদি তাকে হঠাৎ তোমার চোখের সামনে দেখো, তাহলে কি করবে, স্টারলিং? তুমি কি সেটা ভেবে রেখেছো? তার সাথে কি তুমি মুখোমুখি লড়াই করবে?"

"যত দ্রুত এই সুযোগ আসবে ততই মঙ্গল। আর এই সুযোগ আসলেই তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামার আমন্ত্রণ জানাব আমি।"

হাসল আর্ডেলিয়া। "তারপর?"

স্টারলিংয়ের হাসি মুছে গেল মুখ থেকে। "সেটা তার ওপর নির্ভর করছে।"

"তুমি কি তাকে শুট করতে পারবে?"

"মজা করছো আমার সাথে? আমার নিজেকে আগে বাঁচতে হবে, আর্ডেলিয়া। বিশেষ করে ইভেলদার ঘটনার পর তো আমি আর কাউকেই শুট করছি না। এরকম পরিস্থিতেও যেন আমাকে পড়তে না হয়, আর্ডেলিয়া। কারো কোনো ক্ষতি না করেই নিরাপদে সে যেন কাস্টডিতে ফিরে আসে-এটাই আমি চাই। যদিও মাঝে মাঝে আমি ভাবি, যদি কোনভাবে সে ফাঁদে পড়ে যায়, সে মুহূর্তে ঘটনাস্থলে যেন আমি থাকি।"

"এমন চিন্তা কখনও করবে না।"

"আমি যদি থাকি, তাহলে তার বেঁচে ফেরত আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমি তাকে শুট করবো না, কারণ তাকে আমি ভয় পাই। যদিও সে

BanglaBook.org

কোনো নেকড়ে না। সবকিছুই তার ওপর নির্ভর করছে।"

"তোমার আতঙ্কিত হওয়ার পেছনে কারণ আছে।"

"মানুষ কখন আতঙ্কিত হয় জানো, আর্ডেলিয়া? যখন একটা মানুষ সত্যি কথা বলে তখন। আমি চাই সে বেঁচে ফিরে আসতে পারুক। তাকে কোন একটা ইন্সটিটিউশনে রাখা হলে সে তার ট্রিটমেন্ট চালিয়ে যেতে পারবে, তার মধ্যে একাডেমিক ইন্টারেস্ট আছে এখনও। তার রুমমেটদের নিয়ে কোন সমস্যা হবে না আশা করি। সে যদি প্রিজনে থাকত, তাহলে আমি গিয়ে তাকে তার নোটের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে আসতাম। সত্যি কথা বলতে, কখনও ভয় পায় না এমন কাউকে সহজে হারিয়ে যেতে দেয়া উচিত না।"

"তোমার মেইল মনিটরিং করার পেছনে অবশ্যই কোন কারণ আছে। তারা নিশ্চয়ই এর জন্য কোর্ট অর্ডার পেয়েছে এবং যথারীতি তার কোন রেকর্ড পাবলিক করা হবে না। আমাদের এখনও নজরদারি করা হচ্ছে না, যদি করা হত, তাহলে আমরা ইতোমধ্যেই টের পেয়ে যেতাম।" আর্ডেলিয়া বলল। "লেকটার এসে গেছে, এই নিউজটা ওরা পেয়ে যাবে আর আমরা কিছুই জানতে পারবো না, এমনটা আমি হতে দেব না। তুমি কালকেই দেখবে, আমি কী করি।"

"মি. ক্রফোর্ড আমাদের বলতে পারতেন। তাকে না জানিয়ে লেকটারের ব্যাপারে পরবর্তি পদক্ষেপ ওরা নিতে পারবে না।"

"জ্যাক ক্রফোর্ড এখন আমাদের জন্য অতীত। তোমার কোনো লাভ হবে না উনার সাথে আলোচনা করে। কী হবে যদি ওরা তোমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করে? কেউ যদি তোমাকে বিপদে ফেলতে চায় তখন কী হবে? পোস্টঅফিস কাভার করা এখন আসলেই একটা সিরিয়াস ইস্যু হয়ে গেছে। নাহলে যেকোন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে আমাদের।"

"ডিনারে আমার সাথে জয়েন করার জন্য কে আসতে পারে বলে তোমার মনে হয়?" আর্ডেলিয়া কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল।

"দাঁড়াও, ডিনারে সম্ভবত আমার আসার কথা ছিল।"

"তুমি তোমার বাসার জন্যেও কিছু নিয়ে যেতে পার।"

"আমি তোমার এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই," হাসতে লাগল স্টারলিং।

"ইটস মাই প্লেজার, গার্ল।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৭

যখন স্টারলিং ছোট ছিল, তখন কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো ক্ল্যাপবোর্ড হাউজে থাকত সে। সামান্য বাতাসেই ঘরটা নড়ে উঠত। সেখান থেকে পরবর্তিতে লাল ইটের তৈরি লুথেরান অরফানেজে তাকে নিয়ে আসা হয়।

সবচাইতে জীর্ণ যে বাড়িতে সে তার ছোটবেলার কিছু সময় কাটিয়েছে, সেখানে একটা কিচেন ছিল। সেই কিচেনে তার বাবা তাকে কমলার খোসা ছাড়িয়ে একটা একটা করে কোষ খাওয়াত। সেই স্মৃতি আজো তাকে তাড়া করে ফেরে।

যারা বিপজ্জনক এবং সাহসি কাজের জন্য উপযুক্ত সম্মান পায় না, তাদের বাড়িতেই সবার আগে মৃত্যু নামক অতিথির আগমন ঘটে। নাইট পেট্রোলিংয়ের জন্য তার বাবা পুরনো পিকআপ ট্রাকে করে সেই রাতে বের হয়ে যান আর খুন হয়ে ফিরে আসেন।

ফস্টার হোমের দায়িত্বে থাকা লোকরা যখন ভেড়াগুলোকে মেরে ফেলছিল, তখন জবাই করার জন্য সদ্যপ্রস্তুত একটা ঘোড়ায় স্টারলিংকে উঠিয়ে দেয়া হয়, গন্তব্য লুথেরান অরফানেজ। লুথেরান অরফানেজের বিশাল প্রাতিষ্ঠানিক স্ট্রাকচারের চার দেয়ালের মধ্যে নিজেকে নিরাপদ মনে হয়েছিল তার। সেখানে শীতের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি–তবে এখানে কেউ তাকে আগের মত যত্ন করে খাইয়ে দেয় না। এখানে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হত। যদি তুমি সেগুলো মেনে চল, তাহলে সেখানে তোমার থাকতে কোন সমস্যা হবে না।

কম্পিটিটিভ টেস্ট কিংবা স্ট্রিট জব–যেকোন ক্ষেত্রেই স্টারলিং তার নিজের ট্যালেন্ট দিয়ে জায়গা করে নিতে পারবে, এ বিশ্বাস স্টারলিংয়ের আছে। কিন্তু ইন্সটিটিউশনাল পলিটিক্সে স্টারলিংয়ের কোন জ্যাক নেই, নেই কোন অভিজ্ঞতা, যা তাকে বর্তমান সমস্যার মুখোমুখি হতে বাধ্য করেছে।

সকাল সকাল সে তার পুরনো মাস্টাংয়ে চেপে কোয়ান্টিকোর সামনে আসল। কোয়ান্টিকোর সম্মুখভাগ এখন তার জন্য লুথেরান অরফানেজের মত নিরাপদ নয়। এন্ট্রান্সটা ভাঙাচোরা কোন দালানের সামনের অংশের মত মনে হচ্ছে।

সে জ্যাক ক্রফোর্ডের সাথে দেখা করতে চেয়েছিল, কিন্তু সময় করে উঠতে পারল না। মধ্যগগনে সূর্য ওঠার সাথে সাথেই হোগান অ্যালিতে

BanglaBook.org

ফিল্মের শুটিং শুরু হয়ে গেছে, যেখানে স্টারলিংকে নিজের একটা রোলে অভিনয় করতে হবে।

ফেলিশিয়ানা ফিশ মার্কেট হত্যাকাণ্ড তদন্তের জন্য কোয়ান্টিকোর হোগান অ্যালি শুটিং রেঞ্জে পুরো ঘটনা পুনরায় মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটা ট্রাজেক্টরি, প্রতিটা শট রিপ্লে করা হবে।

স্টারলিং তার অংশটুকু পারফর্ম করল। যে আন্ডারকাভার ভ্যান তারা ব্যবহার করেছিল সেটাই এই সেটে ব্যবহার করা হয়েছে। গাড়ির বডির রঙ আর পুটিং উঠে গেছে, নতুন বুলেট হোল সেই শরীরে জায়গা করে নিচ্ছে। মুহূর্মুহূ গুলির শব্দ হচ্ছে, আর প্রতিটা বুলেট গাড়িতে তার চিহ্ন রেখে গেছে। জন ব্রিগহামের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য যে এজেন্টকে বলা হয়েছিল, তাকে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যেতে দেখল স্টারলিং। বার্কের ভূমিকায় থাকা এজেন্ট মাটিতে কাতরাচ্ছিল। ব্ল্যাঙ্ক অ্যামুনিশনের শব্দে স্টারলিংয়ের পেট মোচড় দিয়ে উঠল।

বিকেলবেলায় শুটিংয়ের সমস্ত কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করা হলো।

স্টারলিং অফিসে যেতে যেতে তার সোয়াট গিয়ারটা খুলে ফেলল। জ্যাক ক্রফোর্ডকে তার অফিসেই পেল সে।

উনাকে মি. ক্রফোর্ড বলে সম্বোধন করাটাই সমীচীন বলে মনে হলো তার কাছে। তাকে খুব অনিশ্চিত এবং চুপচাপ মনে হলো স্টারলিংয়ের।

"একটা আলকা-সেল্টজার নেবে, স্টারলিং?" অফিসডোরের সামনে স্টারলিংকে দেখে জিজ্ঞেস করল সে। ক্রফোর্ড নিয়মিত কয়েকটা পেটেন্ট মেডিসিন নিয়ে থাকে। তাছাড়া গিঙ্কগো বিলোবা, স পামেটো, সেন্ট জন'স ওর্ট ভিয়ান্ড বেবি অ্যাসপিরিন–এগুলো একটা নির্দিষ্ট ডোজে নেয় সে। যখন সে তার হাত থেকে ওষুধগুলো মুখে পুরে, তখন তার মাথা এমনভাবে ঝাঁকে যেন সে মদের একটা শট নিচ্ছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি তার স্যুটকোট না পরে অফিসে ঝুলিয়ে রাখেন আর তার প্রয়াত ওয়াইফ বেলার নিজের হাতে বোনা সোয়েটার পরে থাকেন। অতীত স্মৃতি ঘেঁটে তার বাবাকে নিয়ে থাকা স্মৃতিগুলো মনে করার চেষ্টা করল স্টারলিং, ক্রফোর্ডকে তার বাবার চেয়ে বেশি বয়স্ক বলে মনে হলো তার কাছে।

"মি. ক্রফোর্ড, আমার কয়েকটা মেইল আমাকে না জানিয়ে ওপেন করা হয়েছে।"

"আমি জানি। যারা করেছে তারা অতটা দক্ষ নয় মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে তারা আনাড়ি।

BanglaBook.org

লেকটার তোমাকে লেখার পর থেকে তোমার মেইল সার্ভেইল্যান্স করা হয়, তাই না?"

"তারা শুধু আমার প্যাকেজগুলো ফ্লুরোস্কোপ দিয়ে চেক করে, ভেতরে বিপজ্জনক কিছু আছে কিনা। কিন্তু আমার পার্সোনাল মেইলগুলো আমি নিজেই ওপেন করি। এজন্য আমাকে এখন পর্যন্ত কোন বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়নি।"

"আমাদের অফিসার এই কাজ করছে না।"

"এটা ডেপুটি ডগের কাজও নয়, মি. ক্রফোর্ড। এটা এমন কেউ করছে যাদের বেশ ভালো ক্ষমতা আছে, যারা গোপনে টাইটেল থ্রি ইন্টারসেপ্ট ওয়্যারান্ট জারি করার ক্ষমতা রাখে।"

"কিন্তু আমার কাছে তো মনে হচ্ছিল, এটা কোন অ্যামেচারের কাজ।"

স্টারলিং বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ক্রফোর্ড আবারও বলতে লাগলেন, "তুমি যদি ঘটনাটাকে আমার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখ, তাহলেই বোধ হয় ভালো হবে, স্টারলিং।"

"জি, স্যার।"

সে মাথা নাড়ল, "আমি ব্যাপারটা দেখবো।"

তার পেটেন্ট মেডিসিনের বটলগুলোকে সে তার ডেস্কের টপ ড্রয়ারে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখল। "আমি জাস্টিসের কার্ল স্কার্মারের সাথে কথা বলব। একটা উপায় বের করে ফেলতে পারবো তখন।"

স্কার্মার একটা কানা গলি ছাড়া কিছুই না। গুজব ছড়িয়েছে যে, তিনি এ বছরের শেষে রিটায়ার করছেন।

ক্রফোর্ডের সাথে একসাথে ঢোকা সবার চাকরিই চলে যাচ্ছে।

"ধন্যবাদ স্যার।"

"তোমার কপ ক্লাসে কেউ কি তাদের দক্ষতা দিয়ে নজর কাড়তে পেরেছে? রিক্রুট করা নতুন কেউ,যার সাথে তুমি কথা বলেছ?"

"ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারছি না। কোন সেক্স ক্রাইম হলে সে ব্যাপারে তারা আমার সাথে কথা বলতে চায় না, সংকোচ বোধ করে। খুবই ভালো দুইজন শুটার আমাদের কাছে আছে।" স্টারলিং উত্তর দিল।

"আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ি এরকম অনেককেই আমরা ইতোমধ্যে পেয়েছি।"

সাথে সাথে স্টারলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ক্রফোর্ড বলল, "তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য কথাটা বলিনি। স্বাভাবিকভাবেই বলেছি।"

ক্রফোর্ডের সাথে কথা শেষে আর্লিংটন ন্যাশনাল সেমেটারিতে গেল। জন ব্রিগহামের সমাধির সামনে দাঁড়াল সে। টোম্বস্টোনের ওপর হাত রাখল।

BanglaBook.org

এখনও বালুর কণা লেগে আছে সেখানে। হঠাৎ তার মধ্যে নিথর পড়ে থাকা ব্রিগহামের কপালে চুমু দেয়ার অনুভূতি তৈরি হলো। মনে হলো তার ঠোঁটে মার্বেল আর পাউডারের দানা লেগে আছে। শেষবার কফিনে পড়ে থাকা ব্রিগহামকে দেখতে এসে তার কপালে চুমু খেয়েছিল সে। শেষবার স্টারলিং ওপেন কমব্যাট পিস্তল চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে যে মেডেল পেয়েছিল তা সে ব্রিগহামের হাতের সাদা গ্লাভসের ভেতর গুঁজে দেয়। কেন দিয়েছিল জানে না।

নতুন পাতাগুলো ঝরে যাচ্ছে। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই পাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। জন ব্রিগহামের স্টোনের ওপর হাত রেখে স্টারলিং সমাধিক্ষেত্রের একরের পর একর জমির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল আর ভাবতে লাগল, ব্রিগহামের মত এরকম আর কতজনকে নির্বুদ্ধিতা আর স্বার্থপরতার খেসারত দিতে হয়েছে।

তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো কি করো না, সেটা কোন ব্যাপার না। কিন্তু তুমি যদি কোনো যোদ্ধা হয়ে থাকো, তবে আর্লিংটন তোমার জন্য একটা পুণ্যভূমি। আর এই পুণ্যভূমিতে যারা শুয়ে আছে তাদের জীবনের অবসান মৃত্যুর কারণে হয়নি, বরং বোকামির কারণে প্রাণ দিতে হয়েছে তাদেরকে।

ব্রিগহামের সাথে তার আত্মার বন্ধন ছিল বলে সে মনে করে। সে বন্ধন যথেষ্ট শক্ত ছিল, কারণ তারা কোনো প্রেমিক-প্রেমিকা ছিল না। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে সে বসল। তার মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা, ব্রিগহাম যেদিন ভদ্রভাবে তাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়, স্টারলিং তখন সেটা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এরপর যখন ব্রিগহাম বলেছিল তারা বন্ধু হতে পারবে কিনা, প্রত্যুত্তরে স্টারলিং হ্যা সূচক উত্তর দেয়।

বহুদূরে থাকা তার বাবার সমাধির কথা মনে পড়ে গেল স্টারলিংয়ের। কলেজে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর আর একবারও সে সেখানে যায়নি। তার মনে হলো,একবার গিয়ে তার বাবার কবরটা দেখে আসা উচিত।

গাছের ডালের আড়াল থেকে সূর্যের অস্ত যাওয়া দেখতে লাগল স্টারলিং। সূর্যটা পুরো আকাশ কমলার রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। দূর থেকে সাইরেনের শব্দ কানে আসায় স্টারলিং খানিকটা কেঁপে উঠল। তার হাতের নিচে টোম্বস্টোন শীতল থেকে শীতলতর হতে লাগল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৮

আমাদের নিঃশ্বাস থেকে তৈরি হওয়া বাষ্পের মধ্য দিয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাব–নিউফাউন্ডল্যান্ডের ওপর দিয়ে শত শত নক্ষত্রের মধ্যে ক্ষুদ্র এক আলোকবিন্দু দেখা যাচ্ছে। সেটা আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আলোকবিন্দুর উৎস একটা বোয়িং ৭৪৭। সেটা ১০০ মাইল/ঘণ্টা বেগে পশ্চিমের দিকে ছুটছে।

কম খরচে যাওয়ার জন্য প্লেনের মালামাল রাখার জায়গায় সিট নিয়ে গাদাগাদি করে বসেছে একটা গ্রুপ। ৫২জনের সেই গ্রুপ সতের দিনে এগারটা দেশ ঘুরে শেষমেশ কানাডার ডেট্রয়েট এবং উইন্ডসরে ফিরে যাচ্ছে। সবাই চাপাচাপি করে বসায় একটা ঘিঞ্জি পরিবেশ তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকের কাঁধের জন্য বরাদ্দ মাত্র বিশ ইঞ্চি, দুই আর্মরেস্টের মধ্যে থাকা কোমরের জন্য বিশ ইঞ্চি। স্লেভ ট্রেডিংয়ের একটা স্টেজ হিসেবে পরিচিত মিডল প্যাসেজের সময় দাস হিসেবে কিনে নেয়া আফ্রিকান লোকদেরকেও এর চেয়ে কম জায়গায় চাপাচাপি করে বসতে হত।

প্যাসেঞ্জারদের হাতে স্লিপারি মিট দিয়ে তৈরি বরফ-ঠাণ্ডা স্যান্ডউইচ আর প্রক্রিয়াজাত চাইনিজ ফুড ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের নিঃশ্বাস নিঃসৃত দুষিত বায়ু আর শরীর থেকে নির্গত দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস রিপ্রসেস করে তাদেরকেই অক্সিজেনের সাথে দেয়া হচ্ছে। অনেকটা ডিচ-লিকুওর প্রিন্সিপলের মত, যা ১৯৫০ এর দিকে ক্যাটল এবং পিগ মার্চেন্টসরা তৈরি করেছিল।

ছোট্ট জায়গাটার মাঝের সারির ঠিক মাঝখানে হ্যানিবাল লেকটার বসে আছে। তার দু-পাশে ৭-৮ বছরের দুটো ছেলে আর সারির একদম শেষে একটা মহিলা কোলে বাচ্চা নিয়ে বসা। বেশ কয়েক বছর সেল আর কঠোর নিয়মের মধ্যে থাকা লেকটার এভাবে গাদাগাদি করা বসাটাকে মোটেও পছন্দ করেনি। কিন্তু কিছু করার নেই। তার পাশে থাকা বাচ্চা ছেলেটা কম্পিউটার গেমস খেলছে। গেমসের মিউজিক ক্রমাগত বেজেই চলেছে।

অন্য সবার মত ডক্টর লেকটারের গায়েও উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের স্মাইলি ফেস আঁকা একটা ব্যাজ লাগানো। সেই ব্যাজে বড় করে লাল অক্ষরে 'ক্যান-অ্যাম ট্যুরস' লেখা। সব ট্যুরিস্টদের মতই তার পরনে আর্টিফিশিয়াল অ্যাথলেটিক ওয়ার্মআপ স্যুট। সেই স্যুটে হকি টিম 'টরেন্টো ম্যাপলস লিফ' এর নাম লেখা আছে। স্যুটের পেছনে ভালো অ্যামাউন্টের ক্যাশ স্ট্র্যাপ দিয়ে তার শরীরের সাথে বেঁধেছে সে।

এই ট্যুরের সাথে ডক্টর লেকটার তিনদিন ধরে আছেন। অসুস্থতাজনিত কারণে একজনের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে প্যারিসের এক ব্রোকারের মারফতে তিনি ট্যুরে এসেছেন। তার সিটে যার থাকার কথা ছিল তার ভাগ্য তার সহায় হয় নি। সেইন্ট পিটার'স ডোম চড়ার সময় তার হার্ট পাম্প করা বন্ধ করে দেয়। যার ফলস্বরূপ একটা বক্সে করে প্রাণহীন অবস্থায় তাকে কানাডায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

ডেট্রয়েটে নামার সাথে সাথে তাকে পাসপোর্ট কন্ট্রোল এবং কাস্টমসের মুখোমুখি হতে হবে। সে নিশ্চিত, পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ এয়ারপোর্টে সিকিউরিটি এবং ইমিগ্রেশন অফিসাররা তার খোঁজে নিজেদের চোখ আর কানকে অতিমাত্রায় সতর্ক রেখেছে। দেখামাত্র অ্যারেস্ট করার জন্য পাসপোর্ট কন্ট্রোল অফিসে তার ছবি টাঙানো আছে, আর সেখানে যদি সে ধরা না পড়ে তাহলে কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন কম্পিউটার স্ক্রিনে তার ছবি ওয়ালপেপার হিসেবে সেট করা তো আছেই।

এতকিছুর মধ্যেও সে তার ভাগ্যের সহায়তা পেতেই পারে। অথরিটির কাছে তার যে ছবি আছে সেটা অনেক বছর আগে তোলা। ইতালিতে ঢোকার জন্য সে যে ফলস পাসপোর্ট ব্যবহার করেছে সেটার কোন কারেসপন্ডিং হোম-কান্ট্রি ফাইল নেই। তাই এই পাসপোর্ট দিয়ে পাসপোর্ট অফিস তাদের ডাটাবেস থেকে তার পরিচয় বের করতে পারবে না। ইতালিতে রিনালদো পাজ্জি ক্যারিবিনিয়েরি ফাইল এবং 'ড. ফেল'-এর রেসিডেন্সি পারমিট আর ওয়ার্ক পারমিটে ব্যবহৃত ছবি এবং নেগেটিভ দিয়ে ম্যাসন ভার্জারকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল। সেগুলো সব পাজ্জির ব্রিফকেসে রাখা ছিল। আর পাজ্জির মৃত্যুর পর ড. লেকটারের হাতে সে ব্রিফকেসটা চলে আসায় সমস্ত সূত্র সে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়।

পাজ্জি যদি লুকিয়ে ডক্টর ফেলের ছবি যদি না তুলে থাকে, তাহলে লেকটার সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারে–তার নতুন চেহারার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কেউ কিচ্ছু জানে না। আগের চেহারার সাথে বর্তমান চেহারার খুব একটা পার্থক্য নেই। শুধু নাক আর গালে একটু কোলাজেন অ্যাড করা হয়েছে–চুলের স্টাইলে পরিবর্তন এসেছে–চোখে চশমা, কেউ ভালোমত খেয়াল না করলে চিনতে পারবে না তাকে। তার হাতের পেছনের স্কার ঢাকার জন্য তাকে ভালোমানের কসমেটিক এবং ট্যানিং এজেন্ট ব্যবহার করতে হয়েছে।

সে ধারণা করছে-ডেট্রয়েট মেট্রোপলিটন এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন সার্ভিস এয়ারপোর্টে নামা সমস্ত যাত্রিকে দুটো লাইনে ভাগ করবে। একটা লাইনে থাকবে সমস্ত ইউএস পাসপোর্টধারীরা, আর অন্য লাইনে বাকিরা। এই

BanglaBook.org

এয়ারপ্লেনটা কানাডিয়ান দিয়ে ভর্তি। ডক্টর লেকটারের মতে, এই কানাডিয়ান গ্রুপটার ভেতর সে লুকিয়ে থাকতে পারবে। সে তাদের সাথে বিভিন্ন হিস্টোরিক সাইটে গিয়েছে, গ্যালারিতে ঘুরেছে, এই গরমে তাদের সাথে বসে সিদ্ধ হয়েছে। তবে একটা জিনিস করেনি সে–এয়ারলাইনের সাপ্লাই করা অসুস্থ খাদ্য বাকিরা খেলেও খায়নি সে।

ক্লান্ত ট্যুরিস্টরা তাদের সাপারব্যাগের দিকে মনোযোগ দিল। স্যান্ডউইচ থেকে লেটুস পাতা বের করে ফেলে দিল তারা।

সবার মনোযোগ ড. লেকটারের ওপর পড়ুক, এটা সে চায় না। সে অপেক্ষা করতে লাগল। বেশিরভাগ প্যাসেঞ্জার ঘুমিয়ে পড়েছে, আর যে এক দুজন লোক জেগে আছে তাদের স্যান্ডউইচ খেয়ে বাথরুমে দৌড় দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল লেকটার। সামনে টিভিতে একটা বস্তাপচা মুভি চালানো। অজগর যেমন তার শিকারের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে, ঠিক সেভাবে সময় গুনছে লেকটার–ধীরস্থিরভাবে। তার পাশে থাকা ছেলেটা কম্পিউটার গেম খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়েছে। এয়ারপ্লেনের রিডিং লাইটগুলো জ্বলছে, নিভছে।

চোরা চাহ্‌নি দিয়ে চারপাশ তাকাল সে, এরপর আস্তে আস্তে সামনের সিটের নিচ থেকে প্যারিস ক্যাটারার ফ'শে থেকে বানানো একটা সুদৃশ্য হলুদ বক্স বের করল। সেই বক্সে তার লাঞ্চ রাখা আছে। সিল্ক গজের দুটো কমপ্লিমেন্টারি কালারের ফিতা দিয়ে বক্সটা বাধা। পাতে দে ফয়ে' গ্রা এবং আনাতোলিয়ান ডুমুর দিয়ে লাঞ্চ করা ডক্টর লেকটারের অভ্যাস হয়ে গেছে। সাথে তার পছন্দের হাফ বটল সেন্ট এস্তেফ থাকবেই।

টান দিতেই সিল্কের ফিতার বাঁধন শব্দ করে খুলে গেল।

ডুমুরের ঘ্রাণ আস্বাদন করা শুরু করল সে। ঠোঁটের ঠিক সামনে সেটা রাখা, সুগন্ধের তীব্রতায় তার নাকের ফুটো দুটো আরও বড় হয়ে গেল। বেশ উপভোগ করছিল সে গন্ধটা। চিন্তায় পড়ে গেল সে–এক কামড়েই পুরোটা শেষ করবে, নাকি প্রথমে অর্ধেকটা পেটে পুরবে, পরে বাকি অর্ধেকটা। ঠিক সে সময়েই কম্পিউটার গেমটা বিপ করে উঠল, আবার আরেকটা বিপ। মাথা না ঘুরিয়েই ডক্টর ডুমুরটা হাতের তালুতে রেখে পাশে থাকা বাচ্চার দিকে তাকাল। ফ'য়ে গ্রা আর ব্র্যান্ডির সুঘ্রাণ খোলা বক্স থেকে বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছোট ছেলেটা সেই গন্ধ পেয়ে ইঁদুরের মত কুতকুতে চোখ দিয়ে ডক্টর লেকটারের লাঞ্চের দিকে দৃষ্টি দিল।

তার কথা চিৎকারের মত শোনাল, "হেই মিস্টার! হেই মিস্টার।"

সে থামছে না, ক্রমাগত হেই হেই করে যাচ্ছে।

"কি হয়েছে?"

BanglaBook.org

"এটা কি কোনো স্পেশাল মিল?"

"না।"

"তাহলে ওখানে খাওয়ার জন্য কী কী আছে?"

কাতর নয়নে লেকটারের দিকে তাকাল বাচ্চাটা, "আমি কি এক কামড় দিতে পারি?"

"আমার এতে কোনো সমস্যা নেই, তবে..." লেকটারের নজরে পড়ল, বাচ্চাটার মাথাটা বড় আর এর নিচে ঘাড়টা শূকরের মাংস দিয়ে বানানো ফিলে স্টেকের মত। "তোমার পছন্দ হবে না। এটা লিভার।"

"লিভারওয়ার্স্ট!! অসাম! মা কিছু বলবে না তাহলে। ইয়াম্মি!"

বাচ্চাটার স্বভাব বাকিদের মত নয়। সে লিভারওয়ার্স্ট পছন্দ করে, যা অন্য বাচ্চারা দুচোখে দেখতে পারে না। অকারণে ঘ্যানঘ্যান কিংবা চেঁচানোর স্বভাবও স্বাভাবিক বাচ্চাদের মাঝে দেখা যায় না।

সারির একদম শেষে বাচ্চা কোলে থাকা মহিলার ঘুম ভেঙে গেল।

সামনের সারির সিটগুলো কিছুটা কাঁত হয়ে গেল, সিটের ফাঁকফোকর দিয়ে লোকজন তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"আমরা একটু ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম।"

"ম-ম-ম! আমি কি উনার থেকে খেতে পারি?"

কোলে থাকা বাচ্চাটা চোখ পিটপিট করে তাকাল, পরক্ষণেই কান্না জুড়ে দিল। বাচ্চার ডায়াপার ক্লিন আছে কিনা সেটা ভেতরে আঙুল দিয়ে চেক করল মা টা, ডায়াপার নোংরা না হওয়ায় খুশি হলো মনে মনে, ডায়াপার চেঞ্জ করার ঝামেলায় তাহলে যেতে হবে না তাকে। বাচ্চাটার মুখে নিপল ধরিয়ে দিল মহিলাটা।

"ওকে কি খাওয়াতে চাচ্ছেন, স্যার?"

"লিভার, মাদাম।" নম্রভাবেই উত্তর দিল লেকটার। "আমি খাওয়াতে চাইনি..."

"লিভারওয়ার্স্ট! আমার সবচেয়ে ফেভারিট। আমি খেতে চাই। তিনি বলেছেন, তিনি আমাকে দেবেন।" শেষ শব্দটা টেনে টেনে উচ্চারণ করল ছেলেটা।

"স্যার, আপনি আমার ছেলেটাকে খাওয়ানোর আগে সেটা কী আমি একটু দেখতে পারি।"

সদ্য ঘুম থেকে উঠে আসা এয়ারহোস্টেসের মুখ কুঁচকে আছে। সে মহিলার সিটের পাশে দাঁড়াল। বাচ্চাটা চিৎকার দিয়ে কাঁদছে। "সবকিছু ঠিক আছে? আপনার জন্য কী কিছু আনব? পানি গরম করে আনতে হবে?"

হোস্টেসের হাতে একটা বেবি বটল ধরিয়ে দিল সে। রিডিং লাইটটা অন

BanglaBook.org

করে নিপলটা খুঁজতে লাগল সে, এসময় ড. লেকটারকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আপনি কি খাবারটা পাস করে আমার কাছে দিতে পারবেন?আপনি যদি আমার বাচ্চাকে ফুড অফার করে থাকেন, তাহলে তা আমি চেখে দেখতে চাই। নো অফেন্স, কিন্তু আমার বাচ্চার একটু পেটের সমস্যা আছে।"

আমরাই আমাদের ছোট বাচ্চাদের ডে কেয়ারে অপরিচিত মানুষদের কাছে রেখে যাই। আবার একই সাথে, কেয়ার নেয়া সেসব অচেনা মানুষকে বাচ্চারা ভয় পায়-এটা দেখে আমাদের মধ্যে অনুতপ্ততা কাজ করে। এ ধরণের ঘটনা এখন লেকটারের মত দানবকে বসে বসে প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে, যে কিনা বাচ্চাদের প্রতি মারাত্মক রকমের উদাসিন।

ফ'শে বক্সটা মার কাছে পাস করে দিল লেকটার।

"নাইস ব্রেড।" মহিলাটা বলল। ডায়াপার ফিঙ্গারটা দিয়ে চেখে দেখল সে।

"মাদাম, আপনি চাইলে খেতে পারেন।"

"আমি লিক্যুওরটা খাব না।" হাসি হাসি মুখ করে বলল সে। "আমি জানি না আপনি কিভাবে এটা নিয়ে প্লেনে উঠতে পারলেন। এটা কি হুইস্কি? প্লেনে এটা খাওয়ার অনুমতি পাবেন আপনি? আপনার যদি না লাগে, তাহলে আমি কি এই ফিতাটা নিতে পারি? ফিতাটা আমার পছন্দ হয়েছে।"

"স্যার, আপনি এয়ারক্র্যাফটে অ্যালকোহলিক বেভারেজ ড্রিঙ্ক করতে পারবেন না।" হোস্টেসটা বলে উঠল। "আমি আপাতত এটা আমাদের কাছে রাখছি। আপনি প্লেন থেকে নামার সময় চেয়ে নিলেই পেয়ে যাবেন।"

"ঠিক আছে। ধন্যবাদ।" ডক্টর লেকটার বললেন।

তার চারপাশে কি হচ্ছে না হচ্ছে-এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তিনি প্রায়ই তার নিজের জগতে ভ্রমণ করতে যান। ভায়োলেন্ট ওয়ার্ডের নারকীয় আর্তনাদের কাছে কম্পিউটার গেমের বিপবিপ শব্দ, নাকডাকার এবং বায়ু নির্গমনের শব্দ-এগুলো কিছুই না। আর সেই নরকের এক কোণে তার সেলে বসে এই আর্তনাদকে উপেক্ষা করার জন্য চোখ বন্ধ করে মাথা কিছুটা পেছন দিকে হেলে দিয়ে তার মেমোরি প্যালেসে চলে যেত সে, যেখানে কোন চিৎকার চেঁচামেচি নেই-কেবল নীরবতা।

যেহেতু আমরা একবার ডক্টরের সাথে তার পালাজ্জো ক্যাপ্পোনিতে গিয়েছিলাম, তাই আমরা এবার তার সাথে তার মনের রাজ্যে প্রবেশ করবো।

লেকটারের রাজপ্রাসাদের ফয়ার পালেরমোর নর্মান চ্যাপেলের আদলে বানানো। অসাধারণ সৌন্দর্যের আধার সেই ফয়ার, সময়ের সাথে যার কোন পরিবর্তন হয়নি, একইরকম আছে। অমরত্ব একটা অলীক ধারণা, বাস্তবে তা অসম্ভব-এর প্রমাণ হিসেবেই মেঝেতে মাথার খুলি খোদাই করা। এই প্রাসাদ

BanglaBook.org

থেকে কোন তথ্য নেয়ার জলদি না থাকলে সে ধীরেসুস্থে তার বানানো স্থাপত্যের দিকে একমনে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, ঠিক যেমন এখন তাকিয়ে আছে।

নিমোনিক সিস্টেম হিসেবে পরিচিত মেমোরি প্যালেস প্রাচীন স্কলারদের কাছে জনপ্রিয় ছিল। মধ্যযুগে যখন সকল বই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, তখন অনেক তথ্য এই মেমোরি প্যালেসে সংরক্ষণ করা হত। তার আগের স্কলারদের মত সেও তার মেমোরি প্যালেসে তৈরি করা হাজার হাজার ঘরে বিভিন্ন সামগ্রীর আড়ালে অনেক তথ্য জমিয়ে রাখে। তবে লেকটার প্যালেসটাকে শুধু তথ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করত না। সে এই প্রাসাদে মাঝেমাঝে থাকত। বছরের পর বছর সে তার প্রাসাদের সূক্ষ্ম এবং উৎকৃষ্ট সব কালেকশন দেখেই কাটিয়ে দিয়েছে। তার শরীর অবশ্য তখন ভায়োলেন্ট ওয়ার্ডের এক কোণে পড়ে ছিল। ভায়োলেন্ট ওয়ার্ডে ভয়ানক আর্তনাদ-হুংকারে স্টিলবারগুলো কেঁপে উঠত সবসময়। মনে হত নরকের বীণা বেজে চলছে অবিরাম। এর মধ্যে এভাবেই সে টিকে ছিল, শরীর এক জায়গায়-আত্মা অন্য কোথাও।

মধ্যযুগীয় স্ট্যান্ডার্ড বিবেচনা করলে হ্যানিবাল লেকটারের প্রাসাদ অনেক বিশাল, বাস্তব পৃথিবীর শুধু একটামাত্র স্থাপত্যের সাথেই এর তুলনা করা চলে। আর তা হলো ইস্তাম্বুলের টপকাপি প্যালেস।

সে তার মন উত্তাল ঝড়ের গতি নিয়ে ফয়ার থেকে গ্রেট হল অফ দ্য সিজনসে চলে আসল। প্যালেসটা সাইমোনাইডস অব সিও'র তৈরি করা রুলস অনুসারে বানানো, চারশ বছর পরে সিসেরো এর সম্প্রসারণ করেন। এই প্রাসাদের মধ্যে দিয়ে বাতাস সহজে চলাচল করতে পারে, সিলিংটা অনেক ওপরে। বিভিন্ন সামগ্রী আর ট্যাবল্যু দিয়ে তা সাজানো, যা একই সাথে প্রাণবন্ত, আকর্ষণীয়, বেদনাদায়ক এবং সুন্দর। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে ডিসপ্লেগুলো রাখা। সেগুলো আলোয় ঝলমল করছে, ঠিক সুবিশাল কোন মিউজিয়ামের মত। কিন্তু মিউজিয়াম ওয়ালের মত দেয়ালের রং নিউট্রাল নয়। জিওত্তোর মতই লেকটারের মনের দেয়ালে বিভিন্ন ফ্রেস্কো আঁকা।

প্রাসাদে থাকাকালীন সময়ে ক্লারিস স্টারলিংয়ের হোম অ্যাড্রেস বের করার সিদ্ধান্ত নিল সে। কিন্তু তার কোন তাড়াহুড়ো নেই। বিশাল স্টেয়ারকেসের সামনে এসে সে দাঁড়াল, সেখানে রিয়াচে ওয়ারিয়ররা দাঁড়িয়ে আছে। এই ব্রোঞ্জ ওয়ারিয়রদের কে বানিয়েছে—এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে সবার আগে ফিদিয়ার নাম চলে আসে। অনেকে বলে থাকে, সমুদ্রের তলদেশ ফুঁড়ে তারা বের হয়ে এসেছিল, তাই তাদের সমুদ্রতীরে খুঁজে পাওয়া যায়। হোমার সফোকলসের যুগের সেন্টারপিস এই ব্রোঞ্জের মূর্তি দুটো।

BanglaBook.org

ডক্টর লেকটার চাইলে এই দুটো ব্রোঞ্জ ফেসের মুখ দিয়ে 'মেলেগার' পৌরাণিক কাহিনি বলাতে পারেন, কিন্তু আজ তিনি তা করলেন না, শুধু তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হাজারেরও বেশি রুম, মাইলের পর মাইল এলাকা জুড়ে থাকা করিডোর, প্রতিটা ঘরে থাকা সামগ্রীর সাথে জুড়ে থাকা শত শত ফ্যাক্ট—যখনই লেকটার তার অবসর সময় কাটানোর জন্য মেমোরি প্যালেসে আসেন, তখন এগুলো তার মানসিক প্রশান্তি নিয়ে আসে।

আমাদের হৃদয়ে এবং মস্তিষ্কের ভল্টে 'বিপত্তি' নামের এই বস্তুটা থাকবেই। সব চেম্বার কখনও সুদৃশ্য হয় না, আলোকিত থাকে না। মনের পাটাতনের কিছু জায়গায় ছিদ্র থাকবেই, অনেকটা মধ্যযুগের ডানজিওন মেঝেতের মত—যাকে 'উবলিয়াতে' বলা হয়ে থাকে। এটা অনেকটা বটল আকৃতির সলিড পাথরের তৈরি সেল যার সিলিংয়ের জায়গায় একটা ট্র্যাপডোর থাকত। সব কষ্ট সেখানে আটকে থাকত, আমাদের মন থেকে তারা বের হতে পারত না। আমাদের মনের দরজার প্রতিরক্ষা ব্যূহ সবসময় তাদের আটকে রাখতে পারে না। স্মৃতির স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠে, বছরের পর বছর আটকে রাখা দুঃখকষ্টগুলো বেরিয়ে পড়ে তখন। যা পরবর্তিতে ব্যথাবেদনায় রূপ নেয়। ফলশ্রুতিতে আমরা আর স্বাভাবিক থাকতে পারি না। আমরা অস্বাভাবিক ব্যবহার করতে থাকি...

ভয়-আনন্দের সাথে তাকে আমরা অনুসরণ করলাম। তার নিজের বানানো করিডোর ধরে দ্রুতপদে সে এগিয়ে যাচ্ছে, গন্ধরাজের সুগন্ধ নাকে লাগছে তার। বিভিন্ন ভাস্কর্য এবং আলোকিত প্রতিকৃতির উপস্থিতি টের পাচ্ছি আমরা।

তার বানানো পথ হলো অফ অ্যাড্রেসের সিঁড়ির দিকে চলে গেছে। সেই ঘরে ভাস্কর্য এবং পেইন্টিংস একটা ক্রম রক্ষা করে পরপর সাজানো। আলো তাদের ওপর ঠিকরে পড়ছে, ঠিক যেমনটা সিসেরো চেয়েছিলেন।

আহ...ডানদিকে দরজার সাথে বানানো তাকগুলোর মধ্যে নিচ থেকে ওপরের দিকে তৃতীয় তাকে সেইন্ট ফ্রান্সিসের একটা পেইন্টিং দেখা যাচ্ছে, সেখানে একটা স্টারলিং পাখিকে একটা মথ খাওয়ানো হচ্ছে। পেইন্টিংয়ের সামনে লাইফ-সাইজের পেইন্টেড মার্বেলের তৈরি একটা ট্যাবল্যু রাখা, সেখানে দেখা যাচ্ছে—আর্লিংটন ন্যাশনাল সেমেটারিতে তেত্রিশ বছর বয়স্ক জিশু একটা প্যারেড সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, টিন লিজি নামে পরিচিত ২৭ মডেল টি-ফোর্ড ট্রাকের চালকের আসনে আছেন তিনি। আর ট্রাকবেডে দাঁড়িয়ে তুতু ড্রেস গায়ে জে.এডগার হুভার অদৃশ্য জনতার উদ্দেশ্যে হাত

BanglaBook.org

নাড়ছেন। তার পেছনে ক্লারিস স্টারলিং মার্চ করে সামনে আগাচ্ছে, পয়েন্ট ৩০৮ এনফিল্ড রাইফেল তার শোল্ডার আর্মে শোভা পাচ্ছে।

স্টারলিংকে দেখে লেকটার খুশি হলো।অনেক আগে ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়া অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে স্টারলিংয়ের হোম অ্যাড্রেস চেয়ে নিয়েছিল লেকটার। এই ট্যাবল্যুর মধ্যে সেই ঠিকানা লুকিয়ে রেখেছে সে। আর এখন তার মনোবাসনা পূরণের জন্য স্টারলিং যে স্ট্রিটে থাকে সে স্ট্রিটের নাম আর নাম্বার স্মৃতি থেকে টুকে নিল, ৩৩২৭ টিনডাল আর্লিংটন, ভিএ ২২৩০৮। মেমোরি প্যালেসের বিশাল হলগুলো সে মুহূর্তের মধ্যেই অস্বাভাবিক গতিতে সরিয়ে ফেলতে পারে। তার রিফ্লেক্স, সামর্থ্য, বোধশক্তি এবং মনের জোরের সাহায্যে লেকটার বাস্তব জগতের বাধাবিপত্তির মোকাবেলা করতে পারলেও তার নিজের মনের মধ্যেই এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে যেতে যে নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। যেখানে সিসেরোর যুক্তিবিদ্যা কোনভাবেই খাটে না।

অ্যানশিয়েন্ট টেক্সটাইলের কালেকশনগুলো দেখে আসার জন্য মনস্থির করল সে। ম্যাসন ভার্জারকে পাঠানো চিঠিটা লেখার জন্য সে মনের গহীনে সংরক্ষিত ইতালিয়ান পয়েট ওভিদের একটা টেক্সট দেখে নিয়েছিল। সেই টেক্সটের বিষয়বস্তু ছিল সুগন্ধিযুক্ত ফেসিয়াল অয়েল যা কিনা কাপড় বুননের সুতোতে ব্যবহার করা হয়।

হল অব লুম অ্যান্ড টেক্সটাইলের দিকে চলে যাওয়া আকর্ষণীয় সমতল কিলিম রানার কার্পেটের ওপর হেঁটে সামনে আগাতে লাগল সে।

বোয়িং ৭৪৭-এর দুনিয়াতে ফিরে আসা যাক। ডক্টর লেকটারের মাথা সিটের ওপর হেলান দিয়ে রাখা। তার চোখগুলো বন্ধ। এয়ারপ্লেনের ঝাঁকুনিতে তার শরীর হালকা দুলে উঠল।

সারির শেষ সিটে বাচ্চাটা তার মিল্ক বটল শেষ করে ফেলেছে। জেগে আছে সে। হঠাৎ বাচ্চাটার চেহারা লাল হয়ে গেল। মা বুঝতে পারল, কম্বলের ভেতরে থাকা শরীরটা শক্ত হয়ে গেছে। এর পরপরই রিলাক্স হয়ে গেল বডিটা। আর এর প্রতিক্রিয়াও হলো ভয়ানক। কী হলো তা নিয়ে কারো বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। মহিলাটাকে কষ্ট করে ডায়াপারের ভেতর হাত ঢুকিয়ে চেক করারও দরকার পড়ল না। সামনের সারিতে থাকা কেউ একজন নাক চেপে বিরক্তির স্বরে বলল, "জেসাস!!"

এয়ারপ্লেনের বাসি দুর্গন্ধের সাথে অতিরিক্ত একটা গন্ধ নতুন মাত্রা যোগ করল। ডক্টর লেকটারের পাশে থাকা ছোট ছেলেটি বাচ্চার এহেন অভ্যাসের

BanglaBook.org

সাথে অভ্যস্ত, তাই বাজে দুর্গন্ধের মধ্যেও ফ'শে থেকে লেকটারের লাঞ্চ খেতে তার কোন সমস্যাই হলো না।

মেমোরি প্যালেসে মাঝে মাঝে কষ্ট-দুঃখগুলোকে ডানা মেলে উড়তে দেখা যায়, আর উবলিয়াতে থেকে ভয়াবহ দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে...

যুদ্ধের সময় আর্টিলারি আর মেশিনগান ফায়ারিংয়ের হাত থেকে অল্প কিছু মানুষ নিজেদের অক্ষত রাখতে পারলেও হ্যানিবাল লেকটারের মা-বাবা পারল না, তারা সে যুদ্ধে মারা যায়। তাদের এস্টেটের চারপাশে থাকা বিশাল জঙ্গল বোমের আঘাতে তছনছ হয়ে যায়।

সেই আঘাতের পর রিমোট হান্টিং লজে যেসব লোকেরা ছিল তারা খাদ্যের জন্য বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এদিক সেদিক ছোটাছুটি শুরু করল। সামনে যা পেল তাই খেতে লাগল। একবার তারা আঘাতপ্রাপ্ত অস্থিচর্মসার একটা হরিণকে খুঁজে পেল, তার শরীরে একটা তীর আটকে আছে। তুষারের আড়ালে থাকা পশুখাদ্য খেয়ে এতদিন বেঁচে ছিল হরিণটা। প্রাণীটাকে হাঁটিয়ে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল তারা।

হালচাষের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রের সাথে হরিণটার মাথা বেঁধে সেটা টেনে মোচড় দিয়ে ধড় থেকে আলাদা করে ফেলল তারা। কোন ফায়ারিং না করে তারা একটা কুড়ালের সাহায্যে চারটা পা আলাদা করল। রক্তগুলো কেন একটা বোলে সংগ্রহ করা হলো না–এজন্য নিজেদের মধ্যে বিচিত্র সব ভাষায় পরস্পরকে গালাগাল করতে লাগল তারা। গোলাঘরের ফাটলের মধ্যে দিয়ে ছয় বছর বয়সি হ্যানিবাল লেকটার সবকিছু দেখেছিল তখন।

খাটো হরিণের মাংস খেয়ে তারা দুই থেকে তিনদিন চলতে পারল। তাদের শ্বাস ভারি হতে লাগল নতুন শিকারের সন্ধানে। হান্টিং লজ থেকে তারা আবার ফিরে আসল। এবার গোলাঘরে ঢুকে পড়ল তারা। পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সি বাচ্চারা খড়ের ওপর গাদাগাদি করে ছিল। ঠাণ্ডায় কেউ এখন পর্যন্ত জমে যায়নি, সবাই সুস্থ ছিল তখনও। সেখান থেকে একজনকে খাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করল তারা।

তারা হ্যানিবাল লেকটারের উরু এবং বুকের ওপর হাত দিল, তার মধ্যে কতটুকু মাংস আছে তা পরীক্ষা করার জন্য। কিন্তু তার বদলে তার বোন মিস্কাকে তুলে নিয়ে গেল তারা। নরখাদকরা বলেছিল, খেলার মাঠে নিয়ে যাচ্ছে মিস্কাকে। যারাই এরকম খেলতে গিয়েছিল, তারা কেউই আর ফিরে আসেনি।

হ্যানিবাল তার হাতের শক্ত মুঠি দিয়ে মিস্কাকে ধরে রেখেছিল। ততক্ষণ

BanglaBook.org

পর্যন্ত তাকে আগলে রাখতে পেরেছিল, যতক্ষণ না লোকগুলো তার বাহুর ওপরের অংশের হাড় ভেঙে দেয় এবং অচেতন করে মুখের ওপর গোলাঘরের দরজা দড়াম করে বন্ধ করে দেয়।

তার বোনকে হরিণের রক্তে রঞ্জিত তুষারের ওপর দিয়ে ঘষটাতে ঘষটাতে নিয়ে গেল তারা।

মিস্কাকে যেন সে আবার দেখতে পায়–বারবার জিশুর কাছে এই প্রার্থনা করেছিল সে। কিন্তু তার এই প্রার্থনা কুড়ালের শব্দকে আটকে রাখতে পারেনি। তবে মিস্কাকে আবার দেখতে পাওয়ার এই প্রার্থনা যে স্রষ্টা পুরোপুরি শুনেননি তা নয়। লেকটার মিস্কাকে দেখতে পেয়েছিল, তার শরীরের অংশকে দেখতে পেয়েছিল সে। নরখাদকদের করা পায়খানার মধ্যে মিস্কার কয়েকটা দুধদাঁত দেখতে পেরেছিল লেকটার।

১৯৪৪ সালে ইস্টার্ন ফ্রন্ট কলাপস করার পর গোলাঘরে বন্দি করে রাখা বাচ্চাদের নিজেদের খাবার হিসেবে ব্যবহার করেছিল সেই নরপিশাচগুলো!!

তার প্রার্থনার এরূপ ফলাফল পাওয়ায় লেকটার এখন স্রষ্টা কিংবা দেবতা কোনটাতেই আর বিশ্বাস করে না। সৃষ্টিকর্তার নৃশংসতার তুলনায় তার নিজের করা শিকারের পরিণতিকে যথেষ্ট শালীন বলে মনে হয় তার কাছে। ভাগ্যকে পরিহাসের বস্তু বানাতে সিদ্ধহস্ত এই ঈশ্বর নির্দোষ মানুষদের ওপর যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে থাকেন তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়।

ক্রমাগত শব্দ করতে করতে উড়ে চলা এয়ারক্র্যাফটের তালে তালে হেডরেস্টের ওপর রাখা লেকটারের মাথাও দুলছে। রক্তিম হয়ে যাওয়া তুষারের ওপর দিয়ে টেনেহিচড়ে মিস্কাকে নিয়ে যাওয়া এবং তার ওপর কুড়াল আছড়ে পড়ার শব্দ–এই দুটো দৃশ্যপটের মধ্য থেকে লেকটার কোনভাবেই বের হতে পারল না। তার ঘর্মাক্ত মুখ থেকে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বের হয়ে এল।

তার সামনে থাকা প্যাসেঞ্জাররা পেছন ফিরে তাকাল, অনেকের ঘুম ভেঙে গেল। সামনের লোকজন খেঁকিয়ে উঠল।

"জেসাস ক্রাইস্ট, কী সমস্যা তোমার, বাবা? মুখটা বন্ধ করতে পার না তুমি?"

ডক্টর লেকটারের চোখ খুলে গেল। ছোট্ট ছেলেটার হাত তার মাথার ওপর রাখা।

"খারাপ স্বপ্ন দেখছিলে, তাই না?"

ছেলেটা মোটেও ভয় পাচ্ছে না। সামনের মানুষদের করা অভিযোগকেও সে পাত্তা দিচ্ছে না।

BanglaBook.org

"হ্যা।"

"আমি প্রায়ই এমন দেখি। আমি উপহাস করছি না তোমাকে।"

কয়েকটা বড় বড় নিঃশ্বাস নিল সে। তার শান্ত সৌম্য ভাব ফিরে এল আবার। সে তার মাথা বাচ্চাটার কানের কাছে নিয়ে এল, যেন কোন গোপন কথা বলছে–"ভালো করেছো প্লেনের দেয়া খাবার তুমি খাওনি। কখনও খাবে না এ ধরণের খাবার।"

এয়ারলাইনসের কাছে খাতাকলম থাকে না। তার ব্রেস্টপকেট থেকে কাগজ কলম বের করে ক্লারিস স্টারলিংয়ের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লেখা শুরু করল সে।

প্রথমে স্টারলিংয়ের একটা স্কেচ আঁকল। সেই স্কেচ এখন শিকাগো ইউনিভার্সিটির প্রাইভেট হোল্ডিং এবং সব স্কলারদের কাছে চলে গিয়েছে। এই স্কেচে স্টারলিংকে বাচ্চা বাচ্চা লাগছে, তার চুলগুলো অনেকটা মিস্কার মত। সেই চুল চোখের পানি দিয়ে তার গালে লেগে আছে।

আমাদের নিঃশ্বাসের বাষ্পের মধ্যে দিয়ে এয়ারপ্লেনটাকে দেখতে পারছি আমরা। রাতের আঁধারে একটা আলোকবিন্দুর মত সেটা পোল স্টারকে অতিক্রম করল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৯

পেপার, ফাইল আর ফ্লপি ডিস্কের স্তূপের কারণে স্টারলিংয়ের কিউবিকলে একবিন্দু জায়গাও খালি নেই। পুরোপুরি একটা ম্যাসাকার অবস্থা। এগুলো রাখার জন্য আরো জায়গা চেয়েছিল স্টারলিং, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেটা কানে নেয়নি। যথেষ্ট হয়েছে। চেয়ে যখন পায়নি, তাই জোর খাটিয়ে কোয়ান্টিকোর বেসমেন্টে একটা বিশাল রুম সে বাগিয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ফান্ডিং দেয়ার আগ পর্যন্ত রুমটা বিহেভিওরাল সায়েন্সের প্রাইভেট ডার্করুম হিসেবে পরিচিত ছিল। কোন জানালা নেই, কিন্তু অনেকগুলো তাক আছে। ডার্করুম নামের সার্থকতা বজায় রাখার জন্যই এই রুম থেকে বের হওয়া বা ঢুকার জন্য দরজার বদলে ডাবল ব্ল্যাকআউট কার্টেইন ব্যবহার করা হয়েছে।

অজ্ঞাতনামা কোন অফিসকর্মি গোথিক চিঠিতে 'হ্যানিবাল'স হাউজ' প্রিন্ট করে রুম এন্ট্রান্সের সামনে পিন দিয়ে লাগিয়েছে। রুমটা যাতে হারাতে না হয়, সেজন্য প্রিন্ট করা কাগজটা খুলে ভেতরে নিয়ে গেল স্টারলিং।

শুরুতেই লটারি লেগে গেল স্টারলিংয়ের। কলম্বিয়া কলেজ অফ ক্রিমিনাল জাস্টিস লাইব্রেরিতে থাকা দরকারি ব্যক্তিগত জিনিসপত্রগুলো সে নিজের অধিকারে নিতে সক্ষম হলো। সেই লাইব্রেরিতে হ্যানিবাল লেকটারের জন্য আলাদা একটা রুম বরাদ্দ ছিল। হ্যানিবালের মেডিকেল অ্যান্ড সাইকিয়াট্রি প্র্যাকটিসের আসল পেপার, ট্রায়াল এবং তার বিরুদ্ধে নেয়া সিভিল অ্যাকশনের ট্রান্সক্রিপ্ট–এগুলো সব কলেজের সংগ্রহে ছিল। প্রথমবার কলেজের লাইব্রেরিতে গিয়ে স্টারলিং ৪৫ মিনিট বসে ছিল। এই পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেকটার রুমের চাবি খুজতেই ব্যয় হয়েছে, কিন্তু সেই পরম আরাধ্য চাবি আর পাওয়া যায়নি। পরেরবার গিয়ে একজন উদাসিন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টকে ইনচার্জ হিসেবে পায় সে, আর সমস্ত জিনিস নিয়ে আসে এই ডার্করুমে।

৩২টা বসন্ত পার করেও স্টারলিং এখন পর্যন্ত ধৈর্য জিনিসটা রপ্ত করতে পারে নি। ইউএস অ্যাটর্নির অফিসে সেকশন চিফ জ্যাক ক্রফোর্ডের হস্তক্ষেপে সে সমস্ত কলেজ কালেকশন কোয়ান্টিকোর বেসমেন্টে নিয়ে আসার কোর্ট অর্ডার পায়। একটা সিঙ্গেল ভ্যানে করে সেসব ম্যাটেরিয়াল ফেডারেল মার্শালরা নিয়ে আসে।

কোর্ট অর্ডারটা কিছুটা ধুম মাচাবে, সে আগেই ধারণা করেছিল। আর তার ধারণাই সত্যি হলো এবং যার ফলাফল–ক্রেন্ডলারের আগমন।

BanglaBook.org

দুই সপ্তাহের পরিশ্রম শেষে তার হাতে গড়া লেকটার সেন্টারে বেশিরভাগ লাইব্রেরি ম্যাটেরিয়াল সুন্দরভাবে একটা অর্ডার মেইনটেইন করে রাখা হয়েছে।

সবকিছু সাজিয়ে রাখার পর এক শুক্রবার বিকেলে স্টারলিং তার হাত আর মুখে লেগে থাকা বুকডাস্ট আর ঝুলকালি পরিস্কার করার সুযোগ পেল। এরপর লাইটগুলো অফ করে এক কর্নারে মেঝের ওপর বসে পড়ল সে। থরে-থরে সাজানো বই আর কাগজের ওপর নজর বুলাল। ঝিম মেরে বসে রইল কিছুক্ষণ।

হঠাৎ একটা গন্ধ জাগিয়ে তুলল তাকে। বুঝতে পারল, এই রুমে সে একলা নয়।

শু পলিশের গন্ধ চারদিকে ম ম করছে।

রুমটা আধো অন্ধকারে নিমজ্জিত, ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল পল ক্রেন্ডলার ধীরে ধীরে তাকগুলোর দিকে এগোল। বই আর ছবিগুলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে। নক করার ঝামেলায় যায়নি, দরজা না থাকায় নক করার মত পরিস্থিতিও ছিল না। তাছাড়া তার অধীনস্থ এজেন্সির কোথাও প্রবেশ করার জন্য নক করে ঢুকার কোন আগ্রহই নেই ক্রেন্ডলারের মধ্যে। কোয়ান্টিকোর এই বেসমেন্টে সে আসলে তার চেয়ে নিচুস্তরের লোকদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছে।

রুমের এক অংশের দেয়ালে লেকটারের ইতালিয়ান সব ইনফর্মেশন রাখা। একটা বড়সড় ফটো সেখানে টাঙানো–পালাজ্জো ভেচ্চিওর জানালা দিয়ে ঝুলে থাকা নাড়িভুঁড়ি বের হওয়া রিনালদো পাজ্জিকে দেখা যাচ্ছে সেখানে। তার বিপরীত দেয়ালে ইউনাইটেড স্টেটসে থাকাকালীন সব ক্রাইম রেকর্ডস রাখা। একটা পুলিশ ফটোগ্রাফ দেখা যাচ্ছে সেখানে–কয়েক বছর আগে লেকটারের হাতে খুন হওয়া বো হান্টারের ছবি ওটা। বো হান্টারের শরীরটা একটা পেগবোর্ডের সাথে ঝুলানো অবস্থায় পাওয়া যায়। সেসময়, মধ্যযুগের উন্ডেড ম্যান ইলাস্ট্রেশন-এ থাকা সম্ভাব্য সব ধরনের উন্ড তাকে করা হয়েছিল। শেল্‌ফগুলোতে অনেক কেস ফাইল ছিল, ডক্টর লেকটারের গাফিলতির কারণে হওয়া মৃত্যু সংক্রান্ত অনেক সিভিল কেস ফাইলও ছিল সেখানে।

মেডিকেল প্র্যাকটিস করার সময় লেকটারের পুরনো সাইকিয়াট্রিক অফিস থেকে পাওয়া ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা বইগুলো একটা নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে রাখা আছে। স্টারলিং ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পুলিশ ফটো এক্সামিন করে বইগুলোকে ক্রমানুসারে সাজিয়েছে। ডিম রুমের অধিকাংশ আলোই ডক্টরের হেড নেকের একটা এক্সরে ফিল্ম থেকে আসছে। দেয়ালে লাগানো একটা

BanglaBook.org

লাইট বক্সে সেই ফিল্মটা আটকানো। আর বাকি যেটুকু আলো পাওয়া যাচ্ছে সেটার উৎস–কর্নার ডেস্কে থাকা একটা কম্পিউটার ওয়ার্কস্টেশন। কম্পিউটারের স্ক্রিন থিম 'ডেনজারাস ক্রিয়েচারস।'

কিছুক্ষণ পরপরই শব্দ করে উঠে যন্ত্রটা।

স্টারলিংয়ের সার্চের রেজাল্ট হিসেবে মেশিনের পাশে রাখা কাগজপত্রগুলো পাওয়া গেছে। ছেঁড়াফাটা পেপার রিসিপ্ট, দোকানের বিল। এসব কাগজ থেকে ধারণা করা যায়, উন্মাদখানায় লেকটারকে পাঠানোর আগে ইতালি আর আমেরিকায় তার প্রাইভেট লাইফটা কেমন ছিল। এগুলো হলো তার পছন্দের সবকিছুর একটা ক্যাটালগ।

ফ্ল্যাটবেড স্ক্যানারের সাহায্যে একটা টেবিল স্ক্যান করেছে সে। বাল্টিমোরে লেকটারের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা জিনিসগুলো সে টেবিলে রাখা ছিল–চায়না, সিলভার, ক্রিস্টাল কালারের একটা ন্যাপেরি, চার স্কয়ার ফিটের অভিজাত একটা ক্যান্ডেলস্টিক যা কিনা রুমে অদ্ভুতভাবে ঝোলানো অবস্থায় পাওয়া যায়।

ক্রেন্ডলার বড় ওয়াইন গ্লাসটা নিয়ে সেখানে তার নখ দিয়ে দাগ কাটতে লাগল।

সরাসরি কোন ক্রিমিনালের সংস্পর্শে আসেনি ক্রেন্ডলার, কখনো মুখোমুখি তাদের সাথে যুদ্ধে নামতে হয়নি তাকে। সে ভেবেছিল লেকটার একজন মিডিয়া বুগিম্যান, আর এটাকে একটা সুযোগ হিসেবে দেখেছিল–যা ব্যবহার করে সে ওপরে উঠতে পারবে। লেকটারের মৃত্যুর পর এফবিআই মিউজিয়ামে বড় করে তার ছবি লাগানো হবে, এমনটা সে মানসচক্ষে দেখতে লাগল। ক্যাম্পেইন ভ্যালু হিসাব করতে লাগল সে, লেকটারকে নিজের হাতে মারতে পারা তার জন্য কতটা লাভজনক হবে তা সে ভাবতে লাগল। ক্রেন্ডলারের নাক এক্সরে ফিল্মে থাকা ডক্টরের মাথার এত কাছে চলে গিয়েছিল যে, যখন স্টারলিং কথা বলে উঠল, তখন ক্রেন্ডলার কিছুটা ভড়কে গেল।

"আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, মি. ক্রেন্ডলার?"

"তুমি কেন ওখানে অন্ধকারে বসে আছো?"

"আমি ভাবছিলাম, মি. ক্রেন্ডলার।"

"দুনিয়ার প্রতিটা কোণ থেকে জানতে চাওয়া হচ্ছে, আমরা ডক্টর লেকটারের ব্যাপারে কি করছি।"

"কী করছি, আপনার চোখের সামনেই সেটা দেখতে পাচ্ছেন।"

"আমাকে সংক্ষেপে সবকিছু বলো, স্টারলিং। যা যা জানতে পেরেছো, সবকিছু।"

"মি. ক্রফোর্ডের কাছ থেকে শুনলে..."

BanglaBook.org

"কোথায় ক্রফোর্ড?"

"উনি এখন কোর্টে আছেন।"

"আমার মনে হয় উনি এবার হারতে চলেছেন। তোমার কী মনে হয় না?"

"না, স্যার। আমার মনে হয় না।"

"এখানে করছোটা কি তুমি? যখন তুমি কলেজের সব স্টাফ বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা করেছিলে, তখন আমরা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছি। আরো ভালো ভাবে ব্যাপারটা সামলানো যেত।"

"এখানে আমরা ডক্টর লেকটার সম্পর্কিত সমস্ত জিনিস আর রেকর্ডস একত্র করেছি। তার ব্যবহৃত অস্ত্রগুলো ফায়ারআর্মস অ্যান্ড টুলমার্কস ডিপার্টমেন্টের অধীনে আছে, তবে আমরা আমাদের কাছে ডুপ্লিকেটটা রেখেছি। তার পার্সোনাল পেপারগুলোও এখন আমাদের হাতে আছে।"

"এসব রাখার পেছনে কী যুক্তি আছে তোমার? তুমি খুনি ধরতে এসেছো, কোন বই লিখতে আসোনি।" ক্রেন্ডলার একটু থামল। "জুডিশিয়ারি ওভারসাইট কমিটিতে কোন র‍্যাঙ্কে থাকা রিপাবলিকান যদি আমাকে জিজ্ঞেস কওে–তুমি, স্পেশাল এজেন্ট ক্লারিস স্টারলিং, হ্যানিবাল লেকটারকে ধরার জন্য কী স্টেপ নিয়েছো, তখন আমি কি বলব?"

স্টারলিং সব লাইট জ্বালিয়ে দিল। তার চোখে পড়ল, ক্রেন্ডলার তার শার্ট আর টাইয়ের চেয়ে স্যুটের পেছনে বেশি খরচ করে থাকে। তার রিস্টনবটা কাফ থেকে উঁকি মারছে।

স্টারলিং চারপাশের দেয়ালের ভেতরে বাইরে কি আছে না আছে সবকিছু দেখার পেছনে একমুহূর্ত ব্যয় করল। নিজেকে ঠিকমত গুছিয়ে নিল সে, মনে হচ্ছে যেন পুলিশ একাডেমিতে সে ক্রেন্ডলারের ক্লাস নিচ্ছে।

"আমরা জানি, ড. লেকটার নিজেকে লুকাতে এক্সপার্ট।" স্টারলিং শুরু করল।

"তার অবশ্যই একাধিক সলিড আইডেন্টিটি আছে। সে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সতর্ক। বোকার মত কোন কাঁচা কাজ সে করবে না।"

"বলতে থাকো।"

"অনেক পরীশিলিত, রুচিসম্পন্ন মানুষ সে। তার পছন্দের মধ্যে কিছু কিছু জিনিস বেশ অদ্ভুত। খাবার, মিউজিক, ওয়াইন–সব ক্ষেত্রেই। যদি সে স্টেটসে আসে, তাহলে সে এগুলো সংগ্রহ করবেই। তাকে সেসব জিনিস নিতেই হবে। এক্ষেত্রে সে কোন কার্পণ্য করবে না।

মি. ক্রফোর্ড আর আমি বাল্টিমোরে ডক্টর লেকটারের সব রিসিপ্ট আর পেপার রিড করেছিলাম, পেপার আর রিসিপ্টগুলো তাকে প্রথম অ্যারেস্ট

BanglaBook.org

করার আগেকার সময়ের। আর অ্যারেস্ট পরবর্তি সময়ে ইতালিয়ান পুলিশ যেসব রিসিপ্ট আর ক্রেডিটরদের কেসফাইল আমাদের পাঠিয়েছে, সেসব থেকে আমরা লেকটারের পছন্দের একটা লিস্ট বানিয়েছি।

এখানে আপনি দেখতে পারছেন–যে মাসে ড. লেকটার বাল্টিমোর ফিলার্মোনিক অর্কেস্ট্রা বোর্ডের মেম্বারদের ফ্লুটিস্ট বেঞ্জামিন রাসপালির সুইটব্রেড সার্ভ করেছিল, সে মাসে সে ৩৬০০ ডলার দাম দিয়ে দুই কেস শ্যাতো পেত্রেস বরদোঁ কিনেছে। তাছাড়া সে ১১০০ ডলার খরচ করে এক কেস বাটার্ড মতাঁশে ক্রয় করে।"

সে পালিয়ে যাবার পর সেইন্ট লুইসের রুম সার্ভিসে সেই একই ওয়াইনের অর্ডার দেয়। ফ্লোরেন্সে ভেরা দাল ১৯২৬ শপ থেকেও সে একই স্টাফ অর্ডার করেছে। হুইস্কিটা অনেক রেয়ার। এই হুইস্কি কেসের ডিলার আর ইমপোর্টারদের চেক করছি আমরা।

নিউইয়র্কের আয়রন গেট থেকে সে গ্রেড এ ফয়ে গ্রাঁ কিনে, যার প্রতি কেজি ২০০ ডলার করে। সে শিরোন্দ থেকে গ্রিন অয়স্টার নেয়। অয়স্টারগুলো গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল অয়স্টার বার থেকে সাপ্লাই দেয়া হয়েছিল। ফিলার্মোনিক বোর্ডের মিল শুরুই হয় এই অয়স্টার দিয়ে, এরপর সুইটব্রেড, সরবেঁ এবং এরপর...এই যে, টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি ম্যাগাজিনে লেখা আছে" জোরেজোরে পড়তে লাগল সে–"ডার্ক এবং গ্লসি র‍্যাগিউ, এটা স্যাফরন রাইস দিয়ে কখনও বানানো হয় না। ব্যাস টিউনের সাথে র‍্যাগিউয়ের যে থ্রিলিং টেস্ট তা একমাত্র অ্যালকোহলই দিতে পারবে। র‍্যাগিউ এর প্রলুব্ধকারী স্বাদের জাদুতে মোহিত যারা, তাদের কখনও সনাক্ত করা যায়নি। ব্লা ব্লা...

এখানে লেকটারের বাড়ি থেকে পাওয়া স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্বলিত টেবিলঅয়্যারস এবং অন্যান্য স্টাফের ব্যাপারে ডিটেইলস দেয়া আছে। চায়না আর ক্রিস্টাল সাপ্লায়ারদের থেকে ক্রেডিটকার্ডের মাধ্যমে পারচেজ করা সব ডাটাগুলো ক্রসচেক করছি আমরা।"

ক্রেন্ডলার নাক দিয়ে শব্দ করে উঠল।

"এখানে এই সিভিল স্যুটে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে যে, সে এখনো স্টিউবেন শ্যান্দেলিয়ার কেনার অর্থ পরিশোধ করেনি। আর এখানে লেখা আছে, গ্যালিয়াজ্জো মোটর কোম্পানি অফ বাল্টিমোর তাদের বেন্টলি ফেরত চেয়ে একটা স্যু করেছে। আমরা বেন্টলির কেনাবেচা ট্র্যাক করছি। বেন্টলির সেল পয়েন্ট খুব বেশি জায়গায় নেই। আর সুপারচার্জড জাগুয়ারও আমরা নজরের মধ্যে রেখেছি। রেস্ট্যুরেন্ট গেম সাপ্লায়ারদের আমরা ফ্যাক্স করে পাঠিয়েছি, বন্য শূয়োরদের ক্রয়বিক্রয়ের সব ইনফর্মেশন যেন তারা আমাদের দেয়। স্কটল্যান্ড থেকে রেডলেগড পার্ট্রিজ এখনও আসেনি, এসে

BanglaBook.org

পড়লে আমরা আগামি সপ্তাহে পার্ট্রিজের ব্যাপারে বুলেটিন দিব।"

কিবোর্ড গুঁতিয়ে একটা লিস্ট পড়ে নিল সে, তার ঘাড়ে ক্রেন্ডলারের নিঃশ্বাস অনুভব করল, সাথে সাথে মেশিন থেকে সরে দাঁড়াল সে।

"একটা ফান্ড বানিয়েছি আমি, যেন এর মাধ্যমে নিউইয়র্ক আর সান ফ্রান্সিসকোতে প্রিমিয়ার স্কাল্পার্স এবং কালচার ভালচার্সদের কাছ থেকে কালচারাল টিকেটস কেনার জন্য 'কোঅপারেটিভ' পারচেজ করা যায়। সেখানে অর্কেস্ট্রা আর স্ট্রিং কোয়ার্টেটের ফাংশন আছে, যেগুলো লেকটার পছন্দ করে। হলরুমে রমাঝামাঝি সিক্সথ/সেভেন্থ রো তে বসতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সে কি কি পছন্দ করে তার লিস্টটা লিঙ্কন সেন্টার এবং কেনেডি সেন্টার আর বেশিরভাগ ফিলার্মোনিক হলে পাঠিয়ে দিয়েছি আমি। ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসের বাজেটের মধ্যে সেসব আনুষঙ্গিক খরচ অন্তর্ভুক্ত করে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন, মি. ক্রেন্ডলার।"

কোন উত্তর না পেয়ে সে আবার বলা শুরু করল, "অতীতে সে অ্যান্থ্রোপলজি, লিঙ্গুইস্টিকস, ফিজিক্যাল রিভিউ, ম্যাথমেটিকস, মিউজিক সম্পর্কিত যেসব কালচারাল জার্নালের সাথে সাবস্ক্রাইবড ছিল, সেসব জার্নালের নিউ সাবস্ক্রিপশনগুলো ক্রসচেক করছি আমরা।"

"সে কি মেল প্রস্টিটিউট ভাড়া করত?"

ক্রেন্ডলারের চরিত্রের আভাস পাওয়া গেল এই প্রশ্নের দরুন। "এমন কিছু আমরা কখনও শুনিনি, মি. ক্রেন্ডলার। কয়েক বছর আগে বাল্টিমোরের এক কনসার্টে কয়েকজন সুন্দরি মহিলার সাথে তাকে দেখা যায়। এদের মধ্যে দুজন বাল্টিমোরে চ্যারিটি ওয়ার্কের সাথে জড়িত। তাদের জন্মদিনের দিন ক্রয় করা সম্ভাব্য সব গিফট আমরা চেক করে দেখবো। তাদের কারোরই কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়নি। আর তারা লেকটারের ব্যাপারে কথা বলতেও আগ্রহি নয়। তার সেক্সুয়াল প্রেফারেন্সের ব্যাপারে আমরা এখনও কিছু জানি না।"

"আমি সবসময় ধারণা করে এসেছি, সে হোমোসেক্সুয়াল।"

"আপনি কেন এমন ধারণা করলেন, মি. ক্রেন্ডলার?"

"চিত্রকলা সম্পর্কিত সব স্টাফ দেখে। চেম্বার মিউজিক এবং টি পার্টি ফুড–এ সবকিছুর সাথে জড়িত ছিল সে। আমি কোন কিছু মিন করে বলছি না, কিন্তু তুমি যদি ও ধরণের গ্রুপের লোকদের প্রতি সিমপ্যাথি দেখাও, কিংবা ওদেরকে তোমার বন্ধু বানাও-তাহলে এমন ধারণাই পোষণ করা উচিত।

মূল কথা হচ্ছে, তুমি আমাকে ইমপ্রেস করতে পেরেছো। এখানে আমাদের একে অন্যকে সহযোগিতা করতে হবে। একজন আরেকজনকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ এখানে নেই। আমার সবধরণের লিড লাগবে। এভরি সিঙ্গেল ইনফর্মেশন আমাকে কপি করবে তুমি। বুঝতে পেরেছ, স্টারলিং?"

BanglaBook.org

"জি, স্যার।"

দরজার কাছে গিয়ে পেছন ফিরল ক্রেন্ডলার। "তোমাকে সেটা করতেই হবে। তোমার বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের এটাই শেষ সুযোগ। তোমার ক্যারিয়ার এখন এর ওপরই পুরোপুরি নির্ভর করছে।"

ডার্করুমের ওপরের অংশে ভেন্ট ফ্যান লাগানো আছে। ক্রেন্ডলারের মুখের দিকে তাকিয়ে স্টারলিং সুইচ টিপে দিল। আফটারশেভ আর শু পলিশের গন্ধ শুষে নিচ্ছে ভেন্টের বাতাস। বিদায়সূচক সম্ভাষণ না জানিয়েই পর্দার আড়ালে চলে গেল ক্রেন্ডলার।

গরম বাতাস স্টারলিংয়ের গায়ে এমনভাবে লাগল, যেন সে গানারি রেঞ্জে হিট শিমারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

হলে ক্রেন্ডলার তার পেছনে স্টারলিংয়ের ভয়েস শুনতে পেল।

"আপনার সাথে বাইরে আমার কিছু কথা আছে, মি. ক্রেন্ডলার।"

ক্রেন্ডলারের জন্য একজন ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। এক্সিকিউটিভ ট্রান্সপোর্ট লেভেলে কাজ করার সময় যে মার্কারি গ্র্যান্ড মার্কুইস সেডান তার ছিল, সেটা এখনও আছে।

বাইরে বের হয়ে গাড়ির কাছে যাওয়ার আগেই স্টারলিং ডাক দিল, "হোল্ড ইট, মি. ক্রেন্ডলার।"

ক্রেন্ডলার অবাক দৃষ্টিতে ঘুরে দাঁড়াল তার দিকে। কোনকিছুর আভাস পেয়েছে নাকি মেয়েটা। সতর্ক হয়ে উঠল সে।

"আমরা এখন বাইরে দাঁড়ানো। কোথাও কোনো লিসেনিং ডিভাইস নেই, যদি না আপনার কাছে তা থেকে থাকে।"

স্টারলিংয়ের মধ্যে হঠাৎ একটা জিদ কাজ করল। ময়লা বইপত্রের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে বিধায় সে একটা ট্যাঙ্ক টপের ওপর লুজ ডেনিম শার্ট পরে ছিল।

তার শার্টের স্ন্যাপগুলো হুট করে টান দিয়ে খুলে ফেলল সে। "দেখুন, আমার কাছে কোন ডিভাইস নেই।"

ফাক!! এমন করা উচিত হয়নি।

ভেতরে কোন ব্রাও পরেনি সে।

"আমাদের এই ব্যাপারটা প্রাইভেটলি আলোচনা করা দরকার ছিল। আমি আপনাকে এখন সরাসরি প্রশ্ন করছি। বেশ কয়েক বছর ধরে এ চাকরি করছি আমি। আর এ সময়ের মধ্যে আপনি যতবার সুযোগ পেয়েছেন, ততবারই আমার পিছে লেগেছেন, আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেন, মি. ক্রেন্ডলার?"

"এ ব্যাপারে আমরা অবশ্যই কথা বলব। আমি এজন্য আমার শিডিউল

BanglaBook.org

থেকে সময় বের করবো তোমার জন্য। তুমি যদি কোন কিছু রিভিউ...”

“আমরা সে ব্যাপারে এখনই কথা বলছি।”

“এ প্রশ্নের উত্তর তুমিই খুঁজে বের করো, স্টারলিং।”

“এটা কি এজন্য যে, আমি আপনার কুপ্রস্তাবে সাড়া দেইনি!! আপনার কামবাসনা নিবৃত্ত করার জন্য আপনার ওয়াইফের কাছে যেতে বলেছিলাম আমি–এজন্য??”

সে স্টারলিংয়ের দিকে আবার তাকাল। তার গায়ে সত্যিই কোনো ডিভাইস লাগানো নেই।

“নিজেকে এভাবে এক্সপোজ করার দরকার নেই, স্টারলিং। সেটা অনেক বছর আগেকার কথা। আমি ঐ ঘটনার কথা ভুলেও গেছিলাম। আর তাছাড়া এই শহরে বেশ্যা-মাগির কোন অভাব নেই।”

ড্রাইভারের পাশে বসল সে। গাড়িটা চলা শুরু করল। বাকি কথাটুকু সমাপ্ত করল, “তোর মত বেশ্যা-মাগির কোন অভাব নেই এই শহরে!”

ক্রেন্ডলারের ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে মুখের বুলি দিয়ে সবাইকে হারাতে হবে–সে এটা বিশ্বাস করে। আর তাই সে কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে নিজেকে ঝালাই করে নিচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৫০

"আমার মনে হচ্ছে, এবার কাজ হবে।" আঁধারের উদ্দেশ্যে বলে উঠল ক্রেন্ডলার, যেখানে ম্যাসন শুয়ে আছে। "দশ বছর আগে এটা করা হয়তো সম্ভব ছিল না, কিন্তু এখন স্টারলিং কম্পিউটারের মাধ্যমে সব ধরণের কাস্টমার লিস্ট চেক করতে পারবে।"

জ্বলতে থাকা বাল্বের নিচে সিটিং এরিয়ায় একটা কাউচে আজ বসে আছে ক্রেন্ডলার।

মার্গটকে অ্যাকুরিয়ামের বিপরীতে একই ড্রেসআপে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। মার্গটের সামনে কথা বলতে আগে বিরক্তি কাজ করলেও এখন বেশ মজাই লাগে। সে বাজি ধরে বলতে পারে, মার্গট মনেপ্রাণে চাইত, তার একটা পুরুষাঙ্গ থাকুক। বলতে লাগল সে, "স্টারলিং তার ফিল্ড সেটআপ এভাবেই তৈরি করেছে। লেকটার কোন কোন জিনিসকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে সেগুলোকেই সে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করবে।"

"এই যদি ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে মার্গট, ডক্টর ডোমলিংকে ভেতরে নিয়ে আস।"

প্লেরুমে জায়ান্ট অ্যানিমালদের মধ্যে বসে অপেক্ষা করছিল ডক্টর ডোমলিং। ভিডিওতে ম্যাসন তাকে দেখতে পাচ্ছিল, ডোমলিং ফ্যাব্রিক দিয়ে বানানো জিরাফের স্ক্রোটাম পরীক্ষা করছে। স্ক্রিনে খেলনা হিসেবে আনা প্রাণীদের তুলনায় তাকে যথেষ্ট খাটো দেখাচ্ছে, যেন সে চাপ দিয়ে নিজের আকার কমিয়ে ফেলেছে।

ম্যাসনের সিটিং এরিয়ার লাইটের নিচে সাইকোলজিস্ট সাহেবকে অনেক শুষ্ক মনে হলো।পরিপাটি দেখাচ্ছে তাকে, কিন্তু জায়গায় জায়গায় তার চামড়া উঠে যাচ্ছে। মাথার চামড়ায় দাগ দেখা গেল, সে দাগ ঢাকার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হিসেবে চুল আঁচড়ে নিয়েছে লোকটা। তার ঘড়ির চেইনের সাথে ফাই বিটা কাপ্পা কি লাগানো। কফি টেবিলে ক্রেন্ডলারের ঠিক বিপরীত দিকে বসল সে। এই রুমে সে এর আগেও এসেছে।

ফ্রুট আর নাট রাখা চারটা বোল তার সামনে রাখা। তার সাইডে থাকা পোকায় কাটা একটা আপেলের মুখটা ঘুরিয়ে রাখল সে। চশমার আড়ালে থাকা চোখদুটো মার্গটের দিকে তাকিয়ে আছে, মার্গট আরও এক জোড়া ওয়ালনাট নিয়ে অ্যাকুরিয়ামের সামনে চলে গেল। এ ধরণের আচরণ কি আদৌ কোন অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে–তা সে বুঝতে পারল না।

BanglaBook.org

"বেইলর ইউনিভার্সিটির সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের হেড হচ্ছেন ডক্টর ডোমলিং। ভার্জার চেয়ারের পদটা তাকে দেয়া হয়েছে।" ক্রেন্ডলারকে বলল ম্যাসন। ড. লেকটার এবং এফবিআই এজেন্ট ক্লারিস স্টারলিংয়ের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন তা আমি জানতে চেয়েছিলাম উনার কাছে। ডক্টর..."

ডোমলিং এমনভাবে মুখ করে বসল যেন তার বসার জায়গাটা কোনো উইটনেস স্ট্যান্ড, আর তার সামনে থাকা ম্যাসন হচ্ছেন জুরিবোর্ডের সদস্য। ক্রেন্ডলার ডোমলিংয়ের মধ্যে বহুদিন ধরে তোষামুদি করতে করতে অভ্যস্ত চেহারাটা দেখতে পেল, এক্সপার্ট উইটনেস হিসেবে একদিনেই সে দুই হাজার ডলার বাগিয়ে নেবে।

"আমার কোয়ালিফিকেশনসগুলো মি. ভার্জার জানেন, আপনি কি সেগুলো শুনতে চান?" ডোমলিং জিজ্ঞেস করল।

"না।" ক্রেন্ডলার বলল।

"হ্যানিবাল লেকটারের ইন্টারভিউ নেয়ার সময় স্টারলিং নামের মহিলাটার লেখা নোটগুলো, তাকে লেখা হ্যানিবালের চিঠিগুলো এবং তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাপারে আপনি যেসব ম্যাটেরিয়াল দিয়েছেন সেগুলো আমি পর্যালোচনা করে দেখেছি।" ডোমলিং শুরু করল।

ক্রেন্ডলারের চেহারা কিছুটা সংকুচিত হয়ে গেল। ম্যাসনের দৃষ্টি এড়াল না তা।

"ডোমলিং কনফিডেনশিয়ালিটি অ্যাগ্রিমেন্টে সাইন করেছেন।" ম্যাসন বলে উঠল।

"কর্ডেল এলমোতে আপনার স্লাইডগুলো দেখানোর ব্যবস্থা করবে, যখন আপনি চান," মার্গট বলে উঠল।

"আগে ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আলোচনা করবো আমি।"

ডোমলিং তার নোটগুলো দেখে নিল। "আমরা জানি, হ্যানিবাল লেকটার লিথুয়ানিয়ায় জন্মগ্রহণ করে। তার বাবা একজন কাউন্ট ছিলেন। দশম শতক থেকেই তাদের পরিবারের সদস্যরা এই টাইটেল পেয়ে আসছে। তার মা ইতালির সম্ভ্রান্ত বংশ থেকে এসেছে, ভিসকোন্তি বংশের মেয়ে ছিলেন তিনি। রাশিয়া থেকে যখন জার্মান বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হয়, তখন বাহিনীর কিছু নাজি সৈন্য ভিলিনিয়াসের কাছে তাদের এস্টেটের ওপর শেলনিক্ষেপ করে, এতে হ্যানিবালের পিতামাতা এবং বেশিরভাগ চাকরবাকর নিহত হয়। বাচ্চাদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এদের মধ্যে হ্যানিবাল এবং তার বোনও ছিল। বোনের ভাগ্যে কি হয়েছিল তা আমরা জানি না। আমার পয়েন্ট হচ্ছে, লেকটার একজন অরফ্যান ছিল, মানে এতিম–ঠিক ক্লারিস স্টারলিংয়ের মত।"

BanglaBook.org

"যা আমি তোমাকে আগেই বলেছি।" অধৈর্যের সাথে বলল ম্যাসন।

"কিন্তু এখান থেকে আপনি কোন সূত্র খুঁজে পেয়েছেন?"

ডোমলিং জিজ্ঞেস করল। "দুইজন এতিমের মধ্যে সমবেদনা সহানুভূতি কাজ করতেই পারে–আমি ওসবের মধ্যে যাচ্ছি না, মি. ভার্জার। এখানে সহানুভূতি কোন ফ্যাক্টর না। করুণার কোন প্রশ্নই আসে না এখানে। আমার কথা শুনুন, একজন এতিম হওয়ার সুবাদে ড. লেকটারের মধ্যে খুব সহজেই স্টারলিংকে বোঝার ক্ষমতা তৈরি হয়েছে, এবং যেহেতু সে স্টারলিংকে বুঝতে পারে–সেহেতু সে তাকে নিয়ন্ত্রণও করতে পারে। এখানে মূল ব্যাপার হলো 'নিয়ন্ত্রণ', 'সহানুভূতি' নয়।"

"ইন্সটিটিউটে স্টারলিংয়ের শৈশব কেটেছে। আপনি যেমনটা বলেছেন, কোন স্টেবল পার্সোনাল রিলেশনশিপে সে জড়ায়নি। সে তার ফর্মার ক্লাসমেট, একজন আফ্রিকান-আমেরিকান মহিলার সাথে থাকে।"

"সেক্সুয়াল কারণেই সে হয়তো ওর সাথে আছে।" ক্রেন্ডলার বলল।

সাইকিয়াট্রিস্ট লোকটা ক্রেন্ডলারের দিকে তাকানোর প্রয়োজনবোধও করল না। ক্রেন্ডলারের মতামতকে সেবাই এড়িয়ে গেল।

"একজন আরেকজনের সাথে কেন থাকে, তা আপনি না জেনে নিশ্চিতভাবে কখনোই বলতে পারবেন না।"

"বাইবেলের মতে, এটা এমন একটা বিষয় যা লুকিয়ে রাখা হয়েছে," ম্যাসন বলল।

মার্গট বলে উঠল, "স্টারলিংকে আকর্ষণীয় বলে মনে হয় আমার কাছে, তুমি যদি উত্তেজক কোন কিছু পছন্দ করে থাক তাহলে ও তোমার জন্য পারফেক্ট।"

"আমার মনে হয় আকর্ষণের ব্যাপারটা শুধু লেকটারের দিক থেকেই আসছে, স্টারলিংয়ের পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।" ক্রেন্ডলার বলল। "তুমি তাকে দেখেছো, সে নিরুত্তাপ উদাসিন একজন মহিলা।"

"নিরুত্তাপ, মি. ক্রেন্ডলার??" আমুদে ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল মার্গট।

"তুমি কি তাকে লেসবো ভাবতে, মার্গট?" ম্যাসন বলল।

"আমি সেটা কিভাবে জানব? সে যেটাই হোক না কেন, স্টারলিংকে নিয়ে আমার ধারণা হলো–তার কোন বিষয়ে সে অন্যকে নাক গলাতে দেয় না। আমার মনে হয় সে অনেক টাফ, তার চেহারা দেখে কিছু বোঝা যায় না। তবে সে অনেক নিরুত্তাপ, এমনটা বলবো না আমি। তার সাথে বেশি কথা আমার হয়নি। তবে যতটুকু বলেছি তা থেকে এটুকু আমি বুঝতে পেরেছি। ম্যাসন, আমার সাহায্য তোমার যখন দরকার হয় তারও আগের ঘটনা এটা। স্টারলিংয়ের মত মেয়েরা কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলে, কারণ ঝামেলা

BanglaBook.org

বাঁধাতে ওস্তাদ লোকেরা সবসময় তাদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করে।"

ক্রেন্ডলারের কাছে মনে হলো,মার্গট তার দিকে তাকিয়ে আছে, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় ধরে। যদিও অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পেল না ক্রেন্ডলার।

এই রুমে ভয়েসগুলো কেমন জানি অস্বাভাবিক। ক্রেন্ডলারের সতর্ক বাচনভঙ্গি, ডোমলিংয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে করা বকবক, ম্যাসনের গম্ভীর স্বর–স্পর্শবর্ণগুলোর উচ্চারণে অক্ষমতা এবং হিসহিস শব্দ, মার্গটের রুক্ষ নিচুস্বর, জেদি একরোখা–ঠিক লিভারি পনি দের মত। আর সবকিছু ছাপিয়ে ম্যাসনের মেশিনারির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

"তার প্রাইভেট লাইফে বাবার সাথে তার দৃঢ় অ্যাটাচমেন্ট সম্পর্কে একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করিয়েছি আমি," ডোমলিং কন্টিনিউ করতে লাগল। "সে ব্যাপারে একটু পরে আসছি। আমাদের কাছে এখন ডক্টর লেকটারের তিনটা ডকুমেন্ট আছে, যা ক্লারিস স্টারলিং সম্পর্কিত। দুটো চিঠি আর একটা ড্রয়িং। ড্রয়িংটায় একটা ক্রুসিফিক্সেশন ক্লক আঁকা। পাগলা গারদে থাকাকালীন সময়ে এটা আঁকা হয়েছে।"

ডোমলিং স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "স্লাইড, প্লিজ।"

রুমের বাইরে কোন এক জায়গায় বসে কর্ডেল সেই এক্সট্রাঅর্ডিনারি স্কেচটা এলিভেটেড মনিটরে লোড করে দিল। আসল ড্রয়িংটা বুচার পেপারের ওপর কয়লা দিয়ে আঁকা। আর ম্যাসনের কাছে যে ছবিটা আছে সেটা ব্লুপ্রিন্ট পেপারে কপি করা।

"সে এটাই আঁকতে চেয়েছিল।" ডক্টর ডোমলিং বললেন। "আপনারা এখানে দেখতে পারছেন, ঘড়ির গোল চাকতির মধ্যে ক্রাইস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে এবং সময় নির্দেশের জন্য তার হাতদুটোকে ঘড়ির কাটা হিসেবে ব্যবহার করেছে সে। অনেকটা মিকি মাউস ওয়াচের মত। মজার বিষয় হচ্ছে, চেহারাটা অর্থাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা মাথাটা ক্লারিস স্টারলিংয়ের। তার ইন্টারভিউ নেয়ার সময় সে তা এঁকেছিল। সাথে মহিলাটার একটা ছবি দেয়া হলো। আপনারা নিশ্চয়ই কো-রিলেট করতে পারছেন। কর্ডেল, ছবিটা স্ক্রিনে দাও, প্লিজ।"

জেসাসের মাথার জায়গায় যে ক্লারিসের মাথা বসানো হয়েছে তা নিয়ে কারো আর কোন সন্দেহই রইল না।

"ছবির আরেকটা অসঙ্গতি হচ্ছে, ক্রসের মধ্যে হাতের তালুর বদলে কবজিতে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করা হয়েছে।"

"এটাই সঠিক পদ্ধতি।" ম্যাসন বলল। "পেরেক মারার জন্য কবজিই আদর্শ স্থান, এবং এজন্য তোমাকে উডেন ওয়াশার ব্যবহার করতে হবে। যদি

BanglaBook.org

তা না করো, তাহলে পুরো শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে থাকবে। ইস্টারের সময় উগান্ডাতে আমি আর ইদি আমিন ক্রুসিফিক্সের পুরো প্রসেসটা মঞ্চস্থ করেছিলাম। আর আমাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে যাকে আমরা নির্বাচন করেছিলাম, তার কবজিতে পেরেক মারা হয়েছিল। সব ক্রুসিফিক্শেন পেইন্টিং ভুলভাবে আঁকা হয়েছে। এটা হিব্রু আর ল্যাটিন বাইবেলের একটা মিসকনসেপশন।"

"ধন্যবাদ।" ডক্টর ডোমলিং বললেন ঠিকই, তবে তার চেহারায় আন্তরিকতার কোন ছাপ নেই। "এই ক্রুসিফিক্সন খ্রিস্টানদের পবিত্রতার বিরুদ্ধে যায়। লক্ষ্য করুন, মিনিটের কাঁটা হিসেবে ব্যবহৃত হাতটা ছয়ের দিকে তাক করা, যৌনাঙ্গকে ঢেকে রাখা হয়েছে এই হাতের মাধ্যমে। আর ঘন্টার কাঁটা হিসেবে অন্য হাতটা নয়ের দিকে আঙুল উচিয়ে রেখেছে। জিশুকে ক্রুসিফাই যখন করা হয়, তখনও ঘড়ির কাটা নয়ের ঘরেই ছিল।"

"আর যখন তুমি সিক্স এবং নাইনকে একত্র কর, তখন '৬৯' সংখ্যাটা পাবে, যা কিনা যৌনসঙ্গমের সময় ব্যবহৃত একটা পজিশন হিসেবে সবার কাছে পরিচিত।" মার্গট না বলে থাকতে পারল না। ডোমলিং তাকাল মার্গটের দিকে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির জবাবে কড়াত শব্দ করে ওয়ালনাটগুলো ভেঙে ফেলল মার্গট। খোসাগুলো মেঝেতে পড়ে রইল।

"এখন আমরা ক্লারিসকে লেখা ডক্টর লেকটারের চিঠিগুলো দেখবো।

কর্ডেল, কাইন্ডলি স্ক্রিনে চিঠিটা দাও।"

ডক্টর ডোমলিং পকেট থেকে লেজার পয়েন্টারটা বের করল। "আপনারা রাইটিংটা দেখতে পারছেন, কপারপ্লেটের ওপর স্কয়ারনিবের ফাউন্টেন পেন দিয়ে তা লেখা হয়েছে। লেখার ধারাবাহিকতা দেখে মনে হচ্ছে, মেশিনে লেখা হয়েছে এটা। কিন্তু আসলে তা নয়। এ ধরণের হ্যান্ডরাইটিং মধ্যযুগে লেখা প্যাপাল বুলসে আপনারা দেখতে পাবেন। লেখার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটা নেই, সে প্ল্যান করেই সব লিখছে। পাঁচজনকে মেরে পালানোর পর সে প্রথম চিঠিটা লিখেছিল। আমি এখন এটা পড়ছি :

তো, ক্লারিস, ভেড়াগুলো কি চিৎকার করা বন্ধ করে দিয়েছে? আপনি আমাকে একটা তথ্য জানাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, আপনি সেটা জানেন, আর আমি সেটাই চাইছি।

টাইম-এর ন্যাশনাল এডিশন এবং 'ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন' এর যেকোন মাসের প্রথম সংখ্যায় চমৎকার একটা বিজ্ঞাপন যাবে। বেশি ভালো হয় চায়নামেইল-এ দিলে।

উত্তরটা যদি হ্যা বা না হয়, আমি অবাক হব না। ভেড়াগুলো এখন

BanglaBook.org

থেমে যাবে। আপনাকে পরিচালিত করে সুদৃঢ় অঙ্গীকার, আর অঙ্গীকার কখনও শেষ হয় না।
আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার কোন পরিকল্পনা আমার নেই, ক্লারিস, এভাবেই পৃথিবীটা আপনার কাছে বেশি কৌতুহলোদ্দীপক থাকুক। একই ধরণের সৌজন্যতা আমার সাথে দেখাবার ব্যাপারটা নিশ্চিত করবেন...

নাকের ওপর থাকা রিমলেস চশমাটা চোখের দিকে ঠেলে দিল ডক্টর ডোমলিং, তার গলাটা পরিস্কার করে নিল সে। "আমার পাবলিশ করা *Avunculism*-এর ওপর একটা আর্টিকেলের ক্লাসিক উদাহরণ হলো এই চিঠিটা। লেখাটা প্রফেশনাল লিটারেচারে *Doemling's Avunculism* নামে পরিচিত। পরবর্তিতে ডায়াগনোস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়ালে এই চিঠিটা এক্সামপল হিসেবে যুক্ত করা হবে। জনসাধারণের বোঝার সুবিধার জন্য আমি আমার আর্টিকেলে লিখেছিলাম নিজের জ্ঞান জাহির করে কারো সাথে যত্নশীল আচরণের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ পুনরুদ্ধার করাকে অ্যাভানকালিসম বলে।

"ভেড়াদের চিৎকার সম্পর্কিত যে প্রশ্নটি করা হয়েছে, সে ব্যাপারে আমি কেসনোট থেকে জানতে পেরেছি। ক্লারিস স্টারলিংয়ের শৈশবের কিছু সময় মন্টানায় তার ফস্টার হোমে কেটেছিল। সেখানে একটা ভেড়ার খামারে থাকা ভেড়াগুলোকে জবাই করা হয়," শুকনো গলায় বলে চলল ডোমলিং।

"সে লেকটারের সাথে তথ্য বিনিময় করছিল," ক্রেন্ডলার বলল। "লেকটার সিরিয়াল কিলার বাফেলো বিল সম্পর্কে অনেক কিছু জানত।"

"সাত বছর পর, তার দ্বিতীয় চিঠি পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য হলো স্টারলিংকে মেন্টাল সাপোর্ট দেয়া।" ডোমলিং বলল। "স্টারলিং যাদের পূজা করে থাকে, সেই বাবা মাকে নিয়ে সে ব্যঙ্গ করে সেখানে। লেকটার ক্লারিসের বাবাকে 'ডেড নাইটওয়াচম্যান' উপাধি দেয়। আর মাকে সে বলেছিল 'চেম্বারমেইড'। তারপর তাদের অসাধারণ গুণাবলীগুলো তার সামনে তুলে ধরেছিল সে, যেগুলো স্টারলিং প্রায়ই কল্পনা করত। পরবর্তিতে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিজের মধ্যে ধারণ করে নিজের ক্যারিয়ারের ব্যর্থতাটুকু তাকে ভুলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল লেকটার। সে এগুলো লিখেছিল স্টারলিংকে ম্যানিপুলেট করার জন্য, নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।"

"আমার মনে হয় স্টারলিং তার বাবার সাথে বেশি অ্যাটাচড ছিল। ওর মনের মধ্যে তার বাবার একটা প্রতিচ্ছবি চিরস্থায়ীভাবে গেঁথে গেছে, সহজে সেটা ভুলতে পারবে না সে। আর এই প্রতিচ্ছবি তাকে প্রভাবিত করে। যার

BanglaBook.org

কারণে স্টারলিং কোন সেক্সুয়াল রিলেশনশিপে জড়াতে চায় না, যার জন্য ড. লেকটারের কেয়ারিং অ্যাটিটিউড তার ওপর সহজেই কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পারে। প্রথম চিঠিতে সে একটা পার্সোনাল অ্যাডের মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করতে উৎসাহিত করে, এজন্য সে একটা কোডনেমও দিয়ে দিয়েছে।"

হায় ঈশ্বর! এই লোকটা ক্লান্তিহীনভাবে ক্রমাগত বকেই যাচ্ছে। পকপক স্বভাব এবং বিরক্তিকর কোনকিছু ম্যাসনের কাছে টর্চার বলে মনে হয়। কারণ সে তখন তাদের সাথে তাল মেলাতে পারে না।

"রাইট, ডক্টর।" ম্যাসন কথার মাঝখানে বাঁধা দিল। "মার্গট, জানালাটা অল্প একটু খুলে দাও। ডক্টর ডোমলিং, আমি লেকটারের ব্যাপারে নতুন একটা সোর্স হাতের মুঠোয় আনতে পেরেছি, এমন একজন যে স্টারলিং এবং লেকটার দুজনকেই চিনে এবং তাদের একসাথে দেখেছে। আর অন্য যে কারো থেকে সে-ই লেকটারের সাথে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ছিল। আমি চাই আপনি তার সাথে কথা বলবেন।"

কাউচে বসা অবস্থায়ই ক্রেন্ডলারের শরীর কেমন জানি মুচড়ে উঠল। সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু কোনদিকে আগাচ্ছে তা ভেবে চিন্তায় পড়ে গেল সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫১

ইন্টারকমে কথা বলল ম্যাসন, আর এর কিছুক্ষণ পরেই একটা লম্বামত লোক রুমে ঢুকল। মার্গটের মতই তার পেটানো শরীর, সাদা ড্রেস গায়ে জড়িয়েছে সে।

"ওর নাম বার্নি।" ম্যাসন বলল। "বাল্টিমোর স্টেট হসপিটাল ফর ক্রিমিনালি ইনসেন এর ভায়োলেন্ট ওয়ার্ডের ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করেছে সে প্রায় ছয় বছর ধরে। এই ছয় বছর লেকটার ওখানে বন্দি ছিল। এখন সে আমার হয়ে কাজ করছে।"

অ্যাকুরিয়ামের সামনে মার্গটের সাথে দাঁড়াতে চেয়েছিল বার্নি। কিন্তু ডক্টর ডোমলিং আলোতে তার সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন। ক্রেন্ডলারের পাশে একটা সিটে বসে পড়ল সে।

"তোমার নাম বার্নি, তাই না? তো বার্নি, তুমি কিসের ওপর প্রফেশনাল ট্রেইনিং পেয়েছো?"

"এলপিএন-এর ওপর।"

"অর্থাৎ, তুমি একজন লাইসেন্সড প্র্যাকটিকাল নার্স? তুমি কি এই জব নিয়ে স্যাটিসফায়েড?"

"ইউনাইটেড স্টেটস কারেসপন্ডেন্স কলেজ থেকে হিউম্যানিটিস সাবজেক্টের ওপর ব্যাচেলর ডিগ্রি নিয়েছি আমি।" বলল বার্নি। মুখে কোন এক্সপ্রেশন নেই তার। "এবং কামিন্স স্কুল অফ মরচুয়ারি সায়েন্স থেকে অ্যাটেনডেন্স সার্টিফিকেট। ডিয়েনার হিসেবেও আমার অভিজ্ঞতা আছে। রাতে নার্সিং স্কুলে আমি ডিয়েনার হিসেবে মর্গে কাজ করতাম।"

"তুমি এলপিএন স্কুলে মর্গ অ্যাটেন্ড্যান্ট হিসেবে কাজ করেছিলে?"

"হুম। ক্রাইম সিন থেকে ডেডবডি সরানো এবং অটোপসিতে অ্যাসিস্ট করা আমার কাজ ছিল।"

"এর আগে কোথায় কাজ করতে?"

"ম্যারিন কর্পস-এ।"

"ভাল। যখন তুমি স্টেট হসপিটালের দায়িত্বে ছিলে, তখন তুমি ক্লারিস স্টারলিং এবং হ্যানিবাল লেকটারকে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে দেখলে–মানে তাদের দু-জনকে কথা বলতে দেখলে তুমি?"

"আমার কাছে মনে হচ্ছিল তারা দুজন..."

"যা দেখেছো সেটা নিয়ে তুমি কি ভেবেছিলে, সেটা না বলে তুমি এক্স্যাক্টলি কি দেখেছো সেটা বল।"

BanglaBook.org

ম্যাসন ইন্টারেপ্ট করল। "সে তার অভিমত ব্যক্ত করার জন্য যথেষ্ট স্মার্ট বলে আমার মনে হয়। বার্নি, তুমি ক্লারিস স্টারলিংকে চেনো তো?"

"হ্যা।"

"আর হ্যানিবাল লেকটারকে ছয় বছর ধরে চেনো তুমি?"

"হ্যা।"

"তাদের মধ্যে সম্পর্কটা কি ছিল?"

প্রথমদিকে বার্নির রুক্ষ ভয়েসের জন্য তার কথা বুঝতে সমস্যা হলো ক্রেন্ডলারের। কিন্তু সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ প্রশ্নটা ক্রেন্ডলারই করল, "স্টারলিংয়ের নেয়া ইন্টারভিউগুলোতে লেকটারের আচরণ কি অন্যরকম বলে মনে হত তোমার কাছে, বার্নি?"

"হুম। বেশিরভাগ সময়ই সে ভিজিটরদের সাথে দেখা করতে চাইত না।" বলল বার্নি। "একাডেমিক স্টুডেন্টদের সামনে মাঝে মাঝে সে তার চোখের পাতা না ফেলেই অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকত, কিন্তু কোন কথা বলত না। স্টুডেন্টরা অপমানিত বোধ করে চলে যেত। এক ভিজিটিং প্রফেসরকে সে কাঁদিয়ে ছেড়েছিল। স্টারলিংয়ের সাথে একগুঁয়ে আচরণ সে করত ঠিকই, কিন্তু লেকটারকে করা সবচেয়ে বেশি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া একমাত্র সৌভাগ্যবান হলেন স্টারলিং। সাধারণত লেকটার প্রশ্নের উত্তর দেন না। তার প্রতি আগ্রহি ছিলেন হ্যানিবাল। স্টারলিং তাকে মুগ্ধ করতে পেরেছিল।"

"কিভাবে?"

বার্নি শ্রাগ করল। "সে মহিলাদের দেখাসাক্ষাৎ খুব কমই পেত। স্টারলিং দেখতে বেশ..."

"স্টারলিং দেখতে কেমন আমি তা জানতে চাইনি," ক্রেন্ডলার বলল। "তুমি এটুকুই জানো?"

বার্নি কোন উত্তর দিল না। ক্রেন্ডলারের দিকে এমনভাবে সে তাকাল যেন ক্রেন্ডলারের মস্তিষ্কের লেফট আর রাইট হেমিস্ফিয়ারের জায়গায় দুটো কুকুরকে জোড়া লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

মার্গট আরেকটা ওয়ালনাট ভাঙল।

"বার্নি, বলতে থাক। আমরা শুনছি।"

"তাদের কথাবার্তার মধ্যে কোন জড়তা ছিল না। লেকটার তার কথা দিয়েই সবাইকে তার প্রতি দুর্বল করে তোলে। তুমি মনে করবে, সে যা বলছে সত্যি বলছে। মিথ্যের কাছে নতিস্বীকার করবে না সে।"

"কী বললে?"ক্রেন্ডলার বলল।

"নতিস্বীকার।"

BanglaBook.org

"ন-তি-স্বী-কা-র," আঁধার থেকে মার্গট ভার্জার বলে উঠল। "মানে, বশ্যতা স্বীকার করে নেয়া। বার্নির ভাষ্যমতে, লেকটার মিথ্যার কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে না–এমনটাই সবাই ভাবে।"

বার্নি বলে চলল। "ডক্টর লেকটার স্টারলিংয়ের ব্যাপারে কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বলেছিল, তারপর কিছু প্রশংসাসূচক বাক্য দিয়ে তার মন ভালো করে দিয়েছিল। খারাপ কিছু শোনার পর ভালো কিছু শুনতে যে কারোরই ভালো লাগবে। স্টারলিং জানে, তার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে এর সবগুলোই সত্যি। লেকটারের মতে, সে চিত্তাকর্ষক এবং তার মধ্যে মুগ্ধ করার মত গুণ আছে।"

"হ্যানিবাল লেকটারের কাছে কোন জিনিসটা 'মনোমুগ্ধকর' তা কি তুমি নির্দিষ্ট করে বলতে পারবে?"

ডক্টর ডোমলিং বললেন। "কিভাবে তুমি বুঝতে পারলে সেটা, নার্স বার্নি?"

"তার হাসির শব্দ শুনে, ডক্টর ডোমলিং। এলপিএন স্কুলে আমাদের একটা লেকচার ক্লাসে এটা শেখানো হয়েছিল। তারা এটাকে বলত, 'হিলিং অ্যান্ড চিয়ারফুল আউটলুক।' "

মার্গট নাক দিয়ে শব্দ করে উঠল, শব্দটা পেছনে থাকা অ্যাকুরিয়াম থেকেও আসতে পারে। কেউ সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয়।

"বলতে থাকো, বার্নি।" ম্যাসন বলল।

"মাঝে মাঝে আমি আর লেকটার অনেক রাত পর্যন্ত কথা বলতাম, সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত। নিশ্চুপ হয়ে যেত চারপাশ–তখনও আমরা কথা বলতাম। আমি যেসব কোর্স নিয়েছিলাম সেগুলো নিয়ে...এবং অন্য বিষয় নিয়েও..."

"সেসময় সাইকোলজিতে মেইল অর্ডার বিষয়ক কোন কোর্স কি তুমি নিয়েছিলে?" ডোমলিং কথার মাঝখানে বলতে বাধ্য হলো।

"না, স্যার। সাইকোলজিকে সায়েন্সের কোন অংশ বলে মনে করি না আমি। লেকটারও মনে করতেন না।"

ম্যাসন আবার তাড়া দেয়ার আগেই বার্নি বলা শুরু করল। সে আমাকে কি বলেছিল তা আমি রিপিট করতে পারি :

"সে দেখতে পাচ্ছে, স্টারলিং কীসে পরিণত হতে যাচ্ছে। একটা পশুশাবক যেরকম সবাইকে মুগ্ধ করে, সে-ও অনেকটা ওরকম। একটা ছোট্ট শাবক যে বড় হয়ে বাঘের রূপ নেবে। যার সাথে তুমি টক্কর দিতে চাইবে না। শাবকের মতই তার মধ্যে জানার আগ্রহ আছে। সব ধরণের অস্ত্রই তার কাছে আছে, সময়ের সাথে সেগুলোও পরিণত হচ্ছে। তার সমগোত্রীয় অন্য সবার সাথে কিভাবে লড়াই করতে হবে তা সে ভালো করেই জানে।

"আর এই ব্যাপারটাই লেকটারকে আমোদিত করে। কিভাবে তাদের

BanglaBook.org

মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার একটা ধারণা দেই–প্রথমদিকে সে সভ্য আচরণ করলেও তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতেই স্টোরলিংকে ফিরিয়ে দিল সে, কোন সাহায্য না করেই। তখন পাশের সেলে থাকা একজন স্টারলিংয়ের মুখে বীর্য ছুঁড়ে মারে। ঐ ঘটনাটার পর তার আচরণ দেখে মনে হলো,বীর্য ছুঁড়ে স্টারলিংকে নয়–লেকটারকে অপদস্থ করা হয়েছে। আমি ঐ একবারই লেকটারকে মন খারাপ করে থাকতে দেখেছিলাম। স্টারলিংও দেখেছিল, এবং লেকটারের ওপর সেই ইমোশনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল সে। লেকটার তার সাহসের প্রশংসা করেছিল বলে আমার মনে হয়।"

"তার সাথে থাকা যে কয়েদি স্টারলিংয়ের ওপর বীর্য ছুঁড়ে মারে, তার সাথে লেকটারের আচরণ কেমন ছিল? তাদের মধ্যে কোন ধরনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল?"

"মোটেও না," বার্নি বলল। "ড. লেকটার সে রাতেই তাকে মেরে ফেলে।"

"তারা দু-জন নিশ্চয়ই আলাদা আলাদা সেলে ছিল?" ডোমলিং জিজ্ঞেস করল। "তাহলে কিভাবে এই খুনটা করল সে?"

"করিডোরের অপোজিটে তিনটা সেল পরেই সে লোকটার সেল।" বার্নি জবাব দিল। "রাতের ঠিক মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে ড. লেকটার তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে। এরপর তাকে বলে, সে যেন তার জিহ্বা গিলে ফেলে।"

"তাহলে, ক্লারিস স্টারলিং আর হ্যানিবাল লেকটারের মধ্যে...বন্ধুত্ব হয়?" ম্যাসন বলল।

"বন্ধুভাবাপন্ন বলতে পারেন," বার্নি বলল। "তারা তথ্য আদানপ্রদান করত। যে সিরিয়াল কিলারকে ধরতে চাচ্ছিল স্টারলিং, তার ব্যাপারে ড. লেকটার তার অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান ধার দিয়েছিল তাকে, আর বদলে স্টারলিং তার ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ঘটনা তার সাথে শেয়ার করেছিল। ড. লেকটার আমাকে বলেছিল, স্টারলিংয়ের সাহস অনেক, এটা ওর জন্য ভালো। এই সাহসকে 'অতিরিক্ত উদ্দীপনা' বলে অভিহিত করতেন তিনি। তিনি ভাবতেন, অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করার জন্য প্রয়োজনে স্টারলিং নিজের জান পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারে। একবার তিনি বলেছিলেন, স্টারলিংয়ের রুচি অত্যন্ত নিম্নমানের। উনি এ কথার মাধ্যমে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা আমি বলতে পারছি না।"

"ডক্টর ডোমলিং, সে কি স্টারলিংয়ের সাথে সঙ্গম করতে চেয়েছিল, কিংবা খুন করতে বা খেয়ে ফেলার বাসনা ছিল তার মনে?" ম্যাসন জিজ্ঞেস করল। সম্ভাব্য সব সম্ভাবনা সে যাচাই করতে চাইছে।

BanglaBook.org

"সম্ভবত তিনটাই করতে চেয়েছিল।" ডক্টর ডোমলিং বললেন। "এখন তিনি কোনটা দিয়ে তার হিংস্র কার্যক্রম শুরু করবেন, তা ভবিষ্যৎবাণী করতে পারছি না। এই অনুমাণ করতে না পারাটাই আমাদের জন্যে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্যাবলয়েডগুলো তাদের চিরাচরিত চিন্তাভাবনা দিয়ে পুরো ঘটনাকে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করবে। এর শিরোনাম দেবে 'হিংস্র মানুষের মনের ভালোবাসাকে ঠুকরে ফেলে দিল স্টারলিং'।

লেকটারের মূল লক্ষ্য হলো স্টারলিংয়ের অধঃপতন, দুর্দশা, মৃত্যু। সে এরই মধ্যে দু-বার সাড়া দিয়েছে, একবার যখন স্টারলিংয়ের মুখে বীর্য ছুঁড়ে মেরে তাকে অপদস্থ করা হয়েছিল, আর আরেকবার যখন লোকগুলোকে মারার কারণে স্টারলিংকে মানসিকভাবে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলা হয়েছিল, সে যখন ভেঙে পড়েছিল। তখন সে একজন মেন্টরের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু কেউ কষ্ট পাচ্ছে–এটাই তাকে উত্তেজিত করে তোলে, আনন্দ দান করে। যখন হ্যানিবাল লেকটারের জীবনকাহিনী লেখা হবে, তখন তা ডোমলিংস এভানকালিসম হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে। তাকে সামনে আনতে হলে ক্লারিস স্টারলিংকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে, তাকে কষ্ট দিতে হবে।"

বার্নির দুই চোখের ঠিক মাঝখানের জায়গাটা কুঁচকে উঠল। "যেহেতু আপনি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ডেকেছেন, আমি কি এখানে কিছু বলতে পারি, মি. ভার্জার?" অনুমতির জন্য অপেক্ষা করল না সে।

"পাগলা গারদে ডক্টর লেকটার তখনই সাড়া দেয়, যখন স্টারলিং অপমান সহ্য করে সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করছিল। চিঠিগুলোতে তাকে লেকটার যোদ্ধা হিসেবে অভিহিত করেছে, শুটআউটে সে বাচ্চাকে বাঁচিয়েছে-এ কথা উল্লেখ করে তার প্রশংসা করেছে। তার সাহস এবং নিয়ম শৃঙ্খলাকে সে সম্মান করে। সে নিজেই বলেছে, তার ওর সাথে দেখা করার ইচ্ছা নেই। একটা কাজ সে কখনই করে না, আর সেটা হলো মিথ্যা কথা বলা।"

"এই ধরণের ট্যাবলয়েড জাতীয় চিন্তাভাবনার কথাই আমি বলছিলাম।" ডোমলিং বলল। "হ্যানিবালের মধ্যে প্রশংসা বা সম্মান-এ ধরণের কোনো অনুভূতিই নেই। সে কোনো আন্তরিকতা, স্নেহ-ভালবাসা অনুভবই করে না। এটা এক ধরণের রোমান্টিক ডিল্যুশন, যা তোমার মধ্যে কাজ করছে, বার্নি। আর পর্যাপ্ত শিক্ষা না পেলে এ ধরণের ডিল্যুশনে মানুষ ভোগে।"

"ডক্টর ডোমলিং, আমাকে বোধ হয় আপনি চিনতে পারেননি, তাই না?" বার্নি জিজ্ঞেস করল। "যখন আপনি ড. লেকটারের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন, আমি তখন ওয়ার্ডের ইনচার্জের দায়িত্বে ছিলাম। অনেকেই কথা বলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, আপনিই একমাত্র

BanglaBook.org

বান্দা, যে কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে গিয়েছিলেন। এরপর সে আমেরিকান জার্নাল অব সাইকিয়াট্রিতে আপনার বইয়ের রিভিউ দেয়, সেই রিভিউ দেখে যদি আপনি আবারও কেঁদে থাকেন, তাহলে সেজন্য আপনাকে দোষ দেবো না আমি।"

"এটুকুতেই চলবে, বার্নি," ম্যাসন বলল। "আমার লাঞ্চের সময় দেখা করো।"

"স্বশিক্ষিত হয়েছে ঠিকই, তবে এখনও অপরিণত," বার্নি চলে যাওয়ার পর ডোমলিং বলল।

"ড. লেকটারের ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন আপনি, আমাকে তো সেটা বলেননি," ম্যাসন বলল।

"সেসময় তার মানসিক অবস্থা স্থিতিশীল ছিল না। এজন্য ওর মুখ থেকে কিছুই বের করতে পারিনি।"

"আর সেজন্য আপনি কান্না করেছিলেন?"

"এটা সত্যি নয়।"

"বার্নি যা বলেছে আপনি সেটা গুরুত্ব দেননি।"

"মেয়েটার মত তাকেও ভুলভাল বুঝিয়েছে লেকটার।"

"বার্নি নিজেই হয়তো স্টারলিংয়ের জন্য কামার্ত কিছু অনুভব করছে...উষ্ণতা বোধ করছে তার জন্য," ক্রেন্ডলার বলল।

মার্গট আপন মনে হাসল, তবে ক্রেন্ডলারের কান এড়াল না সেটা।

"তুমি যদি স্টারলিংকে আকর্ষণীয় বানাতে চাও..."

"ডক্টর লেকটারের কাছে...? তাহলে তাকে যন্ত্রণা দাও।" ডোমলিং বলল। "স্টারলিংকে দুঃখকষ্টে বিবর্জিত অবস্থায় দেখলে তার মধ্যে উত্তেজনা কাজ করবে, পশুত্ব জেগে উঠবে। সে তখন তার সাথে খেলতে চাইবে। যখন একটা খেঁকশিয়াল কোনো খরগোশের আর্তনাদ শোনে, তখন সে ছুটে আসে, তবে সাহায্য করার জন্য আসে না–সে আসে তাকে খাওয়ার জন্য।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫২

"আমি ক্লারিস স্টারলিংকে আপনার হাতে সমর্পণ করতে পারবো না।" ক্রেন্ডলার বলল ডোমলিং চলে যাওয়ার পর।

"সে এখন কোথায় আছে, কী করছে–আপনাকে সেগুলো জানাতে পারবো আমি, কিন্তু ব্যুরো অ্যাসাইনমেন্ট কন্ট্রোল করা আমার আওতার বাইরে। আর যদি ব্যুরো তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে, তাহলে তাকে তারা অবশ্যই কাভার করবে, বিশ্বাস করুন।"

অন্ধকারে আঙুল তুলে ম্যাসনের উদ্দেশ্যে ক্রেন্ডলার বলে উঠল, "আপনি সে ধরণের কোনো অ্যাকশন নিতে পারেন না। কাভারেজ এড়িয়ে স্টারলিংকে নজরে রাখতে পারবেন না আপনি। তাহলে সাথে সাথে আপনার লোকেরা ধরা পড়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, লেকটার আবার তার সাথে কন্ট্যাক্ট না করলে, অথবা সে হাতের নাগালে আছে এমন কোনো প্রমাণ না পেলে ব্যুরো আগে থেকে কোনো স্টেপ নেবে না। শেষবারের মত লেকটার তাকে লেখার পর তাকে আর দেখা যায়নি। কমপক্ষে ১২জন লাগবে তাকে স্টেকআউট করতে। অনেক ক্ষয়ক্ষতি হবে। আর শুটিংয়ের পরও আপনি যদি কাজটা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে আপনাকে ভালো সময়ের জন্যই আত্মগোপনে চলে যেতে হবে। সে শুটিংয়ে খুবই দক্ষ, আপনার লোকেরা নজর রাখতে গিয়ে বেঁচেবর্তে ফিরতে পারবে কিনা সেটা নিয়েও সন্দেহ আছে আমার।"

"পারব না, করবো না, হবে না," ম্যাসন বলে উঠল আপনমনে। "মার্গট, মিলানের খবরের কাগজ করিয়েরে ডেললা সেরা এর শনিবারের সংখ্যাটা বের কর, পাজ্জি মারা যাওয়ার পরের দিন যে পত্রিকাটা বের হয়েছিল সেটা...ওখানে সমস্যা সমাধান বিষয়ক কলামে প্রথমেই যা লেখা আছে, সেটা আমাদের পড়ে শোনাও।"

মার্গট আলোতে প্রিন্টআপটা তুলে ধরল, "ইংরেজিতে লেখা, এ.এ. অ্যারনের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে...*কাছাকাছি অথোরিটির সাথে যোগাযোগ কর। শত্রুরা তোমার নিকটে চলে এসেছে...হানাহ। এই হানাহটা কে?*"

"ছোটকালে স্টারলিংয়ের কাছে যে ঘোড়াটা ছিল তার নাম হানাহ।" ম্যাসন বলল। "স্টারলিংয়ের পক্ষ থেকে লেকটারকে সতর্ক করা হয়েছে। তার চিঠিতে সে স্টারলিংকে বলে দিয়েছিল কিভাবে তার সাথে কনট্যাক্ট করতে হবে।"

ক্রেন্ডলার এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। "গড ড্যাম ইট! ফ্লোরেন্সের ঘটনা

BanglaBook.org

তার জানার কথা ছিল না। সে এই ঘটনা জানে, তার মানে হলো,অবশ্যই তার কোন সোর্স আছে, সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে সবকিছু ফাঁস করে দিচ্ছি, এই ঘটনাটাও সে জানে–অথবা আজকালের মধ্যে জেনে যাবে।"

ম্যাসন শব্দ করে উঠল। ক্রেন্ডলার স্মার্ট পলিটিশিয়ান হিসেবে তার কাজে আসতে পারবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে ম্যাসনের। "সে কিছুই জানে না। লেকটারকে ধরতে যাওয়ার পরের দিনই লা নাজিওন, করিয়েরে ডেললা সেরা এবং ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনে এই অ্যাডটা দিয়েছিলাম আমি। আমার পরিকল্পনা ছিল এরকম, যদি আমরা সেদিন ব্যর্থ হতাম, তাহলে লেকটার ভাবত স্টারলিং তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। আল্টিমেটলি সে মিশন ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু স্টারলিংয়ের মাধ্যমে লেকটারকে বেঁধে ফেলার একটা সুতো এখনও আমার হাতে আছে।"

"কেউ এই বিজ্ঞপ্তিটা দেখেনি।"

"দেখেনি, হয়তো হ্যানিবাল ছাড়া। সে এজন্য মেইলের মাধ্যমে তাকে ধন্যবাদ জানাবে, হয়তো সরাসরি দেখাও করতে পারে। তার মেইলবক্স কভার করে রেখেছো তো?"

ক্রেন্ডলার মাথা নাড়ল। "অ্যাবসলিউটলি। যদি লেকটার তাকে কিছু পাঠায়, তাহলে সে দেখার আগেই আপনি সেটা দেখতে পারবেন।"

"আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো, ক্রেন্ডলার। যে পদ্ধতিতে এই অ্যাড দেয়ার জন্য অর্ডার এবং পেইড করা হয়েছে, তাতে ক্লারিস স্টারলিং কখনো এটা প্রমাণ করতে পারবে না, সে নিজে এই অ্যাড দেয়নি। সেটা গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য করবে সবাই। এখানেই তার জন্য জাল বিছিয়েছি আমি। তুমি ভালোভাবেই সে জালে আটকাতে পারবে তাকে। এফবিআই তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করেছে তা তুমি ভালো করেই জানো। তোমার সাথে কুকুরের মত আচরণ করা হয়েছে। আর এখন স্টারলিং নিজের সাথে অস্ত্র রাখার পারমিটও পাবে না। কেউ তার খবরও রাখবে না, এক আমি ছাড়া। লেকটার জানবে, স্টারলিংকে তার নিজের কারণেই চাকরি ছাড়তে হয়েছে। তবে আগে আমরা প্ল্যান ওয়ান কাজে লাগাব–স্টেকআউট।"

ম্যাসন নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য থামল। তারপর আবার বলতে লাগল, "যদি প্ল্যান ওয়ান ব্যর্থ হয়, তাহলে ডোমলিং যা বলেছিল তাই করবো–যন্ত্রণা দেবো আমরা তাকে এই অ্যাডের মাধ্যমে। তার জীবন অতীষ্ঠ করে তুলব। তাকে তখন ভেঙে দু টুকরো করে ফেলতে পারবে তুমি। নিচের অংশটুকু তোমার জন্য রেখো, কাজে দেবে। আর ওপরের অংশটুকু আমার, খুব ব্যগ্র হয়ে আছি সেটার জন্য।

আউচ, আমি কি অশ্লীল কিছু বললাম এইমাত্র?"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৩

তার বাড়ি থেকে একঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত ভার্জিনিয়া স্টেট পার্কে ঝরা পাতার মাঝখান দিয়ে দৌড়াচ্ছে ক্লারিস স্টারলিং। তার প্রিয় একটি জায়গা হলো এই পার্ক। শরতের আজকের এদিনে চারপাশে অন্য কোন মানুষের চিহ্ন নেই। আজ সে ছুটি নিয়েছে। তার পরিচিত পথ দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে সে, জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে। পাশেই শেনানদোয়া নদী। পাহাড়ের ওপর দিয়ে উঠা সূর্যের উত্তাপে বাতাস উষ্ণ হয়ে গেছে। গাছপালার মধ্যে দিয়ে হাঁটলে সেই উষ্ণ বাতাস শীতল হয়ে ধরা দেয়। একই বাতাস তার শরীরকে যখন আঘাত করে, তখন তার মধ্যে গরম-ঠাণ্ডার মিশ্র অনুভূতি তৈরি হয়।

যখন সে হাঁটে তখন তার কাছে মনে হয়, তার চারপাশের মাটি কাঁপছে। এর চেয়ে দৌড়ালে বরং নিজের ভেতর জমে থাকা ফ্রাস্ট্রেশন থেকে মুক্ত হতে পারে সে।

উজ্জ্বল আলোকিত দিনে সূর্যের আলোকশিখা গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে মাটিতে পড়ছে, সেই শিখা পুরো পার্ককে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে। সকালের সদ্য ওঠা সূর্যের আলোয় পথের বিভিন্ন জায়গায় গাছের কাণ্ডের ছায়া পড়ে ডোরাকাটা দাগ তৈরি হয়েছে। তার সামনে তিনটা হরিণ, দুটো হরিণী আর একটা স্পাইক বাক দৌড়াচ্ছে, তাদের ছোটার কারণে তৈরি হওয়া বাতাসের তোড় সামনের রাস্তা পরিস্কার করে ফেলছে। আলো পড়ে তাদের সাদা লেজ চিকচিক করে উঠল, সেই আলোকচ্ছটা দ্রুতগতিতে সামনের গভীর বনের বিষণ্নতাকে চিরে ফেলতে লাগল। স্টারলিং লাফ দিল একটা, অজানা এক প্রশান্তিবোধ করল সে।

মধ্যযুগে দেয়াল ঢাকার জন্য যেসব পর্দা ব্যবহৃত হত, ঠিক সেগুলোর মতই পাহাড়ের পাশের সমতল ভূমি ঢেকে দিয়ে ঝরা পাতার মধ্যে বসে আছে হ্যানিবাল লেকটার। তার ফিল্ডগ্লাসের সাহায্যে সামনের রানিং ওয়েব ১৫০গজ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে সে। ঘরে বানানো কার্ডবোর্ডের একটা ঢাল তার গ্লাসে রিফ্লেকশন তৈরি করল। প্রথমে সে হরিণগুলোকে দৌড়াতে দেখল। তারা তার চোখের সামনে দিয়েই পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে। আর এরপরই সাত বছরে প্রথমবারের মত ক্লারিস স্টারলিংকে সামনাসামনি দেখতে পেল সে।

গ্লাসের নিচে তার চেহারার এক্সপ্রেশনের কোন চেঞ্জ হলো না, কিন্তু বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল সে, যেন এত দূরে থাকা স্টারলিংয়ের গায়ের ঘ্রাণ শুঁকতে পারবে সে।

BanglaBook.org

শুকনো পাতার সাথে সাথে সিনামনের গন্ধ আসল তার নাকে। বনেবাদাড়ে পচতে থাকা গাছের ফলমূল আর পাতা, কয়েক গজ দূরে থাকা খরগোশের খাদ্য–র‍্যাবিট পেলেট, ছিন্নভিন্ন কোন কাঠবিড়ালীর চামড়া- সবকিছুর গন্ধ নাকে এল তার, কিন্তু স্টারলিংয়ের গায়ের ঘ্রাণ সে পেল না। এই ঘ্রাণ সে মুহূর্তের মধ্যে চিনে ফেলতে পারবে। তার সামনে থাকা হরিণকে দেখতে পেল সে, স্টারলিংয়ের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল সেগুলো।

স্টারলিংকে দেখার জন্য এক মিনিটেরও কম সময় পেল লেকটার। স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেই সে দৌড়াচ্ছে, কোন কিছুর সাথে তার পা আটকে যাচ্ছে না। তার পিঠে একটা ছোট ডেপ্যাক দেখতে পেল সে। এক বোতল পানি রাখা সেখানে। তার পেছন অংশে পড়া আলোকরশ্মি তাকে আবছা করে তুলল লেকটারের কাছে, মনে হচ্ছে যেন স্টারলিংয়ের গায়ের চামড়ায় পোলেন ডাস্ট লেগে আছে। তাকে ট্র্যাক করতে গিয়ে হঠাৎ সূর্যরশ্মি পানিতে প্রতিফলিত হয়ে ডক্টর লেকটারের বাইনোকুলারের গ্লাসে গিয়ে পড়ল। যার জন্য মিনিটখানেক ধরে সে সবকিছু ঘোলা দেখতে লাগল। আর সেসময় ঢালু পথ বেয়ে স্টারলিং দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। মাথার পেছনের অংশটাই সে সর্বশেষ দেখতে পেল। স্টারলিংয়ের পনিটেইল করা চুল দুলে উঠছে, ঠিক হোয়াইট টেইলড ডিয়ারের লেজের মত।

কোনো নড়াচড়া করল না লেকটার। তাকে ফলো করারও চেষ্টা করল না। তার ছবি সে তার মানসচক্ষু দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সে যতক্ষণ ধরে চাইবে ততক্ষণ ধরে সে দেখতে পাবে। সাতবছরে সরাসরি তাকে এই প্রথম দেখল সে। স্টারলিংয়ের কোন ট্যাবলয়েড পিকচার না, কিংবা দূর থেকে অস্পষ্টভাবে এক ঝলক দেখাও না, একদম সরাসরি তার দর্শন পেয়েছে লেকটার। পাতার ওপরেই সে মাথার পেছনে হাত দিয়ে শুয়ে পড়ল। তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় পাতাহীন হয়ে যাওয়া ম্যাপল গাছটা দেখতে লাগল সে। গাছটা মনে হচ্ছে ধনুকের তীরের মত আকাশ চিরে ফেলতে চাইছে, আকাশকে তার কাছে পার্পল কালারের বলে মনে হলো।

পার্পল। পার্পল কালারের বুনো মাসকাডিন আঙুরগুলো সে এখানে আসার সময় কুড়িয়ে এনেছে। আঙুরগুলো কুঁচকে গেছে, বলে তার কাছে মনে হলো।কয়েকটা আঙুর মুখে পুরল সে। আর বাকিগুলো তার হাতের তালু দিয়ে পিষল, আঙুরের রস লেগে তালু আঠা আঠা হয়ে গেছে। সেই তালু সে জিহবা দিয়ে চাটতে লাগল, ঠিক বাচ্চাদের মত। পার্পল।

বাগানের পার্পল কালারের বেগুনগুলো।

হান্টিং লজটাতে মধ্যদুপুরে কোন গরম পানি স্টোর করা ছিল না। মিস্কার নার্স তোবড়ানো কপার টাবটা কিচেন গার্ডেনে নিয়ে এল, যাতে সূর্যের তাপে

BanglaBook.org

মিস্কার গোসলের জন্য পানি গরম করা যায়। চারপাশে থাকা বাগানের শাকসবজির মধ্যে থাকা টাবে বসে দুই বছর বয়সি মিস্কা সূর্যস্নান করছে। তার চারপাশে সাদা রঙয়ের ক্যাবেজ বাটারফ্লাই ঘুরঘুর করছিল। তার নিটোল পা দুটো শুধু পানির নিচে ডুবে আছে। বড়ভাই হ্যানিবাল আর তাদের পোষা কুকুরের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত নার্স ভেতরে গিয়ে কম্বলটা নিয়ে না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মিস্কার পাহারায় থাকবে।

কোনো কোনো চাকরের কাছে হ্যানিবাল লেকটার ভয়ঙ্কর বাচ্চা হিসেবে পরিচিত ছিল। তার আচরণ অনেকটা অপার্থিব এবং ভয়ঙ্কর। কিন্তু সে বয়স্ক নার্সটাকে কখনো ভয় দেখায়নি, যে কিনা সারাদিন নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকত। সে মিস্কাকেও ভয় দেখাত না। মিস্কা তার তারকা আকৃতির ছোট্ট দুটো হাত দিয়ে লেকটারের গাল ধরত, এবং খিলখিল করে হাসত। তার কোলে উঠে মিস্কা এগপ্ল্যান্টগুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে দিত, সূর্যের আলোয় সে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকত। তার ভাইয়ের মত মিস্কার চোখের মণিগুলো মেরুন রঙয়ের নয়, বরং সেগুলো নীল রংয়ের। সে যখন এগপ্ল্যান্টগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকত, তখন মনে হত সে চোখ দিয়ে এগপ্ল্যান্টগুলোর রং শুষে নিচ্ছে। হ্যানিবাল যখন বেগুনগুলোর দিকে তাকাত তখন সেগুলোকে বর্ণহীন মনে হত, মনে হত সব রং গায়েব হয়ে গেছে। হ্যানিবাল লেকটার জানত, রংয়ের প্রতি মিস্কার এক ধরণের আসক্তি আছে। তাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের বাবুর্চির হেলপার গজগজ করতে করতে ঘরের সব ময়লা টাবের ভেতর ফেলত।

এগপ্ল্যান্টের সারির পাশে হ্যানিবাল তখন হাঁটু গেড়ে বসত। বাথসোপ বাবলস বাতাসে উড়ছে–রিফ্লেকশন তৈরি করছে। পার্পল কালার, সবুজ কালারের বাবলস। সে তাকিয়ে থাকত সেগুলোর দিকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেগুলো উর্বর মাটির সাথে লেগে টুপ করে ফেটে না যায়। তার ছোট পেননাইফ দিয়ে একটা এগপ্ল্যান্টের বোঁটা কেটে ফেলল সে। রুমাল দিয়ে সেটা পরিস্কার করে নিল। সূর্যের উত্তাপে গরম হয়ে গেছে সবজিটা, হাতে নিয়েই বুঝতে পারল লেকটার। মিস্কার নার্সারি রুমে নিয়ে গেল সেটা, এমন জায়গায় রাখল যেন মিস্কা সেটা দেখতে পায়। ডার্ক পার্পল কালার পছন্দ করত মিস্কা, যতদিন সে বেঁচে ছিল ততদিন।

হ্যানিবাল লেকটার তার চোখ আবার বন্ধ করল, স্টারলিংয়ের সামনে থাকা হরিণটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। হরিণের পেছনে থাকা স্টারলিং পথ মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। স্টারলিংকে দেখল সে। তার শরীর থেকে যেন সোনালি আভা ঠিকরে বের হচ্ছে। কিন্তু যে হরিণটা ছিল সে হরিণটার বদলে সে দেখল সেই ক্ষুদ্র হরিণটাকে যার শরীরে তীর বিঁধে ছিল। তার গলা দড়ি

BanglaBook.org

দিয়ে বাঁধা, অতঃপর তারা মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করে ফেলল। মিস্কার শরীরের মাংস খাওয়ার আগে ছোট হরিণটাকে সাবাড় করল তারা।

আর সে সহ্য করতে পারল না। চোখ খুলে উঠে দাঁড়াল সে। তার হাত আর মুখ মাসকাডিন আঙুরের কল্যাণে বেগুনি বর্ণ ধারণ করেছে। গ্রিক মুখোশের মত তার মুখ নিচের দিকে তাক করা। রাস্তার দিকে তাকাল সে, স্টারলিংকে খুঁজল। বড় করে শ্বাস নিল, বনের পাগল করা গন্ধ আস্বাদন করতে লাগল সে। যেখান থেকে স্টারলিং অদৃশ্য হয়েছিল, সেদিক বরাবর আবার তাকাল।

সে দ্রুত পাহাড়ের ওপর উঠে ঢালু পথ দিয়ে নিচে নামতে শুরু করল। ক্যাম্পসাইটের কাছে পার্কিং এরিয়ার দিকে ছুটল সে। ওখানে সে তার ট্রাক পার্কিং করিয়েছে। স্টারলিং তার অটোমোবাইলের কাছে পৌঁছানোর আগেই সে পার্ক ছেড়ে চলে যেতে চায়। স্টারলিংয়ের গাড়ি দুই মাইল দূরে রেঞ্জার বুথের কাছে মেইন লটে পার্ক করা। আপাতত সে বুথটা বন্ধ।

গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে স্টারলিংয়ের কমপক্ষে পনের মিনিট সময় লাগবে। এর মধ্যেই যা করার করতে হবে।

মাস্টাংটার পাশে ডক্টর লেকটার তার ট্রাক পার্ক করল। মোটর চালু অবস্থায় রেখে সে নেমে গেল ট্রাক থেকে। স্টারলিংয়ের বাড়ির সামনে একটা গ্রোসারির কাছে পার্কিং লটে থাকা মাস্টাংটা এক্সামিন করার অনেক সুযোগ পেয়েছিল লেকটার। গাড়ির জানালায় স্টেট পার্ক'স অ্যানুয়াল ডিসকাউন্ট অ্যাডমিটেন্স স্টিকার লাগানো দেখে সে এ জায়গার ব্যাপারে জানতে পারে। সাথে সাথে এই পার্কের একটা ম্যাপ কিনে নেয় সে, আর তার অবসর সময় এই পার্কের নাড়িনক্ষত্র জানার পেছনে ব্যয় করে।

কারটা লকড ছিল। প্রশস্ত চাকাগুলোর ওপর সম্পূর্ণ স্ট্রাকচারটা এমনভাবে রাখা, মনে হচ্ছে যেন গাড়িটা ঘুমাচ্ছে। কারটা লেকটারের পছন্দ হলো।গাড়িটা একই সাথে অদ্ভুত এবং দক্ষ। ক্রোম ডোর হ্যান্ডেলের কাছে সে শরীর বাঁকিয়ে তার নাকটা হ্যান্ডেলের কাছে নিয়ে গেল, কিন্তু কোন গন্ধই সে পেল না। তার স্টিলের স্লিম জিম টুল বের করল সে। গাড়ির দরজার লকের ওপর দিয়ে সে ভেতরে ঢুকাল লক পিক টা।

অ্যালার্ম? ইয়েস অর নো? ক্লিক...নো অ্যালার্ম।

কারের ভেতর ঢুকে পড়ল হ্যানিবাল। ভেতরের বাতাসের প্রতিটি কণাতে ক্লারিস স্টারলিংকে খুঁজে পেল সে। স্টিয়ারিং হুইলটা পুরু এবং লেদারে মোড়া। হুইল হাবে মো মো ওয়ার্ডটা লেখা। লেখাটা দেখে সে টিয়াপাখির মত তার মাথাটা এদিক ওদিক দুলাতে লাগল। তার মুখ দিয়ে বের হয়ে আসল, 'মো মো'।

BanglaBook.org

সিটে মাথা এলিয়ে দিল সে। চোখদুটো বন্ধ তার, নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে। চোখের ভ্রুগুলো খানিকটা ওপরে উঠে গেল–তার ভাবগতিক দেখলে যে কেউ বলবে, সে কনসার্টে এসেছে।

তার জিহ্বাটা জীবন্ত হয়ে উঠল। মুখ থেকে সাপের মত ধীরলয়ে এঁকেবেঁকে বের হলো সেটা। মুখের অভিব্যক্তির কোন পরিবর্তন হলো না তার। সে যেন জানেই না, সে কি করছে। সামনের দিকে মুখটা নিয়ে গেল, সম্পূর্ণভাবে সে এখন ঘ্রাণ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। লেদার স্টিয়ারিং হুইলটা তার হাতের কাছে এল। হুইলের ভেতরের অংশে আঙুলের দাগ বসে যাওয়া জায়গাটা তার কুণ্ডলী পাকানো জিহ্বা দিয়ে চাটা শুরু করল সে। টু ও' ক্লক পজিশনে হুইলের ওপর স্টারলিং তার হাত রাখত, তার হাতের তালুর সে স্পর্শ, সে স্বাদ জিহ্বা দিয়ে অনুভব করতে লাগল সে। তারপর সে আবার মাথা পেছনের দিকে হেডরেস্টের ওপর রাখল, জিহ্বাও যেখানে থাকার সেখানে চলে গেল। তার মুখ নড়তে থাকল, যেন মুখের ভেতর ওয়াইন রেখে দিয়ে তার স্বাদ চেখে দেখছে সে। বড় করে শ্বাস নিয়ে সে বের হল, ক্লারিসের মাস্টাং লক করল। ট্রাকটা পার্কের বাইরে না বের হওয়া পর্যন্ত সে শ্বাস ধরে রাখল...ক্লারিসের স্বাদ সে তার মুখ থেকে ফুসফুসে পাঠিয়ে দিল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৪

ভ্যাম্পায়ার জিনিসটা বাস্তব, আর খোঁজার মত খুঁজলে তাদের মত নরখাদকদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যেতে পারে–বিহেভিওরাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে এই তত্ত্বকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরা হয়।

যাযাবরের মত ঘুরতে লেকটারের খুব একটা যে ভালো লাগে তা নয়। পুরো পৃথিবীর সিকিউরিটি সিস্টেমের চোখ ফাঁকি দিতে পারার সবচেয়ে বড় ক্রেডিট সে দেবে তার ভালো মানের ভুয়া পরিচয়পত্রকে। তাছাড়া সেগুলোকে ঠিকমত মেইনটেইন করাকেও সে একটা আর্ট বলে মনে করে। হাতের কাছে বিশাল অ্যামাউন্টের ক্যাশও তাকে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করেছে। এক্ষেত্রে বারবার স্থান পরিবর্তন করার কোন ভূমিকাই নেই।

অনেক আগেই বানানো দুটো আইডি আর গাড়ি ম্যানেজ করার জন্য তৃতীয় আইডি কার্ড ব্যবহার করায় ইউনাইটেড স্টেটসে আসার এক সপ্তাহের মধ্যে তার জন্য বাড়ি খুঁজে বের করতে কোনো ঝামেলায় পড়তে হলো না।

থাকার জায়গা হিসেবে সে ম্যারিল্যান্ডকে বেছে নিয়েছে। ম্যাসন ভার্জারের মাসক্রাট ফার্ম থেকে দক্ষিণে এক ঘণ্টা পরিমাণ দূরত্বে সে আপাতত থাকছে। এখান থেকে ওয়াশিংটন আর নিউইয়র্কের মিউজিক আর থিয়েটারেও সে সহজেই যেতে পারবে।

ডক্টর লেকটারের লোক দেখানো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড কারো মনোযোগ আকর্ষণ করবে না, অন্তত সে তাই মনে করে। অডিট করার সময় তার পরিচয়পত্রগুলো জাল বলে কেউ ধরতে পারার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

মিয়ামিতে তার একটা লকবক্স থেকে ভালো অ্যামাউন্টের ডলার উঠিয়ে এক জার্মান লবিস্টের কাছ থেকে একবছরের জন্য চিজাপেক নদীতীরের কাছে আরামদায়ক এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা একটা বাড়ি ভাড়া করল সে।

ফিলাডেলফিয়ার একটা সস্তা অ্যাপার্টমেন্টে দুটো ভিন্ন ভিন্ন ফোন থেকে কল আসল। ফোনকলের মাধ্যমে লেকটার তার জন্য রেফারেন্সের ব্যবস্থা করে ফেলল, এখন কোনকিছুর জন্য তাকে তার বাড়ি থেকে বের হওয়া লাগবে না। রেফারেন্সের কল্যাণে সবকিছু তার বাড়িতে দিয়ে আসা হবে।

ডিরেক্ট ক্যাশ পেমেন্ট করে সে স্কাল্পার্সদের কাছ থেকে সিম্ফনি, ব্যালে এবং অপেরা পারফর্মেন্সের জন্য প্রিমিয়াম টিকেট নিল।

তার নতুন বাড়ির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম–বাড়ির সাথেই ওয়ার্কশপ সহ ওভারহেড ডোর লাগানো বড়সড় একটা ডাবল গ্যারেজ আছে। সেখানে ডক্টর লেকটার তার দুটো ভেহিকল পার্ক করল। একটা হলো ছয়বছর বয়স্ক একটা

BanglaBoi.com

শেভরোলে পিকআপ ট্রাক। ট্রাকবেডে পাইপফ্রেম লাগানো। একটা ভাইসও যুক্ত করা আছে ট্রাকের সাথে। এগুলো সে এক প্লাম্বার আর একজন হাউসপেইন্টারের কাছ থেকে কিনেছিল।

আর আরেকটা হলো সুপারচার্জড জাগুয়ার সেডান। সেডানটা ডেলাওয়্যার এর একটা হোল্ডিং কোম্পানির কাছ থেকে লিজ নিয়েছে সে। প্রতিদিন তার ট্রাকের লুক চেঞ্জ করে সে। ট্রাকের পেছনে কিংবা পাইপফ্রেমের সাথে সে অনেক ইকুইপমেন্ট লাগিয়ে চেহারায় পরিবর্তন আনে। কখনও বা হাইজপেইন্টারের মই, পাইপ, আবার কখনও কখনও পিভিসি, বারবিকিউ কেটলি আর বিউটেন ট্যাঙ্ক লাগায় সে।

বাড়ির ভেতরের সবকিছু নিজের মত করে সাজানোর পর সে এক সপ্তাহের জন্য নিউইয়র্কের মিউজিক আর মিউজিয়ামের দুনিয়ায় হারিয়ে গেল। তার কাজিন, ফ্রান্সের গ্রেট পেইন্টার বালথাসের কাছে সবচেয়ে চমকপ্রদ আর্ট শো এর ক্যাটালগ পাঠাল সে।

নিউইয়র্কের সোথেবি'স থেকে সে দুটো চমৎকার রেয়ার মিউজিকাল ইন্স্ট্রুমেন্ট কিনে ফেলল। প্রথমটা হলো–আঠার শতকের শেষদিকে তৈরি করা ফ্লেমিশ হার্পসিকর্ড, স্মিথসোনিয়ানের ১৭৪৫ ডালকিনের অনুকরণে বানানো হয়েছিল এটা। এতে আপার ম্যানুয়াল লাগানো আছে, যার ওপর ব্যাখ রাখা যায়। এই মিউজিক টুলটা ফ্লোরেন্সে তার কেনা গ্রাভিসেমবালোর যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে তার কাছে মনে হলো।

দ্বিতীয়টা হলো–একদম শুরুর দিকে বানানো ইলেক্ট্রনিক ইন্স্ট্রুমেন্ট, যা থেরেমিন নামে পরিচিত। ১৯৩০ সালে প্রফেসর থেরেমিন নিজে এই টুলটা তৈরি করেছিলেন। যন্ত্রটা ড. লেকটারকে ছোটবেলা থেকেই বিমোহিত করত। সে যখন ছোট ছিল, তখন এরকম একটা নিজের হাতে বানিয়েছিল সে। এর সাহায্যে দূর থেকে কেবল হাত নাড়িয়েই ইলেক্ট্রনিক ফিল্ডে তোমার মন মত সুর তুমি তৈরি করতে পারবে।

তার বিনোদনের জন্য যা যা দরকার, সবকিছু নেয়া হয়ে গেছে। সে এখন ঘরে বসেই নিজেকে আমোদিত করতে পারে।

সকালে পার্কে প্রকৃতির সাথে সময় কাটানোর পর ম্যারিল্যান্ডে তার আশ্রয়স্থলে ফিরে এল সে। ঝরা পাতায় ঘেরা বনের রাস্তা দিয়ে ক্লারিস স্টারলিং ছুটে চলছে, এই দৃশ্য তার মেমোরি প্যালেসে স্থায়ী হয়ে গেছে। তার তৃপ্তির একটা উৎস হলো এই দৃশ্য। সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে সে ফয়ারের কছে চলে যেতে পারে। স্টারলিংকে সে দেখতে পচ্ছে, ছুটে যাচ্ছে সামনের দিকে। তার ভিজুয়্যাল মেমোরি এত ভালো যে, সে এখন সেই একই দৃশ্য থেকে নতুন খুঁটিনাটি তথ্য যাচাই করতে সক্ষম। তার সামনে দিয়ে স্বাস্থ্যবান হরিণটার ছুটে যাওয়ার শব্দ সে শুনতে পেল। তাদের পায়ে কড়া

BanglaBook.org

পড়া দাগ দেখতে পেল সে, দেখতে পেল সবচেয়ে কাছের হরিণটার পেটের চামড়ার সাথে আটকে থাকা কাঁটাযুক্ত ঘাস। সে সাথে সাথে তার প্যালেসের সূর্যালোকিত একটা ঘরে এই স্মৃতির চিত্রায়ণ করে ফেলল, আহত হরিণের স্মৃতি ভুলার জন্য...

তার পিকআপ ট্রাকের পেছনে গ্যারেজ ডোর শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল।

দুপুরের দিকে যখন সেই দরজা আবার খুলে গেল, তখন একটা ব্ল্যাক জাগুয়ার বের হলো।ডক্টর জেন্টেল ড্রেস গায়ে লাগিয়ে সিটির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

শপিং করাটাকে ডক্টর হ্যানিবাল অনেক এনজয় করে থাকে। সরাসরি সে হ্যামাকার শ্লেমারে চলে আসল। হোম অ্যান্ড স্পোর্টিং অ্যাকসেসরিজ আর কিচেন ইকুইপমেন্টের জন্য বিখ্যাত এই 'হ্যামাকার শ্লেমার'। সব ধরণের জিনিস পাওয়া যায় সেখানে। এখানে অনেকটা সময় কাটাল সে। এষনও সে ভাবনার মাঝে ডুবে আছে। পকেট টেপের সাহায্যে সে তিনটা পিকনিক হ্যাম্পারের সাইজ হিসেব করল। প্রত্যেকটা হ্যাম্পার লেদার স্ট্র্যাপ আর সলিড পিতলের ফিটিং দিয়ে বাঁধাই করা। শেষ পর্যন্ত মাঝারি সাইজের হ্যাম্পারটা সিলেক্ট করল সে। কারণ হ্যাম্পারে একজনের জন্য প্লেস সেটিং রাখা, আর সে একাই থাকে, তাই তার জন্য এই একটাই যথেষ্ট।

কেসের মধ্যে একটা থার্মোস, সার্ভিসেবল টাম্বলারস, স্টার্ডি চায়না প্লেট এবং স্টেইনলেস স্টিলের কাটলারি রাখা। অ্যাকসেসরিসের সাথে কেসটা দেয়া হয়েছে। তোমাকে সেটা কিনতেই হবে।

এরপর সে টিফানি আর ক্রিস্টোফলসে ঢুকল। সেখানে ডক্টর তার কাছে থাকা ভারি পিকনিক প্লেটগুলোর বদলে শ্যাশে প্যাটার্ন-এ আঁকা পাতা এবং উড়তে থাকা পাখির ডিজাইন সম্বলিত জিয়েন ফ্রেঞ্চ চায়না প্লেটগুলো নিল। ক্রিস্টোফলসে সে তার পছন্দের প্লেস সেটিংটা পেল। উনিশ শতকের সিলভারওয়্যার, এতে কার্ডিনাল প্যাটার্নের ডিজাইন আঁকা। যে এটা বানিয়েছে, তার মার্ক দেখা যাচ্ছে স্পুন বোল এর ওপর। আর হ্যান্ডেলের বাইরের অংশে প্যারিস র‍্যাট টেইলের ডিজাইন দেখা যাচ্ছে। কাঁটাচামচগুলো যথেষ্ট বাঁকানো, দুই কাঁটার মধ্যে গ্যাপ তুলনামূলকভাবে একটু বেশি। নাইফের হাতলটা ধরতে যথেষ্ট আরাম অনুভূত হয়। মনে হয়, কোন ড্যুয়েলিং পিস্তল হাতে ধরা আছে।

ক্রিস্টাল গ্লাস কেনার ক্ষেত্রে সে ধন্দে পড়ে গেল, তার এপারিতেফ গ্লাসের সাইজ কিরকম হবে সেটা ঠিক করতে না পেরে শেষে সে ব্র্যান্ডি খাওয়ার জন্য চিমনি বেলন নিয়ে নিল। কিন্তু ওয়াইনগ্লাসের বেলায় কোন সন্দেহ কাজ করল না। নির্দ্বিধায় সে রিডেল গ্লাস চুজ করল। দুই সাইজের গ্লাস নিয়ে নিল সে।

BanglaBook.org

ক্রিস্টোফলসে সে ক্রিমি হোয়াইট লিনেনের তৈরি প্লেস ম্যাট পেয়ে গেল, আর কিছু সুন্দর দামাস্ক ন্যাপকিন দেখল সে। ন্যাপকিনের কর্নারে ছোট দামাস্ক রোজ এমব্রয়ডারি করে আঁকা, গোলাপটাকে রক্তবিন্দুর মত দেখাচ্ছে। দামাস্ক ড্রল নিয়ে করা নাটকটার কথা মনে পড়ল তার। ছয়টা ন্যাপকিন কিনে ফেলল সে, যাতে সে সবসময় প্রস্তুত থাকতে পারে। লন্ড্রিতে ন্যাপকিন ধুতে দেয়ার পরেও তার কাছে যেন উদ্বৃত্ত থাকে, এজন্য সে ছয়টা নিল।

দুটো ভালো ৩৫০০০ বিটিইউ পোর্টেবল গ্যাস বার্নার নিয়ে নিল সে। এধরণের বার্নার রেস্টুরেন্টে রান্না করার কাজে ব্যবহার করা হয়। একটা জমকালো শ্য'তে প্যান এবং সস তৈরির জন্য একটা কপার ফেইট টাউট কিনল সে, দুটোই প্যারিসের দেহিলারিন থেকে এসেছে। দুটো হুইস্ক নিয়ে নিল সে।

স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি কার্বনস্টিল কিচেন নাইফটা সে কোথাও পেল না। স্পেশাল পারপাস নাইফগুলোও পেল না, এগুলো সে ইতালিতে ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

তার লাস্ট স্টপেজ ছিল একটা মেডিকাল সাপ্লাই কোম্পানি। মার্সি জেনারেল হসপিটাল থেকে খুব বেশি দূরে না সেটা। এখানে কম দামে সে ব্র্যান্ড নিউ স্ট্রাইকার অটোপসি স' পেয়ে গেল, যেটা অচিরেই তার পিকনিক হ্যাম্পারে থার্মোসের জায়গাটা নিয়ে নিয়েছে। যন্ত্রটার ওয়্যারান্টি এখনও আছে। সে সাধারণ কাজের জন্য ব্যবহৃত ব্লেড, ক্র্যানিয়াল ব্লেড আর স্কাল কি কিনে তার আজকের শপিংয়ের ইতি টানল।

ড. লেকটারের ফ্রেঞ্চডোরগুলো সন্ধ্যার চঞ্চল বাতাস ঢোকার জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। চাঁদের আলোয় এবং মেঘের ক্রমাগত নড়তে থাকা ছায়ায় নদীর পানিকে সিলভার কালারের বলে মনে হচ্ছে। সদ্য কেনা ক্রিস্টাল গ্লাসে তার নিজের জন্য ওয়াইন ঢালল সে। গ্লাসটা হার্পসিকর্ডের পাশে একটা ক্যান্ডলস্ট্যান্ডের ওপর রাখল। ওয়াইনের গন্ধ লবণাক্ত বাতাসের সাথে মিশে যেতে লাগল। ওয়াইন মুখে না নিয়েই লেকটার তার গন্ধের স্বাদ আস্বাদন করতে লাগল। কিবোর্ড থেকে একবারের জন্যও সে হাত সরালো না।

আগেই সে ক্ল্যাভিকর্ড, ভার্জিনালিস এবং অন্যান্য কিবোর্ড ইন্সট্রুমেন্ট কিনে রেখেছিল। সে হার্পসিকর্ডে তোলা সুর আর সে সুরকে অনুভব করাটাকে বেশি প্রাধান্য দেয়। কারণ কুইলে মোড়ানো স্ট্রিংগুলোর ভলিউমকে সাধারণত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। এই স্ট্রিং থেকে সুর বের করে আনার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতা, এর মাধ্যমেই সমগ্র পৃথিবী সুরের মূর্ছনায় মোহিত হয়ে যায়।

মিউজিক ইন্সট্রুমেন্টটার দিকে তাকাল ড. লেকটার। তার হাত সে একবার মুঠ করতে লাগল, আবার খুলতে লাগল। আকর্ষণীয় কোন অপরিচিত মানুষকে

দেখলে সে যেমন প্রশংসা করার ভাবভঙ্গি নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে তার কেনা হার্পসিকর্ডের দিকে সে আগাতে লাগল। হেনরি এইটের লেখা 'গ্রিন গ্রোস দি হলি' এর সুর তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল লেকটার। মোজার্টের *সোনাটা ইন বি ফ্ল্যাট মেজর*-এর ছন্দে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল।

সে এবং তার হার্পসিকর্ড এখনও পুরোপুরি একে অপরকে বুঝে উঠতে পারেনি, তবে সে জানে, তার হাতের সংস্পর্শে আসায় খুব দ্রুতই হার্পসিকর্ডের প্যাটার্ন চিনে ফেলতে পারবে। বাতাস বইতে লাগল, মোমের শিখা নেচে উঠল বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে। কিন্তু ড. লেকটারের চোখদুটো বন্ধ, তার চেহারায় কিছু একটা খেলা করছে–কিবোর্ডের ওপর ঝড় উঠেছে।

টাবে থাকা ছোট্ট মিস্কার তারকাকৃতির হাত থেকে বুঁদবুঁদগুলো ছাড়া পেয়ে দ্রুত সরে যেতে লাগল। বনের মধ্য দিয়ে ক্লারিস স্টারলিংও দ্রুত দৌড়াচ্ছে, তার পায়ের নিচে পাতাগুলো শব্দ করে উঠল, বাতাসের তোড়ে গাছের পাতার মর্মর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তার সামনে থাকা দুটো হরিণী আর একটা স্পাইক বাক লাফ দিয়ে দিয়ে তাদের পথ পার হতে লাগল, ঠিক যেমন আমাদের হার্ট প্রতি বিটের সময় লাফ দিয়ে উঠে। পায়ের নিচের মাটি হঠাৎ করে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা মনে হলো।জীর্ণ পোশাক গায়ে দিয়ে থাকা লোকগুলোকে দেখতে পেল সে। তারা তীরবিদ্ধ ছোট হরিণটাকে নিয়ে যাচ্ছে। দড়ি বাঁধা হরিণটার গলায়, সে দড়ি টান দিয়ে ধড় থেকে মাথা আলাদা করার প্রচেষ্টা চলছে, তাদের যেন এজন্য কুড়াল ব্যবহার করতে না হয়। রক্তমাখা তুষারের ওপর ধাতব শব্দ কানে বাজার সাথে সাথেই সুর বন্ধ হয়ে গেল।

ড. লেকটার পিয়ানো স্টুলের প্রান্তভাগ শক্ত করে ধরে আছে। বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে থাকল সে, শ্বাস দ্রুততর হচ্ছে। হঠাৎ সব নিশ্চুপ হয়ে গেল।

হঠাৎ তার বুক চিরে একটা চিৎকার বের হল, সে চিৎকারও মিউজিকের মতই অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ যাবত সে কিবোর্ডের ওপর ভর দিয়ে মাথা নিচু করে রইল। তারপর কোন শব্দ না করে সে উঠে দাঁড়াল, এবং রুম থেকে বের হয়ে গেল। এই অন্ধকার ঘরে সে এখন ঠিক কোন জায়গায় আছে, তা বলা সম্ভব নয়।

চিজাপেকের ধার ঘেসে আসা বাতাস আরও তীব্রভাবে বইতে লাগল। মোমের শিখাগুলোকে কাঁপিয়ে দিতে থাকল তারা, যতক্ষণ না পর্যন্ত মোমবাতি পুরোটা পড়ে গিয়ে সব অন্ধকার না হয়ে যায়। বাতাসের তীব্রতায় হার্পসিকর্ডের স্ট্রিঙে চাপ পড়ে টুংটাং শব্দ শোনা যাচ্ছে। বহুদিন আগের সেই আর্তনাদের মত মনে হলো সেই শব্দ।

BanglaBoi.org

অধ্যায় ৫৫

ওয়ার মেমোরিয়াল অডিটোরিয়ামে মিড-আটলান্টিক রিজিওনাল গান অ্যান্ড নাইফ শো দেখানো হচ্ছে। সেখানে একরের পর একর জুড়ে থাকা টেবিলে পিস্তল আর অ্যাসল্ট-স্টাইল শটগান সাজানো। লেজার পিস্তল থেকে বের হওয়া রেড বিম সিলিংয়ে অদ্ভুত ডিজাইন তৈরি করেছে।

অস্ত্রের প্রতি আলাদা ফ্যাসিনেশন আছে এমন কিছু জেনুইন লোকরা গান শোতে সাধারণত এসে থাকে।

চারপাশের পরিবেশ নিরামিষ হয়ে গেছে। দর্শকরা আসল, দেখল এবং চলে গেল। বাড়তি কোন উত্তেজনা লক্ষ্য করা গেল না তাদের মাঝে।

ভিড়ের দিকে তাকাও–গোমড়া, মাথা গরম, পাথরসম হৃদয়ের কিছু লোক এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। একজন নাগরিকের অস্ত্র কেনার যে অধিকার আছে, সে অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে শুধুমাত্র এধরণের লোকদের কারণে।

অ্যাসল্ট উইপনের চারদিকে মানুষ ভিড় জমিয়েছে। সেগুলো সস্তা স্ট্যাম্পিংস দিয়ে বানানো, যেগুলো দিয়ে অশিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণ না পাওয়া সেনাদের ওপরে আক্রমণ চালানো যায়।

মোটা এবং শুকনো চেহারার ইনডোর গানম্যানরা হ্যানিবাল লেকটারকে ভেতরে ঢুকতে দিল। লেকটার তাদের চেয়ে যথেষ্ট স্লিম। বন্দুক, পিস্তল তাকে আগ্রহি করে তুলতে পারল না, সে সরাসরি শো সার্কিটের নাইফ মার্চেন্টের ডিসপ্লের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

৩২৫ পাউন্ড ওজনের নাইফ মার্চেন্ট এর নাম বাক। বাকের কালেকশনে অনেক ফ্যান্টাসি সোর্ড আছে। মধ্যযুগ আর বর্বরযুগের কিছু সোর্ডের কপিও সে তার কাছে রেখেছে।

তবে সে বিখ্যাত তার নাইফের কালেকশনের জন্য। এর মধ্যে ব্ল্যাকজ্যাক নাইফও আছে। ড. লেকটার দ্রুত তার লিস্টে থাকা নাইফগুলো ডিসপ্লেতে দেখে নিল, যেগুলো তাকে ইতালিতে ফেলে আসতে হয়েছে।

"আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

বাক বন্ধুত্বপূর্ণ বলে মনে হলেও তার চোখদুটো বিধ্বংসি।

"আমার ঐ হার্পিটা লাগবে। খাঁজকাটা ধারালো এবং চার ইঞ্চি ব্লেডের স্পাইডার্কো এবং পেছনে থাকা ড্রপ পয়েন্ট স্কিনারটাও নিব আমি।"

বাক সব নাইফ নিয়ে জড়ো করল এক জায়গায়।

BanglaBook.org

"একটা গেম স লাগবে। সামনে থাকা এটা নয়, ভালোমানের একটা লাগবে আমার।

ফ্ল্যাট লেদার স্যাপটা এদিকে দাও, আমি এটা একটু ধরে দেখতে চাই। কালো রঙেরটা।"

কিছুক্ষণ পর সে বলল, "এটা নেবো।"

"আর কিছু নিবেন?"

"হ্যা। স্পাইডার্কো সিভিলিয়ান আমার খুব পছন্দের। এখানে কোথাও দেখলাম না।"

"অনেকেই এই ছুরির ব্যাপারে জানে না। আমার স্টকে কেবল একটা আছে।"

"আমার একটাই লাগবে।"

"এটার রেগুলার প্রাইস ২২০ ডলার। আমি আপনার জন্য ১৯০ ডলার রাখব, কেসসহ।"

"ঠিক আছে। তোমার কাছে কার্বনস্টিল কিচেন নাইফ আছে?"

বাক তার বিশাল মাথাটা দুদিকে নাড়ল। "পুরনোগুলো পাবেন আপনি, খোলাবাজারে। আমি আমারটা সেখান থেকেই নিয়েছিলাম।"

"এগুলোর একটা পার্সেল তৈরি কর। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছি।"

বাক খুব কম সংখ্যকবারই পার্সেল বানিয়েছে। পার্সেল বানানোর সময় তার চোখের ভুরুটা একটু উঁচু হলো।

এটা আসলে কোন গান শো নয়, এটা একটা বাজার। কয়েকটা টেবিলে ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু-এর স্মৃতিরক্ষার্থে সে সময় ব্যবহৃত কিছু অস্ত্র সাজানো, নতুন অস্ত্রের তুলনায় সেগুলোকে প্রাচীন আমলের বলে মনে হয়। তুমি চাইলে এম-১ রাইফেল কিনতে পারো, কিংবা গ্যাস মাস্ক, যেটার গগলসে থাকা গ্লাসে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। অথবা সেসময় ব্যবহৃত পানির বোতল, যা ক্যান্টিন নামে পরিচিত। নাজিদের উইপন নিয়েও মেমোরি বুথ খোলা হয়েছে। তুমি চাইলে একটা জাইকলন বি গ্যাস ক্যানিস্টার তোমার সংগ্রহে রাখতে পারো, যদি তোমার সেসব সংগ্রহ করার বাতিক থাকে।

কোরিয়ান কিংবা ভিয়েতনাম ওয়ার নিয়ে প্রায় কিছুই ছিল না শোতে, আর অপারেশন ডেজার্ট স্টর্মের তো কোন কিছুই প্রদর্শনীতে রাখা হয়নি।

যারা কিনতে এসেছে, তাদের অনেকেই ছদ্মবেশ ধরে এসেছে। তারা যেন কিনতে নয়, শুধু শো দেখতেই আসে। বিক্রি করার জন্য কিছু ক্যামোফ্লেজ স্যুট রাখা আছে, যার মধ্যে কমপ্লিট ঘিলি স্যুটও ছিল। স্নাইপার বা বো হান্টারদের যাতে কেউ সহজে দেখে ফেলতে না পারে, সেজন্য এসব স্যুট তারা ব্যবহার করে।

BanglaBoi.org

এই শো রুমের বিশাল একটা জায়গা জুড়ে আর্চারি ইকুইপমেন্টের প্রদর্শনী রাখা হয়েছে, বো হান্টারদের জন্যে।

ঘিলি স্যুটটা হাতে নিয়ে দেখার সময় তার পাশে আর্চারি ইউনিফর্মের দিকে চোখ পড়ল লেকটারের। একটা আর্চারি গ্লাভ হাতে নিল সে। এই গ্লাভ যে বানিয়েছে তার মার্ক দেখার জন্য সেটা আলোতে তুলে ধরতেই চোখের কোণ দিয়ে তার পাশে ভার্জিনিয়া ডিপার্টমেন্ট অফ গেম অ্যান্ড ইনল্যান্ড ফিশারিজ এর দুই অফিসারকে দেখতে পেল। এই শো পরিচালনায় সাহায্য করার জন্য তাদের একটা কনজারভেশন বুথ আছে।

"ডনি বার্বার।" তার থুতনির দিকে ইঙ্গিত করে দুই অফিসারের মধ্যে বয়স্কটা বলে উঠল। "তুমি যদি তাকে কোর্টে হাস্যরসের পাত্রে পরিণত করতে পারো, তাহলে আমাকে জানিও। আমি সেই আবালকে আজীবনের জন্য একঘরে অবস্থায় দেখতে চাই।"

কথা লক্ষ্য করে লেকটার আর্চারি এক্সিবিশনের অন্যপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা ত্রিশ বছরের এক লোকের দিকে তাকাল। তাদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো ছিল লোকটা, একটা ভিডিও দেখছিল সে। অনেকটা ছদ্মবেশ ধরে আছে ডনি বার্বার। তার জামার সামনের অংশ কোমরের সামনে হাতা দিয়ে বাধা। সে একটা খাকি কালারের স্লিভলেস টিশার্ট পরে আছে, যাতে তার হাতে আঁকা ট্যাটু সবাইকে সে দেখাতে পারে। মাথায় একটা বেজবল ক্যাপ উল্টো করে পরা।

অফিসারদের থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরতে লাগল লেকটার। তার দুপাশের ডিসপ্লেতে থাকা জিনিসপাতি দেখতে লাগল সে। অল্প দূরত্বে থাকা ট্রেলিস হোল্ডার দিয়ে দাঁড় করানো হোলস্টারে আটকানো লেজার পিস্তলের ডিসপ্লের সামনে সে একটু থামল। তখনই সে ভিডিওটা দেখতে পেল, যার ওপর ডনি বার্বারের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত।

ভিডিওতে একটা লোককে তীর ধনুক হাতে মিউল ডিয়ার শিকার করতে দেখা যাচ্ছে।

কাঠের অংশের মধ্য দিয়ে বেড়া পার হয়ে একটা হরিণের পিছু পিছু যাচ্ছিল লোকটা। এরপরই শিকারি তার শিকারের উদ্দেশ্যে তীর ছুঁড়ল। শব্দ শোনার জন্য সেই শিকারির গায়ে তার লাগানো ছিল। দ্রুতলয়ে নিঃশ্বাস ফেলছিল সে। মাইক্রোফোনে উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল, "এটা মিস হতেই পারে না।"

তীর হরিণটাকে আঘাত করার সাথে সাথে প্রাণীটার গতি ধীর হয়ে আসতে লাগল। দু-বার বেড়া পার হয়ে ভেতরে লুকানোর চেষ্টা করল হরিণটা।

BanglaBook.org

দেখে ডনি বার্বারের শরীর শিহরিত হতে লাগল, মুখ দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করল সে।

ভিডিওতে দৃশ্যমান শিকারিটা এবার হরিণটার ফিল্ডড্রেসিং করা শুরু করেছে। প্রথমে যে জায়গার চামড়া সে শরীর থেকে আলাদা করতে লাগল, সেটাকে তারা আদর করে ডাকে–অ্যানাস!

ভিডিওটা স্টপ করে রিওয়াইন্ড করল সে আবার। তীর ছুঁড়ে মারার দৃশ্যটা সে বারবার দেখতে লাগল, যতক্ষণ না পর্যন্ত সামনে থাকা এক লোক প্রশ্ন করল, কিছু কিনবে কিনা।

"হোগা মারা খাও, বানচোদ। তোমার থেকে কিছু কিনব না আমি।"

পরের বুথ থেকে ডনি কিছু হলুদ তীর নিল, তীরের মাথায় রেজর ফিন ক্রস ডিরেকশনে লাগানো। সেখান থেকে কিছু কিনলে প্রাইজ দেয়া হয়। ডনি বার্বারও তীর কেনার কারণে একটা এন্ট্রি স্লিপ পেল। সেখানে প্রাইজ হিসেবে ছিল দুইদিনের জন্য ডিয়ার লীজের সুযোগ।

এন্ট্রি স্লিপটার শুন্যস্থানে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে স্লটের মধ্যে দিয়ে বক্সে ফেলে দিল সে। অতঃপর মার্চেন্টের কলম ফেরত না দিয়েই তার পার্সেল বক্স নিয়ে ছদ্মবেশে থাকা লোকদের আড়ালে হারিয়ে গেল।

ব্যাঙের চোখ যেমন প্রতিটা নড়াচড়া খেয়াল করে, ঠিক সেরকম মার্চেন্টের চোখ সবদিকে লক্ষ্য রাখছিল। তার ঠিক সামনে থাকা মানুষটা স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে আছে।

"এটাই কি তোমার কাছে থাকা সবচেয়ে ভালো ক্রস বো?"

ড. লেকটার মার্চেন্টকে জিজ্ঞেস করল।

"না।"

কাউন্টারের নিচ থেকে একটা কেস বের করল সে। "সবচেয়ে ভালো হলো এটা। আপনাকে যদি এটা বহন করতে হয়, তাহলে কম্পাউন্ড ক্রসবোর চেয়ে রিকার্ভ ক্রসবোকেই আমি বেশি প্রাধান্য দেব। এর মধ্যে যে উইন্ডলাস আছে তার মাধ্যমে আপনি ক্রসবোকে ইলেক্ট্রিক ড্রিলের মত ব্যবহার করতে পারবেন। অথবা আপনি এটা ম্যানুয়ালি চালাতে পারেন। আপনি কি জানেন, আপনি যদি বিকলাঙ্গ না হন, তাহলে ভার্জিনিয়াতে হরিণ শিকারের জন্য ক্রসবো ব্যবহার করতে পারবেন না?"

"আমার ভাই তার এক হাত হারিয়েছে, এবং সে তার অবশিষ্ট হাত দিয়ে কাউকে মারতে পারবে কিনা–এটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে," ড. লেকটার বলল।

"বুঝতে পেরেছি।"

পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে ডক্টরের হাতে উৎকৃষ্ট মানের একটা ক্রসবো আর

BanglaBook.org

ক্রসবোতে ব্যবহার করার জন্য দুই ডজন তীর চলে এল, তীরগুলো কোয়ারেল নামে পরিচিত।

"এগুলো পার্সেল বক্সে করে আমাকে দাও।"

"এই স্লিপটা ফিলআপ করুন, আপনি ডিয়ার হান্ট জিতে যেতে পারেন। দুইদিনের লীজ নিয়ে আপনি শিকার করতে পারবেন।" মার্চেন্ট বলল।

তার স্লিপটা ফিলআপ করল ড. লেকটার। এরপর স্লট দিয়ে বক্সে ফেলে দিল।

"একটু বিরক্ত করলাম।" সে বলল। "আমার স্লিপটাতে আমি টেলিফোন নাম্বারটা লিখতে ভুলে গেছি। আমি কি স্লিপটা নিতে পারি?"

"শিউর।"

ডক্টর লেকটার স্লটে হাত ঢুকিয়ে বক্স থেকে ওপরের প্রথম দুটো স্লিপ তুলে নিল। তার স্লিপটাতে সে তার নিজের ফলস ইনফর্মেশন লিখল। পরের স্লিপটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকল। চোখের পলক ফেলল সে, ঠিক ক্যামেরা ক্লিকের মত।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৬

মাসক্রাট ফার্মের জিমটা হাই টেকনোলজি সমৃদ্ধ। মেশিনের নটিলাস সাইকেল, ট্রি ওয়েট, এরোবিক ইকুইপমেন্ট এবং জ্যুসবার–সবই আছে সেখানে।

বার্নি তার ওয়ার্কআউট শেষে একটা বাইসাইকেলের ওপর বসে নিজের শরীরটাকে ঠাণ্ডা করছিল। বুঝতে পারল সে, এই রুমে সে একা নয়। মার্গট ভার্জার কর্নারে তার ওয়ার্মআপ ড্রেস খুলে একটা ইলাস্টিক শর্টস আর স্পোর্টস ব্রার ওপরে একটা ট্যাঙ্ক টপ পরল। এরপর একটা ওয়েটলিফটিং বেল্ট গায়ে জড়াল। কর্নারে ওজন চাপানোর শব্দ শুনতে পেল সে। একটা ওয়ার্মআপ সেট তৈরি করে ফেলা হয়েছে।

কোনো রেসিস্ট্যান্স না দিয়ে বার্নি বাইসাইকেলের পেডাল মেরে যাচ্ছে। সে তার মাথার ঘাম টাওয়েল দিয়ে মুছতে লাগল। ঠিক এসময় তার পাশে মার্গটের উপস্থিতি অনুভব করল সে।

"বেঞ্চপ্রেস করার সময় তুমি কতটুকু ওজন নিতে পারো?"

"জানি না আমি।"

"আমি আশা করেছিলাম, এটা তোমার জানা থাকবে।"

"৩৮৫ এর মত, আই থিঙ্ক।"

"৩৮৫?? বিগ বয়, আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয় না তুমি ৩৮৫ পাউন্ড ওজন নিতে পারবে।"

"হয়ত তুমি ঠিক বলেছ।"

"তুমি বেঞ্চ প্রেসে ৩৮৫ পাউন্ড ওজন তুলতে পারবে না। আমি ১০০ ডলার বাজি ধরতে রাজি আছি।"

"আর পারলে?"

"১০০ ডলার তোমার পকেটে যাবে। আমি সব সেট করবো।"

বার্নি তার দিকে তাকাল, তার কপালের চামড়া রাবারের মত কুঁচকে উঠল।

"ওকে।"

তারা প্লেটগুলো লোড করল। বার্নির লোড করা প্লেট নিয়ে মার্গটের সন্দেহ আছে। তাই বারের শেষ অংশে গিয়ে মার্গট সেগুলোর ওজন আবার কাউন্ট করল, যেন বার্নি তাকে চিট করতে না পারে।

বেঞ্চে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে আছে বার্নি। মাথার কাছে মার্গট স্প্যানডেক্স শর্টস

BanglaBook.org

গায়ে দাঁড়ানো। তার উরু আর তলপেটের সংযোগস্থলে থাকা জোড়ামুখটা দেখতে অনেকটা বারোক ফ্রেমের মত। আর তার বিশালাকার শরীরটা সিলিংয়ের প্রায় কাছাকাছি চলে গেছে।

বার্নি নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। মার্গটের পা থেকে কুল লিনিমেন্টের গন্ধ আসছে। হাতদুটো আলতো করে বারের ওপর রেখেছে সে। নখগুলোতে কোরাল পেইন্ট করা। সুঠাম সেই হাতে অনেক শক্তি ধরে।

"রেডি?"

"হ্যা।"

বুকের ওপর রাখা ওয়েট লিফটারটা উঠিয়ে সে মার্গটের মুখ বরাবর নিয়ে গেল। বার্নির তেমন কোন কষ্টই হলো না। ওয়েট উঠিয়ে সে এটা ব্র্যাকেটে নিয়ে রাখল।

মার্গটিকে তার জিমব্যাগ থেকে ১০০ ডলার বের করতে বাধ্য করল সে।

"থ্যাঙ্ক ইউ।" বার্নি বলল।

"আমি তোমার চেয়ে বেশি স্কোয়াট করতে পারি।"

"জানি আমি।"

"তুমি কিভাবে জানো।"

"কারণ আমি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে পারি, যা তুমি পারো না। এজন্যই তুমি স্কোয়াট এক্সপার্ট।"

"কে বলেছে আমি পারি না?" তার দুই কাঁধ উঁচু হয়ে গেল।

"একশ' ডলার বাজি, ঠিক আছে?"

"আমার জন্য একটা স্মুদি বানাও, তাহলেই চলবে।"

জ্যুসবারে এক বোল ফলমূল আর বাদাম রাখা। বার্নি যখন ব্লেন্ডারে ফ্রুট স্মুদি বানাতে ব্যস্ত, তখন মার্গট তার মুঠিতে দুটো ওয়ালনাট নিয়ে ক্র্যাক করে ভেঙে ফেলল।

"তুমি কি কেবল একটা নাট ভাঙতে পারবে? দুটো নাট থাকলে চাপ দিতে হাতের পেশির খুব একটা জোর দিতে হয় না। কারণ বাদাম দুটো একটা আরেকটার সাথে চাপ খেয়ে এমনিই ভেঙে যায়।"

বার্নি বলল। ব্লেন্ডারের রিমের ওপর বাড়ি দিয়ে দুটো ডিম ফাটাল সে।

"তুমি পারবে?" এই বলে মার্গট তার দিকে একটা ওয়ালনাট ছুঁড়ে মারল।

বার্নির হাতের তালুতে বাদামটা জায়গা করে নিল। "জানি না।"

বারে তার সামনে থাকা সবকিছু সে একপাশে সরিয়ে রাখল। একটা কমলা পড়ে গেল, মার্গটের দিকে গড়িয়ে গেল সেটা।

"উপস, স্যরি।"

BanglaBook.org

ফ্লোর থেকে তুলে কমলাটা বোলে রেখে দিল মার্গট।

বার্নির মুঠি বন্ধ হয়ে গেল। হাত থেকে মুখের দিকে চলে গেল মার্গটের দৃষ্টি। তারপর চোখদুটো ঘুরতে ঘুরতে কাঁধের ওপর গিয়ে স্থির হলো, বার্নির কাঁধের মাংসপেশি ফুলে উঠেছে। চেহারা লাল হয়ে গেছে তার। কাঁপতে লাগল সে, তার হাতের মুঠি থেকে ক্র্যাক করে আওয়াজ এল–তবে সেটা খুব ক্ষীণ। মার্গটের চেহারা ঝুলে পড়ল, বেশ অবাক হয়েছে সে।

বার্নির কাঁপতে থাকা হাত সে ব্লেন্ডারের ওপর রাখল, শব্দটা এবার জোরে শোনা গেল। ডিমের কুসুম আর সাদা অংশটা টুপ করে ব্লেন্ডারের ভেতর পড়ে গেল। মেশিনটা অন করে তার হাতের আঙুলগুলো চাটতে লাগল বার্নি। হাসি আটকে রাখতে পারল না মার্গট।

গ্লাসে স্মুদি ঢালল বার্নি। দুই ওয়েট ডিভিশনের দুইজন পাওয়ারলিফটার বসে বসে এখন ফ্রুট স্মুদি খাচ্ছে–কেউ এখন জিমে ঢুকলে তাদের দেখে একথাই বলবে।

"ছেলেরা যা যা করে সে সব তুমি করতে চাও, তাই না?"

"সব না, কিছু কিছু মেল স্টাফ আমার একদম পছন্দ না।"

"মেল বডিং ট্রাই করে দেখবে?"

মার্গটের মুখের হাসি উধাও হয়ে গেল। "আমি কোনো ডিক জোক শুনতে আসিনি, বার্নি। আমি কিভাবে করবো?"

মাথা নাড়ল সে, "আমার সাথে করতে পারো। আমরা ফ্রেন্ড হতে পারি।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৭

ক্লারিস স্টারলিং যতই ড. লেকটারের স্বাদ-রুচির জগতের আরো গভীরে প্রবেশ করতে লাগল, ততই সে হ্যানিবালের ব্যাপারে নতুন নতুন তথ্য জানতে লাগল। যার একটা উৎস সে খুঁজে পেল–র‍্যাচেল ডুবেরি।

র‍্যাচেল ডুবেরি যখন বাল্টিমোর সিম্ফনির পৃষ্ঠপোষক ছিল, তখন লেকটারের সাথে তার পরিচয় হয়। বয়সে লেকটারের থেকে বড় ডুবেরি। সেসময় যথেষ্ট সুন্দরি ছিলেন তিনি। ভোগ ম্যাগাজিনে তার ছবি দেখতে পেয়ে স্টারলিংয়ের তাই মনে হলো।এরপর তার দু-বার ডিভোর্স হয়। দুইজন ধনী লোকের সাথে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর সে আবার বিয়ে করে। তার তৃতীয় লাইফ পার্টনারের নাম ফ্রাঞ্জ রোসেনক্রাঞ্জ, টেক্সটাইল রোসেনক্রাঞ্জের মালিক। তার সোশ্যাল সেক্রেটারির মাধ্যমে তাকে লাইনে পায় স্টারলিং।

"এখন আমরা শুধু অর্কেস্ট্রা মানিটা তাদের পাঠিয়ে দেই, ডিয়ার। সক্রিয়ভাবে এই অর্কেস্ট্রার সাথে জড়িত থাকার জন্য যে বয়স আমার দরকার, তা আমি অনেক আগেই পার করে এসেছি।" মিসেস রোজেনক্রাঞ্জ ওরফে ডুবেরি স্টারলিংকে বললেন। "যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত কিছু নিয়ে জিজ্ঞাসা করার থাকে তাহলে আমি আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্টসের নাম্বার তোমাকে দিতে পারি।"

"মিসেস রোজেনক্রাঞ্জ, বোর্ড অব ফিলার্মোনিক অ্যান্ড দি ওয়েস্টওভার স্কুলের সাথে যখন আপনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তখন আপনি ডক্টর হ্যানিবাল লেকটারকে চিনতেন, তাই না?"

ওপাশ পুরোপুরি নীরব হয়ে গেল।

"মিসেস রোজেনক্রাঞ্জ?"

"আমি তোমার নাম্বারটা নিয়ে এফবিআই সুইচবোর্ডের মাধ্যমে তোমাকে কলব্যাক করছি।"

"নিশ্চয়ই।"

কলব্যাক করা হলো।

"হ্যা, সোশ্যালি হ্যানিবাল লেকটারকে আমি অনেক বছর আগে থেকেই চিনি। এজন্য আমার দরজায় প্রেসের আনাগোনা লেগেই আছে। এক্সট্রাঅর্ডিনারি ধাঁচের চমৎকার একজন মানুষ ছিলেন তিনি। আর অবশ্যই তিনি সিঙ্গেল ছিলেন। একটা মেয়ের সাথে অবশ্য...তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে

BanglaBook.org

পারছো আমি কি বলতে চাচ্ছি। তার চেহারার ডার্ক সাইডের ব্যাপারে বিশ্বাস করতেই আমার কয়েক বছর সময় লেগে গেছিল।"

"তিনি কি আপনাকে কখনও কোন গিফট দিয়েছেন, মিসেস রোজেনক্রাঞ্জ?"

"আমার জন্মদিনে তার কাছ থেকে নোট পেয়ে থাকি আমি। সে যখন কাস্টডিতে ছিল, তখনো আমি নোট পেতাম তার কাছ থেকে। মাঝে মাঝে গিফট, যা দিতে সে অনেকটা বাধ্য থাকত। সে সবার থেকে আলাদা এবং জাঁকজমকপূর্ণ উপহার দিত।"

"এবং ডক্টর লেকটার আপনার সৌজন্যে একবার একটা ফেমাস বার্থডে ডিনার রাখে। আপনার জন্মদিনের দিন ওয়াইন ভিনটেজ দিয়ে সে সেলিব্রেট করেছিল।"

"হ্যা।" সে বলল। "ক্যাপোতে'স ব্ল্যাক এবং হোয়াইট বলের পর এই ডিনার সারপ্রাইজ পার্টিকে সবচেয়ে স্মরণীয় বলে আখ্যা দিয়েছিল সুজি।"

"মিসেস রোজেনক্রাঞ্জ, তার কাছ থেকে কোন কল কিংবা তার ব্যাপারে কোন তথ্য পেলে আপনি কি আমার দেয়া নাম্বারে কল করে এফবিআই'কে জানাতে পারবেন? আরেকটা জিনিস আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাচ্ছিলাম, ড. লেকটারের সাথে কি আপনার কোন স্পেশাল অ্যানিভার্সারি ছিল? আর হ্যা, মিসেস রোজেনক্রাঞ্জ, আমাকে আপনার বার্থডেটটা জানতে হবে।"

অপরপ্রান্ত থেকে হতাশার স্বর ভেসে আসল, "আমার মনে হয়, এই ইনফর্মেশন আপনার কাছে আছে। আপনি আমার বার্থডেট জানেন।"

"ইয়েস ম্যাম। কিন্তু আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি, বার্থ সার্টিফিকেট আর আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্সে লেখা ডেটের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা আছে। মোদ্দাকথা, ডেটগুলো এক না। ক্ষমা চাচ্ছি, কিন্তু আমরা ড. লেকটারের পরিচিতজনদের বার্থডের দিন কেনা সমস্ত এক্সপেনসিভ এলিমেন্টের ওপর নজরদারি রাখছি।"

'পরিচিতজন??' আমি এখন পরিচিতজন হয়ে গেলাম? কারো পরিচিত হয়ে যে বিপদে পড়তে হবে, তা আমি ভাবতে পারিনি।" রোজেনক্রাঞ্জ মৃদু হাসলেন। ককটেইল অ্যান্ড সিগারেট জেনারেশনের মানুষ তিনি, কণ্ঠস্বর বেশ ভারি।

"এজেন্ট স্টারলিং, আপনার বয়স কত?"

"বত্রিশ, মিসেস রোজেনক্রাঞ্জ। ক্রিসমাসের দুইদিন আগে আমি তেত্রিশে পা দিব।"

BanglaBook.org

"আশা কার আপনার জীবনে এমন অনেকেই আছে যারা আপনার পরিচিত, তাদের সাথে আপনি ভালো সময় কাটান।"

"জি, ম্যাডাম। আর আপনার জন্মতারিখটা?"

শেষমেশ মিসেস রোজেনক্রাঞ্জ তার রিয়েল বার্থডেট স্টারলিংয়ের কাছে ফাঁস করে দিলেন। তিনি অবশ্য একটা বিশেষণ সাথে জুড়ে দিলেন, 'ডক্টর লেকটার যে তারিখের সাথে পরিচিত সেটা হল...'

"যদি আপনি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা প্রশ্ন ছিল আমার। জন্ম তারিখ লেখার সময় অনেকে বিভিন্ন কারণে বছরের ব্যাপারটা সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু মাস আর দিন তারা চেঞ্জ করে না, আসলটাই ব্যবহার করে তারা। কিন্তু আপনি তিনটার ক্ষেত্রেই ভুল তথ্য দিয়েছেন।"

"আমি কন্যা রাশির জাতিকা–সবাই এটা জানুক এমনটাই আমি চেয়েছিলাম। মিস্টার রোজেনক্রাঞ্জও কন্যা রাশির। আমরা যখন ডেটিং করছিলাম, তখন আমাদের মধ্যে অনেক মিল–এটা বুঝানোর জন্য আমি নিজের জন্মতারিখ বদলে ফেলি।"

জেলখাঁচার ভেতরে থাকাকালীন ড. লেকটারের সাথে যাদের দেখা হয়েছে, ডক্টরের সম্পর্কে তাদের একেকজনের দৃষ্টিভঙ্গি একেকরকম। স্টারলিং সিরিয়াল কিলার জেম গাম্বের নারকীয় বেজমেন্ট থেকে প্রাক্তন সিনেটর রুথ মার্টিনের মেয়ে ক্যাথরিনকে উদ্ধার করে। তার এই সাফল্যের কারণে সিনেটরকে নির্বাচনে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়নি। কৃতজ্ঞতার খাতিরে স্টারলিংয়ের জন্য অনেক কিছু করতে পারতেন তিনি। কিন্তু স্টারলিং তাকে কখনও সে সুযোগ দেয়নি।

তিনি নিয়মিত যোগাযোগ করেন স্টারলিংয়ের সাথে। ফোনে তার খোঁজখবর নেন, ক্যাথরিনের খবর জানান। নিজের কথাও তার সাথে শেয়ার করেন।

"তুমি আমার কাছ থেকে কখনও কিছু চাওনি স্টারলিং। তুমি যদি কোনো জব চাও তাহলে..."

"ধন্যবাদ সিনেটর মার্টিন।"

"ড. লেকটারের ব্যাপারে আমি সত্যিই কিছু জানতাম না। জানলে আমি ব্যুরোকে রিকমেন্ড করতাম। তোমার নাম্বারটা আমি টুকে রাখব। চার্লসি জানে, কিভাবে মেইল হ্যান্ডেল করতে হয়। ওকে আমি বলে রাখব। লেকটারের জন্য আমার আলাদা বিতৃষ্ণা কাজ করে, আমি ওর কথা শুনতে চাই না। ঐ অপয়াটা আমাকে মেম্ফিসে শেষ কি বলেছিল, জানো? 'আপনার স্যুট আমার পছন্দ হয়েছে।" আমার সামনে কেউ যা করার সাহস পায়নি, সে তা করে দেখিয়েছে।"

"জানি, সে আপনাকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছিল।"

BanglaBook.org

"যখন ক্যাথরিনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, যখন আমরা পাগলপ্রায় ছিলাম, সে তখন বলেছিল তার কাছে জেম গাম্বের ব্যাপারে তথ্য আছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম আমি। সে তার সর্পচক্ষু দিয়ে আমার দিকে তাকাল, এবং আমাকে প্রশ্ন করল, ক্যাথরিনের লালনপালন কি আমি করেছিলাম? সে জানতে চায়, আমার মেয়েকে আমি বুকের দুধ পান করাতাম কিনা? আমি হ্যা সূচক উত্তর দিয়েছিলাম। তখন সে বলেছিল, 'শক্ত কাজ, তাই না?' এই কথাটা আমার বুকে তীরের মত বিধেছিল। অতীতে ফিরে গিয়েছিলাম আমি। আমার হাতে ক্যাথরিন। সে কাঁদছিল বুকের দুধের জন্য। ছোট্ট সেই শরীরটাকে তখন আগলে রেখেছিলাম আমি। বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিলাম, আর অপেক্ষা করছিলাম কখন তার তৃষ্ণা মিটবে।

আমার কষ্টগুলো এক মুহূর্তের জন্য সে শুষে নিয়েছিল।"

"কী ধরণের ছিল সেটা, সিনেটর মার্টিন?"

"কী ধরণের মানে? ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"আপনার গায়ে তখন কোন ধরণের স্যুট ছিল?"

"মনে করতে দাও...একটা নেভি গিভেনচি, ভালো ব্র্যান্ডের।" সিনেটর বললেন। স্যুটের ব্যাপারে স্টারলিংয়ের আগ্রহ দেখে মনে মনে তার প্রশংসা করলেন তিনি। "জেলের চৌদ্দশিকের পেছনে যখন তাকে পাঠাতে পারবে, তখন আমার সাথে একবার দেখা করে যেও, স্টারলিং। ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণে যাব আমরা।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, সিনেটর। আপনার দেয়া প্রস্তাব আমার মনে থাকবে।"

দুটো ফোন কল, লেকটারকে নিয়ে দুইজনের সম্পূর্ণ বিপরীত দুই মনোভাবের সাথে পরিচিত হলো ক্লারিস। একজনের কাছে সে 'এক্সট্রাঅর্ডিনারি' আর আরেকজনের কাছে সে 'অপয়া'। স্টারলিং লিখে রাখল, 'ভিনটেজ অ্যাজ এ প্রেজেন্ট অন বার্থডে'। যা ইতোমধ্যেই সে নজরবন্দি করে ফেলেছে। ভিনটেজের কাস্টমার লিস্ট সাপ্লাই দেয়ার জন্য বলে রেখেছে সে। এক্সপেনসিভ প্রোডাক্টস লিস্টের মধ্যে সে গিভেনচিও অ্যাড করে দিল। কি মনে করে সে ব্রেস্টফেড কথাটা লিখল। কেন লিখল সে জানে না। আর কি লিখবে সে তা ভাবতে পারল না। কারণ ফোন বেজে উঠল।

"এটা কি বিহেভিওরাল সায়েন্স? আমি জ্যাক ক্রফোর্ডের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, শেরিফ দুমা বলছিলাম ভার্জিনিয়ার ক্লারেন্ডন কাউন্টি থেকে।"

"শেরিফ, আমি জ্যাক ক্রফোর্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট। তিনি আজ কোর্টে গিয়েছেন। আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো। আমি স্পেশাল এজেন্ট ক্লারিস স্টারলিং।"

BanglaBook.org

“জ্যাক ক্রফোর্ডের সাথে জরুরি ভিত্তিতে কথা বলতে চাচ্ছিলাম আমি। আমরা মর্গে একটা লাশ পেয়েছি, যার শরীর থেকে মাংস কেটে বের করে নেয়া হয়েছে। আমি কি ঠিক ডিপার্টমেন্টের সাথে কনট্যাক্ট করছি?”

“জি, স্যার। আপনি ঠিক জায়গাতেই ফোন করেছেন। আমি এখন ড্রাইভিং সিটে আছি। আপনি যদি বলতেন এখন আপনি ঠিক কোথায় আছেন, তাহলে আমি দ্রুত সেখানে চলে আসতে পারবো। আর মি. ক্রফোর্ডকেও আমি জানিয়ে রাখব, সাক্ষ্য দেয়া শেষ হলেই তিনি চলে আসবেন।”

স্টারলিং তার মাস্টাং সেকেন্ড গিয়ারে তুলে দিল, কোয়ান্টিকো চোখের পলকে পার হয়ে গেল সে। মেরিন গার্ড ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে থাকল, আঙুল নাড়ালো সে। গতি তার মুখে হাসির বদলে বিভ্রান্তি তৈরি করল আজ।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৮

নর্দার্ন ভার্জিনিয়ায় থাকা ক্লারেনডন কাউন্টি মর্গ কাউন্টি হসপিটালের সাথে একটা এয়ারলক দিয়ে যুক্ত। মর্গের সিলিংয়ে একটা এক্সজস্ট ফ্যান ঝুলছে, মর্গে ডেডবডি ঢোকানোর জন্য দুই সাইডে দুটো ডাবল ডোর আছে। শেরিফের এক ডেপুটি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পাঁচজন রিপোর্টার আর সাথে থাকা ক্যামেরাম্যানকে বহু কষ্টে ভেতরে ঢোকা থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছে।

রিপোর্টারগুলোর পেছনে স্টারলিং পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়াল, তার ব্যাজ তুলে ধরল ওপরে। ডেপুটি ব্যাজ দেখার সাথে সাথে মাথা ঝাঁকাল। ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। তার পেছনে থাকা স্ট্রোবলাইট জ্বলে উঠল, সানগান থেকে আলোকরশ্মি বের হয়ে চারপাশ আলোকিত করে তুলল।

অটোপসি রুমের নিস্তব্ধতার মধ্যে মেটাল ট্রেতে ইন্সট্রুমেন্ট রাখার ক্লিঙ্ক শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে।

কাউন্টি মর্গে চারটা স্টেইনলেস স্টিলের অটোপসি টেবিল আছে। প্রত্যেকটা টেবিলের পাশে স্কেল আর সিঙ্ক রাখা। এর মধ্যে দুটো টেবিল শীট দিয়ে ঢাকা। শীটগুলো দেখে মনে হচ্ছে, তাদের দিয়ে তাবু খাটানো হয়েছে। শীটের ভেতরে যা আছে সেগুলোর অদ্ভুত অবস্থানের কারণেই তাঁবুর মত দেখাচ্ছে ওগুলো। জানালার সবচেয়ে কাছে থাকা টেবিলটাতে একটা রুটিন হসপিটাল পোস্টমর্টেম করা হচ্ছিল। প্যাথোলজিস্ট আর তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেডবডির সূক্ষ্ম কোন অর্গান ইন্সপেকশন করছিল। এজন্য যখন স্টারলিং ঢুকল, তখন তারা পেছন ফিরে তাকাল না।

ইলেক্ট্রিক স এর তীক্ষ্ণ শব্দ রুমে গর্জন করে উঠল। এর কিছুক্ষণ পরেই প্যাথোলজিস্ট লোকটা স্কাল ক্যাপটা একপাশে ধরে অন্য হাত দিয়ে ব্রেনটা বের করে আনল। স্কেলের ওপর ব্রেনটা রাখল সে। তার গায়ে লাগানো মাইক্রোফোনে সে আস্তে করে মস্তিষ্কের ওজনটা বলে উঠল। স্কেল প্যানে রেখে মস্তিষ্ক এক্সামিন করা শুরু করল সে। গ্লাভড ফিঙ্গার দিয়ে ব্রেন সাবস্ট্যান্সে একটু পুশ করল। তার অ্যাসিস্ট্যান্টের কাঁধের ওপর দিয়ে যখন সে স্টারলিংকে দেখতে পেল তখন সে মৃতদেহের চেস্ট ক্যাভিটির ওপর ব্রেইনটা রেখে রাবার গ্লাভস বিনে ছুঁড়ে মারল, ঠিক যেমন একটা বাচ্চা ছেলে গুলতি দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মারে। টেবিলের ওপাশ দিয়ে ঘুরে এসে সে স্টারলিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

BanglaBook.org

হ্যান্ডশেক করার সময় স্টারলিংয়ের কেমন জানি ঘেন্না লাগল।

"ক্লারিস স্টারলিং, স্পেশাল এজেন্ট, এফবিআই।"

"আমি ডক্টর হোলিংসওয়ার্থ–মেডিকেল এক্সামিনার, হসপিটাল প্যাথোলজিস্ট, চিফ কুক অ্যান্ড বটল ওয়াশার।"

হোলিংসওয়ার্থের চোখগুলো উজ্জ্বল নীলবর্ণের, খোসাছাড়া ডিমের মত চকচক করছে। স্টারলিংয়ের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই সে তার অ্যাসিস্ট্যান্টের সাথে কথা বলতে লাগল। "মার্লিন, কার্ডিয়াক আইসিইউ'তে থাকা শেরিফের পেজে একটা কল দাও। আর ঢেকে রাখা বডিগুলো থেকে কাভার শীটগুলো সরিয়ে ফেলুন, ম্যাম। প্লিজ।"

স্টারলিংয়ের অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, মেডিকেল এক্সামিনাররা বুদ্ধিমান হয় ঠিকই, কিন্তু ক্যাজুয়াল কনভার্সেশনে মাঝে মাঝে বোকামি করে বসে আর অসতর্ক হয়ে যায়।

সে মাথা নেড়ে তার খালি হাতদুটো দেখাল।

"আমরা অসতর্ক নই, স্পেশাল এজেন্ট স্টারলিং। মৃতদেহের সৎকারের কাজটাও আমাকে করতে হচ্ছে, এর মাধ্যমে আমি তাদের উপকারে আসছি। মাথার খুলির ভেতর মস্তিষ্কখানা আবার ঢুকিয়ে মৃতব্যক্তির আত্মীয়দের সমস্যা বাড়াতে চাই না আমি। তারা কফিনটা খুলে রাখবে, দাফনের পূর্বে দীর্ঘক্ষণ ধরে আত্মীয়স্বজনরা মৃতব্যক্তিকে দেখতে আসবে। পরিবারের বাকিদের সাথে কথা বলবে। সেক্ষেত্রে তুমি ব্রেইন ম্যাটেরিয়ালকে পচে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে না। ব্রেইন ফ্লুইড বের হওয়ার কারণে পুরো বালিশ ভিজে যাবে।

এজন্য আমরা স্কালের ভেতর হাগিজ বা এজাতীয় কোন ডায়াপার দিয়ে মস্তিষ্কের জায়গাটা ফিলআপ করে ক্লোজ করে দেব। কানের দু-পাশে স্কালক্যাপে একটা করে নচ দেব, যাতে সেটা স্লাইড না করে। পরিবার তাদের পুরো বডিটা ফিরে পাবে। আমরা খুশি, তারাও খুশি।"

"আমি বুঝতে পারছি।"

"তাহলে এটা বুঝতে পেরেছেন কিনা আমাকে একটু বলবেন।" ডক্টর হোলিংসওয়ার্থের অ্যাসিস্ট্যান্ট অটোপসি টেবিল থেকে কাভারিং শিটগুলো সরিয়ে ফেলল।

স্টারলিং পেছন ফিরে ঘুরল। সে যা যা দেখল সবকিছুকে সে একটা ফ্রেমে আবদ্ধ করে ফেলল, যা সে জীবনে কখনো ভুলতে পারবে না।

পাশাপাশি দুটো স্টেইনলেস স্টিল টেবিলে একটা হরিণ আর একটা মানুষ রাখা। হরিণের শরীরে গাঁথা একটা হলুদ তীর দেখা যাচ্ছে। কাভারিং শীটের জন্য অ্যারো শ্যাফট আর শিং তাঁবুর আঁকশি হিসেবে কাজ করেছে।

BanglaBook.org

অপেক্ষাকৃত ছোট আর পুরু হলুদ বর্ণের তীরটা পাশের টেবিলে থাকা মানুষটার কানের লতি বরাবর মাথার এপাশ থেকে ওপাশ ফুঁড়ে বের হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়েও আটকে গেছে। একটা গার্মেন্টই এখন লোকটার পরনে আছে, উলটো করে পড়া বেজবল ক্যাপ যা তীরের মাধ্যমে মাথার সাথে আটকানো।

লোকটার শরীরের দিকে তাকিয়ে স্টারলিংয়ের হাসি পেল, তবে অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখল। সে জানে, এই হাসির মধ্যে নিখাদ আতঙ্ক মেশানো আছে। দুটো বডি একই পজিশনে রাখা। নর্মাল অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে চিৎ হয়ে থাকার পরিবর্তে দুটো বডিই পাশ ফিরে রাখা হয়েছে। তাদের একই কায়দায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। চমৎকার দক্ষতার সাথে পিঠের মাংস বের করে নেয়া হয়েছে, স্পাইনের পেছনে থাকা সামান্য মাংসও গায়েব হয়ে গেছে।

স্টেইনলেস স্টিলের ওপর হরিণের লোম পড়ে আছে। মেটাল পিলো ব্লকের ওপর থাকা শিঙয়ের কারণে হরিণের মাথা উঁচু দেখাচ্ছে। মাথা একপাশে ঘুরানো। চোখ ধবধবে সাদা, যেন অ্যারো শ্যাফটের দিকে তাকানোর চেষ্টা করছে, যেটা তার মৃত্যুর জন্য দায়ি। স্টিলে নিজের প্রতিচ্ছবির ওপর শুয়ে আছে প্রাণীটা। স্টারলিংয়ের কাছে পুরো পরিবেশটাই অপ্রাকৃত মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে একটা এলিয়েন দেখছে ও।

লোকটার চোখ দুটো খোলা। তার ল্যাক্রিমাল ডাক্ট থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এসেছে, রক্ত মেশানো অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তার চোখ থেকে।

"তাদের বডি দুটো একসাথে একই জায়গা থেকে পাওয়া গেছে, এটা আমার কাছে ঠিক খাপ খাচ্ছে না।" ডক্টর হোলিংসওয়ার্থ বললেন। "তাদের দুইজনেরই হার্টের ওজন সমান।"

স্টারলিংয়ের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল, এসব দেখে তার মাথা ঘুরাচ্ছে না–সে ঠিক আছে।

"একটা পার্থক্য লোকটার মধ্যে অবশ্য পাওয়া গেছে, এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, পিঠের নিচের দিকে কেটে মাংস বের করে পাঁজরের হাড়গুলো আলাদা করা হয়েছে। সেগুলো মেরুদণ্ড থেকে বাইরের দিকে আনা হয়েছে, টেনে পেছন দিক দিয়ে বের করা হয়েছে ফুসফুস দুটোকে। পুরো স্ট্রাকচারটা দেখতে অনেকটা ডানার মত মনে হচ্ছে, তাই না?"

"ব্লাডি ঈগল," কয়েক মুহূর্ত ভেবে স্টারলিং অস্ফুট স্বরে বলে উঠল।

"আমি কখনও এ ধরণের কিছু দেখিনি।"

"আমিও না।" স্টারলিং বলল।

"এই গঠনটার কি কোন সিগনিফিক্যান্স আছে? আপনারা এটাকে কি বলে অভিহিত করেন?"

BanglaBook.org

'দি ব্লাডি ঈগল'। কোয়ান্টিকোর লিটারেচারে এ টার্মের কথা লেখা আছে। এটা এক ধরণের নর্স স্যাক্রিফিসিয়াল কাস্টম। সে কাস্টমে পাঁজরের হাড় বরাবর কেটে ফুসফুস পেছন দিয়ে বের করে আনা হয়, তাদের এমনভাবে রাখা হয় যেন দেখতে ডানার মত দেখায়। মিনেসোটায় '৩০-এর দশকে নিজেকে নিও-ভাইকিং দাবি করা একজন এ ধরণের হত্যাকাণ্ড করত।"

"আপনি এসব অনেক দেখেছেন। এ ধরণের অদ্ভুত ঘটনা?"

"হ্যা, তবে মাঝে মাঝে।"

"আমার লাইনের মধ্যে এগুলো পড়ে না। আমরা সচরাচর স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড মার্ডার কেস পেয়ে থাকি। গুলি করে কিংবা ছুরি দিয়ে খুন করা–এধরণের। আপনি কি জানতে চান, আমার কি মনে হচ্ছে?"

"বলুন।"

"আমার মনে হয়, ডনি বার্বার, লোকটার আইডিতে এই নামটাই লেখা আছে, সে গতকাল বেআইনিভাবে হরিণটাকে মেরে ফেলে। ডিয়ার হান্টিং সিজন শুরু হওয়ার একদিন আগেই। বডি দেখে আমি বুঝতে পেরেছি কখন এটাকে মারা হয়েছে। যে তীর দিয়ে হরিণটাকে মারা হয়েছে সেটা তার কাছে থাকা আর্চারি ইকুইপমেন্টের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। তাড়াহুড়ো করে সে হরিণের মাংস বের করছিল। তার হাতে লেগে থাকা রক্তের অ্যান্টিজেন আমি চেক করে দেখিনি, তবে এটা ডিয়ার ব্লাডই হবে। ডিয়ার হান্টাররা যেটাকে ব্যাকস্ট্র্যাপ বলে, সে ঠিক সেটাই করছিল। কাদামাখা হাতে সে তা শুরু করেছিল।

হরিণের শরীরের এই জায়গাটা অসমানভাবে কাটা হয়েছে। এরপরই সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজটা পায়, তার মাথা চিরে ফেলে আরেকটা তীর। একই কালারের, কিন্তু ভিন্ন ধরণের তীর ছিল সেটা। তীরটার নিচের দিকে কোন খাজকাঁটা নেই। আপনি কি তা চিনতে পেরেছেন?"

"দেখে মনে হচ্ছে একটা ক্রসবো কোয়ারেল," বলল স্টারলিং।

"দ্বিতীয় আরেকজন, সম্ভবত ক্রসবো হাতে যে ছিল, সেই ডিয়ারের ড্রেসিংটা কমপ্লিট করে। অনেক ভালোভাবেই সেটা করতে পেরেছে সে। আর তারপর ডনি বার্বারের সাথেও একই কাজ করে লোকটা। কি নিপুণতার সাথে সে চামড়াগুলো সেলাই করেছে, প্রতিটা ইনসিশনই পারফেক্টভাবে দেয়া হয়েছে। মাইকেল ডিবাকে-ও সম্ভবত এত ভালোভাবে করতে পারতেন না। কোন বডিতেই সেক্সুয়াল ইন্টারফেরেন্সের কোন চিহ্ন নেই। মাংস ভক্ষণের জন্যই তাদের হত্যা করা হয়"

স্টারলিং তার আঙুলের গাঁটগুলো ঠোঁটের সাথে লাগিয়ে ভাবতে লাগল। প্যাথোলজিস্টের একবার মনে হলো,স্টারলিং কোন লকেট কিস করছে।

BanglaBook.org

"ডক্টর হোলিংসওয়ার্থ, বডি দুটো থেকে লিভার কি পেয়েছেন? নাকি গায়েব হয়ে গেছে?"

কিছুক্ষণ কোন কথা বললেন না প্যাথোলজিস্ট। এরপর বলে উঠলেন তিনি, "হরিণটার কলিজা গায়েব হয়ে গেছে। মিস্টার বার্বারের লিভারের স্ট্যান্ডার্ড আপ টু দ্য মার্ক ছিল না। আংশিক কাটা হয়েছে, পরীক্ষা করার জন্য। পোর্টাল ভেইন বরাবর একটা ইনসিশন দেয়া হয়েছে। বার্বারের লিভার সিরোটিক এবং ডিসকালারড অবস্থায় পেয়েছি আমি। ওর লিভার সিরোসিস ছিল। শরীরের মধ্যেই আছে ওটা, দেখতে চান?"

"না, ধন্যবাদ। আর থাইমাস?"

"দুই ক্ষেত্রেই মিসিং। এজেন্ট স্টারলিং, কেউ এখন পর্যন্ত এ খুনের ব্যাপারে জানে না, তাই না?"

"না," স্টারলিং বলল। "এখন পর্যন্ত–না।"

এয়ারলক সরে গেল, এবং ট্যুইড স্পোর্টস জ্যাকেট আর খাকি প্যান্ট গায়ে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া একটা শরীর ডোরওয়েতে দাঁড়াল।

"শেরিফ, কারেলটন কেমন আছে এখন?"

হোলিংসওয়ার্থ বললেন। "এজেন্ট স্টারলিং, ইনি শেরিফ দুমা। শেরিফের ভাই ওপরে কার্ডিয়াক আইসিইউতে ভর্তি।"

"সে যেমন ছিল তেমনই আছে। তারা বলল, ও এখন স্টেবল। তাকে আন্ডার অবজার্ভেশনে রাখা হয়েছে। এখন একথা বলে তারা কি বুঝিয়েছে, জিশুই জানে। বাইরে ডাক দিল সে। "এদিকে আসো, উইলবার্ন।"

শেরিফ স্টারলিংয়ের সাথে হাত মেলাল। এইমাত্র ভেতরে ঢোকা লোকটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল, "ও হচ্ছে অফিসার উইলবার্ন মুডি। গেম ওয়ার্ডেন হিসেবে সে দায়িত্বে আছে।"

"শেরিফ, আপনি আপনার ভাইয়ের কাছাকাছি থাকতে চাইলে আমরা ওপরে গিয়েও কথা বলতে পারি।" স্টারলিং বলল।

শেরিফ দুমা মাথা নাড়ল। "তারা আগামি দেড়ঘণ্টা আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। নো অফেন্স, মিস, কিন্তু আমি জ্যাক ক্রফোর্ডকে আশা করেছিলাম। উনি কি আসছেন?"

"কোর্টে আটকা পড়ে গেছেন তিনি। আপনি যখন ফোন করেছিলেন, তখন তিনি কোর্ট স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন। খুব দ্রুতই উনার পক্ষ থেকে সাড়া পাবো বলে আমরা আশা করছি। সাথে সাথে আমাদের কল করায় আপনার তারিফ করতেই হয়।"

"বহু বছর আগে ক্রফোর্ড কোয়ান্টিকোতে আমার ন্যাশনাল পুলিশ অ্যাকাডেমির ক্লাস নিয়েছিলেন। টাফ মানুষ ছিলেন তিনি। যদি সে আপনাকে

BanglaBook.org

পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন আপনি কী করছেন, আর আপনাকে কী করতে হবে। আমরা এবার সামনে আগাতে পারি।"

"প্লিজ, শেরিফ।"

শেরিফ কোটপকেট থেকে একটা নোটবুক বের করল। "যে লোকটাকে মাথায় তীরবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে তার নাম ডনি লিও বার্বার। বয়স ৩২। ক্যামেরনের ট্রেইল'স এন্ড পার্কের ট্রেইলারে সে থাকে। জীবিকা নির্বাহের জন্য সে কোথায় কাজ করে তার ব্যাপারে কোনো তথ্য নেই আমার কাছে। এয়ারফোর্স থেকে চার বছর আগে তাকে আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। তার কাছ থেকে ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এয়ারফ্রেম এবং পাওয়ারপ্ল্যান্ট টিকেট পাওয়া গেছে, এয়ারপ্লেন মেকানিক হিসেবে মাঝে মাঝে কাজ করত সে। সিটি লিমিটের মধ্যে বিনা কারণে ফায়ারআর্মের ট্রিগার ক্লিক করার কারণে তাকে বিধিবহির্ভূত কাজের জন্য ফাইন দিতে হয়। গত হান্টিং সিজনে ক্রিমিনাল ট্রেসপাসিংয়ের দায়ে জরিমানা করা হয় তাকে। সামিট কান্ট্রিতে ডিয়ার পোচিংয়ের অভিযোগে তাকে দোষি সাব্যস্ত করা হয়। কবে ছিল এটা, উইলবার্ন?"

"দুই সিজন আগে, সে সদ্যই তার লাইসেন্স ফিরে পেয়েছে। তার এসব কাজের জন্য ডিপার্টমেন্টের সবাই তাকে চেনে। সে কোনকিছুর ধার ধারে না। একবার শুট করে কাউকে না মারতে না পারলে সে আবার শুট করবেই..."

"তুমি আজকে কী খুঁজে পেলে, বলো উইলবার্ন।"

"ওয়েল, সকাল সাতটার দিকে কাউন্টি রোড ফরটি সেভেন দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, ব্রিজ থেকে এক মাইল পশ্চিমে ছিলাম আমি তখন। ঠিক তখন বুড়ো পেকম্যান আমায় থামাল। বুকে হাত দিয়ে দ্রুত শ্বাস ফেলছিল সে। মুখ থেকে কোন কথা বের হচ্ছিল না তার, শুধু মুখ খুলছিল আর বন্ধ হচ্ছিল। মাঠের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল সে। আমি গেলাম সেদিকে, মাঠের ভেতর ১৫০ গজের চেয়ে বেশি হাঁটতে হলো।তারপর বার্বারকে দেখলাম হাতপা চারপাশে ছুঁড়ে গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে, তার মাথায় তীর আটকে আছে। আর সেই হরিণটা, যার শরীরেও তীর গাঁথা ছিল। গতকাল থেকেই এভাবে পড়েছিল তারা।"

"আমি বলব, গতকাল সকালে। পুরো শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তাদের," ডক্টর হোলিংসওয়ার্থ বললেন।

"আজ সকাল থেকে হান্টিং সিজন শুরু হয়েছে।" গেম ওয়ার্ডেন বলল। "এই ডনি বার্বারের কাছে ক্লাইম্বিং ট্রি স্ট্যান্ড পাওয়া গেছে, যা সে তখনও সেটআপ করেনি। দেখে মনে হচ্ছিল, সে সেখানে কাল গিয়েছিল আজকের জন্য সব প্রস্তুতি নিতে। অথবা ডিয়ার হান্টিংয়ের জন্য। আমি বুঝলাম না, সে

BanglaBook.org

যদি তার স্ট্যান্ড সেটআপ করার জন্যই সেখানে গিয়ে থাকে, তাহলে কেন তার তীরধনুকও সাথে নিয়ে গেল?

আর তখনই তার চোখের সামনে হরিণটা পড়ে, সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না আর। অনেককেই আমি এমন করতে দেখেছি। পিগ ট্র্যাকে এই ধরনের ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। যখন সে হরিণের মাংসের একটা ব্যবস্থা করছিল, তখনই আবির্ভাব ঘটে দ্বিতীয়জনের। ট্র্যাক দেখে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি আমি। মুষলধারে বৃষ্টি পড়েছিল আগেরদিন, সব প্রমাণ ধুয়েমুছে গেছে।”

“এজন্যই আমরা ক্রাইম সিনের কয়েকটা ছবি তুলেছিলাম, তারপর ডেডবডিগুলো সরিয়েছি।” শেরিফ দুমা বললেন। “পেকম্যান নামের বয়স্ক লোকটা এই ট্র্যাকের মালিক। ডনি তার কাছ থেকে বৈধভাবেই দুইদিনের জন্য ট্র্যাক লীজ নিয়েছিল। আজ থেকে হান্টিং শুরু করার কথা ছিল, কাগজে এই মর্মেই পেকম্যানের সিগনেচার দেয়া। পেকম্যান বছরে একবারের জন্যই লীজ দিয়ে থাকে। এর জন্য কয়েকজন ব্রোকারের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে সে। ডনির ব্যাকপকেটেও একটা চিঠি পাওয়া গেছে যেখানে লেখা ছিল–‘কনগ্রাচুলেশনস, আপনি একটা ডিয়ার লীজের সুযোগ জিতে ফেলেছেন’। পেপারগুলো ভিজে গেছে, মিস স্টারলিং। আমার ভয় হচ্ছে, আপনি ল্যাবে ফিঙ্গারপ্রিন্টিং করতে পারবেন কিনা। তীরগুলোরও একই অবস্থা। আমরা যখন গেলাম, তখন পুরো ক্রাইম সিনের একটা অংশও শুকনো ছিল না। আমরা সেগুলো ধরিনি।”

“আপনি কি তীরগুলো আপনার সাথে নিয়ে যেতে চান, এজেন্ট স্টারলিং? সেগুলো বডি থেকে কিভাবে বের করবো, সাজেস্ট করুন,” ডক্টর হোলিংসওয়ার্থ জিজ্ঞেস করলেন।

“রিট্রাক্টর দিয়ে সেগুলো ধরে স্কিন লাইন বরাবর ফেদার সাইড দুইভাগ করে ফেলুন, বাকি অংশটুকু টেনে বের করে ফেলবেন। আমি বোর্ডের সাথে টুইস্ট টাই দিয়ে বেঁধে রাখব সেগুলো।” কেস খুলতে খুলতে স্টারলিং বলল।

“আমার মনে হয় না, সে বাঁচার জন্য হাত পা ছোটাছুটি কিংবা মারামারি করার কোন সুযোগ পেয়েছে। আপনার কি ফিঙ্গারনেইল স্ক্রেপিংসগুলোর দরকার পড়বে?”

“সেগুলো ডিএনএ টেস্টের জন্য ব্যবহার করবো আমি। তাদের পরিচয় জানার জন্য নয়, বরং সেগুলো আলাদা করার জন্য।”

“আপনি পিসিআর-এসটিআর করতে পারবেন?”

“ল্যাবের লোকরা তা করতে পারবে। আমরা তিন-চারদিনের মধ্যেই একটা ফলাফল পেয়ে যাব, শেরিফ।”

BanglaBook.org

"এই রক্ত যে হরিণের শরীর থেকেই বের হয়েছে, সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত?"

"না, এটা কোন অ্যানিমাল ব্লাড, আমরা আপাতত এটাই বলতে পারছি।"

"আপনি যদি কারো ফ্রিজে এই হরিণের মাংস খুঁজে পান, তাহলে কি করবেন?" ওয়ার্ডেন মুডি জিজ্ঞেস করল। "আপনি নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন, রক্তটা ঐ হরিণের থেকেই বের হয়েছিল কিনা। কখনও কখনও পোচিং কেসের জন্য আমাদের এক পাল মৃত হরিণের মধ্যে থেকে একটা নির্দিষ্ট হরিণকে বাছাই করতে হয়, রক্তের মাধ্যমে। প্রত্যেকটা হরিণের মধ্যেই ভিন্নতা আছে। আপনি এটা কখনও ভাবেননি, তাই না?

ওরেগনের পোর্টল্যান্ডে ওরেগন গেম অ্যান্ড ফিশারিতে আমাদের এই ব্লাড স্যাম্পলটা পাঠাতে হবে। আপনি যদি কয়েকদিন অপেক্ষা করেন, তাহলে তারা আপনাকে হরিণের রক্তের ব্যাপারটা কনফার্ম করতে পারবে। একাধিক হরিণ থাকলে তারা এভাবে লিখে থাকে–এটা হলো হরিণ নাম্বার ১। অথবা শুধু বলবে হরিণ এ, হরিণ বি–আর সাথে একটা কেস নাম্বার লাগানো থাকবে। আপনি জানেন, হরিণদের কোন নাম থাকে না।"

"আমরা হরিণটার নাম দেবো 'জন ডো,' ওয়ার্ডেন মুডি। ওরেগনের সাথে আমাদের পরে হয়তো ডিল করতে হতে পারে। ধন্যবাদ।" হাসিমুখে তার দিকে তাকাল স্টারলিং। মুডির চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, মাথার ক্যাপ অযথা নাড়াতে লাগল সে।

তার ব্যাগের জিনিসপাতি ঘাঁটাঘাঁটি করার জন্য সে মাথা ঝুঁকাল। হোলিংসওয়ার্থ মুগ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বৃদ্ধ মুডির সাথে কথা বলার সময় স্টারলিংয়ের চেহারায় আলোর ছটা পড়ছিল। তার গালে থাকা বিউটি স্পটটা দেখতে অনেকটা পুড়ে যাওয়া গানপাউডারের মত। জিজ্ঞেস করতে গিয়েও পরে নিজেকে বিরত রাখল সে।

"আপনি পেপারগুলো কোথায় রেখেছেন, প্লাস্টিক ব্যাগে না নিশ্চয়ই?" শেরিফকে জিজ্ঞেস করল স্টারলিং।

"ব্রাউন পেপার ব্যাগে। এর ভেতরে রাখলে তেমন কোন ক্ষতি হয় না।"

শেরিফ তার হাত দিয়ে কাঁধের পেছন অংশ ঘষল। স্টারলিংয়ের দিকে তাকাল সে। "আপনি জানেন, আমি কেন আপনাদের ফোন করেছি, কেন আমি এখানে জ্যাক ক্রফোর্ডকে চেয়েছিলাম। আপনি আসায় আমি যারপরনাই খুশি। আপনাকে চিনতে পেরেছি আমি।

শরীর থেকে মাংস হাওয়া হয়ে গেছে এ খবর এই রুমের বাইরে যায়নি। কারণ এ খবর জানলে প্রেস কর্তৃপক্ষ মাছির মত জেঁকে বসবে। তারা শুধু

BanglaBook.org

জানে এটা একটা হান্টিং অ্যাকসিডেন্ট। একটা ডেডবডির অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে–এটা তাদের কানে গেছে। কিন্তু ডনি বার্বারের মাংস খাওয়ার জন্য তাকে কাটা হয়েছে–এটা তারা জানে না। নরখাদকদের লিস্ট কিন্তু খুব বেশি বড় নয়, এজেন্ট স্টারলিং।"

"হুম, শেরিফ।"

"কাজে কোনো খুঁত রাখা হয়নি।"

"জি, স্যার।"

"আমার মাথায় সম্ভাব্য একটা নামই আসছে, কারণ বর্তমানে পেপারে তার নামই বেশি সংখ্যক বার এসেছে। তাকে নিয়েই বেশি চর্চা হচ্ছে। আপনার কি মনে হয়, এর পেছনে হ্যানিবাল লেকটারের হাত আছে?"

খালি পড়ে থাকা অটোপসি টেবিলের ড্রেনে একটা ড্যাডি লংলেগসকে দেখল সে। "ডক্টর লেকটারের ষষ্ঠ ভিকটিম একজন বো হান্টার," স্টারলিং বলল।

"তাকে কি সে খেয়ে ফেলেছিল?"

"না। তাকে একটা পেগ বোর্ড ওয়ালের সাথে ঝুলিয়েছিল সে, একটা মানুষের শরীরে যতভাবে যত জায়গায় আঘাত করা যায়, সব সে করেছিল। মধ্যযুগের মেডিকেল ইলাস্ট্রেশন হিসেবে পরিচিত 'ওউন্ড ম্যান'-এর উদাহরণ হিসেবে তাকে তৈরি করেছিল সে। মধ্যযুগীয় সবকিছুর প্রতি তার অন্যরকম আগ্রহ আছে।"

প্যাথোলজিস্ট ডনি বার্বারের পেছনে দুপাশে থাকা ফুসফুসের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "আপনি বলেছিলেন, এটা একটা পুরনো রীতি।"

"আমার তাই মনে হয়।" স্টারলিং বলল। "আমি জানি না, এটা লেকটার করেছে কিনা। কিন্তু যদি সে করে থাকে, তাহলে তা কাউকে উৎসর্গ করার জন্য করেনি সে। এটা তার স্বভাবের সাথে যায় না।"

"তাহলে কেন করা হয়েছে এটা?"

"এটা এক ধরণের বাতিকগ্রস্ততার জন্য করা হয়েছে।" সে বলল। ঠিক শব্দটা ব্যবহার করতে পেরেছে কিনা ভাবল একবার। "আর এই বাতিকের জন্যই সে শেষবার আমাদের হাতে ধরা পড়েছিল।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৯

ডিএনএ ল্যাবটা নতুন, এখানে থাকা কর্মচারিরাও তার চেয়ে বয়সে ছোট। স্টারলিং এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তার মধ্যে খারাপ লাগা কাজ করল- 'কয়দিন পর তার বয়স আরও একবছর বেড়ে যাবে।"

বুকের বাম পাশে এ. বেনিং ট্যাগ লাগানো তরুণীটা স্টারলিংয়ের আনা অ্যারো দুটো এভিডেন্স হিসেবে নিল।

এভিডেন্স নেয়ার ব্যাপারে এ. বেনিংয়ের কয়েকটা বাজে অভিজ্ঞতা আছে। যখন সে দেখল স্টারলিংয়ের এভিডেন্স বোর্ডে টুইস্ট টাই দিয়ে দুটো মিসাইল সতর্কভাবে বাঁধা, তখন সে তার অভিজ্ঞতার ঝুলি বিবেচনা করেই কথা বলা শুরু করল।

"যখন আমি এক্সামিন করা শুরু করি, তখন আমি কি খুঁজে পাই তা আপনি হয়তো জানতে চাইবেন না। আপনাকে বুঝতে হবে, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কোন রেজাল্ট আপনাকে দিতে পারবো না।"

"না।" স্টারলিং বলল। "ডক্টর লেকটারের কোন রেফারেন্স আরএফএলপি নেই আমাদের কাছে। সে পালিয়েছে অনেক বছর হয়ে গেছে। আর তার ব্যাপারে যত আর্টিফ্যাক্ট আমাদের কাছে ছিল বা আছে তার বেশিরভাগই অনেক মানুষের নাড়াচাড়া করার কারণে আর আগের মত নেই।"

"ল্যাব টাইম অনেক দামি একটা জিনিস। ধরে নিন, একটা মোটেল রুম থেকে আপনি চৌদ্দটা চুল এনে দিলেন। তো প্রত্যেকটা স্যাম্পল রান করানোর জন্য সময় লাগে আমাদের..."

"আগে আমার কথা শুনো।" বলল স্টারলিং। "তারপর কথা বলবে। আমি ইতালির কোয়েস্তুরাকে বলে রেখেছি, তারা যে টুথব্রাশটা ড. লেকটারের বলে সন্দেহ করছে তা যেন আমাকে পাঠিয়ে দেয়। তুমি সেখান থেকে গালের এপিথেলিয়াল সেল পেতে পারো। আরএফএলপি এবং শর্ট ট্যানডেম রিপিটস (এসটিআর)-এ দুটোই করবে তুমি। ক্রসবো কোয়ারেল বৃষ্টির মধ্যে থাকায় ওখান থেকে তুমি কিছু খুঁজে পাবে কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু এখানে দেখ..."

"আমি সরি। ভাবিনি, তুমি এসব বুঝবে।"

স্টারলিং একটা হাসি দিল। "চিন্তা করো না, এ. বেনিং। আমরা সব সর্ট আউট করে ফেলতে পারবো। দেখো, দুটো তীরই হলুদ বর্ণের। ক্রসবো কোয়ারেলটা হলুদ হওয়ার কারণ, এইটা রং করা হয়েছে। কাজটা কাঁচা ছিল

BanglaBook.org

না, কিন্তু কয়েক জায়গায় রং উঠে গেছে। এখানে দেখো, পেইন্টের নিচে কি দেখা যাচ্ছে?"

"ব্রাশের কোনো চুল হতে পারে..."

"হতে পারে। কিন্তু এই চুলটার শেষ প্রান্তটা কেমন ঢেউ খেলানো, আর অন্যপ্রান্তটা হালকা ফোলা। এটা কি চোখের পাতার কোন লোম হতে পারে না?"

"যদি এর ফলিকল থেকে থাকে, তাহলে..."

"এক্স্যাক্টলি।"

"দেখুন, আমি চঙ্গঁজ-ঝঞজ রান করাতে পারবো। জেলের মধ্যে একসাথে তিনটা ভিন্ন রং রান করিয়ে তিনটা ডিএনএ সাইটের ফলাফল বের করা যায়। কোর্টের জন্য তেরটা সাইট থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করবো আমি। কিন্তু এজন্য আমাকে দুটো দিন সময় দিতে হবে। তাহলেই আমি বের করে ফেলতে পারবো, এটা লেকটারের কিনা।"

"এ. বেনিং, আমি জানতাম তুমি সাহায্য করতে পারবে আমাকে।"

"আপনি হলেন স্টারলিং, আই মিন-স্পেশাল এজেন্ট স্টারলিং। কাজের শুরুটা ভুলভাবে হোক, তা আমি চাইনি। কপসরা যেসব এভিডেন্স পাঠায় সেগুলোর মান এতই খারাপ থাকে যে, সেগুলো থেকে কিছু বের করা অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তাই আমি কথাগুলো বলেছিলাম।"

"আমি জানি।"

"আমি ভেবেছিলাম, মনের দিক থেকেও আপনি বুড়িয়ে গেছেন। সব মেয়েরা, মহিলারা আপনাকে চিনে। আমাদের কাছে আপনি অনেকটা..." বেনিং চোখ নামিয়ে ফেলল। "স্পেশাল কিছু।"

এ. বেনিং তার বৃদ্ধাঙ্গুল থাম্বসআপের ভঙ্গিতে সামনে বাড়িয়ে দিল, "গুড লাক। আশা করি, আমার কথায় আপনি কিছু মনে করেননি।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬০

ম্যাসন ভার্জারের কেয়ারটেকার হিসেবে পরিচিত কর্ডেল লম্বামত একজন লোক, যার চেহারায় খানিকটা সজীবতা থাকলে তাকে সুদর্শন বলে চালিয়ে দেয়া যেত। সাঁইত্রিশ বছর বয়সি কর্ডেল আগে সুইজারল্যান্ডের হেলথ ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করত। কিন্তু একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে তাকে সেই জব ছাড়তে হয়। আর কখনো সুইজারল্যান্ডের কোথাও সে কোন জব করতে পারবে না। সে দেশ থেকে তাকে এক প্রকার চিরস্থায়ী নির্বাসনে পাঠানো হলো।আর যার ফলস্বরূপ আজ সে এখানে, বাচ্চাদের মাঝে।

ভার্জার উইংয়ের ইনচার্জের দায়িত্ব পালনের জন্য ম্যাসন তাকে মোটা অঙ্কের স্যালারি দেয়। এর সাথে সাথে ম্যাসনের ভরনপোষণ, খাওয়া সবকিছুর দেখভালও তাকে করতে হয়। কর্ডেল মানুষ হিসেবে অনেক নির্ভরযোগ্য এবং তার পক্ষে যে কোন কাজ দক্ষতার সাথে করা সম্ভব বলে ম্যাসনের ধারণা। ম্যাসন যখন ছোট বাচ্চাদের ইন্টারভিউ নেয়, তখন তার নিষ্ঠুরতা কর্ডেলকে প্রত্যক্ষ করতে হয়। অন্য কেউ কর্ডেলের জায়গায় থাকলে নিজের রাগ কিংবা চোখের পানি–কোনোটাই হয়ত সামলাতে পারত না।

কর্ডেল তার কাছে সবচেয়ে দামি আর পবিত্র জিনিস হিসেবে যাকে গণ্য করে থাকে, সেই 'মালকড়ি' নিয়ে আজ সে একটু উদ্বিগ্ন।

দরজায় তার বহুবার করা সেই ডাবল নক দিয়ে ম্যাসনের রুমে প্রবেশ করল সে। সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢাকা রুমের একমাত্র আলোর উৎস সেই অ্যাকুরিয়াম। কর্ডেলের উপস্থিতি বুঝতে পেরে ঈল বের হয়ে এল গর্ত থেকে। ওপরের দিকে তাকিয়ে রইল, খাদ্যবর্ষণের আশায়।

"মি. ভার্জার?"

ম্যাসনের ঘুম ভাঙতে কিছুটা সময় লাগল।

"আপনাকে একটা প্রসঙ্গে অবহিত করতে চাই। আপনাকে বাল্টিমোরে যার ব্যাপারে আগে বলেছিলাম, তাকে এক্সট্রা পেমেন্ট করতে হবে। কোন এমারজেন্সি বেসিসে নয়, কিন্তু পেমেন্ট করাটা সমীচীন বলে মনে হয় আমার কাছে। এ সপ্তাহের শুরুর দিকে ফ্রাঙ্কলিন নামের নিগ্রো ছেলেটা ইঁদুরের বিষ খেয়ে ফেলে এবং সে এখন ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে আছে। তার ফস্টার

BanglaBook.org

মাদারকে সে বলেছে, বিড়ালকে পুলিশের টর্চার থেকে বাঁচানোর জন্য ইঁদুরের বিষ খাওয়ানোর আইডিয়া আপনার ছিল। আর এজন্য ছেলেটা বিড়ালটাকে এক প্রতিবেশির হাতে দিয়ে নিজে সেই বিষ খেয়ে ফেলে।

"এটা হাস্যকর।" ম্যাসন বলল। "এখানে আমার কিছুই করার নেই।"

"অবশ্যই এটা হাস্যকর, মি. ভার্জার।"

"কমপ্লেইন করেছে কে? যে মহিলার কাছ থেকে বাচ্চাদের নিয়ে আসো তুমি, ঐ মহিলাটা?"

"ওকেই এখন আমাদের যত দ্রুত সম্ভব ডলারের গন্ধ শুকিয়ে মুখ বন্ধ রাখতে হবে।"

"কর্ডেল তুমি ঐ জারজ বাচ্চাটাকে কিছু করতে উসকে দাওনি তো? হসপিটালে তারা বাচ্চাটার শরীরে কিছুই খুঁজে পায়নি, তাই না? আমি খুঁজে বের করতে পারবো, তুমি তা ভালো করেই জানো।"

"না, স্যার। মোটেও না। দিব্যি করে বলছি। আপনি জানেন, আমি কোনো মূর্খ নই। আমি আমার চাকরি হারানোর জন্য দায়ি এমন কোনো কাজ করতে মোটেও আগ্রহি নই।"

"ফ্রাঙ্কলিন এখন কোথায়?"

"ম্যারিল্যান্ডের মাইসেরিকর্ডিয়া হসপিটালে। তাকে ডিসচার্জ করা হলে একটা গ্রুপ হোমে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হবে। যে মহিলার সাথে সে থাকত, তার নাম মারিজুয়ানা সেবনের অপরাধে ফস্টার হোম লিস্ট থেকে কেটে দেয়া হয়েছে। আর আমাদের বিরুদ্ধে ঐ মহিলা অভিযোগ করেছে। তার সাথে আমাদের একটা সমঝোতায় আসতে হবে।"

"ড্রাগ অ্যাডিক্টেড মহিলাটা তেমন কোন সমস্যা তৈরি করবে না আশা করি।"

"কেস এগিয়ে নেয়ার মত পরিচিত কেউ তার নেই। আমার মনে হয় তাকে ঠিকভাবে হ্যান্ডেল করা উচিত। যাতে কোনো প্রমাণ না থাকে। ওয়েলফেয়ার ওয়ার্কার তার মুখ বন্ধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।"

"আমি সেটা ভেবে দেখবো। গিয়ে ওয়েলফেয়ার ক্লার্ককে মালপানি দিয়ে আসো।"

"১০০০ ডলার??"

"১০০০ ডলার তার মুখের ওপর মেরে দিয়ে মুখে তালা মেরে দেয়ার ব্যবস্থা কর।"

BanglaBook.org

আঁধারে ম্যাসনের কাউচে শুয়ে আছে একজন, তার গাল বেয়ে পড়তে থাকা অশ্রু শুকিয়ে গেছে। শুয়ে শুয়েই ম্যাসন আর কর্ডেলের কথোপকথন শুনছিল মার্গট ভার্জার। ম্যাসনকে রাজি করানোর জন্য সে এসেছিল। কিন্তু ম্যাসনের সাথে কথা হলেও কোন লাভ হয়নি। উল্টো ম্যাসন ঘুমিয়ে গিয়েছিল। ম্যাসন ভেবেছিল, মার্গট রুম ছেড়ে চলে গেছে।

নিঃশব্দে শ্বাস নিচ্ছিল মার্গট। চেষ্টা করছিল, রেসপিরেটরের হিস শব্দের সাথে তাল মিলিয়ে শ্বাস নিতে, যাতে তার উপস্থিতি বোঝা না যায়। কর্ডেল চলে যাওয়ার সাথে সাথে ধূসর আলো একবার ঝলক দিয়ে উঠল। মার্গট কোন নড়াচড়া না করে কাউচে পড়ে রইল। বিশ মিনিট পর যখন ম্যাসন আবার ঘুমিয়ে গেল, তখন সে বের হয়ে গেল রুম থেকে। ঈলমাছটা তার চলে যাওয়ার সাক্ষি হতে পারলেও ম্যাসন তার সাক্ষি হতে পারল না।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬১

মার্গট ভার্জার আর বার্নি একসাথে হ্যাং আউটে যায়। কথা খুব একটা বলে না তারা, টিভি রুমে তারা বসে বসে ফুটবল ম্যাচ আর সিম্পসনস দেখে। মাঝে মাঝে কনসার্ট উপভোগ করে। আই.ক্লাডিয়াস মিনি সিরিজটার প্রতি তারা আসক্ত হয়ে গেছে। একটা এপিসোডও তারা মিস দিতে চায়না। মাঝে মাঝে বার্নির শিফট থাকায় কয়েকটা পর্ব মিস হয়ে যায় তার। সেই ক্ষতিটা পূরণের জন্য তখন তারা সিরিজটার টেপ নিয়ে আসে।

মার্গট বার্নিকে পছন্দ করে। বার্নির সাথে থাকলে সে নিজেকে বার্নির মত শক্তসমর্থ একজন পুরুষ হিসেবে মনে করতে পারে। বার্নির মত কুল পার্সন সে আগে কাউকে দেখেনি। বার্নি অনেক স্মার্ট, তার মধ্যে পার্থিব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা মার্গটের ভালো লাগে।

মার্গট লিবারেল আর্টস এবং কম্পিউটার সায়েন্সের ওপর পড়াশুনা করেছে। আর বার্নি স্বশিক্ষিত, কোন টপিকের ওপর তার অভিমত শিশুসুলভ থেকে শুরু করে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন–যেকোন কিছু হতে পারে। তাই কথা বলার সময় মার্গট বার্নির ভুলগুলো শুধরে দেয়। মার্গটের শিক্ষা অনেক বিশাল পরিমণ্ডলের, কিন্তু সেই পরিমণ্ডল যে জায়গা জুড়ে আছে তা অনেক নড়বড়ে।

স্কোয়াট করতে থাকা অবস্থায় প্রস্রাব করতে না পারা নিয়ে বার্নির করা উক্তি সে মিথ্যা প্রমাণ করে দেখিয়েছিল। মার্গট বিশ্বাস করে, তার পায়ে বার্নির পায়ের তুলনায় অনেক শক্তি ধরে। সে তার বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপ দেয়–লোয়ার ওয়েট লিফটিং তার জন্য কঠিন, এই বলে বার্নিকে লেগপ্রেসের জন্য বাজি ধরতে প্রলুব্ধ করে সে। খুব সহজেই জিতে আগের দিন বাজিতে হেরে তার নিজের দেয়া ১০০ ডলার ফেরত নিয়ে নেয়। তাছাড়া তার শরীরের কম ভারের সুযোগ নিয়ে এক হাতে পুল-আপ করার প্র্যাকটিসে বার্নিকে হারিয়ে দেয় সে। তবে কেবল ডান হাতের জন্যই সে এই বেট ধরতে রাজি হয়েছিল। বাম হাতে সে জোর পায় না। ছোটবেলায় ম্যাসনের সাথে হাতাহাতির এক পর্যায়ে যে ইনজুরি সে বামহাতে পেয়েছিল, তা তাকে এখনও ভোগাচ্ছে।

ম্যাসনের সাথে বার্নির শিফট শেষ হয়ে গেলে কখনও কখনও রাত্রে তারা ওয়ার্কআউট করত। সিরিয়াস ওয়ার্কআউট ছিল সেগুলো, নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যেত না সেখানে তখন। মাঝে মাঝে তারা একে অপরকে গুডনাইট বলেই নিজেদের পথ ধরত। মার্গট তার জিমব্যাগ গুছিয়ে ফ্যামিলি কোয়ার্টারের দিকে চলে যেত তখন।

BanglaBook.org

আজ রাতে ম্যাসনের রুম থেকে সে সরাসরি ব্ল্যাক অ্যান্ড ক্রোম জিমনেশিয়ামে ঢুকল, চোখ ভিজে আছে লবণাক্ত পানিতে।

"হেই," বার্নি ডাক দিল। "তুমি ঠিক আছো?"

"পারিবারিক ঝামেলা। এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারবো না। আমি ঠিক আছি।" মার্গট বলল।

শারীরিক কসরত করতে লাগল সে দানবের মত। অতিরিক্ত ওজন উঠাল মার্গট দুই হাত দিয়ে -নিজের ক্ষোভ ঝাড়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

বার্নি একবার এসে তার কাছ থেকে বার্বেল নিল। "তোমার সামনে এখন তোমার পছন্দের ড্রেস থাকলেও তুমি মনে হয় তা ছিঁড়ে ফেলতো।"

বার্নি যখন আজকের জন্য ইতি টেনে জিমের স্টিমিং শাওয়ারের নিচে গেল, মার্গট তখনও এক্সারসাইজ বাইকে তার পায়ের ব্যায়াম করে যাচ্ছে। গরম পানি বার্নির সারা দিনের ক্লান্তি দূর করে দিতে লাগল। কম্যুনাল জিম শাওয়ারে মাথার ওপরে চারটা আর কোমর আর উরু সমান উচ্চতায় আরও কয়েকটা নজলস লাগানো আছে। বার্নি দুটো শাওয়ার একসাথে ছেড়ে দিল। দুটো ঝরনার স্রোত একই সাথে তার শরীরের সমস্ত দূষিত পদার্থ শুষে নিয়ে তাকে সজীব করে তুলছে–বার্নির এ ব্যাপারটা অনেক ভালো লাগে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বার্নির চারপাশে গরম ধোঁয়ার কুয়াশা তৈরি হলো।মাথা বরাবর পানি অঝোর ধারায় পড়তে থাকা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। ধোঁয়ার মেঘ তৈরি হয়েছে। অ্যারিস্টোফানেসের লেখা 'দি ক্লাউডস'-এর কথা মনে পড়ে গেল তার। সেখানে একটা দৃশ্যে সক্রেটিসের মাথায় টিকটিকির মূত্র বিসর্জনের ঘটনাটা ব্যাখ্যা করছিলেন ড. লেকটার। তার কাছে মনে হল, যেসময় ডক্টর লেকটারের যুক্তির কাছে তার ধারণা বারবার বিধ্বস্ত হচ্ছিল, সেসময়ের আগে যদি ডক্টর ডোমলিংয়ের মত কারো সাথে তার পরিচয় হত, তাহলে ভুলভাল বুঝিয়ে সহজেই তাকে নিজের হাতে নাচাতে পারত ডোমলিং।

আরেকটা শাওয়ার থেকে পানিবর্ষণের আওয়াজ শুনতে পেল সে। শব্দটাকে গুরুত্ব না দিয়ে সে নিজের শরীরের দিকে মনোযোগ দিল, শরীর ঘষামাজা করার কাজে ব্যস্ত সে। অন্যান্য কর্মচারিরাও এই জিমে আসে, তবে তাদের বেশিরভাগই আসে খুব সকালে এবং বিকেলের শেষ দিকে। একটা কম্যুনাল অ্যাথলেটিক শাওয়ারে অন্য যারা নিজেদের সাফ-সুতরো করার জন্য আসে তখন তাদের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করাটা পুরুষদের শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে না।

কিন্তু বার্নি মনে মনে অবাক হলো–কে হতে পারে? সে কর্ডেলকে আশা করল না, কর্ডেল তার সামনে থাকলে সে কেমন জানি অস্বস্তি অনুভব করে।

BanglaBook.org

রাতের বেলা এই ফ্যাসিলিটি অন্য কেউ সাধারণত ব্যবহার করে না। তাহলে কে আসল এত রাতে। তার পিঠ পানির আঘাতে জর্জরিত করার জন্য বার্নি ঘুরে দাঁড়াল। চারদিকে ধোঁয়া দিয়ে তৈরি কুয়াশা। তার থেকে একটু দূরে দাঁড়ানো মানুষটার অবয়ব পানির তরঙ্গের মধ্যে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে, অনেকটা প্লাস্টার করা দেয়ালে তাকিয়ে সেখানে আঁকা ফ্রেস্কোর অল্প একটু অংশ দেখতে পাওয়ার মত। একটা বিশালায়তনের কাঁধ আর একটা পা তার দৃষ্টিগোচর হলো।সুগঠিত একটা হাত তার পেশিবহুল ঘাড় এবং কাঁধ ম্যাসাজ করছে, হাতের আঙুলে কোরাল ডিজাইনের নখ। বুঝতে পারল সে, এটা মার্গটের হাত। নেলপলিশ দেয়া পায়ের নখগুলোও মার্গটের।

বার্নি তার মাথা পানির স্রোতের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বড় করে একটা শ্বাস নিল। তার সামনে থাকা ফিগারটা ১৮০ ডিগ্রি ঘুরল। অবয়বটা এখন তার চুল পরিস্কার করছে। মার্গটের পেট চোখে পড়ল এবার, তার ছোট স্তনদুটো পেটানো শরীরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। স্তনের বোঁটার ওপর পানি প্রবল বেগে পড়তে থাকায় তা শক্ত হয়ে গেছে। শরীর আর উরুর মাঝখানে থাকা অংশটা বাইরের দিকে বেরোনো। আর তার যোনিদ্বার ট্রিম করা মোহাক হেয়ারের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। যথাসম্ভব বেশি বাতাস নাক দিয়ে টেনে নিল বার্নি, এরপর নাকমুখ বন্ধ করে বাতাসটা ধরে রাখল। তার নিজের শারীরিক গঠনের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন সে লক্ষ্য করতে পারছে।

মার্গটের মেদহীন শরীর চকচক করছে। বার্নির মধ্যে তৈরি হতে থাকা অদম্য কামনার ইচ্ছাটাকে দমিয়ে রাখতেই সে মার্গটের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। সে চলে যাওয়া পর্যন্ত বার্নি তাকে ইগনোর করতে চায়।

পানির শব্দ শোনা গেল না। এর পরিবর্তে মার্গটের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে, "হেই বার্নি, প্যাট্রিওটের পয়েন্ট ফোরকাস্ট কত?"

"আমার...আমার লোক আছে, তার মাধ্যমে তুমি মায়ামি ডলফিন্সের পক্ষে বাজি ধরতে পারবে। আর পয়েন্ট ফোরকাস্ট ৫.৫।"

কাঁধ বরাবর সে পেছনের দিকে তাকাল।

মার্গট নিজের শরীর শুকাচ্ছে। তার চুল শুকিয়ে গেছে। চেহারায় থাকা অশ্রুর দাগ মুছে গেছে, সজীবতা ফিরে এসেছে সেখানে। মার্গটের ত্বক যথেষ্ট কোমল।

"তুমি কি পয়েন্টসগুলো নিতে চাও?" মার্গট বলল। "জুডির অফিসে..."

বাকি কথাটুকু বার্নির কানে ঢুকল না। মার্গটের মোহাক স্টাইলে থাকা চুলগুলোতে পানির ফোঁটা দেখতে পেল সে। গোলাপি ভগাঙ্কুরের দুইপাশে চুলগুলো সাজানো। বার্নির শরীর গরম হয়ে গেল, তার পুরুষাঙ্গ আর নিজের স্বাভাবিক আকৃতি ধরে রাখতে পারল না, সামনের দিকে প্রসারিত হলো তা।

BanglaBook.org

সে কিছুটা বিব্রতবোধ করল। জমে যাওয়ার অনুভূতি তার মধ্যে আবার কাজ করতে লাগল। সে কখনও কোন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। কিন্তু আগাগোড়া পেশি দিয়ে মোড়ানো মার্গট পুরোপুরি পুরুষও নয়, এবং সে মার্গটকে পছন্দও করে।

শাওয়ার বন্ধ করে মার্গটের সামনে কাকভেজা হয়ে দাঁড়াল সে। কোনকিছু না ভেবেই সে তার বড়বড় হাত দুটো তার গালের ওপর রাখল, "ফর গড'স সেক, মার্গট।" সে বলল। শ্বাস ছাড়তে ভুলে গেল সে।

মার্গট নিচের দিকে তাকাল। "গডড্যামইট, বার্নি। না..."

বার্নি তার দুই কাঁধ প্রসারিত করে সামনের দিকে ঝুঁকল। তার উত্থিত অঙ্গটা মার্গটের শরীরে স্পর্শ না করিয়েই তার গালে শান্তভাবে কিস করতে চাইল সে, কিন্তু এই সতর্কতা কোন কাজে আসল না। যৌনাঙ্গের সংস্পর্শে আসায় মার্গট ঝট করে দূরে সরে আসল। মেঝেতে বার্নি আর তার ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া পানির ধারার দিকে তাকাল সে। এরপরই বার্নির প্রশস্ত বক্ষ বরাবর তার অগ্রবাহুকে সে মিডল গার্ড হিসেবে ব্যবহার করায় বার্নি সাথে সাথে স্লিপ করে শাওয়ার মেঝের ওপর সটান করে পড়ে গেল।

"শালার বাস্টার্ড।" মার্গট চিৎকার করে উঠল। "আমার আগেই বুঝা উচিত ছিল। হোমো কোথাকার!! দাঁড়িয়ে থাকা জিনিসটা নিজের খাঁচায় আটকাও।"

বার্নি উঠে দাঁড়াল। শাওয়ার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে, ভেজা শরীরেই তার জামাকাপড় পরে কোন টুঁ শব্দ না করে জিম ছেড়ে বের হয়ে গেল।

মূল বাড়ি থেকে আলাদা অন্য এক ভবনে বার্নির কোয়ার্টার। ঘোড়ার আস্তাবল হিসেবে ব্যবহার করা স্লেট পাথরের ছাদবিশিষ্ট ঘরটা এখন গ্যারেজ হিসেবে পরিচিত। সে ঘর থেকে দূরে তিন কোণায় অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংগুলোর একটাতে বার্নি থাকে। গভীর রাতে বসে ল্যাপটপ গুঁতাচ্ছে এখন। ইন্টারনেটে একটা কারেসপন্ডিং কোর্সের ওপর কাজ করছে সে। হঠাৎ তার কাছে মনে হলো ফ্লোরটা কেঁপে উঠছে। সিঁড়ি ভেঙে শক্তসমর্থ কেউ উঠে আসছে উপরে।

দরজায় হালকা নক হলো। দরজা খুলতেই মার্গটকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বার্নি। একটা স্টকিং ক্যাপ মাথায় তার, ঘেমে নেয়ে আছে।

"আমি কি ঢুকতে পারি?"

বার্নি তার পায়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। সে দরজা থেকে সরে দাঁড়াল এরপর।

"বার্নি, হেই, আমি তখনকার ঘটনার জন্য দুঃখিত," সে বলল।

Bangla Book.org

“আমি অনেকটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। মানে আমি বিভ্রান্ত হয়ে গেছিলাম, এরপরই আমি ঘাবড়ে যাই। আমি বন্ধুত্বটাকেই এখানে প্রেফার করবো বার্নি।”

“আমিও।”

“আমি ভেবেছিলাম...আমরা আগের মতই...মানে বন্ধু হিসেবে থাকতে পারবো।”

“মার্গট, কাম অন। আমি বলেছি, আমরা বন্ধু হিসেবে থাকব। কিন্তু আমি কোন হিজড়াও না। আমি থাকা অবস্থায় তুমি সেই শাওয়ারে ঢুকলে। তোমার শরীরের প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। এখানে আমার কিছুই করার ছিল না। তুমি নগ্ন হয়ে শাওয়ার নিতে আসলে। আর আমি একই সাথে দুটো জিনিস দেখলাম যা আমি খুব পছন্দ করি।”

“আমি আর আমার পুসি।”মার্গট বলল।

একসাথে হেসে উঠল তারা।

সামনে এসে মার্গট বার্নিকে জড়িয়ে ধরল, বার্নির জায়গায় অপেক্ষাকৃত কম বলশালী কেউ হলে নিশ্চিতভাবে তার কয়েকটা হাড় ভেঙে যেত। “শোন, যদি কোন পুরুষ আমার জীবনে আসত, তাহলে সেটা হতে তুমি। কিন্তু সেটা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমার শারীরিক অক্ষমতার কথা বিবেচনা করে তো কখনই নয়।”

বার্নি মাথা নাড়ল। “আমি জানি। দুর্ভাগ্যের কারণে সুযোগটা হাতছাড়া করে ফেলেছি।”

প্রায় এক মিনিটের মত তারা পরস্পরের বাহুলগ্ন হয়ে রইল, কেউ কোন শব্দ করল না।

“তুমি কি বন্ধু হতে চাইবে আবার?” জিজ্ঞেস করল মার্গট।

কয়েক মুহূর্ত ভাবল বার্নি। “হ্যা। তবে তোমাকে এজন্য আমায় সাহায্য করতে হবে। একটা সমঝোতার মধ্যে আসতে পারি আমরা, তাহলে শাওয়ারে যা দেখেছি তা আমি ভুলে যাওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। আর তুমিও আমার সামনে আর ওসব উত্তেজক জিনিস দেখাবে না। তোমার মধ্যে বাসনা তৈরি হলেও নিজেকে দমিয়ে রাখবে। ওকে?”

“আমি ভালো বন্ধু হতে পারবো, বার্নি। কাল হাউজে এস, জুডি রান্না করবে। আমিও করবো।”

“ঠিক আছে। কিন্তু তুমি আমার চেয়ে ভালো রাঁধতে পারবে না বোধ হয়।”

“দেখা যাক,” মার্গট বলল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬২

ডক্টর লেকটার শ্যাতোঁ পেত্রাস-এর একটা বটল তুলে ধরল। বোতলের তলানি থেকে থাকতে পারে—সেজন্য একদিন আগে উল্টোভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল ওটাকে। ঘড়ির দিকে তাকাল সে। ওয়াইন ঢালার সময় হয়ে গেছে।

ডক্টরের কাছে ওয়াইন ঢালার ব্যাপারটাকে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বলে মনে হয়। সে তাড়াহুড়োয় বিশ্বাসি নয়। ক্রিস্টাল ডিক্যান্টারে ওয়াইন ঢেলে তার রংটা উপভোগ করতে চায় সে। কর্ক দ্রুত খুলে ফেলার কারণে ডিক্যান্টিং করার সময় যদি সে ওয়াইনের সুঘ্রাণ থেকে বঞ্চিত হয়—তখন?

ট্রেপানের সাহায্যে যেরকম সাবধানতার সাহায্যে সে স্কাল ফুটো করে থাকে, ঠিক সেরকম যত্নের সাথে সে কর্কটা খুলল। পোউরিং ডিভাইসের মধ্যে সে ওয়াইনের বোতলটা রাখল। ডিভাইসের সাথে একটা ক্র্যাঙ্ক আর স্ক্রু লাগানো আছে, যা দিয়ে বোতলটাকে হালকা কাঁত করে রাখা যায়।

ফোঁটা ফোঁটা করে ওয়াইন গ্লাসে পড়ছে। নোনা বাতাস এক্ষেত্রে কিছুটা সহায়তা করবে।

রুক্ষ, মোটা কয়লার টুকরোয় আগুন ধরাল সে। নিজের জন্য ড্রিঙ্ক বানাল, গ্লাসে লিলে ঢেলে তার সাথে আইস যোগ করল। বরফের ওপর অরেঞ্জের একটা স্লাইস রাখল সে। কয়েকদিন ধরে তার নতুন ইচ্ছা পূরণের জন্য যা দরকার তা সে খুঁজে যাচ্ছিল। আলেকজান্ডার ড্যুমার মত সেও তার স্টকে কিছুটা বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করল। তিন দিন আগে ডিয়ার লীজ এরিয়া থেকে ফিরে এসে সে তার সংগ্রহের লিস্টে একটা মোটা কাককে যুক্ত করে। কাকটা জুনিপার বেরি খেয়ে নিজের পেট ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছিল। সেসময়ই সে লেকটারের শিকারে পরিণত হয়। কালো পাখিটার ছোট পালকগুলো নদীতীরের শান্ত পানিতে ভাসছে। কিন্তু বড় পালকগুলো না ফেলে সে জমিয়ে রেখেছে তার হার্পসিকর্ডের জন্য প্লেক্ট্রা হিসেবে ব্যবহার করবে বলে।

ডক্টর লেকটার জুনিপার বেরিগুলো নিজেই পিষে রস বের করে ফেলল। একটা কপার সসপ্যানে কয়েকটা শ্যালোত নিয়ে সেগুলো ভাজা শুরু করল। একটা নিট সার্জিকাল নট দিয়ে সে কটন স্ট্রিং দিয়ে ফ্রেশ বুকে গার্নিটা বাঁধল এবং অতঃপর সসপ্যানে সেটা সার্ভ করল।

তার সিরামিকের পাত্রটা থেকে পিঠের নিচের দিকের নর মাংসপিণ্ডটা বের করল সে। ম্যারিনেড লেগে থাকা মাংসটা ভেজা এবং কালো দেখাচ্ছে। হাত দিয়ে সে টুকরোটা পরিস্কার করল। মাংসের অগ্রভাগের বেরিয়ে থাকা অংশটা

BanglaBook.org

সে পেছনের দিকে বেঁধে ফেলল, যাতে দৈর্ঘ্যের সাথে সাথে মাংসের প্রশস্ত অংশেরও কোন পরিবর্তন না হয়।

কয়লার আগুনের উত্তাপে মাংসের টুকরো থেকে হিস শব্দ ভেসে এল, নীল ধোঁয়া বাগানের চারদিকে পাঁক খেতে লাগল। ড. লেকটারের স্পিকারে বাজতে থাকা মিউজিকের মতই তা পুরো ঘর পরিভ্রমণ করা শুরু করল। তার খুব খিদে লেগেছে।

খাওয়া শেষে হার্পসিকর্ডে অষ্টম হেনরির মুভিং কম্পোজিশন 'ইফ ট্রু লিজেন্ড রেইনড" এর সুর তৈরি করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল লেকটার।

রাতের শেষ দিকে লাল শ্যাতোঁ পেট্রাসের রংয়ে তার ঠোঁট রক্তিম হয়ে উঠল। একটা ক্রিস্টাল গ্লাসে থাকা হানি কালারের শ্যাতোঁ ডি ইকেম ক্যান্ডলস্ট্যান্ডের ওপর রাখা। ডক্টর লেকটার ব্যাখ বাজাচ্ছেন। তার মনের ভেতর কতগুলো দৃশ্য ছুটে যাচ্ছে–স্টারলিংয়ের পাতার ওপর দিয়ে ছুটে যাওয়া, তার সামনে থাকা হরিণের লেকটারের সামনে দিয়ে পাহাড়ের আড়ালে পালিয়ে যাওয়া, হিলসাইডে লেকটারের স্থির হয়ে বসে থাকা। গোল্ডবার্গ ভ্যারিয়েশনের 'ভ্যারিয়েশন টু' তে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন ডক্টর। একমনে বাজিয়ে যাচ্ছেন তিনি। স্ট্রিংয়ের ওপর তার ক্রমাগত নড়তে থাকা হাতের সাথে ক্যান্ডেল লাইট এক অদ্ভুত আবহ তৈরি করেছে। রক্তে মাখা তুষার এবং মাংস লেগে থাকা দাঁতের ছবি চোখের সামনে প্রজ্বলিত হল, তবে ঐ এক ঝলক পর্যন্তই। এরপরই মস্তকের খুলি ভেদ করে যাওয়া ক্রসবো বোল্টের 'খচ' শব্দ এবং আবারও সেই মাঠে অনুপ্রবেশ।

সুরের মূর্ছনা শোনা যাচ্ছে, সোনালি আভা ছড়ানো স্টারলিং তার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল, তার পনিটেইল করা চুল হরিণের লেজের মত সামনে পেছনে দুলছে। কোনো বাধাবিঘ্ন ছাড়াই ভ্যারিয়েশনের বাকিটুকু সম্পূর্ণ করল সে। তারপর সব নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ। শ্যাতোঁ দি ইকেমের মতই অমূল্য সেই নীরবতা।

মোমের আলোর সামনে সে তার গ্লাস তুলে ধরল। গ্লাসের পেছনে মোম ঝলসে উঠল, ঠিক যেমন পানিতে সূর্যালোকের শিখা প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। ক্লারিস স্টারলিংয়ের ত্বকে শীতের সূর্য যে রং তৈরি করেছিল, ওয়াইনে সেই রং ফুটে উঠল। তার জন্মদিন খুব কাছেই। লেকটার ভাবতে লাগল, এমন কোন শ্যাতোঁ ডি ইকেম এর বোতল আছে কিনা, যা স্টারলিংয়ের জন্মসাল থেকে এখন পর্যন্ত অব্যবহৃত অবস্থায় আছে।

হয়তো তার জন্য একটা বার্থডে প্রেজেন্ট ইতোমধ্যেই অর্ডার দেয়া হয়ে গেছে, যে কিনা তিন সপ্তাহ পরেই জিশুর বেঁচে থাকা বছরগুলোর সমান বয়সে পা দেবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৩

যে মুহূর্তে ড. লেকটার মোমের আলোর উদ্দেশ্যে তার ওয়াইনগ্লাস নিবেদন করছিলেন, ঠিক সেসময় এ. বেনিং ডিএনএ ল্যাবে সারারাত ধরে তার এক্সামিনেশন করছিল। তার কাছে থাকা লেটেস্ট জেল আলোয় তুলে ধরল সে। রেড, ব্লু এবং ইয়েলো ডটেড ইলেক্ট্রোফোরেসিস লাইনের দিকে তাকাল। স্যাম্পল হিসেবে টুথব্রাশ থেকে পাওয়া এপিথেলিয়াল সেল ইউজ করা হয়েছে, ইতালিয়ান ডিপ্লোমাটিক পাউচ মারফত পালাজ্জো ক্যাপ্পোনি থেকে সেই টুথব্রাশ ল্যাবে ইতোমধ্যেই পাঠানো হয়েছে।

"উম...উম..." শব্দ করে উঠল সে। সাথে সাথে কোয়ান্টিকোতে স্টারলিংয়ের নাম্বারে কল করল সে।

এরিক পিকফোর্ড ফোন ধরল।

"হাই, আমি কি ক্লারিস স্টারলিংয়ের সাথে কথা বলতে পারি?"

"আজকের জন্য সে বাসায় চলে গিয়েছে। এখন আমি ইনচার্জের দায়িত্বে আছি। আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"তার কোন বিপার নাম্বার আপনার কাছে আছে?"

"সে ফোনের অন্য লাইনে আছে। আপনার কেন দরকার?"

"দয়া করে উনাকে বলবেন, আমি এ. বেনিং বলছিলাম ডিএনএ ল্যাব থেকে। তাকে জানাবেন, টুথব্রাশ আর অ্যারো থেকে পাওয়া আইল্যাশ স্পেসিমেন ম্যাচ করেছে। এটা ডক্টর লেকটারের। তাকে বলবেন তিনি যেন আমাকে কল করেন।"

"আপনার এক্সটেনশন নাম্বারটা দিন। শিউর, আমি এখনই তাকে ফোন করে বলছি, থ্যাঙ্ক ইউ।"

স্টারলিং অন্য লাইনে ছিল না। পিকফোর্ড সাথে সাথে বাসায় পল ক্রেন্ডলারকে কল করল।

যখন এ. বেনিংকে স্টারলিং ফিরতি কোন কল করল না, টেকনিশিয়ান কিছুটা আশাহত হলো।ফোন পাওয়ার আশায় সে ল্যাবে এক্সট্রা টাইম বসে ছিল। পিকফোর্ড স্টারলিংকে অনেক দেরিতে জানায়, বেনিং ততক্ষণে বাসায় চলে গেছে।

স্টারলিংয়ের একঘন্টা আগেই ম্যাসনের কানে খবরটা চলে যায়।

পল ক্রেন্ডলারের সাথে সংক্ষেপে কথা সেরে নেয় ম্যাসন। সে সব চিন্তাভাবনা করেই পলকে নির্দেশনা দিল।

BanglaBook.org

"স্টারলিংকে বের করে আনার সময় হয়ে গেছে। এফবিআই তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করার আগেই আমাদের তাকে তুলে আনতে হবে। আজ শুক্রবার। তোমার হাতে পুরো একটা সপ্তাহ পড়ে আছে। সব ব্যবস্থা করে ফেলো এই সময়ের মধ্যে। অবৈধ ইতালিয়ান অধিবাসিদের লোভ দেখিয়ে তাদের মাধ্যমে তাকে ধরে নিয়ে আসো। তার পেছনে ফেউয়ের মত লাগার সময় হয়ে গেছে। ক্রেন্ডলার?"

"আমি ভেবেছিলাম, আমরা শুধু..."

"কোন কথা না বলে কাজটা করে ফেলো। ক্যায়মান আইল্যান্ড থেকে পরবর্তি যে পিকচার পোস্টকার্ডটা পাবে তাতে স্ট্যাম্পের নিচে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা নাম্বার পাবে তুমি।"

"ঠিক আছে। আমি..."

ক্রেন্ডলার বলল, কিন্তু অন্যপাশে ডায়াল টোন শব্দ করে উঠল।

সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা ম্যাসনের কাছে ক্লান্তিকর বলে মনে হয়।

অসময়ে ভেঙে যাওয়া ঘুম পূরণের উদ্দেশ্যে আবার ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে যাওয়ার আগে তার শেষ বক্তব্য ছিল কর্ডেলের উদ্দেশ্যে, "শূয়োরগুলোকে পাঠানোর ব্যবস্থা করো।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৪

শারীরিকভাবে একটা অর্ধ বন্য শূয়োরকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে একটা মানুষকে কিডন্যাপ করা সহজ। মানুষের চাইতে একটা শূয়োরকে জোর করে ধরে রাখা কঠিন। সাইজে বড় শূকরগুলো মানুষের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। বন্দুক দেখিয়ে বা গুলি করে তাদের পোষ মানানো যায় না। তুমি যদি তোমার পা আর পেটের স্বাভাবিক অবস্থান আকৃতি অক্ষুণ্ন রাখতে চাও, তবে তোমাকে শূকরদের দাঁতের কথাটাও মাথায় রাখতে হবে।

দন্তযুক্ত শূকরগুলো দাঁড়াতে সক্ষম, মানুষ কিংবা ভালুকের সাথে লড়াই করতে গেলে প্রবৃত্তিগতভাবেই দাঁত দিয়ে পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলে তারা। সাধারণত তারা আক্রমণাত্মক না হলেও খুব দ্রুতই এই আচরণ শিখে নেয়।

তুমি যদি এ ধরণের কোন শূয়োরকে জীবিত রাখতে চাও, তবে প্রাণীটাকে ইলেক্ট্রিক শক দেয়া থেকে তোমাকেবিরত থাকতে হবে। কারণ শক দিলে তাদের করোনারি ফিব্রিলেশন হয়, যা তাদের জন্য ফ্যাটাল।

পিগমাস্টার কার্লো ডিওগ্রাসিয়াসের ধৈর্য কুমিরের মত। অ্যানিমাল সিডেশনের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করেছে সে। ড. লেকটারের ওপর সিডেটিভ হিসেবে যে অ্যাসেপ্রোমাজাইন সে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, সেই একই ড্রাগ সে শূকরদের ওপর প্রয়োগ করেছে। আর এর ফলাফলস্বরূপ সে এখন জানে, ১০০ কিলো ওজনের বুনো শূয়োরকে ড্রাগের ডোজ হিসেবে কতটুকু দিতে হবে, আর দুটো ডোজের মধ্যবর্তি সময় কতটুকু হলে প্রাণীটা কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই ১৪ ঘন্টার মত সময় কেবল ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিতে পারবে।

যেহেতু ভার্জার ফার্ম অনেক বড় পরিসরে অ্যানিমাল এক্সপোর্ট ও ইমপোর্টের সাথে যুক্ত, এবং এক্সপেরিমেন্টাল ব্রিডিং প্রোগ্রামে সহায়তার জন্য ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচারের সাথে এস্টাবলিশড পার্টনার হিসেবে হাত মিলিয়েছে, তাই ম্যাসনের শূকরগুলো মাইগ্রেট করার জন্য কোন ঝামেলার মধ্য দিয়ে যেতে হলো না। ম্যারিল্যান্ডের রিভারডেলে অ্যানিমাল অ্যান্ড প্ল্যান্ট হেলথ ইন্সপেকশন সার্ভিসের কাছে ভেটেরিনারি সার্ভিস ফর্ম ১৭-১২৯-এর সাথেই সারদিনিয়া থেকে ভেটেরিনারি অ্যাফিডেভিট পাঠিয়ে দেয়া

BanglaBook.org

হলো।তাছাড়া ম্যাসনের চাহিদা মোতাবেক ৫০টা ফ্রোজেন সিমেনের স্ট্র'র জন্য ইন্সপেকশন সার্ভিসকে ৩৯.৫০ ডলার ইউজার ফি হিসেবে দিতে হলো।

রিটার্ন ফ্যাক্সে সিমেন এবং সোয়াইন মাইগ্রেশনের পারমিট পাঠানো হলো।সাথে ফ্লোরিডার কি ওয়েস্টে সোয়াইনগুলো একঘরে রাখার যে লিখিত চুক্তি ছিল, তা থেকেও অব্যাহতি দেয়া হলো তাদেরকে। সার্ভিস থেকে কনফার্ম করা হলো যে, বাল্টিমোর-ওয়াশিংটন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে প্রাণীগুলো ক্লিয়ার করার জন্য একজন অনবোর্ড ইন্সপেক্টর থাকবে। সে সমস্ত সহযোগিতা করবে।

কার্লো আর তার হেল্পার, দুইভাই টমাসো আর পিয়েরো ফ্যালসিওনে ক্রেটসগুলো একসাথে রাখল। ক্রেটসগুলো অভিনবভাবে বানানো, এর দুপাশেই স্লাইডিং ডোর লাগানো হয়েছে—আর ক্রেটের ভেতরে বালুভরা এবং প্যাড লাগানো। শেষ মুহূর্তে তাদের বর্ডেলো মিররের কথা মনে হল, সেটাও একটা ক্রেটের মধ্যে পুরল তারা। আয়নার রকোকো ফ্রেমে শূকরগুলোর প্রতিচ্ছবি ম্যাসনকে আনন্দ দিয়েছিল।

সতর্কতার সাথে কার্লো ১৬টা সোয়াইনকেই ডোপাসক্ত করল। একই খোঁয়াড়ে থাকা পাঁচটা শূকর আর এগারটা শূকরী, যাদের মধ্যে একজন প্রেগন্যান্ট। যখন তারা ওষুধের প্রভাবে ঘুমিয়ে পড়ল, তখন কার্লো যত্নসহকারে তাদের ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করল। তাদের ছোট দাঁতগুলো আর বিশাল দন্তদুটো আঙুল দিয়ে পরখ করে দেখল সে। তাদের ভয়ঙ্কর মুখগুলো হাত দিয়ে ধরে দেখল, চকচকে ক্ষুদ্র চোখ দুটোর দিকে তাকাল সে। শ্বাস নেয়ার শব্দ শুনে নিশ্চিত হলো—তাদের শ্বাসনালী পরিস্কার আছে। পায়ের গোড়ালির সাথে ভারি কিছু বেঁধে দিল সে। এরপর ক্যানভাসের ওপর দিয়ে অচেতন দেহগুলো টেনে ক্রেটের ভেতর ঢুকাল, আর দরজা বন্ধ করে দিল।

গেনারগেন্তু মাউন্টেন থেকে ক্যাগলিয়ারির পথে যাত্রা শুরু করল ট্রাকগুলো। এয়ারপোর্টে কাউন্ট ফ্লিট এয়ারলাইনসের একটা এয়ারবাস জেট ফ্রেইটার অপেক্ষা করছিল। এই এয়ারলাইনসের মাধ্যমে রেসহর্স অন্য দেশে স্থানান্তর করা হয়। দুবাইতে রেসে অংশ নেয়ার জন্য এসব এয়ারপ্লেনে করে আমেরিকান হর্স আনা নেওয়া করা করা হয়ে থাকে। এই মুহূর্তে প্লেনটাতে একটা হর্স রাখা, রোম থেকে নিয়ে আসা হয়েছে ওটাকে। বুনো শূয়োরদের শরীর থেকে আসা দুর্গন্ধ পেয়ে ঘোড়াটা আর স্থির থাকতে পারল না। চিঁহি শব্দ করে উঠল প্রাণীটা, তাকে যে ক্লোজড কম্পার্টমেন্টে রাখা হয়েছিল সেটার চারপাশে লাথি মারতে লাগল। শেষমেশ ক্রুরা এসে সেটাকে প্লেন থেকে আনলোড করতে বাধ্য হয়। ফলস্বরূপ প্লেনে করে হর্স ডেলিভারি করতে না

BanglaBook.org

পারায় ম্যাসনকে কেস এড়ানোর জন্য পরবর্তিতে বেশ ভালো অ্যামাউন্ট ক্ষতিপূরণ দিয়ে ঘোড়াটাকে তার মালিকের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিতে হলো।

কার্লো তার সহযোগিদের নিয়ে প্রেশারাইজড কার্গো হোল্ডে ঢুকল। সাথে ক্রেটসগুলোও নেয়া হলো।সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়তে থাকল প্লেন তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। কার্লো প্রতি আধঘণ্টা পরপর প্রতিটা শূকরকে আলাদা করে পরীক্ষা করতে লাগল, তাদের হার্ট বিট করছে কিনা সেটা জানার জন্য।

যদি তারা খুব বেশি ক্ষুধার্তও হয়ে থাকে তাহলেও ১৬টা শূয়োর একবসায় লেকটারকে পুরোপুরি সাবাড় করতে পারবে না। ফিল্মমেকারের শরীরের মাংস আর হাড়গুলো পেটে ঢুকাতে তাদের পুরো একদিন লেগেছিল।

প্রথম দিন ম্যাসন চাইবে, তারা যেন ডক্টর লেকটারের পা দুটো শরীর থেকে আলাদা করে ফেলুক। লেকটারকে সারারাত স্যালাইন দিয়ে পরের দিনের জন্য প্রস্তুত করা হবে।

এই মধ্যবিরতির সময়টুকুর মধ্যে একঘন্টা কার্লোর জন্য বরাদ্দ রেখেছে ম্যাসন, কার্লো যেন তার ভাইয়ের মৃত্যুর বদলা নিতে পারে। লেকটারের প্রতিটা আঘাতের জবাব দেবে সে এই একঘণ্টায়।

দ্বিতীয় দিন প্রথম একঘণ্টার মধ্যেই লেকটারের শরীরের সামনের অংশের সব মাংস এবং পুরো মুখমণ্ডল শূকরদের ভোজনের পেছনে খরচ করা হবে। প্রথম শিফটে অংশ নেয়া বড়সড় শূকরগুলো আর প্রেগন্যান্ট শূকরী তাদের এই একঘণ্টার কাজ শেষ করলেই লেকটারের অবশিষ্টাংশের ওপর বাকিদের মাধ্যমে দ্বিতীয় আঘাত হানা হবে। তারপরেই এই ভয়ঙ্কর রঙ্গমঞ্চের পরিসমাপ্তি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৫

বার্নি আগে কখনও গোলাঘরে আসেনি। একটা পুরনো শো-রিংয়ের তিন পাশ ঘিরে রাখা সিটের সারির নিচে থাকা একটা সাইডডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। কবুতরের খোপে তাদের ফিসফিসানির শব্দ ছাড়া সেখানে আর কোন শব্দ নেই, নেই কোন প্রাণির অস্তিত্ব। নিস্তব্ধ চারপাশ। অকশনিয়ারের স্ট্যান্ডের পেছন থেকে এই শষ্যাগারের বিস্তৃতি শুরু হয়েছে। সামনে থাকা ডাবলডোর দিয়ে স্টেবল উইং এবং ট্যাকরুমের দিকে যাওয়া যায়।

বার্নি কথা বলার শব্দ শুনল, ডাক দিল সে, "হ্যালো।"

"ট্যাকরুমে এসো, বার্নি।"

মার্গটের গম্ভীর স্বর শোনা গেল।

ট্যাকরুমে হার্নেস দিয়ে বিভিন্ন আকারের ঘোড়ার জিন বাঁধা, যে কেউ দেখলে অবাক হতে বাধ্য। লেদারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ছাদ আর দেয়ালের সংযোগস্থলের ঠিক নিচেই ধুলোয় মলিন জানালা দিয়ে সূর্যালোক ভেতরে ঢুকছে। ওপর তলার ঘরের একটা অংশ খড় মজুদ করার জন্য ব্যবহার করা রুমের সাথে গিয়ে মিশেছে।

কারিকম্ব এবং কয়েকটা হ্যাকামোর তুলে রাখছিল মার্গট। তার চুলগুলো বর্ণহীন মনে হলো বার্নির কাছে, খড়ের চেয়েও বর্ণহীন। আর তার চোখদুটো নীল, মাংসের প্যাকেটে থাকা ইন্সপেকশন স্ট্যাম্পের মতই গাঢ় নীল।

"হাই," দরজা থেকে বার্নি বলল। সে ভেবেছিল রুমটা ফিলিগ্রিধাঁচের হবে, বাচ্চাদের সাথে দেখা করার জন্য কেবল এ ঘরটা বানানো হয়েছে। রুমের সুউচ্চ ছাদ এবং সিলিংয়ে থাকা জানালা দিয়ে তির্যকভাবে আসা আলোর উপস্থিতি পুরো ঘরটাকে একটা চার্চে রূপ দিয়েছে।

"হাই, বার্নি। একটু অপেক্ষা কর। বিশ মিনিটের মধ্যেই আমরা খাওয়া শুরু করবো," উপরের ঘর থেকে জুডি ইনগ্রামের ভয়েস শোনা গেল।

"বার্নি...গুড মর্নিং। লাঞ্চে আমাদের জন্য কি থাকছে তা জানার জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে তোমায়। মার্গট, তুমি কি লাঞ্চটা বাইরে করতে চাইবে?"

ভিজিটিং চিলড্রেনরা যেসব ফ্যাট শেটল্যান্ডের ওপর চড়ে মজা পায়, প্রত্যেক শনিবারে সেসব ছোটখাটো ঘোড়াগুলোর শরীরের বিভিন্ন অংশের মাংসের কারি বানায় মার্গট আর জুডি। তারা এটাকে বলে 'পিকনিক লাঞ্চ'।

"দক্ষিণ অংশের দিকে খোলা আকাশের নিচে খাওয়া যেতে পারে," মার্গট বলল।

BanglaBook.org

দুজনের প্রত্যেককে একটু বেশিই প্রাণবন্ত বলে মনে হচ্ছে। বার্নির হসপিটালের অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, অতিরিক্ত হাসিখুশি যারা থাকে, তাদের ক্ষেত্রে পূর্বাভাস খুব একটা ভালো কিছু হয় না।

ট্যাকরুমে ঢুকলেই একটা ঘোড়ার মাথা সকলের নজর আকর্ষণ করবে। মাথা সমান উচ্চতার সামান্য ওপরে দেয়ালে টাঙানো আছে সেটা, মুখে লাগাম লাগানো, চোখের পাতাদুটো খোলা। ভার্জারদের রেসিং কালার দিয়ে মুখ আবৃত করা।

"এটা ফ্লিট শ্যাডো। '৫২ তে লজপোল স্টেকস জিতেছিল এই ঘোড়াটা। আমার বাবার একমাত্র উইনিং হর্স ছিল সেটা," বলতে লাগল মার্গট। "ঘোড়াটার একটা ডামি স্টাফ বানিয়ে রাখবে–এমন মানসিকতা বাবার ছিল না।" স্কালটার দিকে তাকাল সে। "তাই আসলটাই রেখে দেয়া হয়েছে।"

"ম্যাসনের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য আছে, তাই না?"

কর্নারে ফোর্সড ড্রাফট ফার্নেস আর এয়ার পাম্পিং মেশিন রাখা। সেখানে কয়লা পুড়িয়ে আগুনের ব্যবস্থা করল মার্গট। আগুনের ওপরে একটা বাটি রাখা, স্যুপের গন্ধ ভেসে আসছে সেখান থেকে।

ওয়ার্কবেঞ্চে ফ্যারিয়ার'স টুলের কমপ্লিট একটা সেট রাখা।

একটা ফ্যারিয়ার'স হ্যামার হাতে নিল সে। ছোট হ্যান্ডেল আর ভারি মাথার হাতুড়ি ছিল সেটা। সুঠাম দেহসৌষ্ঠবের মার্গটকে দেখে মনে হয় স্বয়ং ফ্যারিয়ার সামনে দাঁড়ানো, কিংবা বুকের দুপাশ সামনের দিকে বেরিয়ে থাকা কোন কামারকে সে তার সামনে দেখছে।

"ব্ল্যাঙ্কেটগুলো এদিকে ছুঁড়ে দিতে পারবে আমাকে?"

জুডি ডাক দিল।

মার্গট পরিস্কার স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেটের একটা বান্ডল তুলে নিয়ে তার বাহু স্কুপ করে সেটা ওপরের ঘরে ছুঁড়ে দিল।

"ওকে। আমি ফ্রেশ হয়ে জিপ থেকে সব স্টাফ নামাব। আর পনের মিনিট লাগবে, ওকে?"

জুডি মই বেয়ে নামার সময় বলল।

মার্গটের দিকে মনোযোগ থাকায় পেছনে জুডিকে খেয়াল করল না বার্নি। কতগুলো খড় স্তূপ করে রাখা, যার ওপরে হর্স ব্ল্যাঙ্কেট ফোল্ড করে রাখা হয়েছে, সেটার ওপর মার্গট আর বার্নি বসল।

"তুমি পনিজগুলোকে মিস করেছো। সেগুলোকে লেস্টারে আস্তাবলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

"আমি সকালে ট্রাকের শব্দ শুনেছিলাম। কিন্তু কেন?"

"ম্যাসনের বিজনেস।"

কেউ কোন কথা বলল না। তারা নীরবতার সাথে অভ্যস্ত, কিন্তু এবার

BanglaBook.org

ব্যতিক্রম ঘটল। "ওয়েল, বার্নি। মাঝে মাঝে তোমাকে এমন সব পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, যখন সেগুলোর ব্যাপারে কথা বলে কোনো লাভ হয় না—বরং কথার পরিবর্তে কাজের মাধ্যমে সেসব পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়। আমি কি বুঝাতে পেরেছি?"

"কোনো অ্যাফেয়ার বা এরকম কিছু বোঝাতে চাচ্ছো," বার্নি বলল। বাতাসে খারাপ কিছুর ঘ্রাণ পেল সে।

"অ্যাফেয়ার। তোমার জন্য এর চেয়ে অনেক ভালো কিছু আমার ভান্ডারে আছে। আমরা কি নিয়ে কথা বলছি তা নিয়ে কোন ধারণা করতে পারছো?"

"অনেকটা।" বার্নি বলল।

"কিন্তু তুমি যদি সিদ্ধান্ত নাও যে, তুমি কাজটা করতে চাও না, কিন্তু ধরো, যেকোনভাবে কাজটা সফল করা থেকে কেউ আমাকে আটকে রাখতে পারল না। তখন আমার কাছে তোমার নেয়া সিদ্ধান্তের কারণে হারানো স্থান ফিরে পাবে না তুমি-এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো?"

ফ্যারিয়ারের হ্যামার দিয়ে সে অন্যমনস্কভাবে তার হাতের তালু ঘষল। নীল অগ্নিচোখ দিয়ে সে বার্নির দিকে তাকিয়ে রইল।

বার্নি তার পূর্ব অভিজ্ঞতায় এমন মুখভঙ্গি অনেক দেখেছে। সেসব দেখে ভেতরের কথা পড়তে সক্ষম সে। সে মার্গটের চেহারা পড়ে বুঝল সে মিথ্যে বলছে না।

"আমি সেটা জানি।"

"আমরা এমন কিছুই করতে চাই। আমি তোমাকে নিজের মহানুভবতা, উদারতা দেখাব শুধু একবারই। আর এই একবারই যথেষ্ট তোমার জন্যে। তুমি কি জানো, তোমার জন্য সেই উদারতা কোথায় গিয়ে কোথায় শেষ হতে পারে?"

"মার্গট, আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে যখন আমি তার নমক খাচ্ছি। তার দেখাশোনা করার জন্য আমাকে রাখা হয়েছে।"

"কেন সম্ভব নয়, বার্নি?"

খড়ের গাদার ওপর বসে সে তার দুই কাঁধ ঝাঁকাল। "ডিল ইজ এ ডিল।"

"তুমি সেটাকে ডিল বলছো?" মার্গট বলল। "পাঁচ মিলিয়ন ডলার, বার্নি। এটা হলো ডিল। এফবিআইকে ম্যাসনের কাছে পুরোপুরি বেঁচে দেয়ার জন্য ক্রেন্ডলার যে পাঁচ মিলিয়ন পাবে, সেই পাঁচ মিলিয়ন। পুরোটাই তোমার।"

"আমরা জুডিকে প্রেগন্যান্ট করার জন্য ম্যাসনের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ শুক্রাণু পাওয়ার প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম।"

"আমরা অন্যকিছু নিয়েও আলোচনা করছিলাম। তুমি জানো—তুমি যদি ম্যাসনের শুক্রাণু তার কাছ থেকে নিয়ে তাকে না মেরে জীবিত রেখে আসো,

BanglaBook.org

তাহলে সে তোমার কী করতে পারে। বেশিদূর ভাগতে পারবে না তুমি। শূকরদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে তোমাকে, তাদের খাদ্যে পরিণত হওয়ার জন্য।"

"আমাকে কী করতে হবে?"

"তোমার বাহুতে লেখা 'সেম্পার ফাই' এর অর্থের মতই কি তোমার স্বভাব? তুমি কি এতটাই বিশ্বস্ত?"

"যখন আমি তার থেকে অর্থকড়ি পেয়েছিলাম, তখন তাকে বলেছিলাম, আমি তার খেয়াল রাখব। যতদিন আমি তার হয়ে কাজ করছি, ততদিন তার কোন ক্ষতি করতে পারবো না আমি। তার স্বাভাবিক মৃত্যু হলেই তোমার আর কিছু করা লাগবে না। তখন তার গায়ে হাতও দিতে পারবো না আমি। সেক্ষেত্রে তোমাকে আর কর্ডেলকে আমার সাহায্য করতে হতে পারে।
ম্যাসনকে মারলে তুমি শুধু একবারই স্পর্ম সংগ্রহ করতে পারবে।"

"সেক্ষেত্রে আমরা পাঁচ সিসি পাব। লো নর্মাল স্পার্ম কাউন্টও পেতে পারি আমরা। সিমেন এক্সটেন্ডার ব্যবহার করে আমরা সেটা দিয়ে পাঁচবার ইনসেমিনেশন করতে পারবো। ইন ভিট্রো প্রসেসের জন্য জুডির পরিবারে উর্বর কোন মহিলাকে আমরা চয়েজ করবো।"

"কর্ডেলকে কেনার কথা মাথায় এসেছিল তোমার?"

"না, সে প্রস্তাবে রাজি হবে না। বালছাল কথাবার্তা বলবে সে আমার সাথে। এখন হোক আর পরেই হোক, আমার হয়ে তাকে কাজ করতেই হবে।"

"ডিলটা নিয়ে অনেক ভেবেছো দেখছি।"

"হ্যা। নার্স স্টেশনটার কন্ট্রোল তোমাকে নিতে হবে। মনিটরগুলোতে টেপের ব্যাকআপ আছে। প্রত্যেক সেকেন্ডের রেকর্ড আছে সে টেপগুলোতে। কোন ভিডিওটেপ না, একদম লাইভ টিভি।

আমরা-মানে আমি, রেসপিরেটর শেলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে তার বুকের ওঠানামা নিশ্চল করে দেবো। মনিটরে দেখাবে যে, রেসপিরেটরগুলো তখনও কাজ করছে। এ সময়ের মধ্যেই তার হার্ট রেট আর ব্লাড প্রেশারে চেঞ্জ দেখা দেবে। তুমি তখন ছুটে যাবে, অচেতন থাকবে তখন সে। তুমি তখন তাকে বাঁচানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। তবে কথা একটাই, তুমি আমাকে সামনে দেখেও না দেখার ভান করবে। সে না মরা পর্যন্ত তার বুকে চাপ দিতে থাকব আমি। তুমি তো অনেক অটোপসিতে কাজ করেছো, বার্নি। শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে এমন ধারণা করলে তারা কোন জিনিসটা সবার আগে চেক করে?"

"চোখের পাতার পেছনে রক্ত জমাট বেধেছে কিনা।"

"আর ম্যাসনের কোন চোখের পাতাই নেই।"

পুরো প্রস্তুতি নিয়েই সে মাঠে নেমেছে। যেকোন কিছু কিংবা যে কাউকে কিনে ফেলার বহুদিনের প্র্যাকটিস আছে মার্গটের।

বার্নি তার চেহারার দিকে তাকাল। কিন্তু তার দৃষ্টির লাগাম টেনে ধরল সে।

তার উত্তর দিয়ে দিল বার্নি।

"না, মার্গট। আমি করতে পারবো না।"

"তোমাকে যদি আমার সাথে বিছানায় যাবার সুযোগ করে দেই তাহলে কি তুমি কাজটা করবে?"

"না।"

"যদি আমি তোমার সাথে বিছানায় যাই, তাহলে কি তুমি রাজি হবে?"

"না।"

"যদি তুমি এখানে কাজ না করো, তার প্রতি যদি তোমার কোনো মেডিকেল রেসপনসিবিলিটি না থাকে–তাহলে তুমি সেটা করবে?"

"সম্ভবত না।"

"এটা কি তোমার নীতি-নৈতিকতা নাকি কোনো কুসংস্কার?"

"জানি না আমি।"

"তাহলে জানার চেষ্টা করবো আমরা। তোমাকে চাকরিচ্যুত করা হলো, বার্নি।"

মাথা নাড়ল সে, খুব একটা অবাক হলো না।

"আর বার্নি..."

তার নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল মার্গট। "শশশ...কথা দাও তুমি করবে? আমার কি বলতে হবে তোমাকে, ক্যালিফোর্নিয়ায় সেই খুনের অভিযোগের দায়ে তোমাকে মেরে ফেলতে পারি আমি? আমার সেটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না, হবে কি?"

"তোমার চিন্তা করতে হবে না।" বার্নি বলল। "সব দুশ্চিন্তা আমার ঘাড়ে এসে জমা হয়েছে। আমি জানি না, ম্যাসন কিভাবে লোকদের ট্রিট করে। সম্ভবত তাদের গুম করে ফেলে সে। অদৃশ্য হয়ে যায় তারা, যেন কখনও তাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না।"

"তোমাকেও ভাবতে হবে না। আমি ম্যাসনকে বলব, তোমার হেপাটাইটিস হয়েছে। ম্যাসনের বিজনেসের ব্যাপারে খুব বেশি কিছু তুমি জানো না, শুধু এটুকু জানো, ম্যাসন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সাহায্য করছে। আর সে জানে, তোমার আগের ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে, যে কেসের পলাতক আসামি তুমি। তোমাকে যেতে দেবে সে।"

বার্নি বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগল, থেরাপিতে ডক্টর লেকটারের কাকে সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে–ম্যাসনকে? নাকি তার বোনকে?

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৬

বিশালায়তনের সিলভার ট্রান্সপোর্টটা যখন মাসক্রাট ফার্মের গোলাঘরের সামনে আনা হলো তখন রাত নেমে এসেছে। তাদের দেরি হয়ে গেছিল, সবার মেজাজ তাই খিটখিটে।

বাল্টিমোর-ওয়াশিংটন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট প্রথমদিকে ঠিকঠাকই ছিল। ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাগ্রিকালচারের অনবোর্ড ইন্সপেক্টর ষোলটা সোয়াইনের শিপমেন্টের কাগজের ওপর রাবারস্ট্যাম্প মেরে দেয়। শূকরদের ব্যাপারে তার ভালো জ্ঞান থাকলেও এ জাতের শূকরদের সে ইহজনমে কখনও দেখেনি।

এরপর কার্লো ডিওগ্রাসিয়াস ট্রাকের ভেতরটা পর্যবক্ষণ করল। বিপত্তির শুরু এখান থেকেই।

লাইভস্টক ট্রান্সপোর্টের কাজে এই ট্রাক ব্যবহার করা হয়। ভেতরে এই ট্রাকের পূর্ব বাসিন্দাদের পদচিহ্ন দেখতে পেল সে, আর বিশ্রি গন্ধ নাকে এসে লাগল তার। কার্লো তার সোয়াইনগুলোকে এই ট্রাকে আনলোড করতে চাইল না। কার্লো আর পিয়েরো ফ্যালসিয়োনে ক্রেট মুভমেন্ট করার জন্য উপযুক্ত আরেকটা লাইভস্টক ট্রাক জোগাড় করল, স্টিম হোস দিয়ে ট্রাক ওয়াশ করল এবং কার্গো এরিয়াটা ক্লিন করে ফেলল। তাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এয়ারপ্লেনটা অপেক্ষা করতে লাগল।

মাসক্রাট ফার্মের মূলগেটের সামনে এসে শেষ বিপত্তিটা বাঁধল।

গার্ড ট্রাকের লোডিং ওয়েট চেক করে ভেতরে ঢুকতে দিল না। অর্নামেন্টাল ব্রিজের ওপর সর্বোচ্চ লোড লিমিটের ব্যাপারে বস্তাপচা জ্ঞান দিয়ে তাদের ন্যাশনাল ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে সোজা চলে যাওয়া সার্ভিস রোড ব্যবহার করতে বলল। শেষ দুই মাইল পার করতে গিয়ে গাছের ডালের ঘষা লেগে ট্রাকের বডির রং উঠে গেছে।

মাসক্রাট ফার্মের পরিচ্ছন্ন শস্যাগার কার্লোর পছন্দ হলো। খাঁচাগুলো ট্রাক থেকে পনি স্টল পর্যন্ত নিয়ে আসতে যে ফর্কলিফট ইউজ করা হয়। সেটাও কার্লোর মনে ধরল।

লাইভস্টক ট্রাকের ড্রাইভার সাথে করে একটা ইলেকট্রিক ক্যাটল প্রড নিয়ে কার্লোর কাছে আসল। প্রাণীগুলোর সেন্স আছে কি না, তা চেক করার জন্য বলল সে। আর প্রতি উত্তর হিসেবে কার্লো লাঠিটা ছিনিয়ে নিল তার কাছ থেকে, আর এমন ভয় দেখাল যে, সে লাঠিটা আর ফেরত চাইতে গিয়েও চাইল না।

BanglaBook.org

আধো অন্ধকারের মধ্যে সোয়াইনগুলো ড্রাগ এফেক্ট কাটিয়ে আস্তে আস্তে সজাগ হবে। তারা নিজের পায়ে দাঁড়ানো না পর্যন্ত, পূর্ণ সজাগ না হওয়া পর্যন্ত তাদের খাঁচা থেকে বাইরে বের করা যাবে না।

কার্লোর ভয় একটাই, যেসব পিগ আগে জেগে উঠবে তারা খাঁচায় থাকা ঘুমন্ত সহযোগিদের কামড়ে দিতে পারে। যখন পুরো শূকরের পাল একসাথে না ঘুমিয়ে থাকে, তখন মাটিতে পড়ে থাকা যেকোন ফিগার তাদের আকর্ষণ করে, সেটা মানুষ না হয়ে অন্য কোন শূকরই হোক না কেন।

পুরো সোয়াইন গ্রুপটা যখন ফিল্মমেকার ওরেস্তে এবং পরবর্তিতে তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে খেয়ে ফেলে, তখন থেকেই পিয়েরো আর টমাসোকে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হয়। খোঁয়াড়ে কিংবা চারণভূমিতে প্রাণীগুলোর সাথে থাকা মোটেও বুদ্ধিমানের কোন কাজ নয়। শূকরগুলো কোন ভয় দেখাবে না, বন্য প্রাণীদের মত দাঁতের সাথে দাঁত ঘষেও ভয়ের উদ্রেক করবে না–সিঙ্গেল মাইন্ডেড লোকদের মত একদৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে থাকবে তাদের দিকে, টার্গেটের অজান্তেই যথেষ্ট কাছে চলে আসবে এবং তারপরেই তারা পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করবে।

কার্লো নিজেও ওদের মতই, নিজের স্বার্থ ছাড়া কোন কাজ করে না সে। বেড়া দিয়ে ঘেরা গাছপালায় বেষ্টিত ম্যাসনের চারণভূমির সাথেই গ্রেট ন্যাশনাল ফরেস্ট লাগোয়া অবস্থায় আছে। সেই বনের ভেতর গিয়ে কিছুক্ষণ বসল সে।

কার্লো তার পকেট নাইফ দিয়ে বনের মাটি খুঁড়ল। গাছের নিচে পড়ে থাকা ফলগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পেল, এগুলো অ্যাকর্ন। রাতে ফার্মে আসার সময় সে বনের মধ্যে জেস পাখিদের ডাক শুনতে পেয়েছিল, এবং তখনই সে আন্দাজ করেছিল, হয়তো এখানে অ্যাকর্ন পাওয়া যেতে পারে। তার কথাই সত্যি প্রমাণ করে দিয়ে চোখের সামনে এখন অনেক না হলেও বেশ কয়েকটা ওক ট্রি দাঁড়িয়ে আছে। কার্লো চায় না, তার পিগগুলো বনে এসে তাদের ক্ষুধা মেটানোর সুযোগ পাক। এখানে তাদের পেটপূজো করার জন্য অনেক উপকরণই আছে।

ম্যাসন গোলাঘরের সামনের খোলা অংশে বিশাল এবং মজবুত ব্যারিয়ার হিসেবে একটা ডাচ গেট লাগিয়েছে। ঠিক সারডিনিয়ায় কার্লোর বানানো গেটের মত।

এই ব্যারিয়ারের অন্যপাশ থেকে কার্লো তাদের খাবার সার্ভ করবে। আর খাবার হিসেবে কাপড়ে মোড়া মরা চিকেন, ভেড়ার পা এবং বেড়ার ওপাশে থাকা শাকসবজি দেয়া হবে।

তারা শান্তনম্র নয়, কিন্তু শব্দ কিংবা মানুষকে ভয় পায় না তারা। এমনকি

BanglaBook.org

কার্লোও তাদের সাথে খোঁয়াড়ে ঢুকতে পারবে না। অন্য প্রাণীদের সাথে শূয়োরদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভিন্নতা আছে। তাদের মধ্যে বুদ্ধির স্ফুলিঙ্গ এবং প্রখর বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়। তারা মোটেও শত্রুভাবাপন্ন নয়, মানুষের যেমন শূকরের মাংস পছন্দ, তেমনি তাদেরও মানুষের মাংস পছন্দ। মিউরা বুলসদের মত ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন তারা, আর শিপডগদের মত শরীর থেকে মাংস খুবলে নিতে সক্ষম। তাদের কিপারদের চারপাশে তারা এমনভাবে হাঁটতে থাকে, যেন অশুভ কোন কিছু করার জন্য তারা শয়তানি বুদ্ধি আঁটছে। পিয়েরো একবার শার্টের মাধ্যমে তাদের খাবার দেয়ার সময় অল্পের জন্য তাদের খাবারে পরিণত হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায়। তবে দুর্ভাগ্য, শার্টটা সে আর ফেরত পায়নি।

এ ধরণের সোয়াইন আর কোথাও নেই। তারা ইউরোপিয়ান বুনো শূকরদের চেয়েও বিশালাকৃতির এবং হিংস্র প্রকৃতির। কার্লোর মাঝে মাঝে মনে হয়, ওদের সেই সৃষ্টি করেছে। সে জানে, যে শয়তানকে মারার জন্য তারা এত আয়োজন করছে, তাকে মারতে পারলে তার সমস্ত ক্রেডিট কার্লোর, যার ওপর তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে।

রাতের দ্বিপ্রহরে সবাই ঘুমের অতল গহবরে হারিয়ে গেল। কার্লো, টমাসো আর পিয়েরো ট্যাকরুমে দিশেহারার মত ঘুমাতে লাগল, অনেক ক্লান্ত তারা। খাচার ভেতর নাক ডাকছিল প্রাণীগুলো, তাদের রাজসিক ছোট পাগুলো দুলকি চালে নড়ছে। এক-দুজন ক্যানভাসের ওপর হালকা নড়ে উঠল। ফ্লিট শ্যাডোর মস্তক ফ্যারিয়ার'স ফার্নেসে কয়লার আগুনের হালকা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল, সবাইকে দেখতে লাগল সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৭

ম্যাসনের মিথ্যে এভিডেন্স দিয়ে ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের একজন এজেন্টকে ফাঁসানো–ক্রেন্ডলারের কাছে এটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে হয়। এটা তাকে কয়দিন ধরে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। যদি কোনদিন অ্যাটর্নি জেনারেলের হাতে ধরা পড়ে যায় সে, তাহলে তার ক্যারিয়ার আর তাকে কুচিকুচি করে কাটা হবে।

তার পার্সোনাল রিস্কের কথা বাদ দিলে, ক্লারিস স্টারলিংয়ের লাইফ বরবাদ করে দেয়া তার কাছে কোন ব্যাপারই না। এর চেয়ে কারো পা ভাঙা তার কাছে কঠিন বলে মনে হয়।

একটা মানুষকে তার ফ্যামিলিকে সব দিক থেকেই সাপোর্ট করতে হয়। ক্রেন্ডলারও তাই করে, কিন্তু তার পরিবারের সদস্যরা তার মতই লোভি এবং অকৃতজ্ঞ।

অন্যদিকে স্টারলিংকে রাস্তা থেকে সরাতেই হবে। সে একাই আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ খুঁতখুঁতে সব নগন্য দক্ষতা দিয়ে হ্যানিবাল লেকটারকে ধরে ফেলতে পারবে। আর যদি সেরকম হয়, তাহলে ক্রেন্ডলার ম্যাসনের কাছ থেকে এক কানাকড়িও পাবে না।

ক্রেন্ডলার এর আগেও ক্ষমতা লাভের জন্য অনেক মানুষের ক্যারিয়ার তছনছ করে দিয়েছে। প্রথমবার সে তা করে পলিটিক্সে সক্রিয় একজন স্টেট প্রসিকিউটিং অ্যাটর্নি থাকাকালে, এবং পরবর্তিতে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে জয়েন করার পর অনেক লোকের চাকরি খায় সে। অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, কোন লোককে শারীরিকভাবে অচল করে দেয়ার চেয়ে একটা মহিলার ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দেয়া সহজ। একটা মহিলা যদি কোন প্রোমোশন পায় যা তার পাওয়ার কথা ছিল না–তাহলে সে পজিশনে আসার জন্য তাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে বলেই সবাই ভাববে।

ক্লারিস স্টারলিংয়ের মাথায় ফিশ মার্কেটের অভিযোগের থাপ্পাটা বেশিদিন লাগিয়ে রাখা সম্ভব হবে না–ক্রেন্ডলার ভাবতে লাগল। আসল কথা, মনের ঝাল মেটানোর জন্য স্টারলিংয়ের চেয়ে ভালো কাউকে আপাতত সে পাচ্ছে না।

স্টারলিংয়ের প্রতি তার শত্রুতা, বৈরীভাব কেন -তা সে ব্যাখ্যা করতে পারবে না। এটা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে, শরীরের এমন অংশে এ ঘৃণার বসবাস যেখানে তার প্রবেশের কোন অনুমতি নেই। মনের সে ঘরে সিট

BanglaBook.org

কাভার এবং ডোম লাইট, ডোর হ্যান্ডল এবং উইন্ডো ক্র্যাঙ্ক, নারী সবই আছে। নারীটা দেখতে স্টারলিংয়ের মত, তবে তার বুদ্ধি বিবেচনা স্টারলিংয়ের সাথে মিলে না। গোড়ালি পর্যন্ত প্যান্ট পরে থাকা মেয়েটা বলছে–তার কি হয়েছে, কেন সে আসছে না এবং তার সাথে কেন কিছু করছে না?? সে কি গে নাকি? ছেলেদের প্রতি আসক্ত নাকি? মেয়েদের শরীর কি তাকে টানে না?

স্টারলিং কোন ধরণের মাল–তা যদি তুমি না জানো তাহলে তোমার বেঁচে থাকাটাই বৃথা–ক্রেন্ডলার এসব সাতপাঁচ ভাবতে লাগল। স্টারলিংয়ের পারফর্মেন্সের তুলনায় প্রোমোশনের সংখ্যা খুব কম–এটা ক্রেন্ডলারকে স্বীকার করতেই হলো।তার কাজের প্রকৃত পুরস্কার সে খুব কমই পেয়েছে। বছরের পর বছর ধরে তার সেই রেকর্ডসের মধ্যে একটু একটু করে বিষ মিশিয়ে, তাকে নিয়ে বিষোদগার করে সে এফবিআই ক্যারিয়ার বোর্ডকে প্রভাবিত করতে পেরেছে। এজন্যই অনেক অ্যাসাইনমেন্টের জন্য ক্যান্ডিডেট হিসেবে স্টারলিং যোগ্য হলেও তাকে সেই অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়নি। স্টারলিংয়ের স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং ঠোঁটকাটা স্বভাবও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

ফেলিশিয়ানা ফিশ মার্কেটের হিয়ারিংয়ের জন্য ম্যাসন অপেক্ষা করবে না। আর তাছাড়া হিয়ারিংয়ে স্টারলিংকে দোষি সাব্যস্ত করা হবে–এমন কোন গ্যারান্টি নেই। ইভেলদা ড্রামগো এবং অন্যান্যদের শুট করার ঘটনার জন্য সিকিউরিটি ফেইলিউর দায়ি, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ঐ বালের বাচ্চাটাকে যে স্টারলিং বাঁচাতে পেরেছে, সেটা এক প্রকার মিরাকলই বলা যায়। এই ইনসিডেন্ট কেউ মনে রাখবে না হয়তো, কিন্তু স্টারলিংকে ফাঁসানোর জন্য তা অনেক কার্যকরী ছিল।

এর চেয়ে ভালো, ম্যাসনের পন্থা অবলম্বন করা। তাহলে তাড়াতাড়ি এই চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। টাইমিংটাও পারফেক্ট। পিথাগোরাসের থিওরির চেয়ে ওয়াশিংটন এক্সিওমটাই সম্ভবত সবচেয়ে বেশিবার প্রমাণ করা হয়েছে।সে এক্সিওমে লেখা আছে, *অক্সিজেনের উপস্থিতিতে প্রথম কালপ্রিট যদি অনেক জোরে শব্দ করে পাদ মেরে থাকে, তাহলে সেই একই রুমে দ্বিতীয় একজন আস্তে করে যদি তার পায়ুপথ দিয়ে গ্যাস নির্গমন করে, তাহলে দ্বিতীয়জনের কথা কেউ মনে রাখে না। তবে শর্ত হলো,দুটো ঘটনা প্রায় একই সাথে হতে হবে।*

তাই, চলতে থাকা ইমপিচমেন্ট ট্রায়ালের আড়ালে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে স্টারলিংয়ের ক্যারিয়ার খুব সহজেই ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারবে সে।

ক্লারিসের পতনের এই ঘটনার একটা প্রেস কাভারেজ চায় ম্যাসন, যাতে

BanglaBook.org

সেটা লেকটারের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু ক্রেন্ডলারের নিশ্চিত করতে হবে–পুরো ঘটনাটা একটা আনহ্যাপি অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া কিছুই নয়। সৌভাগ্যবশত, এই এক্সিডেন্ট ঘটানোর জন্য সামনে তার জন্য বেশ ভালো একটা উপলক্ষ আসছে। আর তা হলো এফবিআই'র প্রতিষ্ঠাদিবস।

ক্রেন্ডলার তার বিবেকবোধকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে, যাতে তার কাজ হাসিল করতে কোন বাধার সম্মুখীন হতে না হয়।

স্টারলিং যদি চাকরি হারায় তাহলে তাকে লেসবোদের সাথে তাদের গর্তে থাকতে হবে–এটা ভেবেই ক্রেন্ডলার মনে কেমন জানি প্রশান্তি অনুভব করল। সে স্টারলিংয়ের উদ্দেশ্যে ইয়র্কার বল করবে, এখন সে এই বল খেলতে গিয়ে আহত হবে, নাকি খেলতে গিয়ে আউট হয়ে যাবে–তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইল না সে। স্টারলিংকে দুইদিক থেকেই চেপে ধরবে সে। তার ইমাজিনেশনের মাধ্যমে সে ফ্যান্টাসির দুনিয়ায় চলে গেল–তার মনের প্রশান্তির জন্য। সেখানে সে দেখতে পেল-

বৃদ্ধ স্টারলিং খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, তার ট্রিম করা পা দুটো থলথলে হয়ে গেছে, নীল শিরা দেখা যাচ্ছে সেখানে। সিঁড়ি দিয়ে টলতে টলতে ওপরে উঠছে সে–হাতে লন্ড্রির কাপড়। কাপড়ে লেগে থাকা ময়লা যাতে মুখে না লাগে সেজন্য সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। বয়স্কা কয়েকজন লেসবোদের জন্য রাতের খাবার আর সকালের নাস্তা বানানোর কাজ পেয়েছে সে।

সে মনঃচক্ষুতে দেখতে পেল, স্টারলিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে থামাল ক্রেন্ডলার। তাকে পরবর্তিতে বলল সে–"তুই একটা গেঁয়ো ভুত।' "

ডক্টর ডোমলিংয়ের অন্তর্দৃষ্টির সাথে পরিচিত ক্রেন্ডলার স্টারলিংয়ের খুব কাছে গিয়ে মুখ না নাড়িয়েই বলতে চেয়েছিল, 'তুই একটা মাগি, বয়স হলেও তোকে সাদা চামড়ার নিচু জাতের লোকেরা আরামসে লাগাতে পারবে।' এই লাইনটা মনে মনে কয়েকবার আওড়াল সে। এই কথাটুকু সে তার নোটবুকে টুকে রাখবে বলে সিদ্ধান্ত নিল।

সময়, উপকরণ এবং শত্রুতা–এ তিনটাই স্টারলিংকে পথের ফকির বানানোর জন্য যথেষ্ট। আর এ তিনটাই ক্রেন্ডলারের মধ্যে আছে। দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেছে সে, স্টারলিংয়ের জীবন নরকতুল্য করে ছাড়বে। ভাগ্য এবং ইতালিয়ান মেইলের আশির্বাদ রয়েছে তার সাথে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৮

টেক্সাসের হাবার্ডের বাইরে বিশাল এলাকা নিয়ে ব্যাটল ক্রিক সেমেটারির অবস্থান। ডিসেম্বরে সেন্ট্রাল টেক্সাসের নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের মধ্যে একটা খুঁত হিসেবেই বিবেচনা করা হয় এই সমাধিক্ষেত্রকে। সবসময় শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বইতে থাকে সেখানে।

সমাধিক্ষেত্রের নতুন সেকশনটা সমতল হওয়ায় সেখানকার ঘাসগুলো কাটা অপেক্ষাকৃত সহজ। আজ সিলভার কালারের একটা হার্ট বেলুন একটা সমাধির ওপর বাতাসে দুলছে। সমাধি যার জন্য বানানো হয়েছে সেই মেয়েটার আজ জন্মদিন। পুরনো সেকশনে দুই সমাধিস্তম্ভের মাঝের যে জায়গাটুকু থাকে সে অংশে জন্মানো ঘাস ছাঁটাই করতেই ব্যস্ত থাকে লোকজন। তখন ফিতা, শুকিয়ে যাওয়া ফুল মাটির সাথে তারা পেয়ে থাকে। ফুলগুলোর জায়গা হয় সেমেটারির একদম পেছনে, সেখানে জৈব সার বানানোর কাজে ব্যবহার করা হয় তাদের।

হার্ট বেলুন আর কমপোস্ট সারের ঠিক মাঝ বরাবর জায়গায় একটা ব্যাকহো অলস পড়ে আছে। ব্যাকহোর কন্ট্রোলে একটা নিগ্রো যুবক, আরেকজন নিচে দাঁড়ানো। বাতাসের বিরুদ্ধে ম্যাচের কাঠিতে সন্তর্পণে আগুন ধরিয়েছে সে, সিগারেট ধরানোর জন্য...

"মি. ক্লোস্টার, আপনাকে এখানে আসতে বলার কারণ, আমরা চেয়েছিলাম আমরা কি করছি তা যেন আপনি চাক্ষুষ দেখতে পান। আমি নিশ্চিত, আপনার প্রিয়জনদের এই দৃশ্য দেখতে আপনি নিরুৎসাহিত করবেন।" হাবার্ড ফিউনেরাল হোমের ডিরেক্টর মি. গ্রিনলি বললেন। "এই কফিনবক্সটা–আমি আপনার পছন্দের প্রশংসা করছি...প্রেজেন্টেশন হিসেবে সেটা বেশ ভালোই হবে, বেশ দর্শনীয় হবে সেটা। আপনাকে প্রফেশনাল ডিসকাউন্ট দিতে পেরে আমার ভালোই লাগছে। আমার বাবা, যিনি এখন প্রয়াত, তিনিও ঠিক এরকমই একটা বক্সে শায়িত আছেন।"

ব্যাকহো অপারেটরের দিকে মাথা নাড়ল সে, মেশিনের ধারালো দাঁতের মত অংশ ভেজা ঘাসে ঢাকা কবরের মাটির অনেকটুকু খামচে নিল।

"সমাধিস্তম্ভটার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত তো, মি. ক্লস্টার?"

"হ্যা," ডক্টর লেকটার বলল। "বাচ্চাদের কাছে বাবা মা দু-জনের জন্যই একটা স্তম্ভ বানানো হয়েছে।"

আর কোন কথা বলল না তারা। তাদের ট্রাউজার কাফগুলো বাতাসের

BanglaBook.org

আলোড়নে কাঁপছিল। ব্যাকহো দুই ফিট পর্যন্ত মাটির গভীরে গর্ত তৈরি করে ফেলল।

"এখান থেকে আমাদের বেলচা ব্যবহার করা উচিত।" মি.গ্রিনলি বললেন। গর্তের মধ্যে দুইজন শ্রমিক নেমে গেল, বহুদিনের অভিজ্ঞ হাত দিয়ে বেলচার সাহায্যে মাটি সরাতে লাগল তারা।

"কেয়ারফুল।" মি. গ্রিনলি বললেন। "কফিনটার ওপরের মাটির আস্তরণ খুব কম।"

সস্তা প্রেসবোর্ড কফিনটা তার ভেতরে থাকা লোকটার ওপরে প্রায় ধ্বসে পড়েছে। গ্রিনলির লোকগুলো কফিনের চারপাশের ময়লাগুলো পরিস্কার করে ফেলল। বক্সের নিচ থেকে অক্ষত একটা ক্যানভাস টেনে বের করল তারা। ক্যানভাসের ওপর বক্সটা রেখে ক্যানভাসটা দুপাশ থেকে ধরে ট্রাকের পেছনে তারা নিয়ে আসল।

হাবার্ড ফিউনেরাল হোম গ্যারেজে একটা ট্রেসল টেবিলের ওপর কঙ্কালটা রাখা হল, চোখের পাতা দুটোর অবশিষ্টাংশ সরিয়ে ফেলে কঙ্কালটার একটা গাঠনিক রূপ দেয়া হয়েছে।

ডক্টর লেকটার খুব দ্রুত পুরো শরীরের পরীক্ষণ করে ফেলল। একটা বুলেট লিভারের ঠিক ওপরে থাকা পাঁজরের ছোট হাড়ের ওপর দাগ তৈরি করেছে, কপালের বামদিকে একটা ডিপ্রেসড ফ্র্যাকচার আর বুলেটহোল দেখতে পেল সে। স্কালটা শ্যাওলা দিয়ে ঘেরা, স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে। গালের হাড়গুলো ডক্টর লেকটারের কাছে বেশ ভালো বলে মনে হল, সে এর আগেও তা দেখেছে।

"মাটিতে আর কোন কিছু বাকি নেই সম্ভবত।" মি.গ্রিনলি বলে উঠলেন।

পচে যাওয়া ট্রাউজার আর একটা কাউবয় শার্টের অবশিষ্টাংশ হাড়গুলোকে আবৃত করে রেখেছে। শার্টের পার্ল বোতাম পাঁজরের হাড় গলে নিচে পড়ে আছে। একটা কাউবয় হ্যাট, ফোর্ট ওর্থ ক্রিজ টুপি সহ একটা ট্রিপল এক্স বীভার তার বুকের ওপর রাখা। টুপিটার মাথার দিকের অংশে একটা গর্ত করা।

"আপনি কি মৃত ব্যক্তিটাকে চিনতেন?" ডক্টর লেকটার জিজ্ঞেস করলেন।

"না," গ্রিনলি বললেন।

"১৯৮৯ এর দিকে আমরা এই সমাধিক্ষেত্রটা কিনে ফেলি। পরে এর সম্প্রসারণ করি। আমি এখানেই থাকি। কিন্তু আমাদের হেডকোয়ার্টার সেইন্ট লুইসে। আপনি কি কাপড়গুলো রেখে দিতে চান? নাহলে আমি এগুলো দিয়েই একটা স্যুট বানানোর ব্যবস্থা করতে পারি।"

"না। হাড়গুলো ব্রাশ দিয়ে পরিস্কার করলে ভালো হয়। শুধু হ্যাট,

BanglaBook.org

বেল্টের বাকল আর বুটটা নেবো আমি। হাত আর পায়ের আঙুলের ছোট ফ্যালাঞ্জেসগুলো স্কাল আর লং বোনসগুলোর সাথে সিল্কের কাফনে মুড়ে দেবেন আমাকে। আলাদা করে সেগুলো সাজানো লাগবে না, একসাথে দিলেই হবে। কবর খুঁড়ে তা আবার বন্ধ করার ক্ষেত্রে এই সমাধিস্তম্ভটা, মানে এই পাথরখণ্ডটা কি কোন কাজে আসবে?"

"হ্যা। আপনি শুধু এখানে সাইন করে দিলেই হবে। আমি আপনাকে বাকি কাজগুলোর পেপার কপি জোগাড় করে দেব," মি.গ্রিনলি বললেন। কফিনটা বিক্রি করতে পারায় তাকে খুব উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। বডির জন্য আসা ফিউনেরাল ডিরেক্টররা বোনসগুলো আলাদা একটা কার্টনে করে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়, আর পরিবারের কাছে কেবল সেই বডি রাখার কফিনটা বিক্রি করে।

টেক্সাস হেলথ অ্যান্ড সেফটি কোড অনুসারে কবর খুঁড়ে লাশ ওঠানোর জন্য ডক্টর লেকটারের কাছে থাকা ডিসইন্টারমেন্ট পেপারগুলোতে কেউ কোনো ত্রুটি ধরতে পারেনি। সে জানে, কোনো ত্রুটি ধরতে পারবে না কেউ, কারণ কাগজগুলো সে নিজেই বানিয়েছে। টেক্সাস অ্যাসোসিয়েশন অব কাউন্টিস কুইক রেফারেন্স ল লাইব্রেরি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং খসড়া কপি নামিয়ে পেপারগুলো তৈরি করেছে, ভুল করার প্রশ্নই আসে না।

ড. লেকটারের রেন্টাল ট্রাকের পাওয়ার টেইলগেট সিস্টেম দেখে কাজ করা দুজন শ্রমিক মনে মনে খুশি হলো।তাদের বেশি কষ্ট করতে হলো না। তারা নতুন কফিনটা ট্রাকের ভেতর জায়গামত রেখে কফিনের নিচে থাকা পাটাতনের সাথে বেঁধে দিল। পাটাতনের নিচে চাকা লাগানো, তাই কফিন সাথে করে নিয়ে যেতে কোন সমস্যাই হবে না। পাটাতনের পাশেই ট্রাকে থাকা শেষ জিনিসটা রাখা, কার্ডবোর্ডের হ্যাঙ্গিং ওয়ারড্রোব।

"ট্রাকের ভেতরেই নিজের ক্লজেট রেখে অনেক বুদ্ধিদীপ্ত একটা কাজ করেছেন। ফাংশনে যাওয়ার জন্য আপনার ড্রেস ক্লজেটে না রেখে কোন স্যুটকেসে রাখলে ভাঁজ পড়ে ওটার সৌন্দর্যই নষ্ট হয়ে যেত।" গ্রিনলি নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন।

ডালাসে ওয়ারড্রোব থেকে বেহালা রাখার জন্য ব্যবহৃত একটা ভায়োলা কেস বের করল লেকটার। সেখানে সিল্কে মোড়া হাড়গুলো রাখল সে। কেসের নিচের সেকশনে হ্যাটটা জায়গা করে নিল। আর হ্যাটের নিচে মাথার খুলিটা সুন্দর করে রাখা।

ফিশ ট্র্যাপ গোরস্তানের সামনে থামল সে। তার সদ্য কেনা কফিনটা ধাক্কা মেরে ফেলে দিল ওখানে, এর কিছুক্ষণ পর ডালাস-ফোর্ট ওর্থ এয়ারপোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নিজের রেন্টাল ট্রাকে উঠে বসল লেকটার, ভায়োলা কেসটা একটু আগেই ফিলাডেলফিয়ার উদ্দেশ্যে পার্সেল করে দিয়েছে সে।

অধ্যায় ৬৯

সপ্তাহ শেষে সোমবার ক্লারিস স্টারলিং তার সন্দেহ করা দামি জিনিসগুলোর কেনাবেচার লিস্ট চেক করতে বসল। তার কম্পিউটার সিস্টেমে সমস্যা হওয়ায় কম্পিউটার টেকনিশিয়ান ডেকে তা ঠিক করাল সে। কেটেছেঁটে বানানো লিস্টে থাকা দুই থেকে তিনটা স্পেশাল ওয়াইনের বিক্রির ব্যাপারে খোঁজ লাগিয়েছিল সে। সেই ব্র্যান্ডগুলোর পাঁচজন সাপ্লায়ারের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্ট থেকে সে জানতে পারল, ওয়াইনের মধ্যে আমেরিকান ফয়ে গ্রাঁ হিট লিস্টে আছে, ক্রয় করা হয়েছে সেটা। পাঁচটা গ্রোসারি শপ থেকেও লিস্ট এসেছে, সেখানে যে পরিমাণ বিক্রি হয়েছে তা অবাক করল স্টারলিংকে। প্রত্যেকটা লিক্যুওর স্টোরে পৃথক পৃথক টেলিফোন বুথ থেকে কল করে অর্ডার দেয়া হয়েছে।

ভার্জিনিয়ায় ডিয়ার হান্টারের খুনের জন্য আসামি হিসেবে ড. লেকটারকে আইডেন্টিফাই করতে পারায় স্টারলিং পূর্ব উপকূলে সোনোমা ফয়ে গ্রাঁ বাদে বাকি সব প্রোডাক্ট তার অবজার্ভেশন লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে দিল। প্যারিসের ফ'শে স্টারলিংকে সহযোগিতা করতে আগেই অপারগতা প্রকাশ করেছে। আর ফ্লোরেন্সের ভেরা দাল ১৯২৬ ফোনে তাকে যা বলেছে তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি স্টারলিং, এজন্য সে কোয়েস্তুরাকে ফ্যাক্স করে জানাল, যদি ড. লেকটার হোয়াইট ট্রাফলসের অর্ডার দিয়ে থাকে, তাহলে যেন তাকে জানানো হয়।

বিকেলের দিকে, ১২টা সম্ভাবনা স্টারলিংয়ের মাথায় আসল, যা সে ফলো আপ করার জন্য বিবেচনায় রাখল। এর মধ্যে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কেনা কিছু জিনিসও আছে। শ্যাতোঁ পেট্রাসের একটা কেস এবং একটা সুপারচার্জড জাগুয়ার একই আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ডের মাধ্যমে কেনা হয়েছে।

আরেকটা কার্ডের মাধ্যমে বাটার্ড মঁতাশে এবং গ্রিন গিরোন্দে অয়স্টারের একটা করে কেস অর্ডার দেয়া হয়েছে।

স্টারলিং ব্যুরোর লোকাল লাইনে সকল সম্ভাব্যতার ডিটেইলস দিয়ে সেগুলোর ফলোআপ রেজাল্ট তাকে জানাতে বলল।

স্টারলিং এবং এরিক পিকফোর্ড আলাদাভাবে ওভারল্যাপিং শিফটে কাজ করে, যাতে অফিসে টানা ১৩-১৪ ঘন্টার ডিউটি কারো একা করা না লাগে।

পিকফোর্ড জয়েন করেছে আজ চারদিন হলো। সে তার অটো-ডায়াল

BanglaBook.org

টেলিফোন প্রোগ্রামিং করতেই দিনের অর্ধেক সময় ব্যয় করল। বাটনের ওপর লেবেল তখনও সে লাগায়নি।

কফি খেতে নিচে নেমে গেল সে। এসময় স্টারলিং তার টেলিফোনের ওপরের বাটন চাপ দিল, অপর পাশ থেকে পল ক্রেন্ডলারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে।

ফোন রেখে সে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। বাসায় যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। স্যুইভেল চেয়ার আস্তে আস্তে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে সে হ্যানিবাল'স হাউজের সব জিনিসের দিকে একবার তাকাল। এক্সরে, বইপত্র, টেবিল সেট–আরও অনেক কিছু সেই হাউজে ঠাঁই করে নিয়েছে। পর্দা টেনে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

ক্রফোর্ডের অফিসের দরজা খোলা, ভেতরে কেউ নেই। তার প্রয়াত স্ত্রীর বোনা সোয়েটারটা কর্নারে কোট ট্রিতে ঝুলানো অবস্থায় দেখতে পেল সে। স্টারলিং সোয়েটার বরাবর তার হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু তা ঠিক স্পর্শ করল না। তার নিজের কোট নিয়ে তা গায়ে গলিয়ে দিল সে। এরপরই বাইরে থাকা গাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল সে।

কোয়ান্টিকোতে আজই তার শেষ দিন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭০

ডিসেম্বর ১৭, এর সন্ধ্যায় ক্লারিস স্টারলিংয়ের ডোরবেল বেজে উঠল। জানালা দিয়ে ড্রাইভওয়ের দিকে তাকাল সে। তার মাস্টাংয়ের পেছনে ফেডারেল মার্শালের কার দেখতে পেল স্টারলিং।

মার্শালের নাম ববি, যে কিনা ফেলিশিয়ানা শুটআউটের পর হাসপাতাল থেকে ক্লারিসকে বাসায় নামিয়ে দেয়।

"হাই, স্টারলিং।"

"হাই, ববি। ভেতরে এস।"

"আসতে পারলে ভালোই লাগত। কিন্তু আগে আমাকে কিছু কথা বলতে হবে। আমার কাছে একটা নোটিশ আছে যা আপনাকে জানাতে বলা হয়েছে।"

"ওয়েল, বাসার উষ্ণ পরিবেশের মধ্যে বসেও আমাকে তা তুমি জানাতে পারো।"

"নোটিশে ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ দি ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসের পক্ষ হতে আগামিকাল, ১৮ই ডিসেম্বর সকাল নয়টা বাজে জে.এডগার হুভার বিল্ডিংয়ে অনুষ্ঠিতব্য হিয়ারিংয়ে স্টারলিংয়ের উপস্থিতি কামনা করা হচ্ছে।"

"কালকে সকালে কি আমি এখান থেকে নিয়ে যাব আপনাকে?" মার্শাল জিজ্ঞেস করল।

স্টারলিং মাথা নাড়ল। "থ্যাংকস ববি। আমি আমার কার নিয়ে যাব। কফি খাবে?"

"না, ধন্যবাদ। আমি দুঃখিত, আজ খাব না, অন্য কোনদিন।" মার্শাল এখানে থাকতে চাচ্ছিল না। অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করল কিছুক্ষণ।

"আপনার কানের অবস্থা তো এখন বেশ ভালো।" নীরবতা ভাঙতে ববি বলে উঠল।

গাড়ি পেছনের দিকে নেয়ার সময় ক্লারিস হাত নেড়ে বিদায় জানাল তাকে।

চিঠিতে তাকে কেবল রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। কোন কারণ দর্শানো হয়নি।

ব্যুরোর গৃহযুদ্ধ বিষয়ক ডিপার্টমেন্টের অভিজ্ঞ সদস্য আর্ডেলিয়া ম্যাপ। সে পুরনো নতুন সব প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গদের সাথে লিয়াজোঁ বজায় রাখার কাজটা করে থাকে।

BanglaBook.org

ম্যাপ স্টারলিংয়ের মন চাঙ্গা করার জন্য সাথে সাথে তার দাদির প্রিয় মেডিসিনাল টি বানিয়ে নিয়ে আসল। ক্লারিসের এই চায়ের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকলেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঢকঢক করে গিলে ফেলল সে পানীয়টা।

ম্যাপ তার আঙুল দিয়ে চিঠিহেডটা ঘষল। "ইন্সপেক্টর জেনারেল তোমাকে রিপোর্ট করতে বলার পেছনের কারণ বলতে বাধ্য নন।" চায়ে চুমুক দিল সে। "যদি আমাদের প্রফেশনাল রেসপন্সিবিলিটির অফিস থেকে কোন চার্জ আরোপ করা হত, কিংবা অফিস অফ প্রফেশনাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসের কাছে তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকত, তাহলে তারা ৬৪৫ অথবা ৬৪৪ ধারার অধীনে সেটা তোমাকে জানাতে বাধ্য। পেপারে লিখিতভাবে তোমাকে সেটা সাবমিট করবে তারা। আর পেপারে তোমার বিরুদ্ধে আনা চার্জগুলো লেখা থাকবে। সেগুলোতে তোমাকে দোষি সাব্যস্ত করা হলে সেক্ষেত্রে লইয়ার ঠিক করার অধিকার তোমার আছে। অপরাধিরা এমন সুযোগ সুবিধাই পেয়ে থাকে, ঠিক না?"

"একদম।"

"ওয়েল, এক্ষেত্রে তোমার করণীয় কি তা তুমি আগে থেকেই নির্ধারণ করতে পারার সুবিধাটুকু পাবে। ইন্সপেক্টর জেনারেল কূট লোক, সে যে কোন কেসে তোমাকে ফাঁসাতে পারে।"

"ফেলিশিয়ানা ফিশ মার্কেট কেসেই সে তা করেছে।"

"যেটাই হোক না কেন, যদি তুমি কেসে সমানে সমানে লড়াই করতে চাও, তবে সাহায্যের জন্য আমার কাছে প্রয়োজনীয় সমস্ত নাম্বার আছে। এখন শোন স্টারলিং, তাদের তুমি বলবে–হিয়ারিংয়ে যা বলা হবে তা তুমি রেকর্ড করতে চাও। ইন্সপেক্টর জেনারেল লিখিত সাক্ষ্যগ্রহণ করে না। এজন্য লনি গেইনসকে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। তারা তোমার বক্তব্য রেকর্ড করবে ঠিকই, কিন্তু কখনও কখনও সেই বক্তব্য সম্পূর্ণ পালটে যায়। তখন তুমি কিছুই করতে পারবে না।"

যখন স্টারলিং জ্যাক ক্রফোর্ডকে কল করল, তখন অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো ক্রফোর্ড এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলেন। "আমি জানি না কেন তোমাকে ডাকা হয়েছে। আমার লোকদের ফোন দিয়ে জানার চেষ্টা করবো আমি। তবে আমি এটা জানি যে, কাল সেখানে তোমার সাথে আমার দেখা হচ্ছে।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭১

হুভার বিল্ডিংয়ের সামনের অংশে সশস্ত্র লোক পাহারা দিচ্ছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

কার বম্বিংয়ের এই সময়টাতে ফ্রন্ট এনট্রান্স এবং কোর্টইয়ার্ড বেশিরভাগ সময়ই বন্ধ থাকে। বিল্ডিংয়ের চারপাশে ইম্প্রোভাইজড ক্র্যাশ ব্যারিয়ার হিসেবে ব্যুরোর পুরনো অব্যবহৃত গাড়িগুলো রাখা।

ডিসি পুলিশ নির্বোধের মত নিয়মনীতি অনুসরণ করে। প্রত্যেকদিন এসব গাড়ির নামে টিকেট লিখে তা সামনের কাঁচের ওপর আটকে দেয় তারা। গাড়ির ওয়াইপার এর নিচে ক্রমাগত এসব কাগজের পুরুত্ব বাড়তে থাকে এবং একসময় সেগুলো ছিঁড়ে গিয়ে রাস্তায় আবর্জনার পরিমাণ বাড়ানো ছাড়া আর কোন কাজে আসে না।

সাইডওয়াকে ছাউনির নিচে দাঁড়িয়ে থাকা কপর্দকশূন্য এক লোক স্টারলিংকে ডাক দিল, ক্লারিস পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে তার হাত নাড়াল। তার চেহারার এক পাশ এমার্জেন্সি রুমে থাকা বিটাডিন লাগানোর কারণে কমলা রং ধারণ করেছে। একটা স্টাইরোফোম কাপের প্রান্তদেশ ধরে রেখেছে সে। স্টারলিং তার পার্স থেকে এক ডলার বের করার জন্য হাত ঢুকাল। মাথা ঝুঁকে লোকটার কাপে সে আরেক ডলার বাড়িয়ে দিল। চারপাশের বাতাস সূর্যের উত্তাপে গরম হয়ে উঠেছে।

"জিশু আপনার মঙ্গল করুন," বলল লোকটা।

"আমার তা এ মুহূর্তে খুব দরকার," স্টারলিং বলল। "মঙ্গলের প্রতিটা কণাই দরকার আমার।"

হুভার বিল্ডিংয়ের টেনথ স্ট্রিটসাইডে থাকা 'অ বন পেইন' এ ঢুকল ক্লারিস। কফি নিল সে। বছরে বেশ কয়েকবার সে এখানে আসে কফি খাওয়ার জন্য। কাঁচা ঘুম ভেঙে সে এখানে এসেছে। শরীর চাঙ্গা করার জন্য কফিটা দরকার ছিল তার, কিন্তু সে চায় না হিয়ারিংয়ের সময় তাকে ওয়াশরুমে যেতে হোক। কফি অর্ধেক খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

জানালা দিয়ে ক্রফোর্ডকে দেখতে পেল। সাইডওয়াকে নেমে এল সে।

"আপনি কি এই কফিটা নিতে চান, মি. ক্রফোর্ড? তারা আমাকে আরেক কাপ দেবে।"

BanglaBook.org

“এটা কি ডিকাফ?”

“না।”

“তাহলে থাক। আমার চামড়া কালো হোক, তা আমি চাই না।”

বয়স্ক দেখাচ্ছিল জ্যাককে। তার নাকের প্রান্তদেশে থাকা ঘামের ফোঁটা এফবিআই হেডকোয়ার্টারের দিকে ক্রমশ বাড়তে থাকা ভিড়ের অতলে হারিয়ে গেল।

“মিটিংটা কেন ডাকা হয়েছে তা জানি না আমি, স্টারলিং। যতটুকু আমি জানতে পেরেছি তা হলো,ফেলিশিয়ানা শুটআউটের জন্য অভিযুক্ত বাকিদের কাউকে আজ ডাকা হয়নি। ভেবো না, আমি তোমার সাথে আছি।”

স্টারলিং ক্রফোর্ডের হাতে একটা ক্লিনেক্স ধরিয়ে দিল। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল তারা।

ক্লার্কের দায়িত্বে থাকা লোকটাকে আজ একটু বেশিই ফিটফাট বলে মনে হলো স্টারলিংয়ের কাছে।

“এফবিআই’র আজ উনিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। বুশ আজ এখানে ভাষণ দিতে আসবেন।” ক্রফোর্ড তাকে মনে করিয়ে দিল।

সাইডস্ট্রিটে চারটা টিভি স্যাটেলাইট আপলিঙ্ক ট্রাক দাঁড়ানো।

ডব্লিউফুল টিভির ক্যামেরা ক্রু দের সেটআপ চোখে পড়ল তার। রেজর হেয়ারকাটের এক কমবয়সি ছেলে হাতের মাইক্রোফোনে কথা বলছিল। ভ্যানের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রোডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ভিড় পেরিয়ে সামনে আসতে থাকা স্টারলিং আর ক্রফোর্ডকে দেখতে পেল।

“ঐ যে সে!! নেভি রেইনকোট পরে আছে যে মহিলাটা-ঠিক ওটাই।” নিচে থাকা ক্রু এর বাকি মেম্বারদের উদ্দেশ্য করে হাঁক ছাড়ল সে।

“আমরা রেডি,” রেজর কাটিংয়ের লোকটা বলে উঠল। “ক্যামেরা রোল কর।”

স্টারলিংকে মাছির মত জেঁকে ধরল ক্রু মেম্বাররা।

“স্পেশাল এজেন্ট স্টারলিং, ফেলিশিয়ানা ফিশ মার্কেট ম্যাসাকারের ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান? রিপোর্টটা কি সাবমিট করা হয়ে গেছে? আপনার বিরুদ্ধেই কি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে, যে কিনা মেরে ফেলেছিল পাঁচজন...”

ক্রফোর্ড তার রেইনহ্যাটটা খুলে ফেলল, ক্যামেরার লেন্সকে ধোঁকা দেয়ার জন্য চোখের সামনে ঢাল হিসেবে সেটা ধরল। সিকিউরিটি ডোরের কাছে এসে রিপোর্টারদের থেমে যেতে হলো।

BanglaBook.org

হারামিদের ভাড়া করা হয়েছে।

সিকিউরিটি কাভারেজের মধ্যে ঢুকে পড়ে তারা হলো পর্যন্ত এগিয়ে গেল। ক্রফোর্ড মুখে একটা গিঙ্কগো বিলোবা পুরল।

"স্টারলিং, আমার মনে হয় হিয়ারিংয়ের জন্য আজকের দিনটাই নির্বাচন করার কারণ–আজ এফবিআই'র অ্যানিভার্সারি। হিয়ারিংয়ের ঘটনা এসব বড় বড় নিউজের পেছনে চাপা পড়ে যাবে।"

"তাহলে প্রেসকে ভাড়া করা হলো কেন?"

"কারণ হিয়ারিংয়ে থাকা সব মানুষের চিন্তাচেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। কার মাথায় কি চলছে তা তুমি জানতেও পারবে না। তোমার হাতে দশ মিনিট সময় আছে। তুমি কি ওয়াশরুমে হালকা হয়ে আসতে চাও?"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭২

জে.এডগার হুভার বিল্ডিংয়ের সপ্তম তলার এক্সিকিউটিভ ফ্লোরে খুব কমই আসা হয়েছে স্টারলিংয়ের। সাত বছর আগে সে তার গ্র্যাজুয়েট ক্লাস মেম্বারদের নিয়ে এখানে এসেছিল, ডিরেক্টরের পক্ষ থেকে সেবার আর্ডেলিয়া ম্যাপকে বিদায়ি সংবর্ধনা দেয়া হয়। আর আরেকবার সে এসেছিল, যখন কমব্যাট পিস্তল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে পাওয়া মেডেল নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তাকে কল করে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নুনানের অফিসে থাকা কার্পেট আগে কখনও দেখেনি স্টারলিং। মিটিং রুমটার চারপাশের পরিবেশ অনেকটা ক্লাবের মত, বসার জন্য কয়েকটা লেদারের চেয়ার রাখা। সিগারেটের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বুঝতে পারল সে–তার ঢুকার কিছুক্ষণ আগেই পরিবেশ দূষিত করেছে লোকগুলো।

সে এবং ক্রফোর্ড রুমে ঢুকার সাথে সাথে তিনজন মানুষ দাঁড়িয়ে গেল, কেবল একজন ছাড়া। স্টারলিংয়ের প্রাক্তন বস, ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসের অধিকর্তা ক্লিন্ট পিয়ারস্যাল, এফবিআই'র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নুনান, আর সিল্ক স্যুট পরিহিত লম্বা করে এক লালচুলো–এই তিনজন তার সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের বিনয় প্রদর্শন করল। আর নিজের সিট গরম করতে ব্যস্ত লোকটা ইন্সপেক্টর জেনারেলের অফিস থেকে এসেছে, পল ক্রেন্ডলার। ক্রেন্ডলার তার ঘাড় ঘুরিয়ে এমনভাবে স্টারলিংয়ের দিকে তাকাল, যেন সে চোখ দিয়ে নয় বরং নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকে স্টারলিংয়ের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছে। রুমের এক কর্নারে এক ফেডারেল মার্শাল দাঁড়ানো, যাকে সে চিনে না।

এফবিআই এবং জাস্টিসের কর্মকর্তারা সাধারণত তাদের বাহ্যিক পোশাক পরিচ্ছদে যথেষ্ট সুরুচির বহিঃপ্রকাশ দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু আজকে তাদের গেটআপ দেখে স্টারলিংয়ের মনে হলো তারা টিভিতে ইন্টারভিউ দিতে এসেছে। বুঝতে পারল সে, নিচে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বুশের সাথে এফবিআই'র বার্ষিকী অনুষ্ঠানে জয়েন করার জন্যই তাদের এই সাজগোজ। নতুবা তাকে এই হুভার বিল্ডিংয়ে নয় বরং, জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে শুনানির মুখোমুখি হতে হত।

স্টারলিংয়ের পাশে জ্যাক ক্রফোর্ডকে দেখে ক্রেন্ডলার ভ্রু কোঁচকাল।

"মি. ক্রফোর্ড, আমার মনে হয় না এই শুনানি পরিচালনা করার জন্য আপনার কোন প্রয়োজন আছে।"

BanglaBook.org

"আমি স্পেশাল এজেন্ট স্টারলিংয়ের ইমিডিয়েট সুপারভাইজার হিসেবে এসেছি। এখানে থাকার অধিকার আমার আছে।"

"আমার তা মনে হয় না।" ক্রেন্ডলার বলল এবং নুনানের দিকে ঘাড় ঘোরাল। "রেকর্ড অনুসারে ক্লিন্ট পিয়ারস্যাল তার বস। ক্রফোর্ডের অধীনে ক্লারিস স্টারলিং অস্থায়ীভাবে কাজ করে থাকে। আমি ভাবছি, স্টারলিংকে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। আমাদের যদি কোন তথ্য প্রয়োজন হয় তাহলে সেকশন চিফ জ্যাক ক্রফোর্ডকে তলব করতে পারি আমরা। তিনি আমাদের নাগালের মধ্যেই থাকবেন।"

নুনান মাথা নাড়ল। "আমরা আপনার কথা অবশ্যই শুনব। তবে স্পেশাল এজেন্ট স্টারলিংয়ের কাছ থেকে সাক্ষ্যগ্রহণের পর, জ্যাক। আপনি স্ট্যান্ডবাই হিসেবে থাকবেন। এই সময়টুকু আপনি আমাদের লাইব্রেরির রিডিংরুমে বই পড়ে কাটাতে পারেন। আপনাকে কল করবো আমি।"

ক্রফোর্ড উঠে দাঁড়াল। "ডিরেক্টর নুনান, আমি যা করতে চাচ্ছিলাম তা হলো,কয়েকটা কথা..."

"আপনি যা করতে পারেন তা হল...আপনি এখন বিদায় নিতে পারেন।" ক্রেন্ডলার বলল।

নুনান বসা অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে পড়ল। "থামুন। আপনার কাছে হস্তান্তর করার আগ পর্যন্ত মিটিংটা পরিচালনা আমিই করার অধিকার রাখি। জ্যাক, আমি আর তুমি একে অন্যকে অনেক আগে থেকে চিনি। জাস্টিস থেকে আসা এই ভদ্রলোকের বিষয়টা বুঝতে আরও বেশি মাথা খাটাতে হবে। এমন ব্যবহারে আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। কিন্তু এখন আপনাকে একটু আমাদের এক্সকিউজ করতে হবে, আমরা স্টারলিংয়ের কাছ থেকেই সব শুনতে চাই," নুনান বলল। ক্রেন্ডলারের কানে কানে কি যেন বলল সে, ক্রেন্ডলারের চেহারা লাল হয়ে গেল।

স্টারলিংয়ের দিকে তাকাল ক্রফোর্ড। তার কিছুই করার ছিল না।

"এখান পর্যন্ত আসার জন্য ধন্যবাদ স্যার।" স্টারলিং বলল।

মার্শাল ক্রফোর্ডকে বের করে নিয়ে গেল।

পেছনে দরজা বন্ধ হওয়ার ক্লিক শব্দ কানে আসতেই স্টারলিং সামনে বসে থাকা মানুষদের একা মোকাবেলা করার জন্য মেরুদণ্ড সোজা করে ফেলল।

রুমে এফবিআই'র সর্বোচ্চ পদের কর্মকর্তা হিসেবে নুনান দায়িত্বে আছে ঠিকই, কিন্তু সংবিধান মোতাবেক ইন্সপেক্টর জেনারেল তার ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারবেন। আর সে কাজটা করার জন্যই তিনি ক্রেন্ডলারকে তার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন।

BanglaBook.org

নুনান তার সামনে থাকা ফাইলটা হাতে নিল। "আপনি কি নিজের পরিচয়টা দেবেন, প্লিজ। রেকর্ডের জন্য..."

"স্পেশাল এজেন্ট ক্লারিস স্টারলিং। ডিরেক্টর নুনান, এটা কি রেকর্ড করা হচ্ছে? রেকর্ড করা হলে আমি খুশি হব।"

যখন নুনানের পক্ষ থেকে কোন জবাব এল না, তখন সে বলল, "আমি যদি পুরো কার্যক্রমটা টেপরেকর্ড করি তাহলে আপনারা কিছু মনে করবেন না আশা করি।"

তার পার্স থেকে একটা ছোট নেগ্রা টেপ রেকর্ডার বের করল সে।

ক্রেন্ডলার কথা বলে উঠল। "সাধারণত এ ধরণের প্রিলিমিনারি মিটিং জাস্টিসের ইন্সপেক্টর জেনারেলের অফিসে হয়ে থাকে। আমরা এখানে এ মিটিংটা করছি, কারণ একটাই-আজকের অনুষ্ঠানে যেন আমরা সবাই অ্যাটেন্ড করতে পারি। তবে এখানেও ইন্সপেক্টর জেনারেলের প্রদত্ত নিয়ম বলবৎ থাকবে। এর সাথে কূটনৈতিক ব্যাপারস্যাপারও জড়িত। কোন রেকর্ড করার অনুমতি দিতে পারছি না আমি।"

"তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো বলুন, মি. ক্রেন্ডলার।" নুনান বলল।

"এজেন্ট স্টারলিং, একজন পলাতক দাগি আসামির কাছে বেআইনিভাবে দেশের নিরাপত্তার সাথে জড়িত তথ্য পাচার করার অভিযোগে আপনাকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে।" নিজের মুখভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে বলল ক্রেন্ডলার। "আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, পলাতক হ্যানিবাল লেকটারকে তার সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে আগে থেকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য দুটো ইতালিয়ান নিউজপেপারে বিজ্ঞাপন দেয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে আপনার ওপর।"

মার্শাল স্টারলিংয়ের হাতে ময়লা দাগ লেগে থাকা লা নাজিওনের একটা নিউজপ্রিন্ট কপি ধরিয়ে দিল। সেটা জানালার দিকে মেলে ধরল সে, যাতে গোল করে মার্ক করা জায়গাটা সে পড়তে পারলা-*এ.এ. অ্যারন, কাছাকাছি অথোরিটির সাথে যোগাযোগ কর। শত্রুরা তোমার নিকটে চলে এসেছে...হানাহ।*

"আপনি কিভাবে এই সতর্কবার্তা পাঠালেন?"

"আমি তা পাঠাইনি। এই প্রথম অ্যাডটা দেখছি আমি," স্টারলিং জবাব দিল।

"এখানে কোডনেম হিসেবে 'হানাহ' ব্যবহার করা হয়েছে-আর এই কোডনেমটা কার তা একমাত্র ডক্টর লেকটার এবং ব্যুরো ছাড়া আর কেউ জানে না। লেকটার আপনাকেই এই নামটা ব্যবহার করতে বলেছিল, তাই না?"

"আমি জানি না। সবার আগে এটা কার চোখে পড়েছে, আমি একটু জানতে চাই।"

BanglaBook.org

"লা নাজিওনে লেকটারকে নিয়ে যে নিউজ ছাপা হয় তা অনুবাদ করার সময়ই ল্যাংলির ডকুমেন্ট সার্ভিস এটা আবিষ্কার করে।"

"এই কোডটা যদি কেবল ব্যুরোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ই হয়ে থাকে তাহলে ডকুমেন্ট সার্ভিস পেপারে এই অ্যাড দেখেই তা সনাক্ত করতে পারল কিভাবে? সিআইএ ডকুমেন্ট সার্ভিসকে পরিচালনা করে থাকে। 'হানাহ'কে তাদের নজরে আনতে কে সহায়তা করেছে তা আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত।" স্টারলিং ঝাঁঝের সাথে বলল।

"আমি নিশ্চিত, অনুবাদক লেকটার কেস ফাইলের ব্যাপারে কিছুটা হলেও জানে।"

"তাই বলে এত কিছু? আমার এতে ঘোরতর সন্দেহ আছে। কেস ফাইলে এত কিছু থাকতে চিঠিটাই কেন তার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হলো,সে ব্যাপারে তদন্ত করা উচিত। আমি কিভাবে জানব যে, ডক্টর লেকটার ফ্লোরেন্সে অবস্থান করছে?"

"ফ্লোরেন্সে কোয়েস্তুরা ডিপার্টমেন্টের কম্পিউটার থেকে লেকটারের ভিক্যাপ ফাইল সার্চ করা হয়েছিল–এটা তুমিই প্রথম জানতে পেরেছিলে।" ক্রেন্ডলার বলল। "পাজ্জি খুন হওয়ার কয়েকদিন আগেই এই অনুসন্ধান চালানো হয়। তুমি কখন সার্চিংয়ের ব্যাপারটা জেনেছিলে তা আমরা জানি না। লেকটারের ব্যাপারে কোয়েস্তুরার সবাই কেন উঠেপড়ে লাগবে? কারণ তাকে তারা লোকেট করতে পেরেছিল।"

"তাকে সতর্ক করে দেয়ার পেছনে আমার কি কারণ থাকতে পারে? ডিরেক্টর নুনান, এফবিআই'র আন্ডারে থাকা কেস নিয়ে ইন্সপেক্টর জেনারেলের পক্ষ থেকে কেন নাক গলানো হচ্ছে? আমি পলিগ্রাফ এক্সামিনেশনের জন্য প্রস্তুত আছি। চাইলে এখনই আপনি সে টেস্ট করাতে পারেন।"

"তাদের দেশে পলাতক কুখ্যাত এক আসামিকে পালানোর পূর্বাভাস দেয়ার কারণে ইতালিয়ানদের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক বিরোধিতা করা হয়েছে।" ডিরেক্টর নুনান বললেন। তার পাশে থাকা লালচুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। "ইনি হলেন মি. মন্টেনেগ্রো। তিনি ইতালিয়ান এমব্যাসি থেকে এসেছেন।"

"গুড মর্নিং, স্যার। 'হানাহ' বলতে আসলে আমাকে বোঝানো হচ্ছে, তা ইতালিয়ানরা জানল কিভাবে–দয়া করে তা কি আমাকে বলবেন?"

স্টারলিং জিজ্ঞেস করল লালচুলোকে। "ল্যাংলি থেকে নিশ্চয়ই আপনারা জানতে পারেননি, তাহলে কিভাবে জানলেন?"

"ডিপ্লোম্যাটরা এই সমস্যা সমাধানের দায়ভার আমাদের ওপরই চাপিয়ে দিয়েছে।" মন্টেনেগ্রো মুখ খোলার আগেই ক্রেন্ডলার বলল। "ইতালিয়ান

BanglaBook.org

অথোরিটির সন্তুষ্টির জন্য, আমাদের গায়ে পড়া কালো দাগ মোছার জন্যই আমরা যত দ্রুত সম্ভব এর একটা সুরাহা করতে চাই। আমাদের কাছে থাকা সব তথ্য উপাত্তের দিকে আমাদের এখন নজর দেয়া উচিত। ডক্টর লেকটারের সাথে আপনার সম্পর্কটা কেমন, মিস স্টারলিং?"

"সেকশন চিফ ক্রফোর্ডের নির্দেশে আমি ডক্টর লেকটারকে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞাসাবাদ করি। ডক্টর লেকটারের অন্তর্ধানের পর থেকে এই সাত বছরে তার পক্ষ থেকে আমাকে দুটো চিঠি পাঠানো হয়েছে। যে দুটোই বর্তমানে আপনাদের কাছে রয়েছে।"

"অ্যাকচুয়ালি, আমাদের কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু আছে।" ক্রেন্ডলার বলল। "আমরা এটা গতকাল পেয়েছি। অন্য কোন জিনিস আপনার কাছে যদি থেকে থাকে, তাহলে তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত।"

তার পেছনে থাকা কার্ডবোর্ড বক্সের দিকে এগিয়ে গেল সে। বক্সের গায়ে অনেক বিদেশি স্ট্যাম্প দেখা যাচ্ছে। বিদেশ ভ্রমণ করতে করতে বাক্সটার চেহারা বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে।

বক্স থেকে আসা সুগন্ধ আস্বাদন করার ভান করল পল ক্রেন্ডলার। আঙুল দিয়ে শিপিং লেবেলের দিকে ইঙ্গিত করল সে। সেটা স্টারলিংকে দেখানোর প্রয়োজনও মনে করল না। "ঠিকানায় প্রাপকের অংশে আপনার বাড়ির অ্যাড্রেস লেখা আছে, স্পেশাল এজেন্ট স্টারলিং। মি. মন্টেনেগ্রো, এখানে কী কী আইটেম আছে তা কি একটু বলবেন?"

ইতালিয়ান ডিপ্লোম্যাট টিস্যুতে মোড়া জিনিসগুলোর দিকে তাকাল। তার কাফলিং একবারের জন্য দৃশ্যমান হলো।

"হুম। এখানে লোশন আছে, ফ্লোরেন্সের সান্তা মারিয়া নভেলার জনপ্রিয় অ্যালমন্ড সাবান 'স্যাপোন ডি ম্যানডোরলে' আর কিছু পারফিউম দেখা যাচ্ছে। এ ধরণের গিফট মানুষ তখনই দেয় যখন তারা প্রেমে পড়ে।"

"এগুলোতে বিষাক্ত কোন কিছু আছে কিনা সেটা জানার জন্য স্ক্যান করা হয়েছে, তাই না ক্লিন্ট?"

স্টারলিংয়ের প্রাক্তন সুপারভাইজারকে জিজ্ঞেস করল নুনান।

পিয়ারস্যাল মাথা নিচু করে রইল। "হ্যা। কোন সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।"

"ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ!!" ক্রেন্ডলারকে দেখে খুব তৃপ্ত মনে হলো।"এখন আমরা সেই বহিঃপ্রকাশের লিখিত রূপ হিসেবে আমাদের হাতে আসা প্রেমপত্রটা পড়বো।"

বক্স থেকে পার্চমেন্ট শিটটা খুলল সে, মেলে ধরল সেটা। স্টারলিংয়ের ট্যাবলয়েড ফেস ভেসে উঠল সবার সামনে, আর তার দেহের জায়গায় একটা

BanglaBook.org

সিংহীর শরীর আঁকা। সিংহীটা ডানা মেলে আছে। ডক্টর লেকটারের কপারপ্লেট স্ক্রিপ্টটা পড়ার জন্য শীটটা উলটাল সে,

"তুমি কি কখনও ভেবেছ ক্লারিস, কেন সংকীর্ণ মনের মানুষরা তোমাকে বুঝতে পারে না? কারণ, তুমি স্যামসনের ধাঁধার উত্তর–ইউ আর দ্য হানি ইন দ্য লায়ন।"

"সিংহীর ভেতরের রস আস্বাদন–ভালো তো," মন্টেনেগ্রো বলল। কথাটা সে তার স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে নিল, পরবর্তিতে ব্যবহারের জন্য।

"কি?" ক্রেন্ডলারের ঠোঁট নড়ল।

ইতালিয়ান লোকটা হাত নেড়ে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। ক্রেন্ডলার ডক্টর লেকটারের কথার মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারবে না–এটা সে বুঝতে পারল।

"এ ঘটনার পর সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক চাপের কথা বিবেচনা করে ইন্সপেক্টর জেনারেল এখনই পদক্ষেপ নিতে চাচ্ছেন।" ক্রেন্ডলার বলল। "অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ চার্জ, নাকি ক্রিমিনাল চার্জ–কোনটা আপনার ওপর আরোপ করা হবে, এটা সময়ই বলে দেবে। এ দুটোর মধ্যে যদি দ্বিতীয়টা আপনার ভাগ্যে থাকে, তাহলে স্পেশাল এজেন্ট স্টারলিং, জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের পাবলিক ইন্টেগ্রিটি সেকশন (পিআইএস) আপনার কেস হ্যান্ডল করবে। আর পিআইএস আপনাকে ট্রায়ালের মুখোমুখি দাঁড় করাবে। ডিরেক্টর নুনান, সেই ট্রায়ালের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য আপনাকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হবে।"

নুনান বড় করে শ্বাস নিয়ে শেষ আঘাতটা হানল। "ক্লারিস স্টারলিং, চূড়ান্ত রায় দেয়ার আগ পর্যন্ত আমি আপনাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লিভে পাঠাচ্ছি। আপনার কাছে থাকা এফবিআই আইডেন্টিফিকেশন কার্ড এবং উইপন এখন জমা নেয়া হবে। আর সকল পাবলিক ফেডারেল ফ্যাসিলিটিতে আপনার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো।এই বিল্ডিং থেকে আপনাকে এসকর্ট করে নিয়ে যাওয়া হবে। আপনার সাইডআর্ম এবং আইডি স্পেশাল এজেন্ট পিয়ারস্যালের কাছে জমা দিন। কাম অন।"

টেবিলের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় স্টারলিং লোকগুলোর দিকে তাকাল, যেন তারা শুটিং কনটেস্টের এক একটা বোলিং পিন। সে চাইলে চারজনের প্রত্যেককে সেকেন্ডের মধ্যে শুইয়ে দিতে পারে, কেউ তাদের পিস্তল বের করার সময়টুকুও পাবে না। সুযোগটা সে নিল না। পয়েন্ট ফোরটিফাইভ টা বের করল সে, ক্লিপটা পিস্তল থেকে বের করার সময় সে স্থিরদৃষ্টিতে ক্রেন্ডলারের দিকে তাকিয়ে রইল। পিস্তলের চেম্বারে থাকা এক রাউন্ড গুলির খোসা ওপরের দিকে ছুঁড়ে মারল। ক্রেন্ডলার তা নিজের তালুবন্দি করল। চাপ দিয়ে গুঁড়ো করে ফেলল সেটা।

ব্যাজ এবং আইডিও পিস্তলের গমনপথ অনুসরণ করল।

BanglaBook.org

“আপনার কাছে ব্যাকআপ সাইডআর্ম আছে?” ক্রেন্ডলার জিজ্ঞেস করল। “আর একটা শটগান?”

“স্টারলিং?” নুনান তাড়া দিল।

“আমার গাড়িতে লক করা আছে সেগুলো।”

“অন্যান্য ট্যাকটিকাল ইকুইপমেন্ট?”

“একটা হেলমেট আর একটা ভেস্ট আছে আমার কাছে।”

“মি. মার্শাল, মিস স্টারলিংকে তার গাড়ি পর্যন্ত এসকর্ট করে নিয়ে গেলে তখন সেগুলো উদ্ধার করে আনবে।” ক্রেন্ডলার বলল। “আপনার কাছে কোন এনক্রিপশন সেলফোন আছে?”

“হ্যা।”

নুনানের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল ক্রেন্ডলার।

“এদিকে দিন সেটা।”

“আমি কিছু বলতে চাই। আমার মনে হয়, কথা বলার অধিকারটুকু অন্তত আমার আছে।”

“বলতে থাকো।” ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল নুনান।

“এটা একটা আড়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার মনে হয়, ম্যাসন ভার্জার তার ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ড. লেকটারকে নিজের হস্তগত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ফ্লোরেন্সে তাকে ধরার চেষ্টা করলেও হাত ফসকে বেরিয়ে যায় ডক্টর। আমার ধারণা, মি. ক্রেন্ডলার সম্ভবত ভার্জারের সাথে হাত মিলিয়েছে, এবং সে চাচ্ছে–এফবিআই ম্যাসনের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করুক। আর এজন্য ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসের পল ক্রেন্ডলার বিশাল অ্যামাউন্টের চেক হাতে পাচ্ছে, আর তার স্বার্থোদ্ধারের জন্যই আমার ক্যারিয়ারকে সে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এর আগেও মি. ক্রেন্ডলার আমার সাথে অসঙ্গত আচরণ করেছেন। আর এখন আমার ক্ষতি করার পাশাপাশি নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থ চাঙ্গা করছেন তিনি। এ সপ্তাহেই তিনি আমাকে ‘গেঁয়ো ভুত’ বলে গাল দিয়েছেন। আমি মি. ক্রেন্ডলারকে চ্যালেঞ্জ করছি, সাহস থাকলে লাই ডিটেক্টর টেস্টে আমার সাথে তিনি নিজেকে যাচাই করে নিক। থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে। আপনার সুবিধার্থে আমরা তা এখনই করতে পারি।”

“স্পেশাল এজেন্ট স্টারলিং, ভাগ্য ভালো আপনাকে আজ শপথ করে কিছু বলতে হচ্ছে না।”

“আমাকে শপথ করান। নিজেও শপথ করুন।”

“আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, যদি কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহলে আপনার হারানো স্থান ফিরিয়ে দেয়া হবে, কোন প্রকার শাস্তি ছাড়াই।” যথেষ্ট মোলায়েম সুরে বলল ক্রেন্ডলার। “ছুটির এ সময়টুকুতে

BanglaBoi.org

আপনার পেমেন্ট ঠিকমতই দেয়া হবে, ইনস্যুরেন্স এবং মেডিকেল বেনেফিট- সবই আপনি পাবেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লিভ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়, এজেন্ট স্টারলিং। এটাকে আপনি আপনার ফায়দা হিসেবেও দেখতে পারেন।" ফিসফিস করে বলল সে, "আপনি চাইলে এই বিরতিতে আপনার গালে কালো দাগটা মুছে ফেলতে পারবেন। আমি নিশ্চিত, মেডিকেল থেকে..."

"দাগটা কোন ধুলো ময়লার নয়," স্টারলিং বলল। "এটা গানপাউডার। আপনি চিনতে পারেননি তা, এটাই স্বাভাবিক।"

মার্শাল অপেক্ষা করছিল। তার হাত স্টারলিংয়ের দিকে এগিয়ে গেল।

"আমি দুঃখিত, স্টারলিং।" ক্লিন্ট পিয়ারস্যালের কণ্ঠ ভেসে আসল, তার হাতে স্টারলিংয়ের সব ইকুইপমেন্ট গিজগিজ করছে।

তার দিকে তাকাল সে। পরমুহূর্তেই চোখ সরিয়ে নিল। পল ক্রেন্ডলার তার দিকে এগোতে লাগল, ডিপ্লোম্যাট মন্টেনেগ্রোর পিছু পিছু সেও রুম ছেড়ে বের হয়ে যাবে। তার দাঁতের মাঝখানে স্টারলিংকে আঘাত করার জন্য কথা তৈরি করাই ছিল, "স্টারলিং, তুমি এখনও বৃদ্ধ হওনি..."

"এক্সকিউজ মি।" মন্টেনেগ্রোকে দেখা গেল। লম্বা ডিপ্লোম্যাট লোকটা দরজা থেকে আবার ফিরে এল, স্টারলিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল সে। "এক্সকিউজ মি," সে আবার বলল। ক্রেন্ডলারের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল লালচুলো, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। পলের চেহারা কিছুটা কোঁচকানো ছিল।

"আপনাকে বাজে পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত।" সে বলল। "আশা করছি, আপনি নির্দোষ। ফ্লোরেন্সে কোয়েস্তুরার ওপর আমি চাপ প্রয়োগ করবো, যাতে তারা বের করে–বিজ্ঞপ্তিটা দেয়ার জন্য লা নাজিওন কর্তৃপক্ষকে কিভাবে পেইড করা হয়েছে। ইতালিতে আমার গণ্ডির মধ্যে আছে এমন কোন কিছু নজরবন্দি কিংবা ফলোআপ করতে চাইলে আমাকে বলবেন। আমি বাকিটুকু দেখবো।"

মন্টেনেগ্রো তার হাতে একটা কার্ড ধরিয়ে দিল। কার্ডটা ছোট, দৃঢ় এবং অসমান, তাতে নাম আর ফোন নাম্বার খোদাই করা। চলে যাওয়ার সময় ক্রেন্ডলারের বাড়িয়ে থাকা হাত দেখেও না দেখার ভান করল লোকটা।

আসন্ন অ্যানিভার্সারি অনুষ্ঠানের জন্য মূল প্রবেশপথ থেকে রিপোর্টারদের সরিয়ে দেয়া হয়েছে। সবাই কোর্টইয়ার্ডে জড়ো হয়েছে। কয়েকজন ওৎ পেতে আছে, বিশেষ একজনের জন্য।

"আমার কনুই ধরে রাখার প্রয়োজন আছে তোমার?"

মার্শালকে জিজ্ঞেস করল স্টারলিং।

BanglaBook.org

“না, ম্যাম।” সে বলল। সামনে থাকা বুম মাইক্রোফোন এবং প্রশ্নবাণের দিকে স্টারলিং এগিয়ে যেতে লাগল, তার পেছনে রইল মার্শাল।

এবার স্টারলিংয়ের আসার উদ্দেশ্য রেজর কাটের জানা। তার করা প্রশ্নগুলো অনেকটা এরকম—“এটা কি সত্যি যে হ্যানিবাল লেকটারের কেস থেকে আপনাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে? আপনার বিরুদ্ধে আনা ক্রিমিনাল চার্জের ব্যাপারে কি আপনি আগে থেকেই জানতেন? ইতালিয়ানদের করা অভিযোগের ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান?”

গ্যারেজে স্টারলিং তার প্রোটেকটিভ ভেস্ট, হেলমেট, শটগান এবং ব্যাকআপ রিভলভার মার্শালের কাছে হস্তান্তর করল। তার ছোট পিস্তলটা আনলোড করে তৈলাক্ত কাপড় দিয়ে তা পরিস্কার করতে লাগল সে, মার্শাল গাড়ির বাইরে দাঁড়ানো।

“আমি আপনাকে কোয়ান্টিকোতে শুট করতে দেখেছি, এজেন্ট স্টারলিং। মার্শাল সার্ভিসে আমি নিজে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠতে পেরেছিলাম। জমা দেয়ার আগে আমি আপনার পয়েন্ট ফোরটিফাইভ মুছে পরিস্কার করে ফেলব।”

“থ্যাঙ্ক ইউ, মার্শাল।”

গাড়ি স্টার্ট দিল স্টারলিং। মার্শাল চলে যেতে ইতস্তত বোধ করছিল দেখে স্টারলিং জানালা দিয়ে মাথা বের করল।

“আপনার সাথে এমন হচ্ছে তা আমি মোটেও মানতে পারছি না।”

“ধন্যবাদ স্যার। আপনার কাছ থেকে শুনে কৃতার্থ হলাম।”

গ্যারেজ এক্সিটে একটা প্রেস চেজ কার অপেক্ষা করছিল। গাড়িটাকে পেছনে ফেলার জন্য স্টারলিং তার মাস্টাংয়ের গতি বাড়িয়ে দিল। যার জন্য জে.এডগার হুভার বিল্ডিং থেকে তিন ব্লক পরে তাকে তার গতির জন্য স্পিডিং টিকেট খেতে হলো। ডিসি পেট্রলম্যান যখন তার নামে টিকেট লিখছিল, তখন ফটোগ্রাফাররা সে দৃশ্যের ছবি তুলে ফেলল।

মিটিং শেষে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নুনান তার অফিসে বসে ছিলেন। তার চশমাটা নাকের দুইপাশে যে দাগ তৈরি করেছে তা রুমাল দিয়ে মোছার চেষ্টা করছিলেন তিনি।

স্টারলিংয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া—নুনানকে খুব বেশি ভাবাল না। সে বিশ্বাস করে, মহিলাদের মধ্যে আবেগ বলে যে জিনিসটা থাকে, তা ব্যুরোর সাথে ঠিক মানায় না। কিন্তু আবেগের বশবর্তি হয়ে ক্রফোর্ডের গলে যাওয়ার ব্যাপারটা তাকে মর্মাহত করল। জ্যাক মানসিকভাবে অনেক শক্ত ছিল। হয়তো স্টারলিংয়ের জন্য তার মনে দুর্বলতা তৈরি হয়েছে। এরকমটা হয়—জ্যাকের বউ অনেক আগে মারা গেছে। নুনান নিজেও এক সুন্দরি

BanglaBook.org

স্টেনোগ্রাফারের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। প্রতি সপ্তাহেই তারা প্রমোদভ্রমণে যেত, পরবর্তিতে মেয়েটা কোন ঝামেলা তৈরি করার আগেই তার একটা বিহিত করতে হয়েছিল নুনানকে।

চশমাটা পরে নুনান এলিভেটরে করে নিচে লাইব্রেরিতে নেমে এল। জ্যাক ক্রফোর্ডকে রিডিং এরিয়াতে দেখতে পেল সে। একটা চেয়ারে বসে আছেন তিনি, মাথা পেছনে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে রাখা।

ক্রফোর্ড ঘুমাচ্ছে বলে তার মনে হলো। ক্রফোর্ডের চেহারা সাদা হয়ে গেছে, ঘেমে নেয়ে আছে সে। জ্যাকের চোখের পাতা দুটো ওপরের দিকে উঠালো সে, বুক কেঁপে উঠল তার।

"জ্যাক?"

কাঁধে চাপড় দিল সে, ক্রফোর্ডের বরফের মত ঠাণ্ডা মুখ স্পর্শ করার সাথে সাথেই সে চেঁচিয়ে উঠল।

"এই যে লাইব্রেরিয়ান, মেডিকদের ডাক দাও।"

প্রথমে এফবিআই হসপিটালে পাঠানো হলো জ্যাককে। সেখান থেকে তাকে জেফারসন মেমোরিয়াল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তর করা হলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭৩

এর চেয়ে ভালো কাভারেজের ব্যবস্থা করা ক্রেন্ডলারের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। নিউ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টারের সাংবাদিকদের কাছে এফবিআই'র উনিশতম জন্মদিন একটা ভ্রমণের উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

টেলিভিশন নিউজগুলো জে.এডগার হুভার বিল্ডিংয়ে ঢুকতে পারার পূর্ণ ফায়দা নিল। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বুশের বক্তব্যের পুরোটা রেকর্ড করল সি-স্প্যান টিভি চ্যানেল, টিভিতে সে বক্তব্য লাইভ দেখানো হচ্ছে। বুশের ভাষণ শেষে ডিরেক্টর কিছু কথা বললেন। সিএনএন লাইভের ঝামেলায় গেল না, তারা তাদের রানিং কাভারেজ থেকে ভাষণের চুম্বক অংশ সন্ধ্যার নিউজে দেখাবে।

মঞ্চে বিশিষ্টজনদের কথা শেষ হওয়ার পর ক্রেন্ডলার সামনে এল। স্টেজের কাছেই দাঁড়ানো রেজর কাট তার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, "মি. ক্রেন্ডলার, এটা কি সত্য, হ্যানিবাল লেকটারের ইনভেস্টিগেশন থেকে ক্লারিস স্টারলিংয়ের নাম প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে?"

"আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে এ মুহূর্তে কোনো কিছু বললে আমাদের এজেন্টের জন্য তা অবিচার করা হবে। শুধু এটুকুই বলব, ইন্সপেক্টর জেনারেলের অফিস এখন লেকটারের ফাইলের দায়িত্বে আছে। কারো বিরুদ্ধেই কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।"

সিএনএন ও একটু মশলা যোগ করল। "মি. ক্রেন্ডলার, ইতালিয়ান নিউজ সোর্সগুলো বলছে–হ্যানিবাল যাতে পালিয়ে যায়, এই মর্মে সরকারি কোন এজেন্সির মাধ্যমে আগে থেকে লেকটারের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে। এজন্যই কি স্পেশাল এজেন্ট স্টারলিংকে বরখাস্ত করা হল? এজন্যই কি প্রফেশনাল রেসপনসিবিলিটির হাতে থাকা লেকটার কেসে অফিস অফ ইন্সপেক্টর জেনারেল নাক গলাচ্ছে?"

"বিদেশি নিউজ রিপোর্ট সম্বন্ধে আমি কোন কমেন্ট করতে চাই না, জেফ। আইজির অফিস সব অভিযোগ তদন্ত করে দেখছে যা এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। নিজেদের অফিসারদের প্রতি যেমন আমাদের দায়িত্ব আছে, ঠিক তেমনই আছে অন্যদেশের বন্ধুদের প্রতি।" ক্রেন্ডলার বলল। কেনেডির মত সে তার আঙুল বাতাসে নাচাল। "হ্যানিবাল লেকটারের কেস এখন যোগ্য লোকদের হাতেই পড়েছে। যোগ্য বলতে শুধু আমার কথাই আমি বলছি না

BanglaBook.org

বরং, এফবিআই এবং জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের সব ঝানু অফিসারদের এই কাতারে ফেলছি আমি। তাদের একসাথে নিয়েই আমি কাজ করবো। আমরা যে কেস প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি, তার ফলাফল সঠিক সময়েই প্রকাশ করা হবে।"

*

ড. লেকটারের ভাড়াবাড়ির মালিক জার্মান লবিস্ট হিসেবে পরিচিত লোকটা তার বাড়িতে বিশাল একটা গ্রান্ডিগ টেলিভিশন সেট লাগিয়েছে। আর সাজসজ্জা অলঙ্করণের চিহ্ন হিসেবে আলট্রামডার্ন ক্যাবিনেটের ওপর 'লেডা অ্যান্ড দি সোয়ান'-এর ব্রোঞ্জের একটা শোপিস শোভা পাচ্ছে।

ড. লেকটারের সমস্ত মনোযোগ এখন একটা ফিল্মের ওপর কেন্দ্রীভূত। বিখ্যাত অ্যাস্ট্রোফিজিশিস্ট স্টিফেন হকিং এবং তার সৃষ্টিকর্ম নিয়ে বানানো *অ্যা ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম* ফিল্মটা লেকটার এর আগে অনেকবার দেখেছে। ফিল্মের সবচেয়ে প্রিয় পার্টটা সে দেখছে এখন–সেখানে এইমাত্র একটা চায়ের কাপ টেবিল থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

হুইলচেয়ারে জবুথবু হয়ে বসে থাকা হকিং তার কম্পিউটার জেনারেটেড ভয়েসে বলতে লাগলেন, "অতীত আর ভবিষ্যতকে একটা আরেকটা থেকে আলাদা করা হয় কিসের ভিত্তিতে? বিজ্ঞানের বিধিবিধান, সূত্র কখনও অতীত আর ভবিষ্যতের পার্থক্য করেনি। যদিও বাস্তব জীবনে এ দুটোর ভালো রকমের তফাৎ লক্ষ্য করা যায়।

"আপনি হয়তো একটা চায়ের কাপকে টেবিল থেকে পড়ে গিয়ে মেঝেতে কাঁচের অনেকগুলো খণ্ডে বিভক্ত হতে দেখবেন, কিন্তু এই কাঁচের ভাঙা টুকরোগুলো জোড়া লেগে আবার একটা কাপে পরিণত হয়ে গিয়ে ফ্লোর থেকে সেটা সটান টেবিলের ওপর উঠে বসে আছে–এটা কখনই আপনি দেখতে পাবেন না।"

ফিল্মটা পেছনের দিকে রোল করা হলে সেখানে দেখা গেল–কাপের ভাঙা অংশ জোড়া লেগে আবার পূর্ব অবস্থান এবং পূর্বরূপ ফিরে পেয়েছে। হকিং বলতে লাগলেন, "বিশৃঙ্খলা তথা এনট্রপিই অতীত-ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে থাকে। এনট্রপি যত বাড়বে, অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যকার পার্থক্য ততই চোখের সামনে দৃশ্যমান হবে।"

ড. লেকটার হকিংয়ের সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকে। ম্যাথমেটিকাল জার্নালে তার লেখাগুলো নিয়মিত পড়ে সে। হকিং একসময়

BanglaBook.org

বিশ্বাস করতেন, এই মহাবিশ্বের প্রসারণ একদিন বন্ধ হয়ে যাবে, আর তা আবার সংকুচিত হয়ে আবার আগের আকার ধারণ করবে। সমগ্র মহাবিশ্ব একটা ক্ষুদ্র বিন্দুতে রূপ নেবে। ক্রমাগত বাড়তে থাকা এনট্রপির মান আবার কমে গিয়ে শূন্য হয়ে যাবে। পরবর্তিতে হকিং বলেছিলেন, তার ধারণা ভুল ছিল।

হায়ার ম্যাথমেটিকসে লেকটারের অগাধ জ্ঞান থাকলেও স্টিফেন হকিং এই ক্ষেত্রটাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, এই সেক্টরে জ্ঞানের দিক দিয়ে তার সমকক্ষ কেউ নেই।

বছরের পর বছর ধরে লেকটার একটা জিনিসই মনেপ্রাণে চাইত—প্রথমবারের মত হকিংয়ের ভুল ধারণা সঠিক হয়ে যেন সবার চোখের সামনে ধরা দেয়। সমগ্র বিশ্ব যেন থেমে যায়—আবার যেন সবকিছু পেছনের দিকে চলা শুরু করে—এনট্রপির মান না বেড়ে বরং যেন কমতে থাকে—সবকিছু যেন ভবিষ্যতের পেছনে না ছুটে অতীতের দিকে ধাবিত হতে থাকে—ছোট বোন মিস্কাকে যেন নরখাদকদের হাত থেকে বাঁচানো যায়, তার শরীর যেন আবার পূর্ণতা পায়—রক্তমাংসের মিস্কাকে যেন সে আবার ফিরে পায়।

সময়।

ড. লেকটার তার ভিডিওটেপ বন্ধ করে রিমোট ক্লিক করলে নিউজ চ্যানেল চোখের সামনে ভেসে উঠল।

এফবিআই সম্পর্কিত টেলিভিশন এবং নিউজ ইভেন্টগুলো নিয়মিত এফবিআই'র পাবলিক ওয়েবসাইট থেকেই জানা যায়। প্রতিদিন সেই সাইটে ড. লেকটার একবার ঢুঁ মেরে আসে, উদ্দেশ্য একটাই—মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টের টপ টেনে থাকা তার নামের পাশে যে ছবিটা এফবিআই ব্যবহার করেছে তা দশ বছর আগেকার ছবি—এটা সে নিশ্চিত করতে চায়। এর কল্যাণেই এফবিআই'র জন্মদিনের কথা অনেক আগে থেকেই সে জানে। স্মোকিং জ্যাকেট আর সিল্কের নেকটাই গায়ে লাগিয়ে একটা বিশাল আর্মচেয়ারে শুয়ে ক্রেন্ডলারকে দেখতে লাগল সে। চোখ আধখোলা রেখে সে হাতের ব্র্যান্ডি স্নিফটার নাকের কাছে নিয়ে আসল, গ্লাসটার ভেতরে থাকা ব্র্যান্ডি ধীরেসুস্থে নাড়াচ্ছে সে।

এই ফ্যাকাশে চেহারাটা সে ঠিক সাত বছর আগে দেখেছে, যখন মেম্ফিস থেকে পালানোর ঠিক আগে তার খাঁচার বাইরে ক্রেন্ডলার দাঁড়িয়ে ছিল।

লোকাল নিউজে সে দেখতে পেল, স্টারলিং পেট্রোল পুলিশের কাছ থেকে ট্রাফিক টিকেট নিচ্ছে, তার মাস্টাংয়ের জানালাতে মাইক্রোফোন লাগানো। টেলিভিশন নিউজে স্টারলিংকে লেকটার কেসে 'ইউএস সিকিউরিটি লঙ্ঘন

BanglaBook.org

করার দায়ে অভিযুক্ত' এই খেতাব দেয়া হয়েছে।

স্টারলিংকে দেখতে পেয়ে ড. লেকটারের মেরুন চোখদুটো বড় হয়ে গেল, তার মনে স্টারলিংয়ের চেহারার একটা স্কেচ বানিয়ে ফেলল সে।

সে স্কেচের চারপাশে তার চোখের মণিদুটো ঘুরঘুর করতে লাগল। টিভি স্ক্রিন থেকে স্টারলিং চলে যাওয়ার পরও সে তাকে দেখতে পাচ্ছে। আরেকটা ছবির সাথে স্টারলিংয়ের ছবির সংমিশ্রণ ঘটাল সে–অন্য ছবিটা মিস্কার। দুটো ছবি যখন পরস্পরের সাথে মিশে একটামাত্র প্রতিবিম্ব তৈরি করল তখন একটা বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ তৈরি হলো।

সেই ছবিটা রাতের পূব আকাশে হাজার তারার সাথে জ্বলজ্বল করতে লাগল, এক অপরূপ আভা বের হচ্ছিল সে ছবিটা থেকে। এখন, যদি মহাবিশ্ব সংকুচিত হত, যদি সময়কে পেছানো যেত, যদি চায়ের কাপের ভাঙা অংশগুলো জোড়া লাগত-তাহলে মিস্কাও আজ হয়তো বেঁচে থাকতে পারত।

স্টারলিংয়ের সাথে মিস্কার মিল খুঁজে পায় সে। মিস্কার জন্য উপযুক্ত জায়গা কোনটা তা ড. লেকটার ভালো করেই জানে–

যদি সেই ভুলকে সত্য বানানো যেত, তাহলে স্টারলিংয়ের মৃত্যু মিস্কার জন্য পুনর্জীবনের কারণ হত!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৭৪

ম্যারিল্যান্ড-মাইসেরিকর্ডিয়া হসপিটাল থেকে একব্লক দূরে ড. লেকটার তার পিকআপ পার্ক করল। শ্রমিকরা ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য যে কুইল্টেড জাম্পস্যুট ব্যবহার করে, সেরকম একটা স্যুট গায়ে চাপাল সে। সিকিউরিটি ক্যামেরার ঝামেলা এড়ানোর জন্য তার মাথায় একটা লং বিলক্যাপ লাগাল। এগিয়ে গেল মেইন এনট্রান্সের দিকে।

ম্যারিল্যান্ড মাইসেরিকর্ডিয়া হসপিটালে সে শেষ আসার পর প্রায় পনের বছর পেরিয়ে গেছে। তবে দালানটার নকশার কোন পরিবর্তন হয়নি। এখানেই সে প্রথম তার মেডিকেল প্র্যাকটিস শুরু করে, তার মধ্যে এজন্য কোন আবেগ কাজ করল না। ওপরের তলার ঘরগুলো বাইরের দিকে সংস্কার করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভেতরের কাঠামো সম্ভবত আগের মতই আছে। ডিপার্টমেন্ট অফ বিল্ডিংস থেকে ব্লুপ্রিন্ট সংগ্রহ করে তা দেখতে লাগল সে।

পেশেন্ট ফ্লোরে লেকটার একটা ভিজিটর পাস পড়ে থাকতে দেখল। ওটা তুলে নিয়ে দুইপাশে রুমের দরজায় লেখা রোগি আর ডক্টরদের নাম পড়তে পড়তে হলো বরাবর সামনে এগিয়ে গেল সে। এটা পোস্টঅপারেটিভ কনভালেসেন্ট ইউনিট, কার্ডিয়াক কিংবা ক্র্যানিয়াল সার্জারির পর আইসিইউ থেকে সরাসরি রোগিদের এখানে আনা হয়।

ড. লেকটারকে সামনে আগাতে দেখে তোমার মনে হতে পারে, সে যেকোন লেখা খুব আস্তে আস্তে পড়ে, কারণ তার শুধু ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু কোন শব্দ বের হচ্ছে না। চাষাভুষোদের মত কিছুক্ষণ পরপর সে তার মাথা চুলকাচ্ছে। ওয়েটিং রুমে একটা সিটে বসল সে, যেখান থেকে হলওয়েটা দেখা যায়। তার পাশে বসা বয়স্ক মহিলাদের একে অন্যকে বলতে থাকা পারিবারিক ট্র্যাজেডি শুনে এবং টিভিতে চলতে থাকা 'দি প্রাইস ইজ রাইট' দেখে দেড় ঘন্টা কাটিয়ে দিল সে। অবশেষে যার জন্য সে অপেক্ষা করছিল তাকে পেয়ে গেল।

একজন সার্জন সবুজ সার্জিকাল ড্রেস পরে রাউন্ড দিচ্ছে, সাথে আর কেউ নেই। সার্জনটা সম্ভবত যে ডক্টরের পেশেন্ট দেখতে যাচ্ছে তার নাম...ডক্টর সিলভারম্যান। ড. লেকটার উঠে দাঁড়াল, এবং হাঁটা ধরল। টেবিল থেকে ভাঁজ পড়ে যাওয়া নিউজপেপার নিয়ে সে ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে পড়ল। দুই দরজা পরে যে রুমটা, সে রুমেই সিলভারম্যানের রোগিকে রাখা হয়েছে,

BanglaBook.org

দরজায় নাম দেখে নিশ্চিত হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

রুমটা আধো অন্ধকার, রোগি ঘুমে আচ্ছন্ন। তার মাথা আর মুখের একপাশ ভালো করে ব্যান্ডেজ দেয়া।

মনিটর স্ক্রিনে একটা পোকা স্থির হয়ে বসে আছে।

ড. লেকটার দ্রুত তার ইনস্যুলেটেড কভারঅল খুলে ফেলল, ভেতরে পরে থাকা সবুজ সার্জিকাল ড্রেস সামনে বেরিয়ে এল। শু কাভার, একটা ক্যাপ, মাস্ক এবং গ্লাভস পরে নিল সে। পকেট থেকে একটা ট্র্যাশব্যাগ বের করে তার ভাঁজ খুলল।

ডক্টর সিলভারম্যান ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে কারও সাথে কথা বলতে বলতে রুমে ঢুকলেন। তার সাথে কি কোন নার্স আছে?

না।

ড. লেকটার ওয়েস্টবাস্কেট খুলে তার সদ্য খোলা কভারঅল তার ট্র্যাশব্যাগে পুরতে লাগল। পিঠ দরজার দিকে মুখ করা।

"এক্সকিউজ মি, ডক্টর। আমি আপনার জন্য জায়গা করে দিচ্ছি, একটু অপেক্ষা করুন।" ড. লেকটার বলল।

"সমস্যা নেই।" বেডের প্রান্তে থাকা ক্লিপবোর্ডটা হাতে নিয়ে ডক্টর সিলভারম্যান বলল। "যে কাজ করতে এসেছেন আপনি তা করতে থাকুন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।" একথা বলেই সিলভারম্যানের মাথার খুলি লক্ষ্য করে লেদার স্যাপটা দিয়ে আঘাত করল লেকটার। সাথে সাথে কাটা কলাগাছের মত পড়ে গেল শরীরটা। লেকটার অবশ্য ধরণীতল হওয়ার আগেই লোকটাকে ধরে ফেলল। ড. লেকটার কোন শরীরের বোঝা নিজের হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে–এ দৃশ্য অবাক করার মতই, কারণ তাকে দেখে মনে হয়না তার শরীরে একটা আস্ত মানুষের ভার নেয়ার মত শক্তি ধরে। অচেতন ডক্টর সিলভারম্যানকে পেশেন্ট বাথরুমে নিয়ে রাখল সে। অতঃপর লেকটার সিলভারম্যানের পরা প্যান্টটা খুলে অর্ধনগ্ন ডক্টরকে কমোডের ওপর বসিয়ে দিল।

এর কিছুক্ষণ পর রাউন্ড দিতে আসা সার্জনকে তার হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বসে থাকতে দেখা গেল। ড. লেকটার তাকে তার চোখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করে, যার দরুন সার্জিকাল ড্রেস গায়ে থাকা লোকটা সম্মোহিত হয়ে যায়। তার ড্রেসে থাকা কয়েকটা আইডি ট্যাগ নিয়ে নিল লেকটার।

ডক্টরের সাথে থাকা সার্টিফিকেটটা নিয়ে তার জায়গায় নিজের ভিজিটর কার্ডটা দুমড়ে মুচড়ে রেখে আসল সে। সার্জনের গলায় থাকা ফ্যাশনেবল

BanglaBook.org

স্টেথোস্কোপ এবং ডক্টরের কাছে থাকা ম্যাগনিফাইং সার্জিকাল গ্লাস লেকটারের মাথার ওপর জায়গা করে নিল। লেদার স্যাপটা তার হাতার আড়ালে চলে গেল।

ম্যারিল্যান্ড–মাইসেরিকর্ডিয়ার কেন্দ্রস্থলে আঘাত করার জন্য এখন সে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।

নারকোটিক ড্রাগ দেয়ার ক্ষেত্রে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ ফেডারেল গাইডলাইন খুব কড়াভাবে মেনে চলে। পেশেন্ট ফ্লোরে নার্সেস স্টেশনে থাকা ড্রাগ ক্যাবিনেটগুলো তালা মারা। আর তা খোলার জন্য দুটো চাবি লাগে, এর একটা থাকে ডিউটি নার্সের কাছে এবং আরেকটা তার ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে। কাকে কোন ড্রাগ দেয়া হলো তা তারা লিখে রাখে একটা লগবুকে।

নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশি থাকে অপারেটিং স্যুটগুলোতে, প্রত্যেক স্যুটে অপারেশনের জন্য রোগি ঢোকানোর কয়েক মিনিট আগে দরকারি সব ওষুধপত্র সাপ্লাই দেয়া হয়। অ্যানেসথেশিওলজিস্টের জন্য বরাদ্দ করা অজ্ঞান করার ড্রাগগুলো অপারেটিং টেবিলের কাছে একটা ক্যাবিনেটে রাখা থাকে। ক্যাবিনেটের এক অংশে রুম টেম্পারেচার সিস্টেম আর আরেক অংশ ফ্রিজ টেম্পারেচার সিস্টেম করা।

স্ক্রাব রুমের কাছে একটা আলফা সার্জিকাল ডিসপেনসারিতে সব ড্রাগ মজুদ করা হয়। ড্রাগের এমন কিছু প্রিপারেশন এখান থেকে সরবরাহ করা হয় যা নিচে জেনারেল ডিসপেনসারিতে পাওয়া যায় না। এসব প্রিপারেশনের মধ্যে শক্তিশালী এবং বিদেশি সিডেটিভ-হিপনোটিকস আছে, যেগুলো ব্যবহার করে রোগিকে অচেতন না করিয়েই ওপেন হার্ট সার্জারি এবং ব্রেন সার্জারি করা যায়।

ওয়ার্কিং ডেতে ডিসপেনসারিতে সবসময় কোন না কোন লোক থাকে। যখন সেখানে কোন ফার্মাসিস্ট থাকে তখন ক্যাবিনেটগুলো তালা মারা থাকে না। হার্ট সার্জারির এমারজেন্সির সময় ওষুধের জন্য যদি চাবি হাতড়াতে হয়–তাহলে এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছুই নেই।

মাস্ক পরে ড. লেকটার সুইঙ্গিং ডোর দিয়ে সার্জিকাল স্যুটে ঢুকে পড়ল।

স্যুটের দরজার সামনে হরেক রকম কালার কম্বিনেশন দিয়ে 'সার্জারি' লেখা।

ড. লেকটারের সামনে থাকা কয়েকজন ডক্টর ডেস্কে তাদের নাম সাইন করে স্ক্রাবরুমে প্রবেশ করলেন। লেকটার ডেস্কে থাকা সাইন ইন ক্লিপবোর্ডটা হাতে নিয়ে কলম দিয়ে লেখার ভান করল, কিন্তু কিছুই লিখল না।

পোস্টেড শিডিউল অনুসারে স্যুট বি'তে বিশ মিনিট পরেই একটা ব্রেন

BanglaBook.org

টিউমার সরানোর অপারেশন শুরু হবে। এটাই দিনের প্রথম অপারেশন। স্ক্রাবরুমে গিয়ে সে তার হাতের গ্লাভস খুলে পকেটে রাখল, কনুই পর্যন্ত হাত ধুল–খুব ভালোভাবে। এরপর ভেজা হাত মুছে তাতে পাউডার লাগালো, এরপর গ্লাভস পরে নিল আবার। হল থেকে বের হলো সে। ডানদিকে পরের রুমটাই খুব সম্ভবত ডিসপেনসারি।

ডোর নাম্বার এ এর গায়ে অ্যাপ্রিকট পেইন্ট কালারে লেখা 'এমারজেন্সি জেনারেটরস'। আর তার সামনে স্যুট ই এর ডাবলডোর দেখা যাচ্ছে। একজন নার্স তার সামনে এসে থামল।

"গুড মর্নিং, ডক্টর।"

ড. লেকটার একটা শুকনো কাশি দিয়ে বিড়বিড় করে নার্সকে সম্ভাষণ জানাল। স্ক্রাবরুমের দিকে ফেরত গেল লেকটার, যেন সে কিছু ভুলে রেখে এসেছে। কিছুক্ষণের জন্য লেকটারের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থেকে নার্সটা অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে গেল। ড. লেকটার তার গ্লাভস খুলে ওয়েস্ট বিনে ছুঁড়ে ফেলল সেগুলো। কেউ তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করল না। তার কাছে আরেক জোড়া আছে।

শরীরটা স্ক্রাবরুমে থাকলেও সে অবচেতন মনে মেমোরি প্যালেসের ফয়ারে চলে গেল। সিঁড়ি বেয়ে হল অফ আর্কিটেকচারে পদার্পণ করল সে।

আলোকিত ঘরটাতে ক্রিস্টোফার রেনের বানানো সেন্ট পলের মডেল বেশিরভাগ জায়গা দখল করে আছে। একটা ড্রয়িং টেবিলে হসপিটালের ব্লুপ্রিন্ট রাখা। বাল্টিমোর ডিপার্টমেন্ট অফ বিল্ডিংসে গিয়ে সে ম্যারিল্যান্ড–মাইসেরিকর্ডিয়ার সার্জিকাল স্যুটের নকশা নিয়েছিল। ডিসপেনসারিটা এদিকে ছিল। না। ড্রয়িংটা ভুল মনে হচ্ছে। এই ব্লুপ্রিন্ট পাঠানোর পর নিশ্চয়ই ডিজাইনে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। ড্রয়িংটাতে জেনারেটর রুম যে জায়গায় দেখাচ্ছে সেখানে এখন একটা করিডোর আছে যা স্যুট এ এর দিকে চলে গেছে। জায়গা অদল বদল হয়ে গেছে। আর বেশিক্ষণ দাঁড়াতে ইচ্ছে হলো না তার।

স্ক্রাবরুম থেকে বেরিয়ে করিডোর ধরে স্যুট এ এর দিকে আগাতে লাগল সে। বামদিকে থাকা দরজায় লেখা 'এমআরআই'। সে সামনে যেতে থাকল। পরের রুমটা একটা ডিসপেনসারি।

তারা এ জায়গাটাকে দুইভাগে ভাগ করেছে, এক ভাগে ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স ইমেজিংয়ের জন্য একটা ল্যাব আর আরেক ভাগে ড্রাগ স্টোরের জন্য একটা ডিসপেনসারি দেয়া। এটা ড্রইংপ্ল্যানে ছিল না।

ডিসপেনসারির ভারি দরজাটা খোলাই ছিল। একটা শিকল দিয়ে দরজা

BanglaBook.org

একটা পাটাতনের সাথে লাগানো। ড. লেকটার দ্রুত ভেতরে ঢুকে শিকলটা খুলে দরজাটা লাগিয়ে দিল।

খাটো মোটা এক পুরুষ ফার্মাসিস্ট উবু হয়ে শেলফের নিচের অংশে কিছু একটা রাখছিল।

"আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, ডক্টর?"

"হ্যা।"

তরুণ ছেলেটা কোমর সোজা করে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু সফল হলো না। তার আগেই স্যাপের আঘাতে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল ছেলেটা।

ড. লেকটার তার সার্জিকাল ব্লাউজের নিচের অংশ ভেতরে পরে থাকা গার্ডেনার'স অ্যাপ্রনের ভেতর গুঁজে দিল।

শেলফের ওপরে নিচে দ্রুত চোখ বুলিয়ে একের পর এক লেবেল বিদ্যুৎগতিতে পড়ে যেতে লাগল সে। অ্যামবিয়েন, অ্যামোবারবিটাল, অ্যামিটাল, ক্লোরাল হাইড্রেট, ডালম্যান, ফ্লুরাজেপাম, হ্যালসিওন...

এবং এর মধ্যেই এক ডজনেরও বেশি ভায়াল সে তার পকেটে চালান করে দিয়েছে।

এরপর ফ্রিজের কাছে গেল সে। লেবেল পড়তে লাগল এবং পকেট ভারি করতে লাগল–মিডাজোলাম, নকটেক, স্কোপোলামাইন, পেন্টোথাল, কোয়াজেপাম, সলজিডেম। চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে সে হলে চলে আসল, ডিসপেনসারির দরজা বন্ধ করে দিল সে।

স্ক্রাব রুমে সে ফিরে এল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে দেখল তার মুখে কোন ফোলা আছে কিনা। কোন তাড়াহুড়া না দেখিয়ে সে ধীরে সুস্থে সুইঙ্গিং ডোর দিয়ে বের হলো। আইডি ট্যাগ মুচড়ে ফেলে দিল সে, মুখে মাস্ক এবং মাথার ওপরে থাকা গ্লাস চোখের ওপর বসিয়ে নিল। সামনে দেখা হওয়া ডাক্তারদের সাথে শুকনো হাই হ্যালো করে সে এলিভেটরে করে নিচের দিকে নামা শুরু করল। মাস্ক তখনও তার মুখকে ঢেকে রেখেছে। নামার সময়টুকুতে হুটহাট করে উঠিয়ে নেয়া একটা ক্লিপবোর্ডের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

লেকটার সার্জিক্যাল মাস্ক পরে থাকায় রোগি দেখতে আসা ভিজিটরদের কাছে তা অস্বাভাবিক লাগল। সিকিউরিটি ক্যামেরার আওতার বাইরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে তার গেটআপ চেঞ্জ করল না।

রাস্তায় থাকা ভবঘুরে লোকগুলো একজন ডক্টরকে পুরনো ট্রাক চালাতে দেখে অবাক চোখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল।

সার্জিক্যাল স্যুটে একজন অ্যানেসথেশিওলজিস্ট ডিসপেনসারির দরজা নক করতে করতে অধৈর্য হয়ে গিয়ে যখন শেষমেশ দরজা খুলতে সমর্থ

BanglaBook.org

হলো,তখন সে দেখল–ভেতরে ফার্মাসিস্ট তখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তারও পনের মিনিট পর সে আবিষ্কার করল, অনেকগুলো ড্রাগ লাপাত্তা!!

যখন ডক্টর সিলভারম্যানের খোঁজ পাওয়া গেল, তখন সে টয়লেটের পাশে বিমর্ষচিত্তে পড়ে আছে–তার প্যান্ট মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সে এ রুমে কিভাবে এল, আর সে এখন কোথায় আছে, সে-ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই। সে ভাবল, বাওয়েল মুভমেন্ট ঠিকমত করতে না পারায় তার হয়তো মাইল্ড স্ট্রোক অ্যাটাক হয়েছে, তাই সে নড়াচড়া করতেও ভয় পেল।

শেষ পর্যন্ত যখন সে উঠে বাথরুম থেকে বের হয়ে হলো, তখন কিছুটা শান্ত হলো। পরীক্ষায় ধরা পড়ল, মাইল্ড কনকাশন, অর্থাৎ মাথায় মৃদু আঘাত ছাড়া তেমন কিছুই হয়নি।

বাড়ি পৌছানোর আগে আরও দুটো জায়গায় লেকটার থামল। প্রথমে বাল্টিমোরের মফস্বল এলাকায় একটা মেইল ড্রপের সামনে দাঁড়াল সে, অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর সে তার কাঙ্ক্ষিত প্যাকেজটা নিয়ে আবার রওনা দিল। এই প্যাকেজটা সে ইন্টারনেটে একটা ফিউনেরাল সাপ্লাই কোম্পানির কাছ থেকে কিনেছে। প্যাকেজে শার্ট আর টাইসহ একটা টুক্সেডো রাখা।

এখন সেলিব্রেট করার জন্য তার যা দরকার তা হলো ওয়াইন। এজন্য তার অ্যানাপলিসে যেতে হবে। জাগুয়ার দিয়ে ড্রাইভ করে সেখানে যাওয়াটা মন্দ হবে না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৭৫

এই ঠান্ডার ভেতরে জগিং করার জন্য ক্রেন্ডলার রেডি হচ্ছিল। অধিক উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য তার গায়ে থাকা রানিং স্যুটের চেইন সে আটকাল না।

ঠিক এসময় জর্জটাউনে তার বাসায় এরিক পিকফোর্ডের ফোন এল।

"এরিক, ক্যাফেটেরিয়াতে যাও আর সেখানে একটা পেফোন থেকে ফোন কর।"

"ক্ষমা করবেন, মি. ক্রেন্ডলার?"

"যা করতে বলেছি, তা করো।"

ক্রেন্ডলার হেডব্যান্ড আর গ্লাভস খুলে তার লিভিংরুমে থাকা পিয়ানোর ওপর রাখল। এক আঙুল দিয়ে সে পিয়ানোতে ড্রাগনেট থিম মিউজিক তোলার চেষ্টা করতে লাগল।

ঠিক এসময় আবার ফোন এল।

"স্টারলিং টেক এজেন্ট ছিল, এরিক। আমরা জানি না, সে হয়তো ফোনে আড়ি পাতার ডিভাইস লাগিয়ে রেখেছে।"

"বুঝতে পেরেছি, স্যার।" এরিক বলল।

"স্টারলিং আমাকে কল করেছিল, মি. ক্রেন্ডলার। সে তার সব জিনিস নিয়ে যেতে চাইছে, ঐ ফালতু ওয়েদার বার্ডটাও-যেটা গ্লাস থেকে পানি খাওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। তবে সে আমাকে এমন কিছু বলেছে, যা আমাদের কাজে লাগতে পারে।

যেসব ম্যাগাজিনকে সন্দেহের আওতায় সে ফেলেছে, সেগুলোর সাবস্ক্রাইবাররা তাদের মেইল ড্রপে পাওয়ার জন্য যে জিপ কোড দিয়ে থাকে, সেগুলোর একটা আরেকটার মধ্যে যদি তিন বা তার কম পার্থক্য থাকে, তাহলে সেটা চেক করতে বলেছিল সে। সে বলেছে, ডক্টর লেকটার ৪৩৫টা ভিন্ন ভিন্ন মেইল ড্রপ ব্যবহার করে থাকে, যেগুলো খুব কাছাকাছি অবস্থিত। এজন্য জিপ কোডগুলোও কাছাকাছি সংখ্যার হওয়াটাই স্বাভাবিক।"

"আর?"

"ওটা চেক করে আমি হিট লাগাতে পেরেছি। জার্নাল অফ নিউরোফিজিওলজির জিপকোড এবং ফিজিকা স্ক্রিপ্টা ও ইকারাস এর জিপকোড—এদুটোর মধ্যে সামঞ্জস্যতা চোখে পড়েছে আমার। ম্যাগাজিনগুলো

BanglaBook.org

দুটো ভিন্ন নামে সাবস্ক্রাইব করা, আর মানি অর্ডার দিয়ে পেমেন্ট করা হয়ে থাকে।”

“ইকারাসটা আবার কি?”

“এটা সোলার সিস্টেম স্টাডি নিয়ে লেখা একটা ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল। বিশ বছর আগে লেকটার এই জার্নালের চার্টার সাবস্ক্রাইবার ছিল। আর তার মেইলড্রপগুলো বাল্টিমোরে। মাসের দশ তারিখে তারা জার্নাল ডেলিভারি দিয়ে থাকে।

এক মিনিট আগে আরেকটা তথ্য আমার হাতে এসেছে। একটা ওয়াইন বটল বিক্রির ব্যাপারে নোটিশ পেয়েছি আমি। নামটা অদ্ভুত, শ্যাতোঁ...কি জানি...ইয়াকাম, মনে হয়।”

“হুম। শ্যাতোঁ ই-কিম। কি হয়েছে?”

“অ্যানাপলিসের দামি একটা ওয়াইন স্টোর থেকে কল পেয়েছি আমি। আমি ওয়াইনের পুরো বায়োডাটা চেক করতে গিয়ে তব্দা খেয়ে গেলাম। স্টারলিং যেসব বার্থডেটের ওপর স্পেশাল নজর রাখতে বলে ছিল, তাদের একটার সাথে তা ম্যাচ করে গিয়েছে। সেই ডেট আর কারো নয়, স্টারলিংয়ের নিজের।

তার জন্মের বছরেই তারা প্রথম এই ওয়াইনটা বানানো শুরু করে। এর জন্য ৩২৫ ডলার ক্যাশ পেমেন্ট করে আমাদের সাবজেক্ট এবং...”

“খবরটা তোমার কাছে এসেছে স্টারলিংয়ের সাথে কথা বলার আগে না পরে?”

“কথা বলার পরে। এই তো, মাত্র এক মিনিট আগে।”

“তার মানে, স্টারলিং এখনও জানে না।”

“না, আমি তাকে জানাতে...”

“তুমি কি বলতে চাচ্ছ, একটা মাত্র বটল কেনার পরই স্টোরম্যান তোমাকে ফোন দেয়?”

“হ্যা, স্যার। স্টারলিং আগে থেকে তাদের জানিয়ে রেখেছিল। ইস্ট কোস্টে এই ওয়াইনের মাত্র তিনটা বটলই ছিল, এবং সে এ তিন বোতল যেখানে যেখানে আছে সেসব জায়গায়ই খোঁজ করে তাদের সেল রিপোর্ট দিতে বলে রেখেছে। এর জন্য তাকে আপনার তারিফ করতেই হবে।”

“কে কিনেছে এটা–দেখতে কেমন সে?”

“শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, মাঝারি উচ্চতার, মুখে দাঁড়ি আছে। গায়ে মোটা কাপড়ের জামা পরে ছিল সে।”

BanglaBook.org

"ওয়াইন স্টোরটাতে কোন সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগানো ছিল?"

"জি, স্যার। সর্বপ্রথম আমি এটাই জিজ্ঞেস করি। আমি বলেছি, টেপটা নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা লোক পাঠাব। এখনও কাউকে পাঠাইনি আমি।

ওয়াইন স্টোরের ক্লার্ক বুলেটিনটা পড়েনি, কিন্তু তারপরেও সে তার বসকে জানায়, কারণ এই ওয়াইন আগে কাউকে কখনও কিনতে দেখা যায়নি। তাই এর বিক্রি হওয়াটা ক্লার্ক লোকটার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে। স্টোরটার মালিক লোকটাকে দেখার জন্য দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসে। সে আমাদের বলেছে, ওটাই সম্ভবত সেই লোক, যে একটা পুরনো পিকআপ ট্রাক চালিয়ে চলে যাচ্ছিল। ট্রাকটা ধূসর বর্ণের, এবং পেছনে ভাইজ লাগানো। যদি এটা লেকটার হয়ে থাকে, তাহলে সে নিশ্চয়ই ওয়াইনের বটলটা স্টারলিংয়ের কাছে পাঠাতে চাইবে। তাকে অ্যালার্ট করে দেয়া উচিত।"

"না।"ক্রেন্ডলার বলল। "তাকে বলবে না।"

"আমি ভিক্যাপ বুলেটিন বোর্ড এবং লেকটার ফাইলে কি এ নতুন তথ্য সংযোজন করতে পারবো?"

"না।" ক্রেন্ডলার বলল, তার মাথায় দ্রুত চিন্তার ঝড় বইছে।

"কোয়েস্তুরা থেকে লেকটারের কম্পিউটারের ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছো?"

"না, স্যার।"

"তাহলে ভিক্যাপ-এ কিছু পোস্ট করা যাবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত না হচ্ছি যে লেকটার নিজে এই পোস্ট পড়ছে না। তার কাছে কিন্তু পাজ্জির একসেস কোড আছে, সে সহজেই ভিক্যাপ ফোল্ডারে এন্ট্রি করতে পারবে।

অথবা স্টারলিং নিজেও তা পড়ে লেকটারকে জানিয়ে দিতে পারে, যেমনটা সে ফ্লোরেন্সের ঘটনাটার সময় করেছিল।"

"ওহ, হ্যা। বুঝতে পেরেছি।

অ্যানাপলিসের ফেডারেল অফিসার টেপটা আনতে পারবে।"

"সেটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।"

পিকফোর্ড ওয়াইন স্টোরের ঠিকনাটা বলল ক্রেন্ডলারকে।

"সাবস্ক্রিপশনের ব্যাপারটা নজরে রাখতে থাক।" ক্রেন্ডলার নির্দেশনা দিতে লাগল। "ক্রফোর্ড যখন অফিসে আসবে তখন তার সাথে এ নিয়ে কথা বলতে পারো তুমি। দশ তারিখের পর সে মেইলড্রপগুলো কাভার করার সব বন্দোবস্ত করবে।"

BanglaBook.org

ম্যাসনের নাম্বারে ফোন করল ক্রেন্ডলার। এর কতক্ষণ পরেই তার জর্জটাউনের বাড়ি থেকে দৌড়াতে শুরু করল সে। রক ক্রিক পার্কে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না তার।

চারপাশের আঁধারের মধ্যে তার সাদা নাইক হেডব্যান্ড, সাদা নাইক শু এবং নাইক রানিং স্যুটের গায়ে থাকা সাদা স্ট্রাইপ শুধু দেখা যাচ্ছে।

আধঘণ্টা পর হেলিকপ্টারের ব্লেডের শব্দ শুনতে পেল সে, ততক্ষণে চিড়িয়াখানার কাছে থাকা ল্যান্ডিং প্যাডের কাছে পৌছে গেছে। ঘুরতে থাকা প্রোপেলার ব্লেডের নিচ দিয়ে সে তার দৌড় না থামিয়েই এক লাফে হেলিকপ্টারের ভেতর ঢুকে পড়ল।

জেট হেলিকপ্টারে ভ্রমণ তাকে রোমাঞ্চিত করে। এই শহর, আলোয় ঘেরা ভাস্কর্য–সবকিছু পেছনে ফেলে যেতে লাগল সে। এয়ারক্র্যাফট তাকে নিয়ে যাচ্ছে অ্যানাপলিসের দিকে–ম্যাসনের কাছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭৬

"তুমি কি ঐ বালের ব্যাপাটাতে মনোযোগ দেবে, কর্ডেল?"

ম্যাসনের গম্ভীর রেডিও ভয়েস থেকে বের হওয়া 'মনোযোগ' আর 'বালের ব্যাপার' শুনতে অনেকটা 'অনোযোগ' আর 'আলের অ্যাপার'-এর মত লাগল। অন্ধকার অংশে ম্যাসনের পাশে ক্রেন্ডলার দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে ওপরে বসানো মনিটর ভালো করে দেখা যায়। ম্যাসনের রুমের উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য তার রানিং স্যুট সে খুলে দুই হাতা দিয়ে কোমরের সাথে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে। এখন তার পরনে একটা প্রিন্সটন টি-শার্ট। অ্যাকুরিয়ামের আলোয় তার হেডব্যান্ড এবং শু জ্বলজ্বল করে উঠল।

মার্গটের মতে, ক্রেন্ডলারের কাঁধদুটোতে কোন শক্তি নেই। আজ এখানে আসার পর এখন পর্যন্ত তার সাথে মার্গটের কোন বাক্যালাপ হয়নি।

লিক্যুওর স্টোরের সিকিউরিটি ক্যামেরার কোনো কপি কিংবা টাইম কাউন্টার নেই। কর্ডেল আজকের দিনের পুরো রেকর্ড ফরোয়ার্ড-ব্যাকওয়ার্ড করে সেই স্টোরে কিনতে আসা প্রতিটা কাস্টমারকে পর্যবেক্ষণ করছে। আর এ সময়টুকু ম্যাসন চরম বিরক্তির সাথে কাটাচ্ছে।

"তুমি যখন লিক্যুওর স্টোরে রানিং স্যুট পরে গেলে, তখন তাদের তুমি কি বলেছিলে, ক্রেন্ডলার? তুমি কি বলেছিলে, তুমি এইমাত্র স্পেশাল অলিম্পিকস খেলে এসেছো?"

ক্রেন্ডলারের অ্যাকাউন্টে অ্যামাউন্ট ট্রান্সফার শুরু হওয়ার পর থেকে ম্যাসনের মধ্যে ক্রেন্ডলারকে খোঁচা মেরে কথা বলার প্রবণতা বেড়ে গেছে।

কারোর সাথে যতক্ষণ নিজের স্বার্থ জড়িত, ততক্ষণ সে মানুষের করা অশ্রদ্ধা, খোঁচা আমলে নেয় না ক্রেন্ডলার। "আমি বলেছি, আমি আন্তরিকভাবে আছি। স্টারলিংকে সামলানোর জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন আপনি?"

"মার্গট, এ সম্পর্কে একটু আলোকপাত কর।"

পরবর্তি খোঁচা মারার জন্য ম্যাসন নিজেকে প্রস্তুত করছে।

"শিকাগোতে আমাদের সিকিউরিটি থেকে বারোজনকে সিলেক্ট করেছি আমরা। এখন তারা ওয়াশিংটনে। মোট তিনটা দল থাকবে। এই বারোজনের মধ্যে স্টেট অফ ইলিনয়ের তিনজন ডেপুটিও আছে। প্রত্যেক দলে একজন করে ডেপুটি থাকবে। ড. লেকটারকে ধরে ফেলার সময় যদি পুলিশের মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে তারা বলবে–তারা লেকটারকে চিনতে পেরেছে, এবং তাকে গ্রেফতার করার অধিকার একজন ডেপুটির আছে...ব্লা ব্লা...যে

BanglaBook.org

দলই টার্গেটকে ধরতে পারুক না কেন, কার্লোর কাছে তাকে সোপর্দ করা হবে। এরপর তারা শিকাগোতে চলে যাবে, এরকম নির্দেশনাই তাদের দেয়া হয়েছে।"

টেপটা চলতে শুরু করেছে।

"দাঁড়াও, কর্ডেল...ত্রিশ সেকেন্ড পেছনে নিয়ে যাও," ম্যাসন বলল। "এটা দেখ।"

লিক্যুওর স্টোর ক্যামেরা সামনের দরজা থেকে ক্যাশ রেজিস্ট্রার পর্যন্ত জায়গাটা কভার করছে।

ভিডিওটেপের ঝাপসা ছবিতে দেখা যাচ্ছে–বিলক্যাপ পরা একটা লোক লাম্বার জ্যাকেট এবং দস্তানা পরে ভেতরে ঢুকল। গোঁফ দেখা যাচ্ছে তার, চোখে সানগ্লাস। ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে সে দাঁড়াল, এবং সতর্কভাবে স্টোরগেট বন্ধ করল।

সে কি জন্য এখানে এসেছে ক্লার্ককে তা বোঝাতেই লোকটার এক মিনিট লেগে গেল। ক্লার্কের পিছুপিছু ওয়াইন র‍্যাকের দিকে চলে গেল লোকটা।

তিন মিনিট অতিক্রান্ত হলো। অতঃপর ক্যামেরা রেঞ্জের মধ্যে ফিরে এল তারা। বটলের ওপর জমে থাকা ধুলো মুছে র‍্যাপিং প্যাড দিয়ে বটলটা মুড়ে দিল ক্লার্ক। এরপর একটা ব্যাগে ঢুকিয়ে তা লোকটার হাতে দিল। ক্যাশ পেমেন্ট করার জন্য কাস্টমার কেবল তার ডান হাতের দস্তানাটা খুলল। ক্লার্কের মুখ নড়ে উঠল, ব্যাগ হাতে থাকা লোকটা স্থান ত্যাগ করার সময় বিদায় সম্ভাষণ জানাল সে।

কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়েই ক্যামেরার সামনে ক্লার্কের দায়িত্বে থাকা লোকটা কাউকে ফোন করল। মোটাসোটা এক লোকের আবির্ভাব হলো, লোকটা তড়িঘড়ি করে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

"এই লোকটাই স্টোরের মালিক, যে কিনা ট্রাকটাকে দেখেছে।"

"কর্ডেল, তুমি টেপটা কপি করে কাস্টমারের মাথাটা জুম করতে পারবে?"

"এক সেকেন্ড অপেক্ষা করুন, মি. ভার্জার। পিকচার ঘোলা আসবে।"

"জুম কর।"

"বাম হাতের দস্তানা সে খোলেনি।" ম্যাসন বলল। "যে এক্সরের পেছনে আমি টাকা ঢেলেছিলাম তা আমাকে সম্ভবত ধোঁকা দিয়েছে। আমাকে ভুল এক্সরে দেয়া হয়েছে।"

"পাজ্জি বলেছিল, তার হাতে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, সে তার অতিরিক্ত আঙুল ফেলে দিয়েছে," ক্রেন্ডলার বলল।

"কার কথা বিশ্বাস করা উচিত আমি আসলে জানি না। তুমি তাকে

BanglaBook.org

দেখেছিলে, মার্গট। তোমার কি মনে হয়? ঐ লোকটাই কি লেকটার?"

"আঠার বছর হয়ে গেছে," মার্গট জবাব দিল। "তার সাথে মাত্র তিনটা সেশন আমি অ্যাটেন্ড করেছিলাম। যখন আমি ঢুকতাম, তখন সে তার ডেস্কের পেছনে বসা অবস্থায় থেকে উঠে দাঁড়াত, রুমের চারদিকে হাঁটাহাঁটিও করত না, একদম স্থির ঐ জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকত। বাকি সবকিছুর চাইতে তার কণ্ঠস্বরটাই শুধু আমার স্পষ্ট মনে আছে।"

ইন্টারকমে কর্ডেলের স্বর ভেসে আসল। "মি. ভার্জার, কার্লো চলে এসেছে।"

কার্লোর শরীর থেকে শূকরের গন্ধ আসবেই। তার হ্যাটটা বুকের ওপর রেখে সে রুমে প্রবেশ করল। কার্লোর মাথা থেকে আসা বোর-সসেজের গন্ধে ক্রেন্ডলারের নাকের বারোটা বেজে গেছে, বহুকষ্টে সে নিজেকে সামলাল। অন্য সময় হলে তার মুখে স্ট্যাগ টুথ থাকতই, কিন্তু আজ রুমে থাকা লোকগুলোর প্রতি সমীহ প্রকাশের জন্যই সারদিনিয়ান কিডন্যাপারটা আজ চাবানোর জন্য হরিণের দাঁত মুখে পুরেনি।

"কার্লো, এদিকে তাকাও। কর্ডেল, টেপটা ব্যাকে নিয়ে যাও। দরজা দিয়ে লোকটা ঢুকছে, এখান থেকে শুরু কর আবার।"

"এটাই সেই কুত্তার বাচ্চা।" স্ক্রিনে সাবজেক্ট চার কদম সামনে আগাতে না আগাতেই কার্লো বলে বসল। "তার দাঁড়ি নতুন গজিয়েছে, কিন্তু তার হাঁটার ধরণ ঠিক স্ক্রিনের লোকটার মতই।"

"ফিরেঞ্জে তে তুমি তার হাত লক্ষ্য করেছিলে, কার্লো?"

"হুম।"

"বামহাতে পাঁচটা আঙুল ছিল, নাকি ছয়টা?"

"...পাঁচটা।"

"তোমার মধ্যে সংশয় কাজ করছে।"

"পাঁচকে ইংরেজিতে কি বলে সেটাই ভাবছিলাম আমি। পাঁচটাই ছিল, আমি নিশ্চিত।"

ম্যাসন তার বের হয়ে থাকা দাঁত দেখাল, হাসার চেষ্টা করল সে। "তার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। সে এটাই বোঝাতে চেয়েছে যে, তার এখনও ছয়টা আঙুলই আছে। সবাই ভাববে তা ঢাকার জন্যই সে দস্তানা পরেছে।"

কার্লোর শারীরিক দুর্গন্ধ খুব সম্ভবত এরিয়েশন পাম্পের মাধ্যমে অ্যাকুরিয়ামের পানিতে মিশে গেছে। ঈলমাছটা বের হয়ে এল, চরকির মত ঘুরতে লাগল সে। নিঃশ্বাস নেয়ার সময় তার দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে।

"কার্লো, আমার মনে হয় আমরা দ্রুতই আমাদের কাজ শেষ করতে পারবো।" ম্যাসন বলল। "আমার প্রথম টিমে তুমি, পিয়েরো আর টমাসো

BanglaBook.org

থাকবে। যদিও সে ফ্লোরেন্সে তোমাদের চোখ ফাঁকি দিতে পেরেছিল, কিন্তু তোমাদের ওপর আমার আস্থা আছে। ক্লারিস স্টারলিংকে নজরদারি করার দায়িত্ব তোমাদের ওপর দিলাম আমি, তার জন্মদিনের আগের দিন, জন্মের দিন এবং জন্মের পরের দিন–এই তিনদিন তার ওপর নজর রাখবে। প্রত্যেক দিন ক্লারিস রাতে তার বাসায় ঘুমিয়ে পড়ার পরই তোমাদের ডিউটি শেষ হবে। তোমাকে একটা ভ্যান আর একটা ড্রাইভার দেয়া হবে।"

"স্যার, আমি ডক্টরের সাথে কিছুটা ব্যক্তিগত সময় কাটাতে চাই, আমার ভাই মাত্তিওর জন্য। আপনি বলেছিলেন আমি সেই সুযোগটা পাব।"

মৃত ভাইয়ের নাম মুখে আনায় কার্লো তার বুকে ক্রস আঁকল।

"আমি তোমার অনুভূতি পুরোপুরি বুঝতে পারছি, কার্লো। কার্লো, আমার তোমার জন্য অনেক খারাপ লাগা কাজ করছে। ড. লেকটারকে আমি খতম করবো, তবে সেটা দুইধাপে। প্রথম ধাপ–সন্ধ্যায় শূয়োরগুলোকে দিয়ে আমি তার পা শরীর থেকে আলাদা করে ফেলব। বেড়াজালের পেছন থেকে তা দেখবো আমি। আর এই প্রথম ধাপটা সম্পন্ন করার জন্য আমি তাকে সুস্থ সবল অবস্থায় পেতে চাই। তার মাথায় কোন আঘাত, কোন ভাঙা হাড় কিংবা চোখের কোন ক্ষতি–এমন কিছু হোক তা আমি চাই না। ফার্স্ট স্টেপ কমপ্লিট করার পর সে সারারাত ধরে অপেক্ষা করবে, পা হীন অবস্থায়। তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলবো আমি। এরপর সেকেন্ড স্টেপ শুরুর আগে একঘন্টা তোমার জন্য বরাদ্দ থাকবে। তার একটা চোখ যেন অক্ষত অবস্থায় থাকে, এবং সে যেন সম্পূর্ণ সজাগ থাকে, যাতে প্রাণিগুলো তাকে খাওয়ার জন্য এগিয়ে আসছে–এই রোমহর্ষক দৃশ্য যেন সে দেখতে পায়। যখন তারা লেকটারের মাংস খেতে থাকবে তখন তাদের চেহারা আমি দেখতে চাই।

যদি তুমি তার বাকি অঙ্গগুলো তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাও, করতে পারো। সেটা আমি সম্পূর্ণ তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু সেক্ষেত্রে তার রক্তপাত বন্ধ করার জন্য কর্ডেলকে তোমার সথে রাখতে হবে–আমি এই পুরো এক ঘন্টার কর্মকাণ্ড রেকর্ড করতে চাই।"

"খোঁয়াড়ে প্রথম বসাতেই যদি অধিক রক্তক্ষরণ হয়ে সে মারা যায় তখন?"

"সে মরবে না। সারারাত যখন সে দ্বিতীয় আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করবে তখনও সে মরবে না। সে অপেক্ষা করবে তার চূড়ান্ত পরিণতির জন্য, যখন তার পা দুটো গায়েব হয়ে যাবে। সে ফ্যালফ্যাল করে সেদিকে চেয়ে থাকবে। তার বডি ফ্লুইড যেন কমে না যায় তা দেখবে কর্ডেল। তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বডি ফ্লুইড ঠিক রাখতে হবে। এক কিংবা দুটো আইভি রুট দিয়ে তাকে সারারাত ফ্লুইড সাপ্লাই দিতে হবে।"

BanglaBook.org

"আর যদি দরকার পড়ে, তাহলে চার জায়গা দিয়ে তরল ঢুকাব আমি।" স্পিকারে কর্ডেল বলে উঠল। "তার পায়ের অবশিষ্টাংশে সুঁই ঢুকাতে পারবো আমি।"

"খোঁয়াড়ে ছুঁড়ে ফেলার আগে তুমি তার আইভি স্যালাইনে থুথু ফেলতে পার, কিংবা প্রস্রাব করতে পার।" ম্যাসন কার্লোকে দরদমাখা কণ্ঠে বলতে লাগল, "তুমি চাইলে তাতে বীর্যস্খলনও করতে পার।"

এই চিন্তা মাথায় আসতেই কার্লোর চেহারা ১০০ ওয়াট বাল্বের মত জ্বলে উঠল। তারপর পেটানো শরীরের মাদামের কথা মনে পড়ে গেল তার, যে এই মুহূর্তে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, স্যার। তাকে সরাসরি মরতে দেখতে আসবেন আপনি?"

"আমি ঠিক জানি না কার্লো। গোলাঘরের ময়লা আবর্জনা আমার শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য ভালো নয়। ভিডিওতে দেখেই আমার মন ভরাতে হবে বোধ হয়। আমার কাছে একটা শূকর নিয়ে আসতে পারবে? আমি একটু হাত বুলিয়ে দিতাম।"

"এই রুমে, স্যার?"

"না। কিছুক্ষণ পর তারা আমাকে নিচে নিয়ে যাবে, পাওয়ার প্যাক রুমে। সেখানে নিয়ে এসো।"

"স্যার, তাদের ঘুম পাড়াতে হবে আমার," অনিশ্চিতভাবে কার্লো বলল।

"একটা শূকরী নিয়ে আস তাহলে। এলিভেটরের পাশে লনে নিয়ে আসবে তাকে। তুমি ততক্ষণ ঘাসের ওপর ফর্কলিফটটা চালাতে পারবে।"

"কাজটা কি তুমি শুধু ভ্যান দিয়েই করতে পারবে, নাকি এর সাথে একটা ক্র্যাশ কারও লাগবে?" ক্রেন্ডলার জিজ্ঞেস করল।

"কার্লো?"

"একটা ভ্যানই যথেষ্ট। সাথে ড্রাইভ করার জন্য একজন ডেপুটি লাগবে আমার।"

"আমার কাছে আপনাদের জন্য একটা উপহার আছে।"ক্রেন্ডলার ম্যাসনের উদ্দেশ্যে বলল। "লাইটটা কি জ্বালানো যেতে পারে?"

রিওস্ট্যাটটা টেবিল থেকে সরিয়ে ফেলল মার্গট, আর সে জায়গায় ফ্রুট বোলের পাশে ক্রেন্ডলার তার ব্যাকপ্যাকটা রাখল। কটন গ্লাভস পরে সে ব্যাগ থেকে ছোট একটা মনিটর বের করল, যার সাথে অ্যান্টেনা লাগানো। তারপর একে একে একটা মাউন্টিং ব্র্যাকেট, এক্সটারনাল হার্ডড্রাইভ আর রিচার্জেবল ব্যাটারি প্যাক বেরিয়ে এল ব্যাগ থেকে।

"স্টারলিংকে চোখে চোখে রাখা অনেক কঠিন একটা কাজ, কেননা সে

BanglaBook.org

রাস্তার শেষ মাথায় এক বদ্ধ গলিতে থাকে, যেখান থেকে ওৎ পেতে তার ওপর লক্ষ্য রাখা সম্ভব না। কিন্তু তাকে বেরিয়ে আসতে হবেই–কারণ স্টারলিং একজন এক্সারসাইজ ফ্রিক।" ক্রেন্ডলার বলল।

"যেহেতু সে আর এফবিআই স্টাফ ব্যবহার করতে পারছে না, তাই তাকে একটা প্রাইভেট জিমে নিজের নাম লেখাতেই হবে। বৃহস্পতিবার তার গাড়িকে একটা জিমের পার্কিং লটে দেখতে পাই আমি, এবং তার গাড়ির নিচে একটা বিকন লাগিয়ে দেই। মোটর যখন চলতে থাকে, তখন নিকেল-ক্যাডমিয়ামের তৈরি এই বিকন রিচার্জ হতে থাকে। তাই এর চার্জ কখনও শেষ হবে না। এই সফটওয়্যারটা পার্শ্ববর্তি মোট পাঁচটা স্টেট কভার করবে। আপনাদের মধ্যে এটা কন্ট্রোলের দায়িত্ব কে নিবে?"

"কর্ডেল, এদিকে এস," ম্যাসন বলল।

কর্ডেল এবং মার্গট ক্রেন্ডলারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল, কার্লো দাঁড়িয়ে রইল। তার হ্যাট তাদের নাকসমান উচ্চতায় রাখা।

"এখানে তাকাও।"

ক্রেন্ডলার তার মনিটরের সুইচ অন করে দিল। "এটা অনেকটা কার নেভিগেশন সিস্টেমের মত, স্টারলিংয়ের গাড়ি কোথায় আছে তা এতে দেখা যাবে।"

স্ক্রিনে মেট্রোপলিটন ওয়াশিংটনের পুরো একটা ভিউ পাওয়া গেল। "এখানে জুম কর। অ্যারো পয়েন্টটা দিয়ে এরিয়া বাই এরিয়া চেক করতে পারবে, ওকে? এখন কোন কিছু দেখা যাবে না। স্টারলিংয়ের বিকন থেকে সিগন্যাল পেলেই এই পয়েন্টটা জ্বলে উঠবে, আর একটা বিপ শব্দ শোনা যাবে। গাড়িটা কোথায় আছে সে জায়গাটা জুম করে তখন পুরো লোকেশন সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিতে পারবে।

স্ট্রিটম্যাপ স্কেলে স্টারলিংয়ের বাড়ির আশেপাশের এলাকা দেখা যাচ্ছে। কোন সিগন্যাল এখন পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ আমরা এখন বিকনের রেঞ্জের মধ্যে নেই। তবে ওয়াশিংটন মেট্রো অথবা আর্লিংটন থেকে তুমি খুব সহজেই সিগন্যাল ক্যাচ করতে পারবে। নতুন তৈরি করা হেলিকপ্টারে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা এই ডিভাইসটা আপনার সুবিধার জন্য নিয়ে এসেছি আমি।

ভ্যানের এসি প্লাগের জন্য কনভার্টার এখানে রাখা আছে। একটা ব্যাপার, এই ডিভাইসটা কোন ভুল মানুষের হাতে যেন না পড়ে সেই গ্যারান্টি আমাকে দিতে হবে। আমি সমস্যায় পড়ে যেতে পারি, যেহেতু এটা এখনও স্পাই শপে এভেইলেবল হয়নি। বুঝতে পেরেছ?"

"তুমি বুঝতে পেরেছ, মার্গট?" ম্যাসন বলল। "কর্ডেল, তুমি পেরেছ? মগলিকে ড্রাইভ করার জন্য ডেকে আনো, তাকে ব্রিফ করো।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭৭

নিউমেটিক রাইফেলের একটা বিশেষত্ব হলো,ভ্যানের ভেতরে মাজল রেখে কোন শব্দ ছাড়াই ফায়ার করা যায়। গাড়ির জানালার বাইরে মাজল বের করার কোন প্রয়োজন নেই, সাধারণ জনগণের চোখের আড়ালে থেকেই কাজ সেরে চুপিসারে কেটে পড়া যাবে।

তাদের প্ল্যানটা অনেকটা এরকম :

জানালাটা কয়েক ইঞ্চি খুলে হাইপোডার্মিক বুলেট ছুঁড়ে মারা হবে, সেই বুলেটে পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যাসেপ্রোমাজাইন আছে যা ড. লেকটারের পিঠ কিংবা নিতম্বের মাংসে গিয়ে আঘাত করবে।

অস্ত্রের মাজলের ক্র্যাক করে মৃদু শব্দ হবে, অনেকটা গাছের ডাল ভাঙলে যেমন শব্দ হয় তেমন। বন্দুকের গর্জন কিংবা সাবসোনিক মিসাইলের বিকট শব্দ-এরকম কিছুই হবে না।

বুলেট লাগার পর ড. লেকটার যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে, তখন সাদা পোশাক পরে থাকা পিয়েরো আর টমাসো তাকে ভ্যানে তুলে নিবে, আশেপাশের পথচারিদের আশ্বস্ত করবে যে, তারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। দুজনের মধ্যে টমাসোর ইংরেজি বলার দক্ষতা ভালো, সেমিনারে অ্যাটেন্ড করে করে এ গুণ সে রপ্ত করেছে, একমাত্র হসপিটালের 'হ' উচ্চারণ করতে গিয়েই তার জান বের হয়ে যায়।

ড. লেকটারকে ধরার সম্ভাব্য সময়সূচি ইতালিয়ানদের জানিয়ে দিয়েছে ম্যাসন। ফ্লোরেন্সের মিশনে যদিও তারা ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু মানুষ অপহরণ এবং ড. লেকটারকে জীবিত ধরে আনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে যোগ্য লোক তারাই।

এই মিশনে ট্রানকুইলাইজার রাইফেল ছাড়া কেবল একটামাত্র গান নেয়ার পারমিশন দিয়েছে ম্যাসন। আর সেই অস্ত্র ডেপুটি জনি মগলির কাছে আছে, যে বর্তমানে ড্রাইভারের ভূমিকা পালন করছে। ভার্জারদের অনুগত জনি মগলির আরেকটা পরিচয় হলো,সে ইলিনয়ের অফ ডিউটিতে থাকা একজন ডেপুটি শেরিফ। ইতালিয়ান পরিবেশে বেড়ে ওঠা মগলির খুনের রেকর্ড আছে। তার খুনের বৈশিষ্ট্য হলো-সে তার ভিক্টিমকে খুন করার আগে তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করে, এবং তারপর তাকে হত্যা করে।

কার্লো এবং দুই ভাই টমাসো এবং পিয়েরোর কাছে নেট, বিনব্যাগ গান, মেস ছাড়াও বেঁধে রাখার জন্য বেশ কয়েকটা উপকরণ আছে, যা তাদের জন্য যথেষ্ট।

BanglaBook.org

দিনের আলোয় তারা পজিশন নিয়ে নিয়েছে। আর্লিংটনে স্টারলিংয়ের বাড়ি থেকে পাঁচ ব্লক দূরে কমার্শিয়াল স্ট্রিটের একটা হ্যান্ডিক্যাপ স্পটে তাদের ভ্যান পার্ক করা।

ভ্যানের গায়ে লেখা 'সিনিয়র সিটিজেন মেডিক্যাল ট্রান্সপোর্ট'। গ্লাসে লাগানো হ্যান্ডিক্যাপ ট্যাগ এবং বাম্পারে ফলস হ্যান্ডিক্যাপ লাইসেন্স প্লেট ভ্যানের শোভা বাড়িয়েছে। বডি শপ থেকে বাম্পার রিপ্লেসমেন্টের একটা রিসিপ্ট এনে গ্লাভস কম্পার্টমেন্টে রাখা হয়েছে, যাতে করে লাইসেন্স প্লেট নিয়ে পুলিশ সন্দেহ করলে তারা রিসিপ্ট দেখিয়ে গ্যারেজে বাম্পার অদল বদল হয়ে যাওয়ার অজুহাত দেখাতে পারে। ভেহিকল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দুটো সত্যিকারের। ঘুষ দেয়ার জন্য প্রস্তুত করে রাখা ১০০ ডলারের বিলটাও নকল নয়, আসল।

ড্যাশবোর্ডের সাথে আটকানো মনিটরটা সিগারেট লাইটার সকেটের সাথে কানেক্ট করা হয়েছে, তাতে স্টারলিংয়ের আশেপাশের এলাকার স্ট্রিটম্যাপ জ্বলজ্বল করছে। গ্লোবাল পজিশনিং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাদের ভ্যানের সাথে সাথে স্টারলিংয়ের গাড়ির লোকেশনটাও মনিটরে ফুটে উঠেছে। একটা উজ্জ্বল ডট দেখা যাচ্ছে স্টারলিংয়ের বাড়ির সামনে।

নয়টার দিকে কার্লো পিয়েরোকে খাওয়ার অনুমতি দিল।

সাড়ে দশটায় টমাসো খেতে পেল, তাদের দুজনের একই সাথে ভুঁড়ি বাড়ুক, তা কার্লো চায় না–কারণ ধাওয়া করার সময় এই ভরাপেট সমস্যা তৈরি করতে পারে, সেসময় পুরো শরীর অলস হয়ে যায়।

দুপুরের খাওয়াও অল্পের মধ্যে সেরে নিল তারা। বিকেলের দিকে কুলারে স্যান্ডউইচের খোঁজ করছিল টমাসো, ঠিক সেসময় তারা বিপ শব্দ শুনতে পেল।

কার্লোর দুর্গন্ধযুক্ত মাথা মনিটরের দিকে ঘুরে গেল।

"সে কোথাও যাচ্ছে।" বলেই ভ্যান স্টার্ট দিয়ে দিল মগলি।

"মেইনরোডের দিকে রওনা দিয়েছে সে।"

মগলি ট্রাফিক এড়িয়ে সামনে আগাতে থাকল। তিন ব্লক দূর থেকে স্টারলিংকে অনুসরণ করতে লাগল সে, স্টারলিং বুঝতে পারবে না যে, তার পিছু নেয়া হয়েছে।

মগলি নিজেও খেয়াল করল না, স্টারলিং থেকে এক ব্লক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা পুরনো ধূসর পিকআপও রাস্তায় নেমেছে। তার টেইলগেটে একটা ক্রিসমাস ট্রি ঝুলে আছে।

স্টারলিং যে কয়েকটা কাজ করে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে, তাদের মধ্যে মাস্টাং ড্রাইভ করা অন্যতম। তার গাড়িতে কোন অ্যান্টিলক ব্রেকিং সিস্টেম

BanglaBook.org

কিংবা ট্র্যাকশন কন্ট্রোলের বালাই নেই। শীতের রাস্তায় চালানোর জন্য যথেষ্ট আরামদায়ক তার এই মাস্টাং। যখন রাস্তা ক্লিয়ার থাকে, তখন ভিএইট ইঞ্জিনটাকে সেকেন্ড গিয়ারে তুলে দিয়ে পাইপ মিউজিক শুনতে থাকে সে।

ওয়ার্ল্ড ক্লাস কুপনার হিসেবে পরিচিত ম্যাপ স্টারলিংয়ের হাতে গ্রোসারি লিস্টের সাথে এক গাদা ডিসকাউন্ট কুপন ধরিয়ে দিয়েছে। সে এবং স্টারলিং হ্যাম, পট রোস্ট এবং দুটো ক্যাসেরোল বানানোর দায়িত্ব নিয়েছে, বাকিরা টার্কির মাংস নিয়ে আসবে।

তার জন্মদিন উপলক্ষে একটা হলিডে ডিনারের আয়োজন করা নিয়ে স্টারলিংয়ের এত মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু স্টারলিংয়ের দুঃসময়ে ম্যাপ এবং আরও কয়েকজন অল্প পরিচিত ফিমেল এজেন্ট যেভাবে তাকে সাপোর্ট দিয়েছে, তাতে ডিনারে সবাইকে দাওয়াত দেয়া উচিত বলে তার মনে হলো।

ইনটেনসিভ কেয়ারে জ্যাক ক্রফোর্ডকে দেখতে যেতে কিংবা কল করার সুযোগ পায়নি সে। নার্সিং স্টেশনে তার জন্য একটা নোট রেখে যায় স্টারলিং। নোটে কুকুরের হাস্যকর কয়েকটা ছবি, এবং সবচেয়ে কমশব্দে লেখা কিছু কথা জায়গা পেয়েছে।

স্টারলিং তার যন্ত্রণা ভুলতে মাস্টাংয়ের ওপর নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চাইল, ডাবল ক্লাচিং, ডাউনশিফটিং সব ট্রাই করল সে। ইঞ্জিন কমপ্রেশন ব্যবহার করে গতি কমিয়ে সেফওয়ে সুপারমার্কেট পার্কিং লটে মোড় নিল সে। ব্রেক বাটন প্রেস করল, পেছনে থাকা ব্রেকলাইট ঝলক দিয়ে উঠল।

পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করার জন্য তাকে চারবার রাউন্ড দিতে হল, অবশেষে সে একটা পার্কিং প্লেস খালি দেখতে পেল যা কিনা একটা গ্রোসারি কার্ট দিয়ে ব্লক করে রাখা হয়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে সে কার্টটা সরাল। অতঃপর পার্ক করা শেষে যখন সে নামল গাড়ি থেকে, ততক্ষণে কার্টটা উধাও হয়ে গেছে।

দরজার কাছাকাছি আরেকটা গ্রোসারি কার্ট পেয়ে গেল সে, ওটা নিয়ে সে গ্রোসারি স্টোরে ঢুকল।

মগলি মনিটর স্ক্রিনে স্টারলিংয়ের গাড়িটাকে থেমে যেতে দেখল, সামনে তাকাল সে। ডানদিকে সেফওয়ে সুপারমার্কেট চোখে পড়ল।

"গ্রোসারি স্টোরে ঢুকেছে সে।"

মোড় নিয়ে পার্কিং লটে ঢুকল সে, কয়েক সেকেন্ড পর স্টারলিংয়ের গাড়িটা চোখে পড়ল তার। এক মহিলাকে দেখল দরজার দিকে একটা কার্ট নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

কার্লো চোখে গ্লাস লাগিয়ে তার দিকে তাকাল, "এটাই স্টারলিং, ছবিতে যেরকম দেখেছিলাম ঠিক সেরকমই লাগছে।"

BanglaBook.org

পিয়েরোর দিকে গ্লাস এগিয়ে দিল সে।

"তার একটা ছবি তুলতে চাই আমি।" পিয়েরো বলল। "জুম করছি।"

মাস্টাং বরাবর যে পার্কিং লেন সামনে এগিয়ে গেছে, সেখানে একটা হ্যান্ডিক্যাপ পার্কিং স্পেস দেখা যাচ্ছে। মগলি হ্যান্ডিক্যাপ প্লেট লাগানো একটা বিশাল লিঙ্কন কারকে পাশ কাটিয়ে সেখানে পার্ক করল। লিঙ্কনের ড্রাইভার হর্ন বাজাল, রেগে গেছে সে।

ভ্যানের ব্যাক উইন্ডো দিয়ে তারা স্টারলিংয়ের গাড়ির দিকে নজর রাখল।

আমেরিকান গাড়ি দেখে অভ্যস্ত হওয়ায় ট্রাকটা প্রথম মগলির চোখে পড়ল। লটের শেষভাগে পার্কিং প্লেসে সেটা রাখা। পিকআপটার টেইলগেটটাই সে এখন দেখতে পাচ্ছে।

কার্লোর দিকে তাকিয়ে সে ট্রাকের দিকে আঙুল তুলে ধরল, "টেইলগেটে একটা ভাইজ দেখা যাচ্ছে না? লিক্যুওর স্টোরের লোকটা এই ভাইজ এর কথাই বলেছিল। গ্লাস দিয়ে দেখ তো ঠিকমত, আমি এই বালের গাছটার জন্য দেখতে পাচ্ছি না।"

"হ্যা, এটাই। ভেতরে কেউ নেই।"

"আমরা কি তাকে স্টোরে কাভার করবো?"

টমাসো সাধারণত কার্লোকে খুব একটা প্রশ্ন করে না।

"না। যদি লেকটার কিছু করতে চায় তবে এখানেই করবে, স্টোরে কিছু করবে না সে।" কার্লো বলল।

কুপন দেখে প্রথমে ডেইরি প্রোডাক্টগুলো খুঁজল স্টারলিং ক্যাসারোল তৈরি করার জন্য পনির এবং কয়েকটা রোল নিয়ে নিল সে। মিট কাউন্টারে দাঁড়ানোর সময় তার মনে পড়ল, সে মাখন নিতে ভুলে গেছে। কার্ট রেখে ডেইরি কাউন্টারে ফিরে গেল সে।

যখন সে ফিরে এল, তখন তার বাস্কেট গায়েব হয়ে গেছে। কেউ তার নেয়া জিনিসগুলো উঠিয়ে কাছের একটা শেলফে রেখে দিয়েছে, আর কুপন এবং লিস্টটা নিয়ে গেছে তারা।

"গড ড্যাম ইট।" মেজাজ সপ্তমে উঠে গেছে তার। এদিক ওদিক খুঁজতে লাগল সে।

কেউ কুপনের কোন স্তূপ পড়ে থাকতে দেখেনি। বড় বড় কয়েকটা শ্বাস নিল সে। যদি তারা কুপনের সাথে থাকা লিস্টটা লাগিয়ে থাকে তাহলে ক্যাশ রেজিস্ট্রারের কাছে দাঁড়িয়ে সে তার লিস্টটা দেখতে পারবে। তার আজকের দিনটাই খারাপ।

রেজিস্ট্রারের কাছে কোন খালি গ্রোসারি কার্ট পেল না সে। পার্কিং লটের দিকে এগিয়ে গেল, কোন বাস্কেট ভাগ্যগুণে সেখানে পেয়েও যেতে পারে।

BanglaBook.org

"পেয়ে গেছি!!"

কার্লো গাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে দ্রুত কদমে তাকে আসতে দেখল।

উটের লোম দিয়ে বানানো ওভারকোট এবং একটা ফেডোরা হ্যাট পরিহিত ডক্টর হ্যানিবাল লেকটারের হাতে একটা গিফট দেখা যাচ্ছে।

"হায় ঈশ্বর! সে স্টারলিংয়ের গাড়ির দিকে যাচ্ছে।"

কার্লোর শিকারি স্বত্তা জেগে উঠল। নিজের প্রতিটা শ্বাস-প্রশ্বাস সে নিয়ন্ত্রণ করছে এখন, গুলি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সে। যে হরিণের দাঁত সে চাবাচ্ছিল, তা কিছুক্ষণের জন্য বাইরে দুই ঠোঁটের মাঝে জায়গা পেল।

ভ্যানের পেছনের জানালা খুলে যাওয়ার কথা থাকলেও তা খোলা হলো না।

"স্টার্ট দাও। গাড়ি ঘুরিয়ে ড্রাইভিং সিট তার সাইডে নিয়ে আসো," কার্লো বলল।

ড. লেকটার মাস্টাংয়ের প্যাসেঞ্জার সাইডে গিয়ে থামল, পরমুহূর্তে মত পাল্টে ড্রাইভারের সাইডে চলে এল সে। সম্ভবত স্টিয়ারিং হুইলের গন্ধ নিঃশ্বাসের সাথে শরীরের অভ্যন্তরে নিতে চায় সে।

চারপাশে তাকিয়ে সে তার হাতার আড়াল থেকে স্লিম জিমটা বের করল।

ভ্যানটা ঘুরিয়ে ঠিক পজিশনে রাখা হয়েছে। কার্লো রাইফেল নিয়ে রেডি। ইলেকট্রিক উইন্ডো বাটনে হাত দিল সে, কিছুই হলো না।

অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠস্বরে কার্লো বলে উঠল, "মগলি, জানালাটা।"

চাইল্ড সেফটি লক হতে পারে। ড. লেকটার জানালার পাশে থাকা ফাটলের মধ্য দিয়ে তার স্লিম জিমটা ঢুকিয়ে স্টারলিংয়ের গাড়ির দরজা খুলে ফেলল, তা দেখে মগলির চোখ বড়বড় হয়ে গেল। কার্লোর ডাক তার কানে পৌছাল না। গাড়ির ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে লেকটার।

মন্ত্র পড়ে কার্লো সাইডডোর খুলে ভ্যানের বাইরে বেরিয়ে এল–রাইফেলটা লেকটারের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।

রাইফেলের ট্রিগার চাপ দেয়ার সাথে সাথে ভ্যান ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল।

সূর্যের আলোয় রাইফেল থেকে বের হওয়া ডার্ট চমক দিয়ে উঠল, থক শব্দ করে ড. লেকটারের কলারের মধ্য দিয়ে ঘাড়ে ঢুকে গেল সেটা।

ড্রাগটা দ্রুত তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। বেকায়দা জায়গায় ডার্ট ঢুকে যাওয়ায় লেকটার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও তার হাঁটু তাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দিল না, হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল সে। তার সাথে থাকা প্যাকেজ পড়ে গেল হাত থেকে, গড়িয়ে তা কারের নিচে চলে গেল। পকেট থেকে একটা নাইফ বের করতে পারল সে, কিন্তু গাড়ির দরজার আড়ালে আটকা পড়ে গেল। ট্রানকুইলাইজারটা তার হাত-পা কে পুরো অবশ করে দিয়েছে। "মিস্কা!!" বলে উঠল সে, এরপরই তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল।

BanglaBoi.org

পিয়েরো এবং টমাসো এ সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। পুরোপুরি দুর্বল হওয়ার পরই তাকে মাটিতে শুইয়ে বেঁধে ফেলল তারা।

*

দিনের দ্বিতীয় গ্রোসারি কার্ট পার্কিং লট থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় স্টারলিং এয়ার রাইফেলের ফায়ারিংয়ের শব্দ শুনতে পেল। আওয়াজ শুনেই সে চিনে ফেলল কি দিয়ে ফায়ারিং করা হয়েছে। রিফ্লেক্সের কারণে সে সাথে সাথে মাথা নিচু করে বসে পড়ল, তার আশেপাশে থাকা লোকজন অন্যমনস্কভাবে এদিক ওদিক হাঁটছে, যেন কিছুই হয়নি। ফায়ারিং করা হয়েছে–এটা কেউ বুঝতেই পারেনি।

কোথা থেকে শব্দটা এসেছে তা বলা মুশকিল। তার কারের ডিরেকশনে তাকাল সে, একটা লোকের পা একটা ভ্যানের ভেতর হারিয়ে যেতে দেখল সে। তার কাছে মনে হলো কাউকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।

অভ্যাসবশত তার কোমরের পাশে হাত দিল, এত বছর ধরে সেখানে থাকা তার পিস্তলটা এখন আর তার সাথে নেই। ভ্যান লক্ষ্য করে দৌড়াতে শুরু করল সে।

লিনকনের বয়স্ক ড্রাইভারটা ফিরে এসেছে। ভ্যানের কারণে ব্লক হয়ে থাকা হ্যান্ডিক্যাপ স্পটে তার গাড়ি পার্ক করার জন্য সে বারবার হর্ন বাজাতে লাগল। স্টারলিংয়ের করা চিৎকার হর্নের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে।

"এফবিআই!! থামো, নয়তো গুলি করবো!!"

ভ্যানের প্লেটের দিকে এক পলক তাকাল সে।

তাকে আসতে দেখে পিয়েরো চলন্ত ভ্যানের ডোর খুলে উবু হয়ে ড. লেকটারের নাইফ দিয়ে স্টারলিংয়ের গাড়ির ড্রাইভিং সাইডের ফ্রন্ট টায়ারের ভাল্‌ভ স্টেম কেটে দিয়ে আবার ভ্যানে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। গোত্তা খেয়ে এক্সিটের দিকে এগিয়ে গেল ভ্যানটা। ভ্যানের প্লেটটা দেখতে পেয়ে একটা গাড়ির হুডে জমে থাকা ধুলোর ওপর আঙুল চালিয়ে সেটা টুকে নিল।

স্টারলিং চাবি বের করে ফেলল। গাড়িতে বসার সময় সে তার টায়ার থেকে বাতাস বের হয়ে যাবার হিসহিস শব্দ শুনতে পেল।

"ধুর।"

ভ্যান টা তার হাতের মুঠো থেকে বের হয়ে যেতে দেখল স্টারলিং।

পাশে থাকা লিনকন কারের দিকে তাকিয়ে হর্ন বাজাল সে। "আপনার কাছে সেলফোন আছে? এফবিআই। দয়া করে বলুন, আপনার কাছে কোন সেলফোন আছে?"

BanglaBook.org

"নোয়েল, গাড়ি স্টার্ট দাও।" গাড়িতে থাকা মহিলাটা বলে উঠল, ড্রাইভারের পায়ে গুঁতো দিল সে। "এটা এক ধরণের চালাকি ছাড়া আর কিছু না। শুধু শুধু এসবের পাল্লায় পড়ো না।"

স্টারলিংকে পাত্তা না দিয়ে লিনকন চলে গেল।

একটা পেফোনের দিকে দৌড় দিল সে। ৯১১-এ কল করল।

সামনের ১৫টা ব্লক পর্যন্ত ডেপুটি মগলি হাইস্পিডে ভ্যান চালিয়ে গেল।

ড. লেকটারের ঘাড় থেকে ডার্টটা বের করে ফেলল কার্লো। ঘাড়ের ফুটো থেকে যখন ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হলো না, তখন সে কিছুটা আশ্বস্ত হলো।চামড়ার নিচে রক্ত জমাট বেঁধে ছোটখাট একটা পিণ্ড তৈরি হয়েছে। শূয়োরের বাচ্চাটার মাংস শূয়োর দিয়ে খাওয়ানোর আগেই সে মরে গেলে সব আয়োজন মাটি হয়ে যাবে।

ভ্যানে কেউ কোন কথা বলল না। শুধু ভারি নিঃশ্বাস এবং ড্যাশবোর্ডের নিচে থাকা পুলিশ স্ক্যানারের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওভারকোট পরা অবস্থায় ড. লেকটার নিচে শুয়ে আছে, হ্যাট না থাকায় মসৃণ মাথাটা দেখা যাচ্ছে তার। কলারে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ, অনেকটা শিকারির খাঁচায় আটকে থাকা রঙ্গিন পাখির মত।

মগলি পার্কিং গ্যারেজে ভ্যান ঢুকিয়ে ফেলল। থার্ড লেভেলে উঠে সে তা থামাল। এরপর নেমে চটপট কাজ শুরু করে দিল, ভ্যানের সাইডে লাগা দাগগুলো মুছল সে, প্লেট চেঞ্জ করে ফেলল।

পুলিশ স্ক্যানারে জারি করা প্রজ্ঞাপন শুনে সে আপন মনে হাসতে লাগল। ৯১১ অপারেটর স্টারলিংয়ের বলা 'গ্রে ভ্যান অর মিনিবাস'কে 'গ্রেহাউন্ড বাস' বলে প্রচার করে তাদের জন্য সুবিধা করে দিয়েছে।

"আমি ছুরিটা দেখেছিলাম। ভয় পেয়ে গেছিলাম এই ভেবে–আসন্ন দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে সে নিজের পেটে তা বসিয়ে দেয় কিনা।" পিয়েরো আর টমাসোকে বলল কার্লো। "পেটে বা গলায় ছুরি চালাতে না পারার জন্য আফসোস থেকে যাবে তার।"

অন্য টায়ারগুলো চেক করতে গিয়ে স্টারলিং গাড়ির নিচে প্যাকেজটা পেল। তনশ ডলার দামের একটা শ্যাতোঁ ডি ইকেম-এর একটা বোতল, সাথে থাকা একটা নোট, যাতে পরিচিত হাতের লেখাটা দেখতে পেল সে হ্যাপি বার্থডে, ক্লারিস।

পুরো ঘটনা তার কাছে জলবৎ তরলং হয়ে গেল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭৮

যেসব নাম্বার তার কাজে লাগে, সেগুলো স্টারলিং সাধারণত তার মেমোরিতে ইন্সটল করে রাখে। তার নিজের ফোন থেকে কল করার জন্য সে কি গাড়ি চালিয়ে দশ ব্লক পরে তার বাসায় আসবে? সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সে–পেফোনের দিকে ছুটে গেল আবার। এক কমবয়সি মহিলার কাছ থেকে আঠালো রিসিভারটা নিয়ে নিল, ক্ষমা প্রার্থনা করে ফোনের গর্তের মধ্যে কয়েন ঢুকাল সে। মহিলাটা বিরক্ত হয়ে গ্রোসারি স্টোরগার্ডের দিকে এগিয়ে গেল, কমপ্লেইন করার জন্য।

ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিস, বাজার্ড পয়েন্টে থাকা রিঅ্যাকটিভ স্কোয়াডে ফোন করল সে।

কয়েকবছর এখানে কাজ করার সুবাদে স্কোয়াডের সবাই স্টারলিংকে চিনে। তারা ফোনটা ক্লিন্ট পিয়ারস্যালের অফিসে রিডাইরেক্ট করে দিল। আরও কয়েকটা কয়েন পেফোনের পেটে চালান করে দিল সে। একই সাথে গ্রোসারি স্টোরের সিকিউরিটি গার্ডকেও তার উদ্দেশ্য বোঝাতে লাগল সে। গার্ড বারবার তার আইডি দেখাতে বলছে।

শেষ পর্যন্ত পিয়ারস্যালের পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেল সে।

"মি. পিয়ারস্যাল, তিনজনকে আমি দেখেছি, সংখ্যাটা চারজনও হতে পারে। তারা পাঁচ মিনিট আগে হ্যানিবাল লেকটারকে সেফওয়ে পার্কিং লট থেকে কিডন্যাপ করেছে। তারা আমার গাড়ির টায়ার পাংচার করে দিয়েছে, তাই ধাওয়া করতে পারিনি আমি।"

"এটা কি সেই বাসের ঘটনাটা? অল পয়েন্ট বুলেটিনে পুলিশ যেটার বর্ণনা দিয়েছে।"

"আমি কোন বাসের ব্যাপারে জানি না। ভেহিকলটা একটা ধূসর ভ্যান, যার বাম্পারে হ্যান্ডিক্যাপ প্লেট লাগানো ছিল।"

স্টারলিং প্লেট নাম্বারটা দিল তাকে।

"তুমি কিভাবে নিশ্চিত হলে যে, কিডন্যাপ হওয়া লোকটা লেকটারই ছিল?"

"সে...আমার জন্যে একটা গিফট রেখে গিয়েছিল। আমার গাড়ির নিচে ছিল সেটা।"

BanglaBook.org

"বুঝেছি..." পিয়ারস্যাল কিছু বলল না, এই নীরবতার সুযোগটাই স্টারলিং নিল।

"মি. পিয়ারস্যাল, আপনি জানেন ম্যাসন ভার্জার এসবের জন্য দায়ি। আর কেউ এই কিডন্যাপিং করবে না। ম্যাসন একজন স্যাডিস্ট। সে ড. লেকটারকে টর্চার করে তিলে তিলে মারার ব্যবস্থা করে রেখেছে, এবং তাকে এই নারকীয় যন্ত্রণা দিয়ে সে তার আর্তনাদ উপভোগ করতে চায়। ভার্জারের সমস্ত গাড়ির ওপর 'বি অন দ্য লুকআউট' অ্যালার্ট জারি করতে পারি আমরা। আর বাল্টিমোরের অ্যাটর্নির মাধ্যমে তার ফার্মের জন্য একটা সার্চ ওয়্যারান্ট বের করতে পারি।"

"স্টারলিং...ফর গডস সেক, স্টারলিং, আমি তোমাকে আবার জিজ্ঞেস করছি, তুমি যা দেখেছো সে ব্যাপারে কি তুমি পুরোপুরি নিশ্চিত? ভেবেচিন্তে বল। তুমি যা যা ভালো কাজ এখানে করেছিলে সেগুলোর শপথ করে বলবে, তোমার বলা কথা কিন্তু তুমি পরে অস্বীকার করতে পারবে না। বল, কি দেখেছিলে তুমি?"

কী বলবো আমি–আমি পাগল নই!!! একজন পাগল সবার আগে একথাটাই বলবে। পিয়ারস্যালের বিশ্বাসের জায়গা থেকে সে কতটা নিচে নেমে গেছে, তা বুঝতে পারল। আর ক্লিন্টের বিশ্বাসের জায়গাটা যে ঠুনকো, তাও বুঝতে সমস্যা হলো না।

"আমি তিন-চারজন লোককে সেফওয়েের পার্কিং লট থেকে একজনকে কিডন্যাপ করতে দেখেছি। ক্রাইম সিনে আমি ডক্টর হ্যানিবাল লেকটারের পক্ষ থেকে আনা একটা উপহার পড়ে থাকতে দেখি, এক বটল শ্যাতোঁ ডি ইকেম ওয়াইন যা আমার বার্থ ইয়ারে তারা বানিয়েছিল। সাথে লেকটারের হ্যান্ডরাইটিংয়ের একটা নোট ছিল। আমি ভ্যানটার বর্ণনা ইতোমধ্যে দিয়ে দিয়েছি। আপনার কাছে রিপোর্ট করছি আমি, ক্লিন্ট পিয়ারস্যাল, স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কম্যান্ড, অ্যাট বাজার্ড'স পয়েন্ট।"

"আমি এটা কিডন্যাপিং কেস হিসেবে এন্ট্রি করছি, স্টারলিং।"

"আমি আসছি বাজার্ড পয়েন্টে। রিঅ্যাকটিভ স্কোয়াডের সাথে ডেপুটি হিসেবে যেতে পারি আমি।"

"আসা লাগবে না, আমি তোমাকে সে অনুমতি দিতে পারবো না।"

পার্কিং লটে আর্লিংটন পুলিশ আসার আগে সে ওখান থেকে বের হতে পারল না। বুলেটিনে পলাতক গাড়িটার ব্যাপারে বলা তথ্য সংশোধন করতে পনের মিনিট সময় লাগল।

BanglaBook.org

লেদার শু পরা স্বাস্থ্যবান এক মহিলা অফিসার তার স্টেটমেন্ট নিল। অফিসারের টিকেটবুক, রেডিও, মেস, গান আর হ্যান্ডকাফ তার নিতম্বের অংশের সাথে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে রাখা। স্টারলিংয়ের প্লেস অভ এমপ্লয়মেন্ট লিখতে গিয়ে অফিসারের হিমশিম খেতে হলো–'এফবিআই' লিখবে নাকি 'কিছু না' লিখবে বুঝতে পারল না সে।

স্টারলিংকে যেসব প্রশ্ন করবে বলে অফিসারটা ভেবে রেখেছিল, সেগুলোর উত্তর প্রশ্ন না শুনেই পটপট করে বলে যাওয়ায় স্টারলিংয়ের ওপর মেজাজ কিছুটা বিগড়ে গেল তার। ডিভাইডারের সাথে গোত্তা খেয়ে ভ্যানটা কাদামাটি এবং স্নো টায়ারের ট্র্যাক রেখে গেছে। স্টারলিং এই ট্র্যাকটা অফিসারকে দেখিয়ে দিল।

তার মনে একটা কথাই বারবার ঘুরপাঁক খেতে লাগল, "আমি তাদের পিছু নিতে পারতাম। আমি তাদের অনুসরণ করতে পারতাম। লিনকনের ড্রাইভারটাকে বের করে দিয়ে আমি গাড়ি ছুটিয়ে তাদের ধরতে পারতাম।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭৯

কিডন্যাপিংয়ের খবর প্রথম ক্রেন্ডলারের কানে আসল। সে তার কয়েকটা সোর্স থেকে খবরটার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ম্যাসনকে একটা সিকিউর ফোন থেকে কল করল।

"স্টারলিং অপহরণটা নিজ চোখে দেখেছে, এই সম্ভাব্য বিপদের কথা আমাদের মাথায় ছিল না। ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসের সাথে যোগাযোগ করেছে সে। আপনার ফার্ম সার্চ করার ওয়্যার‍্যান্টের জন্য সে রিকমেন্ড করেছে।"

"ক্রেন্ডলার..."

ম্যাসন রেসপিরেটরের বাতাসের জন্য অপেক্ষা করছিল, নাকি স্টারলিংয়ের কথা শুনে সে ক্রুদ্ধ হয়ে গেছে–তা ক্রেন্ডলার বলতে পারবে না।

"আমি এর মধ্যেই লোকাল অথোরিটি, শেরিফ এবং ইউএস অ্যাটর্নির অফিসে কমপ্লেইন রেজিস্টার করেছি এবং বলেছি–স্টারলিং আমাকে নানাভাবে হয়রানি করছে। রাতের গভীরে ফোন দিয়ে আমাকে থ্রেট দিচ্ছে এবং অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলছে।"

"সে কি হুমকি দিয়েছিল?"

"অবশ্যই না। কিন্তু সে যে তা করেনি–এটা প্রমাণ করতে পারবে না সে। মাঝখান দিয়ে জল ঘোলা হবে, যাতে আমাদেরই সুবিধা। এভাবেই কাউন্টি এবং স্টেট ওয়্যার‍্যান্ট ক্যান্সেল করাতে পারবো আমি। কিন্তু আমি চাই, তুমি ইউএস অ্যাটর্নিকে কল করে এখানে আসতে বল, তাকে মনে করিয়ে দেবে, কুত্তিটা আমার পেছনে লেগেছে। লোকাল অথোরিটিকে আমি সামলে নিতে পারবো, বিশ্বাস কর।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮০

পুলিশের জেরা থেকে মুক্তি পেয়ে স্টারলিং তার টায়ার চেঞ্জ করে বাসায় চলে আসল। তার এফবিআই সেলফোনটাকে মিস করছিল সে।

অ্যানসারিং মেশিনে ম্যাপের পক্ষ থেকে একটা মেসেজ ছিল : "স্টারলিং, পট রোস্টে মসলা লাগিয়ে সেটা স্লো কুকারে দিয়ে দিও। সবজি এখন দেবে না। গতবার রোস্টের সাথে সবজি দেয়ার পর কী অবস্থা হয়েছিল, সেটা মনে আছে নিশ্চয়ই। পাঁচটা পর্যন্ত আমাকে এক্সক্লুশন হিয়ারিংয়ে উপস্থিত থাকতে হবে।"

স্টারলিং তার ল্যাপটপ ওপেন করে ভায়োলেন্ট ক্রিমিনাল অ্যাপ্রিহেনশন প্রোগ্রামের অধীনে থাকা লেকটার ফাইলটা দেখতে চাইল, কিন্তু শুধু ভিক্যাপ নয় বরং পুরো এফবিআই কম্পিউটার নেট থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। আমেরিকার নির্জন কোন এলাকার একজন কন্সটেবলও সম্ভবত স্টারলিংয়ের চেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে।

টেলিফোন বেজে উঠল।

ক্লিন্ট পিয়ারস্যালের ফোন।

"স্টারলিং, তুমি ফোন দিয়ে ম্যাসন ভার্জারকে কি হয়রানি করেছিলে?"

"কখনই না। আমি শপথ করে বলছি।"

"সে বলেছে, তুমি তাকে হেনস্তা করেছো। সে শেরিফকে তার প্রোপার্টিতে ঘুরে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আসলে আমন্ত্রণ নয়, অনুরোধ করেছে। তারা এতক্ষণে মাসক্রাট ফার্মের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছে। এর মানে বুঝতে পারছো?

তার বিরুদ্ধে আর কোন ওয়্যারান্ট জারি করা যাবে না। এই কিডন্যাপিংয়ের প্রত্যক্ষদর্শি তুমি ছাড়া আর কাউকে আমরা পাইনি।"

"সাদা লিনকন কারে এক বয়স্কযুগল ঘটনার সময় ক্রাইম সিনেই ছিল, মি. পিয়ারস্যাল। ঘটনার ঠিক আগমুহূর্তে সেফওয়েতে ক্রেডিট কার্ড পারচেজগুলো চেক করলে কেমন হয়? বিক্রি করার সময় পেমেন্টের জন্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করলে তার সাথে টাইম স্ট্যাম্প থাকবে নিশ্চয়ই।"

"আমরা সেটা দেখবো, কিন্তু এতে..."

"সময় বেশি লাগবে।" স্টারলিং বাকিটুকু বলল।

"স্টারলিং?"

"জি, স্যার।"

BanglaBook.org

“আমি এই কেসের সবকিছু তোমাকে জানাব। কিন্তু তুমি এই কেস থেকে দূরে থাকবে। সাসপেন্ড থাকাকালে তুমি কোন ল অফিসার নও, এবং কোন ধরণের ইনফর্মেশন পাওয়ার অধিকারও তোমার নেই। এক কথায় বলতে গেলে, তুমি এখন একজন আমজনতা, জো ব্লো।”

“জি, স্যার...আমি জানি।”

***

যখন তুমি কোন কিছুর জন্য মনস্থির কর, তখন তুমি কি চিন্তা কর, কিংবা কিসের ওপর দৃষ্টিনিবদ্ধ কর? আমাদের সংস্কৃতির কোন প্রতিফলন কখনো ঘটে না, আমরা আমাদের দৃষ্টিসীমা আকাশচুম্বি করি না। বেশিরভাগ সময় আমরা আমাদের কঠিন সিদ্ধান্তগুলো একটা প্রতিষ্ঠানের করিডোরের লিনোলিয়াম মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থায়ই নিয়ে ফেলি, অথবা ওয়েটিং রুমে টেলিভিশনের আউলফাউল প্রোগ্রামের দিকে তাকিয়ে ফিসফাস করতে করতেই আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে যায়।

ডুপ্লেক্সে স্টারলিং কিছু একটা খুঁজছিল, কিচেন বরাবর হেঁটে সে ম্যাপের সাজানোগোছানো অংশে চলে এল। ম্যাপের দাদির ক্রোধান্বিত চেহারার একটা ছবি দেয়ালে ঝোলানো, ছবিটার দিকে সে তাকিয়ে রইল। দেয়ালে টাঙানো দাদির ইনস্যুরেন্স পলিসিটা ফ্রেম দিয়ে বাঁধাই করা, এ অংশে এলে মনে হয়, এই সাইডটা ম্যাপের নিজের অংশ, এখানে ম্যাপ থাকে।

স্টারলিং তার নিজের অংশে চলে এল। দেখে মনে হয়, এখানে কেউ থাকে না। ফ্রেমে বাঁধাই করে এমন কোন কিছু কি সে ঝুলিয়ে রেখেছে? হ্যা, তার এফবিআই একাডেমির ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট। বাবা মা বেঁচে থাকার সময়কার কোন ছবি তার কাছে নেই। বেশ অনেকটা সময় সে পিতৃমাতৃহীন জীবন অতিবাহিত করে ফেলেছে, তার মনেই শুধু তাদের বসবাস। মাঝে মাঝে নাস্তার সুস্বাদে কিংবা সেন্টের সুঘ্রাণে, টুকরো কথোপকথনে, পরিচিত মুখাবয়বে সে তার বাবা মার অস্তিত্ব খুঁজে পায়। তার কাছে তখন মনে হয়, তার মাথায় তারা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ঠিক বেঠিকের সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় সে তাদের প্রভাব খুব ভালোভাবে টের পায়।

সে আসলে কে? কেউ কি তাকে আদৌ চেনে?

তুমি একজন যোদ্ধা, ক্লারিস। তুমি চাইলে অসীম শক্তির অধিকারি হতে পারো।

BanglaBook.org

ম্যাসন হ্যানিবাল লেকটারকে মারতে চায়, এটা সে ভালোভাবেই বুঝতে পারছে। যদি কাজটা ম্যাসন নিজে করতে চায় কিংবা তা করার জন্য লোক ভাড়া করে থাকে, তাহলে এর বিরুদ্ধে স্টারলিং অবস্থান নেবে। ম্যাসনের মধ্যে সর্বদা একটা ক্ষোভ কাজ করে।

কিন্তু ড. লেকটারকে তড়পাতে তড়পাতে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হবে–এটা সে মানতে পারছে না। এই চিন্তাভাবনা সে এড়িয়ে চলতে চায়, ভেড়া এবং ঘোড়াকে জবাই করার দৃশ্য যেমন সে এড়াতে পেরেছে অনেক বছর আগে।

তুমি একজন যোদ্ধা, ক্লারিস।

সবচেয়ে বিচ্ছিরি ব্যাপার হচ্ছে, আইনের রক্ষক হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করে, তাদের সাথেই ম্যাসন আইন লঙ্ঘন করার একটি অলিখিত চুক্তি করে রেখেছে।

এটাই জগতের নিয়ম।

সে একটা সহজ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল : পৃথিবীর এই নিয়মের সাথে আমি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবো না।

সে নিজেকে একটা ক্লজেটে, টুলের ওপর আবিষ্কার করল, হাত বাড়িয়ে সে কি যেন নিচ্ছে।

একটা বক্স নিয়ে সে নিচে নামল। শরতের এক দিনে এই বক্সটা জন ব্রিগহামের অ্যাটর্নি তাকে দিয়েছিল। মনে হচ্ছে, তা হাজার বছর আগের ঘটনা।

সেনাবাহিনীতে একজন মৃত ব্যক্তির পার্সোনাল অস্ত্রশস্ত্র জীবিত কমরেডদের কাছে হস্তান্তর করার সময় অনেক রীতিরেওয়াজের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই হস্তান্তরের একটা রূপক অর্থ আছে। এর মাধ্যমে একজন মৃত সেনা অফিসারের অর্জিত মান-সম্মান এবং মর্যাদা অমরত্ব লাভ করে, আর এ ধারা অব্যাহত থাকে।

বক্সে থাকা জন ব্রিগহামের অস্ত্রগুলো এক ধরণের আশির্বাদই বলা চলে। যখন তিনি মেরিন ছিলেন, তখন এশিয়া অঞ্চল থেকে এগুলো কিনেছিলেন তিনি। মেহগনি কাঠের বক্সের ঢাকনাটা মণিমুক্তা খচিত। অস্ত্রগুলো ব্রিগহাম যত্ন করে ধুয়েমুছে রাখতেন। অস্ত্রের মধ্যে একটা এম১৯১১এ১ কোল্ট পয়েন্ট ফোরটিফাইভ পিস্তল আর একটা সাফারি আর্মস আছে–যেটা পয়েন্ট ফোরটিফাইভ এর ছোট ভার্সন হিসেবে পরিচিত। লুকিয়ে বহন করার জন্য তা

BanglaBook.org

উপযুক্ত। এক প্রান্ত ধারালো একটা বুট ড্যাগারও বক্স কালেকশনে আছে। জন ব্রিগহামের পুরনো এফবিআই ব্যাজ একটা মেহগনি প্লাকে রাখা, তার ডিইএ ব্যাজটা বক্সের লুজ সাইডে পড়ে আছে।

প্লাক থেকে এফবিআই ব্যাজটা তুলে সে তার পকেটে ঢুকাল। পয়েন্ট ফোরটিফাইভ তার হিপের পেছনে জ্যাকেটের আড়ালে থাকা ইয়াকুই স্লাইডে চালান করে দিল সে।

ছোট পয়েন্ট ফোরটিফাইভ বুটের ভেতর গোড়ালিতে চলে গেল, আর নাইফটা অন্যপাশের গোড়ালিতে ঢুকিয়ে রাখল স্টারলিং। ফ্রেম থেকে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটটা খুলে ভাঁজ করল সে, সাথে নিয়ে নিল ওটা। আঁধারে যে কেউ কাগজটা দেখে ওয়্যারান্ট বলে ভুল করবে, এবং এ ভুলটাই সে করাতে চায়।

সে বুঝতে পেরেছিল, আজ সে যা করছে তা অবচেতন মনে করছে, পূর্ণ সচেতন হলে সে তা করতে পারত না। এজন্য তার মধ্যে কোন আফসোস নেই।

ল্যাপটপের পেছনে তিন মিনিট সময় ব্যয় করল সে। ম্যাপ কোয়েস্ট ওয়েবসাইট থেকে মাসক্রাট ফার্ম এবং তার চারপাশে থাকা ন্যাশনাল ফরেস্টের একটা বিশাল ম্যাপ প্রিন্টআউট করে নিল। ম্যাসনের মাংস বাজারজাতকরণের যে সাম্রাজ্য তার সীমানা দেখে নিল সে। বাউন্ডারির শুরু ও শেষ প্রান্তে সে হাত বুলাল।

মাস্টাংটা ড্রাইভওয়েতে নামিয়ে ম্যাসন ভার্জারের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে বের হয়ে গেল স্টারলিং।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮১

সাব্বাথের দিনে চারপাশ যেমন নিশ্চুপ থাকে, মাসক্রাট ফার্মে ঠিক তেমন নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছে। ম্যাসনের মধ্যে উত্তেজনা কাজ করছে, অবশেষে সে পেরেছে। সফল হয়েছে সে। ব্যক্তিগতভাবে, সে তার এই অর্জনকে রেডিয়াম আবিষ্কারের সাথে তুলনা করে।

তার স্কুলের বইগুলোর মধ্যে সায়েন্সের টেক্সটবুকের কথাই সবচেয়ে বেশি মনে আছে ম্যাসনের। মোটা সেই বইটা দেখলেই ম্যাসনের মনে বিরক্তির উদ্রেক হত। সেসময় তার মাদাম কুরির কথা মনে হত, তার ধৈর্যের কথা মনে করে অবাক হত সে। টনের পর টন পিচব্লেন্ড সিদ্ধ করে তার কাঙ্ক্ষিত রেডিয়াম পেয়েছিলেন মাদাম কুরি। আর এখন তার সেই অন্তহীন প্রচেষ্টার সাথে নিজের মিল খুঁজে পেল ম্যাসন।

অন্তহীন প্রচেষ্টা...

ড. লেকটারের ছবি ম্যাসনের মনের পর্দায় ভেসে উঠল। তার অনুসন্ধান এবং লাখ লাখ ডলার খরচের প্রতিদান হিসেবে সে লেকটারকে বন্দি করতে পেরেছে। মাদাম কুরির ল্যাবরেটরিতে থাকা ভায়ালের মতই অন্ধকারে লেকটারের শরীর থেকে রশ্মি বিকিরিত হতে দেখল ম্যাসন। সে প্রাণীগুলোকে দেখতে পেল, ভোজনপর্ব শেষে তারা যখন বিশ্রাম নিতে লাগল, তখন তাদের পাকস্থলীতে হ্যানিবালের মাংস ভর্তি থাকায় তা থেকে উজ্জ্বল আভা বের হচ্ছে–এমনটাই কল্পনা করতে লাগল সে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চারপাশ আধারাচ্ছন্ন, মেইনটেন্যান্স ক্রু এর সবাই চলে গিয়েছে। কর্মচারিদের কেউই ভ্যানটাকে আসতে দেখেনি, কারণ মূলগেট দিয়ে না ঢুকে ন্যাশনাল ফরেস্টের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া ফায়ার রোড দিয়ে ফার্মে ঢুকেছে ভ্যানটা। ফায়াররোডটা ম্যাসনের সার্ভিস রোড হিসেবে পরিচিত। শেরিফ আর তার দল ম্যাসনের বাড়িতে র‍্যাপিড সার্চ করে ভ্যান আসার অনেক আগেই চলে গেছে।

মূলগেটে পাহারার জন্য লোক বসানো হয়েছে। বাকিরা চলে গেলেও ক্রু দের মধ্যে একজনই ফার্মে রয়ে গেছে–কর্ডেল। প্লেরুম স্টেশনে বসে আছে সে। ওভারনাইট ডিউটি করতে গিয়ে যাতে বিরক্তি না এসে যায়, তাই তাকে মধ্যরাত্রে কার ড্রাইভ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। মার্গট এবং শেরিফের চোখে ধুলো দিয়ে ব্যাজ নিয়ে আসা ডেপুটি মগলি ম্যাসনের পাশে এখন দাঁড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

প্রফেশনাল কিডন্যাপারদের দল গোলাঘরে ব্যস্ত সময় পার করছে।

আজ শুক্রবার। রবিবারের মধ্যেই পুরো খেলার পরিসমাপ্তি ঘটবে। এই খেলার যে মূল আকর্ষণ, তার অবশিষ্টাংশ ১৬টা সোয়াইনের পেটে দাপাদাপি করবে। ডক্টর লেকটারের শরীরের কোনো অংশ সে হয়তো তার ঈলকে খাওয়াতে পারে, কী খাওয়ানো যেতে পারে–

...হুম। লেকটারের নাক। অ্যাকুরিয়ামের মাছটার জন্য খাবার হিসেবে তা যথার্থ হবে। পরবর্তিতে সে যখনই অ্যাকুরিয়ামের দিকে তাকাবে, তখনই ঈলের পেঁচানো ফিতার মত অবয়বটা চোখে পড়বে। পেঁচিয়ে ইংরেজি '8'-এর মত করে থাকা সেই দেহটা ইনফিনিটির প্রতীককে নির্দেশ করে। তা দেখলেই ম্যাসনের মনে পড়বে–বহুদিনের আরাধ্য প্রতিশোধ নিতে পেরেছে সে। লেকটারকে হত্যা করেছে অবশেষে।

তুমি আসলে যা চাও, ঠিক তাই হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলে যে অনুভূতিটা হয় তার সাথে ম্যাসন পরিচিত। ড. লেকটারকে হত্যা করার পর সে কী করবে? কয়েকটা ফস্টার হোম গুঁড়িয়ে দিতে পারে সে, কিংবা বাচ্চাগুলোকে নির্যাতন করতে পারে। নির্যাতন শেষে বাচ্চাগুলোর চোখের জল দিয়ে বানানো মার্টিনি পান করবে। কিন্তু তখন এখনকার মত পৈশাচিক আনন্দ পাবে কী?

ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে তার বর্তমানের আনন্দ মাটি করার মত বোকামি করছে কেন? তার চোখের স্প্রে'র জন্য অপেক্ষা করল। সবকিছু পরিস্কার দেখার জন্য তার এই আই স্প্রে দরকার। সে এখন দেখবে, তার পরম আরাধ্য বস্তুকে দেখবে। যখন মন চায় তখন দেখবে। সে উদ্দেশ্যেই টিউব সুইচ লক্ষ্য করে একটা ফুঁ দিল, অন হয়ে গেল সুইচ, সাথে সাথে একটা ভিডিও মনিটর জ্বলে উঠল। তার কষ্টের ফসলকে দেখতে লাগল প্রাণভরে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮২

ম্যাসনের বাড়ির গোলাঘরে থাকা ট্যাকরুমে কয়লার আগুন জ্বলছে, আগুনের পোড়া গন্ধ আর রুমে থাকা মানুষ এবং প্রাণীদের শরীরের দুর্গন্ধ একটা বিচ্ছিরি পরিবেশ তৈরি করেছে। আগুনের আলোয় ফ্লিট শ্যাডোর মাথার খুলিটাকে ভুতুড়ে দেখাচ্ছে।

হাঁপরের হিস শব্দের সাথে সাথে ফ্যারিয়ারের ফার্নেসে থাকা কয়লাগুলো জ্বলে উঠল, কার্লো সে আগুনে লোহা গরম করছে, পাকা চেরির মত লাল রঙ ধারণ করেছে লোহাটা।

ঘোড়ার খুলির ঠিক নিচে দেয়ালের সাথে ডক্টর হ্যানিবাল লেকটারকে ঝোলানো হয়েছে। দূর থেকে দেখলে দৃশ্যটাকে দেয়ালে আঁকা কোন ছবি বলেই মনে হবে। তার হাত দুটো দুইপাশে কাঁধ থেকে ভূমির সাথে অনুভূমিকভাবে রাখা, একটা ক্রসপিসের সাথে দড়ি দিয়ে দু-হাত বাঁধা হয়েছে। পনি কার্ট হারনেস থেকে ওক কাঠের তৈরি ক্রসপিসটা খুলে নিয়ে সেটা ডক্টরের পেছনে দেয়ালের সাথে কার্লোর বানানো শেকলের সাহায্যে আটকানো হয়েছে।

তার পা দুটো মাটি স্পর্শ করার অধিকার পায়নি, ট্রাউজারের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। দুটো পা-ই দড়ির কয়েক প্যাঁচ দিয়ে একটা আরেকটার সাথে গিঁট মারা হয়েছে। চেইন, হ্যান্ডকাফ অথবা ধাতব কোনো কিছু ব্যবহার করা হয়নি, কারণ তাতে ডিনার করার সময় শূকরগুলোর দাঁত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, ফলে ক্ষুধা মরে যেতে পারে ওদের।

ফার্নেসের ওপরে থাকা লোহাটা যখন উত্তাপে সাদা রং ধারণ করল তখন...

"গুড ইভিনিং, ডক্টর।"

টিভি মনিটরের স্পিকার থেকে আওয়াজ ভেসে এল। মনিটরটা আলোকিত হয়ে গেলে সেখানে ভেসে উঠল ম্যাসনের চেহারা।

"ক্যামেরার ওপরে থাকা লাইট অন করে দাও," ম্যাসন বলল। "গুড ইভনিং, ডক্টর লেকটার।" আবারো বলল সে।

অজ্ঞান হওয়ার পর এই প্রথম চোখ মেলল লেকটার।

কার্লোর কাছে মনে হলো, দানবটার চোখ জ্বলজ্বল করছে। হয়তো ওটা আগুনের প্রতিফলন ছাড়া কিছুই নয়। শয়তানের দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সে নিজের বুকে ক্রুস আঁকল।

BanglaBook.org

"ম্যাসন," ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলল ডক্টর। ম্যাসনের পেছনে মার্গটের সিলোটে দেখতে পেল সে, অ্যাকুরিয়ামের আলোয় তা কালো রঙের বলে মনে হলো তার কাছে।

"গুড ইভিনিং, মার্গট।" তার স্বরে বিনয় ঝরে পড়ছে। "তোমাকে আবার দেখতে পেরে খুব আনন্দ বোধ করছি।"

কণ্ঠস্বরে কোন জড়তা না থাকায় কার্লোর মনে হলো,বেশ কিছুক্ষণ আগেই তার চেতনা ফিরেছে।

"ড. লেকটার," মার্গটের কর্কশ স্বর শোনা গেল।

টমাসো ক্যামেরার ওপরে থাকা সানগান খুঁজে পেয়ে তার সুইচ টিপে দিল।

এক সেকেন্ডের জন্য আলোর ছটা সবার চোখ অন্ধ করে দিয়েছে।

রেডিও ভয়েসে ম্যাসন বলে উঠল, "ডক্টর, বিশ মিনিটের মধ্যে আমরা শূয়োরগুলোকে তাদের ডিনারের ফার্স্ট কোর্স দিতে যাচ্ছি। আর ডিনারের মেনু হবে তোমার পা দুটো। এরপর আমরা ছোটখাট পাজামা পার্টির আয়োজন করবো, সে পার্টিতে দুজন অংশ নেবে–আমি আর তুমি। তখন তুমি শর্ট পরতে পারো, আমার কোনো আপত্তি নেই। কর্ডেল তোমাকে সহজে মরতে দেবে না..."

ম্যাসন আরও অনেক কথা বলছিল। মার্গট মাথা ঝুঁকিয়ে তাকিয়ে আছে।

মার্গট তাকে দেখছে–এটা নিশ্চিত করার জন্য ড. লেকটার মনিটরের দিকে তাকাল। এরপর কার্লোর উদ্দেশ্যে শিস দিল সে। ধাতব কণ্ঠস্বর কিডন্যাপারের কানে আঘাত করল।

"তোমার ভাই, মাত্তিওকে কবর থেকে উঠিয়ে আনলে তার শরীর থেকে নিশ্চয়ই এখন তোমার চাইতেও বাজে দুর্গন্ধ বের হত। জানো, আমি যখন তাকে কেটেছিলাম, তখন সে তার প্যান্ট নোংরা করে ফেলেছিল।"

কার্লো তার ব্যাক পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ইলেকট্রিক ক্যাটল প্রড বের করল। টিভি ক্যামেরার উজ্জ্বল আলোতে লেকটারের মাথার পাশ দিয়ে সপাং করে কাঁধের ওপর আঘাত করল সে। ডক্টরের চুল একহাতে মুঠ করে ধরে অন্য হাতে প্রডটা ধরে হ্যান্ডেলে থাকা বাটন প্রেস করল। লেকটারের মুখের সামনে তা তুলে ধরল, প্রডের শেষ প্রান্তে থাকা ইলেকট্রোডের মধ্যে ইতোমধ্যেই হাই ভোল্টেজ কারেন্টের একটা বলয় তৈরি হয়েছে।

"তর মায়েরে আমি চুদি!" বলেই ড. লেকটারের চোখের ভেতর তা ঢুকিয়ে দিল সে।

চিৎকারের শব্দ শোনা গেল, তবে তার উৎস ড. লেকটার নয়।

স্পিকার থেকে ম্যাসন গর্জন করে উঠেছে।

BanglaBook.org

টমাসো কার্লোকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরাল। পিয়েরো সাহায্য করার জন্য চিলেকোঠা থেকে নেমে এসেছে। কার্লোকে বেতের চেয়ারে জোর করে বসাল তারা, সামনে দাঁড়াল তারা দু-জন।

"তার চোখ অন্ধ করে দিলে এক কানাকড়িও আমরা কেউ পাব না।" দু-জনই কার্লোর কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠল।

ড. লেকটার শারীরিক যন্ত্রণা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য মেমোরি প্যালেসের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। আহ্!! ভেনাসের শীতল মার্বেলের মূর্তির ওপর নিজের মুখটা এলিয়ে দিল সে।

ক্যামেরার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল লেকটার, স্পষ্টভাবে বলল, "বাকিদের মত আমি চুপ করে থাকব না, ম্যাসন।"

"লোকটা উন্মাদ। আমরা অবশ্য সেটা জানতাম," ডেপুটি শেরিফ মগলি বলল।

"কার্লোও উন্মাদের মত কাজ করেছে।"

"নিচে গিয়ে তাদের সামলাও," ম্যাসন বলল।

"আপনি কি নিশ্চিত, তাদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই?" মগলি বলল।

"তোমাকে শুধু শুধু ভাড়া করা হয়নি, মগলি। যখন দরকার হবে তখন একজন ডেপুটি শেরিফের ভূমিকা পালনের জন্যই তোমাকে এখানে আনা হয়েছে।"

"কাজটা আমাকে করতে দাও," মার্গট বলল। "ইতালিয়ানরা তাদের মাম্মাদের সম্মান করে। তাছাড়া কার্লো জানে, অর্থভান্ডারটা আমার দায়িত্বে আছে।"

"ক্যামেরা নিয়ে শূকরদের খামারে যাও...আমি ওদের দেখতে চাই," ম্যাসন বলল। "ডিনার হবে ঠিক আটটা বাজে।"

"আমাকে সে ডিনার দেখতে হবে না নিশ্চয়ই," মার্গট বলল।

"আরে না...দেখতে হবে তোমাকে।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮৩

গোলাঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিল মার্গট। এখান থেকেই সে কার্লোর শরীরের গন্ধ পাচ্ছে। দরজা খুলে ট্যাকরুমে ঢুকল সে। পিয়েরো আর টমাসো লেকটারের দুপাশে দাঁড়ানো। চেয়ারে বসা কার্লোর দিকে তাকিয়ে আছে তারা।

"গুড ইভিনিং।" মার্গট বলল। "তোমার বন্ধুরা ঠিকই বলেছে, কার্লো। তার গায়ে একটা আঁচড় পড়বে, আর তোমার ভাগের ডলার সাথে সাথে গায়েব করে দেয়া হবে। এত দূর এসেছো তুমি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর।"

কার্লোর চোখ লেকটারের মুখ থেকে সরছেই না।

মার্গট তার পকেট থেকে একটা সেলফোন বের করল। কয়েকটা বাটন পাঞ্চ করল সে, কার্লোর দিকে বাড়িয়ে দিল সেটটা। "দেখ এটা।"

তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে ফোনটা ধরল মার্গট। "পড়।"

ব্যানকো স্টিউবেন।

"সিগনোর ডিওগ্রাসিয়াস, এটা ক্যাগলিয়ারিতে থাকা তোমার ব্যাংকের নাম। আগামিকাল সকালে যখন সব কাজ শেষ হয়ে যাবে, যখন তুমি তোমার সাহসি ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য ড. লেকটারকে তার পাওনা হিসেবে মৃত্যুকে তার হাতে ধরিয়ে দেবে, তখন আমি এ নাম্বারে কল করে তোমার ব্যাংকারকে কোড নাম্বারটা বলবো এবং জানাব, 'সিগনোর ডিওগ্রাসিয়াসকে তার বাকি ডলারগুলো যেন বুঝিয়ে দেয়া হয়।" তোমাকে ফোন করে ব্যাংকার সেটা কনফার্ম করবে।

আগামিকাল সন্ধ্যায় তুমি প্লেনে থাকবে, তোমার গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হয়ে যাবে তুমি। ততক্ষণে তুমি প্রচুর সম্পদের মালিক বনে যাবে। মাত্তিওর পরিবারও অনেক ধনবান হয়ে যাবে। তাদের প্রবোধ দেয়ার জন্য ডক্টরের বিচিদুটো একটা জিপলক ব্যাগে করে নিয়ে যেতে পার তুমি। কিন্তু যদি ড. লেকটার নিজের চোখে তার মৃত্যু দেখতে না পায়, শূয়োরগুলো তার মুখের মাংস খুবলে নেয়ার জন্য এগিয়ে আসছে–তা যদি সে দেখতে না পায়, তাহলে তুমি কিছুই পাবে না। বিচারবুদ্ধি দিয়ে কাজ কর, কার্লো। যাও, তোমার সোয়াইনগুলোকে নিয়ে আস। আমি এখানেই আছি। আর আধা ঘণ্টার মধ্যেই তুমি এর আর্তনাদ শুনতে পাবে।"

কার্লো তার মাথা ঘুরিয়ে পেছনের দিক দেখার চেষ্টা করল, বড় করে শ্বাস নিল সে।

BanglaBook.org

"পিয়েরো, আমার সাথে চল। টমাসো, তুমি এখানেই থাক।"

দরজার পাশে বেতের চেয়ারে বসে পড়ল টমাসো।

"সবকিছু আমার নিয়ন্ত্রণে আছে, ম্যাসন।" ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে মার্গট বলল।

"আমি তার নাকটা ছিঁড়ে ঘরে নিয়ে আসতে চাই। কার্লোকে বলে রেখ," ম্যাসন বলল। স্ক্রিন অন্ধকার হয়ে গেল।

অন্তিম খেলা স্বচক্ষে দেখার জন্য ম্যাসন তার রুম থেকে বের হলো।কিন্তু তার চলাচলের জন্য ট্রাভেলিং গার্নির ব্যবস্থা করা তার চারপাশের লোকদের জন্য বেশ খাটুনির একটা কাজ ছিল। ট্রাভেলিং গার্নিতে থাকা কন্টেইনারের সাথে তার টিউবগুলো রিকানেক্ট করা এবং হার্ডশেল রেসপিরেটরকে একটা এসি পাওয়ারপ্যাকের সাথে সংযুক্ত করা–এসব করতে কম কষ্ট পোহাতে হয়নি তাদের।

মার্গট ড. লেকটারের চেহারার দিকে তাকাল। তার আঘাতপ্রাপ্ত চোখটা ফুলে গেছে, চোখটা খুলতে পারছে না সে। ভুরুর দুপাশেই ইলেকট্রোডের কালো পোড়া দাগ দেখা যাচ্ছে।

ভাল চোখটা খুলল সে। তার চেহারায় ভেনাসের মার্বেল মূর্তির শীতল অনুভূতি এখনও সে অনুভব করছে।

"লোশনের গন্ধটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। লেবুর সুবাস মিশে আছে এতে," ড. লেকটার বলল। "এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ, মার্গট।"

"যখন মেট্রন আপনার অফিসে প্রথমদিন আমাকে নিয়ে এসেছিল তখন ঠিক এই কথাগুলোই আপনি বলেছিলেন। সেবার ম্যাসনের ওপর প্রি-সেন্টেন্সিং এক্সামিনেশন করছিল তারা।"

"আমি কি তাই বলেছিলাম?"

মেমোরি প্যালেস ঘুরে এল সে, সেই প্যালেসে যত্ন করে রাখা মার্গটের সাথে তার ইন্টারভিউটা পড়ে নিল সে। সে জানত, এরকমই কিছু একটা বলেছিল।

"হ্যা। আমি কাঁদছিলাম, ম্যাসন আর আমার মধ্যে কি হয়েছিল তা আপনাকে বলতে ভয় পাচ্ছিলাম আমি। আমি বসতেও ভয় পাচ্ছিলাম। কিন্তু আপনি আমাকে বসতে বলেননি, আপনি জানতেন, আমার ঐ গোপন জায়গায় স্টিচ করা আছে, তাই না? বাগানে হাঁটতে বের হলাম আমরা। তখন আপনি আমাকে কি বলেছিলেন তা মনে আছে আপনার?"

"তোমার সাথে যা হয়েছে তাতে তোমার কোন দোষ নেই, ধরে নাও..."

"তোমাকে পেছন দিক থেকে একটা উন্মাদ কুকুর কামড় দিয়েছে। আপনি এটা বলেছিলেন তখন। তখন আমি শান্ত হয়েছিলাম, ভয় কিছুটা কমে

BanglaBook.org

গিয়েছিল। পরের প্রত্যেক ভিজিটেও আপনি আমাকে এধরণের কথা বলে আমার মধ্যে থাকা গ্লানিবোধ দূর করেছিলেন।”

“আর কি বলেছিলাম আমি?”

“আপনি বলেছিলেন, আপনি আমার চেয়েও অদ্ভুত, অস্বাভাবিক। আর অস্বাভাবিক হওয়াটা স্বাভাবিক, দোষের কিছু নয়।”

“তুমি চেষ্টা করলে আমরা যা যা আলোচনা করেছিলাম, তার সবটুকুই মনে করতে পারবে। মনে কর-”

“আমাকে তা করতে অনুরোধ করবেন না।”

মুখ থেকে হুট করে বের হয়ে গেল কথাটা, সে ওভাবে বলতে চায়নি।

ড. লেকটার নড়ে উঠায় দড়ি ক্যাঁচ শব্দ করে উঠল।

টমাসো উঠে এসে দড়ির বাঁধন পরীক্ষা করল। “সিগনোরিয়া, তার মুখ থেকে সতর্ক থাকবেন।”

কি থেকে সতর্ক থাকতে বলেছে টমাসো, ড. লেকটারের মুখ থেকে নাকি মুখ নিঃসৃত কথা থেকে–তা বুঝতে পারল না মার্গট।

“মার্গট, তোমার ট্রিটমেন্ট আমি করেছি–অনেক বছর আগেকার কথা এটা। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য তোমার মেডিক্যাল হিস্টোরি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম আমি, আলাদাভাবে।”

টমাসোর দিকে ইঙ্গিত করল সে।

মার্গট কি যেন ভাবল। “টমাসো, আমাদের অল্পক্ষণের জন্য একটু একা থাকতে দেবে?”

“না, দুঃখিত সিগনোরিয়া। তবে দরজা খোলা রেখে আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।”

রাইফেল হাতে নিয়ে গোলাঘরের দিকে চলে গেল টমাসো, দূর থেকে লেকটারের ওপর নজর রাখতে লাগল সে।

“অনুরোধ করে তোমায় বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে চাই না, মার্গট। তুমি কেন এসব করছো তা জানার আগ্রহ তৈরি হয়েছে আমার মধ্যে। এতদিন ম্যাসনের সাথে লড়াই করার পর তুমি কি হার স্বীকার করে নিয়েছো? আমি জানি তুমি ম্যাসনের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাও।”

সে হ্যানিবালকে সব বলল। জুডির ব্যাপারে, বাচ্চা নিতে চাওয়ার ইচ্ছার ব্যাপারে–সবকিছু। তার অপূর্ণ ইচ্ছার কথা বলে নিজেকে হালকা করতে তিন মিনিটেরও কম সময় লাগল তার। তার দুঃখকষ্টকে কিভাবে অবলীলায় ভাষায় রূপ দিল সে–তা দেখে সে নিজেই অবাক হলো।

দূর থেকে আসা আওয়াজ-কর্কশ ধ্বনি-আর্তনাদের শব্দ ভেসে এল। শস্যঘরের বাইরে খোলা অংশে লাগানো বেড়ার সামনে দাঁড়িয়ে কার্লো তার

BanglaBook.org

টেপরেকর্ডার নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছে। খোঁয়াড় থেকে শূকরগুলো কিছুক্ষণের মধ্যেই বের করে আনবে সে, সাথে মারার জন্য কিংবা মুক্তিপণের জন্য জিম্মি করা শিকারদের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে বাজবে।

ড. লেকটার যদি সেই আর্তনাদের শব্দ শুনেও থাকে, তা সে বুঝতে দিল না। "মার্গট, তোমার কি মনে হয় ম্যাসন তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছে তা সে রাখবে? তুমি ম্যাসনকে আগেও অনুরোধ করেছো। সে যখন তোমার যোনিপর্দা ছিঁড়ে ফেলেছিল, এবং তুমি বারবার তাকে অনুরোধ করেছিলে তোমার এত বড় ক্ষতি যেন সে না করে–ম্যাসন কি তখন সেই অনুরোধ রেখেছিল?

তার অনুগ্রহ নিয়ে তার মর্জিমত কাজ করছো তুমি। কিন্তু আমি নিশ্চিত জুডিকে সে জোর করবে তার বীর্য খাওয়ার জন্য, আর জুডি এ কাজের জন্য অভ্যস্ত নয়।"

মার্গট কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

"ম্যাসনের পা চাটার চেয়ে যদি তার প্রোস্টেট গ্রন্থির ওপর কার্লোর ক্যাটল প্রড ব্যবহার করা হয় তাহলে কী হবে তা তুমি ভেবে দেখেছো কখনও? ওয়ার্কবেঞ্চের ওপর কখনও তা করে দেখতে চাও?"

মার্গট উঠে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিল।

"আমার কথা শোনো," ডক্টর সাপের মত হিস শব্দ করে উঠল। "ম্যাসন তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবে। তুমি জানো, ম্যাসনকে মেরে ফেলতে হবে আর সে কাজটা তুমিই করবে। বিশ বছর আগে থেকেই তুমি তা জানো। তাকে খুন করার বাসনা তোমার মধ্যে জেগে উঠেছিল বিশ বছর আগেই–যখন ম্যাসন তোমাকে বালিশ কামড়ে ধরতে বলেছিল, যাতে ঢোকানোর সময় কোনো শব্দ না হয়–তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে ধর্ষণ করেছিল সে।"

"আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, আপনি আমার হয়ে কাজটা করে দেবেন? আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছি না আমি।"

"আমি মোটেও তা বলতে চাচ্ছি না। কিন্তু আমার পক্ষে করা সম্ভব–এটা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। তবে ম্যাসনকে আমি না মেরে তুমি মারলেই সবচেয়ে বেশি ভালো হবে। যখন তুমি বাচ্চা ছিলে, তখন আমি তাই সাজেস্ট করেছিলাম–তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে?"

" 'অপেক্ষা কর, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পুরোপুরি পরিণত না হচ্ছো,' আপনি বলেছিলেন। এ কথাটা শুনে আমি নিজেকে তখন সান্ত্বনা দিয়েছিলাম এই বলে, সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি।"

"প্রফেশনালি, কাউকে চিন্তামুক্ত করার জন্য, দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ দেয়ার

BanglaBook.org

জন্য এভাবেই কাজ করে থাকি আমি। তুমি এখন যথেষ্ট পরিণত। আমাকে যদি এ মুহূর্তে আরেকটা খুনের দায়ে অভিযুক্ত করা হয় তাহলে তাতে আমার কিছুই আসবে যাবে না। তুমি জানো, তাকে তোমার মারতে হবে। এই শুভ কাজটা সম্পন্ন করতে পারলে আইনগতভাবে সমস্ত সম্পত্তি তোমার আর ভবিষ্যতে তোমাদের ঘর আলো করে আসা বাচ্চার নামে হয়ে যাবে, মার্গট। সব সন্দেহ তখন আমার ওপরেই পড়বে।

"যদি আমি ম্যাসনের আগে স্বর্গে চলে যাই, তখন সন্দেহের তীর কার দিকে ছুটে যাবে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তুমি। যে সময়টা তোমার কাছে উপযুক্ত বলে মনে হবে তখন তুমি তোমার প্রতিশোধ নিয়ে নিতে পারো। আর আমি একটা চিঠি লিখে তোমাকে দিয়ে দেব, যেখানে লেখা থাকবে, ম্যাসনকে নিজের হাতে মারতে পেরে কীরকম পৈশাচিক আনন্দ পেয়েছি আমি।"

"না, ড. লেকটার। আমি দুঃখিত, অনেক দেরি হয়ে গেছে সেটা করার জন্য। আমি আমার মত করেই কাজটা করবো।"

খুনে নীল চোখের দৃষ্টি দিয়ে লেকটারের চেহারার দিকে তাকাল সে। "আমি খুন করে স্বাচ্ছন্দে আমার জীবনের বাকি সময়টুকু কাটিয়ে দিতে পারবো। আপনি ভালো করেই জানেন, আমি আরামসে মারতে পারবো তাকে।"

"আমি জানি তুমি পারবে। তোমার এই হার না মানা বৈশিষ্ট্যটা আমার খুব ভালো লাগে। তুমি কৌতুহলোদ্দীপক, তোমার ভাইয়ের তুলনায় যথেষ্ট সক্ষম এবং প্রতিভাবান।"

উঠে দাঁড়াল সে, এখন চলে যাবে। "আমি সরি, ড. লেকটার। সবকিছুর জন্য।"

দরজার কাছাকাছি চলে যেতেই লেকটার মার্গটকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, "মার্গট, জুডির নেক্সট ওভ্যুলেশন ডেট কবে?"

"কি? আমার মনে হয়...দুদিন পরেই।"

"তোমার প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করেছো? এক্সটেন্ডার, দ্রুত শুক্রাণু হিমায়িত করার জন্য ইকুইপমেন্ট-এসবের বন্দোবস্ত করতে হবে।"

"একটা ফার্টিলাইজেশন ক্লিনিক থেকে আমাদের সব ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হবে।"

"আমার জন্য একটা কাজ করবে তুমি?"

"বলুন।"

"আমাকে গালাগাল করবে তুমি, রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমার হেয়ারলাইন থেকে তুমি চুল ছিঁড়ে নেবে, সাথে চামড়ার খানিকটা অংশও যেন থাকে। হাউজের দিকে যাওয়ার সময় সেই চুলগুলো নিয়ে যাবে। ম্যাসনকে

BanglaBook.org

মারার পর তার হাতে সেগুলো গুঁজে দেবে তুমি। হাউজে ঢুকেই তুমি কী চাও তা আবার ম্যাসনকে বলবে। দেখ, সে কী বলে। সে আমাকে পেয়ে গেছে, তার স্বপ্নের অর্ধেক ইতোমধ্যেই পূরণ হয়েছে। চুলগুলো হাতে ধরে রেখেই তাকে বলবে তোমার ইচ্ছার কথা, যা সে পূরণ করবে বলে কথা দিয়েছিল। যদি সে তোমার কথা শুনে অবজ্ঞার হাসি দেয়, তাহলে ফিরে এস এখানে। ট্রানকুইলাইজার রাইফেলটা নিয়ে তোমার পেছনে থাকা লোকটাকে শুট করবে তুমি, অথবা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করবে। তার কাছে একটা পকেট নাইফ আছে। সেটা দিয়ে যেকোন এক হাতের দড়ি কেটে আমার হাতে ছুরিটা দেবে–এরপর চলে যাবে তুমি, বাকিটা আমি সামলাতে পারবো।"

"না।"

দরজায় হাত রাখল মার্গট।

"মার্গট?"

"তুমি কি এখনও ওয়ালনাট একহাতে চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলতে পার?"

পকেট থেকে দুটো ওয়ালনাট বের করল সে। হাতের মাংসপেশি সংকুচিত হলো তার, কড়াৎ শব্দ করে ভেঙে গেল নাট দুটো।

মুচকি হাসি দিল ডক্টর। "চমৎকার। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করেছো তুমি। জুডি যখন তার মুখে ম্যাসনের বীর্যের স্বাদ পাবে, তখন তাকে সেই স্বাদের তিক্ততা ভোলানোর জন্য ওয়ালনাট খাওয়ার প্রস্তাব দিতে পারো।"

মার্গট দরজা ছেড়ে ফিরে এসে ডক্টরের চেহারায় থুথু ফেলল সে, লেকটারের মাথার অগ্রভাগ থেকে একগাছি চুল মুঠ করে ধরে সাৎ করে টান দিল এবার।

রুম ছেড়ে চলে যাবার সময় লেকটারের গুনগুন শব্দ শুনতে পেল সে।

আলো জ্বলতে থাকা বাড়িতে যখন প্রবেশ করল তখন তার হাতের তালুতে মাথার চামড়াসহ রক্তমাখা একগাছি চুল তাদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে।

তার পাশ দিয়ে কর্ডেল একটা গলফ কার্ট নিয়ে গোলাঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার কার্টে সব মেডিকেল ইকুইপমেন্ট রাখা। রোগিকে অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করার সময় হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮৪

এক্সিট ৩০-এর উত্তর দিকে চলে যাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে ওভারপাস থেকে স্টারলিং হাফ মাইল দূরে থাকা আলো ঝলমল গেটহাউজটা দেখতে পাচ্ছে। এটাই মাসক্রাট ফার্মের আউটপোস্ট। ম্যারিল্যান্ডে ড্রাইভ করে আসার সময় সে তার মনস্থির করে নিয়েছে–পেছনের রাস্তা দিয়ে সে যাবে। সামনের গেট দিয়ে কোন ক্রেডেনশিয়াল, কোন ওয়্যার্যান্ট ছাড়া যদি সে ঢোকার চেষ্টা করে, তাহলে পরিণতিস্বরূপ তাকে শেরিফ প্রহরা দিয়ে দেশের বাইরে কিংবা জেলের ভেতর পাঠিয়ে দেয়া হবে। যতক্ষণে সে জেল থেকে ছাড়া পাবে, ততক্ষণে কাম তামাম হয়ে যাবে।

আর ভেতরে ঢোকার অনুমতি নেয়ার তো প্রশ্নই আসে না। এক্সিট ২৯এ চলে আসল সে। সার্ভিস রোড দিয়ে সে মাসক্রাট ফার্মের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। এক্সপ্রেসওয়ে লাইটের আওতার বাইরে থাকা ব্ল্যাকটপ রোড স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশিই অন্ধকার। তার ডানদিকে এক্সপ্রেসওয়ে, আর বামদিকে একটা খানা-খন্দ আর চেইনের আংটা দিয়ে তৈরি একটা বেড়া, যা রোডওয়েকে ন্যাশনাল ফরেস্ট থেকে আলাদা করে রেখেছে। স্টারলিং তার ম্যাপে কাঁকর বিছানো ফায়ার রোড দেখতে পেল, যা এক মাইল দূরে ব্ল্যাকটপ রোডের সাথে গিয়ে মিলেছে। গেটহাউজের একদম উল্টো দিকে এটা, কারো চোখে পড়বে না। এখানেই স্টারলিং তার প্রথম ভিজিটে ভুল করে থেমেছিল। ম্যাপ অনুসারে ফায়াররোডটা ন্যাশনাল ফরেস্টের মধ্য দিয়ে গিয়ে মাসক্রাট ফার্মে গিয়ে শেষ হয়েছে। সামনে এগিয়ে যেতে যেতে অডোমিটার দিয়ে সে দূরত্ব মাপতে লাগল।

মাস্টাংয়ের আওয়াজ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি, খুব ধীরে এগুচ্ছে এটা। শব্দের তোড়ে গাছের পাতা কাঁপতে লাগল।

হেডলাইটের আলোয় মেটাল পাইপ দিয়ে ঢালাই করা একটা ভারি গেট চোখে পড়ল তার, গেটের ওপরে কাঁটাতার লাগানো। প্রথমবার সে যখন এসেছিল, তখন গেটের ওপর লেখা 'সার্ভিস এনট্রান্স' দেখেছিল সে। তা আজ তার চোখে পড়ল না। গেটের সামনে আগাছা জন্মেছে।

আলোতে আরেকটা জিনিস তার চোখে পড়ল, কয়েকটা জায়গার আগাছা মাড়ানো। পেভমেন্টের যেখানে বালুর উঁচু একটা ঢিবি তৈরি হয়েছে, সেখানে সে মাড অ্যান্ড স্নো টায়ারের ট্র্যাক দেখতে পেল। সেফওয়ে পার্কিং লটে সে ঠিক এরকম ট্র্যাকই খুঁজে পেয়েছিল। সেই ট্র্যাক আর তার চোখের সামনে থাকা ট্র্যাক তো একই মনে হচ্ছে।

BanglaBook.org

গেটটা ক্রোম প্যাডলক এবং চেইন দিয়ে আটকানো। ঘামের গন্ধের কোন চিহ্ন নেই। রোডের চারদিকে সে তাকাল, কেউ নেই। গেট দিয়ে প্রবেশ করতে হলে এখন তাকে আইন ভাঙতে হবে। ন্যায়ের রক্ষক এখন অন্যায় করতে যাচ্ছে, কিন্তু সে নিরুপায়। কোনো সেন্সর ওয়্যার আছে কিনা সেটা জানার জন্য গেটপোস্টটা চেক করল সে। কোনো ওয়্যার পেল না। দাঁতের মাঝখানে ছোট ফ্ল্যাশলাইটটা ধরে দুটো পিকের সাহায্যে পনের সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে সে প্যাডলকটা খুলে ফেলল। ভেতরে ঢুকে পড়ল সে, গাড়ি নিয়ে গাছের আড়ালে গিয়ে থামল। এরপর পায়ে হেঁটে গেটের কাছে গেল সে, তা বন্ধ করার জন্য। চেইনটা গেটের সাথে বেঁধে প্যাডলকটা বাইরে দিয়ে ঝুলিয়ে দিল। দূর থেকে দেখলে এটা স্বাভাবিকই মনে হবে। লুজ এন্ডটা ভেতরের দিকে দিল সে, যাতে প্রয়োজন হলে গাড়ির বাম্পার দিয়ে ধাক্কিয়ে দরজা ভেঙে সে বের হয়ে যেতে পারে।

বুড়ো আঙুল দিয়ে ম্যাপের হিসেব কষতে লাগল সে, ফার্মে পৌছাতে হলে এখনও দুই মাইল অতিক্রম করতে হবে তাকে। ফায়াররোডের অন্ধকার টানেল দিয়ে সে ড্রাইভ করতে লাগল। রাতের আকাশ কখনও দৃশ্যমান হচ্ছে, আবার কখনও গাছের শাখা-প্রশাখার আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি সেকেন্ড গিয়ারে দিয়ে কেবল পার্কিং লাইটটা জ্বালিয়ে সে যেতে থাকল। যতটা সম্ভব মাস্টাংয়ের গর্জনকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসল সে। চাকার নিচে মোড়া আগাছাগুলো কচকচ শব্দ করছে। যখন অডোমিটারে ১.৮ মাইল লেখা দেখতে পেল, তখন গাড়ি থামাল সে। ইঞ্জিন বন্ধ করল।

অন্ধকারে একটা কাকের কা-কা শুনতে পেল সে। কোনো কিছুর ওপর মূত্র বিসর্জন করছিল পাখিটা। কাক অশুভ আত্মার প্রতীক। জিশুর কাছে প্রার্থনা করল স্টারলিং, ওটা যেন কাকই হয়।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮৫

কর্ডেল ট্যাকরুমে দ্রুতপদে প্রবেশ করল, তাকে দেখতে অনেকটা হ্যাংম্যানের মত লাগছে। তার বগলের নিচে আইভি বটল দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকে টিউবগুলো ঝুলে আছে।

"ড. হ্যানিবাল লেকটার!!" সে বলল। "বাল্টিমোরে আমাদের ক্লাবের জন্য আপনার মুখোশটা আমার খুব দরকার। ওটা কোথায়, জানেন? আমার গার্লফ্রেন্ড এবং আমার আবার অদ্ভুত জিনিসপত্র সংগ্রহের বাতিক আছে।"

কামারদের ব্যবহৃত নেহাইয়ের মত বড় একটা লৌহখন্ডের ওপর সে তার হাতের সব জিনিসপত্র রাখল। একটা পোকার নিয়ে সেটার মাথা আগুনের মধ্যে সেঁটে দিল, গরম করার জন্য।

"ভালো খবর এবং খারাপ খবর–দুটোই আমার কাছে আছে।" কর্ডেল তার আমুদে ভঙ্গিতে এবং সুইস একসেন্টে বলতে লাগল। "আপনাকে ম্যাসন খেলার ধাপগুলোর ব্যাপারে কিছু বলেছে? প্রথমে, কিছুক্ষণের মধ্যে ম্যাসনকে নিচে নামিয়ে আনব আমি। শূকরগুলো আপনার পা দুটো শরীর থেকে আলাদা করবে। এরপর সারারাত আপনি অপেক্ষা করবেন, কালকে কার্লো এবং তার ভাইরা বারের সামনে প্রথমে আপনার মাথাটা এগিয়ে দেবে, যাতে করে প্রাণীগুলো আপনার মুখ থেকে হাড্ডি-মাংস আলাদা করে ফেলতে পারে। কুকুরগুলো ম্যাসনের মুখের সাথে যেমন ব্যবহার করেছিল, আপনার সাথেও ঠিক তাই করা হবে। মৃত্যুর আগে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টর্নিকেট এবং আইভি সাপ্লাই দিয়ে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব আমি, যাতে আপনি সহজে মরতে না পারেন–যাতে আপনি নিজের পরিণতি স্বচক্ষে দেখতে পারেন–তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিজের কষ্ট-আর্তনাদ উপভোগ করতে পারেন।

এটা হলো খারাপ সংবাদ।"

কর্ডেল টিভি ক্যামেরার দিকে তাকাল, এবং নিশ্চিত হয়ে নিল তা বন্ধ আছে। "আর ভালো সংবাদটা হচ্ছে, একজন ডেন্টিস্টের কাছে গেলে দাঁতের ওপর যে নির্যাতন চালানো হয়, যে কষ্ট রোগি পায়, তার কাছে আপনার কষ্ট কিছুই না। এটা দেখুন, ডক্টর।"

একটা হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জের আগায় লম্বা একটা নিডল লাগানো, সেটা ড. লেকটারের মুখের সামনে ধরে রেখেছে কর্ডেল। "এখন আমরা মেডিকেল জাতীয় কিছু কথাবার্তা বলব। যেহেতু আপনিও একজন মেডিকেল পার্সন তাই

BanglaBook.org

আমার কথা বুঝতে আপনার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে আপনাকে স্পাইনাল অ্যানেসথেশিয়া দেব আমি, যা আপনার সেনসেশনকে একেবারে শুন্যের কোঠায় নামিয়ে আনবে। তখন আপনি কেবল চোখদুটো বন্ধ করবেন, বাইরে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা শোনার প্রয়োজন নেই আপনার।

আপনার ভেতরে কিছু ঢুকানো হয়েছে, আর তা আবার বের করে নেয়া হয়েছে–এমনটাই শুধু বুঝতে পারবেন আপনি। এরপর যখন সন্ধ্যার কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে, যখন ম্যাসন তার ঘরে ফিরে যাবে–তখন আমি আপনাকে এমন কিছু ইনজেক্ট করবো যা আগামিকাল সকাল পর্যন্ত আপনার হৃৎস্পন্দন থামিয়ে রাখবে। দেখতে চান সেটা?"

কর্ডেল তার হাতের তালুতে পাভুলন এর একটা ভায়াল নিয়ে ড. লেকটারের খোলা চোখের ঠিক সামনে তুলে ধরল।

ফায়ারলাইটের আলোয় কর্ডেলের লোভি চেহারা প্রকট হয়ে উঠল। তার চোখ দুটোতে খুশি এবং উত্তেজনার ঝিলিক দেখা গেল। "আপনি যেন কষ্ট ছাড়াই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারেন, সেজন্য আপনাকে সাহায্য করবো আমি।"

"আপনার কাছে প্রচুর অর্থ সম্পদ আছে, ড. লেকটার। সবাই এমনটাই বলেছে আপনার ব্যাপারে। ব্যাংকে ডলার লেনদেনের ব্যাপারটা আমার জানা আছে–আমিও বিভিন্ন ব্যাংকে ডিপোজিট করেছি। ব্যাংকে ফোন দিয়ে নিজের অ্যাকাউন্ট নাম্বার বলো, ডলার অন্য কোনো অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার কর, এরপর তা দিয়ে যা খুশি করো। আমি ফোনে আমার মানি ট্রান্সফার করতে পারি, আমি নিশ্চিত আপনিও তা পারেন।"

কর্ডেল তার পকেট থেকে একটা সেলফোন বের করল। "আমরা এখন আপনার ব্যাংকারকে ফোন করবো। আপনি তাকে একটা কোড বলবেন। সে আমাকে তা কনফার্ম করবে, আর প্রতিদান হিসেবে আপনার কষ্ট যাতে কম হয় সে ব্যবস্থা করবো আমি।"

স্পাইনাল সিরিঞ্জ হাতে নিল সে, "কিছু বলুন?"

ড. লেকটার অস্ফুট স্বরে কী যেন বলে উঠল, মাথা নিচু করে আছে সে। 'স্যুটকেস' আর 'লকার' এ দুটো শব্দই কেবল কর্ডেলের কানে এল।

"আরে, ডক্টর...আমার কথা মানলে আপনি আরামসে চিরস্থায়ীভাবে ঘুমাতে পারবেন।"

"আনমার্কড হানড্রেডস," ড. লেকটার বলল, এবার একদম খাদে নেমে গেল তার স্বর।

BanglaBook.org

শোনার জন্য কর্ডেল তার মাথা লেকটারের মুখের কাছে নিয়ে আসতেই সাথে সাথে ড. লেকটার আঘাত হানল। তার ধারালো দাঁত দিয়ে কর্ডেলের ভ্রু কামড়ে ধরল সে। কর্ডেল পিছু হটায় টান পড়ে তার চোখের ভুরুর সাথে কিছুটা চামড়াও চলে এল লেকটারের দাঁতের মধ্যে। কর্ডেলের মুখ বরাবর তা থু মেরে তার জিনিস তাকেই ফেরত দিয়ে দিল ডক্টর।

কর্ডেল তার ক্ষতস্থান পরিস্কার করে একটা বাটারফ্লাই টেপ লাগাল ক্ষতের ওপর। এ মুহূর্তে যে কেউ তাকে দেখলে সবার মাথায় একটা ক্যারেকটারের কথাই মনে হবে–জোকার।

সিরিঞ্জটা প্যাকেটে পুরল সে। "এতক্ষণ যা বললাম তার সবটাই জলে গেছে। আপনার পরিণতির জন্য এখন আফসোস করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। আমি চাইলে স্টিমুল্যান্ট ব্যবহার করতে পারতাম, কোনো কষ্ট ছাড়াই আপনি তখন মৃত্যুকে হ্যালো বলতে পারতেন। ব্যাপার না–এখন আপনাকে ধাপে ধাপে মারব আমি, কষ্টের সর্বোচ্চ তীব্রতা দিয়ে মারব।"

পোকারটা আগুনের ছত্রছায়া থেকে বের করে আনল সে।

"এখন আপনাকে ফর্কলিফটের সাথে বাঁধতে যাচ্ছি আমি," কর্ডেল বলল। "আর এ কাজ করতে যখনই কোন ধরণের বাঁধার সম্মুখীন হব, সাথে সাথে আপনাকে গরম সেঁক দেয়া হবে। গরম সেঁক দিলে কেমন লাগে তা কি আপনি অনুভব করতে চান? এই নিন।"

আগুনের আঁচে জ্বলে যাওয়া পোকারের একপাশ ডক্টর লেকটারের প্রশস্ত বুকে নিপল বরাবর চেপে ধরল সে। অগ্নিশিখার একটা বলয় তৈরি হলো ডক্টরের শার্টের সামনের অংশে, লাল রঙের একটা বৃত্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

একটা টুঁ শব্দও করল না লেকটার।

ট্যাকরুমে ফর্কলিফটটা নিয়ে আসল কার্লো। পিয়েরো আর কার্লো ধরাধরি করে ড. লেকটারকে ফর্কের সামনের অংশে রাখল, মেশিনের সামনে শিকল দিয়ে ক্রসপিসটা বাঁধল তারা। টমাসো ট্রানকুইলাইজার রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, লেকটার কোন নড়াচড়া করলেই সোজা তার দিকে ডার্ট ছুঁড়ে দেবে সে। ফর্কের ওপর ডক্টরকে বসানো হয়েছে, ক্রসপিসের সাথে হাতদুটো আটকানো, পা দুটো দুইপাশে ছড়িয়ে রাখা এবং দুটো কাঁটার মত অংশের সাথে বাঁধা।

BanglaBook.org

কর্ডেল ড. লেকটারের দুই হাতের পেছনে আইভি রুটে একটা করে বাটারফ্লাই নিডল ঢোকাল। তার দুইপাশে মেশিনের ওপর প্লাজমা বটল সেট করার জন্য তাকে খড়ের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করতে হচ্ছে। কাজ শেষে নেমে এল সে, নিজের কাজের তারিফ সে নিজেই করল। যদিও ডক্টরকে

এভাবে দু-হাতে নিডল লাগানো অবস্থায় দুই পা প্রসারিত করে থাকতে দেখে কিছুটা অস্বাভাবিক লাগছে। একটা প্যারোডির কথা মনে পড়ে গেল কর্ডেলের, কিন্তু নামটা মনে করতে পারল না।

হাঁটুর ঠিক ওপরে দুই পায়ে দুটো স্লিপনট টর্নিকেট বাঁধল সে, তবে বাঁধন বেশি শক্ত করল না। পা ছিঁড়ে নেয়ার পর টর্নিকেটের সাথে লাগানো কর্ড ধরে টান দিলেই ডক্টরের রক্তপাত বন্ধ করা যাবে, তখন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকেও বাঁচানো যাবে তাকে–এরপর তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে নিষ্ঠুর মৃত্যুর সাথে। বাঁধন এখন শক্ত করা যাবে না, টাইট করে বাঁধার কারণে লেকটারের দুই পা অবশ হয়ে গেলে ম্যাসন ক্রোধে ফেটে পড়বে।

ম্যাসনকে নিচে নামিয়ে ভ্যানে তোলার সময় হয়ে গেছে। শস্যঘরের পেছনে থাকা ভ্যানের ভেতরে চলতে থাকা কুলারের কারণে ভেতরের পরিবেশ বেশ শীতল। সার্দরা তাদের লাঞ্চ এখানে ফেলে রেখে গেছে। কর্ডেল গালাগাল করতে করতে তাদের কুলার বাইরে মাটিতে আছড়ে ফেলল। হাউজে গিয়ে পুরো ভ্যানটাকে ভ্যাকুয়াম পাম্প দিয়ে ক্লিন করতে হবে তাকে। ভেতরের বাতাসও পরিস্কার করতে হবে, কারণ ভ্যানের ভেতরে বসে তারা সিগারেটও টেনেছে। তাদের সরে যেতে বলার পরই তারা ভ্যানের আসন ছাড়ে।

কার বিকন মনিটরটা তখনও ড্যাশবোর্ডে তার জায়গা দখল করে আছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮৬

স্টারলিং মাস্টাংয়ের ইন্টেরিয়র লাইট বন্ধ করে দিল, ট্রাঙ্ক রিলিজ হ্যান্ডেল টান দিয়ে সে গাড়ির দরজা খুলে বের হলো।

যদি ড. লেকটার এখানে থেকে থাকে, যদি সে তাকে পেয়ে যায়, তাহলে তার হাত পায়ে কাফ লাগিয়ে ট্রাঙ্কে শুইয়ে রাখবে সে। এরপর লং ড্রাইভে যাবে তারা দুজন, গন্তব্য-কাউন্টি জেল। তার কাছে আছে চার সেট হ্যান্ডকাফ এবং পিছমোড়া করে বাঁধার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দড়ি, যাতে লাথি মারা থেকে ডক্টরকে বিরত রাখা যায়। তার গায়ে কী পরিমাণ শক্তি আছে সেটা ভেবে সময় নষ্ট করতে চাইল না সে।

যখন সে তার পা গাড়ির বাইরে রাখল তখন নুড়িপাথরের মধ্যে তুষারকণা দেখতে পেল। সিটের স্প্রিং থেকে নিজের ওজন উঠিয়ে নিতেই কোঁৎ শব্দ করে উঠল তার মাস্টাং।

“অভিযোগ করতে চাস মনে হচ্ছে,” গাড়ির উদ্দেশ্যে বলে উঠল সে। সাথে সাথে তার হানাহর কথা মনে পড়ে গেল। শৈশবে তার বন্ধু ছিল হানাহ নামের এই ঘোড়াটি। হানাহর সাথে সে কথা বলত, এটা ওটা জিজ্ঞেস করত। ভেড়া যেদিন জবাই করা হবে তার আগের রাতে সে এই হানাহর ওপর চড়েই পালিয়ে গিয়েছিল। কারডোর বন্ধ করল না সে। ইগনিশন কি টাইট ট্রাউজারের পকেটে চলে গেল, যাতে তারা টুংটাং শব্দ করতে না পারে।

অর্ধচন্দ্রের আলোয় আঁধার অনেকটাই তিরোহিত। ফ্ল্যাশলাইট ছাড়াই সে হাঁটতে পারছে। নুড়িগুলো হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল সে, ঝুরঝুরে এবং অসমান বলে মনে হলো তার কাছে। কাঁকর মিশ্রিত হুইল ট্র্যাকে হাঁটছে সে, চারদিক একটু বেশিই নীরব। সামনের রাস্তা কিভাবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেছে তা সে তার দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জেনে নিতে চাচ্ছে। তার কাছে মনে হচ্ছে সে পানির মধ্যে দিয়ে হাঁটছে। নুড়ি-কাঁকর পায়ের চাপে পড়ে শব্দ করে ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু সে নিচের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

কঠিন মুহূর্তটা এল, যখন সে তার দৃষ্টি সীমার মধ্যে মাস্টাং গাড়িটাকে হারিয়ে ফেলল। কিন্তু সে এর স্পর্শ এখনও অনুভব করতে পারছে। গাড়িটাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না তার।

হঠাৎ করে তার নিজেকে তেত্রিশ বছর বয়স্কা একাকি একজন বৃদ্ধা বলে মনে হতে লাগল, যার সিভিল সার্ভিস ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে গেছে। যে কিনা এই রাতের বেলা একটা বনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, সাথে কোন শটগান

BanglaBook.org

নেই। তার চোখের কোণে বয়সের ছাপ সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তার মাস্টাংয়ের কাছে ফিরে যাওয়ার তীব্র তাড়না অনুভব করল ক্লারিস। ধীরে ধীরে এগোতে লাগল সে, একসময় থেমে গেল। নিজের শ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সে।

কাকটা ডেকে উঠল। বাতাসের তোড়ে গাছের শাখা নড়ে উঠল, মচমচ শব্দ শুনতে পেল সে। আর এরপরই এক গগনবিদারি চিৎকার রাতের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিল। সেই আর্তনাদের মধ্যে ভয় ও আশাহীনতার ছাপ স্পষ্ট। উঁচুস্বরের আর্তনাদের শব্দ কখনও নিচুস্বরে গোঙানিতে পরিণত হচ্ছে, এরপর আবার উঁচুস্বর, তারপর আবার নিম্ন—এভাবে চলতেই থাকল। একসময় মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করতে লাগল কণ্ঠটা, কণ্ঠের মালিক কে তা চিনতে পারল না স্টারলিং, এতটাই বিধ্বস্ত যে, সে স্বর যে কারোরই হতে পারে।

"মেরে ফেলো আমাকে!!!" আবার চিৎকারের শব্দ ভেসে এল।

প্রথম যখন আওয়াজটা কানে এসেছিল, তখন জমে গিয়েছিল স্টারলিং, দ্বিতীয় দফা কানে আসতেই সে দু-এক কদম সামনে এগিয়ে গেল। পয়েন্ট ফোরটিফাইভ তখনও হোলস্টার থেকে বের হয়নি। একহাতে ফ্ল্যাশলাইট ধরা, আর আরেকহাত সামনের দিকে বাড়ানো। না, তুমি এখনও শুরু করোনি, ম্যাসন। এখনও করোনি।

যা করতে হবে দ্রুত করতে হবে। সে বুঝতে পারল, চাইলে সে এই ট্র্যাকে নিজের পদশব্দ শুনে এবং দুপাশে থাকা ঝুরা পাথর হাতে নিয়েই রাত কাটিয়ে দিতে পারবে। রাস্তা একটা মোড় নিয়েছে, তা একটা বেড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ছয়ফুট উঁচু পাইপ ফেন্স।

আশঙ্কা এবং প্রার্থনায় ঘেরা আর্তনাদ ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে, বেড়ার অন্যপাশে সে ঝোপের মধ্যে নড়াচড়া দেখতে পেল। দ্রুতপদে কেউ হেঁটে যাচ্ছে। ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ শুনতে পেল স্টারলিং, যা সে চিনতে পারল।

শব্দের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর সে বুঝতে পারল—মানুষের চিৎকার হলেও তা ভাঙা ভাঙা, মাঝখানে এক সেকেন্ডের জন্য...

স্টারলিং জানত, সে রেকর্ডিং কোনো ভয়েস অথবা মাইক্রোফোনে অ্যামপ্লিফাই করা কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে। গাছপালা আর গোলাঘর আলোর আঘাতে আলোকিত। শীতল লোহার দরজায় তার মাথা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সে বেড়ার ভেতরে দেখার চেষ্টা করল। অন্ধকারে কোমর সমান উচ্চতার কিছু অবয়ব দৌড়াচ্ছে, গোলাঘরের ৪০ গজের মত খোলা অংশে চারকোণা বিশাল একটা দরজা খোলা দেখা যাচ্ছে। সেই দরজায় ডাচ গেট শোভা বর্ধন করে আছে। গেটের ঠিক ওপরে সুসজ্জিত একটা আয়না লাগানো। আয়নায়

BanglaBook.org

গোলাঘর থেকে আসা আলো প্রতিফলিত হয়ে মাটিতে তার প্রতিবিম্ব তৈরি করছে।

গোলাঘরের বাইরে খোঁয়াড়ে গাঁট্টাগোঁট্টা, মাথায় হ্যাট পরা এক লোক হাতে বুমবক্স টেপ প্লেয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরেকহাত কানের ওপর দিয়ে রেখেছে, যাতে মেশিন থেকে আসা চিৎকার এবং গোঙানির শব্দ তার কানের কোনো ক্ষতি না করতে পারে।

ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে এল তারা, বন্য শূকরগুলো হিংস্র চেহারার, নেকড়ের মত দ্রুতগতিসম্পন্ন। লম্বালম্বা পা, প্রশস্ত বুক, ছোঁচাল ধূসর লোমের প্রাণীগুলো এগিয়ে আসছে।

কার্লো ডাচ গেট দিয়ে অন্যপাশে চলে এল। বন্ধ করে দিল সেই গেটটা, শূকরগুলো তার থেকে এখনও ত্রিশ গজ দূরে। অর্ধবৃত্তাকারে অবস্থান নিয়ে তারা অপেক্ষা করতে লাগল। তাদের দুই ঠোঁটের মধ্য দিয়ে দুপাশে বের হয়ে আসা বিশাল বাঁকানো দন্তের কারণে তাদের দাঁতমুখ সবসময় খিঁচে থাকে। একজন লাইনম্যান যেমন বলের গতিপথ আগে থেকে অনুমান করে তার অবস্থান পরিবর্তন করে, ঠিক তেমনি তারাও একবার সামনে এগুচ্ছে, থামছে, একটা আরেকটার সাথে ধাক্কা লাগাচ্ছে, ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ করছে।

স্টারলিং লাইভস্টক অ্যানিম্যাল দেখলেও এদের মত কোনো কিছু সে কখনও দেখেনি। তাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য এবং গতির একটা সংমিশ্রণ আছে। ডোরওয়েের দিকে তাকিয়ে ছুটে আসছে তারা, আবার পেছনের দিকে হটে যাচ্ছে–শস্যঘরের সামনে থাকা খোলা মাঠের দিকেই দৃষ্টি তাদের।

কার্লো তার কাঁধের দিকে মুখ ঘুরিয়ে কি যেন বলল, অতঃপর গোলাঘরের ভেতর ঢুকে গেল সে।

গোলাঘর থেকে একটা ভ্যান বের হয়ে এল। ধূসর যানটা স্টারলিং নিমেষের মধ্যেই সনাক্ত করতে পারল। সেফওয়ের সেই ভ্যানটা। বিশাল দরজার সামনে এসে ভ্যানটা থামল। কর্ডেল বের হয়ে এল ভ্যান থেকে, স্লাইডিং স্লাইড ডোর টেনে খুলে ফেলল সে। ডোমলাইট বন্ধ করে দেয়ার আগেই স্টারলিং ম্যাসনকে দেখতে পেল–বালিশের ওপর ভর দিয়ে রিংসাইড সিটে বসে আছে সে, তার সাথে হার্ডশেল রেসপিরেটর লাগানো। চুলগুলো পাঁক দিয়ে বুকের ওপর রাখা। ডোরওয়েতে ফ্লাডলাইটের আলো ফেলা হলো।

তার পাশে মাটি থেকে কার্লো কি যেন উঠাল, স্টারলিং প্রথমে চিনতে পারল না। জিনিসটা কারো পা বলে মনে হলো তার কাছে, অথবা কারো শরীরের নিচের অর্ধেকও হতে পারে। যদি তার দ্বিতীয় ধারণা সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে স্বীকার করতে হবে–কার্লো শরীরে যথেষ্ট শক্তি রাখে।

এক সেকেন্ডের জন্য স্টারলিং ভয়ে জমে গেল। তার কাছে মনে হলো,

BanglaBook.org

এই খণ্ডাংশ ড. লেকটারের। পরমুহূর্তে সে সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিল, কারণ পা দুটো অদ্ভুতভাবে বাঁকানো অবস্থায় আছে। মানুষের পায়ের স্বাভাবিক জয়েন্টে এ ধরণের বাঁক অসম্ভব।

লেকটারের পা হিসেবে এগুলোকে তখনই গণ্য করা যাবে, যখন লেকটারের পায়ের ওপর দিয়ে চাকা চালিয়ে দেয়া হবে, কিংবা শক্ত করে বাঁধা হবে–স্টারলিং ক্ষণিকের জন্য ভাবল। পেছনে থাকা গোলাঘরের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ল কার্লো। একটা মোটর স্টার্ট এর শব্দ শুনতে পেল ক্লারিস।

ফর্কলিফটটা দৃশ্যমান হলো স্টারলিংয়ের কাছে। ড্রাইভিং সিটে পিয়েরো বসে আছে। ফর্কের সামনে ড. লেকটারকে ঝুলানো হয়েছে, ক্রসপিসের সাথে হাত বাঁধা। চলতে থাকা ফর্কের সাথে সাথে আইভি বটলগুলোও দুপাশে হাতের ওপর থেকে দুলছে। তাকে বেশ খানিকটা ওপরে ঝোলানোর কারণ, সে যেন ক্ষুধার্ত শিকারিদের দেখতে পায়। তার দিকে হিংস্র মনোভাব নিয়ে আসতে থাকা প্রাণীদের যেন সে দেখতে পায়।

ফর্কলিফটটা অনেক আস্তে আস্তে আগাচ্ছে। একপাশে কার্লো এবং অন্যপাশে মগলি, মগলির কাছে অস্ত্র আছে।

কিছুক্ষণের জন্য স্টারলিং মগলির ডেপুটি ব্যাজের দিকে তাকাল। একটা স্টার দেখতে পেল সে। লোকাল ব্যাজের সাথে এর কোন মিল নেই। সাদা চুল, সাদা শার্ট–কিডন্যাপ ভ্যানের ড্রাইভারের মত দেখতে।

ভ্যান থেকে ম্যাসনের গম্ভীর স্বর শোনা গেল। 'অহমিকা' আর 'পরিস্থিতি' এ দুটো শব্দ বিড়বিড় করে বলল এবং মুচকি হাসি দিল একটা।

কোলাহল করতে থাকা শূকরগুলো মেশিনের শব্দে ভয় পেল না। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, তারা তাদের আগমনকে স্বাগতম জানাচ্ছে।

ডাচ গেটের সামনে ফর্কলিফট থেমে গেল। ড. লেকটারকে উদ্দেশ্য করে ম্যাসন কি যেন বলল, স্টারলিং শুনতে পেল না। ড. লেকটার তার মাথাও নাড়ল না, একদম স্থির হয়ে রইল। মনে হচ্ছে সে কিছু শুনতেই পায়নি। ডক্টর অন্য এক জগতে চলে গেছে বলে স্টারলিংয়ের মনে হলো। স্টারলিং যেখানে আছে, সেখানে কি লেকটার একবারও তাকিয়েছে? তা সে জানতে পারবে না, কারণ পা চালানো শুরু করে দিয়েছে সে। বেড়ার ধারে ঘেঁষে স্টারলিং দ্রুত দৌড়াচ্ছে। গোলাঘর বরাবর ডাবলডোরটা খুঁজছে সে–যেখানে ভ্যানটা রাখা হয়েছিল।

কার্লো বিশাল দরজার অন্য প্রান্তে থাকা শূকরদের সামনে ট্রাউজারটা ঝুলিয়ে দিল। প্রাণীগুলো প্রায় একই সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনের দিকে। ট্রাউজার থেকে ঝুলতে থাকা পায়ের নিচে দুজন এসে দাঁড়াল–বাকিদের ঠেলে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছিল তারা। ট্রাউজার লেগের মধ্যে থাকা মরা চিকেনগুলো

BanglaBook.org

মুহূর্তের মধ্যেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল–ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে ফেলা হলো তাদের।

কার্লো মেইন ডিশের আগে অ্যাপেটাইজারের ব্যবস্থা করেছিল–তিনটা চিকেন এবং সাথে সালাদ। ক্ষণিকের মধ্যেই অ্যাপেটাইজার পরিবেশনের জন্য প্লেট হিসেবে দেয়া ট্রাউজার ছেঁড়া কাপড়ে পরিণত হয়ে গেল। আরও পাবার আশায় প্রাণীগুলো তাদের লোভাতুর চোখ গেটের দিকে তাক করে রেখেছে।

পিয়েরো ফর্কটা খানিক নিচে নামিয়ে দিল, আর একটু নামালেই তা গ্রাউন্ড লেভেল স্পর্শ করবে। ডাচ গেটের ওপরের অংশটা হয়তো অল্প সময়ের জন্য ড. লেকটারকে শূয়োরগুলোর কাছ থেকে দূরে রাখতে পারবে। কার্লো ডক্টরের জুতা এবং মোজা খুলে ফেলল।

"অনেক কষ্ট করে এই শূয়োরের বাচ্চাকে হাতের মুঠোয় আনতে পেরেছি," ভ্যান থেকে বলে উঠল ম্যাসন।

স্টারলিং তাদের পেছন দিক দিয়ে আসতে লাগল। সবার মনোযোগ সামনে সোয়াইনগুলোর দিকে। ট্যাকরুম ডোর অতিক্রম করল, গোলাঘরের একদম মাঝখানে চলে আসল সে।

"তার শরীর থেকে যেন রক্ত না পড়ে।" কর্ডেল বলল ভ্যান থেকে। "যখন টর্নিকেটটা টাইট করার জন্য কর্ড টানতে বলব, তখন প্রস্তুত থাকবে।"

ম্যাসনের গগল একটা রুমাল দিয়ে পরিস্কার করছিল সে।

"কিছু বলতে চাও, ড. লেকটার?" ম্যাসনের গম্ভীর স্বর ভেসে আসল।

তখনই গোলাঘরের সীমানার মধ্যে গর্জন করে উঠল একটা পয়েন্ট ফোরটিফাইভ। স্টারলিংয়ের চিৎকার শোনা গেল এরপরই। "হ্যান্ডস আপ! একদম ফ্রিজ। কেউ নড়বে না! মটরটা অফ করে দাও।"

পিয়েরো চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে, কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

ড. লেকটার তাকে বুঝতে সাহায্য করল, "মটরটা বন্ধ করতে বলেছে, গাধা।"

শূকরগুলোর অধৈর্য ক্রন্দন ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না এখন।

সাদাচুলের লোকটার কোমরের পাশে একটা পিস্তল দেখতে পেল স্টারলিং। লোকটার বুকে একটা স্টার লাগানো। হোলস্টারটা বুড়ো আঙুলের এক টোকা দিয়েই খুলে ফেলা যায়। তার মাথায় কে জানি প্রতিধ্বনি তৈরি করল–*সবার আগে এই লোকটাকে নকআউট করো, স্টারলিং।*

স্টিয়ারিং হুইলের সামনে দ্রুত চলে এল কর্ডেল, ভ্যানটা নড়তে শুরু করেছে। ম্যাসন কর্ডেলকে উদ্দেশ্য করে চেঁচাতে লাগল।

চোখের কোণে সাদা চুলের লোকটার নড়াচড়া দেখতে পেল সে, সাথে সাথে অন্য দিকে ঝাঁপ দিল স্টারলিং।

BanglaBook.org

মগলি তার পিস্তল বের করে ট্রিগারে চাপ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "পুলিশ!"

ঝাঁপ দিয়ে শুন্যে ভেসে থাকা অবস্থাতেই স্টারলিং পয়েন্ট ফোরটিফাইভ দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বির বুক বরাবর দুটো শট নিল। দুটো গুলিই একসাথে বের হয়ে এল পিস্তল থেকে।

মগলির পয়েন্ট ৩৫৭ থেকে বের হওয়া বুলেট দুই ফিট দূরে মাটিতে গর্ত তৈরি করল। এক কদম পিছিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সে, মাথা নিচু করে নিজের দিকে তাকাল। তার ব্যাজ ফুঁড়ে পয়েন্ট ফোরটিফাইভ বুলেট হার্ট ছিদ্র করে ফেলেছে। পাশে তাকাল সে, দুটো বুলেট পড়ে আছে–তার শরীর বুলেট দুটোকে আটকে রাখতে পারেনি। শরীর ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে তারা।

পেছনের দিকে চিৎ হয়ে পড়ে গেল মগলির নিথর দেহটা ।

ট্যাকরুমে টমাসো গুলির শব্দ শুনতে পেল। এয়ার রাইফেল কাঁধে নিয়ে সে খড়ের গাদা রাখার ঘরের কার্নিশ বেয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। সেখানে রাখা কাঠের পাটাতনের ওপর উঠে বসল সে, ওখান থেকে গোলাঘরের পুরোটা দেখা যায়।

"আর কেউ সামনে আসতে চাও?" স্টারলিং গর্জে উঠল, নিজেকে আজ চিনতে পারছে না সে। নিজের ভেতর শক্তিশালী কোন সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করছে যেন। সেই সত্তা তাকে বলছে–*মগলির মৃত্যুতে ভয়ের যে রেশ তৈরি হয়েছে তা থাকতে থাকতেই পরের দান মারতে হবে তোমাকে।*

"হাত পেছনে নিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়। দেয়ালের দিকে মাথা ঠেক দিয়ে রাখ। যেভাবে বলা হচ্ছে, সেভাবে করো," আবার গর্জন শোনা গেল স্টারলিংয়ের মুখ থেকে।

"মাথা নিচের দিকে দিয়ে শুয়ে পড়," ফর্কলিফট থেকে ড. লেকটার বলে উঠল।

স্টারলিংয়ের দিকে তাকাল কার্লো, বুঝতে পারলো, মহিলা কোনো ফাঁকা বুলি মারছে না। স্থির পড়ে রইল সে।

একহাত দিয়েই দ্রুত তাদের হ্যান্ডকাফ পরাল এজেন্ট স্টারলিং। তারা দুজন '৬৯' পজিশনে পড়ে আছে মাটিতে, কার্লোর কব্জি পিয়েরোর গোড়ালির সাথে, আর পিয়েরোর কব্জি কার্লোর গোড়ালির সাথে হ্যান্ডকাফ দিয়ে বাঁধা।

বুট নাইফটা বের করে ফর্কলিফটে বাঁধা ডক্টরের কাছে গেল স্টারলিং।

"গুড ইভিনিং, ক্লারিস!" তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসতেই লেকটার সম্ভাষন জানাল।

"আপনি কি হাঁটতে পারবেন? আপনার পা দুটো কাজ করছে তো?"

"হ্যা।"

"ঠিকঠাক সব দেখতে পাচ্ছেন?"

BanglaBook.org

"হ্যা।"

"আমি আপনার বাঁধন আলগা করতে যাচ্ছি। আপনার প্রতি যথেষ্ট সম্মান রেখেই জানাচ্ছি, আপনি যদি আমার সাথে ঐ সাদাচুলোর মত কোনো কিছু করে বসেন, তাহলে জিশুর কসম খেয়ে বলছি–আপনাকে এখানেই শুট করে গেঁড়ে দেব। বুঝতে পেরেছেন?"

"একদম বুঝতে পেরেছি।"

"আমার কথামত চললে আপনি বাঁচার আশা করতে পারেন।"

"খাঁটি প্রটেস্ট্যান্টদের মতই তোমার বাচনভঙ্গি।"

বুট নাইফটা ধারালো, নাইফের যে পাশ খাঁজকাটা, সে অংশটা দিয়ে অপেক্ষাকৃত নতুন দড়ির বাঁধন সহজেই আলগা করে ফেলল সে।

লেকটারের ডান হাত এখন মুক্ত।

"বাকিটুকু আমিই করতে পারবো, যদি আমাকে ছুরিটা দাও তুমি।"

তার মধ্যে সংকোচ কাজ করলেও শেষে তার হাতে শর্ট ড্যাগারটা তুলে দিল।

"আমার কার ফায়াররোডের ২০০ গজ ভেতরে রাখা আছে।"

লেকটার আর মাটিতে পড়ে থাকা লোকদের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে তাকে।

তার এক পা বাঁধন ছাড়া হয়ে গেল। আরেক পায়ের ওপর কাজ শুরু করল ডক্টর। তাকে প্রত্যেকটা প্যাঁচ আলাদাভাবে কাটতে হচ্ছে। পেছনে কার্লো আর পিয়েরো যেখানে মাটির সাথে মুখ স্পর্শ করে পড়ে আছে, সে জায়গায় এখনও ড. লেকটারের চোখ পড়েনি।

"নিজের বাঁধনগুলো খুলে ফেলার পর দৌড়ানোর চেষ্টা ভুলেও করবেন না। দরজা পর্যন্ত পৌছাতে পারবেন না আপনি। আপনাকে দুজোড়া কাফ দেব আমি," স্টারলিং বলল। "আপনার পেছনে হ্যান্ডকাফ লাগানো অবস্থায় দু-জন পড়ে আছে। ফর্কলিফট পর্যন্ত তাদের টেনেহিঁচড়ে নিয়ে মেশিনটার সাথে কাফ দিয়ে বাঁধবেন আপনি, যাতে তারা কোনো ফোনের নাগাল না পায়। এরপর কষ্ট করে নিজের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে নেবেন।"

"দু-জন?" সে বলল। "চারদিকে দেখ ভালো করে, আরেকজন এখনও ঘাপটি মেরে আছে এখানে।"

বলার সাথে সাথে টমাসোর রাইফেল থেকে ডার্ট ছুটে এল, ফ্লাডলাইটের আলোয় রূপালি রঙের বিদ্যুৎ ঝলক দিয়ে তা স্টারলিংয়ের পিঠের ঠিক মাঝখানে এসে বিঁধল। ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল সে, মাথা ঝিমঝিম করে উঠল তার। দৃষ্টিশক্তি আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে এল, টার্গেট লোকেট করার চেষ্টা করল সে। চিলেকোঠার প্রান্তভাগে একটা রাইফেলের ব্যারেল দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে চারবার পয়েন্ট ফোরটিফাইভ গর্জে উঠল।

BanglaBook.org

টমাসো গড়িয়ে অন্যপ্রান্তে চলে এল। তার গায়ে স্প্লিন্টার এসে বিঁধেছে। পিস্তলের ধোঁয়া ওপরে থাকা লাইটের আড়ালে হারিয়ে গেল। চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবার আগে স্টারলিং শেষবারের মত গুলি করল। কোমরে থাকা ম্যাগজিনের দিকে হাত বাড়াল সে। দাঁড়িয়ে থাকতে চাইলেও তার হাঁটু তাকে সেই সুযোগ দিল না। পড়ে গেল সে।

বন্য শূকরগুলোর মধ্যে চাঞ্চল্য তৈরি হলো। তারা মাটিতে তিনজনকে পড়ে থাকতে গেল। ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ করে গেট ধাক্কাতে লাগল ওরা–তিনজনের ভবলীলা সাঙ্গ করতে চায় সবগুলো।

ভারসাম্য না রাখতে পেরে স্টারলিং উপুড় হয়ে পড়ে গেল, তার খালি পিস্তল হাত থেকে দূরে ছিটকে পড়ল। কার্লো আর পিয়েরো মাথা উঁচিয়ে সামনে তাকালো। একটা বাদুড় যেভাবে হামাগুড়ি দেয়, ঠিক সেভাবে তারা দুজন মাটির সাথে শরীর ঘষটিয়ে মগলির দিকে আগানোর চেষ্টা করল। উদ্দেশ্য–মগলির পিস্তল আর হ্যান্ডকাফ কি হাতের নাগালে আনা।

ট্রানকুইলাইজার রাইফেলে বাতাস ভরতে লাগল টমাসো, তার স্টকে এখনও একটা ডার্ট আছে। উঠে দাঁড়াল সে, প্রান্তভাগে এসে ব্যারেল আইপিসের মধ্য দিয়ে ড. লেকটারকে খুঁজতে লাগল।

লুকানোর জায়গা থেকে পুরোপুরি বের হয়ে এল সে।

ড. লেকটার তার দুই বাহু দিয়ে, কোলে তুলে নিল স্টারলিংকে। ডাচগেটের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল সে। টমাসো আর তার মধ্যে ফর্কলিফটটাকে দেয়াল হিসেবে ব্যবহার করল ডক্টর।

চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ডক্টরের পদশব্দ লক্ষ্য করে সামনে যেতে লাগল টমাসো। ড. লেকটারের বুক লক্ষ্য করে শেষ ডার্টটাও ছুঁড়ে মারল সে। কিন্তু তা লক্ষ্যভেদ করতে পারল না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তা লেকটারের বুকের পরিবর্তে স্টারলিংয়ের পায়ের হাড় ভেদ করল।

ডাচগেটের বোল্ট টেনে ধরল ডক্টর।

ক্ষিপ্রগতিতে মগলির কি চেইন হস্তগত করল পিয়েরো। পাগলের মত পিস্তল হাতড়াতে লাগল কার্লো। খোলা গেট দিয়ে শূয়োরগুলো ঢুকে পড়েছে, পড়ে থাকা নিরুপায় শরীর দুটোর ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করল তারা। কার্লো পয়েন্ট ৩৫৭ এর ট্রিগার টানতে সমর্থ হলো, তবে তা কেবল একবারের জন্য। একটাকে কুপোকাত করতে পারল সে। কিন্তু বাকি পনেরজন তাদের সতীর্থের নিথর শরীর মাড়িয়ে কার্লো আর পিয়েরোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মগলিকেও তারা ছাড়ল না। রাতের নিস্তব্ধতা আরেকবার প্রকম্পিত হলো, আর্তনাদের তীব্রতা ছাড়িয়ে গেল সবকিছুকে।

ক্ষুধার তৃষ্ণা মেটানোর জন্য হিংস্র প্রাণীগুলো যখন ছুটে এল তখন ড.

BanglaBook.org

লেকটার গেটের পেছনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, তার দু-হাতের ওপর স্টারলিং একদম অচেতন।

চিলেকোঠা থেকে টমাসো তার ভাইয়ের মুখ মাটির সাথে লেগে থাকতে দেখল। কয়েক মুহূর্ত বাদেই তা একটা মাংসপিণ্ডে পরিণত হলো, যা ছিঁড়েখুঁড়ে খেতে লাগল শ্বাপদগুলো। রাইফেলটা তার হাত থেকে পড়ে গেল এ সময়।

ড্যান্সারের মত দাঁড়িয়ে থাকা লেকটার তার বাহুতে স্টারলিংকে ধরে রেখে রক্তস্রোতের মধ্যে দিয়ে সামনে অগ্রসর হলো। বিশালায়তনের দুটো শূকর–যাদের মধ্যে একটা সেই অন্তঃসত্ত্বা শূকরীও ছিল–তাদের দিকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল এ সময়।

যখন সে তাদের দিকে তাকাল তখন তারা দৃষ্টি সরিয়ে নিল। মাটিতে পড়ে থাকা অপেক্ষাকৃত সহজ শিকারের দিকে মনোযোগ দিল এবার।

হাউজ থেকে ম্যাসন বাহিনীর কোনো সদস্যকে বের হতে দেখল না সে। ফায়াররোডে একটা গাছের নিচে গিয়ে থামল লেকটার, স্টারলিংয়ের শরীর থেকে ডার্ট দুটো টেনে বের করল। তৈরি হওয়া ক্ষততে মুখ লাগিয়ে ভেতরের বিষ শুষে নিল।

স্টারলিংয়ের বুট খুলে সে নিজের খালি পায়ে পরল। তার পায়ের জন্য বুটটা একটু টাইট। পয়েন্ট ফোরটিফাইভ স্টারলিংয়ের গোড়ালিতে গুঁজে রাখল সে, যাতে এমারজেন্সিতে পিস্তলটা হাতের কাছেই থাকে।

দশ মিনিট পর মেইন গেটহাউজের গার্ড তার সামনে থাকা নিউজপেপার থেকে চোখ সরাল, দূরের শব্দ তার কানে এসেছে। শব্দ শুনে তার কাছে মনে হলো, পিস্টন ইঞ্জিন কোনো জেট ফাইটারকে ধাওয়া করতে নেমেছে। কিন্তু সে জানতে পারল না, একটা ৫ লিটার মাস্টাং ৫৮০০ আরপিএম দ্রুত বেগে ইন্টারস্টেট ওভারপাস দিয়ে ঝড় তুলে একসময় হারিয়ে গেল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮৭

তার রুমে যাওয়ার জন্য ম্যাসন বারবার তাড়া দিতে লাগল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, এইমাত্র সে ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে মার খেয়ে এসেছে।

মার্গট আর কর্ডেল এলিভেটরে করে তাকে তার উইংয়ে নিয়ে এল। বেডে শুইয়ে দিয়ে পারমানেন্ট পাওয়ার সোর্সের সাথে তাকে কানেক্ট করে দেয়া হলো।

ম্যাসনকে আগে কখনও এভাবে রাগতে দেখেনি মার্গট। ম্যাসনের চেহারার বের হয়ে থাকা হাড়গুলোর নিচে থাকা ধমনীর কম্পনের কারণে অস্থি স্পন্দন তৈরি হচ্ছে।

"তাকে রিল্যাক্স করার জন্য কিছু দেয়া উচিত।" প্লেরুমে এসে কর্ডেল মার্গটকে বলল।

"এখনই না। কিছুক্ষণের জন্য তাকে চিন্তা করতে দাও। তোমার হোন্ডা কারের চাবিটা কোথায়।"

"কেন?"

"নিচে কেউ বেঁচে আছে কিনা তা জানার জন্য কাউকে না কাউকে তো যেতে হবে। তুমি যেতে চাও?"

"না, কিন্তু..."

"আমি তোমার গাড়ি ট্যাকরুমে নিয়ে আসতে পারবো। ট্যাকরুম ডোর দিয়ে ভ্যানটা ঢোকানো আমার পক্ষে সম্ভব না। চাবি দাও।"

নিচে নেমে এল সে। ড্রাইভিং সিটে বসল।

ধীরপায়ে মাঠ দিয়ে পেছনের দিকে তাকাতে তাকাতে টমাসো এগিয়ে আসছিল।

ভাবো মার্গট, ভাবো। নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল সে। ৮-২০। মধ্যরাতে কর্ডেলের জন্য সাহায্য আসার কথা। এখানকার সব সাফাই করার জন্য হেলিকপ্টারে করে ওয়াশিংটন থেকে সাহায্য আসার এখনও অনেক সময় বাকি আছে। টমাসোর দিকে তাক করে সে গাড়ির হুইল ঘুরালো।

"তাদের ধরার চেষ্টা করেছিলাম আমি, কিন্তু একটা শূকর আমাকে তাড়া করল। সে..." ড. লেকটার স্টারলিংকে কোলে তুলে নিয়েছে–এটা টমাসো হাতপা নাড়িয়ে অভিনয় করে দেখাতে লাগল। "মহিলাটা...তারা গাড়িতে করে চলে গেল। তার গায়ে দুটো..." দুটো আঙুল তুলে ধরল সে। "*ফ্রেসেত্তে*।" তার পিঠ আর পায়ের দিকে ইঙ্গিত করল সে। "*ফ্রেসেত্তে, দারদি।*"

BanglaBook.org

শুট করার অঙ্গভঙ্গি করল সে।

"ডার্ট ছুঁড়েছো তুমি," মার্গট বলল।

"হ্যা, ডার্ট। অনেক নারকোটিকস ছিল ডার্টগুলোতে। আমার মনে হয় এতক্ষণে মহিলা মারা গেছে।"

"ভেতরে ঢোকো," মার্গট বলল। "বর্তমান অবস্থা আমাদের দেখতে যেতে হবে।"

ডাবল সাইডডোর দিয়ে মার্গট ড্রাইভ করছে, যেখান দিয়ে স্টারলিং গোলাঘরে ঢুকেছিল। ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দের মধ্যে দিয়ে হোন্ডা চলতে লাগল সে। হর্ন বাজিয়ে সামনের প্রাণীগুলোকে রাস্তা থেকে সরাতে বাধ্য করল। তিনটা মানুষের শরীরের ভগ্নাংশ দেখতে পেল এবার। কাউকেই এখন আর চেনা যাচ্ছে না–সে এটা ভালো করেই জানে।

ড্রাইভ করে ট্যাকরুমে চলে আসতেই পেছনের দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো।

মার্গট অনুধাবন করল, কর্ডেল বাদে টমাসোই বেঁচে থাকা একমাত্র ব্যক্তি, যে কিনা গোলাঘরে তাকে দেখেছে।

টমাসোও হয়তো একই কথা ভাবছে। তার থেকে সতর্কতামূলক দূরত্বে অবস্থান করছে সে। তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখে তাকিয়ে আছে মার্গটের দিকে। টমাসোর গালে অশ্রু ফোঁটা দেখতে পেল মার্গট।

ভাবো, মার্গট। সার্দদের কাছ থেকে কোনো ধরণের ঝামেলা তুমি চাও না। তারা জানে, তুমিই মানি হ্যান্ডলিংয়ের ব্যাপারটা দেখ। কোনো ব্যবস্থা না নিলে তারা তোমারে পরিচয় ফাঁস করে দিতে পারে।

টমাসোর চোখ মার্গটের হাতের দিকে স্থির। মার্গটের হাত পকেটের ভেতর ঢুকে গেল।

একটা সেলফোন বের হয়ে এল। সারদিনিয়ান সময় ২:৩০-এ সেখানে একটা কল করলে স্টিউবেন ব্যাংকার ফোনটা রিসিভ করল। সংক্ষেপে কথা সেরে টমাসোর দিকে ফোনটা বাড়িয়ে দিল সে। টমাসো অপর পাশের প্রশ্নের জবাব দিয়ে মাথা নাড়ল, কথা শেষ হতেই ফোনটা দিয়ে দিল মার্গটের হাতে। তিনজনের ভাগের সব ডলার এখন কেবল তার একার। ওপরতলার রুমে গিয়ে নিজের ব্যাগ গোছগাছ করে নিল সে, সাথে ড. লেকটারের ওভারকোট আর হ্যাটটাও নিয়ে নিল। মার্গট এসময় এসে ক্যাটল প্রডটা তালুবন্দি করল। প্রডের মধ্যে কারেন্ট ফ্লো টেস্ট করে হাতার আড়ালে লুকিয়ে ফেলল সেটা। ফ্যারিয়ার হ্যামারটাও তার সাথে নিয়ে নিল সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮৮

কর্ডেলের গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসা টমাসো হাউজ উইংয়ের সামনে মার্গটকে নামিয়ে দিয়েছে। সে এই হোন্ডাটা ডালেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের পার্কিং লটে লম্বা সময়ের জন্যে ফেলে রাখতে যাচ্ছে। মার্গট তাকে কথা দিয়েছে কার্লো আর পিয়েরোর অবশিষ্টাংশ কবরে দাফন করার ব্যবস্থা করবে।

মার্গটকে কিছু একটা বলার তাড়না অনুভব করল সে। তার জানা ইংরেজির সমস্ত জ্ঞান একত্র করে সে বলা শুরু করল, "সিগনোরিনা, আপনার জানা দরকার কথাটা। শূকরগুলো ডক্টরকে সাহায্য করেছে। তাকে আক্রমণ করেনি তারা, তার থেকে দূরে দূরে অবস্থান করেছে প্রাণীগুলো। তাকে ঘিরে বৃত্তাকারে অবস্থান নিয়েছে। তারা আমার ভাইকে মারল, কার্লোকে মারল—কিন্তু ডক্টরকে মারল না। আমার মনে হয়, তারা তাকে ভয় পায়, তাকে সমীহ করে।"

টমাসো বাতাসে ক্রুস আঁকল। "তার পিছু নেয়া উচিত হবে না আপনার।"

আগামিতে সারদিনিয়ায় সে যতদিন বেঁচে থাকবে, এর প্রতিটা দিন বলে বেড়াবে, ড. লেকটার মহিলাকে কোলে নিয়ে শূকরে ঘেরা জঙ্গল থেকে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে যেতে পেরেছে।

ফায়াররোড দিয়ে কারটা চলে যাওয়ার পর ম্যাসনের আলো জ্বলতে থাকা জানালার দিকে মার্গট কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইল। দেয়ালে কর্ডেলের ছায়া দেখতে পেল সে। কর্ডেল ম্যাসনের ব্রেথ এবং মনিটর রিপ্লেস করছে।

ফ্যারিয়ার হ্যামারের হ্যান্ডলটা সে প্যান্টের পেছনের অংশে রেখে হ্যামারের মাথা জ্যাকেটের শেষ প্রান্ত দিয়ে ঢেকে দিল।

ম্যাসনের রুম থেকে হাতে বালিশ নিয়ে কর্ডেল বের হয়ে আসতেই মার্গটও ঠিক এসময় এলিভেটর থেকে বের হয়ে এল।

"কর্ডেল, ম্যাসনের জন্য একটা মার্টিনি বানাও।"

"আমি জানি না কী..."

"আমি জানি। এখনই বানাও।"

লাভ সিটের ওপর বালিশগুলো রেখে বার রেফ্রিজারেটরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল কর্ডেল।

"ভেতরে কি কোনো জুস আছে?" মার্গট বলল। তার ঠিক পেছনে চলে

BanglaBook.org

এল সে। ফ্যারিয়ার হ্যামারটা বের করে ওপরে ওঠাল, কর্ডেলের মাথার পেছন দিক লক্ষ্য করে দ্রুতগতিতে নিচের দিকে নামিয়ে আনল হ্যামারটা। 'পপ' করে একটা শব্দ হলো কেবল।

কর্ডেলের মাথা ফ্রিজের সাথে বাড়ি খেল, গতির সঞ্চার হওয়ায় সাথে সাথে সামনে থেকে পেছনের দিকে মেঝের ওপর পড়ে গেল সেটা। চোখদুটো সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা চোখ বড় হয়ে গেলেও, অন্যটা আগের মতই আছে। মাথাটা পাশে কাত করে মেঝের সাথে লাগিয়ে দিল মার্গট। হ্যামারটা নেমে আসল আবার। মাথার টেম্পল রিজিয়ন এক ইঞ্চির মত ভেতর দিকে ডেবে গেছে। কান দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল তার।

তার বোধশক্তি নেই হয়ে গেছে।

ম্যাসন তার রুমের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল। গগল চোখটা খুলল সে। নরম আলোয় অল্পক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নিয়েছিল। পাথরের নিচে ঈল মাছটাও ঘুমিয়ে আছে।

ডোরওয়ে জুড়ে মার্গটের বিশাল অবয়ব দেখা গেল। তার পেছনে থাকা দরজা বন্ধ করে দিল সে।

"হাই, ম্যাসন।"

"নিচে কি হয়েছে? তোমার আসতে এত দেরি হলো কেন?"

"নিচের সবাই মারা গেছে, ম্যাসন।"

বেডসাইডে এসে মার্গট ম্যাসনের ফোন থেকে টেলিফোন লাইনটা খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে মারল সেই লাইন।

"পিয়েরো, কার্লো আর জনি মগলি–এ তিনজনের সবাই মৃত। ড. লেকটার পালিয়ে যাওয়ার সময় স্টারলিংকে সাথে করে নিয়ে গেছে।"

দাঁতের মাঝখান দিয়ে ফেনা বের হতে লাগল তার, গালিগালাজের ফোয়ারা বের হলো ম্যাসনের মুখ দিয়ে।

"আমি টমাসোকে তার পাওনা অর্থ বুঝিয়ে বিদায় করে দিয়েছি।"

"তুমি কী করেছো? শূয়োরের বাচ্চা!"

এখন শোনো, আমরা সবকিছু পরিস্কার করে নতুন করে শুরু করবো। এ সপ্তাহের পুরোটা আমাদের হাতে আছে। স্টারলিং কী দেখেছে তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যেহেতু লেকটারের হাতে ধরা পড়েছে, স্টারলিংকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে সে।"

মার্গট শ্রাগ করল। "সে আমাকে কখনও দেখেনি।"

"ওয়াশিংটনে ফোন লাগাও। চার বাস্টার্ডকে এখানে আসতে বল। তাদের জন্য হেলিকপ্টারটা পাঠিয়ে দাও। তাদের ব্যাকহোলটা দেখিয়ে দিও।

BanglaBook.org

কর্ডেল! এখানে আসো।”

ম্যাসন তার প্যানপাইপে ফুঁ দিল। পাইপটা একপাশে রেখে দিয়ে তার ওপর কিছুটা ঝুঁকে পড়ল মার্গট।

“কর্ডেল আর আসছে না, ম্যাসন। কর্ডেল মরে গেছে।”

“কী!”

“প্লেরুমে তাকে আমিই মেরেছি। এখন আমি যা চাই তা দেয়ার সময় তোমার হয়ে গেছে, ম্যাসন।”

বেডের সাইডরেল উঠিয়ে দিল সে, ভাঁজ করা চুলের পাক ওপরে ওঠাল। তার শরীরে থাকা আবরণ তুলে ফেলল সে।

ময়দা দিয়ে বানানো রোলগুলোও তার পা দুটোর তুলনায় বড়। নাড়াতে সক্ষম একমাত্র হাতটা ফোনের দিকে দ্রুত চলে গেল। হার্ডশেল রেসপিরেটরটা একটা রেগুলার রিদমে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফুলে উঠতে লাগল।

মার্গট তার পকেট থেকে নন-স্পার্মিসাইডাল কনডম বের করে সেটা তুলে ধরল, যাতে বস্তুটা ম্যাসনের দৃষ্টিগোচর হয়। হাতার ভেতর থেকে ক্যাটল প্রডটা বের করল এবার।

“মনে আছে ম্যাসন...কিভাবে তুমি তোমার থুথু ব্যবহার করে ওটা পিচ্ছিল করে নিতে? এখন কি তুমি তা করতে পারবে?”

কোনো জবাব এল না।

“না! হয়তো আমি পারবো।” হাতে থাকা জিনিসটা নিয়ে কাজে নেমে পড়ল মার্গট।

গর্জন করে উঠল ম্যাসন। শুনতে অবশ্য গাধার ডাকের মত লাগল মার্গটের কাছে। আধমিনিটের মধ্যেই সেই গোঁ গোঁ বন্ধ হয়ে গেল।

“তুই শেষ, মার্গট।” শুনতে অনেকটা ‘নার্গট’-এর মত শোনাল।

“ওহ্, ম্যাসন। আমরা সবাই একদিন শেষ হয়ে যাব। জানো না তুমি? কিন্তু এগুলোর কম্পন কখনও শেষ হবে না,” সে বলল।

দুপাশে থাকা বৃত্তাকার বস্তুদুটোর ওপর থাকা ব্লাউজের অংশ সে ঠিক করে নিল। “তারা আন্দোলিত হতেই থাকবে। আমি তোমাকে দেখাব কিভাবে তারা স্পন্দিত হতে থাকে।”

অ্যাকুরিয়ামের পাশে থাকা ফিশ হ্যান্ডলিং গ্লাভস তুলে নিল মার্গট।

“আমি জুডিকে অ্যাডাপ্ট করতে পারি,” ম্যাসন বলল। “সে আমার উত্তরাধিকারী হবে। আমরা সেজন্য একটা ট্রাস্ট গঠন করতে পারি!”

“আমরা অবশ্যই সেটা করতে পারি,” মার্গট বলল, হোল্ডিং ট্যাঙ্ক থেকে একটা কার্পফিশ বের করল সে। সিটিং এরিয়া থেকে একটা চেয়ার টেনে

BanglaBook.org

অ্যাকুরিয়ামের সামনে নিয়ে আসল। চেয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে অ্যাকুরিয়ামের ঢাকনা খুলে ফেলল এবার।

"কিন্তু তা আমরা করবো না।"

অ্যাকুরিয়ামের পানির ভেতর নিজের লম্বা হাত ঢুকিয়ে দিল সে, কার্পের লেজের অংশ ধরে গর্তের ঠিক ওপরে ঝুলিয়ে রাখল কিছুক্ষণ। খাবারের গন্ধ পেয়ে ঈলমাছ বের হয়ে এল গর্ত থেকে।

ঈলের মাথার পেছনের অংশ খপ করে ধরল সে। পানি থেকে বের করে আনল মাছটাকে। বিশাল ঈলমাছটা ছুটাছুটি শুরু করল হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য, কিন্তু মার্গটের শক্তিশালী হাতের কাছে হার মানল। ঈলের চামড়া থেকে আভা বের হচ্ছে বলে মনে হলো। অন্য হাতটাও ঈলের ওপর ব্যবহার করল সে। ঈলের শরীর বাঁকিয়ে ফেলে লম্বা থেকে একদম কুঁচকে ফেলল মাছটাকে।

চেয়ার থেকে সাবধানে নামল সে, কোঁচকানো ঈলটাকে হাতে নিয়ে ম্যাসনের দিকে এগিয়ে গেল। ঈলের মাথাটা দেখতে বোল্ট কাটারের মত। দাঁতগুলো একটা আরেকটার সাথে লাগানো–টেলিগ্রাফ কি-এর শব্দ বের হচ্ছে সেগুলো থেকে। পেছন দিকে বাঁকানো দাঁতগুলোর ফাঁক গলে কোনো মাছ ঢুকে পড়লে তারা আর বের হতে পারে না।

ম্যাসনের বুকের ওপর ধুপ করে ঈলটাকে আছড়ে ফেলল সে। একহাতে প্রাণীটাকে ধরে আরেক হাতে ম্যাসনের চুলের জটলা দিয়ে ঈলের শরীরে একের পর এক প্যাঁচ দিয়ে যেতে লাগল। ঈলের শরীর ছটফট করতে লাগল।

"দেখেছো ম্যাসন, কিভাবে স্পন্দিত হচ্ছে।"

একহাতে ঈলটাকে ধরে মার্গট অন্য হাতে ম্যাসনের চোয়াল নিচের দিকে চাপ দিতে দিতে একসময় সর্বশক্তি দিয়ে তা ভেঙে ফেলল, যাতে ম্যাসন মুখ আর বন্ধ করতে না পারে। ক্র্যাক করে একটা শব্দ করে মুখ খুলে গেল ম্যাসনের।

ম্যাসনের মুখের ভেতরের জায়গাটা ঈলের জন্য মুক্ত করে দিল সে। রেজরের মত ধারালো দাঁত দিয়ে ঈলটা ম্যাসনের জিহ্বা কামড়ে ধরল, যেন এটা জিহবা নয়, বরং একটা মাছ। ম্যাসনের চুলের বেড়াজালে ঈলটা আটকে গেছে, নড়তেও পারছে না প্রাণীটা।

নিজের নাকের ফুটো দিয়ে আসা রক্তের সাগরে আস্তে আস্তে নিমজ্জিত হতে থাকল ম্যাসন।

মার্গট তাদের দুজনের একান্ত সময়ে কোন বাঁধা দিতে চাইল না, বের হয়ে এল রুম থেকে। অ্যাকুরিয়ামের পানিতে কার্পফিশটা একলা সাঁতরে বেড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

কর্ডেলের ডেস্কের সামনে গিয়ে মার্গট নিজেকে স্বাভাবিক করল। ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত মনিটরের দিকে থাকিয়ে থাকল সে, যতক্ষণ পর্যন্ত মনিটরের ওপরে নিচে উঠতে থাকা লাইন পুরোপুরি সমতল হয়ে যায়।

ম্যাসনের রুমে আবার যখন মার্গট ঢুকল তখনও ঈলটা নড়ছে। রেসপিরেটর তখনও ওঠানামা করছে। ম্যাসনের ফুসফুসে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ায় রক্তমিশ্রিত বুদবুদ মুখ থেকে বের হচ্ছে, আর সেটাই ঈলের খোলামুখ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছে। ক্যাটল প্রডটা অ্যাকুরিয়ামের পানিতে চুবিয়ে পরিস্কার করে নিল সে। অতঃপর তা পকেটে নিয়ে নিল।

পকেট থেকে একটা ব্যাগি বের করল এবার, সেখানে ড. লেকটারের মাথার খানিক চামড়া আর চুলের গোছা রাখা। চামড়ায় লেগে থাকা রক্ত দিয়ে ম্যাসনের হাতের আঙুলে পেইন্ট করল সে, আর চুলগুলো ধীরেসুস্থে ম্যাসনের আঙুলের সাথে বাঁধল। সবশেষে বাকি থাকা একটা চুল ফিশ গ্লাভসের ওপর রেখে দিল। একটা কমপ্লিট ক্রাইম সিন তৈরি শেষ।

মৃত কর্ডেলের দিকে না তাকিয়েই সে চলে গেল হাউজ থেকে, হাতে জুডির জন্য নিয়ে যাওয়া একটা ওয়ার্ম কন্টেইনার। সেখানে এমন কিছু আছে যা দেয়ার জন্য ম্যাসনকে অনুরোধ করেছিল সে। ম্যাসন না দিলেও জোর করে নিয়ে নিয়েছে এখন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮৯

দেয়ারফোর শি মাস্ট হ্যাভ এ ভেরি লং স্পুন
হু শ্যাল ইট উইথ এ ডিমন

–জেফরি চসারের *ক্যান্টারবুরি টেলস*-এর *মার্চেন্টস টেল* অংশ থেকে সংগৃহীত

লিনেন শিট এবং একটা কমফোর্টার বিছানো বিশাল বেডের ওপর ক্লারিস স্টারলিং অচেতন হয়ে পড়ে আছে। সিল্কের পাজামার হাতা দিয়ে তার দুই বাহু ঢাকা। সিল্ক স্কার্ফের মাধ্যমে হাতদুটো বাঁধা, যাতে তা মুখের সংস্পর্শে না আসে এবং হাতের পেছনে লাগানো আইভি বাটারফ্লাই ক্যানুলার কোন ক্ষতি না হয়।

রুমে আলোর উৎস বর্তমানে তিনটা। একটা লো শেডেড ল্যাম্প আর আর দুটো লাল জ্বলজ্বলে চোখ। চোখ দুটোর মালিক ড. হ্যানিবাল লেকটার ক্লারিসের দিকে তাকিয়ে আছে।

আর্মচেয়ারে বসে আঙুলগুলোকে প্রেয়ার পজিশনে রেখে ড. লেকটার কি যেন ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে উঠে দাঁড়াল, ব্লাড প্রেশার চেক করল স্টারলিংয়ের। ছোট ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে তার চোখের মণিদুটো পরীক্ষা করল সে। কভারের নিচে থাকা স্টারলিংয়ের পা দুটো বের করল, নিবিষ্টমনে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকল। চাবির অগ্রপ্রান্ত দিয়ে পায়ের নিচের অংশে একটা দাগ দিয়ে পরখ করে দেখল কোনো অনুভূতি আছে কিনা সেখানে। অতঃপর দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

ভাবনার জগতে হারিয়ে গেছে লেকটার, পা দুটো খুব যত্নের সাথে ধরে আছে সে, যেন হাতের মধ্যে ছোট কোন প্রাণীকে আদর করছে।

ট্রানকুইলাইজার ডার্টের প্রস্তুতকারকের ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে সে ডার্ট কনটেন্টের সম্বন্ধে জানতে পেরেছে। সেকেন্ড ডার্টটা স্টারলিংয়ের শিনবোনে আঘাত করায় তা রক্তের সাথে মিশতে পারেনি। এজন্যই লেকটার সন্দেহ করছে, স্টারলিং ডার্ট কনটেন্টের ডাবল ডোজ পায়নি। পেলে এতক্ষণে তাকে ওপরে চলে যেতে হত। কাউন্টার এটাক হিসেবে সে স্টারলিংকে স্টিমুল্যান্ট দিয়ে যাচ্ছে। সাথে সেবাযত্ন তো আছেই।

স্টারলিংকে দেখভাল করার মাঝখানের সময়টুকুতে সে আর্মচেয়ারে বসে

BanglaBook.org

বড়সড় বাচার পেপারে ক্যালকুলেশন নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছে। প্রতিটা পাতা অ্যাস্ট্রোফিজিকস আর পার্টিকল ফিজিকস এর সাইন সিম্বল দিয়ে ভরে গেছে, একবিন্দু জায়গাও খালি নেই। স্ট্রিং থিওরির পুনরাবৃত্তি হয়েছে বেশ কয়েকবার। ম্যাথমেটিশিয়ানরা কাগজগুলো দেখলে নির্দ্বিধায় বলে দেবে, লেকটারের ইকুয়েশন চমৎকারভাবে শুরু হলেও তা পরিণতির মুখ দেখেনি, কারণ মাঝখানে তার ইচ্ছা-বাসনা এসে বাগড়া বাধিয়েছে। ড. লেকটারের সুতীব্র ইচ্ছা–সময়ের স্রোত সামনের দিকে না বয়ে বরং পেছনের দিকে বয়ে চলুক। সময়ের গতি নির্ধারক হিসেবে বিশৃঙ্খলা পরিমাপক এনট্রপিকে পরিবর্তন করতে চায় সে, সে চায় বিশৃঙ্খলার বদলে ক্রমবর্ধমান শৃঙ্খলাই সময়ের মাপকাঠি হোক। মিস্কার দুধদাঁত সে মলমূত্রের স্তূপ থেকে ফিরিয়ে আনতে চায়।

ক্যালকুলেশন ভজঘট হওয়ার পেছনে কাজ করেছে তার আকাঙ্ক্ষা–মিস্কার জন্য এ পৃথিবীতে একটা স্থান চেয়েছিল সে, যা বর্তমানে ক্লারিস স্টারলিং দখল করে নিয়েছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯০

হলুদ সূর্যালোক এই সকালবেলায় মাসক্রাট ফার্মের প্লেরুমে ঢুকে পড়েছে। প্লেরুমে থাকা বিশাল প্রাণীগুলোর প্রতিকৃতি কর্ডেলের শরীরের দিকে তাকিয়ে আছে, নিথর শরীরটা কাপড়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। শীতের মাঝামাঝি সময়েও একটা ব্লু বটল ফ্লাইকে মরে পড়ে থাকা কর্ডেলের গায়ে থাকা কভারে লাগা শুকনো রক্তের ওপর হাঁটতে দেখা গেল।

মিডিয়াতে হটকেক হয়ে যাওয়া এই হোমিসাইডের জন্য দেশের প্রধান ব্যক্তিবর্গকে এত বড় ঝামেলার মধ্যে পড়তে হবে–এ কথা আগে মাথায় আসলে মার্গট হয়তো ঈল দিয়ে তার ভাইয়ের জিহবা খাওয়াত না।

মাসক্রাট ফার্মে যা হয়েছে তা লুকানোর চেষ্টা না করে সবকিছু ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত গা ঢাকা দেয়ার যে সিদ্ধান্ত সে নিয়েছিল, তা বুদ্ধিদীপ্ত ছিল। ম্যাসন এবং অন্যান্যরা খুন হয়ে যাবার সময় কেউ তাকে দেখেনি।

সে যে গল্প ফেঁদেছে তা অনেকটা এরকম–মিডনাইট রিলিফ নার্সের করা ফোন তার ঘুম ভাঙায়। ঐসময় সে জুডির সাথে তার বাসায় ছিল। শেরিফের অফিসারদের পরেই ক্রাইম সিনে সে চলে আসে।

শেরিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসা লিড ইনভেস্টিগেটরের নাম ক্লারেন্স ফ্রাঙ্কস। মধ্যবয়স্ক ডিটেকটিভ ফ্রাঙ্কসের চোখদুটো একটু বেশিই কাছাকাছি অবস্থিত। কিন্তু মার্গট যেমনটা আশা করেছিল, তেমন বোকা সে নয়।

"চাইলেই যে কেউ নিশ্চয়ই এই এলিভেটর ব্যবহার করতে পারে না? এর জন্য একটা চাবি দরকার, রাইট?"

ফ্রাঙ্কস জিজ্ঞেস করল তাকে। ডিটেকটিভ এবং মার্গট লাভসিটে পাশাপাশি বসে আছে, তাদের নিজেদের কাছেই বসার ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু মনে হচ্ছে।

"আমারও তাই মনে হয়, এ পথ দিয়েই যদি তারা এসে থাকে।"

'তারা' মানে? মিস ভার্জার? আপনার কি ধারণা খুনি একজন নয়, একের অধিক?"

"আমার কোনো ধারণা নেই, মি. ফ্রাঙ্কস।"

তার ভাইয়ের শরীর এখনও ঈলের সাথে যুক্ত অবস্থায় দেখতে পেল সে। একটা শীট শীতল হয়ে যাওয়া শরীরের ওপর দিয়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কেউ একজন রেসপিরেটর খুলে দিয়েছে। ক্রিমিনালিস্টরা অ্যাকুরিয়ামের পানি এবং মেঝেতে লেগে থাকা রক্তের স্যাম্পল সংগ্রহ করল। ম্যাসনের হাতে ড. লেকটারের শরীরের অংশ সে এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছে, যদিও তা এখনও

BanglaBook.org

তাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তারা মার্গটের দিকে বোকাদৃষ্টিতে তাকালো।

ডিটেকটিভ ফ্রাঙ্কস তার নোটবুকে হিজিবিজি করে কি যেন লিখছিল।

"যেসব লোক মারা গেছে, তাদের ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছেন আপনারা?"

মার্গট প্রশ্ন করল। "তাদের কি পরিবার আছে?"

"আমরা তা জানার চেষ্টা করে যাচ্ছি।" ফ্রাঙ্কস উত্তর দিল। "তিনটা অস্ত্রের সন্ধান আমরা পেয়েছি।"

বস্তুত, কয়জন মানুষ মারা গেছে তা শেরিফ ডিপার্টমেন্ট এখনও সঠিকভাবে জানে না। কারণ শূকরগুলো জঙ্গলে হারিয়ে গেছে, আর যাওয়ার সময় পরবর্তিতে ভক্ষণের জন্য শরীরের বাকিটুকু টেনে নিয়ে গেছে।

"ইনভেস্টিগেশনের অংশ হিসেবে আপনাকে এবং আপনার বহুদিনের বান্ধবীকে পলিগ্রাফ এক্সামিনেশনের জন্য আমরা ডাকব। একটা লাই ডিটেক্টরের সামনে আপনাদের দাঁড় করানো হবে। আপনার তো এতে কোনো সমস্যা নেই, মিস ভার্জার?"

"মি. ফ্রাঙ্কস, খুনিদের ধরার জন্য সর্বাত্মক সাহায্য আমরা করবো। আপনার সম্ভাব্য প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়ার জন্য আমাদের যেকোনো সময় ডাকলেই চলে আসব। ফ্যামিলি লইয়ারের সাথে কি আমি কথা বলে রাখব?"

"তার কোনো দরকার নেই, যদি না কোনো কিছু লুকানোর প্রয়োজন হয় আপনার, মিস ভার্জার।"

"লুকাব কেন?" মার্গট চোখে নকল পানি আনতে বেশ ভালোভাবেই সফল হলো।

"প্লিজ, কাঁদবেন না। আমাকে এটা করতে হবে, মিস ভার্জার।"

ফ্রাঙ্কস সমবেদনা প্রকাশের জন্য মার্গটের প্রসারিত কাঁধের ওপর নিজের হাত রাখাটাকেই সমীচীন বলে মনে করল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯১

আধো অন্ধকারে চারপাশের বাতাসে মিষ্টি একটা গন্ধ ছড়ানো। সে পরিবেশেই চোখ খুলল স্টারলিং। তার কাছে মনে হলো, সে সমুদ্রের কিনারে আছে। বেডের ওপর নড়ে উঠল। পুরো শরীর ব্যথা করছে তার। পরমুহূর্তেই বাস্তব জগত থেকে ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেল। পরেরবার যখন জাগল, তখন একটা কণ্ঠস্বর উষ্ণ চায়ের জন্য আমন্ত্রণ জানাল তাকে। সে চা-এর কাপ নিয়ে কাপে মুখ দিতেই ম্যাপের দাদির কথা মনে পড়ে গেল তার। চায়ের স্বাদ অবিকল একরকম বলে মনে হলো তার কাছে।

দুপুর-বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো, জ্ঞান ফিরল তার, নাকে একদম তাজা ফুলের গন্ধ অনুভব করল সে, আবার নিডলের চামড়া ভেদ করার অনুভূতি হলো তার। অনেকটা দূরের আকাশে ফায়ারওয়ার্কসের মত। দিগন্তে ভয় আর বেদনার ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তা কখনই কাছে আসছে না

"ধীরে ধীরে জেগে ওঠো। এই আরামদায়ক রুমে চোখ খুলে তাকাও।" একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল তাকে। চেম্বার মিউজিকের হালকা টিউন কানে আসছে।

নিজেকে খুব পরিস্কার মনে হলো স্টারলিংয়ের। তার স্কিন থেকে মিন্টের গন্ধ ভেসে আসছে। অয়েন্টমেন্ট লাগানো হয়েছে, যা তাকে আরামদায়ক স্বস্তি এনে দিয়েছে।

স্টারলিং তার চোখ খুলল।

ড. লেকটার তার থেকে কিছুটা দূরত্বে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেমন সেলে সে দাঁড়িয়ে ছিল আর স্টারলিং প্রথমবারের মত তাকে দেখে। আমরা এখন তাকে কারাবন্দি হিসেবে দেখার চেয়ে বরং কারামুক্ত, স্বাধীন একজন হিসেবে দেখতেই বেশি অভ্যস্ত। আরেকজন মানুষের সাথে তাকে দেখতে পাওয়া এখন অবাক করার মত কিছু নয়।

"গুড ইভিনিং, ক্লারিস।"

"গুড ইভিনিং, ড. লেকটার," সাড়া দিল সে, স্থান-কাল সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই।

"তুমি জ্ঞান হারিয়েছিলে, তাই তোমার মধ্যে কিছুটা অস্বস্তিবোধ কাজ করতে পারে। তুমি ঠিক হয়ে যাবে। কষ্ট করে একটু এই লাইটের দিকে তাকাবে তুমি? কয়েকটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম।"

BanglaBook.org

ছোট ফ্ল্যাশলাইটটা হাতে নিয়ে সে এগিয়ে আসল। ড. লেকটারের গা থেকে ফ্রেশ ব্রডক্লথের গন্ধ পেল স্টারলিং।

চোখের মণির ওপর আলো ফেলার সময় স্টারলিং প্রায় জোর করেই তার চোখ খোলা রাখল। পরীক্ষা শেষে লেকটার আবার আগের জায়গায় ফিরে এল।

"থ্যাঙ্ক ইউ। এ রুমে একটা আরামদায়ক বাথরুম আছে। ওইপাশে। পায়ে হেঁটে যেতে তোমার কোনো সমস্যা হবে না তো? বেডের পাশেই স্লিপারস রাখা আছে। তোমার বুট পরেছিলাম আমি, সেজন্য দুঃখিত।"

স্টারলিং জাগ্রত আর ঘুমন্ত–এই দুই অবস্থার ঠিক মাঝামাঝি অবস্থান করছে। বাথরুমটা আসলেই যথেষ্ট আরামদায়ক, আর এতে সব ধরণের সুযোগ সুবিধা আছে। পরবর্তি দিনগুলোতে সে ওয়াশরুমে লং বাথ নেয়া উপভোগ করত। আয়নায় নিজের অবস্থা দেখে মাথা ঘামাত না। নিজের প্রকৃত রূপে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তার মাথা ঘামানোর প্রয়োজনও নেই।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৯২

তারা পরস্পরের সাথে কথা বলল। স্টারলিং নিজের জীবন সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছে আর অবাক হয়েছে এই ভেবে, তার চিন্তাভাবনা-ধ্যানধারণার ব্যাপারে ডক্টর কিভাবে জানে! ড. লেকটারের বলা প্রতিটা কথাই তার সাথে মিলে যায়। প্রতিদিনকার ঘুম, আর খাবার হিসেবে মাংসের ঝোল এবং ওমলেট–তার হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পেতে সাহায্য করল দ্রুত।

একদিন ড. লেকটার বলল, "ক্লারিস, তোমার গায়ের রোব আর পাজামা হয়তো তোমার কাছে একঘেয়ে লাগতে পারে। ক্লজেটে কয়েকটা ড্রেস রাখা আছে–তোমার পছন্দ হবে আশা করি। চাইলে তুমি সেগুলো পরতে পারো।"

সেই একই ভঙ্গিতেই বলে চলল সে, "তোমার নিজস্ব জিনিসপত্র–পার্স, গান, ওয়ালেট এগুলো সিন্দুকের ওপরের ড্রয়ারে রেখেছি আমি। যদি তোমার সেগুলো লাগে, তাহলে ওখান থেকে নিতে পারো।"

"ধন্যবাদ, ড. লেকটার।"

ক্লজেটে বিভিন্ন ধাঁচের ড্রেস এবং প্যান্ট স্যুট রাখা আছে। বুকের ভাঁজ দেখা যায় এমন একটা শিমারি লং গাউন দেখা যাচ্ছে সেখানে। গাউনের পাশে থাকা কাশ্মিরি প্যান্ট এবং পুলওভার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হলদে বাদামি বর্ণের একটা কাশ্মিরি প্যান্ট এবং এক জোড়া মোকাসিন নিল সে।

ড্রয়ারে তার বেল্ট এবং ইয়াকুই স্লাইড দেখতে পেল। স্লাইডে থাকা পয়েন্ট ফোরটিফাইভ এখন অনুপস্থিত, সেটা ম্যাসনের ফার্মে ফেলে রেখে এসেছে সে। কিন্তু তার পার্সের পাশে অ্যাঙ্কল হোলস্টারে পয়েন্ট ফোরটিফাইভ এর স্মল ভার্সন অটোমেটিক পিস্তলটা নিজেকে স্টারলিংয়ের সামনে জাহির করল। ফ্যাট কার্তুজগুলো সব ক্লিপে আটকানো, চেম্বারে একটা কার্তুজও নেই। বুট নাইফটা খাপের ভেতর ঢোকানো, আর পার্সে তার গাড়ির চাবিটা রাখা।

স্টারলিং এখনও নিজের মধ্যে পুরোপুরি ফিরে আসতে পারেনি। কোনো ঘটনা যদি তার সামনে ঘটে, তখন তার মনে হয়–ঘটনাস্থলে সে নেই, সে যেন দূর থেকে টিভিতে দেখছে।

যখন ড. লেকটার তাকে গ্যারেজে নিয়ে গেল, তখন সেখানে তার মাস্টাং গাড়িটা দেখতে পেয়ে স্টারলিং আনন্দ অনুভব করল, তার গাড়ি তাকে ছেড়ে যায়নি। ওয়াইপারটা দেখে তার মনে হলো, ওটা বদলাতে হবে।

BanglaBook.org

"ক্লারিস, তোমার কি মনে হয়, ম্যাসনের লোকেরা গ্রোসারি স্টোরে আমাদের খোঁজ পেল কিভাবে?"

গ্যারেজের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে স্টারলিং ভাবার জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করল।

দুই মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে সে অ্যান্টেনাটা খুঁজে পেল, যা ব্যাকসিট এবং প্যাকেজ শেলফের মধ্য দিয়ে আড়াআড়িভাবে চলে গিয়েছে। তারটার শেষ মাথা খুঁজতে গিয়েই বিকনের ওপর তার চোখ পড়ল।

বিকনটা অফ করল সে, অ্যান্টেনাটা এমনভাবে ধরল, যেন সে লেজ ধরে একটা ইঁদুরকে দোল খাওয়াচ্ছে।

ঘরের ভেতর নিয়ে এল সে জিনিসটা। "খুব ভালো। প্রোডাক্টটা হয়তো রিসেন্টলি ইন্সটল করা হয়েছে। আমি নিশ্চিত, এতে ক্রেন্ডলারের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে। আমি কি একটা প্লাস্টিক ব্যাগ পেতে পারি?"

"এয়ারক্র্যাফটের মাধ্যমে তারা এর পিছু পিছু আমাদের খোঁজে আসতে পারবে?"

"এটা এখন অফ করে দিয়েছি আমি। তাছাড়া তারা আমাদের খোঁজার জন্য আমাদের পিছে এয়ারক্র্যাফট তখনই লেলিয়ে দেবে, যখন ক্রেন্ডলার স্বীকার করবে, সে এটা কাউকে না জানিয়ে ব্যবহার করেছিল। আপনি জানেন, ক্রেন্ডলার মরে গেলেও কখনও স্বীকার করবে না। ম্যাসন অবশ্য তার হেলিকপ্টার নিয়ে আমাদের পিছে লাগতে পারে।"

"ম্যাসন মারা গেছে।"

"উমম," স্টারলিং বলল। "আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯৩

খুনের ঘটনাটার পরের কয়েক দিন পল ক্রেন্ডলার নিজের মধ্যে একঘেঁয়েমি এবং বাড়তে থাকা ভয়ের কারণে দোটানায় ভুগছিল। এফবিআই'র লোকাল ফিল্ড অফিস থেকে তাকে যেন ডিরেক্ট রিপোর্ট করা হয়, সে বন্দোবস্ত আগেই করেছে সে।

ম্যাসনের অ্যাকাউন্ট বুক অডিট করলেও সে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে, কারণ ম্যাসনের কাছ থেকে তার নিজের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার দুই স্টেপে করা হয়, ফার্স্ট স্টেপ–ক্যায়মান আইল্যান্ডের একটা ব্যাংকে একটা আননোন অ্যাকাউন্টে ধাপে ধাপে সব অ্যামাউন্ট শিফট করা হবে। আর তারপর সেকেন্ড স্টেপ–সব অ্যামাউন্ট তার নিজের অ্যাকাউন্টে অল্প অল্প করে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

এখন কেউ খুঁজতে গেলে ঐ ক্যায়মান আইল্যান্ডে গিয়েই থেমে যাবে–এর চেয়ে বেশিদূর আগাতে পারবে না। মার্গট ভার্জার তার এই লেনদেনের ব্যাপারে জানে, এবং সে এটাও জানে, তাদের প্রয়োজনেই পল লেকটারের এফবিআই ফাইলগুলোর সিকিউরিটি ব্রিচ করে তাদের সরবরাহ করেছে। তাই নিজের স্বার্থেই মার্গট তার মুখ বন্ধ রাখবে।

এখন অটো বিকনের মনিটরটাই তার জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোয়ান্টিকোর ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিং থেকে সে মনিটরটা কাউকে না জানিয়েই তুলে এনেছিল, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বিল্ডিংয়ের এন্ট্রি লগবুকে ওইদিন তার নাম লেখা আছে।

ড. ডোমলিং এবং নার্স বার্নি তাকে মাসক্রাটে দেখেছে। কিন্তু সে ওখানে এমন কোন সাংঘর্ষিক মন্তব্য করেনি, বা অবৈধ কিছু করেনি, যার জন্য তাকে পরবর্তিতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। হ্যানিবাল লেকটারকে কিভাবে ধরা যায় সে প্রসঙ্গে ম্যাসন ভার্জারের সাথে আলোচনা করতেই সে ওখানে গিয়েছিল।

মার্ডারের চারদিন পর বিকেল বেলায় সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ইনভেস্টিগেশনে সহায়তা করার জন্য শেরিফের পক্ষ থেকে আসা তদন্ত কর্মকর্তাকে সেদিন মার্গট তার অ্যানসারিং মেশিনে রেকর্ড করা একটা মেসেজ শুনায়।

মার্গট আর জুডি যে বেড শেয়ার করে সে বেডের দিকে পুলিশ অফিসাররা

BanglaBook.org

নিবিষ্টমনে তাকিয়ে আছে, নরপশুর কথা শুনছিল তারা। প্রথমেই ম্যাসনের মৃত্যুতে ড. লেকটার নিজের উল্লাস প্রকাশ করল। মার্গটকে সে নিশ্চিত করল, ম্যাসনকে একবারে মারেনি, যন্ত্রণা দিয়ে, ধীরে ধীরে তাকে মেরেছে সে। এজন্য তার কোন আফসোস নেই।

মুখ ঢেকে ফেলল মার্গট, তার গাল বেয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। তাকে ধরে রাখল জুডি। শেষমেশ ফ্রাঙ্কস তাকে রুম থেকে বের করে আনল। "এটা আবার শোনার কোনো প্রয়োজন নেই আপনার।" মার্গটকে বলল সে।

ক্রেন্ডলার জোর খাটিয়ে অ্যানসারিং মেশিনটাকে ওয়াশিংটনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করল। ভয়েসপ্রিন্ট থেকে কনফার্ম করা হলো, কলার আর কেউ নয়, ড. লেকটার।

তবে যে কারণে ক্রেন্ডলার সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত হতে পেরেছিল তা হলো একটা ফোনকল। আর ফোনের অন্যপাশের মানুষটা হলো ইউএস-এর ইলিনয় রাজ্যের রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্টন ভেলমোর।

ক্রেন্ডলার কংগ্রেসম্যান ভেলমোরের সাথে খুব বেশি কথা বলেনি, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর টেলিভিশনের কল্যাণে তার কাছে পরিচিত। কল করার উদ্দেশ্য আর কিছুই না, আশ্বাসবাণী শোনানো। ভেলমোর হাউজ জুডিশিয়ারি সাবকমিটির সদস্য এবং শয়তানি বুদ্ধি বাস্তবায়নে তার জুড়ি নেই। সুযোগ সন্ধানি লোক সে, ক্রেন্ডলারের কাছ থেকে স্বার্থোদ্ধার হয়ে গেলেই তাকে রাস্তার নর্দমায় ফেলে দেবে এই লোক।

"মি. ক্রেন্ডলার, আমি জানি, ম্যাসন ভার্জারের সাথে আপনার বেশ ভালোই খাতির ছিল।"

"জি, স্যার।"

"ভালো। ওই স্যাডিস্ট কুত্তার বাচ্চাটা ম্যাসনের পুরো জীবনটা তছনছ করে দিয়েছিল, তার নাক ছিঁড়ে কুকুরকে খাইয়েছিল। সে আবার ফিরে আসল, এবং এবার তাকে একদম মেরেই ফেলল। আমি জানি না আপনি জানেন কিনা, ম্যাসন ট্রাজেডিতে আমার এক অফিসার জনি মগুলিও মারা গেছে। ল এনফোর্সমেন্টের অধীনে সে যে কয়বছর কাজ করেছিল, সেসময়টুকুতে ইলিনয়ের অধিবাসিদের নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছিল সে।"

"ক্ষমা করবেন, আমি জানতাম না।"

"কথা হচ্ছে, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, ক্রেন্ডলার। ভার্জারদের মানবসেবার যে লিগ্যাসি আছে তা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারো মৃত্যুতে তা বাধাগ্রস্ত হবে না। ২৭তম ডিসট্রিক্টের কয়েকজনের সাথে আমি

BanglaBook.org

কথা বলেছি, ভার্জার পরিবারের সাথেও আমার বাতচিত হয়েছে। মার্গট ভার্জার আমাকে আপনার পাবলিক সার্ভিসে আগ্রহের ব্যাপারে অবহিত করেছে। অসাধারণ একজন মহিলা, এবং যথেষ্ট বাস্তববাদি। অনানুষ্ঠানিকভাবে আমরা খুব শীঘ্রই একত্র হচ্ছি। সামনের নভেম্বরে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো। বোর্ডে আপনার উপস্থিতি কামনা করছি আমরা। মিটিংয়ের জন্য আপনি আসতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।"

"ডেফিনিটলি, কংগ্রেসম্যান।"

"মার্গট আপনাকে কয়েকদিনের মধ্যেই বাকি ডিটেইলসগুলো জানিয়ে দেবে।"

লাইন কেটে গেল, ক্রেন্ডলারের মন এখন অনেকটাই শান্ত।

গোলাঘরে যে পয়েন্ট ফোরটিফাইভ কোল্ট উদ্ধার করা হয়েছে তা প্রয়াত জন ব্রিগহামের নামে রেজিস্টার করা। আইন মোতাবেক যা বর্তমানে ক্লারিস স্টারলিংয়ের অধিকারে ছিল। ব্যুরোর জন্য তা যথেষ্ট লজ্জাজনক।

***

স্টারলিংয়ের কেসটা কিডন্যাপিংয়ের বদলে মিসিং হিসেবে রিপোর্ট করা হয়েছে। মিসিং হিসেবে লেখার কারণ, জীবিত কেউ তাকে অপহৃত হতে দেখেনি। দায়িত্বরত একজন এজেন্টকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না–এই মর্মেও কোনকিছু লেখা হয়নি। সাসপেন্ড হওয়া একজন এজেন্ট সে, যার বর্তমান হদিস কেউ জানে না। ভেহিকেল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার এবং লাইসেন্স প্লেটের উল্লেখ করে তার গাড়ির নামে একটা বুলেটিন ইস্যু করা হয়েছে, কিন্তু গাড়ির মালিকের পরিচিতি সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু লেখা হয়নি।

ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি একটা কিডন্যাপিং কেস সমাধান করার জন্য যেরকম উঠেপড়ে লাগে, একটা মিসিং পারসন কেস তাদের কাছে সেরকম কোন গুরুত্বই বহন করে না। এ ধরণের শ্রেণী পার্থক্য আর্ডেলিয়া ম্যাপকে এতটাই ক্রুদ্ধ করেছিল যে, সে একটা রেজিগনেশন চিঠি লিখে ফেলে ব্যুরোকে সাবমিট করার জন্য। পরে নিজেকে সামলে নিল সে, এবং সিস্টেমের ভেতরে থেকেই এর একটা বিহিত করার সিদ্ধান্ত নিল। ডুপ্লেক্স বাড়িতে ম্যাপ নিজেকে প্রায় সময় আবিষ্কার করত–অবচেতন মনে সে স্টারলিংয়ের অংশে গিয়ে স্টারলিংকে খুঁজছে।

লেকটারের ভিক্যাপ ফাইল এবং ন্যাশনাল ক্রাইম ইনফর্মেশন সেন্টার ফাইলগুলো সার্চ করে ম্যাপ বেশ অবাক হল, এসব ফাইলে আশ্চর্যজনকভাবেই

BanglaBook.org

লেকটারের ব্যাপারে নতুন কোন কিছু যোগ করা হয়নি। যে তুচ্ছ নিউজটা সে পেল সেখান থেকে তা হলো–ইতালিয়ান পুলিশরা ড. লেকটারের কম্পিউটার জব্দ করতে পেরেছে। তারা তাদের রিক্রিয়েশন রুমে বসে সেই কম্পিউটারে গেমস খেলে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। মেশিনের সমস্ত হিস্টোরি মুছে ফেলা হয়েছে, লাভের লাভ বলতে কিছুই হয়নি।

স্টারলিং লাপাত্তা হয়ে যাবার পর থেকেই ম্যাপ তার পরিচিত সব লোককে ফোন দিয়ে দিয়ে বিরক্ত করতে লাগল, উদ্দেশ্য একটাই–স্টারলিংয়ের খোঁজ বের করা।

জ্যাক ক্রফোর্ডের বাড়িতে কয়েকবার ফোন করেছিল সে, কেউ ধরেনি।

বিহেভিওরাল সায়েন্সে ফোন দিয়ে সে জানতে পারে, জেফারসন মেমোরিয়াল হসপিটালে বুকের ব্যথা নিয়ে ক্রফোর্ড সেখানে ভর্তি হয়েছে।

হাসপাতালে ফোন দিল না সে।

ব্যুরোতে আর্দেলিয়াই স্টারলিংয়ের শেষ এবং একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯৪

স্টারলিংয়ের মধ্যে সময়জ্ঞান বলতে কিছু ছিল না। তারা দুজন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেই কাটিয়ে দিত। বেশিরভাগ সময় সে শুনত, আর মাঝে মাঝে সে-ও কথা বলত।

কখনও কখনও সে নিজের কথা ভেবে হাসত। তার জীবনের এমন সব গোপন কথা সরলমনে লেকটারকে বলে ফেলত, যা একজন বিচক্ষণ মানুষ কখনই বলবে না। কিন্তু যা সে বলত, তার সবটুকুই সত্য ছিল, একবর্ণ মিথ্যেও সে বলত না। ড. লেকটারও তার সাথে তার জীবনের গল্প শেয়ার করত। মিস্কার কথা বলত সে।

ড. লেকটার কখনও স্টারলিংকে নিরুৎসাহিত কিংবা তিরস্কার করত না, আগ্রহের সাথে, মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনত।

মাঝে মাঝে তারা উজ্জ্বল আলোকিত কোনো বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকত, সেটা নিয়েই কথা শুরু করত। কোনদিন তাদের রুমে আলোর উৎস হিসেবে থাকত একটা লাইট, কোনদিন হয়তো সূর্য। প্রত্যেকদিন একই জিনিস নিয়ে কথা বলত না তারা। কথা বলার টপিক চেঞ্জ হত প্রতিদিন।

আজকে তারা টিপটের ব্যাপারে আলোকপাত করল, তাদের কথাবার্তা চলছিল ঠিকমতই, কিন্তু লেকটারের মনে হলো, তারা যা নিয়ে কথা বলছে তা নিয়ে বেশিক্ষণ আলাপ করতে পারবে না, একসময় চুপ করে যেতে হবে তাদের।

তাই সে টি-পটটা সরিয়ে সেখানে একটা সিলভারের বেল্ট বাকল রাখল।

"এটা আমার ড্যাডির," স্টারলিং বলে উঠল। সে দু-হাতে তালি বাজাল, যেন ছোট্ট কোনো শিশু।

"হ্যা," ড. লেকটার বলল। "ক্লারিস, তুমি কি তোমার বাবার সাথে কথা বলতে চাও? তোমার বাবা এখানেই আছে।"

"আমার ড্যাডি এখানে? তাই নাকি।"

ড. লেকটার স্টারলিংয়ের মাথার টেম্পোরাল লোবের ওপর তার হাত রেখে তার চোখের দিকে গভীরভাবে তাকাল।

"আমি জানি, তুমি আলাদাভাবে তার সাথে কথা বলতে চাও। আমি এখন চলে যাব। তুমি ততক্ষণ বাকলের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারো, কয়েক মিনিটের মধ্যেই তুমি তাকে দরজা নক করতে শুনবে। ঠিক আছে?"

"হুমম!! দারুন!"

BanglaBook.org

"বেশ। তোমাকে শুধু কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।"

সূক্ষ্ম নিডলের হালকা একটু গুঁতো–স্টারলিং সেদিকে ফিরেও তাকালো না। রুম থেকে বের হয়ে গেল ড. লেকটার।

নকের আওয়াজ না পাওয়া পর্যন্ত বাকলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।

নক-নক।

আর তার বাবা ঠিকই ভেতরে ঢুকল। স্টারলিং যেভাবে তার অবয়ব মনে রেখেছে, ঠিক সেরকম–ডোরওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা তার বাবা হাতে হ্যাটটা নিয়ে সাপার টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে, তার চুলগুলো বৃষ্টির পানিতে ভেজা, পিচ্ছিল।

"হেই বেবি!! তুমি কয়টার সময় তোমার ডিনার করো এখানে?"

মৃত্যুর পর পঁচিশ বছর হয়ে গেছে, কিন্তু তার বাবা তাকে আর কখনও জড়িয়ে ধরেনি। কিন্তু আজ যখন সে স্টারলিংকে তার বুকে টেনে নিল, তখন তার শার্টের সামনের অংশের ওয়েস্টার্ন ধাঁচের বোতামগুলো তার কাছে ঠিক পঁচিশ বছর আগেকার মতই মনে হলো, কোনো পরিবর্তন নেই। তার শরীর থেকে কড়া সাবান আর তামাকের গন্ধ পেল সে। তার বাবার হৃৎস্পন্দন খুব ভালোভাবে শুনতে পেল ক্লারিস স্টারলিং।

"হেই বেবি? তুমি কি পড়ে গিয়েছিলে?"

বাবার সাথে ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার খেলতে গিয়ে সে ডেয়ার নিয়েছিল, আর ডেয়ার ফুলফিল করতে গিয়ে যখন সে একটা বিশাল ছাগলের পিঠের ওপর থেকে পড়ে যায়, তখন তার বাবা তাকে দু-হাত ধরে উঠিয়েছিল। "তুমি বেশ ভালো করছিলে, কিন্তু ছাগলটা একটু বেশি দ্রুত গতিতে পাঁক খেয়ে দৌড় দিয়েছে, তাই তুমি পড়ে গেলে। কিচেনের দিকে আসো, দেখি ওখানে কি পাওয়া যায়।"

তার শৈশবের বাড়িতে থাকা স্পেয়ার কিচেনের টেবিলে দুটো জিনিস রাখা–গেলফেন প্যাকেজে রাখা 'স্নো বল' এবং এক ব্যাগ কমলা।

স্টারলিংয়ের বাবা তার বার্লো নাইফটা বের করল। নাইফের ভাঙা ব্লেডটা দিয়েই কমলার খোসা ছাড়াতে লাগল সে, অয়েলক্লথের ওপর খোসাগুলো রাখল। ল্যাডারব্যাক কিচেন চেয়ারে বসে সে কমলার কোয়া নিজের মুখে পুরল, তারপর স্টারলিংকে দিল সে। স্টারলিং কমলার বীজ থুক মেরে তার হাতের ওপর ফেলল। তার বাবা চেয়ারে সোজা হয়ে বসে আছে, জন ব্রিগহামের মত।

চল্লিশের আর্মি ডেন্টিস্ট্রির ফ্যাশন অনুযায়ি তার ল্যাটেরাল ইনসিসর দাঁতে হোয়াইট মেটাল ক্যাপ পরানো। যখন সে হাসত, তখন তা চকচক

BanglaBook.org

করত। তারা দুটো কমলা আর একটা করে স্নো বল সাবাড় করল। কয়েকটা নক নক জোকস বলে তারা নিজেরাই হাসত।

কিচেনটা হঠাৎ উধাও হয়ে গেল, এবং তারা এখন আবার কথা বলতে লাগল। তবে পার্থক্য হচ্ছে, স্টারলিং এখন আর আগের মত বাচ্চা নেই, এখন সে পূর্ণবয়স্ক একজন।

"কি খবর তোমার?"

গুরুগম্ভীর প্রশ্ন।

"আমার কাজকর্মে তারা নাখোশ।"

"কেউ খাদে পড়লে তাকে কেউ সাহায্য করতে আসে না, এটাই জগতের নিয়ম। আমি জানি, দরকার না পড়লে তুমি কাউকে কখনও গুলি করো না।"

"সেটা আমার জানা আছে। কিন্তু অন্য অনেক কিছুই এর ওপর প্রভাব ফেলেছে।"

"তুমি তো এ সম্পর্কে একটা মিথ্যে কথাও বলনি।"

"না, স্যার।"

"তুমি সেই ছোট বাচ্চাটাকে বাঁচিয়েছ।"

"বাচ্চাটার কোনো সমস্যা হয়নি।"

"তোমার জন্য আমার গর্ব হচ্ছে।"

"ধন্যবাদ, স্যার।"

"সুইটি, আমাকে এখন যেতে হবে। আমরা পরে আবার কথা বলব।"

"এখানে আমার সাথে থাকতে পারবে না তুমি?"

স্টারলিংয়ের মাথায় হাত রাখল তার বাবা, "আমরা থাকতে পারি না, সুইটি। মানুষ যেভাবে চায় সেভাবে তারা থাকতে পারে না।"

ক্লারিসের কপালে চুমু খেয়ে রুম ছেড়ে বের হয়ে গেল সে।

হাত নেড়ে বিদায় জানানোর সময় স্টারলিং তার হ্যাটে বুলেটহোলটা দেখতে পেল!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯৫

আমরা যেমন আমাদের বাবাকে ভালোবাসি, ঠিক তেমনি ক্লারিস স্টারলিং তার বাবাকে অনেক ভালোবাসত। তার স্মৃতিতে থাকা বাবার মধ্যে যেসব ভুল ছিল, যেসব ভুল সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললে সে সাথে সাথে তর্ক জুড়ে দিত। কিন্তু মেজর হিপনোটিক ড্রাগের প্রভাবে এবং হিপনোটাইজ করার কারণে লেকটারের সাথে কথোপকথনের সময় সে বলতে লাগল, "আমি উনাকে শ্রদ্ধা করি, যথেষ্ট ভালোও বাসি। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, এই মধ্য রাত্রে একটা ড্রাগস্টোরের পেছনে গিয়ে দুজন মাতালের সাথে লড়াই করার কী দরকার ছিল? তার পুরনো পাম্প শটগান সে ঠিকমত স্লাইড করতে না পারায় কোনো গুলি শটগান থেকে বের হয়নি, যার কারণে তাদের মারতে পারল না সে। তারা একটা কীট ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কিন্তু তাদের হাতে আমার বাবাকে প্রাণ দিতে হলো। তার কাজ সে ঠিকমত করতে পারেনি। কিছুই শিখতে পারেনি সে–যদি সে তার ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করত, তাহলে আজ এমন পরিণতি বরণ করতে হত না তাকে।"

অন্য কেউ এসব কথা বললে এতক্ষণে স্টারলিং তার গালে চড় বসিয়ে দিত।

দানবটা তার চেয়ারে আরামসে বসে আছে। আহ, এতক্ষণে আমরা আসল পর্বে প্রবেশ করলাম।

বাচ্চাকালের স্মৃতি নিয়ে কথা বলতে বলতে মুখ ধরে এসেছিল তার।

একটা শিশুর মত ক্লারিস চেয়ারে বসে তার পা দোলাতে চাইল কিন্তু দোল খাওয়ানোর জন্য তার পা দুটো একটু বেশিই লম্বা।

"তার একটা চাকরি ছিল। সে চাকরিতে যেত, তার সিনিয়রদের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। ঘড়ি ধরা নির্দিষ্ট সময়ে ডিউটিতে যেত সে, আর এর ফলাফল কী হলো জানেন? আমার বাবাকে প্রাণ দিতে হলো। খুন করা হলো আমার বাবাকে। আর আমার মা তো আরও মহান কাজ করলেন। তিনি আমার বাবার হ্যাটে লেগে থাকা রক্ত পরিস্কার করলেন, যাতে কবরে তার সাথে তার প্রিয় হ্যাটটাকেও দাফন করা যায়, যাতে আমার বাবা কবরে তার পছন্দের হ্যাট সাথে না থাকার কারণে কষ্ট না পায়।

বাবার মৃত্যুর পর আমাদের সাহায্য করতে কেউ এসেছিল? কেউ আসেনি। এরপর আমরা কী করলাম? আমরা, আমি আর মা মিলে মোটেল

BanglaBook.org

রুম সাফ করার কাজ শুরু করলাম! লোকজন মোটেলে আসত, নাইটস্ট্যান্ডে কনডমের প্যাকেট রেখে চলে যেত–আর আমরা সেগুলো পরিস্কার করতাম। সে নিজে মরে গিয়ে তার দায়িত্ব পালন থেকে বেঁচে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একই সাথে আমাদের অথৈ সাগরে ফেলে দিয়ে গেছিল। কারণ সে নির্বোধ ছিল। সে চাইলেই ওইসব বালছালগুলোকে জন্মের শিক্ষা দিয়ে দিতে পারত, কিন্তু সে তা করেনি।"

এসব কথা সে সুস্থ মস্তিষ্কে কখনই বলত না।

পরিচয়পর্বের শুরু থেকেই ড. লেকটার স্টারলিংকে তার বাবার প্রসঙ্গ নিয়ে খোঁচাত, তার বাবাকে সে নাইট ওয়াচম্যান বলে সম্বোধন করত। আর এখন স্টারলিংয়ের বাবার স্মৃতির রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অভিনয় করছে সে।

"ক্লারিস, তুমি যেন ভালো থাকো, কখনও যেন কষ্ট না পাও–স্রষ্টার কাছে তোমার বাবা সবসময় এটাই চাইতেন।"

"যা কোনো দিন সম্ভব নয়, এমন বেহুদা জিনিস তিনি চাইতেনই বা কেন?"

আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারি কারো মুখ থেকে এ ধরণের কথা শুনতে বেমানান লাগলেও লেকটারকে দেখে মনে হলো তিনি বেশ মজা পেয়েছেন।

"ক্লারিস, আমি তোমাকে আমার সাথে অন্য আরেকটা রুমে আসতে বলব," ড. লেকটার বলল। "তোমার বাবা তোমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। তুমি দেখেছো, তাকে তোমার সাথে রাখার অদম্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি থাকতে পারেননি। এখন তোমার তার সাথে দেখা করার সময় হয়েছে।"

নিচতলায় হলে একটা গেস্ট বেডরুম আছে। দরজাটা লাগানো।

"একটু অপেক্ষা কর, ক্লারিস।"

হলের ভেতরে চলে গেলেন লেকটার।

হলে দাঁড়িয়ে আছে ক্লারিস স্টারলিং। তার একহাত দরজার নবের ওপর, একটা ম্যাচের কাঠি জ্বলে ওঠার শব্দ শুনতে পেল সে।

ড. লেকটার দরজাটা খুললেন।

"ক্লারিস, তুমি জানো, তোমার বাবা মারা গেছেন। অন্য যে কারোর চেয়ে তুমিই তা সবচেয়ে বেশি ভালো জানো।"

"হুম।"

"ভেতরে এসে তাকে দেখে যাও।"

একটা টুইন বেডে তার বাবার হাড়গোড় সুন্দর করে জোড়া লাগানো হয়েছে। লং বোনস এবং বুকের খাঁচা একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। বাকি

BanglaBook.org

অংশটুকু হোয়াইট কভারের নিচে রাখা আছে। দেখতে অনেকটা স্নো অ্যাঞ্জেলের মত লাগছে।

ড. লেকটারের বিচে থাকা সামুদ্রিক ঈল দিয়ে স্টারলিংয়ের বাবার মাথার খুলিতে থাকা পচাগলা মাংস, ব্যাকটেরিয়া আলাদা করা হয়। এরপর তা শুকিয়ে, ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করে সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার করা হয়।

এখন তা বালিশের ওপর অবস্থান করছে।

"তার বুকে থাকা স্টারটা কোথায়, ক্লারিস?"

"গ্রামের লোকেরা তা নিয়ে গেছে। তারা বলেছিল, সৎকার করতে সাত ডলার খরচ হয়েছিল তাদের। আর সেই খরচের মূল্য এই স্টার।"

"তার পুরো শরীর এখন তোমার চোখের সামনে, ক্লারিস। সময় তাকে কিসে পরিণত করেছে, তা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ।"

স্টারলিং হাড়গুলোর দিকে তাকাতেই ত্বরিৎ গতিতে রুম ছেড়ে চলে গেল।

সে ভয় পেয়ে চলে যায়নি, লেকটার তাই তাকে অনুসরণ করল না। আধো অন্ধকারে অপেক্ষা করতে লাগল সে। ভয় পাচ্ছে না। কানখাড়া করে তার পদশব্দ শুনতে পেল, ফিরে আসছে স্টারলিং।

তার হাতে উজ্জ্বল ধাতব কী যেন দেখা যাচ্ছে। একটা ব্যাজ, জন ব্রিগহামের ঢাল। কাপড়ের ওপর দিয়ে সে ব্যাজটা লাগাল।

"একটা ব্যাজ তোমার কাছে কী অর্থ বহন করে, ক্লারিস? গোলাঘরে তোমার পিস্তলের গুলি একজনের ব্যাজ ফুটো করে তাকে মেরে ফেলেছিল।"

"এই ব্যাজ তার জন্য সবকিছু। সে তাই মনে..."

শেষের শব্দটা তার মুখের মধ্যেই রয়ে গেল, নিচের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তার বাবার মস্তক সে তার কোলে নিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ, চোখের পানি গাল বেয়ে নামতে লাগল।

নতুন হাঁটতে শেখা বাচ্চার মত সে তার পুলওভারের কোণা দিয়ে মুখ ঢাকল, ফোঁপাতে লাগল সে। অশ্রুবিন্দু হাতের ফাঁক দিয়ে টপটপ করে তার বাবার মাথার ওপর পড়তে লাগল। মুখের ভেতর ক্যাপ লাগানো দাঁতগুলো চকচক করছিল। "আমি আমার ড্যাডিকে অনেক ভালোবাসি। আমাকে তিনি তার কর্মব্যস্ততার মধ্যে যতক্ষণ সময় দিতেন, ততক্ষণ কেবল আমাকে নিয়েই থাকতেন। তখনকার সময়গুলো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ছিল।"

কথাগুলো সত্যি। তার মধ্যে তার বাবার জন্য রাগ জমা থাকলেও, এটা সত্যি যে, তার বাবাই তার জন্য একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন।

যখন ড. লেকটার একটা টিস্যু এগিয়ে দিলেন, তখন সে তার হাতের

BanglaBook.org

মুঠোয় টিস্যু নিয়ে মুখের লবণাক্ত পানিগুলো মুছে ফেলল।

"ক্লারিস, আমি তোমাকে এখন এখানে রাখা দেহাবশেষের সাথেই রেখে যাচ্ছি। তোমার বাবার চোখের কোটরের দিকে তাকিয়ে তোমার মনের জমে থাকা কষ্টগুলো চিৎকার করে বলতে থাকো, তুমি জানো, কোনো উত্তর আসবে না এই দেহ থেকে।"

মাথার পাশে হাত রাখল সে, "তোমার বাবার যে গুণগুলো তুমি চাইতে, তা তোমার মধ্যেই আছে, ঠিক এখানে।" স্টারলিংয়ের মাথার ওপর টোকা দিল সে। "আর তোমার বিচার বিবেচনা কী বলে সেটাই মুখ্য বিষয়। তোমার বাবার বিবেচনার সাথে তোমারটা মিলবে না। আমি এখন যাচ্ছি। তোমার কি কোনো মোমবাতি লাগবে?"

"হ্যা।"

"যখন তুমি রুম থেকে বের হয়ে আসবে, তখন যা তোমার কাছে দরকারি বলে মনে হবে শুধু সেটাই সাথে আনবে।"

ড্রয়িংরুমে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে অপেক্ষা করতে লাগল লোকটার। এ সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করল সে, থেরেমিনে সুর তুলতে লাগল। ইলেকট্রনিক ফিল্ডে তার হাতদুটোর আন্দোলন সুরসঙ্গিতের সৃষ্টি করল। যে হাত দিয়ে সে ক্লারিস স্টারলিংয়ের মাথায় যত্নের ছোঁয়া দিয়েছিল, সে হাতের প্রতিটা অঙ্গুলির স্পন্দন এখন সুরের প্রতিটা বিন্দুকে নিয়ন্ত্রণ করছে। পেছন দিকে না তাকিয়েই সে বুঝতে পারল, তার পেছনে স্টারলিং দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গিতের শেষ টানটা দিয়েই সে তার দিকে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিল।

স্টারলিংয়ের মুখে নরম হাসি, আর চেহারায় বেদনার ছাপ চোখে পড়ল তার। হাত দুটো খালি দেখা যাচ্ছে।

সে জানত, প্রত্যেকটা সংবেদনশীল মানুষের মত স্টারলিংও তার শৈশবে অর্জিত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তার চরিত্রের একটা ছাঁচ তৈরি করেছে, যা দেখে সে কেমন–সে কী করতে পারে আর কী করতে পারে না–এ ব্যাপারে সহজেই ধারণা করা যায়।

সেলের পেছনে সাত-আট বছর আগে তার সাথে যখন ড. লেকটার কথা বলেছিল, তখন সে স্টারলিংয়ের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারে। ফস্টার হাউজের সামনে থাকা খামারে ভেড়া আর ঘোড়া জবাই করার যে ঘটনা ঘটেছিল তা স্টারলিংয়ের মনে গভীর দাগ কাটে। প্রতিরাতে স্বপ্নের মধ্যেও ভেড়াগুলোর করুণ ধ্বনি সে শুনতে পেত।

জেম গাম্বকে ধরার জন্য স্টারলিং যেভাবে নিজের সর্বোচ্চটুকু বিলিয়ে দিয়েছিল এবং শেষে সে সফলও হয়েছিল–এর পেছনেও রয়েছে একই কারণ।

BanglaBook.org

গাম্বের হাতে বন্দি থাকা মেয়েটির করুণ আর্তনাদ তাকে ধাবিত করেছিল, প্রভাব বিস্তার করেছিল তার মধ্যে।

আর সবশেষে ড. লেকটারকে ম্যাসনের সীমাহীন অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচানোর পেছনেও স্টারলিংয়ের মধ্যে একই বোধ কাজ করেছে।

সাযুজ্যপূর্ণ আচরণ।

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ অবচেতন মনে একই ধরণের আচরণ করে–এটাই প্যাটার্নড বিহ্যাভিওর–সাযুজ্যপূর্ণ আচরণ।

স্টারলিংকে যেসব পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল, সে পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত থাকা জন ব্রিগহামের মধ্যে স্টারলিং তার বাবার ভালো গুণগুলো খুঁজে পেয়েছিল। এটা ড. লেকটার নিশ্চিতভাবে বলতে পারে। ব্রিগহাম এবং ক্রফোর্ড–এ দুজনের মধ্যেই তার পিতার ছায়া দেখেছিল ক্লারিস।

তাহলে খারাপ গুণগুলোর অস্তিত্ব কি নেই? অবশ্যই আছে। ভালো আর খারাপ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।

ড. লেকটার ধাঁধার বাকি অংশ সমাধান করার জন্যই তার পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। হিপনোটিক ড্রাগ এবং হিপনোটিক টেকনিক, যা কিনা ক্যামেরাল থেরাপির মডিফায়েড ভার্সন–এ দুটো ব্যবহার করে ড. লেকটার বুঝতে পারল, ক্লারিস স্টারলিংয়ের পার্সোনালিটির মধ্যে কাঠিন্য এবং জেদ খুব ভালোভাবেই আছে। পুরনো ক্ষোভ–অসন্তোষ এখনও তার মধ্যে জ্বলছে, তাকে সর্বক্ষণ পোড়াচ্ছে।

সে ক্ষমাহীন এক সত্তার সাথে পরিচিত হলো,যা স্টারলিংয়ের ক্রোধের আগুনকে উসকে দিয়েছে। বজ্রপাতের সময় হঠাৎ বিজলির আলোয় যেমন সব উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তেমনি তার মধ্যে সুপ্ত থাকা অঙ্গার হঠাৎ করে জেগে উঠে–এবং তখন সে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

আর এর সবকিছুর পেছনে দায়ি পল ক্রেন্ডলার। ক্রেন্ডলারের হাতে যে অন্যায়ের শিকার সে হয়েছিল, তার জন্য জমে থাকা তার ক্ষোভ হঠাৎ প্রকাশ করে ফেলেছে সে, তবে ক্রেন্ডলারের ওপর নয়, তার বাবার ওপর। তার বাবার ওপর তার কখনও বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু তাদের ছেড়ে চলে যাওয়ায় সে কখনও তাকে মাফ করবে না। পরিবারকে ত্যাগ করেছে সে, তার মাকে বাথরুমের কমোড আর বালতির জগতে আটকে রেখে পরপারে আরামে আছে। কিচেনে এখন আর তাকে কমলা ছিলে কেউ খাওয়ায় না। স্টারলিংকে কেউ এখন আর বুকের মাঝে আশ্রয় দেয় না, বলে না–চিন্তা করো না, আমি আছি।

স্টারলিংয়ের ব্যর্থতা আর হতাশার জন্য ক্রেন্ডলারকে দায়ি করে সে।

Banglabook.org

তাকে দোষ দেয়া যৌক্তিক। কিন্তু এজন্য তার ওপর বদলা নেয়া কি যাবে না? তাকে হারানো যাবে না? নাকি লেকটারের ভাষ্যমতে, ক্রেন্ডলার এবং অন্যান্যরা স্টারলিংকে একটা বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ করে রাখবে, নিচুস্তরের জীবনযাপন করতে তাকে বাধ্য করবে। একটা আশার চিহ্ন অবশ্য সে দেখতে পেল–যদিও ব্যাজের মধ্যে সে তার বাবার প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়, কিন্তু সে চাইলে এরকমই কোন ব্যাজ বরাবর গুলি ছুঁড়ে ব্যাজের মালিককে নরকের রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারবে।

কেন? কারণ সে তার দায়িত্ব কর্তব্যের সাথে কোনো দিন ধোঁকাবাজি করেনি। তার চোখে যে অপরাধি, তাকে সে কোনোদিনও ছেড়ে দেবে না–সে সমাজের যত উঁচু স্তরের লোকই হোক না কেন।

পটেনশিয়াল ফ্লেক্সিবিলিটি।

স্টারলিংয়ের মধ্যে মিস্কার প্রতিচ্ছবি কি সে দেখতে পাচ্ছে? নাকি এটা স্টারলিংয়ের মধ্যে থাকা এমনই কোনো ভালো গুণ, যে কারণে তাকে মিস্কার জন্য জায়গা করে দিতে হবে!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯৬

মাইসেরিকর্ডিয়ায় ওয়ার্কিং রাউন্ড শেষে বাল্টিমোরে তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল বার্নি। হাসপাতালে তিনটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত তার শিফট। রাস্তায় একটা কফি শপে এক বাটি স্যুপের জন্য সে কিছুক্ষণ থেমেছিল। তার বাসায় যখন সে ঢুকল তখন আকাশে চাঁদটা ঠিক মাঝখানে ঝুলছে। লাইট জ্বালিয়ে দিল সে।

তার কিচেন টেবিলের ওপর ভর দিয়ে আর্ডেলিয়া ম্যাপ দাঁড়িয়ে আছে। একটা ব্ল্যাক সেমি অটোমেটিক পিস্তল তাক করে রেখেছে সে, বার্নির চেহারার ঠিক কেন্দ্র বরাবর। মাজলের ফুটোর পরিধি পরিমাপ করে বার্নি আন্দাজ করল, এটা পয়েন্ট ফোর ক্যালিবার।

"বসে পড়, নার্সি।" কর্কশ কণ্ঠে ম্যাপ বলল। তার চোখদুটো কমলা রঙ ধারণ করেছে। "দেয়াল পর্যন্ত এই চেয়ারটা নিয়ে গিয়ে দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে নিজের আসন গ্রহণ কর।"

তার হাতে থাকা অস্ত্রকে বার্নি যতটা না ভয় পেল, তার চেয়ে বেশি ভয় পেল ম্যাপের সামনে প্লেস ম্যাটে রাখা অন্য পিস্তলটা দেখে। কোল্ট উডসম্যান পয়েন্ট ২২ পিস্তলটার মুখে প্লাস্টিক পপ বটল লাগানো, যা সাইলেন্সার হিসেবে কাজ করছে।

বার্নির ওজন সইতে না পেরে চেয়ার থেকে মচমচ শব্দ ভেসে এল। "চেয়ারের পায়া ভেঙে গেলে আমাকে শুট করবে না। এর জন্য আমি দায়ি নই।"

"ক্লারিস স্টারলিংয়ের ব্যাপারে কিছু জানো তুমি?"

"না।"

হাতের পিস্তলটা রেখে স্মল ক্যালিবারের পিস্তলটা হাতে তুলে নিল সে। "আমি এখানে তোমার সাথে কুতকুত খেলতে আসিনি, বার্নি। শেষ যে কথাটা তুমি বললে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। নার্সি, আমি চাইলেই তোমার পাছা গেলে দিতে পারি, সেটা নিশ্চয়ই জানো?"

"হুম।"

বার্নি জানে, ম্যাপ ফাঁকা বুলি আওড়াচ্ছে না।

BanglaBook.org

"আমি তোমাকে আবারও জিজ্ঞেস করছি। তুমি কি এমন কিছু জানো, যা ক্লারিস স্টারলিংকে খুঁজে বের করতে আমার কাজে লাগতে পারে? পোস্ট অফিস থেকে আমি জানতে পেরেছি, ম্যাসন ভার্জারের ঠিকানায় তুমি এক মাস আগে মেইল ফরোয়ার্ড করেছিলে। ব্যাপারটা কি?"

"আমি সেখানে কাজ করতাম। ম্যাসন ভার্জারের সেবার দায়িত্বে ছিলাম আমি। লেকটারের ব্যাপারে আমি যা জানি, সেসব জানতে চেয়েছিল ম্যাসন। সেখানকার পরিবেশ আমার ভালো লাগেনি, তাই চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। ম্যাসন একটা বাস্টার্ড ছাড়া আর কিছুই না।"

"স্টারলিংকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"আমি জানি।"

"হয়ত লেকটার তাকে তুলে নিয়ে গেছে, আর না হয় শূকরগুলো তাকে খেয়ে ফেলেছে। যদি লেকটার তাকে নিয়ে যায়, তাহলে সে তার সাথে কী করতে পারে?"

"আমি সত্যি বলছি–আমার কোনো ধারণাই নেই। আমার পক্ষে সম্ভব হলে স্টারলিংকে খুঁজে পেতে অবশ্যই সাহায্য করতাম। আর কেনই বা করবো না? সে আমার ক্রিমিনাল রেকর্ডগুলোর অধিকাংশই মুছে ফেলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে, তার কাছে আমি ঋণী। তার রিপোর্ট কিংবা নোটগুলো দেখলে..."

"আমি দেখেছি। আমি চাই তুমি একটা কথা ভালোভাবে মাথায় ঢুকিয়ে নাও, বার্নি। এটাকে ওয়ান টাইম অফার হিসেবেও ভাবতে পারো। যদি কিছু জেনে থাকো, তাহলে ভালোয় ভালোয় এখনই আমাকে বলে ফেলো। কিন্তু এখন না হোক, অনেক পরে হলেও যদি আমি জানতে পারি, তুমি এমন কিছু জানতে যা আমার কাজে আসত–তাহলে সবার আগে তোমার কপাল ফুটো করার জন্য আমি এখানে আসব। এই পিস্তলটাই তোমার দেখা সর্বশেষ বস্তু হবে। আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"হুম, হচ্ছে।"

"কোনো কিছু তোমার মনে পড়েছে?"

"না।"

দীর্ঘ এক নিরবতা।

"আমি চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ঠিক এখানেই বসে থাকবে।"

দেড় ঘন্টা পর বার্নি ঘুমাতে গেল। সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

BanglaBook.org

তার প্রশস্ত ভ্রু অনেকটা ডলফিনের মত, এখন ঘর্মাক্ত মনে হলেও, কিছুক্ষণ পরে তা শুকিয়ো যায়। একটু আগে তাকে যে ফোন করেছিল তার কথা ভাবল বার্নি, আগামিকাল সে আসবে। লাইট বন্ধ করে দেয়ার আগে উঠে বাথরুমে গিয়ে ডপ কিট থেকে একটা স্টেইনলেস স্টিলের শেভিং মিরর বের করল। মেরিন কর্পসের প্রোপার্টি এটা।

কিচেনে গিয়ে দেয়ালে লাগানো একটা ইলেকট্রিকাল সুইচবক্সের দরজা খুলল। টেপ দিয়ে সুইচবক্সের দরজার ভেতরের অংশে আয়নাটা লাগিয়ে দিল সে।

ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে শরীর ঝাঁকি দিয়ে উঠল তার।

হাসপাতালে তার নেক্সট শিফটের পর সেখান থেকে একটা রেপ কিট নিয়ে বাড়ি ফিরল বার্নি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯৭

জার্মান এই বাড়িটার সৌন্দর্য বর্ধন করার জন্য ফুল এবং পর্দার বন্দোবস্ত করল ড. লেকটার।

লেডা অ্যান্ড দি সোয়ান-এর প্রতি তার বাড়ির মালিকের একটা অন্যরকম টান আছে। চারটা ভিন্ন আঙ্গিকে ব্রোঞ্জের এ প্রতিকৃতি তার সংগ্রহে আছে। এর মধ্যে ডোনাতেলোর অমর সৃষ্টি এবং আটটা পেইন্টিং উল্লেখযোগ্য। অ্যানে শিঙ্গেলটনের একটা পেইন্টিং লেকটারের ভালো লাগল। বাকিগুলো কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল সে।

সকালে ডক্টর তার টেবিল সাজাল, তিনজনের জন্য। বিভিন্ন কোণে দাঁড়িয়ে সে সবকিছু ঠিকমত সাজিয়েছে কিনা, তা দেখতে লাগল। দু-বার ক্যান্ডেলস্টিকের জায়গা পরিবর্তন করল সে। দামাস্ক প্লেস ম্যাটের জায়গায় একটা টেবিলক্লথ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিল, যাতে ডাইনিং টেবিলটা দূর থেকে দেখতে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়।

লেকটার সাইডবোর্ডের ওপর যখন সার্ভিস পিস এবং কপার ওয়ার্মার রাখল, তখন তা দেখতে এয়ারক্র্যাফটের ক্যারিয়ারের মত মনে হলো। সাইডবোর্ডের কয়েকটা ড্রয়ার খুলে রাখল সে, ড্রয়ারগুলো ফুল দিয়ে সাজালো যাতে হ্যাঙ্গিং গার্ডেনের মত একটা সিচুয়েশন তৈরি করা যায়।

টেবিলের ওপর দুটো ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যবস্থা করল সে। স্নো বলের মত সাদা পেওনি দিয়ে সিলভার ডিশ সাজাল, অতঃপর আয়ারল্যান্ডের ম্যাসড বেলস, ডাচ আইরিস, অর্কিডস এবং প্যারট টিউলিপ টেবিলের বেশিরভাগ অংশ দখল করে ফেলল।

দুজন পাশাপাশি বসার মত জায়গাই কেবল অবশিষ্ট আছে।

টেবিলের প্রথম কোর্স তৈরি করে ফেলার জন্য সে অ্যালকোহল বার্নার, কপার ফেইট টাউট সসপ্যান এবং স'তে প্যান, মসলা আর অটোপসি স পাশাপাশি টেবিলের ওপর রাখল।

বাইরে বের হলে আরও ফুল নিয়ে আসতে পারবে সে। যখন ক্লারিসকে বলা হলো, সে বাইরে যাচ্ছে, তখন তাকে উদ্বিগ্ন বলে মনে হলো না। লেকটার বলল, তার এখন একটু ঘুমানো উচিত।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯৮

খুনের পর পাঁচদিন পার হয়ে গেছে। পঞ্চম দিন বিকেলবেলা বার্নি শেভ করছিল। শেভ করা শেষে মুখের কাটা অংশে ব্যথা কমানোর জন্য অ্যালকোহলের কয়েক ফোঁটা হাতে নিয়ে তা গালে মাখার সময় সিঁড়িতে পদশব্দ শুনতে পেল সে। একটু পরই হাসপাতালের ডিউটির জন্য বের হতে হবে তাকে।

মৃদু নকের শব্দ। দরজা খুলতেই দেখতে পেল, মার্গট ভার্জার দাঁড়িয়ে আছে। একটা বড় পার্স আর ছোট একটা পুঁটলি দেখতে পেল সে।

"হাই, বার্নি।" তাকে ক্লান্ত মনে হলো।

"হাই মার্গট, ভেতরে এসো।"

কিচেন টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে তাকে বসতে বলল বার্নি। "কোক খাবে?"

তার মনে পড়ল, কর্ডেলের মাথাও হাসপাতালে এরকম একটা ফ্রিজে হিমায়িত্ করে রাখা হয়েছে। তার আফসোস হলো।

"নো, থ্যাংকস।"

টেবিল বরাবর আরেকটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। মার্গট তার বাহুর দিকে তাকালো, যেন একজন প্রতিপক্ষ তার সামনে বসে আছে, একটু পরই তার সাথে শক্তি প্রদর্শন করার যুদ্ধে নামবে।

"তুমি ঠিক আছ, মার্গট?"

"হুম।"

"মনে হচ্ছে, তোমার কোনো উদ্বেগ বা কষ্ট নেই। খবরের কাগজে আমি সংবাদটা পড়েছি।"

"আমাদের মাঝে যে কথোপকথন হত তা নিয়ে আমি ভাবি। আমার মনে হয়, মাঝেমধ্যে আমাদের কথা বলা উচিত।"

বার্নি অবাক হলো। কর্ডেলকে মারার জন্য যে হাতুড়ি ব্যবহার করা হয়েছে সেরকম কোনো হাতুড়ি হয়তো সে পার্স কিংবা পুঁটলিতে করে নিয়ে এসেছে বলে তার সন্দেহ।

"মাঝে মাঝে তোমার খোঁজখবর নেবো, তখনই হয়তো আমরা টুকটাক কথা বলতে পারি। আমি তোমার কাছে কিছু চাইনি, আর চাইবোও না।"

"মোদ্দা কথা হচ্ছে, তুমি কোনো লুজ এন্ড রাখতে চাচ্ছো না। লুকানোর মত কোনো তথ্যও আমার কাছে নেই, যার জন্য পরবর্তিতে তোমার গলার

BanglaBook.org

কাঁটা হয়ে দাঁড়াব,” বার্নি বলে উঠল।

সে জানে, মার্গট স্পার্ম সংগ্রহ করতে পেরেছে। তারা যখন ম্যাসনের পরবর্তি বংশধর হিসেবে অনাগত শিশুর নাম ঘোষণা করল তখনই সে ব্যাপারটা ধরতে পারে। আর যদি সে ম্যাসনের কাছ থেকেই শুক্রাণু সংগ্রহ করে থাকে, তাহলে বার্নিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবার কথা মার্গটের মনে আসাটাই স্বাভাবিক। কারণ একমাত্র বার্নিই ম্যাসনের সাথে মার্গটের দ্বন্দ্বের কথা জানে।

“ম্যাসনের মৃত্যু আসলে ঈশ্বরের আশির্বাদ ছাড়া আর কিছু নয়। এ নিয়ে আমি কোনো মিথ্যা বলবো না।”

কথা বলার গতি দেখে বার্নি বুঝতে পারল, কোনো কিছু করার আগে সে নিজেকে প্রস্তুত করছে।

“একটা কোক খাওয়া যেতে পারে,” মার্গট বলল।

“কোক আনার আগে তোমাকে কিছু দেখাতে চাই আমি, এটা তোমার জন্য এনেছি। বিশ্বাস কর, তোমার সব নার্ভ স্থির হয়ে যাবে, তোমার কোনো কষ্টই হবে না। এক সেকেন্ড।”

কাউন্টারে যন্ত্রপাতির একটা ক্যানিস্টার থেকে একটা স্ক্রুড্রাইভার বের করে আনল সে।

কিচেন ওয়ালে দুটো সার্কিট ব্রেকার বক্স দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে কেবল একটাই সার্ভিস দিচ্ছে।

ইলেকট্রিকাল বক্স খোলার সময় বার্নিকে মার্গটের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াতে হলো। দ্রুত বাম দিকের বক্সটা খুলে ফেলল সে। সুইচবক্সডোরে টেপ দিয়ে লাগানো আয়নার মাধ্যমে এখন মার্গটের ওপর নজর রাখতে পারবে।

ইতোমধ্যে মার্গট বড় পার্সের মধ্যে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। সে হাত আর বের করল না।

স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে চারটা স্ক্রু খুলে বক্স থেকে সার্কিট ব্রেকারের সংযোগহীন প্যানেলটা সরাল সে। প্যানেলের পেছনে একটা গর্তের মতন দেখা যাচ্ছে।

সাবধানে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা প্লাস্টিক ব্যাগ বের করে আনল বার্নি। যখন সে ব্যাগে থাকা বস্তুটা বের করল, তখন মার্গটের নিঃশ্বাসের ওঠানামার পরিমাণ বেড়ে গেছে বলে মনে হলো তার কাছে। একটা বহুল পরিচিত রাক্ষুসে মুখোশ মার্গটের সামনে রাখল সে। বাল্টিমোর স্টেট হসপিটাল ফর দ্য ক্রিমিনালি ইনসেন-এ এককালে বন্দি থাকা ড. লেকটারকে জোর করে এ মুখোশটা পরানো হত–যাতে সে কাউকে কামড়াতে না পারে। বার্নির সংগ্রহে থাকা লেকটারের জিনিসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দামি বস্তু এটা। আর এটাই বার্নির কাছে থাকা শেষ সংগ্রহ।

BanglaBook.org

"ওয়াও!" মার্গট বলল।

কিচেনের উজ্জ্বল আলোতে ওয়াক্স পেপারের ওপর মুখোশের মুখের অংশটা নিচের দিকে রাখল। সে জানত, ড. লেকটারকে কখনও তার মুখোশটা পরিস্কার করতে দেয়া হয়নি। মুখের খোলা অংশে লেকটারের শুকিয়ে যাওয়া লালা দেখা যাচ্ছে। মাস্কের সাথা লাগানো স্ট্র্যাপের জায়গায় তিনটা চুল আটকে আছে। জোর করে লাগানোর সময় এই চুলগুলো গোড়াসহ মাথা থেকে উঠে এসেছিল।

মার্গটের দিকে এক মুহূর্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে, তাকে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

কিচেন ক্যাবিনেট থেকে রেপ কিট নিয়ে আসল বার্নি। ছোট প্লাস্টিকের বক্সটাতে কিউ-টিপস, স্টেরাইল ওয়াটার, সোয়াচ এবং পরিস্কার পিল বটলস রাখা। যত্নের সাথে সে কিউ-টিপের সাহায্যে স্যালিভার প্রলেপ তুলে নিয়ে তা একটা পিল বটলের মধ্যে রাখল। আর চুলগুলো সাবধানে তুলে রাখল দ্বিতীয় বটলে।

স্কচটেপের আঠালো অংশে সে তার বৃদ্ধাঙ্গুল স্পর্শ করল। টেপের ওপর একটা পরিস্কার থাম্বপ্রিন্ট দেখা যাচ্ছে। এরপর টেপটা বটলের কর্কের সাথে লাগালো।

একটা ব্যাগে এ দুটো বটল রেখে ব্যাগটা মার্গটের উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে দিল সে।

"ধরে নেয়া যাক, কোনো ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেলাম আমি, আর আমি নিজেকে কোনো অভিযোগ থেকে বাঁচাবার জন্য তোমার বিরুদ্ধে কোনো কাহিনি পুলিশকে শোনালাম। কিন্তু এই ব্যাগে থাকা জিনিসের কল্যাণে তুমি প্রমাণ করতে পারবে, ম্যাসন ভার্জারের মৃত্যুতে আমার হাত ছিল, হয়তো সম্পূর্ণ ঘটনা আমি একলাই ঘটিয়েছি। তাছাড়া এইমাত্র আমার মাধ্যমেই তোমার কাছে আমার ডিএনএ সরবরাহ করা হয়েছে।"

"তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে।"

"মিথ্যে কাহিনি বানিয়ে সাময়িকভাবে ছাড়া পেতে পারি আমি। কিন্তু তারা যখন জানবে, রাঘব বোয়াল গোছের একজনকে শূলে চড়ানোর পেছনে আমার হাত আছে, তখন তারা আমাকে খুঁজে বের করে আমার পাছা চটকাবে। আমি সারাজীবনের জন্য বন্দি হয়ে যাব। আমাকে ফাঁসানোর সমস্ত উপকরণই এই ব্যাগে আছে।"

মার্গট চাইলে বার্নির ডিএনএ স্যাম্পল চেঞ্জ করে সে-জায়গায় লেকটারের ডিএনএ বসিয়ে দিতে পারে। বার্নিকে যেকোনভাবেই ফাঁসাতে পারবে সে। তারা দু-জনেই সেটা জানে।

BanglaBook.org

তার শিকারি দৃষ্টি দিয়ে সে বার্নির দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল।

পুঁটলিটা টেবিলের ওপর রাখল সে। "অনেক ডলার আছে এখানে। পৃথিবীর প্রতিটা কোণে থাকা ভার্মির সব চিত্রকর্ম একবারের জন্য দেখতে পারবে তুমি।"

তাকে একটু চঞ্চল আর খুশিখুশি বলে মনে হলো। "নিচে গাড়িতে ফ্রাঙ্কলিনের বিড়ালটাকে রেখে এসেছি। আমার এখন যেতে হবে। ফ্রাঙ্কলিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে সে, তার সৎ মা, বোন শারলি, স্ট্রিংবিন নামে একজন লোক মাসক্রাট ফার্মে আসবে। বালের বিড়ালটার জন্য আমার ৫০ ডলার গচ্চা গেছে। ফ্রাঙ্কলিনের পুরনো বাড়ির সামনে থাকা আরেকটা বাড়িতে ছদ্মনামে তাকে পালা হচ্ছিল।"

প্লাস্টিক ব্যাগটা সে তার পার্সে না ঢুকিয়ে খালি হাতেই নিয়ে নিল। বার্নি ধারণা করল, পার্সে থাকা হাতুড়িটা না দেখানোর জন্যই সে ব্যাগটা হাতে বহন করছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে বলল সে, "আমি ভেবেছিলাম, একটা চুমু আমি পেতেই পারি।"

পায়ের ওপর ভর দিয়ে বার্নির ঠোঁটে চুমু খেল সে।

"আজ এটা দিয়েই তোমায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে," মার্গট বলল।

সিঁড়ি ভাঙার শব্দ শুনতে পেল বার্নি।

দরজা বন্ধ করে ফ্রিজের বরফের সাথে কিছুক্ষণ নিজের কপাল ছুঁইয়ে রাখল সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯৯

অন্য রুমে বাজতে থাকা চেম্বার মিউজিকের শব্দে এবং কিচেন থেকে ভেসে আসা সুগন্ধে ঘুম ভাঙল স্টারলিংয়ের। তার নিজেকে খুব চাঙ্গা এবং একইসাথে ক্ষুধার্ত মনে হলো। দরজায় হালকা শব্দ হলে ড. লেকটারকে দেখতে পেল সে। একটা গাঢ় রঙয়ের ট্রাউজার, সাদা শার্ট এবং একটা নেকটাই পরে আছে ড. হ্যানিবাল। তার হাতে একটা স্যুট ব্যাগ, আরেক হাতে ক্লারিসের জন্য নিয়ে আসা গরম ক্যাপুচিনো।

"ঘুম কেমন হলো?"

"অনেক ভালো। থ্যাঙ্ক ইউ।"

"শেফের কাছ থেকে জানতে পারলাম, টেবিলে খাবারের সব উপকরণ পেতে আমাদের আরও দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। আমি ভাবলাম, এটা তোমার পছন্দ হবে। পরে দেখো, এটাতে তোমায় বেশ মানাবে।"

ক্লজেটে স্যুটব্যাগটা ঝুলিয়ে কোনো শব্দ না করেই রুম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

লম্বা সময় ধরে গোসল করল ক্লারিস। গোসল শেষে যখন সে ক্লজেটটা খুলল, তখন তার চোখেমুখে খুশির ঝিলিক দেখা দিল। ক্রিম সিল্কের লো নেকলাইনের একটা লং ডিনার গাউন দেখতে পেল সে।

ড্রেসারে একজোড়া ইয়াররিং রাখা। রিংয়ে লাগানো এমেরাল্ড পাথরটা গম্বুজাকৃতির, একদম মসৃণ।

তার চুল ঠিক করা নিয়ে তাকে কখনো ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়নি। নতুন ড্রেসটা পরে তাকে অনেক কমফোর্টেবল বলে মনে হলো। এ ধরণের পোশাকের সাথে অনভ্যস্ত স্টারলিং আজকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ড্রেসের খুঁত বের করার পেছনে সময় নষ্ট করল না।

জার্মান ল্যান্ডলর্ড তার বাড়ির জন্য যে ফায়ারপ্লেস বানিয়েছে তা প্রয়োজনের চাইতে একটু বেশিই বড়। ড্রয়িং রুমে এসে স্টারলিং সেদিকে তাকাল, অগ্নিশিখা চারদিকে উত্তাপ ছড়িয়ে তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে।

কোণায় হার্পসিকর্ডের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সুরস্রষ্টা ড. লেকটার সাদা টাই পরে ইন্সট্রুমেন্টের সামনে বসে আছে।

স্টারলিংয়ের দিকে তাকাল সে। প্রতিক্রিয়া হিসেবে তার নিঃশ্বাস গলাতেই আটকে গেল, যে হাত দিয়ে একের পর এক সুর তৈরি করছিল, তা-ও কিবোর্ডের ওপর স্থির হয়ে গেল। হঠাৎ করেই পুরো ড্রয়িংরুম নিস্তব্ধ হয়ে

BanglaBook.org

গেছে যেন।

আগুনের সামনে দুটো ড্রিঙ্ক রাখা তাদের জন্য। ড্রিঙ্ক দুটো দু-হাতে নিল লেকটার। এক ফালি কমলার টুকরো গ্লাসের ওপর আটকানো, আর গ্লাসের ভেতর ফ্রেঞ্চ ওয়াইন 'লিলে' অবস্থান করছে। ক্লারিস স্টারলিংয়ের দিকে একটা গ্লাস এগিয়ে দিল লেকটার।

"যদি প্রত্যেকদিন তুমি আমার সামনে দাঁড়াও, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি কেবল আজকের দিনটাই সবচেয়ে বেশি মনে রাখব।"

তার চোখের গভীর দৃষ্টি এখন শুধু ক্লারিসের দিকে নিবদ্ধ।

"আমার অজান্তে কতবার আপনি আমাকে এভাবে দেখেছেন?"

"মাত্র তিনবার।"

"কিন্তু এখানে..."

"আমার অভিমত হলো, আমি যদি কারো যত্নআত্তি করার দায়িত্ব নেই, সেক্ষেত্রে তার অজান্তে তার শরীরদর্শন করা আমার স্বভাবের মধ্যে পড়ে না। আমি স্বীকার করি, ঘুমের মধ্যে তোমাকে অনেক বেশি সুন্দর লাগে। সুন্দরের প্রতিমা তুমি, ক্লারিস।"

"সৌন্দর্য মানুষকে ধোঁকা দেয়, ড. লেকটার। আজ যে সুন্দর আপনার চোখ ধাঁধিয়ে দেবে, সেটাই কাল আপনাকে নিরাশ করতে পারে।"

"তাই যদি হয়, তবে আমি বলব—এরপরেও তোমাকে সুন্দরই লাগবে।"

"ধন্যবাদ।"

"আমি তা শুনতে চাইনি।"

তার মুখভঙ্গি দেখলে যে কেউ তার চেহারায় ফুটে ওঠা অসন্তোষ বুঝতে পারবে। মনে হচ্ছে, কেউ যেন তার মুখে পানি ছুঁড়ে মেরেছে।

"আমি যা বোঝাতে চেয়েছি তাই বলেছি," স্টারলিং বলল। "যদি আমি বলতাম, 'আপনি আমার প্রশংসা করায় আমি খুশিতে গদগদ হয়ে গেছি'—তাহলে কি আপনি খুশি হতেন? আমি খুশি হয়েছি এটা সত্যি, কিন্তু আগের কথাটা একটু হেয়ালিপূর্ণ বলে আমার মনে হয়।"

শূন্য দৃষ্টিতে সে তাকাল লেকটারের দিকে, সে চোখে কী খেলা করছে তা কেউ বুঝতে পারবে না।

ড. লেকটারের কাছে ঐ সময় মনে হলো, তীক্ষ্ণ জ্ঞান আর অনুমানশক্তি দিয়ে সে স্টারলিংয়ের মন পড়তে পারছে না, তার ওপর নিজের কর্তৃত্ব ফলাতে পারছে না। গাউনের নিচে সে পয়েন্ট ফোরটিফাইভ লুকিয়ে রেখেছে বলে সন্দেহ হলো তার।

ক্লারিস স্টারলিং তার দিকে তাকিয়ে মুচকি একটা হাসি দিল। তার ইয়াররিংয়ের স্টোনে অগ্নিচ্ছটা পড়ে তার চেহারায় ছায়া তৈরি করেছে। দানব

BanglaBook.org

লেকটার তখন তার শৈল্পিক রুচির কথা ভেবে মনে মনে নিজের প্রশংসা করল।

"ক্লারিস, ডিনার সবসময় স্বাদ আর সুঘ্রাণের প্রতিনিধিত্ব করে। এ দুটো হলো সবচেয়ে প্রাচীন অনুভূতি এবং মনের সাথে এদের গভীর সম্পর্ক আছে। তোমার মন ভালো থাকলে সবকিছুর স্বাদ ভালো লাগবে, সবকিছুতে তুমি সুগন্ধ খুঁজে পাবে। মনের দুটো পাশাপাশি অংশে স্বাদ আর ঘ্রাণ অবস্থান করে। কারো মধ্যে এ দুটো অনুভূতির অভাব থাকলে আমরা তাকে করুণা করি। আমার মনে করুণার কোনো স্থান নেই। চার্চে মানুষ প্রার্থনা করতে যায় যাতে তার জীবনে যেন অলৌকিক কিছু ঘটে। সে চায় একটা অলৌকিক ঘটনা, একটা পরিবর্তন।

"ঠিক তেমনি টেবিলে খেতে বসলে মানুষ বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আলোচনা করে, দর্শন এবং ভাবের আদান প্রদান ঘটে তাদের মধ্যে। দিন শেষে নিজেদের মনের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়, যা তারা বুঝতে পারে না।"

সে তার মুখ ক্লারিসের মুখের কাছে নিয়ে এল। চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করছে।

"আমি চাই, তুমি নিজেকে আবিষ্কার কর। তোমার মধ্যে কি প্রাচুর্য্য লুকিয়ে আছে তা বোঝার চেষ্টা করো। তুমি কিসের জন্য যোগ্য, তা জানার চেষ্টা করো। ক্লারিস, তুমি কখনও নিজের প্রতিচ্ছবি পর্যালোচনা করেছিলে? আমি জানি, তুমি করোনি। কখনও করবে কিনা, সেটা নিয়েও আমার সন্দেহ আছে। আমার সাথে হলে আসো। পিয়ের গ্লাসের সামনে এসে দাঁড়াও।"

ফায়ারপ্লেসের ওপরে থাকা তাক থেকে ড. লেকটার মোমবাতির একটা স্ট্যান্ড নিয়ে এল, সেই স্ট্যান্ডে থাকা আটটা মোমবাতি পুরো হলো আলোকিত করে ফেলেছে। বিশাল আয়নাটা অষ্টাদশ শতকের একটা অ্যান্টিক পিস, এখন অবশ্য একটু ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। ফ্রান্সের শ্যাতোঁ ভ'-লে-ভিকোমতে প্রাসাদ থেকে এই অ্যান্টিক উদ্ধার করা হয়। অনেক রাজসিক অভিজ্ঞতার সাক্ষি হয়ে আছে এই আয়না।

"দেখ ক্লারিস, আয়নায় সুরুচির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তুমি যা দেখতে পাচ্ছো, তা আর কেউ নয়–স্বয়ং তুমি। আজকের এই সন্ধ্যায় তুমি নিজেকে একটু অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখ। তুমি তাই দেখবে, যা সঠিক, তুমি তাই বলবে, যা সত্য। তুমি যা চিন্তা করো, তা মুখে বলতে কখনও দ্বিধাবোধ কর না। কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতার কাছে তুমি মাথা নত করে ফেলো। তোমাকে আবারো বলছি, করুণার কোনো জায়গা নেই আমার কাছে। করুণা করে কখনও মিথ্যে বলবে না। সামনের লোক কী মনে করল না করল, তা তোমার ভাবা লাগবে না। অকপটে সব বলে ফেলবে।

BanglaBook.org

"কাউকে নিয়ে করা তোমার মন্তব্য যদি অপ্রীতিকর হয়ে থাকে, তাহলে তুমি দেখতে পাবে, যে প্রসঙ্গ নিয়ে তুমি মন্তব্য করেছিলে, তা তোমার বিরুদ্ধ পক্ষকে হাসির পাত্রে পরিণত করবে। যদি কোনো তিক্ত সত্যের সম্মুখীন কাউকে হতে হয়, তাহলে তা তাকে পরিবর্তন করবেই। এই সত্য তার মধ্যে থাকা ভুলকে শুধরে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।"

তার ড্রিঙ্কের এক চুমুক নিল সে।

"তোমার যদি মনে হয়, তোমার ভেতরে কষ্ট মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তাহলে সে কষ্টই তোমাকে একসময় মুক্তির পথ দেখাবে। বুঝতে পেরেছো?"

"না, ড. লেকটার। কিন্তু আপনি যা যা বলেছেন তা আমার মনে আছে। আত্মার উন্নতির উপরে একগাদা লেকচার। আমি একটা মনোরঞ্জক ডিনার চাই। খুব ক্ষিদে পেয়েছে আমার।"

"তা তুমি অবশ্যই পাবে।"

সে হাসল, এ হাসি অন্যদের ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

ধোঁয়াটে আয়নায় ক্লারিসের প্রতিবিম্বের দিকে কারো মনোযোগ নেই। মোমের আলোয় তারা একজন আরেকজনকে দেখছে। আর আয়নাটা দেখছে তাদের দুজনকেই।

"ক্লারিস, আমার চোখের দিকে তাকাও।"

তার জ্বলতে থাকা দুচোখের মণির দিকে তাকিয়ে রইল ক্লারিস। একটা বাচ্চা দূর থেকে কোনো ফ্লাডলাইটের আলো দেখলে যেরকম আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে, ক্লারিসের মুখেও ঠিক সেরকম উত্তেজনা ফুটে উঠল।

জ্যাকেট পকেট থেকে একটা সিরিঞ্জ বের করল ড. লেকটার, নিডলটা একটা চুলের মত সরু। ক্লারিসের চোখের দিকে তাকাল সে, তার হাতে থাকা সিরিঞ্জের নিডল স্টারলিংয়ের বাহুতে প্রবেশ করল, স্টারলিং টেরও পেল না। যখন সে সূঁচটা বের করল, বাহুতে সদ্য তৈরি হওয়া বিন্দু আকৃতির ক্ষত থেকে কোন রক্তও বের হলো না।

"আমি যখন এ রুমে ঢুকলাম, তখন আপনি কোনো মিউজিকের সুর তুলেছিলেন।"

"*ইফ লাভ নাউ রেইনড*।"

"এটা কি অনেক পুরনো?"

"অষ্টম হেনরি ১৫১০ সালে এটা কম্পোজ করেছিলেন।"

"আপনি কি আমার জন্য এ সুরটা আবার তুলবেন?" সে বলল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০০

ডাইনিং রুমে তাদের পিছু পিছু আসা মৃদু বাতাসের ছোঁয়ায় মোমের অগ্নিশিখা নাচতে লাগল। স্টারলিং প্যাসেজ অতিক্রমের সময় কেবল একবার ডাইনিং রুমটা দেখেছিল। ভেতরে আসার পর তার কাছে এ রুমটাকে উজ্জ্বল এবং আবেদনময়ী বলে মনে হলো। ক্রিস্টাল কাঁচে মোমের শিখা প্রতিফলিত হয়ে ক্রিম কালারের টেবিলক্লথের ওপর ফায়ারস্কেচ তৈরি করেছে। বিশাল টেবিলের প্রায় অর্ধেক অংশই ফুলের পর্দা দিয়ে ঢাকা।

ড. লেকটার ওয়াইন ঢালল। স্টার্টার হিসেবে স্টারলিংকে খুব অল্প পরিমাণ আর্কিউজ গ্যয়েল, একটা বেলন অয়েস্টার এবং এক টুকরো সসেজ দিল সে। ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকল স্টারলিংয়ের দিকে।

ক্যান্ডেলস্টিক যে উচ্চতায় সে বসিয়েছিল, তা একদম পারফেক্ট। স্টারলিংয়ের দুই স্তনের ঠিক মাঝখানে বুকের ভাঁজের ওপর হওয়া আলোছায়ার খেলা উপভোগ করতে লাগল সে।

"ডিনারে আমরা কি খাচ্ছি?"

ড. লেকটার নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল। "জিজ্ঞেস করো না। সারপ্রাইজ নষ্ট হয়ে যাবে।"

ক্রো কুইল-এর প্রসঙ্গ উঠে এল, হার্পসিকর্ড বাজাতে এসব পালকের ভূমিকা নিয়ে তারা আলোচনা করতে লাগল। একমুহূর্তের জন্য স্টারলিংয়ের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল, অনেক আগে এক ধূর্ত লোক তার মায়ের সার্ভিস কার্ট মোটেল ব্যালকনি থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতির সাথে ঐ ঘটনার স্মৃতি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলে তা না বলার সিদ্ধান্ত নিল সে।

"খিদে লেগেছে?"

"হ্যা।"

"তাহলে আমরা আমাদের ফার্স্ট কোর্স শুরু করতে যাচ্ছি।"

সাইডবোর্ড থেকে একটা সিঙ্গেল ট্রে নিয়ে ড. লেকটার তার বসার জায়গার পাশে রাখল। টেবিলসাইডে একটা সার্ভিস কার্ট এনে রাখল সে, সেখানে তার ব্যবহার্য সব জিনিস রাখা–কড়াই, বার্নার, আচার, মসলা রাখার জন্য ব্যবহৃত ক্রিস্টাল বোল।

বার্নারটা জ্বালিয়ে কপার ফেইট টাউট সসপ্যানে শ্যারেন্তে বাটার নিয়ে প্যানটা বার্নারের ওপর রাখল সে। সসপ্যানটা আগুনের আঁচে নাড়িয়ে বাটার

BanglaBook.org

মেল্টিং করতে লাগল এবার। অতঃপর বাটারফ্যাটকে আরেকটপু বাদামি করতে লাগল ব্যুয়ের নয়স্যাঁত বানানোর জন্য। যখন তা হ্যাজলনাটের মত বাদামি রঙ ধারণ করল, তখন তেপায়া স্ট্যান্ডের ওপর সেটা রাখল সে।

স্টারলিংয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। তার দাঁতগুলো দুধের মত সাদা।

"ক্লারিস, আমরা প্রীতিকর অপ্রীতিকর মন্তব্য নিয়ে কথা বলেছিলাম, হাসির পাত্র নিয়ে কথা উঠেছিল, তোমার কি সেসব মনে আছে?"

"বাটারের গন্ধ শুঁকে মনে হচ্ছে, বেশ মজার হবে। হ্যা, আমার মনে আছে।"

"আর, তোমার কি মনে আছে, আয়নায় তুমি কাকে দেখেছিলে? তাকে কত চমৎকার দেখাচ্ছিল?"

"ড. লেকটার, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলি, আমার মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে একটু বেশিই বাচ্চাদের মত ট্রিট করছেন। আমার সবকিছুই মনে আছে।"

"ভালো। মি. ক্রেন্ডলার ফার্স্ট কোর্সে আমাদের সাথে যোগ দিতে যাচ্ছেন।"

ড. লেকটার ফুলের পর্দা সরিয়ে সাইডবোর্ডের ওপর রাখল।

ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল পল ক্রেন্ডলার রক্তমাংসের শরীর নিয়ে মজবুত এক ওক কাঠের আর্মচেয়ারে বসে আছে। ক্রেন্ডলার চোখ বড় করে চারপাশে তাকালো। তার মাথায় রানার হেডব্যান্ড দেখা যাচ্ছে। একটা ফিউনেরাল টুক্সেডো পরনে তার। পেছনে দুপাশ থেকে কাপড়গুলো শেষ হয়ে গেছে, তাই দু-পাশ দড়ি দিয়ে বাঁধা। ড. লেকটার সে জায়গা ডাক্ট টেপ দিয়ে বেঁধে চেয়ারের সাথে লাগিয়ে দিয়েছেন, যাতে ক্রেন্ডলার নড়তে না পারে।

স্টারলিংয়ের চোখের পাতা ক্ষণিকের জন্য হলেও নড়ে উঠল, খানিক কুঁচকে গেল তার ঠোঁট, ফায়ারিং রেঞ্জে মাঝে মাঝে এরকম মুখভঙ্গি করত সে।

সাইডবোর্ড থেকে এক জোড়া সিলভার টং নিয়ে ড. লেকটার ক্রেন্ডলারের মুখে লাগানো টেপ তুলে ফেলল।

"গুড ইভিনিং আবারো, মি. ক্রেন্ডলার।"

"গুড ইভিনিং।"

ক্রেন্ডলারকে দেখে মনে হলো, তার শরীর এখানে থাকলেও তার আত্মা খাঁচা ছেড়ে পালিয়েছে। তার পাশে একটা স্যুপের ডিশ রাখা।

"মিস স্টারলিংকে গুড ইভিনিং বলবে না?"

"হ্যালো, স্টারলিং।"

BanglaBook.org

তার মুখে ১০০ ওয়াটের বাতি জ্বলে উঠল। "আমি সবসময় তোমাকে খেতে থাকা অবস্থায় দেখতে চাইতাম।"

স্টারলিং দূর থেকে তাকে এক পলক দেখল, যেন সে পিয়ের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে আছে। "হ্যালো, মি. ক্রেন্ডলার।"

ড. লেকটারের দিকে মুখ ঘুরালো স্টারলিং, ডক্টর তার কড়াই নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছে।

"তাকে ধরলেন কিভাবে?"

"মি. ক্রেন্ডলার তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য ইম্পরট্যান্ট পলিটিক্যাল কনফারেন্সে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। মার্গট ভার্জার তাকে লিফট দেয়ার বাহানায় আমার পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানায়। অনেকটা উপকারের বদলে উপকারের মত আর কি। বাসা থেকে রক ক্রিক পার্ক পর্যন্ত জগিং করতে করতে তিনি পৌছালেন, সেখানে ভার্জার হেলিকপ্টার তার জন্য অপেক্ষা করছিল। আর সেখানে তিনি দুর্ভাগ্যগুণে আমাকে পেয়ে গেলেন বলে আমার সাথে ভ্রমণ করতে চলে এলেন। আপনি কি খাওয়ার পর্ব শুরু করার আগে প্রার্থনার কাজটা সেরে নিতে চান, মি. ক্রেন্ডলার?...মি. ক্রেন্ডলার?"

"প্রার্থনা?...হ্যা।" চোখ বন্ধ করল ক্রেন্ডলার। "ফাদার, আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমাদেরকে আপনার আশির্বাদ বন্টনের জন্য। আমরা আমাদেরকে আপনার সেবায় নিয়োজিত করবো। স্টারলিং প্রাপ্তবয়স্ক একজন মহিলা, যে কিনা যে কারো সাথে বিছানায় যেতে চায়। আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, তাকে যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়, আমার সেবায় যেন সে নিজেকে নিয়োজিত করে। জিশুর নামে বলছি, 'আমেন'।"

স্টারলিং লক্ষ করল, একজন ধার্মিক ব্যক্তির মত পুরো প্রার্থনা জুড়েই ড. লেকটার তার চোখ বন্ধ করে ছিল।

স্টারলিংকে শান্ত মনে হলো। "পল, আমাকে বলতে হচ্ছে, অ্যাপোসল পলও এর চেয়ে ভালো করতে পারতেন না। তিনিও মহিলাদের ঘৃণা করতেন। অ্যাপোসল পল না হয়ে তার নাম হওয়া উচিত ছিল 'অ্যাপাল'।"

"তুমি এবার সত্যিই আমাকে অপমান করেছো, স্টারলিং। তোমাকে চাকরিতে নেয়া হবে না আর।"

"প্রার্থনার ভেতরে আমার জন্য কোনো চাকরির অফারও ছিল নাকি?"

"আমি কংগ্রেসে যাচ্ছি।"

ক্রেন্ডলারের হাসিটা অশ্লীল ধরণের বলে মনে হলো স্টারলিংয়ের কাছে। "ক্যাম্পেইন হেডকোয়ার্টারে এসে দেখা করে যেও। আমি চেষ্টা করে দেখবো, তোমার জন্য কোনো কাজ খুঁজে পাই কিনা। তুমি অফিস গার্ল হতে পারো অবশ্য। টাইপ করতে পারো তুমি? ফাইল বানাতে পারবে?"

BanglaBook.org

"অবশ্যই।"

"ডিকটেশন ঠিকঠাক লিখে নিতে পারবে?"

"আমি এজন্য ভয়েস রিকগনিশন সফটওয়্যার ব্যবহার করি," স্টারলিং বলল। বিজ্ঞদের মত করে বলতে লাগল সে, "কংগ্রেসের জন্য মোটেও উপযুক্ত নন আপনি। কোনো মাফিয়া দলের পা-চাটা কুত্তা হিসেবেই আপনাকে ভালো মানায়।"

"আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন না, মি. ক্রেন্ডলার। গরম থাকতে থাকতে স্যুপ খাওয়া শুরু করুন," ড. লেকটার তাড়া দিল।

তার বাটিতে স্যুপ নিলো সে, চেখে দেখলো একটু। মুখ বিকৃত হয়ে গেল তার। "স্যুপটা ভালো লাগেনি।"

"সত্যি বলতে কী, এর উপকরণ হিসেবে পার্সলি এবং থাইম ব্যবহার করা হয়েছে," ডক্টর বলল। "আরো কয়েক চামচ খেয়ে শরীরের রক্তের সাথে তাকে মিশতে দিন...ভালো লাগবে।"

স্টারলিংয়ের মাথায় একটা ইস্যু ঘুরপাক খাচ্ছে। তার হাতের তালু আইনের মানদণ্ডের মত দোলাচ্ছে সে। "আপনি জানেন, মি. ক্রেন্ডলার, প্রতিবার যখন আপনি বাঁকাচোখে আমার দিকে তাকাতেন, তখন আমার মধ্যে একটা খুঁতখুঁতে স্বভাব কাজ করত। আমি ভাবতাম, এমন কী করেছি আমি, যার জন্য আমাকে নিগ্রহের শিকার হতে হচ্ছে? "

বিচারকদের মত হাত ওপর নিচ করতে লাগল সে।

"আমি তার যোগ্য ছিলাম না। আমার ক্যারিয়ার ফোল্ডারে যখনই আপনি নেগেটিভ রিমার্ক লিখতেন, তখন আমার মধ্যে ক্ষোভ কাজ করত, নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করতাম। আমার নিজেকে নিয়েই সন্দেহ শুরু হলো। ভাবতাম আমি, কী ভুল ছিল আমার। চিন্তা করতাম, আমার হয়তো আসলেই ভুল ছিল। আমার ভালো ভেবেই হয়তো এই মন্তব্য লিখেছেন আপনি।"

"কিন্তু আপনি কচু ভাবতেন, মি. ক্রেন্ডলার। আপনি আসলে কিছুই জানেন না।" স্টারলিং তার পাতের হোয়াইট বারগান্ডি থেকে এক চামচ নিয়ে মুখে দিল। ড. লেকটারকে বলল সে, "অনেক ভালো হয়েছে এটা। কিন্তু আমার মনে হয়, বরফ ছাড়া খেলেই বরং ভালো হবে।" ক্রেন্ডলারের দিকে ঘুরল সে। "আপনি একজন নির্বোধ, মূর্খ। যাকে পাত্তা দিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত না।" আমুদে ভঙ্গিতে বলল স্টারলিং। "আপনাকে যা যা বললাম, তা আজকের জন্য যথেষ্ট। যেহেতু আপনি ড. লেকটারের অতিথি, তাই আশা করছি, ডক্টরের হাতের রান্না আপনার পছন্দ হবে।"

"তুমি আসলে কে?" ক্রেন্ডলার বলল। 'তুমি স্টারলিং না। তোমার গালে কালো দাগটা আছে ঠিকই, কিন্তু তুমি স্টারলিং নও।"

BanglaBook.org

হট ব্রাউনড বাটারে ড. লেকটার পেঁয়াজ ঢেলে দিল। পেঁয়াজের গন্ধে পুরো ঘর মঁ মঁ করে উঠল এ সময়। কুচিকুচি করে কাটা কেপার বেরি পেঁয়াজের সাথে দিয়ে দিল সে। আগুনের ওপর থেকে সসপ্যানটা সরিয়ে সে শ'তে প্যান গরম করা শুরু করল। সাইডবোর্ড থেকে বরফের মত শীতল পানি এবং সিলভার ট্রে নিয়ে পল ক্রেন্ডলারের পাশে রাখল সে।

"যারা এরকম ধৃষ্ঠতার সাথে কথা বলে তাদের কিভাবে শায়েস্তা করতে হয় তা আমার জানা আছে," ক্রেন্ডলার বলল। "কিন্তু তোমাকে চাকরিতে নিতে পারবো না আমি। তোমাকে এখানে দাওয়াতই বা দিয়েছে কে?"

"আমি চাই না, তোমার আচরণে কোনো পরিবর্তন আসুক। একদিন আগেকার পল ক্রেন্ডলারের সাথে আজকের পল ক্রেন্ডলারের আকাশ পাতাল তফাৎ," ড. লেকটার বলল। "তুমি দামাস্কাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা বিরতি দাওনি, কিংবা তুমি এখন ভার্জারদের হেলিকপ্টারেও অবস্থান করছো না।"

ক্যাভিয়ারের টিন থেকে যেমন রাবারব্যান্ড খোলা হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি ড. লেকটার ক্রেন্ডলারের মাথা থেকে রানার হেডব্যান্ডটা খুলে ফেলল।

"আমরা আপনার কাছ থেকে যা আশা করতে পারি তা হলো, একটা মুক্তমন।"

দু-হাত ব্যবহার করে সতর্কতার সাথে ড. লেকটার ক্রেন্ডলারের খুলির ওপরের অংশটা খুলে ট্রে'তে রেখে দিল। ক্লিনকাট ইনসিশন দেয়ায় এক ফোঁটা রক্তও পড়ল না ওখান থেকে। মেজর ব্লাড ভেসেলগুলো বাঁধা হয়েছে, আর মাইনর ভেসেল থেকে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য লোকাল অ্যানেসথেটিক ব্যবহার করা হয়েছে। খেতে বসার আধঘণ্টা আগে কিচেনে স্কাল ইনসিশন দেয়া হয়েছিল তাকে।

ক্রেন্ডলারের খুলির ওপরের অংশ মাথা থেকে আলাদা করার জন্য ড. লেকটার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, তা অনেক পুরনো। তবে আধুনিক সংযোজন–অটোপসি স, ক্র্যানিয়াল ব্লেড, স্কাল কি এবং অ্যানেসথেটিকসের সাহায্যে কোনো ধরণের ব্যথা দেয়া ছাড়াই বেশ ভালোভাবে তার কার্যসিদ্ধি করতে পেরেছে সে।

মাথাকাটা ক্রেন্ডলারের গোলাপি বর্ণের মগজ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ক্রেন্ডলারের পাশে টনসিল স্পুনের মত ইন্সট্রুমেন্ট হাতে দাঁড়িয়ে আছে লেকটার। ব্রেইনের প্রিফ্রন্টাল লোব থেকে একটা স্লাইস কেটে নিল সে, তারপর আরেকটা, এভাবে মগজের চারটা স্লাইস লেকটারের কাছে চলে এল। ক্রেন্ডলার ওপরের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল, ওপরে কী হচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করছে সে। আইসওয়াটারের বোলে স্লাইসগুলো রাখল সে। পানিতে লেবুর জ্যুস দিয়ে এসিডিক করা হয়েছে, যাতে মগজের স্লাইসগুলো পোক্ত

BanglaBook.org

হতে পারে।

"*উড ইউ লাইক টু সুইং অন এ স্টার,*" ক্রেন্ডলার আচমকা গাওয়া শুরু করল। "*ক্যারি মুনবিমস হোম ইন এ জার।*"

ক্লাসিক ক্যুইজিন অনুযায়ি, মগজ পোক্ত করার জন্য তা পানিতে ভিজিয়ে সারারাত ঠাণ্ডা পরিবেশে রাখা হয়। কিন্তু একদম তাজা মগজের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হয়, তা হলো ব্রেন ম্যাটেরিয়াল ক্ষয় হয়ে জেলাটিন জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়ে যেতে পারে।

দক্ষতার সাথে ডক্টর স্লাইস চারটা একটা প্লেটে নিয়ে ময়দা মাখাল। এরপর ফ্রেশ ব্রায়োক ক্রাম্বসের মধ্যে পুরল সেগুলো।

একটা ব্ল্যাক ট্রাফলের গায়ে সস লাগাল সে, এরপর একটু লেবু চিপে তা পেটে চালান করে দিল ড. লেকটার।

স্লাইসের দু-পাশ বাদামি বর্ণ ধারণ না করা পর্যন্ত ফ্রাই করতে থাকল সে।

"গন্ধটা ভালোই মনে হচ্ছে," ক্রেন্ডলার বলল।

ঝলসানো মগজগুলো একটা প্লেটের ওপর রাখা বড় ক্রাউটনের ওপর রেখে তার চারপাশে সস এবং ট্রাফল স্লাইস সাজাল।

"খেতে কেমন?" ক্রেন্ডলার জিজ্ঞেস করল। তার কণ্ঠস্বর তীব্র, লোবোটমি করা পেশেন্টরা যেমন উচ্চস্বরে কথা বলে, সে-ও তাই করছে।

"এক্সসিলেন্ট," স্টারলিং বলল। "আমি আগে কেপার বেরি খাইনি কখনো।"

ডক্টর লেকটার তার ঠোঁটে বাটার সস লেগে থাকতে দেখল, আরামের সাথে চেটেপুটে খাচ্ছে সে।

আবার গানের জগতে ফিরে গেল ক্রেন্ডলার।

অন্যমনস্ক ক্রেন্ডলারের সামনেই ড. লেকটার আর স্টারলিং মিস্কাকে নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। ডক্টরের বোনের পরিণতি সম্পর্কে স্টারলিং আগে থেকেই জানে। কিন্তু ডক্টর আশাবাদি, তার বোন আবার ফিরে আসবে। তার এই আশাবাদ আজকের এই সন্ধ্যায় স্টারলিংয়ের কাছে অগ্রহণযোগ্য কিছু বলে মনে হলো না। সে-ও খুশি হলো, এই সুবাদে মিস্কার সাথেও তার দেখা হয়ে যাবে।

"তুমি একটা গেঁয়ো ভুত...মাগি কোথাকার," ক্রেন্ডলার চেঁচিয়ে বলল।

"আরেকটু পর আমাকে অলিভার টুইস্ট বলে মনে হবে আপনার কাছে। আমি আরেকটু চাচ্ছি," স্টারলিং বলল। ডক্টর লেকটারের দিকে তাকিয়ে মৌন উল্লাস প্রকাশ করল সে।

দ্বিতীয় ধাপে ফ্রন্টাল লোবের বেশিরভাগ উধাও হয়ে গেল। এখন ক্রেন্ডলার চোখে অপ্রাসঙ্গিক বস্তু দেখা শুরু করেছে, বাস্তবে যার কোনো

BanglaBook.org

অস্তিত্ব নেই। বেসুরো গলায় অশ্লীল কবিতা আবৃত্তি শুরু করল সে।

কিন্তু যখন উচ্চস্বরে করা এই আবৃত্তি ড. লেকটার এবং স্টারলিংয়ের জন্য বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল, তখন কর্নার থেকে ক্রসবোটা বের করে আনল ড. লেকটার।

"আমি চাই, তুমি এই যন্ত্রের তারের স্পন্দন অনুভব কর, ক্লারিস।"

ক্রসবো দেখে ক্রেন্ডলার হঠাৎ চুপ মেরে গেল। আর সেই নীরবতার সুযোগ নিয়ে টেবিল লক্ষ্য করে তার দিকে তীর ছুঁড়ে মারল ড. লেকটার।

"এই ক্রসবো স্ট্রিংয়ের কম্পাঙ্ক যখন তোমার কানে আবার বেজে উঠবে, তখন তুমি বুঝবে–তুমি মুক্ত, তোমার মধ্যে শান্তি বিরাজ করছে। তুমি স্বয়ংসম্পূর্ণ।"

তীরের সামনের অংশ ক্রেন্ডলারের হৃৎপিণ্ড ছেদ করে সেখানেই আটকে গেছে।

"আপনার ভাষ্যমতে, আমার মনের মধ্যে আমার বাবার জন্য আলাদা জায়গা রয়েছে। তাহলে আপনার মধ্যে মিস্কার জন্য কোনো জায়গা নেই কেন?"

ড. লেকটারকে উৎফুল্ল বলে মনে হলো। সেটা এই ধারণার জন্য নাকি স্টারলিংয়ের চিন্তা করার সামর্থ্যের জন্য–তা বোধগম্য হলো না।

স্টারলিংয়ের হাতে থাকা কফি কাপ হাতের চাপে ভেঙে গেল। নিচে ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে সে ভ্রুক্ষেপ করল না।

ড. লেকটার ভাঙা কাপটার অবশেষের দিকে তাকালো, কাপটা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এলো না।

"আমার মনে হয়, এ সময়টা আপনার মধ্যে অনুশোচনা কাজ করার জন্য উপযুক্ত নয়।" ফায়ারলাইটের আলোয় তার চোখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আগুনের আঁচ তার গাউন ভেদ করে শরীরে উষ্ণতা ছড়িয়ে দিল। স্টারলিংয়ের মধ্যে স্মৃতি কড়া নাড়ল, অনেক আগে ড. লেকটার সিনেটর মার্টিনকে জিজ্ঞেস করেছিল, সে তার মেয়েকে স্তন্যপান করিয়েছিল কিনা।

অস্বাভাবিক রকমের শান্ত হয়ে গেল স্টারলিং। তার মনের সব দরজা একই সাথে খুলে গেছে। "হ্যানিবাল লেকটার, আপনার মা কি আপনাকে শৈশবে স্তনপান করিয়েছিলেন?"

"হ্যা।"

"আপনার কি কখনো মনে হয়নি, মিস্কার জন্য স্তনের অধিকার আপনার ছেড়ে দেয়া উচিত। আপনার কি কখনো মনে হয়নি, তাকে সে অধিকারটা দিয়ে দেয়া উচিত?"

ক্ষণিকের নিরবতা। "আমার মনে পড়ছে না, ক্লারিস। যদি আমি সে

BanglaBook.org

অধিকার ছেড়ে দিয়ে থাকি, তাহলে সেটা অবশ্যই আমি আনন্দের সাথেই করবো।”

ক্লারিস স্টারলিং তার দু-হাত অর্ধবৃত্তাকার করে তার গাউনের নেকলাইনের ওপর রেখে স্তনদুটো উন্মুক্ত করে দিল। “এ দুটোর অধিকার ছেড়ে দেবার প্রয়োজন নেই আপনার।” লেকটারের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল সে। তার মুখে থাকা শ্যাতো ডি ইকুয়েমে ওয়াইনের এক ফোঁটা মুখ দিয়ে গড়িয়ে নিচে স্তনবৃন্ত পর্যন্ত চলে এল। নিঃশ্বাসের সাথে সেই ক্ষুদ্র বিন্দু কাঁপতে লাগল, কেবল মাটিতে পড়ার অপেক্ষা।

চেয়ার ছেড়ে ত্বরিতগতিতে তার কাছে চলে এল ড. লেকটার। হাঁটু গেড়ে তার চেয়ারের সামনে বসে পড়ল সে। ওয়াইনের একটা ফোঁটাও সে মাটিতে ফেলে নষ্ট করতে চায় না।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০১

ব্যুয়েনোস আয়ার্স, আর্জেন্টিনা
তিন বছর পর...

বার্নি এবং লিলিয়ান হার্শ সন্ধ্যায় এভেনিদা নাইন ডি জুলিও'তে থাকা স্মৃতিস্তম্ভ অতিক্রম করে সামনে হাঁটতে লাগল। মিস হার্শ লন্ডন ইউনিভার্সিটির একজন লেকচারার, এখন ছুটিতে আছেন তিনি। তার এবং বার্নির পরিচয় হয় মেক্সিকো সিটির একটা অ্যান্থ্রোপলজি মিউজিয়ামে। তারা একে অপরকে পছন্দ করে। দুই সপ্তাহ ধরে তারা একত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি কোন একঘেঁয়েমি কাজ করে না, বরং এ সঙ্গটা তারা বেশ উপভোগ করছে।

ব্যুয়েনোস আয়ার্সে পৌছতে তাদের বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। বিকেলে তাদের মিউজিও ন্যাসিওনাল ভ্রমণের সময়কে তাই পিছিয়ে দিতে হলো। বার্নির পৃথিবীর প্রতিটা ভার্মির দেখার অদ্ভুত মিশন লিলিয়ানকে অবাক করেছে। মিশনের এক-চতুর্থাংশ সে ইতোমধ্যেই সম্পন্ন করে ফেলেছে, আরো অনেক দেখার বাকি।

তারা একটা ক্যাফের খোঁজ করছিল, যেখানে তারা তাদের খিদে মিটাতে পারে।

ব্যুয়েনোস আয়ার্সের দর্শনীয় অপেরা হাউজ হিসেবে পরিচিত 'তিয়েতরো কোলন'-এর বাইরে লিমোজিনগুলো পার্ক করা। তারা থামল, অপেরা লাভারদের দেখতে লাগল।

"বার্নি, তুমি অপেরা দেখতে যাবে? আমার মনে হয়, তোমার পছন্দ হবে।"

"তোমার কি মনে হয়, তারা আমাদের ঢুকতে দেবে?"

ঠিক সে মুহূর্তে গাঢ় নীল এবং সিলভার কালারের একটা মার্সিডিজ মেব্যাখ এসে থামল। ডোরম্যান দৌড়ে এল দরজা খোলার জন্য।

হোয়াইট টাই পরা এক লোক মার্সিডিজ থেকে বের হয়ে এল, তার পিছে গাড়ি থেকে বের হওয়া এক মহিলার হাত ধরল সে। মহিলার সৌন্দর্যের প্রতিধ্বনি উঠল চারপাশের ভিড় থেকে। তার গলায় এমারেল্ড নেকলেস আলোতে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। বার্নি ক্ষণিকের জন্য তাকে দেখতে পেল। ভিড়ের মধ্য দিয়ে অপেরা হাউজের ভেতর প্রবেশ করল তারা।

BanglaBook.org

মহিলার চেয়ে পুরুষ লোকটাকে ভালো করে দেখতে পেল বার্নি। খাটো করে লোকটার মাথা মসৃণ এবং তার নাকের উদ্ধত ভঙ্গি সবার নজর কাড়বে।

"বার্নি? ওহ্, বার্নি," লিলিয়ান বলতে লাগল। "তুমি তোমার মধ্যে ফিরে আসলে আমাকে বলো, তুমি কি আদৌ অপেরা দেখতে যাবে কিনা? মাফতি ড্রেসে তারা আমাদের ভেতরে ঢুকতে দেবে না?"

মাফতি বলতে কী বোঝানো হচ্ছে–এ প্রশ্ন যখন বার্নি করল না, তখন তার দিকে লিলিয়ান অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। বার্নির কৌতূহল অনেক বেশি। সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন করা তার অভ্যেস।

"হুম," অন্যমনস্কভাবে বার্নি বলে উঠল।

বার্নির কাছে প্রচুর ডলার আছে। এগুলো খরচের ব্যাপারে সে সতর্ক থাকলেও কৃপণতা দেখায় না। কাঠ দিয়ে বানানো একটা ঘরের মত জায়গায় টিকেট বিক্রি করা হচ্ছে।

তার সিটের উচ্চতার কথা বিবেচনা করে সে লবি থেকে একটা ফিল্ড গ্লাস ভাড়া করল।

থিয়েটারটা ইতালিয়ান, গ্রিক আর ফ্রেঞ্চ স্টাইলের সংমিশ্রণে ডিজাইন করা হয়েছে। পুরো স্ট্রাকচারটা পিতল, স্বর্ণ আর লাল ভেলভেটে মোড়ানো।

প্রথম পর্ব শুরুর আগে লিলিয়ান বার্নিকে প্লটটা বোঝাতে লাগল। হাউজলাইটটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে সস্তা সিটে বসে চারদিক তাকিয়ে তাদের দেখতে পেল বার্নি। প্লাটিনাম ব্লন্ড লেডি এবং তার সঙ্গি। গোল্ড কার্টেইন দিয়ে এইমাত্র তারা ভেতরে ঢুকল। স্টেজের পাশে থাকা ওরনেট বক্সে গিয়ে বসল তারা। মহিলাটা বসার সাথে সাথে নেকলেসের এমেরাল্ড পাথর হাউজের আলোয় ঝলমল করে উঠল।

অপেরা হাউজে ঢোকার সময় মহিলাটার কেবল ডানপাশ দেখতে পেয়েছিল বার্নি, আর এখন বামপাশটা চোখে পড়ল তার।

তাদের চারপাশে থাকা স্টুডেন্টদের মধ্যে যারা উঁচু সিটে বসেছে তাদের হাতে প্রায় সব ধরণের ভিউয়িং এইডস দেখা যাচ্ছে। এক ছাত্রের কাছে একটা শক্তিশালী স্পটিং স্কোপ দেখতে পেল বার্নি।

তার ফিল্ড গ্লাস দিয়ে আবার দেখা শুরু করল সে। ওং টিউবটার লিমিটেড ফিল্ড অফ ভিশনের জন্য বক্সটা আবার খুঁজে বের করতে পারবে কিনা–তা নিয়ে তার মধ্যে সন্দেহ হলো। কিন্তু যখন সে খুঁজে পেল, তখন চমকে উঠল–তারা যথেষ্ট ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করছে।

মহিলাটার গালে একটা বিউটি স্পট দেখা যাচ্ছে, ফ্রেঞ্চরা যাকে 'সাহস' আখ্যা দিয়ে থাকে।

মহিলা তার সঙ্গির দিকে ঝুঁকে কী যেন বলতে লাগল, এরপর তারা দু-

BanglaBook.org

জনেই হেসে উঠল। তার হাত লোকটার হাতের ওপর রাখা।

"স্টারলিং," দীর্ঘনিঃশ্বাসের সাথে বার্নির মুখ দিয়ে বের হয়ে এল কথাটা।

"কি?" লিলিয়ান ফিসফিস করে বলে উঠল।

অপেরার প্রথম পর্ব সে ঠিকমত উপভোগ করতে পারল না, তার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। প্রথম বিরতির সময় যখন সব লাইট জ্বলে উঠল, তখন বার্নি ভদ্রলোককে একটা ওয়েটারের ট্রে থেকে শ্যাম্পেইন ফ্লুট নিতে দেখল। স্টারলিংয়ের হাতে তা দিয়ে নিজে আরেকটা গ্লাস নিল সে। বার্নি জুম করল, লোকটার কানের গঠন দেখল সে।

দূরে হওয়া কোনো শব্দের দিক লক্ষ্য করে লোকটা মুখ ঘুরিয়ে বার্নির দিকে তাকাল, অপেরা গ্লাস উঠিয়ে ধরল তার দিকে। বার্নি শপথ করে বলতে পারে, গ্লাসদুটো তাকে উদ্দেশ্য করেই দেখিয়েছে লোকটা।

"লিলিয়ান," বার্নি বলল। "আমি চাই, তুমি আমার একটা উপকার কর।"

"উম। কী করতে হবে সেটা আগে বলো?"

"যখন লাইট অফ হয়ে যাবে, তখন আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাব। আজ রাতেই আমার সাথে রিও'র ফ্লাইট ধরবে তুমি। কোনো প্রশ্ন করা যাবে না।"

ব্যুয়েনোস আয়ার্সের ভার্মির পেইন্টিংটা বার্নির অদেখাই রয়ে গেল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০২

অপেরা থেকে এই হ্যান্ডসাম যুগলকে অনুসরণ করতে চাও? ঠিক আছে...তবে সাবধানে, সতর্কতার সাথে...

বুয়েনোস আয়ার্সে রাতের একটা আলাদা মাদকতা আছে। মার্সিডিজের জানালা খোলা রাখা হয়েছে, যাতে ড্যান্স ক্লাবের মিউজিক ভেতরে ঢুকতে পারে। রেকোলেতা ডিস্ট্রিক্ট থেকে অ্যাভেনিদা আলভিয়ারের দিকে সাঁই করে চলে গেল মার্সিডিজটা, এবং অবশেষে ফ্রেঞ্চ এমব্যাসির কাছে বিউ আর্ট বিল্ডিংয়ের কোর্টইয়ার্ডের আড়ালে তা হারিয়ে গেল।

বাতাস গায়ে কোমলতার পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। টপ ফ্লোরে টেরেসে একটা লেট সাপারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সার্ভেন্টরা সবাই আগেই বিদায় নিয়েছে।

এ বাড়ির সার্ভেন্টরা যথেষ্ট নীতিবান, কিন্তু তারা কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে নিজেদের কাজ করে থাকে। দুপুরের আগে কিংবা ডিনারের ফার্স্ট কোর্স সার্ভ করার পর ম্যানশনের টপ ফ্লোরে তাদের প্রবেশ নিষেধ।

প্রায় সময়ই ড. লেকটার এবং ক্লারিস স্টারলিং ডিনারের সময় ন্যাটিভ ইংলিশ বাদে অন্য ভাষায় কথা বলতেন। ফ্রেঞ্চ এবং স্প্যানিশ ভাষায় স্টারলিংয়ের দক্ষতা আছে।

কখনো কখনো আমাদের এই যুগল ডিনারটাইমে ড্যান্স করত। কখনো তারা নাচে এতটাই ডুবে থাকত যে ডিনার করতেই ভুলে যেত।

তাদের সম্পর্কটা ক্লারিস স্টারলিংয়ের বিচক্ষণতাকে হাজারগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

ক্লারিস স্টারলিংয়ের মেমোরি প্যালেসও ধীরে ধীরে একটা আকার লাভ করেছে। ড. লেকটারের নিজস্ব মেমোরি প্যালেসের কয়েকটা ঘর সে স্টারলিংয়ের সাথে ভাগ করে নিয়েছে।

স্টারলিং তার প্যালেসের সব ঘর সাম্প্রতিক সময়ে বানিয়েছে। সে তার প্রাসাদে বাবার সাথে কথা বলতে পারে, হানাহকে একটা খোঁয়াড়ে যত্নের সাথে রেখেছে সে। সেখানে জ্যাক ক্রফোর্ডও আছে। তাকে ডেস্কের ওপর মাথা নিচু করে বসে থাকতে দেখল। হাসপাতাল থেকে বাসায় আসার একমাসের মাথায় রাতে বুকের ব্যথাটা আবার দেখা দেয় তার। অ্যামবুলেন্স ডেকে পুনরায় হাসপাতালে যাওয়ার পরিবর্তে সে তার প্রয়াত স্ত্রীর বিছানার সাইডে গিয়ে শুয়ে থাকাটাকেই শ্রেয় বলে মনে করে।

BanglaBook.org

এফবিআই'র পাবলিক ওয়েবসাইটে ড. লেকটারের ডেইলি ভিজিটের কল্যাণে ক্রফোর্ডের মৃত্যুর খবর স্টারলিং জানতে পারে।

জ্যাক ক্রফোর্ডের মৃত্যুসংবাদ পড়ে স্টারলিং বাইরে বের হয়ে যায়। একলা কিছুক্ষণ নিজেকে সময় দেয় সে, ভাবার পেছনে এ সময় ব্যয় করে। সন্ধ্যায় আবার বাড়িতে ফিরে আসে।

একবছর আগে নিজের জন্য এমারেল্ড স্টোন লাগানো একটা রিং কিনেছিল। আঙটির ভেতরে এ.এম-সি.এস খোদাই করা। আর্ডেলিয়া ম্যাপ নন-ট্রেসেবল একটা র‍্যাপারে সেই আঙটিটা পেল, সাথে একটা নোট :

ডিয়ার আর্ডেলিয়া, আমি ভালো আছি, অনেক ভালো আছি। আমাকে খুঁজতে যেও না। আই লাভ ইউ। আমি দুঃখিত, তোমাকে ভড়কে দেয়ার জন্য। পড়ার পর নোটটা পুড়িয়ে ফেলো।

স্টারলিং।

শ্যানানদোয়া নদীর সামনে ম্যাপ এসে দাঁড়াল। রিংটা তার হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরা। প্রচণ্ড রেগে আছে সে, চোখ লাল হয়ে গেছে তার। পানিতে আঙটিটা ছুঁড়ে মারতে উদ্যত হলেও সিদ্ধান্ত পালটে রিঙটা তার আঙুলে পরে নিল সে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফিরতি পথে হাঁটা ধরল।

ম্যাপকে খুব কমই কাঁদতে দেখেছে সবাই। কিন্তু আজ সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না। পুরোপুরি স্থির না হওয়া পর্যন্ত হাঁটতে লাগল। যখন সে তার গাড়ির কাছে এসে পৌছাল, তখন রাত নেমে এসেছে।

স্টারলিং তার আগের জীবনের কি কি মনে রেখেছে, কোন কোন ঘটনা সে ধারণ করে রাখতে চেয়েছে, তা জানা আমাদের জন্য কঠিন। তাকে যে ড্রাগ দেয়া হয়েছিল, কিংবা একটা সিঙ্গেল লাইট সোর্স থাকা একটা রুমে তাদের কথোপকথন–এসব স্টারলিংয়ের স্মৃতি থেকে অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। তার এসব কিছুই মনে নেই।

মাঝে মাঝে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবেই ড. লেকটার টি-কাপ মেঝেতে ফেলে দিত, কাপের ভাঙা টুকরোগুলো যখন পুনরায় জোড়া লাগার চেষ্টা করত না, তখন তাকে সন্তুষ্ট বলে মনে হত। অনেক মাস পার হয়ে গেছে, এখন আর মিস্কাকে সে তার স্বপ্নেও দেখে না।

BanglaBook.org

হয়তো কোনো দিন কোনো একটা কাপের ভাঙা অংশগুলো একত্র হবে, অথবা হয়তো কোনো দিন স্টারলিং একটা ক্রসবো স্ট্রিংকে তার দিকে ছুটে আসতে দেখবে, স্বপ্নের মধ্যে ছুটে আসলেও সে অবাক হবে না।

আমাদের এখন চলে যেতে হবে। টেরেসে তারা এখন একে অন্যের হাত ধরে নাচছে। বুদ্ধিমান বার্নি শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে, আমাদেরও তার পথ অনুসরণ করা উচিত। তাদের যেকোনো একজন আমাদের খুঁজে পেলে কেলেঙ্কারি বেঁধে যাবে।

আমরা কেবল দক্ষতা অর্জন করতে পারি, টিকে থাকার জন্য।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org